আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ : ৪

আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ

চতুর্থ খণ্ড

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
কর্ত্তৃক
সংগৃহীত অনূদিত ও পরিবর্দ্ধিত

দীপায়ন
২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯

মহামতি চরকাচার্য ও সুশ্রুতাচার্য

সশ্রদ্ধ স্মরণ

দীপায়ন-এর আয়ুর্বেদ বিষয়ক চিরায়ত গ্রন্থাবলী

প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ ও রসায়নচিন্তা
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

চিকিৎসা সংগ্রহ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)
শার্ঙ্গধর

রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)
আচার্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চক্রদত্ত (সরল বঙ্গানুবাদে ১খণ্ড)
শ্রীচক্রপাণি দত্ত

ভাব প্রকাশ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ৪ খণ্ড)
আচার্য ভাবমিশ্র

অষ্টাঙ্গহৃদয় (সরল বঙ্গানুবাদে ২ খণ্ড)
মহর্ষি বাগ্ ভট্টাচার্য্য

আয়ুর্বেদ শিক্ষা (৪ খণ্ড)
আয়ুর্বেদাচার্য্য অমৃতলাল গুপ্ত

রসরত্ন সমুচ্চয় (সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)
মহর্ষি বাগ্ ভট্টাচার্য্য

সুশ্রুত সংহিতা (সরল বঙ্গানুবাদে ৩ খণ্ড)
মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য

রসার্ণব (মূল সংস্কৃত শ্লোক তৎসহ সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পাদিত

নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ (সরল বঙ্গানুবাদ)
মহর্ষি কণাদ

আয়ুর্বেদ সংগ্রহ (৪ খণ্ড)

সরল পারিবারিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা (সরল বাংলায় ১ খণ্ড)

প্রকাশকের কথা

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-রচিত 'আয়ুর্বেদ সংগ্রহে'র মতো সুবৃহৎ আয়ুর্বেদগ্রন্থ সুলভ নয়। এত সরল ভাষায় নানান গভীর বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত ও সন্নিবিষ্ট হয়েছে যে সুদূর গ্রামাঞ্চলেও আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বা বিষয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম এমন গৃহস্থ ব্যক্তিরও ঔষধ তৈল ঘৃত মোদক গুড়িকা অরিষ্ট ও আসবাদি প্রস্তুত করার জন্য আর কারও সাহায্যের প্রয়োজন হবে না—এতই সার্বিক এর সংকলন, এতই সামগ্রিক এর পরিকল্পনা। প্রত্যেক রোগের নিদান ভেদে চিকিৎসা এখানে গভীর ও বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। আবার পরিণত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও রোগাধিকার অনুযায়ী যে-সব মূল্যবান ধাতুজ ঔষধের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা সহজেই এখান থেকে সূত্রোদ্ধার করে তৈরি করতে পারবেন। এই গ্রন্থের অন্যতম মূল্যবান অংশ হচ্ছে আয়ুর্বেদের সামগ্রিক পরিচয়, শারীরপ্রকরণ, স্নেহস্বেদ ও পঞ্চকর্মের বিধি, পরিভাষা ও দ্রব্যগুণ-সম্পর্কিত বিবরণ। এছাড়া রোগী দেখার নিয়ম, নাড়ীবিজ্ঞান, নিদান, চিকিৎসা, ঔষধ তৈরির জন্য দ্রব্যসমূহের পরিমাণ মাত্রা অনুপাত, পথ্যাপথ্য অনুপানের নির্দেশও সযত্নে রচিত। আমরা সুবিধের জন্য গ্রন্থটিকে ৪টি খণ্ডে ভাগ করে নিয়েছি, কিন্তু প্রতিটি খণ্ডই এক অর্থে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ মিলিয়ে দেখে একটি সঠিক পাঠও প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি। নতুন সংস্করণটি পাঠকের কাজে লাগলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

বিদ্রধিরোগাধিকার

ব্রণশোথাধিকার

সদ্যোব্রণাধিকার

ভগ্নাধিকার

নাড়ীব্রণাধিকার

ভগন্দরাধিকার

উপদংশাধিকার

শূকদোষাধিকার

কুষ্ঠাধিকার

শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠাধিকার

অম্লপিত্তাধিকার

বিসর্পাধিকার

বিস্ফোটাধিকার

মসূরিকারোগাধিকার

ক্ষুদ্ররোগাধিকার

মুখরোগাধিকার

কর্ণরোগাধিকার

নাসারোগাধিকার

নেত্ররোগাধিকার

শিরোরোগাধিকার

অসৃগদররোগাধিকার

যোনিব্যাপদধিকার

গর্ভিণীরোগাধিকার

সূতিকারোগাধিকার

স্তনরোগাধিকার

বালরোগাধিকার

বিষাধিকার

রসায়নাধিকার

বাজীকরণাধিকার

বীর্য্যস্তম্ভাধিকার

ধ্বজভঙ্গাধিকার

ফিরঙ্গরোগাধিকার

মস্তিষ্ক-স্নায়ুরোগাধিকার

আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ

চতুর্থ খণ্ড

বিদ্রধিরোগাধিকার

বিদ্রধি-নিদানম্

ত্বগ্রক্তমাংসমেদাংসি সংদূষ্যাস্থিসমাশ্রিতাঃ। দোষাঃ শোথং শনৈর্ঘোরং জনয়ন্ত্যুচ্ছ্রিতা ভৃশম্॥ মহামূলং রুজাবন্তং বৃত্তং বাপ্যথবায়তম্। স বিদ্রধিরিতি খ্যাতো বিজ্ঞেয়ঃ ষড় বিধশ্চ সঃ॥ পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষতেনাপাসৃজা তথা। ষণ্ণামপি হি তেষান্তু লক্ষণং সংপ্রচক্ষ্যতে॥ কৃষ্ণোঽরুণো বা বিষমো ভৃশমত্যর্থবেদনঃ। চিত্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধির্বাতসম্ভবঃ॥ পক্বোডুম্বরসঙ্কাশঃ শ্যাবো বা জ্বরদাহবান্। ক্ষিপ্রোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ পিত্তসম্ভবঃ॥ শরাবসদৃশঃ পাণ্ডুঃ শীতঃ স্নিগ্ধোঽল্পবেদনঃ। চিরোত্থানপ্রপাকশ্চ বিদ্রধিঃ কফসম্ভবঃ॥ তনুপীতসিতাশ্চৈষামাস্রাবাঃ ক্রমশঃ স্মৃতাঃ। নানাবর্ণরুজাস্রাবো ঘাটালো বিষমো মহান্॥ বিষমং পচ্যতে চাপি বিদ্রধিঃ সান্নিপাতিকঃ। তৈস্তৈর্ভাবৈরভিহতে ক্ষতে বাপথ্যকারিণঃ॥ ক্ষতোষ্মা বায়ুবিসৃতঃ সরক্তং বিপত্তমীরয়েৎ। জ্বরস্তৃষ্ণা চ দাহশ্চ জায়তে তস্য দেহিনঃ॥ আগন্তুর্বিদ্রধির্হ্যেষ পিত্তবিদ্রধিলক্ষণঃ। কৃষ্ণস্ফোটাবৃতঃ শ্যাবস্তীব্রদাহরুজাজ্বর॥ পিত্তবিদ্রধিলিঙ্গস্তু রক্তবিদ্রধিরুচ্যতে॥ পৃথক্ সম্ভূয় বা দোষাঃ কুপিতা গুল্মরূপিণম্। বল্মীকবৎ সমুন্নদ্ধমন্তঃ কুর্বন্তি বিদ্রধিম্। গুদে বস্তিমুখে নাভ্যাং কুক্ষৌ বঙ্ক্ষণয়োস্তথা॥ বৃক্কয়োঃ প্লীহ্নি যকৃতি হৃদি বা ক্লোম্নি বাপ্যথ। তেষামুক্তানি লিঙ্গানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ। অধিষ্ঠান-বিশেষেণ লিঙ্গং শৃণু বিশেষতঃ॥ গুদে বাতনিরোধশ্চ বস্তৌ কৃচ্ছ্রাল্পমূত্রতা। নাভ্যাং হিক্কা তথাটোপঃ কুক্ষৌ মারুতকোপনম্॥ কটীপৃষ্ঠগ্রহস্তীব্রো বঙ্ক্ষণোত্থে তু বিদ্রধৌ। বৃক্কয়োঃ পার্শ্বসঙ্কোচঃ প্লীহ্ন্যুচ্ছ্বাসাবরোধনম্॥ সর্বাঙ্গপ্রগ্রহস্তীব্রো হৃদি কাসশ্চ জায়তে। শ্বাসো যকৃতি হিক্কা চ ক্লোম্নি পেপীয়তে পয়ঃ॥

অত্যন্ত কুপিত বাতাদি দোষত্রয়, অস্থিকে আশ্রয় করিয়া ত্বক্ রক্ত মাংস ও মেদকে দূষিত করিয়া, ক্রমশ অত্যবগাঢ়-মূল, অতিশয় বেদনাযুক্ত, আয়ত বা গোলাকার, কষ্টদায়ক যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বিদ্রধি (ফোড়া) কহে। সেই বিদ্রধি ছয় প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ,

কফজ, ত্রিদোষজ, ক্ষতজ ও রক্তজ। এই ছয় প্রকারের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ কথিত হইতেছে। বাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ, কখন ক্ষুদ্র, কখন বা বৃহৎ এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। বায়ুর বিষমক্রিয়ত্ব হেতু ইহার উৎপত্তি ও পাক নানাবিধ হইয়া থাকে।

পিত্তজ বিদ্রধি পকোডুম্বরসদৃশবর্ণ বা শ্যাববর্ণ হয়। ইহার উৎপত্তি ও পাক শীঘ্র শীঘ্র হইয়া থাকে। উৎপত্তিকালেই ইহাতে জ্বর ও দাহ উপস্থিত হয়, পাকিবার সময় ঐ জ্বর ও বেদনা তীব্রতর হইয়া উঠে।

কফজ বিদ্রধি শরাবের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, চিক্কণ ও অল্প বেদনাযুক্ত। ইহার উত্থান ও পাক দীর্ঘকালে সম্পন্ন হয়।

বাতজ বিদ্রধির স্রাব পাত্লা ও বাতানুরূপবর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ কৃষ্ণাদি, পৈত্তিকের স্রাব পীত ও শ্লৈষ্মিকের স্রাব শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক বিদ্রধি কৃষ্ণপীতাদি নানাবর্ণবিশিষ্ট তোদদাহাদি নানাবেদনান্বিত ও শ্বেতপীতাদি বহুবিধ স্রাবযুক্ত। ইহা ঘাটাল অর্থাৎ অত্যুন্নতাগ্র, বিষমাকৃতি ও বৃহৎ। ইহা বিষমভাবে পাকিয়া থাকে।

শস্ত্রলোষ্ট্রাদি দ্বারা ক্ষত বা আহত ব্যক্তি অপথ্য সেবন করিলে, তাহার ক্ষতোত্থা বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করত বিদ্রধি উৎপাদন করে। ইহাকে ক্ষতজ বা আগন্তুজ বিদ্রধি কহে। ইহা পিত্তবিদ্রধিলক্ষণাক্রান্ত। ইহাতে জ্বর তৃষ্ণা ও দাহ থাকে।

রক্তপ্রকোপজ বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ-স্ফোটকাবৃত, শ্যাববর্ণ, তীব্রদাহ, জ্বর ও বেদনাযুক্ত। রক্তজ বিদ্রধিতে পিত্তজ বিদ্রধির তাবৎ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

বাহ্য বিদ্রধির বিষয় লিখিত হইল, এক্ষণে অন্তর্বিদ্রধির স্থান ও লক্ষণ দর্শিত হইতেছে।

কুপিত বাতাদিদোষত্রয় পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিতভাবে, দেহের অভ্যন্তরে গুল্মসদৃশ বল্মীকাকৃতি অত্যুন্নত বিদ্রধি উৎপাদন করে। গুহ্যে, বস্তিমুখে, নাভিতে, কুক্ষিদেশে, বঙ্ক্ষণদ্বয়ে, বৃক্কদ্বয়ে, প্লীহায়, যকৃতে, হৃদয়ে ও ক্লোমে এইরূপ বিদ্রধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের সাধারণ লক্ষণ বাহ্যবিদ্রধি লক্ষণের ন্যায়, তদ্ভিন্ন উৎপত্তির স্থানভেদে যে সকল বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা লিখিত হইতেছে।

গুদনাড়ীতে বিদ্রধি হইলে অধোবায়ুর নিরোধ ; বস্তিদেশে হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাল্পতা ; নাভিতে হইলে হিক্কা ও উদরে সবেদন গুড়গুড় ধ্বনি ; কুক্ষিতে হইলে বায়ুপ্রকোপ ; বঙ্ক্ষণে হইলে কটী ও পৃষ্ঠে তীব্রবেদনা ; বৃক্কে পার্শ্বসঙ্কোচ ; প্লীহায় শ্বাসাবরোধ ; হৃদয়ে হইলে সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা ও কাস ; যকৃতে শ্বাস ও হিক্কা ; ক্লোমনামক পিপাসাস্থানে বিদ্রধি জন্মিলে পুনঃপুনঃ জলপানের ইচ্ছা হয়।

বিদ্রধি-চিকিৎসা

জলৌকাপাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ। মৃদুর্ব্বিরেকো লঘ্বন্নং স্বেদঃ পিত্তোদ্ভবং বিনা॥

(মৃদুর্ব্বিরেকো বহুধা কার্য্যঃ, গম্ভীরধাতুগতদোষকৃতত্বাদ্ বিদ্রধেরিতি চক্রটীকা।)

সকল প্রকার বিদ্রধিতেই জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বারংবার মৃদুবিরেচন, লঘুপাক অন্নভোজন ও স্বেদক্রিয়া ব্যবস্থেয়। কিন্তু পৈত্তিক বিদ্রধিতে স্বেদক্রিয়া নিষিদ্ধ।

যবগোধূমমুদ্গৈসিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ। বিলীয়তে ক্ষণেনৈবমপকশ্চৈব বিদ্রধিঃ॥

যব, গম ও মুগকে সিদ্ধ এবং পেষিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অপক্ক বিদ্রধি আশু বিলয়প্রাপ্ত হয়।

বাতঘ্নমূলকল্কৈস্তু বসাতৈলঘৃতাপ্লুতৈঃ। সুখোষ্ণো বহলো লেপঃ প্রযোজ্যো বাতবিদ্রধৌ॥ (বাতঘ্নমূলং দশমূলম্।)

বাতবিদ্রধিতে দশমূল বাটিয়া তাহা বসা, তৈল ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া পুরু প্রলেপ দিবে।

স্বেদোপনাহাঃ কর্ত্তব্যাঃ শিগ্রুমূলসমন্বিতাঃ।

সজিনামূলের স্বেদ ও প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

পুনর্নবাদারুবিশ্ব-দশমূলভবাম্ভসা। গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলং বা পিবেন্মারুতবিদ্রধৌ॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ ও দশমূল, ইহাদের ক্বাথের সহিত গুগ্‌গুলু বা এরণ্ডতৈল পান করিলে বাতবিদ্রধির শান্তি হয়।

পৈত্তিকে শর্করা-লাজা-মধুকৈঃ শারিবাযুতৈঃ। প্রলিহ্যাৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্বা পয়স্যোশীরচন্দনৈঃ॥ পিবেদ্ বা ত্রিফলাক্কাথং ত্রিবৃৎকল্কাক্ষসংযুতম্॥

পৈত্তিক বিদ্রধিতে চিনি, খৈ, যষ্টিমধু ও অনন্তমূল, কিংবা ক্ষীরকাকোলী, বেণার মূল ও রক্তচন্দন দুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিবে, অথবা ত্রিফলার ক্বাথে ২ তোলা তেউড়ীকল্ক মিশ্রিত করিয়া রোগিকে পান করাইবে।

পঞ্চবল্কলকল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপনম্॥ যষ্ট্যাহ্বশারিবাদূর্ব্বা-নলমূলৈঃ সচন্দনৈঃ। ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপস্তু পিত্তবিদ্রধিনাশনঃ।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস ইহাদের বল্কল ঘৃতের সহিত অথবা যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দূর্ব্বা, নলমূল ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তবিদ্রধি প্রশমিত হয়।

ইষ্টকাসিকতালৌহ-গোশকৃত্তুষপাংশুভিঃ। মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধিম্॥

ইষ্টকচূর্ণ, বালুকা, লৌহচূর্ণ, গোময়, তুষ ও ধূলি এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে পেষিত, অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ ও এরণ্ডপত্রাদিতে বেষ্টিত করিয়া তদ্দ্বারা শ্লৈষ্মিক বিদ্রধিতে স্বেদ দিবে।

পিত্তবিদ্রধিবৎ সর্ব্বাং ক্রিয়াং নিরবশেষতঃ। বিদ্রধৌ কুশলঃ কুর্য্যাদ্রক্তাগন্তুনিমিত্তকে॥

রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে বিবেচনা করিয়া পিত্তবিদ্রধির সকল ক্রিয়াই করিবে।

রক্তচন্দনজিষ্ঠা-নিশামধুক গৈরিকৈঃ। সক্ষীরৈর্বিদ্রধৌ লেপো রক্তাগন্তুনিমিত্তকে॥

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও গিরিমাটী এই সকল দ্রব্য দুগ্ধে বাটিয়া রক্তজ ও আগন্তুজ বিদ্রধিতে প্রলেপ দিবে।

শোভাঞ্জনকনির্য্যূহো হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুতঃ। অচিরাদ্ বিদ্রধিং হন্তি প্রাতঃ প্রাতর্নিষেবিতঃ॥

প্রতিদিন প্রাতঃকালে সজিনা ছালের ক্বাথে হিং ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিদ্রধি আশু বিনষ্ট হয়।

শিগ্রুমূলং জলে ধৌতং দরপিষ্টং প্রগালয়েৎ। তদ্রসং মধুনা পীত্বা হন্ত্যন্তর্ব্বিদ্রধিং নরঃ॥
শজিনামূলের ছাল জলে ধৌত ও শিলায় অল্প পেষিত করিয়া, বস্ত্র দ্বারা তাহার রস গালিয়া লইবে। এই রস মধুর সহিত পান করিলে অন্তর্ব্বিদ্রধি নষ্ট হয়।

শ্বেতবর্ষাভুবো-মূলং মূলং বা বরুণস্য চ। জলেন ক্বথিতং পীতমপক্কং বিদ্রধিং জয়েৎ॥
শ্বেতপুনর্নবার বা বরুণের মূল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে অপক্ক বিদ্রধি উপশমিত হয়।

শময়তি পাঠামূলং ক্ষৌদ্রযুতং তণ্ডুলাম্ভসা পীতম্। অন্তর্ভূতং বিদ্রধিমুদ্ধতমাশ্বেব মনুজস্য চ॥
আক্‌নাদির মূল, মধু ও তণ্ডুল-জলের সহিত সেবন করিলে অন্তর্ব্বিদ্রধি প্রশমিত হয়।

অপক্কে ত্বেতদুদ্দিষ্টং পক্কে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া॥
অপক্ক বিদ্রধির চিকিৎসা লিখিত হইল, বিদ্রধি পাকিলে ব্রণশোথোক্ত চিকিৎসা করিবে।

প্রিয়ঙ্গুর্ধাতকী লোধ্রং কট্ফলং তিনিশত্বচম্। এতৈস্তৈলং বিপক্তব্যং বিদ্রধৌ রোপণং পরম্॥
প্রিয়ঙ্গু, ধাইফুল, লোধ, কট্‌ফল ও তিনিশ (মথুরা দেশস্থ বৃক্ষবিশেষ) ছাল, ইহাদের সহিত তৈল পাক করিবে। এই তৈল বিদ্রধির ক্ষতরোপক।

কজ্জলীযোগঃ

বরুণাদিকষায়েণ রসগন্ধককজ্জলী। ভুক্তা নিহন্তি মাষৈকা বাহ্যমন্তশ্চ বিদ্রধিম্। অপক্কে ত্বেতদুদ্দিষ্টং পক্কে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া॥

বরুণাদিঘৃতোক্ত বরুণাদি গণের ক্বাথ সহ ১ মাষা কজ্জলী সেবন করিলে বাহ্য ও অন্তর্ব্বিদ্রধি নিবারিত হয়। অপক্ক বিদ্রধিতে ইহা প্রদান করিবে, পক্ক হইলে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

বরুণাদি ঘৃতম্

সিদ্ধং বরুণাদিগণৈর্ব্বিধিনা তৎকল্কপাচিতং সর্পিঃ। অন্তর্ব্বিদ্রধিমুগ্রং মস্তকশূলং হুতাশমান্দ্যঞ্চ॥ গুল্মানপি পঞ্চবিধান্ নাশয়তীদং যথাম্বু বায়ুসখম্। এতৎ প্রাতঃ প্রপিবেদ্ ভোজন সময়ে নিশাস্যেঽপি॥

বরুণাদিগণের (বরুণছাল, হোগলা, শজিনা, রক্তশজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, করঞ্জ, ইক্ষুমূল, গণিয়ারী, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, তেলাকুচা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, শতমূলী, বেলশুঁঠ, অজশৃঙ্গী, কুশমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদিগকে বরুণাদিগণ বলে) ক্বাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া প্রাতঃকালে, ভোজনসময়ে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে অন্তর্ব্বিদ্রধি, উৎকট শিরঃশূল, অগ্নিমান্দ্য ও পঞ্চবিধ গুল্ম, জলপ্রদানে অগ্নির ন্যায় বিনষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

বিদ্রধিরোগে পথ্যানি

আমাবস্থে রেচনানি লেপঃ স্বেদোঽস্রমোক্ষণম্। জীর্ণাঃ শ্যামাককলমাঃ কুলত্থলশুনানি চ॥ রক্তশিগ্রুশ্চ নিষ্পাবং কারবেল্লং পুনর্নবা। শ্রীপর্ণং চিত্রকং ক্ষৌদ্রং শোথোক্তানি চ সর্ব্বশঃ॥ পক্কাবস্থে শস্ত্রকর্ম্ম পুরাণা রক্তশালয়ঃ। ঘৃতং তৈলং মুদগরসো বিলেপী ধন্বজা রসাঃ॥ শালিঞ্চশাকং কদলং পটোলং হিমবালুকা। চন্দনং তপ্তশীতাম্বু সর্ব্বঞ্চাপি ব্রণোদিতম্॥ নরাণাং বিদ্রধিব্যাধৌ যথাবস্থং যথামলম্। পথ্যান্যেতানি সর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টানি মহর্ষিভিঃ॥

বিদ্রধির অপক্ক অবস্থাতে বিরেচন, প্রলেপন, স্বেদন, রক্তমোক্ষণ, পুরাতন শ্যামাক এবং কলম ধান্য, কুলত্থকলায়, রশুন, রক্তশজিনা, শিম, করলা, পুনর্নবা, গাম্ভারী, চিতা, মধু ও শোথাধিকারোক্ত সমস্ত দ্রব্য হিতকর এবং বিদ্রধির পক্কাবস্থাতে শস্ত্রক্রিয়া, পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুল, ঘৃত, তৈল, মুগের যূষ, বিলেপী ও ধন্বজ মাংসের যূষ, শালিঞ্চশাক, কাঁচাকলা, পটোল, কর্পূর, চন্দন, গরম জল শীতল করিয়া সেই জল ব্যবস্থা করিবে। ব্রণরোগাধিকারোক্ত সমস্ত দ্রব্য পক্কবিদ্রধিতে প্রশস্ত।

বিদ্রধি রোগাক্রান্ত মানবগণের এই সকল পথ্য মহর্ষিগণকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব অবস্থাবিশেষে দোষাদি বিবেচনাপূর্ব্বক ইহা প্রয়োগ করিবে।

বিদ্রধিরোগেঽপথ্যানি

শোথিনাং যান্যপথ্যানি ব্রণিনামহিতানি চ। ক্রমাদামে চ পক্কে চ বিদ্রধৌ বর্জ্জয়েন্নরঃ॥

শোথাধিকারে যে সমস্ত অপথ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, অপক্ক বিদ্রধিরোগিগণ তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং ব্রণরোগে যে সকল অপথ্য কথিত হইয়াছে, তাহা পক্কবিদ্রধিরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বিদ্রধিরোগাধিকারঃ।

ব্রণশোথাধিকার

ব্রণশোথ-নিদানম্

একদেশোত্থিতঃ শোথো ব্রণানাং পূর্ব্বলক্ষণম্। ষড়্‌বিধিঃ স্যাৎ পৃথক্ সর্ব্বৈ রক্তাগন্তুনিমিত্তজঃ॥
শোথাঃ ষড়েতে বিজ্ঞেয়াঃ প্রাগুক্তৈঃ শোথলক্ষণৈঃ। বিশেষঃ কথ্যতে চৈষাং পক্কাপক্কাদিনিশ্চয়ে॥
বিষমং পচ্যতে বাতাৎ পিত্তোত্থশ্চাচিরাচ্চিরম্। কফজঃ পিত্তবচ্ছোথো রক্তাগন্তুসমুদ্ভবঃ॥

যে স্থানে ব্রণশোথ হইবে, তথায় অগ্রে একটি শোথ হয়, সেই শোথই ব্রণশোথের পূর্ব্বরূপ। ব্রণশোথ ছয় প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ ও আগন্তুজ। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শোথলক্ষণের ন্যায়। তবে পক্কাপক্কাদি বিশেষ লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। বাতজ ব্রণশোথ বিষমভাবে পক্ক হয়, পিত্তজ শোথ শীঘ্র ও কফজ শোথ বিলম্বে পাকে, রক্তজ ও আগন্তুজ শোথ পিত্তবৎ শীঘ্র পাকিয়া থাকে।

ব্রণশোথ-চিকিৎসা

আদৌ বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্ দ্বিতীয়মবসেচনম্। তৃতীয়মুপনাহঞ্চ চতুর্থীং পাটনক্রিয়াম্॥ পঞ্চমং শোধনঞ্চৈব ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে। এতে ক্রমা ব্রণস্যোক্তাঃ সপ্তমো বৈকৃতাপহঃ॥

(বিম্লাপনমিহ ন কেবলমঙ্গুষ্ঠাদিমর্দ্দনমাত্রে পরিভাষিতং গ্রাহ্যম্ কিন্তু বিম্লাপ্যতেঽনেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা বহিঃপরিমার্জ্জনরূপে শমনে শোথবিলয়নপরিষেকাভ্যঙ্গাদাবপি বর্ত্ততে। ইতি চক্রটীকা)॥

ব্রণশোথের প্রথম অবস্থায় বিম্লাপন, দ্বিতীয় অবস্থায় বমন-বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ, তৃতীয়াবস্থায় প্রলেপন, চতুর্থাবস্থায় বিদারণ, পঞ্চমাবস্থায় শোধন (পূযাদিনিঃসারণ), ষষ্ঠাবস্থায় রোপণ (ক্ষতপূরণ), সপ্তমাবস্থায় বিকৃতি দূরীকরণ কর্ত্তব্য (অঙ্গুল্যাদি দ্বারা কেবলমাত্র মর্দ্দনকেই যে বিম্লাপন কহা যায় তাহা নহে, এস্থলে বিম্লাপন শব্দে শোথের বিলয়কারক পরিষেক ও অভ্যঙ্গাদি বহির্মার্জ্জনরূপ সমনক্রিয়াও বুঝায়)।

(মতান্তরে)

আদৌ শোথহরো লেপস্তস্তু পরিষেচনম্। বিম্লাপনমসৃঙ্‌মোক্ষস্ততঃ স্যাদুপনাহনম্॥ পাচনং ভেদনং পশ্চাৎ পীড়নং শোধনং তথা। রোপণং বর্ণকরণং ব্রণস্যৈতাঃ ক্রিয়াঃ স্মৃতাঃ॥

ব্রণশোথে প্রথমে শোথহর প্রলেপ, তৎপরে ক্রমান্বয়ে পরিষেক, বিম্লাপন, রক্তমোক্ষণ, উপনাহ (পুলটিস), পাচন, বিদারণ, পীড়ন, শোধন, রোপণ ও বর্ণকরণ কর্ত্তব্য।

ব্রণে শ্বয়থুরায়াসাৎ স চ রাগশ্চ জাগরাৎ। তৌ চ রুক্ চ দিবাস্বপ্নাৎ তাশ্চ মৃত্যুশ্চ মৈথুনাৎ॥

পরিশ্রম করিলে ব্রণে শোথ উৎপন্ন হয়, রাত্রিজাগরণে শোথ ও লৌহিত্য, দিবানিদ্রায় শোথ, লৌহিত্য ও বেদনা, মৈথুনে শোথ, লৌহিত্য, বেদনা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব ব্রণ হইলে এই সকল বিষয়ে সাবধান হইবে।

যথা প্রজ্বলিতে বেশ্মন্যম্ভসা পরিষেচনম্। ক্ষিপ্রং প্রশময়ত্যগ্নিমেবমালেপনং রুজঃ॥

প্রজ্বলিত গৃহে জলসেচন করিলে অগ্নি যেমন শীঘ্র নির্ব্বাপিত হয়, শোথে প্রলেপ দিলে বেদনাও তেমনই আশু প্রশমিত হয়।

ধুস্তূরমূলং সলবণং ব্রণস্থিত্যারম্ভে। দত্তং লেপান্নিয়তং ব্রণশোথং হরতি বহ্নদুষ্টম্॥

ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় ধুতুরার মূল বাটিয়া তাহা সৈন্ধব-মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

মাতুলুঙ্গাগ্নিমন্থৌ চ ভদ্রদারু মহৌষধম্। অহিংস্রা চৈব রাস্না চ প্রলেপো বাতশোথহা॥

টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঁঠ, কুড়কুরাণি ও রাস্না, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতিক ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়।

কল্কঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টঃ স্নিগ্ধঃ শাখোটকত্বচঃ। সুপর্ণ ইব নাগানাং বাতশোথবিনাশনঃ॥

শেওড়ার ছাল কাঁজিতে বাটিয়া ও তাহাতে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বাতজ ব্রণশোথ প্রশমিত হয়।

দূর্ব্বা চ নলমূলঞ্চ মধুকং চন্দনং তথা। শীতলাশ্চ গণাঃ সর্ব্বে প্রলেপঃ পিত্তশোথহা॥

দূর্ব্বা, নলমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন এবং শীতল দ্রব্যগণ, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ পিত্তজ-ব্রণশোথ-নাশক।

ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ-প্লক্ষবেতসবল্কলৈঃ। সসর্পিষ্কৈঃ প্রলেপঃ স্যাচ্ছোথনির্ব্বাপণঃ পরঃ॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের ছাল সমভাগে লইয়া শিলাপিষ্ট ও ঘৃতসংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে পৈত্তিক ব্রণশোথ উপশমিত হয়।

আগন্তৌ শোণিতোত্থে চ এষ এব ক্রিয়াক্রমঃ।

আগন্তুজ ও শোণিতজ ব্রণশোথেও এইরূপ চিকিৎসা অর্থাৎ ইহাতে পিত্তজ ব্রণশোথেরই চিকিৎসা করিবে।

অজগন্ধাশ্বগন্ধা চ কালা সরলয়া সহ। এককৈশিকাজশৃঙ্গী চ প্রলেপঃ শ্লেষ্মশোথহা॥

অজগন্ধা, অশ্বগন্ধা, কেলেকড়া (বা কুড়কুরানি), সরলকাষ্ঠ, তেউড়ী ও কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্লৈষ্মিক ব্রণশোথ নিবারিত হয়।

পুনর্নবাদারুশিগ্রু-দশমূলমহৌষধৈঃ। কফবাতকৃতে শোথে লেপঃ কোষ্ণো বিধীয়তে॥

পুনর্নবা, দেবদারু, শজিনা, দশমূল ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতশ্লেষ্মজনিত শোথ বিনষ্ট হয়।

ন রাত্রৌ লেপনং দদ্যাদ্দশুষ্কং পতিতং তথা। ন চ পর্য্যুষিতং শুষ্যমাণং নৈবাবধীরয়েৎ॥
শুষ্যমাণমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি। ন চাপি মুখমালিম্পেৎ তেন দোষঃ প্রসিচ্যতে॥

রাত্রিকালে প্রলেপ দিবে না এবং খসিয়া পড়া প্রলেপ দ্বারা পুনর্ব্বার প্রলেপ দিবে না। বাসি প্রলেপৌষধ ব্যবহার করিবে না। প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহা তুলিয়া ফেলিবে। কিন্তু ব্রণশোথ ফাটাইবার জন্য যে প্রলেপ দিবে, তাহা শুষ্ক হইলেও তুলিয়া ফেলিবে না। ব্রণমুখ প্রলেপ দ্বারা লিপ্ত করিবে না, কারণ ব্রণ ফাটিলে ঐ মুখ দ্বারাই পূয রক্তাদি নির্গত হইবে।

স্থিরান্ মন্দরুজঃ শোথান স্নেহৈর্ব্বাতকফাপহৈঃ। অভ্যজ্য স্বেদয়িত্বা চ বেণুনাড্যা ততঃ শনৈঃ।
বিম্লাপনার্থং মৃদ্নীয়াৎ তলেনাঙ্গুষ্ঠকেন বা॥

কঠিন ও অল্পবেদনান্বিত শোথে, বাতশ্লেষ্মঘ্ন তৈল মাখাইয়া তাহাতে স্বেদ দিবে, তৎপরে বিম্লাপনার্থ বেণুদণ্ড, করতল বা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ শোথ মর্দ্দন করিবে।

রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদাদাবেব বিচক্ষণঃ। শোথে মহতি সম্বদ্ধে বেদনাবতি চ ব্রণে। নিবারণায় পাকস্য বেদনোপশমায় চ॥

ব্রণশোথ অতি বৃহৎ কঠিন ও বেদনান্বিত হইলে, পাক নিবারণের ও বেদনোপশমের জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রথমেই রক্তমোক্ষণ করিবেন।

যো ন যাতি শমং লেপ-স্বেদসেকাপতর্পণৈঃ। সোঽপি নাশং ব্রজত্যাশু শোথঃ শোণিতমোক্ষণাৎ॥
একতশ্চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা রক্তমোক্ষণমেকতঃ। রক্তং হি বাম্লতাং যাতি তচ্চেন্নাস্তি ন চাস্তি রুক॥

যে ব্রণশোথ প্রলেপ, স্বেদ, পরিষেক এবং লঙ্ঘনাদি অপতর্পণেও প্রশমিত না হয়, রক্তমোক্ষণে তাহাও সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রণশোথে প্রলেপাদি সমস্ত ক্রিয়া একদিকে এবং একমাত্র রক্তমোক্ষণ অপরদিকে ; কারণ রক্তই ব্যম্লতা (পাক) প্রাপ্ত হয়, রক্তমোক্ষণ হেতু যদি সেই রক্তই না থাকে, তবে পাকাদিও থাকে না।

শস্ত্রনিক্ষেপাপবাদমাহ

বালবৃদ্ধাসহক্ষীণ-ভীরূণাং যোষিতামপি। ব্রণেষু মর্ম্মজাতেষু ভেদনদ্রব্যলেপনম্॥

বালক, বৃদ্ধ, অসহিষ্ণু, ক্ষীণ, ভীরু-স্বভাব এবং স্ত্রীলোক ইহাদের ব্রণশোথে ও মর্ম্মস্থানজাত ব্রণশোথে শস্ত্রপাত না করিয়া ভেদন ঔষধের প্রলেপ দিয়া ভেদ করিবে।

অত্র ভেদনমাহ

চিরবিল্বোঽগ্নিকো দন্তী চিত্রকো হয়মারকঃ। কপোতকঙ্কগৃধ্রাণাং মলঞ্চ ব্রণভেদনম্॥

করঞ্জ, ভেলা, দন্তী, চিতা, করবী এবং পায়রা, কঙ্ক ও শকুনির বিষ্ঠা, এ সকল দ্রব্য পক্কব্রণের ভেদক।

ক্ষারদ্রব স্তথা ক্ষারো দারণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ক্ষার দ্রব্য (অপামার্গাদি) অথবা ক্ষার (যবক্ষার) প্রয়োগ করিলেও ব্রণ ভিন্ন হয় অর্থাৎ ফাটিয়া যায়।

গবাং দন্তং জলে ঘৃষ্টং বিন্দুমাত্রং প্রলেপয়েৎ। অত্যর্থং কঠিনে চাপি শোথে পাচনভেদনম্॥
গোরুর দাঁত জলে ঘষিয়া, তাহার বিন্দু মাত্র ব্রণশোথে লাগাইয়া দিলে অতি কঠিন শোথও পাকিয়া ফাটিয়া যায়।

কটুতৈলান্বিতৈর্লেপাৎ সর্পনির্ম্মোকভস্মভিঃ। চয়ঃ শাম্যতি গণ্ডস্য পক্কশ্চ স্ফুটতি দ্রুতম্॥
সাপের খোলস্ ভস্ম করিয়া তাহার সহিত কটুতৈল মিশাইয়া লাগাইলে অপক্ক ব্রণশোথ প্রশমিত হয় এবং পক্ক ব্রণশোথ শীঘ্র বিদীর্ণ হইয়া যায়।

ন প্রশাম্যতি যঃ শোথঃ প্রলেপাদিবিধানতঃ। দ্রব্যাণি পাচনীয়ানি দদ্যাৎ তত্রোপনাহনে॥
প্রলেপাদি দ্বারা যে শোথ প্রশমিত না হয়, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত পাচনীয় দ্রব্যের উপনাহ (পুলটিস্) দিবে।

শণমূলকশিগ্রূণাং ফলানি তিলসর্ষপাঃ। অতসী শক্তবো কিণ্বমুষ্ণদ্রব্যঞ্চ পাচনম্॥
পাচন দ্রব্য। শণবীজ, মূলার বীজ, শজিনাবীজ, তিল, সর্ষপ ও মসিনা ইহাদের চূর্ণ, শক্তু এবং কিণ্ব (সুরাবীজ) ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য (যব, গোধূম ও ধান্যাদি), এই সকল দ্রব্য ব্রণের পাচন অর্থাৎ ইহাদের উপনাহে ব্রণশোথ পাকিয়া থাকে।

তৈলেন সর্পিষা বাপি তাভ্যাং বা শক্তুপিণ্ডিকা। সুখোষ্ণঃ সুখপাকার্থমুপনাহঃ প্রশস্যতে॥
বাতিক শোথে তৈলের সহিত, শ্লৈষ্মিক শোথে ঘৃতের সহিত এবং পিত্তজ ও রক্তজ শোথে তৈল ও ঘৃত উভয়ের সহিত যবাদির শক্তু সুখোষ্ণ করিয়া পাকার্থ প্রলেপ দিবে।

অন্তঃপূয়েস্ববক্ত্রেষু তথা চোৎসঙ্গবৎস্বপি। গতিমৎসু চ রোগেষু ভেদনং সং প্রযুজ্যতে॥
যে সকল ব্রণের মধ্যে পূয সঞ্চিত থাকে, যাহাদের মুখ হয় নাই, যে সকল ব্রণ কোটর-বিশিষ্ট, যে ব্রণে নালী হইয়াছে, শস্ত্র দ্বারাই হউক বা ঔষধ দ্বারাই হউক, তাহাদের ভেদ করা আবশ্যক।

রোগে ব্যধনসাধ্যে তু যথাদেশং প্রমাণতঃ। শস্ত্রং নিধায় দোষাংস্তু স্রাবয়েৎ কথিতং যথা॥
শস্ত্রসাধ্য ব্রণে শস্ত্রপাতের উপযুক্ত স্থান নির্ণয় করিয়া যে স্থানে যে পরিমাণে শস্ত্র প্রয়োগ বিধান আছে, সেই স্থানে সেই পরিমাণে শস্ত্রপাত করিয়া পূযাদি দোষ নির্হরণ করিবে।

দ্রব্যাণাং পিচ্ছিলানাস্তু ত্বঙ্মূলানি নিপীড়নম্। যবগোধূমমাষাণাং চূর্ণানি চ সমাসতঃ॥
শেলু ও শাল্মলী প্রভৃতি পিচ্ছিল দ্রব্যের ত্বক্ ও মূল এবং যব, গোধূম ও মাষকলাই ইহাদের চূর্ণ পীড়ন দ্রব্য ; অর্থাৎ ইহাদের প্রলেপে শোথ সঙ্কুচিত হয় ও পূযাদি এক স্থানে সঞ্চিত হয়।

ততঃ প্রক্ষালনং ক্বাথঃ পটোলীনিম্বপত্রজঃ। অবিশুদ্ধে বিশুদ্ধে চ ন্যগ্রোধাদিত্বগুদ্ভবঃ॥
অবিশুদ্ধ ব্রণ পল্তা ও নিমপাতার ক্বাথ দ্বারা এবং বিশুদ্ধ ব্রণ বটাদির ত্বকের ক্বাথ দ্বারা প্রক্ষালন করিবে।

বাতিকে দশমূলানাং ক্ষীরিণাং পৈত্তিকে ব্রণে। আরগ্বধাদেঃ কফজে কষায়ঃ শোধনে হিতঃ॥
বাতিক ব্রণশোথে দশমূলের, পৈত্তিক ব্রণশোথে বটাদি ক্ষীরি-বৃক্ষের এবং শ্লৈষ্মিক ব্রণশোথে আরগ্বধাদি গণের কষায় শোধনার্থ প্রয়োগ করিবে।

তিলাষ্টকঃ

তিলসৈন্ধবযষ্ট্যাহ্ব-ত্রিবৃন্নিম্বনিশাযুগৈঃ। সুপিষ্টৈর্ঘৃতসংমিশ্রৈঃ প্রলেপো ব্রণশোধনঃ॥

তিল, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তেউড়ী, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে পেষিত ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া, তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ব্রণের বিশুদ্ধি হয়।

নিম্বপত্রং তিলা দন্তী ত্রিবৃৎ সৈন্ধবমাক্ষিকম্। দুষ্টব্রণপ্রশমনো লেপঃ শোধনকেশরী॥

নিমপাতা, তিল, দন্তী ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া সৈন্ধবলবণ ও মধুর সহিত মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণের প্রশম হয়। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রণশোধক ঔষধ।

একং বা শারিবামূলং সর্ব্বব্রণবিশোধনম্॥

অথবা একমাত্র অনন্তমূল বাটিয়া প্রলেপ দিলেও সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিশুদ্ধ হয়।

ত্রিফলা খদিরো দার্ব্বী ন্যগ্রোধাদিবলাকুশাঃ। নিম্বকোলকপত্রাণি কষায়ঃ শোধনে হিতঃ॥

ত্রিফলা, খদির, দারুহরিদ্রা, ন্যগ্রোধাদিগণ, বেড়েলা, কুশ, নিমপাতা ও কুলপাতা, ইহাদের কষায় ব্রণশোধনে হিতকর।

অপেতপূতিমাংসানাং মাংসস্থানামরোহতাম্। কল্কঃ সংরোপণঃ কার্য্যস্তিলানাং মধুকান্বিতঃ॥*

পচা মাংসসকল অপগত হইলেও মাংসস্থ ব্রণ যদি প্ররূঢ় না হয়, তাহা হইলে তিল ও যষ্টিমধুর কল্কের (পাঠান্তরে—মধুসংযুক্ত তিল কল্কের) প্রলেপ দিবে, তাহাতে ব্রণের রোপণ হইবে।

নিম্বপত্রমধুভ্যান্তু যুক্তঃ সংশোধনঃ স্মৃতঃ। পূর্ব্বাভ্যাং সর্পিষা বাপি যুক্তশ্চাপ্যপরোপণঃ॥ নিম্বপত্রতিলৈঃ কল্কো মধুনা ক্ষতশোধনঃ। রোপণঃ সর্পিষা যুক্তো যবকল্কেঽপ্যয়ং বিধিঃ।

নিম্বপত্র এবং মধুর সহিত পূর্ব্বোক্ত যষ্টিমধু ও তিলের কল্ক মিশ্রিত করিয়া অথবা যষ্টিমধু, তিল, নিম্বপত্র ও মধু ইহাদের কল্কের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে ব্রণের শোধন ও রোপণ হয়। নিমপত্র ও তিল বাটিয়া, তাহাতে মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করত প্রলেপ দিলেও ক্ষতের শোধন ও রোপণ হইয়া থাকে। যবের কল্কও এইরূপে ব্যবহার করিবে।

সপ্তদলদুগ্ধকল্কঃ শময়তি দুষ্টব্রণং লেপাৎ। মধুযুক্তা শরপুঙ্খা দুষ্টব্রণরোপণী কথিতা॥

কেবলমাত্র ছাতিমের আঠা দ্বারা অথবা শরপুঙ্খার কল্ক মধু সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণ প্ররূঢ় হয়।

নিম্বপত্রঘৃতক্ষৌদ্র-দার্ব্বীমধুকসংযুতা। বর্ত্তিস্তিলানাং কল্কো বা শোধয়েদ্রোপয়েদ্ ব্রণান্॥

নিমপাতা, ঘৃত, মধু, দারুহরিদ্রা ও যষ্টিমধু ইহাদের কল্ক দ্বারা বস্ত্রখণ্ড প্রলিপ্ত করিয়া তাহার বর্ত্তি (পলিতা) প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ব্রণমুখে নিহিত করিলে অথবা তিলকল্কের প্রলেপ দিলে ব্রণ বিশুদ্ধ ও সংরূঢ় হয়।

অশ্বগন্ধা রুহা লোধ্রং কট্‌ফলং মধুযষ্টিকা। সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং পরমং ব্রণরোপণম্॥

অশ্বগন্ধা, কট্‌কী, লোধ, কট্‌ফল, যষ্টিমধু, লজ্জালু লতা ও ধাইফুল, ইহাদের প্রলেপ দিলে ব্রণ শীঘ্র প্ররূঢ় হয়।

---

* তিলজো মধুসংযুত ইতি পাঠান্তরম্।

পঞ্চবল্কলচূর্ণৈর্বা শুক্তিচূর্ণসমাযুতৈঃ। ধাতকীচূর্ণলোধ্রৈর্বা তথা রোহন্তি তে ব্রণাঃ॥

(শুক্তির্বদরী তস্যাস্ত্বক্। শুক্তিচূর্ণসমাযুতৈরিতি পঞ্চবল্কলচূর্ণৈরিত্যস্য বিশেষণমিতি চক্র-টীকা।)

বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস এই পাঁচটি বৃক্ষের ত্বক্ এবং বদরী (কুল) বৃক্ষের ত্বক্ চূর্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অথবা ধাইফুল ও লোধ চূর্ণের প্রলেপ দিলে ব্রণের রোপণ হয়।

সদাহা বেদনাবন্তো যে ব্রণা মারুতোত্তরাঃ। তেষয়াং তিলানুমাশ্চৈব ভৃষ্টান্ পয়সি নির্বৃতান্। তেনৈব পয়সা পিষ্ট্বা দদ্যাদালেপনং ভিষক্॥

তিল ও তিসি ভাজিয়া তাহা দুগ্ধে নির্ব্বাপিত ও সেই দুগ্ধেই পেষিত করিয়া, তদ্দ্বারা যে সকল ব্রণ দাহ ও বেদনান্বিত এবং বাতোল্বণ, তাহাতে প্রলেপ দিবে।

বাতাভিভূতান্ সাস্রাবান্ ধূপয়েদুগ্রবেদনান্। যবাজ্যভূর্জ্জমদন-শ্রীবেষ্টকসুরাহ্বয়ৈঃ॥

(মদনঃ সিক্থকঃ। শ্রীবেষ্টকো নবনীতখোটী। ইতি চক্রটীকা।)

অল্পস্রাববিশিষ্ট অথচ উগ্রবেদনাযুক্ত বাতোল্বণ ব্রণে, যব, ঘৃত, ভূর্জ্জপত্র, মোম, গন্ধবিরজা ও দেবদারু ইহাদের ধূপ প্রদান করিবে।

শ্রীবাসগুগ্গুল্বগুরু-শালনির্য্যাসধূপিতাঃ। কঠিনত্বং ব্রণা যান্তি নশ্যন্ত্যাস্রাববেদনাঃ॥

নবনীতখোটি, গুগ্গুলু, অগুরু ও ধূনা, ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে ব্রণ কঠিন হয় এবং আস্রাব ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে।

মানুষশিরঃকপালং তদস্থি বা লেপনং মূত্রেণ। রোপণমিদং ক্ষতানাং যোগশতৈরপ্যসাধ্যানাম্॥

(মানুবশিরঃকপালমিতি পুরাণং গ্রাহ্যমিতি। চক্রটীকা।)

মনুষ্যের কপালাস্থি (পুরাতন) অথবা অস্থি, গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষতও প্ররূঢ় হয়।

সুষবীপত্রপত্তুর-কর্ণমোটকুঠেরকাঃ। পৃথগেতে প্রলেপেন গম্ভীরব্রণরোপণাঃ॥

উচ্ছেপাতা, শালিঞ্চ, কান্‌ছিড়া ও তুলসীপত্র ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপে গম্ভীর ব্রণ সংরূঢ় হয়।

লোহকুদ্দালকে ঘৃষ্ট্বা লিম্বাকফলবারিণা। শ্বেতার্কসম্ভবং মূলং লেপং দদ্যাৎ ক্ষতোপরি। অপি যোগশতাসাধ্যং ক্ষতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥

লৌহনির্ম্মিত কোদালে, পাতিলেবুর রসে শ্বেত আকন্দের মূল ঘষিয়া ক্ষতের উপর প্রলেপ দিলে অসাধ্য ক্ষতও নিবারিত হয়।

যবচূর্ণং সমধুকং সতৈলং সহ সর্পিষা। দদ্যাদালেপনং কোষ্ণং দাহশূলোপশান্তয়ে॥

যব ও যষ্টিমধুচূর্ণ, তৈল এবং ঘৃতের সহিত মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত-জনিত দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

করঞ্জারিষ্টনির্গুণ্ডী-লেপো হন্যাদ্ব্রণক্রিমীন্। লশুনস্যাথবা লেপো হিঙ্গুনিম্বকৃতোঽথবা॥ নিম্বপত্রবচাহিঙ্গু-সর্পির্লবণসর্ষপৈঃ। ধূপনং স্যাদ্ ব্রণে রৌক্ষ্য-ক্রিমিকণ্ডুরুজাপহম্॥

করঞ্জ, নিম ও নিসিন্দা অথবা রশুন বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা হিং ও নিমপাতার প্রলেপ দিলে ব্রণ ক্রিমি বিনষ্ট হয় অথবা নিমপাতা, বচ, হিং, ঘৃত, লবণ ও শ্বেত সর্ষপ ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে ব্রণের রুক্ষতা, ক্রিমি, কণ্ডু ও বেদনা নিবৃত্ত হয়।

শ্বেতকরবীরমূল-স্বরসদ্বিপলোন্মিতম্। পলাষ্টকমিদং গব্যক্ষীরমেকত্র মিশ্রয়েৎ॥ দধি কৃত্বা তদাবর্ত্তা নির্ম্মথ্য নবনীতকম্। গৃহীত্বা তেন লেপেন ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম্॥ আস্ফোতোদ্ভবনির্য্যাসঃ ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম্॥

শ্বেতকরবীর মূলের রস ১ পোয়া ও গব্য দুগ্ধ ১ সের একত্র মিশাইয়া দধি পাতিবে, সেই দধি মন্থন করিলে যে নবনীত উত্থিত হইবে, তাহার প্রলেপ দিলে অথবা হাপরমালীর আঠার লেপ দিলে দীর্ঘকাল-উৎপন্ন ক্ষতও নিবারিত হয়।

ত্রিফলাগুগ্‌গুলুঃ

যে ক্লেদপাকস্রুতিগন্ধবন্তো ব্রণা মহান্তঃ সরুজঃ সশোথাঃ। প্রযান্তি তে গুগ্‌গুলুমিশ্রিতেন, পীতেন শান্তিং ত্রিফলারসেন॥

ত্রিফলার ক্বাথ অর্দ্ধপোয়া, ঘৃত-পেষিত গুগ্‌গুলু ৪ মাষা, একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্লেদ পাক স্রাব দুর্গন্ধ বেদনা ও শোথ বিশিষ্ট প্রবল ব্রণ উপশমিত হয়।

সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ

বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষচূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সমম্। সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্ বা হিতভোজনঃ। দুষ্টব্রণাপচীমেহ-কুষ্ঠনাড়ীবিশোধনঃ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, গুগ্‌গুলু ১৪ তোলা, এই সমুদায় ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। আহারান্তে সেবনীয়। মাত্রা—১ তোলা। অনুপান—উষ্ণজল। ইহাতে দুষ্টব্রণ, অপচী, মেহ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং ঘৃতম্

প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠা-মধুকোশীরপদ্মকৈঃ। সহরিদ্রৈঃ শৃতং সর্পিঃ সক্ষীরং ব্রণরোপণম্॥

ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ ও হরিদ্রা। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত ব্রণরোপক।

তিক্তাদ্যঘৃতম

তিক্তাসিক্থনিশাযষ্টি নক্তাহ্বফলপল্লবৈঃ। পটোলমালতীনিম্ব পত্রৈর্ব্রণ্যং ঘৃতং শৃতম্॥

কটকী, মোম, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, ডহরকরঞ্জার ফল ও পত্র, পটোলপত্র, মালতীপত্র ও নিম্বপত্র, এই সকল কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ব্রণ বিনষ্ট হয়।

করঞ্জাদ্যঘৃতম্

নক্তমালস্য পত্রাণি তরুণানি ফলানি চ। সুমনায়াশ্চ পত্রাণি পটোলারিষ্টকে তথা॥ দ্বে হরিদ্রে মধূচ্ছিষ্টং মধুকং তিক্তরোহিণী। মঞ্জিষ্ঠা চন্দনোশীরমুৎপলং শারিবে ত্রিবৃৎ॥ এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। দুষ্টব্রণপ্রশমনং তথা নাড়ীবিশোধনম্॥ সদাশ্ছিন্নব্রণানাঞ্চ করঞ্জাদ্যমিদং শুভম্॥

কল্কার্থ—ডহরকরঞ্জর নূতন পত্র ও কচি ফল, মালতীপত্র, পটোলপত্র, নিম্বপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মোম, যষ্টিমধু, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও তেউড়ী প্রত্যেক ২ তোলা। ঘৃত ৪ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহাতে দুষ্টব্রণ, নালী-ঘা ও ছিন্নব্রণ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

দূর্ব্বাদ্যং তৈলং ঘৃতঞ্চ

দূর্ব্বাস্বরসসিদ্ধং বা তৈলং কম্পিল্লকেন চ। দার্ব্বীত্বচশ্চ কল্কেন প্রধানং ব্রণরোপণম্॥ যেনৈব বিধিনা তৈলং ঘৃতং তেনৈব সাধয়েৎ। রক্তপিত্তোত্তরং জ্ঞাত্বা সর্পিরেবাবচারয়েৎ॥

দূর্ব্বার স্বরস এবং কমলাগুঁড়ির ও দারুহরিদ্রা-ত্বকের কল্কসহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্রণ রোপণ হয়। উক্ত স্বরস ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া রক্তপিত্তোত্তর ব্রণে প্রয়োগ করিবে।

জাত্যাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ

জাতীনিম্বপটোলপত্রকটুকাদার্ব্বী নিশাশারিবামঞ্জিষ্ঠাভয়সিক্‌থতুত্থমধুকৈর্নক্তাহ্ববীজৈঃ সমৈঃ। সর্পিঃ সিদ্ধমনেন সূক্ষ্মবদনা মর্ম্মাশ্রিতাঃ স্রাবিণো, গম্ভীরাঃ সরুজো ব্রণাঃ সগতিকাঃ শুষ্যন্তি রোহন্তি চ॥

জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণার মূল, মোম, তুঁতে, যষ্টিমধু ও ডহরকরঞ্জবীজ, সমুদায়ে ১ সের। এই সমুদায় কল্কসহ যথাবিধি ৪ সের ঘৃত বা তৈল পাক করিবে। এই ঘৃত ও তৈল দ্বারা ক্ষতাদি হইতে পূয নিঃসৃত হইয়া উহা শুষ্ক হইয়া যায়।

গৌরাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ

গৌরা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা মাংসী মধুকমেব চ। প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তং সচন্দনম্॥ জাতীনিম্বপটোলঞ্চ করঞ্জং কটুরোহিণী। মধুচ্ছিষ্টং সমধুকং মহামেদা তথৈব চ॥ পঞ্চবল্কলতোয়েন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। এষ গৌরো মহাযোগঃ সর্ব্বব্রণবিশোধনঃ॥ আগন্তুসহজাশ্চৈব সুচিরোত্থাশ্চ যে ব্রণাঃ। বিষমামপি নাড়ীন্তু শোধয়েচ্ছীঘ্রমেব তু॥ গৌরাদ্যং জাতিকাদ্যঞ্চ তৈলমেবং প্রসাধ্যতে। তৈলং সূক্ষ্মাননে দুষ্টে ব্রণে গম্ভীর এব চ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত ইহাদের ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, যষ্টিমধু, পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, বালা, ভদ্রমুতা, রক্তচন্দন, জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, কট্‌কী, মোম, যষ্টিমধু ও মহামেদা এই সমুদায়ে ১ সের। এই ঘৃত সেবনে আগন্তুক ও সহজ ব্রণ এবং নাড়ীব্রণ প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হয়। এই সমুদায় কল্ক ও ক্বাথসহ যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সূক্ষ্মমুখ গম্ভীর ও দুষ্ট ব্রণে লাগাইলে উহাদের উপশম হয়। এই তৈলকে গৌরাদ্য তৈল কহে।

বৃহজ্জাতীকাদ্যং তৈলম্

জাতীনিম্বপটোলানাং নক্তমালস্য পল্লবাঃ। সিক্‌থকং মধুকং কুষ্ঠং দ্বে নিশে কটুরোহিণী॥ মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রমভয়া পদ্মকেশরম্। তুত্থকং শারিবা বীজং নক্তমালস্য দাপয়েৎ॥ এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ। বিষব্রণে সমুৎপন্নে স্ফোটকে কুষ্ঠরোগিষু॥ দদ্রুবীসর্পরোগেষু কীটরোগেষু সর্ব্বশঃ। সদ্যঃ শস্ত্রপ্রহারেষু দংষ্ট্রাবিদ্ধেষু চৈব হি॥ নখদন্তক্ষতে দেহে দুষ্টমাংসাপকর্ষণম্। ম্রক্ষণার্থমিদং তৈলং হিতং শোধনরোপণম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—জাতীপত্র, নিমপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জপত্র, মোম, যষ্টিমধু, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরীতকী, পদ্মের কেশর, তুঁতে, অনন্তমূল

ও ডহরকরঞ্জবীজ সমভাগে সমুদায়ে ১ সের। এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বিষব্রণ, স্ফোটক কুষ্ঠ, দদ্রু, বিসর্প ও সর্ব্বপ্রকার কীটরোগ এবং সদ্যঃ শস্ত্রপ্রহারজনিত নানাবিধ ক্ষতের শান্তি হয়।

বিপরীতমল্লতৈলম্

সিন্দূরকুষ্ঠবিষহিঙ্গুরসোনচিত্রবালাঙ্‌ঘ্রিলাঙ্গলিকল্কবিপক্বতৈলম্। প্রাসাদমন্ত্রযুতফুৎকৃতলূনফেনং ক্লিন্নব্রণপ্রশমনে বিপরীতমল্লঃ॥ খড়্গাভিঘাতগুরুগণ্ডমহোপদংশনাড়ীব্রণক্ষতবিচর্চ্চিককুষ্ঠপামাঃ। এতান্ নিহন্তি বিপরীতকমল্লনাম তৈলং যথেষ্টশয়নাশনভোজনস্য॥

কটুতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—সিন্দূর, কুড়, বিষ, হিং, রসুন, চিতামূল, বালামূল ও ঈশ্‌লাঙ্গলা প্রত্যেক ১ পল। পাকের জল ১৬ সের। যথাশাস্ত্র পাকাদি সম্পন্ন করিবে। এই তৈল লাগাইলে খড়্গাভিঘাত, উৎকট উপদংশ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হয়।

ব্রণরাক্ষসতৈলম্

সূতকং গন্ধকং তালং সিন্দূরঞ্চ মনঃশিলা। রসোনঞ্চ বিষং তাম্রং প্রত্যেকং কর্ষমাহরেৎ॥ কুড়বং সার্ষপং তৈলং সাধয়েৎ সূর্য্যতাপতঃ। নাড়ীব্রণঞ্চ বিস্ফোটং মাংসবৃদ্ধিং বিচর্চ্চিকাম্॥ দদ্রুকুষ্ঠাপচীকণ্ডু-মণ্ডলানি ব্রণাংস্তথা। ব্রণরাক্ষসনামেদং তৈলং হন্তি গদান্ বহূন্॥

কটুতৈল ।।০ সের। কল্কার্থ—পারা, গন্ধক (কজ্জলীকৃত), হরিতাল, মেটেসিন্দূর, মনছাল, রসুন, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সূর্য্যতাপে পাক করিতে হয়। এই তৈল মর্দ্দনে নাড়ীব্রণ (নালী-ঘা), বিস্ফোটক, মাংসবৃদ্ধি, বিচর্চ্চিকা ও দদ্রু প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহদ্ ব্রণরাক্ষসতৈলম্

কুডবং সার্ষপং তৈলং তদর্দ্ধং গোঘৃতস্য চ। একীকৃত্য পচেৎ তৎ তু সূর্য্যপত্ররসেন তু॥ চিত্রপত্রপলং কল্কং দত্ত্বা তত্র বিপাচয়েৎ। তৎ কল্কং স্রাবয়িত্বা তু চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ॥ গন্ধকং শুদ্ধসিন্দূরং হরিতালং মনঃশিলা। হরিদ্রা গৈরিকং রাজী কর্ষার্দ্ধং প্রতিভাগিকম্॥ ভাগার্দ্ধং পারদঞ্চাপি কজ্জলীকৃত্য মিশ্রয়েৎ। সুতপ্তে মিশ্রয়িত্বা তু তপ্তং কৃত্বা প্রলেপয়েৎ॥ কণ্ডুং বিচর্চ্চিকাং পামাং ক্লেদং কুষ্ঠং সুদুস্তরম্। বাতরক্তং ব্রণান্ সর্ব্বান্ বিষবিস্ফোটদদ্রুকম্। নিহন্ত্যাশু মহাশ্বিত্রং তৈলন্তু ব্রণরাক্ষসম্॥

কটুতৈল ৪ পল, গব্য ঘৃত ২ পল, আকন্দপত্রের রস ৩ সের। কল্ক—চিতার পত্র ১ পল। এই সমুদায় পাক করিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে উহাতে গন্ধক ১ তোলা, পারদ ।।০ তোলা (উভয়ে কজ্জলী করিয়া), মেটেসিন্দূর, হরিতাল, মনছাল, হরিদ্রা, গিরিমাটি ও শ্বেত সর্ষপ ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে। এইরূপে পাকের পর প্রয়োগকালে তপ্ত করিয়া লাগাইতে হয়। ইহাতে কণ্ডূ, বিচর্চ্চিকা, পামা ও সুদুস্তর কুষ্ঠ প্রভৃতি সকল প্রকার ব্রণ ও অন্যান্য অনেক রোগ নষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

ব্রণরোগে পথ্যানি

যবষষ্টিকগোধূমা জাঙ্গলা মৃগপক্ষিণঃ। বিলেপী লাজমণ্ডশ্চ কটুতৈলং ঘৃতং মধু॥ তৈলং মসূরতুবরী মুদ্গযূষাশ্চ শর্করা। আষাঢ়ফলবার্ত্তাকু-কর্কোটকপটোলকম্॥ কারবেল্লং নিম্বপত্রং বেত্রাগ্রং বালমূলকম্। সুনিষণ্ণকশালিঞ্চ-তণ্ডুলীয়কবাস্তুকম্॥ ত্রিফলা পনসং মোচং দাড়িমং কটুকীফলম্। জীবন্তী সৈন্ধবং

দ্রাক্ষা স্বাদুতিক্তকষায়কাঃ॥ সমস্তমেতদন্নস্তু স্নিগ্ধমুষ্ণং দ্রবোত্তরম্। এষণং শমনং দাহঃ স্বেদনং বন্ধনক্রিয়া॥ ব্রণবিচূর্ণনং লেপো ধূপনং পত্রধারণম্। উশীরবালব্যজনং চন্দনং তিললেপনম্॥ এতৎ পথ্যং নরৈঃ সেব্যং যথাবস্থং যথামলম্। ব্রণশোথে ব্রণে সদ্যোব্রণে নাড়ীব্রণেঽপি চ॥

যব, ষষ্টিকধান্য, গোধূম, জাঙ্গল মৃগ পক্ষী প্রভৃতির মাংস, বিলেপী, লাজমণ্ড, কটুতৈল, ঘৃত, মধু, তিলতৈল, মসূর, অড়হর ও মুগের দাইলের যূষ, চিনি, পলাশবীজ, বেগুণ, কাঁকুড় ও পটোল, করলা, নিমপাতা, বেতাগ্র, কচিমূলা, সুষুণিশাক, শালিঞ্চেশাক, নটেশাক, বেতোশাক, ত্রিফলা, কাঁটাল, মোচা, দাড়িম, কটুকীফল, জীবন্তী, সৈন্ধব, কিস্‌মিস্, মধুর-তিক্ত-কষায় রসযুক্ত দ্রব্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও দ্রববহুল অন্ন, এষণ (লৌহশলাকা দ্বারা নালীর গতি নিরূপণ), শমন ঔষধ, ব্রণস্থানদহন, স্বেদন, বন্ধনক্রিয়া (ব্রণস্থানে বায়ুর সংস্পর্শ না হয় এমতভাবে বন্ধন), ব্রণে চূর্ণ ঔষধ প্রয়োগ, প্রলেপন, ধূপন, পাতা লাগান, বেণার মূল, চামর ব্যজন, রক্তচন্দন এবং তিলকল্ক লেপন, এই সকল ব্রণ, ব্রণশোথ, সদ্যোব্রণ ও নাড়ীব্রণে হিতকর।

ব্রণরোগেঽপথ্যানি

নবানি ধান্যানি তিলান্ কলায়ান্, মাষান্ কুলত্থান্ কৃশরাং হিমাম্ভঃ। ক্ষীরেক্ষুজাতান্ বিবিধান্ বিকারান্ মদ্যানি শাকানি চ পত্রবন্তি॥ অজাঙ্গলং মাংসমসাত্ম্যমন্নং বিদাহিবিষ্টম্ভিগুরূণি চাপি। কটূম্লশীতং লবণং ব্যবায়মায়াসমুচ্চৈঃ পরিভাষণঞ্চ॥ প্রিয়াসমালোকনমহ্নি নিদ্রাং প্রজাগরং চংক্রমণং নিতান্তম্। সদাস্থিতিং প্রাগধিরোপণঞ্চ, নস্যানি তাম্বূলমজীর্ণতাঞ্চ॥ প্রচণ্ডবাতাতপধূমবৃষ্টিরজোভয়-ক্রোধবমিপ্রহর্ষান্। শোকং বিরুদ্ধাশনমম্বুপানং তীক্ষ্ণোষ্ণরুক্ষাণি বিঘট্টনঞ্চ॥ কণ্ডূয়নং কাষ্ঠনখাদিতোদং নিরন্নভাবং বিষমোপচারম্। বৈদ্যশ্চিকিৎসন্ ব্রণশোথরোগং ব্রণঞ্চ সদ্যোব্রণমাময়ঞ্চ॥ নাড়ীব্রণঞ্চাপি যশোঽভিলাষী বিবর্জ্জয়েৎ সন্ততমপ্রমত্তঃ॥

নূতনধান্য, তিল, মটর, মাষকলায়, কুলত্থকলায়, খিচুড়ি, শীতলজল, নানাবিধ ক্ষীরবিকৃতি (ছানাদি), ইক্ষুবিকৃতি (গুড়াদি), মদ্য, পত্রশাক, জাঙ্গল ভিন্ন অপর মাংস, অসাত্ম্যদ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, শীতলদ্রব্য, লবণরস সংযুক্ত দ্রব্য, মৈথুন, ব্যায়াম, উচ্চৈঃস্বরে বাক্যকথন, প্রিয়াদর্শন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, অতিশয় পথভ্রমণ, সর্ব্বদা বসিয়া থাকা, সংশোধন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া অগ্রেই রোপণ ঔষধ দান, নস্য প্রয়োগ, তাম্বুলভক্ষণ, অজীর্ণতা, প্রবল বায়ু, রৌদ্র, ধূম, বৃষ্টির জল, ধূলি, ভয়, ক্রোধ, বমন, প্রহর্ষণ, শোক, বিরুদ্ধ ভোজন, জলপান, তীক্ষ্ণদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, রুক্ষদ্রব্য এবং বিঘট্টন (ঘর্ষণ), চুলকান, কাষ্ঠ অথবা নখাদি দ্বারা বিদ্ধ করা, উপবাস, বিষমভাবে শয়ন, এইগুলি ব্রণ, ব্রণশোথ, সদ্যোব্রণ ও নাড়ীব্রণ রোগে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ব্রণশোথাধিকারঃ।

সদ্যোব্রণাধিকার

সদ্যোব্রণ-নিদানম্

নানাধারমুখৈঃ শস্ত্রৈর্নানাস্থাননিপাততিতৈঃ। ভভন্তি নানাকৃতয়ো ব্রণাস্তাংস্তান্ নিবোধ মে॥ ছিন্নং ভিন্নং তথা বিদ্ধং ক্ষতং পিচ্চিতমেব চ। ঘৃষ্টমাহুস্তথা ষষ্টং তেষাং যক্ষ্যামি লক্ষণম্॥

নানাপ্রকার ধারমুখবিশিষ্ট শস্ত্র শরীরের নানাস্থানে নিপতিত হইলে নানাকৃতি ব্রণ (ক্ষত) উৎপন্ন হয়। এইপ্রকার ব্রণকে সদ্যোব্রণ বা আগন্তুক ব্রণ কহে। ইহা ছয় প্রকার। যথা—ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্চিত ও ঘৃষ্ট।

সদ্যোব্রণ-চিকিৎসা

মনঃশিলা সমঞ্জিষ্ঠা সলাক্ষা রজনীদ্বয়ম্। প্রলেপঃ সঘৃতক্ষৌদ্রস্ত্বচঃ সাবর্ণ্যকৃৎ স্মৃত॥

মনঃশিলা, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য বাটিয়া তাহাতে ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে চর্ম্মের বিবর্ণতা নষ্ট হইয়া স্বাভাবিক বর্ণ হয়।

কর্পূরপূরিতং বদ্ধং সঘৃতং সংপ্ররোহতি। সদ্যঃ শস্ত্রকৃতং পুংসাং ব্যথাপাকবিবর্জ্জিতম্॥

শস্ত্রাদিকৃত সদ্য উৎপন্ন ক্ষতের মধ্যভাগ শতধৌত-ঘৃতমিশ্রিত কর্পূরচূর্ণ দ্বারা পূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ড দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে, ক্ষতের ব্যথা ও পাক নিবারিত এবং ক্ষত সংরূঢ় হইয়া থাকে।

শরপুঙ্খা কাকজঙ্ঘা প্রথমং মহিষীসুতমলং লজ্জা চ সদ্যস্ক-ব্রণঘ্নং পৃথগেব তু। শুনো জিহ্বাকৃতং চূর্ণং সদ্যঃ ক্ষতবিরোহণম্॥

শরপুঙ্খা, কাকজঙ্ঘা, নবজাত মহিষীশাবকের প্রথম মল ও লজ্জালু লতা (কাহার মতে বরাহক্রান্তা) ইহাদের প্রত্যেকের প্রলেপে সদ্যঃ ক্ষত বিরূঢ় হয়। কুকুরের জিহ্বাচূর্ণ সদ্যঃ ক্ষত রোপণ করে।

সদ্যঃক্ষতব্রণং বৈদ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ। যষ্টীমধুককল্কেন কিঞ্চিদুষ্ণেন সর্পিষা॥
ঘৃত ১ পোয়া, যষ্টিমধু কল্ক ৪ তোলা, পাকার্থ জল ৩ পোয়া। যথাবিধি পাক করত সেই ঘৃত ঈষদুষ্ণ করিয়া সদ্যোব্রণে সেচন করিলে উহার শূলবেদনা প্রশমিত হয়।

স্রবত্যস্র ব্রণে বাসস্তোয়সিক্তং প্রযোজয়েৎ। তেনাস্ররোধো ভবতি বেদনা চ প্রশাম্যতি॥
ক্ষত হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে জলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড বন্ধন করিবে, তাহাতে রক্তস্রাব বন্ধ ও বেদনার উপশম হইবে।

অপামার্গস্য প্রত্রোত্থেন রসেন তু। সদ্যোব্রণেষু প্রবৃত্তং পরিতিষ্ঠতি॥
কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্তস্রাব হইলে সেই স্থানে আপাঙ্গপত্রের রস দিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

ইতি সাপ্তাহিকঃ কার্য্যঃ সদ্যোব্রণহিতো বিধিঃ। সপ্তাহাৎ পরতঃ কুর্য্যাচ্ছারীরব্রণবৎ ক্রিয়া।
সদ্যোব্রণে সপ্তাহ পর্য্যন্ত এইরূপ ক্রিয়া করিবে, সপ্তাহের পর পূর্ব্বোক্ত শারীরব্রণের (ক্ষতের) চিকিৎসা করিবে।

অথাগ্নিদগ্ধব্রণ-চিকিৎসা

পিত্তবিদ্রধিবীসর্প-শমনং লেপনাদিকম্। অগ্নিদগ্ধে ব্রণে সম্যক প্রযুঞ্জীত চিকিৎসকঃ॥
পিত্তবিদ্রধি ও পিত্তবিসর্পের যে সকল প্রলেপাদি উল্লিখিত হইয়াছে, অগ্নিদগ্ধ ক্ষতেও সেই সমস্ত প্রয়োগ করিবে।

তিলঞ্চেবাগ্নিনা দগ্ধং যবভস্মসমন্বিতম্! অগ্নিদগ্ধব্রণং নশ্যেদনেনৈবানুলেপনাৎ॥
তিল ও যব ভস্ম করিয়া অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত নিবারিত হয়।

তিলতৈলৈর্যবান্ দগ্ধা সমং কৃত্বা তু লেপয়েৎ। তেনৈব বেদনায়াশ্চ বহ্নিদগ্ধঃ সুখী ভবেৎ॥
যবভস্ম তিলতৈলের সহিত সমভাগে মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির আশু জ্বালাযন্ত্রণা নিবৃত্ত হয়।

সদ্যোদগ্ধঞ্চ মধুনা লেপং কৃত্বা ভিষগ্বরঃ। তৎপৃষ্ঠে যবচূর্ণেন লেপঃ স্যাদ্দাহশান্তয়ে॥
অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে মধু মাখাইয়া, তাহার উপরিভাগে যবচূর্ণ লেপন করিলে জ্বালা নিবৃত্ত হয়।

মহিষীনবনীতেন ক্ষীরেণ পেষয়েৎ লিতম্। তেন লেপেন দগ্ধাঙ্গৎ সদাহং মুখমশ্নুতে॥
মহিষীর নবনীত ও দুগ্ধের সহিত তিল বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দাহ নিবৃত্ত হয়।

মহারাষ্ট্রীজটালেপো দগ্ধপিষ্টাবচূর্ণনম্। জীর্ণগৃহতৃণাচ্চূর্ণং দগ্ধব্রণহরং পরম্॥
জলপিপ্পলীর মুলের লেপ কিংবা দগ্ধপিষ্টক চুর্ণ বা গৃহের জীর্ণ খড় চূর্ণ করিয়া দগ্ধস্থানে লাগাইয়া দিলে দগ্ধক্ষত নিবারিত হয়।

অন্তর্দ্দগ্ধকুঠেরকো দহনজং লেপান্নিহন্তি ব্রণম্, অশ্বত্থস্য বিশুষ্কবল্ককৃতং চূর্ণং তথা গুণ্ডণাৎ॥
বাবুইতুলসী অথবা অশ্বত্থের শুষ্কছাল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া তাহার চূর্ণ লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত নিবারিত হয়।

অভ্যাঙ্গাদ্ বিনিহন্তি তৈলমখিলং গণ্ডূপদৈঃ সাধিতম্, পিষ্টাঃ শাল্মলিতূলকৈর্জ্জলগতা লেপাৎ তথা বালুকাঃ॥
কেঁচোর তৈল (তৈল ১ সের, কল্কার্থ—কেঁচো ১ পোয়া, পাকার্থ জল ৪ সের) লাগাইলে, অথবা জলস্থিত বালুকা পেষণ করিয়া শিমূল তূলার সহিত লেপ দিলে সকল প্রকার ক্ষত নিবারিত হয়।

পাটলীতৈলম্

সিদ্ধং কল্ককষায়াভ্যাং পাটল্যাঃ কটুতৈলকম্। দগ্ধব্রণরুজাস্রাব-দাহবিস্ফোটনাশনম্॥

সর্ষপতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—ঘন্টাপারুল ছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক—ঘন্টাপারুল ছাল ১ সের। এই তৈল লাগাইলে দগ্ধস্থানের বেদনা, রসাদি স্রাব ও দাহ এবং বিস্ফোটক নষ্ট হয়।

জীরকঘৃতম্

জীরকপঙ্কং পশ্চাৎ সিক্থকসর্জ্জরসমিশ্রিতং হরতি। ঘৃতমভ্যঙ্গাৎ পাবক-দগ্ধজদুঃখং ক্ষণার্দ্ধেন॥

ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ—জীরা ১ সের। পাক সিদ্ধ হইলে মোম ৪ পল ও ধূনা ৪ পল প্রক্ষেপ দিবে। ইহা দগ্ধ ক্ষত নাশক।

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং ঘৃতম্

মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ। সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমিষ্যতে। (কেচিৎ তু সর্পিরিত্যত্র তৈলমিতি পাঠং কল্পয়ন্তো মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলমিতি পঠন্তি॥

মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্ব্বা ইহাদের কল্ক ও চতুর্গুণ জলসহ যথাবিধি ঘৃত বা তৈল পাক করিয়া, সকল প্রকার অগ্নিদগ্ধ ব্রণে লেপন করিলে ক্ষতরোপণ হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

সদ্যোব্রণরোগের পথ্যাপথ্য ব্রণশোথের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে সদ্যোব্রণাধিকারঃ।

ভগ্ন-নিদানম্

> ভগ্নং সমাসাদ্দ্বিবিধং হুতাশ, কাণ্ডে চ সন্ধৌ চ হি তত্র সন্ধৌ। উৎপিষ্টবিশ্লিষ্টবিবর্ত্তিতঞ্চ তির্য্যগ্‌গতং ক্ষিপ্তমধশ্চ ষট্ চ॥ প্রসারণাকুঞ্চনবর্ত্তনোগ্রা রুক্ স্পর্শবিদ্বেষণমেতদুক্তম্। সামান্যতঃ সন্ধিগতস্য লিঙ্গম্॥

হে হুতাশ! (হে অগ্নিবেশ!) সঙ্ক্ষেপতঃ ভগ্ন দুই প্রকার, কাণ্ডভগ্ন ও সন্ধিভগ্ন। সন্ধিসীমা পর্য্যন্ত এক এক খানি অস্থির নাম কাণ্ড। কাণ্ড শব্দে নলক কপাল বলয় তরুণ ও রুচক, এই পাঁচ প্রকার অস্থিকেই বুঝিতে হইবে। এস্থলে অস্থি-বিশ্লেষের নামও ভগ্ন। অতএব সন্ধিগত অস্থি-বিশ্লেষকেও সন্ধিভগ্ন বলা যায়। সন্ধিভগ্ন ছয় প্রকার, যথা—উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগ্‌গত, ক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত।

উল্লিখিত ছয় প্রকার ভগ্নেই এই সাধারণ লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। যথা, অঙ্গের প্রসারণে, আকুঞ্চনে ও পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় এবং ঐ স্থান স্পর্শ করিতে পারা যায় না।

ভগ্ন-চিকিৎসা

> আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েচ্ছীতলাম্বুনা। পঙ্কেনালেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতম্।* সুশ্রুতোক্তঞ্চ ভগ্নেষু বীক্ষ্য বন্ধাদিমাচরেৎ॥

প্রথমতঃ ভগ্নস্থানে শীতল জল সেচন করিবে এবং তাহাতে কর্দ্দম লেপন করিয়া বক্ষ্যমাণ কুশাদি দ্বারা বন্ধন করিয়া দিবে। সুশ্রুত গ্রন্থে যেরূপ বন্ধনাদি করিবার নিয়ম লিখিত আছে, তদনুসারে তৎসমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে।

* কুশা ভগ্নাস্থিবন্ধনসাধনং পলাশাদিত্বক্। ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

অবনামিতমুন্নহ্যেদুন্নতঞ্চাবনাময়েৎ। আঞ্ছেদতিক্ষিপ্তমধোগতঞ্চোপরি বর্ত্তয়েৎ॥

যে অস্থি অবনত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা উন্নামিত এবং উন্নত অস্থিকে চাপিয়া স্বস্থানস্থ করিয়া দিবে। যে অস্থি অতিশয় উঠিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে নামাইয়া এবং যাহা অত্যন্ত নামিয়া পড়িয়াছে তাহাকে তুলিয়া ঠিক মিল করিয়া বান্ধিবে।

মধুকোডুম্বরাশ্বথ-কদম্বনিচুলত্বচঃ বংশসর্জ্জার্জ্জুনানাঞ্চ কুশার্থমুপসংহরেৎ॥ পটস্যোপরি বধ্নীয়ান্ন গাঢ়ং শিথিলং ন চ। তত্রাতিশিথিলে বন্ধে সন্ধিস্থৈর্য্যং ন জায়তে॥ গাঢ়েনাপি ত্বগাদীনাং শোথো রুক্ পাক এব চ। তস্মাৎ সাধারণং বন্ধং ভগ্নে শংসন্তি তদ্বিদঃ॥

প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে ভগ্নস্থান কুশাদি দ্বারা বন্ধন করিবে। সেই কুশার্থ মৌলবৃক্ষের ছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল, অশ্বত্থছাল, কদম্বছাল, হিজলছাল, বাঁশের ছাল, সরলবৃক্ষের ছাল ও অর্জ্জুনবৃক্ষের ছাল গ্রহণ করিবে। ভগ্নস্থানে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া তাহার উপর এই সকল দ্রব্য দ্বারা এমনভাবে বন্ধন করিবে, যেন অত্যন্ত দৃঢ় বা অতিশয় শিথিল না হয়। কারণ বন্ধন অতিশয় শিথিল হইলে সংযোগ স্থির থাকে না এবং অতি কঠিন হইলে ত্বগাদিতে শোথ, বেদনা ও পাক উপস্থিত হয়। অতএব সাধারণভাবে বন্ধন করা কর্ত্তব্য।

সপ্তরাত্রাৎ সপ্তরাত্রাৎ সৌম্যেম্বৃতুষু মোক্ষণম্। কর্ত্তব্যং স্যাৎ ত্রিরাত্রাচ্চ তত্রাগ্নেয়েষু জানতা। কালে চ সমশীতোষ্ণে পঞ্চরাত্রাদ্ বিমোক্ষয়েৎ॥

ঐ বন্ধন শীতল ঋতুতে ৭ দিন অন্তর, সমশীতোষ্ণ ঋতুতে ৫ দিন অন্তর ও উষ্ণ ঋতুতে ৩ দিন অন্তর খুলিয়া ফেলিয়া নূতন বন্ধন দিবে।

ন্যগ্রোধাদিকষায়ঞ্চ সুশীতং পরিষেচয়েৎ। পঞ্চমূলীবিপক্বন্তু ক্ষীরং দদ্যাৎ সবেদনে। সুখোষ্ণমবতার্য্যং বা চক্রতৈলং বিজানতা॥

ভগ্নস্থানে ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ শীতল করিয়া সেচন করিবে। অধিক বেদনা থাকিলে স্বল্পপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ সেচন করিবে কিংবা ঈষদুষ্ণ চক্র তৈল (ঘানিগাছ হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত তৈল) অভ্যঞ্জন করিবে।

আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠামধুকঞ্চাম্লপেষিতম্। শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং শালিপিষ্টঞ্চ লেপনম্॥

মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু কাঁজিতে পেষণ করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিবে অথবা শালিতণ্ডুল পেষিত এবং তাহাতে শতধৌত ঘৃত সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে।

রসোনমধুলাক্ষাজ্য-সিতাকল্কং সমশ্নতাম্। ছিন্নভিন্নচ্যুতাস্থ্নাঞ্চ সন্ধানমচিরাদ্ ভবেৎ॥

রসুন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে ছিন্ন ভিন্ন ও স্থানচ্যুত অস্থি অচিরে সংহিত হয়।

সঘৃতেনাস্থিসংহারং লাক্ষাগোধূমমর্জ্জুনম্। সন্ধিমুক্তেঽস্থিভগ্নে চ পিবেৎ ক্ষীরেণ মানবঃ॥

সন্ধি মুক্ত বা অস্থি ভগ্ন হইলে হাড়যোড়া, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুনছাল এই সকল বা ইহাদের কোন একটি পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত পান করিবে।

গৃষ্টিক্ষীরং সসর্পিষ্কং মধুরৌষধসাধিতম্। শীতলং লাক্ষয়া যুক্তং প্রাতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ॥

গৃষ্টির (একবারমাত্র প্রসূতা গাভীর) দুগ্ধ কাকোল্যাদি মধুর দ্রব্যের সহিত পাক করিয়া শীতল হইলে তাহাতে ঘৃত ও লাক্ষাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ভগ্নরোগিকে প্রাতঃকালে পান করিতে দিবে।

পীতবরাটিকা-চূর্ণং দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জকম্। অপক্বক্ষীরপীতং স্যাদস্থিভগ্নপ্ররোহণম্॥

পীতবর্ণ কড়িভস্ম ২ বা ৩ রতি পরিমাণে কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অস্থিভগ্ন প্ররূঢ় হয়।

ক্ষীরং সলাক্ষামধুকং সসর্পিঃ স্যাজ্জীবনীয়ঞ্চ সুখাবহঞ্চ। ভগ্নঃ পিবেৎ ত্বক্ পয়সার্জ্জুনস্য গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ॥

লাক্ষা ও যষ্টিমধু পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে তাহা জীবনীবৰ্দ্ধক ও সুখজনক হয় কিংবা অর্জ্জুনছালের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ এবং ঘৃতের সহিত গোধূমচূর্ণ ভোজন করিলে ভগ্ন সংহিত হয়।

আভাচূর্ণং মধুযুতমস্থিভগ্নস্ত্র্যহং পিবেৎ। পীতে চাস্থি ভবেৎ সম্যগ্ বজ্রসারনিভং দৃঢ়ম্॥

বাব্‌লাছালের চূর্ণ মধুর সহিত ৩ দিন সেবন করিলে ভগ্ন অস্থিসকল বজ্রতুল্য হয়।

সব্রণস্য চ ভগ্নস্য ব্রণং সর্পির্মধূত্তরৈঃ। প্রতিসার্য্য কষায়েশ্চ শেষং ভগ্নবদাচরেৎ॥ ভগ্নং নৈতি যথা পাকং প্রযতেত তথা ভিষক্। বাতব্যাধিবিনির্দ্দিষ্টান্ স্নেহানত্র প্রযোজয়েৎ॥

ক্ষতযুক্ত ভগ্নস্থান ঘৃত ও মধুযুক্ত ন্যগ্রোধাদি কষায় দ্বারা প্রক্ষালন (শ্রীকণ্ঠ বলেন—প্রলিপ্ত) করিয়া পশ্চাৎ ভগ্নের চিকিৎসা করিবে। ভগ্নস্থান যাহাতে পাকিয়া না উঠে, তাহার চেষ্টা করিবে এবং বাতব্যাধি-চিকিৎসোক্ত স্নেহ (তৈল ঘৃতাদি) প্রয়োগ করিবে।

লাক্ষাগুগ্‌গুলুঃ

লাক্ষাস্থিসংহৃৎককুভাশ্বগন্ধা-শ্চূর্ণীকৃতা নাগবলা পুরশ্চ। সংভগ্নযুক্তাস্থিরুজা নিহন্যা-দঙ্গানি কুর্য্যাৎ কুলিশোপমানি॥ (অন্যত্রোপদিষ্টত্বাৎ তুল্যশ্চূর্ণেন গুগ্‌গুলুঃ)

লাক্ষা, হাড়যোড়া, অর্জ্জুনছাল, অশ্বগন্ধা, গোরক্ষচাকুলে প্রত্যেক ১ তোলা, গুগ্‌গুলু ৫ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহার প্রলেপ দ্বারা ভগ্ন ও স্থানচ্যুত অস্থির বেদনার নিবারণ হইয়া অঙ্গসকল বজ্রের ন্যায় দৃঢ় হয়।

আভাগুগ্‌গুলুঃ

আভাফলত্রিকব্যোষৈঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ। তুল্যো গুগ্‌গুলুরাযোজ্যো ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ॥

বাব্‌লামূলের ছাল চূর্ণ এবং ত্রিফলা ও ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান গুগ্‌গুলু। সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ দ্বারা প্রলিপ্ত করিলে ভগ্নসন্ধি পুনর্ব্বার সংহিত হয়।

গন্ধতৈলম্

রাত্রৌ রাত্রৌ তিলান্ কৃষ্ণান্ বাসয়েদস্থিরে জলে। দিবা দিবৈবং সংশোষ্য ক্ষীরেণ পরিভাবয়েৎ॥ তৃতীয়ং সপ্তরাত্রন্তু ভাবয়েন্মধুকাম্বুনা। ততঃ ক্ষীরং পুনঃ পীতান্ শুষ্কান্ সুক্ষ্মান্ বিচূর্ণয়েৎ॥ কাকোল্যাদিং সযষ্ট্যাহ্বং মঞ্জিষ্ঠাং সারিবাং তথা। কুষ্ঠং সর্জ্জরসং মাংসীং সুরদারু সচন্দনম্॥ শতপুষ্পাঞ্চ সংচূর্ণ তিলচূর্ণানি যোজয়েৎ। পীড়নার্থঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বগন্ধৈঃ শৃতং পয়ঃ॥ চতুর্গুণেন পয়সা তৎ তৈলং পাচয়েৎ পুনঃ। এলামংশুমতীং পত্রং জীবন্তীং তুরগং তথা॥ লোধ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুসারিবাম্। শৈলেয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধূলিকাম্॥ পিষ্টাশৃঙ্গাটকৈশ্চৈব প্রাগুক্তান্যৌষধানি চ। এভিস্তদ্ বিপচেৎ তৈলং শাস্ত্রবিন্মৃদুনাগ্নিনা॥ এতৎ তৈলং সদা পথ্যং ভগ্নানাং সর্ব্বকর্ম্মসু। আক্ষেপকে পক্ষাঘাতে তালুশোষে তথার্দ্দিতে॥ মন্যাস্তম্ভে শিরোরোগে কর্ণশূলে হনুগ্রহে।

বাধির্য্যে তিমিরে চৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ॥ পথ্যং পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে বস্তিষু ভোজনে। গ্রীবাস্কন্ধোরসাং বৃদ্ধিরনেনৈবোপজায়তে॥ মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং সসুগন্ধসমীরণম্। গন্ধতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ॥ রাজার্হমেতৎ কর্ত্তব্যং রাজ্ঞামেব বিচক্ষণৈঃ। তিলচূর্ণসমস্তত্র মিলিতং চূর্ণমিষ্যতে॥ (কাকোল্যাদেশ্চূর্ণপাদং তিলচূর্ণপাদেস্ত্রিভিরিতি জেজ্জটাদয়ঃ)

৪ সের তৈলের উপযুক্ত কৃষ্ণতিল বস্ত্রে বন্ধন করিয়া প্রথম সপ্তাহে নদী প্রভৃতির স্রোতোজলে রাত্রিতে মগ্ন করিয়া রাখিবে এবং দিবাভাগে উহা তুলিয়া আনিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে সেই তিল গব্যদুগ্ধে রাত্রিকালে ভিজাইবে ও দিবসে উক্তরূপে শুষ্ক করিবে। তৃতীয় সপ্তাহে তিল-পরিমিত যষ্টিমধু আট গুণ জলে পাক করিয়া অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইবে এবং রাত্রিতে সেই ক্বাথে উক্ত তিল ভিজাইয়া দিবসে শুষ্ক করিবে। চতুর্থ সপ্তাহে পুনরায় তিলের সমান গব্যদুগ্ধে রাত্রিকালে তিল ভিজাইয়া দিবসে শুষ্ক করিবে। প্রতি সপ্তাহে প্রত্যহ উক্তরূপ ক্রিয়া করিয়া পরে ঐ সকল তিল নিস্তুষ ও চূর্ণ করিবে। কাকোল্যাদি গণ, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধূনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শুল্ফা, ইহাদের মিলিত চূর্ণ তিলচূর্ণের চতুর্থাংশ (সিকি) পরিমাণে গ্রহণ করিয়া উভয় চূর্ণ একত্র করিবে। পরে সর্ব্বগন্ধ (এলাদি গণ)-সাধিত দুগ্ধ দ্বারা এই চূর্ণ আর্দ্র করিয়া তৈল নিষ্পীড়ন যন্ত্রে (ঘানিগাছে) পিষিয়া তৈল বাহির করিয়া লইবে। এই প্রকারে প্রস্তুত তৈল ৪ সের, দুগ্ধ চতুর্গুণ (১৬ সের)। কল্কদ্রব্য, যথা—এলাইচ, শালপাণি, তেজপত্র, জীবন্তী, অশ্বগন্ধা, লোধ, পুণ্ডরীক কাষ্ঠ, তগরাপাদুকা, শৈলজ, শুক্লভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, মূর্ব্বা, পানিফল এবং কাকোল্যাদি গণ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহ। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ভগ্ন পীড়ায় এই তৈল পান ও অভ্যঙ্গাদি সর্ব্বপ্রকারে প্রযোজ্য। ইহার ব্যবহারে আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণশূল ও বধিরতা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পীড়া উপশমিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

ভগ্নরোগে পথ্যানি

শীতাম্বুসেচনং পঙ্ক-প্রদেহো বন্ধনক্রিয়া। শালিপ্রিয়ঙ্গুগোধুমা যূষো মুদ্গসতীনয়োঃ॥ নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং তৈলং মাষরসো মধু। পটোলং লশুনং শিগ্রুঃ পত্তুরো বালমূলকম্॥ দ্রাক্ষা ধাত্রী বজ্রবল্লী লাক্ষা যচ্চাপি বৃংহণম্। তৎ সর্ব্বং ভিষজা নিত্যং দেয়ং ভগ্নায় জানতা॥

শীতলজল পরিষেচন, কর্দ্দমানুলেপন, ভগ্নস্থান বন্ধন, শালিধান্য, প্রিয়ঙ্গু (কাঙ্নিধান্য), গোধূম এবং মুগ ও মটরের যূষ, নবনীত (মাখন) ঘৃত, দুগ্ধ, তৈল, মাষকলায়ের যূষ, মধু, পটোল, রশুন, শজিনা, রক্তচন্দন ও কচি মূলা, দ্রাক্ষা, আমলকী, অস্থিসংহারলতা (হাড়যোড়া), লাক্ষা এবং পুষ্টিকর দ্রব্য সমস্ত জ্ঞানবান্ চিকিৎসক ভগ্নরোগিদিগকে প্রয়োগ করিবেন।

ভগ্নরোগেঽপথ্যানি

লবণং কটুকক্ষারমম্লং মৈথুনমাতপম্। ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নো রুক্ষান্নমেব চন॥

লবণ, কটুদ্রব্য, ক্ষারদ্রব্য, অম্লরসযুক্ত দ্রব্য, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, রৌদ্র, ব্যায়াম এবং রুক্ষদ্রব্য, এই সকল ভগ্নরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ভগ্নাধিকারঃ।

নাড়ীব্রণাধিকার

নাড়ীব্রণ-নিদানম্

যঃ শোথমামমতিপক্কমুপেক্ষতেঽজ্ঞো যো বা ব্রণং প্রচুরপূযমসাধুবৃত্তঃ। অভ্যন্তরং প্রবিশতি প্রবিদার্য্য তস্য স্থানানি পূর্ব্ববিহিতানি ততঃ স পূযঃ॥ তস্যাতিমাত্রগমনাদ্‌গতিরিষ্যতে তু নাড়ীব যদ্বহতি তেন মতা তু নাড়ী॥

যে অহিতাহারাচারী অজ্ঞ ব্যক্তি, অপক্ক বা প্রচুরপূযযুক্ত অতিপক্ক শোথকে উপেক্ষা করে, অর্থাৎ শোধন পীড়নাদি না করে, তাহার শোথস্থ পূয ক্রমশঃ ত্বক্ মাংস শিরা স্নায়ু সন্ধি অস্থি কোষ্ঠ ও মর্ম্ম প্রভৃতি স্থানসকলকে বিদীর্ণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই পূযের অতিমাত্র গমনহেতু এইরূপ ব্রণকে গতিব্রণ কহে। কিন্তু সচ্ছিদ্র নাড়ীর (নলের) ন্যায় বহন করে বলিয়া ইহা নাড়ীব্রণ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

নাড়ীব্রণ-চিকিৎসা

নাড়ীনাং গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণাপাট্য কর্ম্মবিৎ। সর্ব্বব্রণক্রমং কুর্য্যাচ্ছোধনং রোপণাদিকম্॥

নাড়ীব্রণের গতি অর্থাৎ ক্ষতের শোষ কতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা স্থির করিয়া শস্ত্র দ্বারা সেই স্থান পর্য্যন্ত বিদারণ করিবে। পরে শোধন (পূযাদি-নিঃসারণ) ও রোপণ (ক্ষত পূরণ) প্রভৃতি ব্রণরোগ বিহিত চিকিৎসা করিবে।

নাড়ীং বাতকৃতাং সাধু পাটিতাং লেপয়েদ্ ভিষক্। প্রত্যক্‌পুষ্পীফলযুতৈস্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥ পৈত্তিকীং তিলমঞ্জিষ্ঠা—নাগদন্তীনিশাযুগৈঃ। শ্লৈষ্মিকীং তিলযষ্ট্যাহ্ব-নিকুম্ভারিষ্টসৈন্ধবৈঃ। শল্যজাং তিলমধ্বাজ্যৈর্লিপ্তা বন্ধনমাচরেৎ*॥

---

*লেপয়েৎ ছিন্নশোণিতামিতি পাঠঃ চক্রে বৃন্দে চ।

বায়ুজনিত নালী-ঘা যথোপযুক্ত বিদীর্ণ করিয়া তাহাতে আপাং-বীজ ও তিল; পৈত্তিক নালীতে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, হাতিশুঁড়া, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; শ্লৈষ্মিক নালীতে তিল, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, নিম্বপত্র ও সৈন্ধব, শল্যজ নাড়ীতে শল্য উদ্ধৃত করিয়া তিল, মধু ও ঘৃত (একত্র পেষণ করিয়া) ইহাদের প্রলেপ দিয়া বান্ধিয়া রাখিবে।

শ্বেতৈরেগুস্য নির্য্যাসঃ খদিরেণ সমাযুতঃ। হন্তি নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্ মৃগান মৃগপতির্যথা॥

শ্বেত ভেরেণ্ডার আঠা ও খদির, একত্র মর্দ্দিত করিয়া নালী ঘায়ে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার নালী বিনষ্ট হয়।

আস্ফোতক্ষীরসংযোগো নাড়ীং নাশয়তি ধ্রুবম্॥

হাপরমালীর আঠা নালী ঘায়ে লাগাইয়া দিলে নিশ্চয়ই নালী বিনষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণা-চূর্ণং লীঢ়ং সমাক্ষিকম্। হন্তি কুষ্ঠাক্রিমীন্ মেহ-নাড়ীব্রণভগন্দরান্॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও পিপুল ইহাদের সমান সমান চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে নাড়ীব্রণ ও ভগন্দরাদি নষ্ট হয়।

আরগ্বধনিশাকালা-চূর্ণজ্যক্ষৌদ্রসংযুতা। সূত্রবর্ত্তির্ব্রণে যোজ্যা শোধনী গতিনাশিনী॥

সোন্দাল মূলের ছাল, হরিদ্রা ও কালিয়া-কড়া ইহাদের চূর্ণ, মধু ও ঘৃতের সহিত মিলিত করিয়া তদ্দারা একগাছি সূত্র প্রলিপ্ত করত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি নালীক্ষতের মধ্যে প্রণিহিত করিয়া রাখিলে, ক্ষত হইতে পূযাদি নির্গত হইয়া শোষ মরিয়া যায়।

গুগ্গুল্বাদি-লেপঃ

গুগ্গুলুত্রিফলাব্যোষৈঃ সমাংশৈশ্চাজ্যযোজিতৈঃ। নাড়ীদুষ্টব্রণঞ্চাভি-জয়েদপি ভগন্দরম্॥

গুগ্গুলু, ত্রিফলা ও ত্রিকটু সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘৃত সহ মিলাইবে। ইহা দ্বারা ব্রণস্থানে প্রলেপ দিলে নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ ও ভগন্দর নিবারিত হয়।

ঘোন্টাফলত্বগু মদনাৎ ফলানি পূগস্য চ ত্বক্ লবণঞ্চ মুখ্যম্। স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন সহৈব কল্কো বর্ত্তীকৃতো হন্ত্যচিরেণ নাড়ীম্॥

শেয়াকুল ফলের ত্বক্, মদনফল, সুপারির ছাল ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিজ ও আকন্দের আঠায় মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি নাড়ীক্ষতে প্রবেশিত করিয়া রাখিলে সত্বর ব্রণ নষ্ট হয়।

বর্ত্তীকৃতং মাক্ষকসংপ্রযুক্তং নাড়ীঘ্নমুক্তং লবণোত্তম বা। দুষ্টব্রণে যদ্বিহিতঞ্চ তৈলং তৎ সেব্যমানং গতিমাশু হন্তি॥

মধু ও সৈন্ধবলবণ একত্র অগ্নিতে পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি নালী মধ্যে দিলে উহা নিবারিত হয়। দুষ্টব্রণ-চিকিৎসোক্ত তৈল প্রয়োগ করিলেও নাড়ীগতি আশু বিলয়প্রাপ্ত হয়।

মাহিষং দধি কোদ্রবভক্তমিশ্রিতং হরতি চিরক্লিড়াম। ভক্তং কঙ্গুনিকাভবমতিদারুণাং নাড়ীং শময়েৎ॥

মাহিষদধির সহিত কোদ কিংবা কঙ্গুনি ধান্যের অন্ন আহার করিলে অতি দারুণ নালী ঘা উপশমিত হয়।

বিভীতকাম্রাস্থিবটপ্রবাল-হরেণুকাশঙ্খিনিবীজমিশ্রা। বরাহবিট্‌সূক্ষ্মমসী প্রদেয়া নাড়ীষু তৈলেন চ মিশ্রয়িত্বা॥

বহেড়া, আম্রবীজ, বটাঙ্কুর, রেণুক, চোর-কাঁচ্‌কীবীজ এবং দগ্ধ শূকরবিষ্ঠাচূর্ণ, তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া নালীতে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।

মেষরোমমসীতুম্ব্যা কটুতৈল বিপাচিতম্‌। নাড়ীব্রণং চিরোদ্ভূতং জয়েৎ তু তুলসঙ্গমাৎ॥

মেষরোম পোড়াইয়া, সেই ভুষা ও তিৎলাউ, ইহাদের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে তুলা সিক্ত করিয়া নালীতে প্রবেশ করাইলে নালী-ঘা প্রশমিত হয়।

স্নুহ্যর্কদুগ্ধদার্ব্বীণাং বর্ত্তিং কৃত্বা প্রপূরয়েৎ। এষ সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যাৎ প্রয়োগরাট্‌॥

সিজের আঠা, আকন্দের আঠা ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্বশরীরস্থ নাড়ীব্রণ নিবারিত হয়।

কৃশদুর্ব্বলভীরূণাং গতির্মর্ম্মাশ্রিতা চ যা। ক্ষারসূত্রেণ তাং ছিন্দ্যান্ন শস্ত্রেণ কদাচন॥

কৃশ, দুর্ব্বল ও ভীরু ব্যক্তিগণের ক্ষতে এবং মর্ম্মস্থানজাত নাড়ীব্রণে কদাচ অস্ত্র প্রয়োগ করিবে না। তাদৃশ স্থলে ক্ষারসূত্র দ্বারা ছেদন করিবে।

এষণ্যা গতিমন্বিষ্য ক্ষারসূত্রানুসারিণীম্‌। সূচীং নিদধ্যাদ্‌গত্যন্তে চোন্নাম্য চাশু নির্হরেৎ॥ সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়ং বন্ধনমাচরেৎ। ততঃ ক্ষীণবলং বীক্ষ্য সূত্রমন্যৎ প্রবেশয়েৎ॥ ক্ষারাক্তং মতিমান্‌ বৈদ্যো যাবন্ন ভিদ্যতে গতিঃ। ভগন্দরেঽপ্যেষ বিধিঃ কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা॥

এষণী-যন্ত্র দ্বারা (যে শলাকা-যন্ত্র দ্বারা শল্য বা নালীর গতি অন্বেষণ করা যায়, তাহাকে এষণী-যন্ত্র কহে) শোষের গতি অন্বেষণ করিয়া, পরে একটি সূচীতে ক্ষারসূত্র পরাইয়া, ঐ সূচী শোষের মধ্যে প্রবেশিত কর; শোষের প্রান্তভাগ বিন্ধিয়া সূচী বাহির করিয়া লইবে এবং ক্ষারসূত্রের প্রান্তদ্বয় দৃঢ়রূপে বান্ধিয়া রাখিবে। সূত্র ক্ষীণবল হইলে অন্য সূত্র দ্বারা ঐরূপ বান্ধিবে (শোষ যদি অতি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে ২।৩ অঙ্গুলি অন্তরে অন্তরে সূচী বাহির করিয়া ঐ প্রকার বান্ধিবে)। যে পর্য্যন্ত নালী ঘা বিদীর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ ঐরূপ করিবে। ভগন্দরেও ঐরূপ ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

গুণবতী বর্ত্তিঃ

তুল্যাং সর্জ্জরসং লোধ্রং সিন্দূরাতিবিষে নিশা। অক্ষং কপিত্থশ্রীবাসো গুগ্‌গুলুর্ঘৃততৈলকৈঃ॥ তুল্যাংশং পেষয়েৎ পিণ্ডং তত্তুল্যং সিক্‌থকং ভবেৎ। মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ পাত্রে মিশ্রিতং তং সমুদ্ধরেৎ॥ বর্ত্তির্গুণবতী নাম জুষ্টা শীতজলান্বিতা। দুঃসাধ্যব্রণগণ্ডেষু তথা নাড়ীব্রণেষু চ। শোধনে রোপণে চৈব স্বাস্থ্যমুৎপাদয়ত্যাসৌ।

ধূনা, লোধ, সিন্দূর, আতইচ, হরিদ্রা, তুঁতে, কাঁচা কয়েৎবেল, তার্পিণ তৈল, গুগ্‌গুলু, এই সমস্ত সমভাগে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে মৃদু অগ্নিতে লৌহকটাহে ঘৃত ও তৈল চড়াইয়া, উক্ত পিণ্ডের সমান মোম্‌ তাহাতে দিয়া গলাইবে। তদনন্তর ঐ পিণ্ড তাহাতে দিয়া পাক করিবে। পাকানন্তর বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শীতল জল সহ প্রয়োগ করিলে দুঃসাধ্য ব্রণ ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্রণরোগ নিবারিত হয়।

সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ

বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষ-চূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সমম্। সর্পিষা বটিকাং কুর্য্যাৎ খাদেদ্ বা হিতভোজনঃ। দুষ্টব্রণাপচীমেহ-কুষ্ঠনাড়ীবিশোধনঃ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু সমভাগ, ইহাদের সমান গুগ্‌গুলু ; ঘৃতে মাড়িয়া বটী প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে দুষ্টব্রণ, নালী-ঘা ও কুষ্ঠাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

শ্যামাঘৃতম্

শ্যামাত্রিভণ্ডীত্রিফলাসুসিদ্ধং হরিদ্রয়া তিল্বককবৃক্ষকেণ। ঘৃতং সদুগ্ধং ব্রণতর্পণেন হন্যাদ্‌গতিং কোষ্ঠগতাপি যা স্যাৎ॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—অনন্তমূল, তেউড়ী, ত্রিফলা, হরিদ্রা, লোধ ও কুড়্‌চি এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের। এই ঘৃত ব্রণস্থানে প্রয়োগ করিলে নাড়ীব্রণ নিবারিত হয়।

স্বর্জ্জিকাদ্যং তৈলম্

স্বর্জ্জিকাসিন্ধুদন্ত্যগ্নি-রূপিকানলনীলিকাঃ। খরমঞ্জরিবীজানি তৈলং গোমূত্রপাচিতম্। দুষ্টব্রণপ্রশমনং কফনাড়ীব্রণাপহম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, দন্তীমূল, চিতামূল, আকন্দমূল, ভেলার মুটী, নীলকাণ্ঠ ও আপাংবীজ মিলিত ১ সের, গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল লাগাইলে দুষ্ট ব্রণ ও শ্লৈষ্মিক নালী-ঘা উপশমিত হয়।

হিংস্রাদ্যং তৈলম্

হিংস্রাং হরিদ্রাং কটুকং বচাঞ্চ গোজিহ্বিকাঞ্চাপি সবিল্বমূলম্। সংহৃত্য তৈলং বিপচেদ্‌ব্রণস্য সংশোধনং পূরণরোপণঞ্চ॥

তৈল ৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ— কেলেকড়া, হরিদ্রা, কট্‌কী, বচ, গোজিয়া ও বিল্বমূল মিলিত এবং কুট্টিত ১ সের। ইহাতে ব্রণের শোধন, রোপণ ও পূরণ হয়।

কুম্ভীকাদ্যং তৈলম্

কুম্ভীকখর্জ্জুরকপিত্থবিল্ববনস্পতীনাস্তু শলাটুকল্কৈঃ। কৃত্বা কষায়ং বিপচেৎ তু তৈলমাবাপ্য মুস্তাসরল-প্রিয়ঙ্গু—॥ সৌগন্ধিকামোচরসাহিপুষ্পলোধ্রাণি দত্ত্বা খলু ধাতকীঞ্চ। এতেন শল্যপ্রভবা হি নাড়ী রোহেদ্ ব্রণো বৈ সুখমাশু চৈব॥

কুমারিয়ালতা (ইহার ফল দাড়িমসদৃশ), খেজুর, কয়েৎবেল, বেল ও বনস্পতির শলাটু অর্থাৎ বট যজ্ঞডুমুর প্রভৃতির অপক্ক ফল, এই সকল একত্র করিয়া তাহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্বাথের সহিত যথানিয়মে তৈল পাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—মুতা, সরলকাষ্ঠ (বৃন্দ বলেন—তেউড়ী), প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ ও ধাইফুল। এই তৈল লেপনে শল্যজ নালী ও নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হইয়া থাকে।

ভল্লাতকাদ্যং তৈলম্

ভল্লাতকার্কমরিচৈর্লবণোত্তমেন। সিদ্ধং বিড়ঙ্গরজনীদ্বয়চিত্রকৈশ্চ। মার্কবস্য চ রসেন নিহন্তি তৈলং নাড়ীং কফানিলকৃতামপচীং ব্রণাংশ্চ॥

তৈল ৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—ভেলার মুটী, আকন্দের মূল, মরিচ, সৈন্ধব-

লবণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈল লাগাইলে নালী, বাতশ্লৈষ্মিক অপচী ও ব্রণ উপশমিত হয়।

নির্গুণ্ডীতৈলম্

সমূলপত্রাং নির্গুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু। তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীব্রণবিশোধনম্॥ হিতং পামাপচীনাস্ত পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ। বিবিধেষু চ রোগেষু তথা সর্ব্বব্রণেষু চ॥

তৈল ৪ সের। মূল পত্র ও শাখা সহিত নিসিন্দাবৃক্ষ নিষ্পীড়ন করিয়া রস বাহির করিবে, ঐ রস ৪ সের, চক্রমতে। অন্যান্য মতে সাধারণ নিয়মানুসারে চতুর্গুণ। একত্র পাক করিয়া লইবে। পামা (খোস্ চুলকনা), অপচী ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণে এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থ প্রযোজ্য।

হংসপাদীতৈলম্

হংসপাদ্যরিষ্টপত্রং জাতীপত্রং ততো রসৈঃ। তৎকল্কৈশ্চ পচেৎ তৈলং নাড়ীব্রণবিরোহণম্॥

তৈল ৪ সের। গোয়ালিয়া লতা, নিম ও জাতী ইহাদের পত্রের রস মিলিত ১৬ সের। কল্কার্থ— উহাদের পত্র মিলিত ১ সের। যথাশাস্ত্র পাক করিয়া লইবে। ইহা নাড়ীব্রণ-বিনাশক।

সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্

সৈন্ধবার্কমরিচজ্বলনাখ্যোর্মার্কবেণ রজনীদ্বয়সিদ্ধম্। তৈলমেতদচিরেণ নিহন্যাদ্ দূরগামপি কফানিলনাড়ীম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধবলবণ, আকন্দ, মরিচ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিবে। ইহা নালী-ঘা নাশক।

নরাস্থিতৈলম্

নরাস্থিতৈললেপেন স্ফুটিতঃ শুষ্যতি ব্রণঃ॥

মনুষ্যের মস্তকের খুলিতে তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ব্রণ শীঘ্র শুষ্ক হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

নাড়ীব্রণেরও পথ্যাপথ্য-ব্যবস্থা ব্রণশোথের ন্যায় জানিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

ভগন্দর-নিদানম্

> গুদস্য দ্ব্যঙ্গুলে ক্ষেত্রে পার্শ্বতঃ পিড়কার্ত্তিকৃৎ। ভিন্না ভগন্দরো জ্ঞেয়ঃ স চ পঞ্চবিধো মতঃ॥ কষায়রূক্ষৈরতিকোপিতোঽনিলস্ত্বপানদেশে পিড়কাং করোতি যাম্। উপেক্ষণাৎ পাকমুপৈতি দারুণং রুজা চ ভিন্নারুণফেনবাহিনী॥ তত্রাগমো মূত্রপুরীষরেতসাং ব্রণৈরনেকৈঃ শতপোনকং বদেৎ॥ প্রকোপনৈঃ পিত্তমতিপ্রকোপিতং করোতি রক্তাং পিড়কাং গুদাশ্রিতাম্। তদাশুপাকাহিমপূতিবাহিনীং ভগন্দরমুষ্ট্রশিরোধরং বদেৎ॥ কণ্ডূয়নো ঘনস্রাবী কঠিনো মন্দবেদনঃ। শ্বেতাবভাসঃ কফজঃ পরিস্রাবী ভগন্দরঃ॥ বহুবর্ণরুজাস্রাবা পিড়কা গোস্তনোপমা। শম্বুকাবর্ত্তবন্নাড়ী শম্বূকাবর্ত্তকো মতঃ॥ ক্ষতাদ্গতিঃ পায়ুগতা বিবর্দ্ধতে হ্যুপেক্ষণাৎ স্যুঃ ক্রিময়ো বিদার্য্য তে প্রকুর্ব্বতে মার্গমনেকধামুখৈর্ব্রণৈস্তদুন্মার্গি-ভগন্দরং বদেৎ॥

গুহ্যদেশের পার্শ্বে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বেদনাদায়ক পিড়কা (ব্রণ) উৎপন্ন হইয়া বিদীর্ণ হইলে উহা ভগন্দর নামে অভিহিত হয়। ইহা পাঁচ প্রকার।

কষায় ও রুক্ষ সেবনে বায়ু অতিকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে যে পিড়কা উৎপাদন করে, তাহা প্রথমাবধি ভালরূপ চিকিৎসিত না হইলে দারুণ বেদনার সহিত পাকিয়া উঠে এবং বিদীর্ণ হইলে উহা হইতে অরুণবর্ণ ফেন নিঃসৃত হয়। পরে এরূপ হয় যে, ক্ষতমুখ দিয়া মূত্র পুরীষ ও শুক্র পর্য্যন্ত নির্গত হইয়া থাকে। ঐ ব্রণ বহুমুখ শতপোনক অর্থাৎ চালুনির আকার প্রাপ্ত হইলে উহাকে শতপোনক কহে।

পিত্তপ্রকোপক হেতুতে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে যে রক্তবর্ণ পিড়কা উৎপাদন করে, তাহা শীঘ্র পাকিয়া উষ্ণ দুর্গন্ধি পূযাদি স্রাব করে। উষ্ট্রগ্রীবার ন্যায় ইহার আকার বক্র হয় বলিয়া, এইরূপ ভগন্দরকে উষ্ট্রগ্রীব কহে।

পরিস্রাবি-নামক এক প্রকার ভগন্দর আছে, তাহা কণ্ডূবিশিষ্ট, ঘনস্রাবী, কঠিন, মন্দবেদন ও শ্বেতবর্ণ। ইহা কফজ ব্যাধি।

শম্বুকাবর্ত্ত ভগন্দর। ইহাতে উক্ত বাতজাদি প্রত্যেক ভগন্দরের বর্ণ বেদনা ও স্রাব বিদ্যমান থাকে। পিড়কাবস্থায় ইহার আকৃতি গোস্তনের ন্যায়, কিন্তু ভগন্দরাবস্থায় ইহার রূপ পূর্ণ নদীর শম্বুকাবর্ত্তের ন্যায় হয় বলিয়া ইহাকে শম্বুকাবর্ত্ত কহে।

কণ্টকাদি দ্বারা গুহ্যদেশ ক্ষত হইলে যদি উহা উপেক্ষিত হয়, তাহা হইলে উহাতে শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রিমি জন্মে। পরে ঐ ক্রিমিগণ উহা বিদীর্ণ করিয়া বহুমুখবিশিষ্ট ব্রণ উৎপাদন করে। ইহাকেই উন্মার্গী ভগন্দর কহে।

ভগন্দর-চিকিৎসা

গুদস্য শ্বয়থুং দৃষ্ট্বা বিশোষ্য শোধয়েৎ ততঃ। রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদ্ যথা পাকং ন গচ্ছতি॥

(বিশোষ্যেত্যুপবাসাদিনা। শোধয়েদিতি বিরেচয়েৎ রক্তাবসেচনং জলৌকাদিভিঃ।)

গুহ্যদেশে ভগন্দরোৎপাদক শোথ দৃষ্ট হইলে, প্রথমে উপবাসাদি দ্বারা বিশোষণ, পরে বিরেচন দ্বারা শোধন, তৎপরে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে। অর্থাৎ এরূপ সাবধান হইয়া চিকিৎসা করিবে, যেন উহা না পাকে।

বটপত্রেষ্টকাশুণ্ঠী-গুড়ূচ্যঃ সপুনর্নবাঃ। সুপিষ্টাঃ পিড়কারম্ভে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে॥

গুহ্যদ্বারে পিড়কা হইলেই বটপত্র, জলস্থিত ইষ্টক, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা, এই সমুদায় একত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

পিড়কানামপক্কানামপতর্পণপূর্ব্বকম্। কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ বিরেকান্তং ভিন্নানাং বক্ষ্যতে ক্রিয়া॥

ভগন্দর-পিড়কার অপক্কাবস্থায় অপতর্পণ হইতে বিরেক পর্য্যন্ত সুশ্রুতের দ্বিব্রণীয়োক্ত একাদশ প্রকার চিকিৎসা করিবে। পিড়কা পাকিলে যেরূপ চিকিৎসা করিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।

এষণীপাটনক্ষার-বহ্নিদাহাদিকং ক্রমম্। বিধায় ব্রণবৎ কার্য্যং যথাদোষং যথাক্রমম্॥

পিড়কা পাকিলে এষণী-যন্ত্র দ্বারা নালীর গতি অন্বেষণ এবং তাহাতে পাটন ক্ষার প্রয়োগ ও অগ্নিদাহাদি চিকিৎসা করিয়া, পরে বাতাদিদোষ বিবেচনাপূর্ব্বক ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে।

স্নুহ্যর্কদুগ্ধদার্ব্বীভির্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ। ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েৎ তাং প্রযত্নতঃ। এষা সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যান্ন সংশয়ঃ॥

মনসাসিজের আঠা ও আকন্দের আঠা দ্বারা দারুহরিদ্রাচূর্ণ পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি ভগন্দরে প্রণিহিত করিয়া রাখিলে, ভগন্দর এবং শরীরস্থ তাবৎ নালী বিনষ্ট হয়।

রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠানিম্বপল্লবাঃ। ত্রিবৃত্তেজোবতীদন্তী-কল্কো নাড়ীব্রণাপহঃ॥

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, তেউড়ী, লতাফট্কী (কেহ বলেন---চৈ) ও দন্তী, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ বিনষ্ট হয়।

পয়ঃপিষ্টৈস্তিলারিষ্ট-মধুকৈশ্চ সুশীতলৈঃ। ভগন্দরে প্রশস্তোঽয়ং সরক্তে বেদনাবতি॥

তিল, নিম ও যষ্টিমধু দুগ্ধে পেষণ করিয়া শীতল প্রলেপ দিলে সরক্ত বা বেদনাযুক্ত ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

সুমনা বটপত্রাণি গুড়ূচী বিশ্বভেষজম্। সসৈন্ধবস্তক্রপিষ্টো লেপো হন্তি ভগন্দরম্॥
জাতীপত্র, কচি বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ তক্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠং ত্রিবৃৎ তিলা দন্তী মাগধ্যঃ সৈন্ধবং মধু। রজনী ত্রিফলা তুত্থং হিতং ব্রণবিশোধনম্॥
কুড়, তেউড়ী, তিল, দন্তী, পিপ্পলী, সৈন্ধব, মধু, হরিদ্রা, ত্রিফলা ও তুঁতে, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণ বিশুদ্ধ হয়।

ত্রিবৃৎ তিলা নাগদন্তী মঞ্জিষ্ঠা সহ সর্পিষা। উৎসাদনং ভবেদেতৎ সৈন্ধবক্ষৌদ্রসংযুতম্॥
(উৎসাদনং ব্রণানাং মাংসবর্দ্ধনকার্য্যম্, ইহ তু শোধনলেপঃ)।
তেউড়ী, তিল, হাতিশুঁড়া ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য শিলাপিষ্ট এবং ঘৃত, মধু ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দরের বিশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ ভগন্দর ক্লেদরহিত হইয়া থাকে।

তিলা জ্যোতিষ্মতী কুষ্ঠং লাঙ্গলী গিরিকর্ণিকা। শতাহ্বাত্রিবৃতাদন্ত্যঃ শোধনায় ভগন্দরে॥
কৃষ্ণতিল, লতাফট্‌কী, কুড়, ঈশ্‌লাঙ্গলা, অপরাজিতামূল, শুল্‌ফা, তেউড়ীমূল ও দন্তীমূল, এই সমুদায় দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ভগন্দরের বিশুদ্ধি হয়।

তিলাভয়ালোধ্রমরিষ্টপত্রং নিশে বচা কুষ্ঠমগারধূমঃ। ভগন্দরে নাড্যুপদংশয়োশ্চ দুষ্টব্রণে শোধন-রোপণোঽয়ম্॥
(কুষ্ঠস্থানে লোধ্রমিতি পাঠে লোধ্রদ্বয়ং গ্রাহ্যম্)।
কৃষ্ণতিল, হরীতকী, লোধ, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, কুড় ও ঝুল, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ভগন্দর, নালী-ঘা, উপদংশ ও দুষ্টব্রণের শোধন ও রোপণ হয়।

খদিরাম্বুরতো ভূত্বা কষায়ং ত্রৈফলং পিবেৎ। মহিষাক্ষবিড়ঙ্গানাং ভগন্দরবিনাশনম্॥
খদিরাম্বুপায়ী হইয়া ত্রিফলার ক্বাথ অথবা মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ও বিড়ঙ্গের ক্বাথ পান করিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

ভগন্দরং প্রত্যহন্তু সুধৌতং ত্রিফলাম্বুনা। ত্রিফলারসপিষ্টেন মার্জ্জারাস্থ্না চ লেপয়েৎ॥
ত্রিফলার ক্বাথে প্রতিদিন ভগন্দর উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, ত্রিফলার ক্বাথ-পিষ্ট বিড়ালাস্থির প্রলেপ দিবে।

খরাস্রপক্বভূনাগ-চূর্ণলেপো ভগন্দরম্। হন্তি দন্ত্যগ্ন্যতিবিষা-লেপস্তদ্বচ্ছুনোঽস্থি বা॥ ত্রিফলারসসংযুক্তং বিড়ালাস্থিপ্রলেপনম্। ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরম্॥
গর্দ্দভের রক্তে কেঁচো পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অথবা দন্তীমূল, চিতামূল ও আতইচ পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কিংবা কুকুরের হাড় ত্রিফলার ক্বাথে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অথবা ত্রিফলার ক্বাথে বিড়ালাস্থি পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও ভগন্দর রোগে উপকার দর্শে।

জম্বুকমাংসং ভুঞ্জীত প্রকারৈর্ব্যঞ্জনাদিভিঃ। অজীর্ণবর্জ্জী মাসেন মুচ্যতে চ ভগন্দরাৎ॥
যে ভগন্দর রোগির অজীর্ণদোষ নাই, সে শৃগাল মাংসের বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জনাদি করিয়া একমাস সেবন করিলে ভগন্দর হইতে মুক্তিলাভ করে।

মধুতৈলযুতা বিড়ঙ্গসার-ত্রিফলামাগধিকাকণাশ্চ লীঢ়াঃ। ক্রিমিকুষ্ঠভগন্দরপ্রমেহ-ক্ষয়নাড়ীব্রণরোপণা ভবন্তি॥

বিড়ঙ্গসার, ত্রিফলা, ছোট এলাইচ ও পিপ্পলীচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধু ও তৈলের সহিত লেহন করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর ও নাড়ীব্রণ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

খদিরাদিক্কাথঃ

খদিরত্রিফলাক্কাথো মহিষীঘৃতসংযুতঃ। বিড়ঙ্গচূর্ণসংযুক্তো ভগন্দরবিনাশনঃ॥

খদির ও ত্রিফলার ক্কাথ, মহিষীঘৃত বা বিড়ঙ্গচূর্ণ সংযুক্ত করিয়া পান করিলে ভগন্দর নষ্ট হয়।

নবকার্ষিক-গুগ্গুলুঃ

ত্রিফলাপুরকৃষ্ণানাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা। গুড়িকা শোথগুল্মার্শো-ভগন্দরহিতা স্মৃতা॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেক ২ তোলা, গুগ্গুলু ১০ তোলা, পিপুল ২ তোলা, এই সমুদায় ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধতোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা শোথ, গুল্ম, অর্শঃ ও ভগন্দর রোগে প্রযোজ্য।

সপ্তবিংশতিকো গুগ্গুলুঃ

ত্রিকটুত্রিফলামুস্ত-বিড়ঙ্গামৃতচিত্রকম্। শট্যেলাপিপ্পলীমূলং হবুষা সুরদারু চ॥ তুম্বুরুকন্দরং চব্যং বিশালা রজনীদ্বয়ম্। বিড়সৌবর্চ্চলং ক্ষারৌ সৈন্ধবং গজপিপ্পলী॥ যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদ্দ্বিগুণগুগ্গুলুঃ। কোলপ্রমাণাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্মধুনা সহ॥ কাসং শ্বাসং তথা শোথমর্শাংসি চ ভগন্দরম্। হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্॥ অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথা ক্রিমীন্। চিরজ্বরোপসৃষ্টানাং ক্ষয়োপহতচেতসাম্॥ আনাহঞ্চ তথোন্মাদং কুষ্ঠানি চোদরাণি চ। নাড়ীং দুষ্টব্রণান্ সর্ব্বান্ প্রমেহং শ্লীপদং তথা। সপ্তবিংশতিকো হন্তি সর্ব্বরোগনিসূদনঃ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতামূল, শটী, এলাইচ, পিপুলমূল, হবুষা, দেবদারু, ধনে, ভেলা, চই, রাখালশশার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্লবণ, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও গজপিপুল ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, গুগ্গুলু ৫৪ তোলা। প্রথমে গুগ্গুলু ঘৃতে মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত অন্য সমস্ত চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা— ১ তোলা। অনুপান—মধু (ঔষধসেবনান্তে অর্দ্ধসিদ্ধ শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য)। ইহাতে ভগন্দর, কাস, শ্বাস, শোথ, অর্শঃ, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ ও ক্ষয় প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গারিষ্টম্

বিড়ঙ্গং গ্রন্থিকং রাস্না কুটজত্বক্‌ফলানি চ। পাঠৈলবালুকং ধাত্রী ভাগান্ পঞ্চপলান্ পৃথক্॥ অষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পক্ত্বা কুর্য্যাদ্ দ্রোণাবশেষিতম্। পূতে শীতে ক্ষিপেৎ তত্র ক্ষৌদ্রং পলশতত্রয়ম্॥ ধাতকীবিংশতিপলং ত্রিজাতং দ্বিপলং তথা। প্রিয়ঙ্গুকাঞ্চনারাণাং সলোধ্রাণাং পলং পলম্॥ ব্যোষস্য চ পলান্যষ্টৌ চূর্ণীকৃত্য প্রদাপয়েৎ। ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য মাসমেকং বিধারয়েৎ॥ ততঃ পিবেদ্ যথাগ্নিস্তু জয়েদ্বিদ্রধিমুত্থিতম্। ঊরুস্তম্ভাশ্মরীমেহান্ প্রত্যষ্ঠীলাভগন্দরান্। গণ্ডমালাং হনুস্তম্ভং বিড়ঙ্গারিষ্টসংজ্ঞিতঃ॥

বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, রাস্না, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, এলবালুক, আমলকী প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫১২ সের, ৬৪ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে, তাহাতে মধু ৩০০ পল (৩৭।।০

সের), ধাইফুল ২০ পল, ত্রিজাত (গুড়ত্বক্‌, এলাইচ, তেজপাতা) ২ পল, প্রিয়ঙ্গু, কাঞ্চনছাল ও লোধ প্রত্যেক ১ পল, ত্রিকটু মিলিত ৮ পল, চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিবে এবং ১ মাস ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। পরে উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে ভগন্দর, বিদ্রধি, উরুস্তম্ভ, অশ্মরী ও মেহ প্রভৃতি নানারোগ বিনষ্ট হয়।

ব্রণগজাঙ্কুশো রসঃ

দরদং পার্ব্বতী পুষ্পং কুনটী পুরুষো রসঃ। শোণিতং গন্ধকো দৈত্যঃ সৈন্ধবাতিবিষা চবী॥ শরপুঙ্খা বিড়ঙ্গশ্চ যমানী গজপিপ্পলী। মরিচার্কৌ চ বরুণো ধনুকশ্চ হরীতকী॥ সংমর্দ্দ্য কটুতৈলেন গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্। নাড়ীব্রণপ্রবাহঞ্চ গণ্ডমালাং বিচর্চ্চিকাম্॥ চিরদুষ্টব্রণং দদ্রু পূতিকর্ণং শিরোগদম্। হস্তপাদপরিস্ফোটান্ দুঃসাধ্যঞ্চ ভগন্দরম্। এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু প্রভিন্নমিব কেশরী॥ (গ্রন্থান্তরেঽস্যৈব নারায়ণসংজ্ঞা)

হিঙ্গুল, গিরিমাটী, রসাঞ্জন, মনছাল, গুগ্‌গুলু, পারদ, কুঙ্কুম, গন্ধক, লৌহ, সৈন্ধবলবণ, আতইচ, চই, শরপুঙ্খা, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল, শ্বেত ধূনা ও হরীতকী, এই সমুদায় সমান সমান পরিমাণে লইয়া কটুতৈলের সহিত মর্দ্দন করত (১ মাষা পরিমাণে) গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবনে গণ্ডমালা, বিচর্চ্চিকা, দুষ্টব্রণ ও দুঃসাধ্য ভগন্দর প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষত শুষ্ক হয়।

চিত্রবিভাণ্ডকো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং কুমারীরসমর্দ্দিতম্। তাম্রাংশে গোলকং কৃত্বা তাম্রং তেন প্রলেপয়েৎ॥ দ্বয়োঃ সমং ভস্মপূর্ণ-ভাণ্ডে রুদ্ধা বিপাচয়েৎ। দ্বিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্॥ জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পিষ্টা রুদ্ধা সপ্তপুটে পচেৎ। গুঞ্জৈকং মধুনাজ্যেন লিহ্যাদ্ধন্তি ভগন্দরম্॥ মুশলী লশুনঞ্চানু চারনালযুতং পিবেৎ। কর্ত্তব্যো মধুরাহারো দিবাস্বপ্নঞ্চ মৈথুনম্। বর্জ্জয়েচ্ছীতলাহারং রসে চিত্রবিভাণ্ডকে॥

পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ৪ তোলা একত্র ঘৃতকুমারীর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে শোধিত তাম্রপত্র ৬ তোলা কজ্জলী দ্বারা লিপ্ত করিয়া, একটি স্থালীমধ্যে ঘুঁটের ছাই রাখিয়া, তাহার উপরিভাগে কজ্জলী লিপ্ত ঐ তাম্রপত্র স্থাপন ও খোলক দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পুনর্ব্বার তাহার উপরে ঘুঁটের ছাই দিয়া স্থালী পূর্ণ করিবে। অনন্তর শরার দ্বারা স্থালীর মুখ আবৃত করিয়া তীব্র অগ্নিতে দুই প্রহর পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া চূর্ণ করত জামীরের রসে পেষণ করিবে। পরে মূষামধ্যে রুদ্ধ করিয়া সাতবার গজপুটে পাক করিয়া লইবে। মাত্রা—১ রতি। অনুপান—ঘৃত ও মধু ; সেবনান্তে কাঞ্জিকপেষিত তালমূলী ও রসুন ভোজন করা কর্ত্তব্য। ঔষধ সেবনকালে দিবানিদ্রা, মৈথুন ও শীতলাহার বর্জ্জন এবং মধুর রস বিশিষ্ট আহার পথ্য করিবে।

ভগন্দরহরো রসঃ

সূতস্য দ্বিগুণেন শুদ্ধবলিনা কন্যাপয়োভিস্ত্র্যহং শুদ্ধং তাম্রময়ঃ সমস্তুলিতং পাত্রং নিধায়োপরি। স্বেদাং যামযুগঞ্চ ভস্মপিঠরে নিম্বুজলৈঃ সপ্তধা পাকং তৎপুটয়েদ্ ভাগন্দরহরো গুঞ্জোন্মিতঃ স্যাদিতি॥

পারদ ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক ২ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া সমুদায়ের সমান তাম্র ও লৌহ মিশ্রিত করত একটি ভস্মপূর্ণ পাত্রমধ্যে রাখিয়া ২ প্রহর স্বেদ দিবে। পরে কাগজীলেবুর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া পুট দিবে। ১ রতি পরিমাণে ইহা সেবন করিলে ভগন্দর নষ্ট হয়।

তাম্রপ্রয়োগঃ

তাম্রপত্রং রবিক্ষীরে নির্গুণ্ডীস্বরসে তথা। ত্রিকণ্টজে স্নুহীরসে তাম্রং দগ্ধ্বা ক্ষিপেৎ ত্রিধা॥ রসস্যার্দ্ধপলং শুদ্ধং গন্ধকস্য পলং তথা। কজ্জল্যর্দ্ধেন জম্বীর-প্লুতেন তাম্রতঃ পলম্॥ পরিলিপ্যান্ধমুষায়াং দদ্যাৎ পঞ্চপুটান্ লঘুন্। সংমর্দ্দ্য মধুসর্পির্ভ্যাং ততো রক্তিমিতং লিহেৎ। ভগন্দরে সর্ব্বভবে কার্য্যাং সর্ব্বব্রণেষু চ॥

৮ তোলা পরিমিত তাম্রপত্র পোড়াইয়া যথাক্রমে আকন্দের আঠায়, নিসিন্দার রসে, গোক্ষুরের রসে ও সিজের আঠায় তিন তিন বার নিষিক্ত করিয়া শোধন করিবে। পরে পারা ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা এই উভয়ের কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর অর্দ্ধভাগ জামীরের রসে মাড়িয়া তাহা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্রপত্র লিপ্ত করিবে। অনন্তর ঐ তাম্রপত্র অন্ধমূষায় রুদ্ধ করিয়া ৫টি লঘু পুট দিবে। ইহার মাত্রা—১ রতি। অনুপান—মধু ও ঘৃত। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার ভগন্দর ও ক্ষত প্রশমিত হয়।

বিষ্যন্দনং তৈলম্

চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎপাঠে মলপূহয়মারকৌ। সুধাং বচাং লাঙ্গলিকাং হরিতালং সুবর্চ্চিকাম্॥ জ্যোতিষ্মতীঞ্চ সংহৃত্য তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ। এতদ্ বিষ্যন্দনং নাম তৈলং দদ্যাদ্ ভগন্দরে। শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরমুত্তমম্॥

তিলতৈল ৪ সের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচিতামূল, আকন্দমূল, তেউড়ীমূল, আক্‌নাদি, কাকডুমুরমূল, করবীমূল, মনসাসীজ, বচ, বিষলাঙ্গলিয়া, হরিতাল, স্বর্জ্জিকাক্ষার ও জ্যোতিষ্মতী (লতাফট্‌কী) মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ভগন্দর নিবারিত হয়। ইহা ব্রণশোধক, রোপক ও সবর্ণতাকারক।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

ভগন্দররোগে পথ্যানি

আমে সংশোধনং লেপো লঙ্ঘনং রক্তমোক্ষণম্। পক্কে পুনঃ শস্ত্রবহ্নি-ক্ষারকর্ম্ম যথাবিধি॥ সর্ব্বেঽপি শালয়ো মুদ্গা বিলেপী জাঙ্গলো রসঃ। পটোলং শিগ্রুবেত্রাগ্রং পত্তুরো বালমূলকম্॥ তিলসর্ষপয়োস্তৈলং তিক্তবর্গো ঘৃতং মধু। এতৎ পথ্যং যথাদোষং নরৈঃ সেব্যং ভগন্দরে॥

অপক্ক ভগন্দররোগে সংশোধন ঔষধ, প্রলেপন, উপবাস ও রক্তমোক্ষণ হিতকর। ভগন্দর পাকিলে বিধিবৎ শস্ত্রক্রিয়া, অগ্নিকর্ম্ম ও ক্ষার প্রয়োগ কর্ত্তব্য। পক্ক ও অপক্ক এই উভয় ভগন্দরে শালিধান্য, মুগ, বিলেপী, জাঙ্গল মৃগ পক্ষী প্রভৃতির মাংসরস, পটোল, শজিনা, বেতাগ্র, রক্তচন্দন ও কচিমূলা, তিলতৈল, সার্ষপতৈল, তিক্তবর্গ, ঘৃত ও মধু দোষানুসারে প্রযুক্ত হইলে, এই সমস্ত ভগন্দর রোগির হিতজনক হয়।

ভগন্দররোগেঽপথ্যানি

বিরুদ্ধান্নপানানি বিষমাশনতামপম্। ব্যায়ামং মৈথুনং যুদ্ধং পৃষ্ঠযানং গুরূণি চ। সংবৎসরং পরিহরেদপি রূঢ়ব্রণো নরঃ॥

বিরুদ্ধ অন্নপানীয়, বিষম ভোজন, রৌদ্র সেবন, ব্যায়াম, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, যুদ্ধ, অশ্ব গজাদির পৃষ্ঠারোহণ ও গুরুদ্রব্য, এই সমস্ত ভগন্দর-রোগির ক্ষতস্থান পূরিয়া উঠিলেও এক বৎসর পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ সংগ্রহে ভগন্দররোগাধিকারঃ।

উপদংশ-নিদানম্

> হস্তাভিঘাতান্নখদন্তপাতা-দধাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা। যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে পঞ্চোপদংশা বিবিধাপচারৈঃ॥ সতোদভেদৈঃ স্ফুরণৈঃ সকৃষ্ণৈঃ স্ফোটৈর্ব্যবস্যেৎ পবনোপদংশম্। পীতৈর্বহুক্লেদযুতৈঃ সদাহৈঃ পিত্তেন রক্তাৎ পিশিতাবভাসৈঃ॥ স্ফোটৈঃ সকৃষ্ণৈ রুধিরং স্রবন্তং রক্তাত্মকং পিত্তসমানলিঙ্গম্। সকণ্ডূরৈঃ শোথযুতৈম হস্তিঃ শুক্লৈর্ঘনৈঃ স্রাবযুতৈঃ কফেন॥ নানাবিধস্রাবরুজোপপন্নমসাধ্যমাহুস্ত্রি-মলোপদংশম্॥

অত্যন্ত অনুরাগ বা কলহাদিবশতঃ লিঙ্গে হস্ত বা নখদন্তাদির আঘাত এবং লিঙ্গ-অপ্রক্ষালন, অধিক মৈথুন, দুষ্টযোনি-গমন, অথবা ক্ষারমিশ্রিত উষ্ণ জলে প্রক্ষালন ও ব্রহ্মচারিণী-গমনাদি বিবিধ অপচারে উপদংশ রোগ জন্মে। ইহা পাঁচ প্রকার।

বাতিকোপদংশে স্ফোটসকল কৃষ্ণবর্ণ ও তাহাতে সূচীবেধবৎ বা ভেদবৎ যন্ত্রণা ও স্ফূর্ত্তি (দপ্‌দপানি) বিদ্যমান থাকে।

পৈত্তিকোপদংশে স্ফোটসকল পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত ক্লেদ ও দাহযুক্ত হয়।

রক্তজনিতোপদংশে স্ফোটসকল মাংসের ন্যায় তাম্রবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তস্রাববিশিষ্ট হয়। ইহাতে পৈত্তিকোপদংশের লক্ষণসকল বিদ্যমান থাকে।

কফজনিতোপদংশে স্ফোটসকল বৃহদাকার, শুক্লবর্ণ, কণ্ডূবিশিষ্ট, সশোথ ও ঘনস্রাবযুক্ত হয়।

ত্রিদোষজ উপদংশে প্রত্যেক দোষোক্ত স্রাব ও বেদনা বিদ্যমান থাকে। ইহা অসাধ্য।

উপদংশ-চিকিৎসা

স্নিগ্ধস্বিন্নশরীরস্য ধ্বজমধ্যে শিরাব্যধঃ। জলৌকাপাতনং বা স্যাদূর্দ্ধাধঃশোধনং তথা।
সদ্যোনির্জ্জিতদোষস্য রুক্‌শোথাবুপশাম্যতঃ। পাকো রক্ষ্যঃ প্রযত্নেন শিশ্নক্ষয়করো হি সঃ ॥

উপদংশ (গর্‌মি) রোগে প্রথমতঃ স্নেহ প্রয়োগ ও স্বেদপ্রদান করিয়া লিঙ্গমধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। ইহাতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহশোধন আবশ্যক। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা দোষের শান্তি হইলে, বেদনা ও শোথের উপশম হয়। যাহাতে উহা না পাকে, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিবে। কারণ পাকিয়া উঠিলে লিঙ্গ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে পারে।

ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা। ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্য্যাদুপদংশপ্রশান্তয়ে ॥

ত্রিফলার ক্বাথ অথবা ভীমরাজের রস দ্বারা ঔপদংশিক ক্ষত প্রক্ষালিত করিবে।

দহেৎ কটাহে ত্রিফলাং সা মসী মধুসংযুতা। উপদংশে প্রলেপোঽয়ং সদ্যো রোপয়তি ব্রণম্ ॥
(নূতনস্থাল্যামপি সমভাগত্রিফলাং শরাবেণ পিধায় দগ্ধব্যম্। তদ্‌ভস্ম মধুনা সংনীয়োপদংশে লেপঃ।)

একটি কটাহে বা নূতন স্থালীমধ্যে হরীতকী, বহেড়া ও আমলকী সমভাগে রাখিয়া, উহার উপরে শরা চাপা দিয়া নীচে অগ্নির জ্বাল দিবে। উহা ভস্মীভূত হইলে, ঐ ভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া উপদংশক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হইবে।

প্রপৌণ্ডরীকযষ্ট্যাহ্ব-সরলাগুরুদারুভিঃ। সরাস্নাকুষ্ঠপৃথ্বীকৈর্বাতিকে লেপসেচনে ॥

পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দেবদারু, রাস্না, কুড় ও ছোট এলাইচ, ইহাদের কল্কে প্রলেপ দিলে, অথবা ইহাদের ক্বাথ সেচন করিলে, বায়ুজনিত উপদংশক্ষত প্রশমিত হয়।

নিচুলৈরণ্ডবীজানি যবগোধূমশক্তবঃ। এতৈশ্চ বাতজে স্নিগ্ধৈঃ সুখোষ্ণৈঃ সংপ্রলেপয়েৎ ॥

বাতজ উপদংশে হিজলবীজ, এরণ্ডবীজ, যব ও গোধূম, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ঘৃতসংযুক্ত এবং ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

গিরিকাঞ্জনমঞ্জিষ্ঠা-মধুকোশীরপদ্মকৈঃ। সচন্দনোৎপলৈঃ স্নিগ্ধৈঃ পৈত্তিকং সংপ্রলেপয়েৎ ॥

পৈত্তিক উপদংশে গিরিমাটী, রসাঞ্জন, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্যের কল্কে শতধৌত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে।

পদ্মোৎপলমৃণালৈশ্চ সসর্জ্জার্জ্জুনবেতসৈঃ। সর্পিঃস্নিগ্ধৈঃ সমধুকৈঃ পৈত্তিকং সংপ্রলেপয়েৎ ॥

পদ্ম, নীলোৎপল, মৃণাল, শাল, অর্জ্জুন, বেতস ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃতসংযুক্ত করিয়া পৈত্তিক উপদংশে প্রলেপ দিবে।

রসাঞ্জনং শিরীষেণ পথ্যয়া বা সমন্বিতম্। সক্ষৌদ্রং বা প্রলেপোঽয়ং সর্ব্বলিঙ্গগদাপহঃ॥
(অত্র পথ্যা গুড়ূচী। ইতি শিবদাসঃ।)

শিলাপিষ্ট শিরীষছালের সহিত বা গুলঞ্চের সহিত রসাঞ্জন মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা রসাঞ্জন ও মধু একত্র মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে, সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত উপদংশ বিনষ্ট হয়।

বব্বোলদলচূর্ণেন দাড়িমত্বগ্‌ভবেন বা। গুণ্ডনং নৃস্থিচূর্ণেন উপদংশহরং পরম্ ॥ লেপঃ পূগফলেনাশ্ব-মারমূলেন বা তথা। সেবেন্নিত্যং যবান্নঞ্চ পানীয়ং কৌপ্যমেব চ ॥
(গুণ্ডনমবচূর্ণনম্। নৃস্থি মনুষ্যকপালাস্থি।)

বাবলাপাতাচূর্ণ, দাড়িমের ত্বক্‌চূর্ণ অথবা মনুষ্যের কপালাস্থিচূর্ণ উপদংশে দিলে উহা শুষ্ক হয়। সুপারি ফল বা করবীর মূল দ্বারা প্রলেপ দিলেও উপদংশের প্রশান্তি হয়। উপদংশ রোগির যবান্ন ভোজন ও কূপোদক পান নিত্য কর্ত্তব্য।

জয়াজাত্যশ্বমারার্ক-শম্পাকানাং দলৈঃ পৃথক্। কৃতং প্রক্ষালনে ক্বাথং মেঢ্রপাকে প্রযোজয়েৎ॥

উপদংশে লিঙ্গ পাকিলে, জয়ন্তী, জাতী, করবী, আকন্দ বা সোন্দাল ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ পত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত প্রক্ষালন করিবে।

ত্বচো দারুহরিদ্রায়াঃ শঙ্খনাভী রসাঞ্জনম্। লাক্ষা গোময়নির্য্যাসস্তৈলং ক্ষৌদ্রং ঘৃতং পয়ঃ॥ এভিস্তু পিষ্টৈস্তুল্যাংশৈরুপদংশং প্রলেপয়েৎ। ব্রণাশ্চ তেন শাম্যন্তি শ্বয়থুর্দাহ এব চ॥

দারুহরিদ্রার ত্বক্, শঙ্খনাভি, রসাঞ্জন, লাক্ষা, গোময়রস, তৈল, মধু, ঘৃত ও দুগ্ধ, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে উপদংশের ক্ষত, শোথ ও দাহ নিবারিত হয়।

সেচয়েচ্চ ঘৃতক্ষীর-শর্করেক্ষুমধূদকৈঃ। অথবাপি সুশীতেন কষায়েণ বটাদিনা॥

ঘৃত, দুগ্ধ, চিনির জল, ইক্ষুরস ও মধুমিশ্রিত জল ইহাদের দ্বারা অথবা বটাদির শীতল ক্বাথ দ্বারা পিত্তজনিত উপদংশ-ক্ষত প্রক্ষালন করিবে।

শালাজকর্ণাশ্বকর্ণ-বচাত্বগ্‌ভিঃ কফোত্থিতম্। সুরাপিষ্টাভিরুষ্ণাভিঃ সতৈলাভিঃ প্রলেপয়েৎ ॥

শাল, অসন, লতাশাল, বচ ও দারুচিনি, এই সকল দ্রব্য সুরায় পিষিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত ও অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া কফজ উপদংশে প্রলেপ দিবে।

আরগ্বধাদিক্বাথেন পরিষেকঞ্চ কারয়েৎ ॥

আরগ্বধাদি গণের ক্বাথ দ্বারা কফজ উপদংশ প্রক্ষালন করিবে।

নিম্বার্জ্জুনাশ্বত্থকদম্বশাল-জম্বুবটোডুম্বরবেতসৈশ্চ। প্রক্ষালনালেপঘৃতানি কুর্য্যাচ্চূর্ণং সপিত্তাস্র-ভবোপদংশে॥

পিত্তরক্তজনিত উপদংশে নিমছাল, অর্জ্জুনছাল, অশ্বত্থছাল, কদম্বছাল, শালছাল, জামছাল, বটের ছাল, যজ্ঞডুমুরের ছাল ও বেতসছাল, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা পরিষেক, ইহাদের কল্ক দ্বারা প্রলেপন এবং এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া তদ্দ্বারা ক্ষত ম্রক্ষণ ও ইহাদের চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণন ব্যবস্থা করিবে।

সৌরাষ্ট্রী গৈরিকং তুত্থং পুষ্পকাসীসসৈন্ধবম্। লোধ্রং রসাঞ্জনঞ্চাপি হরিতালং মনঃশিলা॥ হরেণুকৈলে চ তথা সমং সংহৃত্য চূর্ণয়েৎ। তচ্চূর্ণং ক্ষৌদ্রসংযুক্তমুপদংশেষু পূজিতম্॥ পুটদগ্ধং কৃতং ভস্ম হরিতালং মনঃশিলা। উপদংশবিসর্পাণামেতদ্ধানিকরং পরম্॥

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, গিরিমাটী, তুঁতে, পুষ্পকাসীস (হীরাকস), সৈন্ধব, লোধ, রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, হরেণু ও এলাইচ ইহাদের চূর্ণ সমভাবে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ ও বিসর্প নিবারিত হয়। হরিতাল ও মনঃশিলা যথানিয়মে পুটপাকে ভস্ম করিয়া লইতে হইবে।

করবীরস্য মূলেন পরিপিষ্টেন বারিণা। অসাধ্যাপি ব্রজত্যস্তং লিঙ্গোত্থা রুক্ প্রলেপনাৎ॥

করবীমূল জলে বাটিয়া উপদংশে প্রলেপ দিলে, উপদংশজনিত বেদনার বিশেষ উপকার হয়।

পটোলনিম্বত্রিফলাগুড়ূচী-ক্বাথং পিবেদ্বা খদিরাসনাভ্যাম্। সগুগ্গুলুং বা ত্রিফলাযুতং বা সর্ব্বোপদংশাপহরঃ প্রয়োগঃ ॥

পটোলপত্র, নিম্বপত্র, ত্রিফলা (হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্বাথে অথবা খদির ও পীতশালের ছালের ক্বাথে গুগ্গুলু কিংবা ত্রিফলাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ নষ্ট হয়।

লেপঃ

বিষতিন্দুং লৌহপাত্রে মলাক্তে নিম্বুকদ্রবৈঃ। ঘর্ষেৎ কৃষ্ণসুধামূললং প্রত্যেকং মাক্ষিকং গৃঢ়ম্॥ তুত্থং তদনু সূতঞ্চ লৌহদণ্ডেন তদ্যুতম্। সর্ব্বং তদেকতাং যাতং তেন লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ ॥ লেপে শুষ্কে পুনর্লেপং দদ্যাচ্ছুষ্কে পুনস্তথা। শুষ্কং ন স্রংসয়েল্লেপং শুষ্কস্যোপরি দাপয়েৎ ॥

মরিচা-ধরা লোহার পাত্রে লোহার দণ্ড দ্বারা কাগজি লেবুর রস দিয়া কুঁচিলা মর্দ্দন করিবে, পরে যথাক্রমে সিজমূল, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে ও পারদ, সমুদায় ঘর্ষণ করিয়া একীভূত করিবে। ইহাদের দ্বারা লিঙ্গে প্রলেপ দিবে। ঐ প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহার উপরিভাগেই পুনর্ব্বার প্রলেপ দিবে, শুষ্ক প্রলেপ তুলিয়া ফেলিবে না। এক প্রলেপ শুষ্ক হইলে তাহার উপরিভাগে অপর প্রলেপ দিবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ করিলে রোগের শান্তি হয়।

ধূপঃ

বদরার্কমপামার্গস্তথা ব্রাহ্মণযষ্ঠিকা। হিঙ্গুলঞ্চ সমৈশ্চৈষাং ভাগং কৃত্বা চ ধূপনম্। দোষজং কর্ম্মজং হন্যাদুপদংশাদিকং ব্রণম্॥

কুলের মূলের ছাল, আকন্দমূলের ছাল, আপাংমূল, বামুনহাটী ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমানভাগে লইয়া মর্দ্দন করিয়া, তদ্দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে উপদংশ প্রভৃতি ক্ষত শুষ্ক হয়।

সিন্দূরং পারদং তুত্থং হরিতালং মনঃশিলা। মুদ্রাশঙ্খং স্ফটী ক্ষারো বিড়ং টঙ্গণকং তথা ॥ শ্বেতার্কমূলং মরিচং প্রত্যেকং মাষমাত্রকম্। হিঙ্গুলং সার্দ্ধতোলঞ্চ সর্ব্বং ঘৃতাবিমর্দ্দিতম্। এভিঃ প্রধূপনং হন্যাদ্ ব্রণং লিঙ্গসমুত্থিতম্ ॥

সিন্দূর, পারদ, তুঁতে, হরিতাল, মনঃশিলা, মুদ্রাশঙ্খ, ফট্‌কিরি, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সোহাগার খৈ, শ্বেত আকন্দের মূল ও মরিচ প্রত্যেক ১ মাষা, হিঙ্গুল ১।।০ তোলা ; এই সমুদায়ের চূর্ণ ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া তাহার ধূপ প্রদান করিলে ঔপদংশিক ক্ষত শুষ্ক হয়।

বরাদিগুগ্গুলুঃ

বরানিম্বার্জ্জুনাশ্বত্থ-খদিরাসনবাসকৈঃ। চূর্ণিতৈর্গুগ্গুলুসমৈর্বটিকা অক্ষসম্মিতাঃ॥ কর্ত্তব্যা নাশয়ন্ত্যাশু সর্ব্বান্ লিঙ্গসমুত্থিতান্। উপদংশানসৃগ্‌দোষাংস্তথা দুষ্টব্রণানপি ॥

ত্রিফলা, নিম, অর্জ্জুন, অশ্বত্থ, খদির, শাল (পিয়াশাল) ও বাসক, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, চূর্ণের সমান গুগ্গুলু; একত্র করিয়া ২ তোলা পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে উপদংশ, রক্তদুষ্টি ও দুষ্টব্রণ নিবারিত হইয়া থাকে।

রসগুগ্‌গুলুঃ

গ্রাহ্যঃ পাতনযন্ত্রেণ শুদ্ধশ্চন্দ্রসমো রসঃ। রক্তিকাশতমেতস্য শর্করা ত্রিগুণা ভবেৎ॥ ততশ্চতুর্গুণো গ্রাহ্যো গুগ্‌গুলুর্মহিষাক্ষকঃ। ঘৃতং রসসমং দস্যান্মর্দ্দয়েচ্চ প্রযত্নতঃ॥ বিংশতির্বটিকাঃ কার্য্যাস্তিস্রস্তিস্রো দিনত্রয়ম্। একাদশাদিনৈরন্যা দেয়া একাদশৈব তাঃ॥ সপ্তাহদ্বয়মেবঞ্চ কারয়েদ্ ভিষজাং বরঃ। লবণং বর্জ্জয়েৎ পথ্যে পাদার্দ্ধাশনমিষ্যতে॥ দিনদ্বয়ে ব্যতীতে তু পাদোনং পথ্যমাচরেৎ। মসুরসূপং সগুড়ং ব্যঞ্জনঞ্চাথ কল্পয়েৎ॥ পুনর্নবা পটোলানি তিক্তপত্রী চ গোক্ষুরম্। পুটপত্রীং কোকিলাক্ষং শাকার্থে ঘৃতভর্জ্জিতম্॥ শর্করা লবণস্থানে বেশবারে ধনীয়কম্। লবঙ্গাজাজিহিঙ্গুনি ধান্যকং জীরকানি চ॥ পাকার্থে সংপ্রদাতব্যং সংস্কারার্থং ভিষগ্‌বরৈঃ। ভৈরববস্য রসস্যান্যাঃ ক্রিয়া অত্র প্রযোজয়েৎ॥ রসগুগ্‌গুলুরেবং হি সর্ব্বান্ জিত্বাসয়ানয়ম্। কুষ্ঠোপদংশনামানং ব্রণং বাতাদিসংযুতম্। কামদেব প্রতিকাশশ্চিরজীবী ভবেন্নরঃ॥

পাতনযন্ত্রে শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, শোধিত মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু ৪০০ রতি, ঘৃত ১০০ রতি, এই সমুদায় একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ২০টি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার সেবনের নিয়ম পরোক্ত ভৈরব রসের ন্যায়, অর্থাৎ প্রথম হইতে তিন দিবস প্রত্যহ ৩টি করিয়া ও ৪র্থ দিবস হইতে প্রত্যহ একটি করিয়া সেবনীয়। ১৪ দিনে সমুদায় ঔষধ নিঃশেষ হইবে। আহারের নিয়ম—১ম দিবসে পাদাংশ, দ্বিতীয় দিবসে অর্দ্ধেক এবং তৎপরে পাদোন (দুই আনা) পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য। গুড়সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও মসূরের ডাইলের যূষ আহার করিতে দিবে। শাকের মধ্যে পুনর্নবা, পল্‌তা, তিক্তপত্রী (কাঁক্‌রোল), গোক্ষুর, পুটপত্রী ও কুলেখাড়া, এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিতে দিবে। লবণ আহার নিষিদ্ধ। লবণের পরিবর্ত্তে চিনি এবং অন্য বাটনার পরিবর্ত্তে ধনের বাটনা ব্যবহার্য্য। অন্যান্য মসলার পরিবর্ত্তে লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, হিং, ধনে ও জীরা ব্যবহার করিতে হইবে। এবং ইহাতে ভৈরবরসোক্ত সমুদায় নিয়ম প্রতিপাল্য। রসগুগ্‌গুলু সেবন করিলে কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি নানা প্রকার ব্রণরোগের ধ্বংস হইয়া দেহের লাবণ্য ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়।

ভৈরবরসঃ

শুদ্ধসূতং গ্রহীতব্যং রক্তিকাশতমাত্রকম্। ত্রিগুণাং শর্করাং লৌহে নিম্বদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ॥ যামমাত্রং তত্র দদ্যাচ্ছ্বেতং খদিরচূর্ণকম্। সূততুল্যং ততঃ কুর্য্যান্মর্দ্দনাৎ কজ্জলোপমম্॥ বিংশতির্বটিকাঃ কার্য্যাঃ স্থাপ্যা গোধূমচূর্ণকে। নিঃশেষনিঃসৃতা জ্ঞাত্বা পিড়কাস্তাঃ কলেবরে॥ ভৈরবং দেবমভ্যর্চ্চ্য বলিং তস্মৈ প্রদায় চ। বিধায় যোগিনীপূজাং দুর্গামভ্যর্চ্চ্য যত্নতঃ॥ বটিকাস্তাঃ প্রযোক্তব্যা ভিষজা জানতো ক্রিয়াম্। দিবসত্রিতয়ং দদ্যাৎ তিস্রস্তিস্রো বিজানতা॥ চতুর্থাহাৎ সমারভ্য একামেকাং প্রযোজয়েৎ। এবং চতুর্দ্দশদিনে নীরোগো জায়তে নরঃ॥ পথ্যাং শর্করয়া সার্দ্ধমুষ্ণান্নং ঘৃতগন্ধি চ। কুর্য্যাৎ সাকাঙ্ক্ষামুখানং সকৃদ্ ভোজনমিষ্যতে॥ জলপানং জলস্পর্শং ন কদাচন কারয়েৎ। দুঃসহায়াস্তু তৃষ্ণায়ামিক্ষুদাড়িমকাদিকম্॥ শৌচকার্য্যেঽপ্যুষ্ণবারি বাসসা প্রোঞ্ছনং দ্রুতম্। বাতাতপাগ্নিসম্পর্কং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ মেঘাগমে বা শীতে বা কার্য্যমেতদ্ বিজানতা। মুখরোগে তু সংজাতে মুখরোগহরী ক্রিয়া॥ শ্রমাধ্বভারাধ্যয়ন-স্বপ্নালস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ। তাম্বূলং ভক্ষয়েন্নিত্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্॥ ক্রিয়া শ্লেষ্মহরী যুক্তা বাতপিত্তাবিরোধিনী। লবণং বর্জ্জয়েদম্লং দিবানিদ্রাং তথৈব চ॥ রাত্রৌ জাগরণঞ্চৈব স্ত্রীমুখালোকনং তথা। সপ্তাহদ্বয়মুৎক্রম্য স্নানমুষ্ণাম্বুনা চরেৎ॥ পথ্যং কুর্য্যাদ্ধিতমিদং জাঙ্গলানাং রসাদিভিঃ। ব্যায়ামাদ্যং বর্জ্জনীয়ং যাবন্ন প্রকৃতির্ভবেৎ॥ এবং

কৃতবিধানস্তু যঃ করোত্যেতদৌষধম্! স এব পাপরোগস্য পারং যাতি জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ পিড়কা বিলয়ং যান্তি বলং তেজশ্চ বর্দ্ধতে। রুজা চ প্রশমং যাতি গ্রন্থিশোথশ্চ শাম্যতি॥ অস্থ্নাং ভবতি দার্ঢ্যঞ্চ আমবাতশ্চ শাম্যতি। ভৈরবেণ সমাখ্যাতো রসোঽয়ং ভৈরবঃ স্বয়ম্॥

শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, এই উভয় দ্রব্য লৌহপাত্রে নিমের দণ্ড দ্বারা ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া তাহাতে ১০০ রতি শ্বেত খদির দিয়া মাড়িয়া কজ্জলবৎ করত ২০টি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকাগুলি গোধূমচূর্ণ সহযোগে রাখিয়া দিবে ; যখন দেখিবে উপদংশীয় বিষজন্য গাত্রে সমুদায় ব্রণ নিঃশেষরূপে নির্গত হইয়াছে, তৎকালে পূজাদি শুভকার্য্য করিয়া, এই ঔষধ সেবন করাইতে আরম্ভ করিবে। প্রথম তিন দিবস প্রত্যহ ৩টি করিয়া সেবন করাইবে, চতুর্থ দিবস হইতে প্রত্যহ এক একটি করিয়া দিবে, এইরূপে ১৪ দিনে সমুদায় বটী নিঃশেষিত হইয়া রোগশান্তি হইবে। পথ্য---চিনি ও অল্প ঘৃত সংযুক্ত উষ্ণ অন্ন, ইচ্ছামত একবার আহার করিবে। জলপান বা জলস্পর্শ একবারে নিষিদ্ধ, অসহ্য তৃষ্ণা উপস্থিত হইলে ইক্ষু ও দাড়িমাদি দ্বারা তাহা নিবারণীয়। মলত্যাগান্তে উষ্ণ জল দ্বারা শৌচক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া তৎক্ষণাৎ শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা গুহ্যদেশ মুছিয়া ফেলা উচিত। বায়ু, রৌদ্র ও অগ্নিতাপ একবারে বর্জ্জনীয়। বর্ষা বা শীত ঋতুই এই ঔষধ সেবনের উপযুক্ত কাল। ইহাতে যদি মুখরোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তন্নাশক চিকিৎসা করিবে। পরিশ্রম পথপর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, দিবানিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করা উচিত। সর্ব্বদা কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত তাম্বূল চর্ব্বণ করা আবশ্যক। ইহাতে কফনাশক অথচ বায়ু ও পিত্তের অবিরোধী ক্রিয়া বিধান করিবে। লবণ, অম্ল, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ এই সমস্ত এবং স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ। এইরূপে সপ্তাহদ্বয় যাপন করিয়া পরে উষ্ণ জলে স্নান ও জাঙ্গল মাংসের রস আহার করা ব্যবস্থেয়। কিন্তু যাবৎ পূর্ব্ববৎ প্রকৃতি উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্যায়ামাদি আচরণ নিষিদ্ধ। এই সমস্ত নিয়মানুবর্ত্তী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ঔষধ সেবন করিলে উপদংশ ও তজ্জনিত পিড়কাদি প্রশমিত হইয়া তেজ ও বলের বৃদ্ধি এবং অস্থিসকলের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

ধূমঃ

রসং বঙ্গঞ্চ খদিরং হরীতক্যাশ্চ ভস্মকম্। কোমলকদলীভস্ম গুবাকফলভস্ম চ॥ এতৎ তোলকমানং স্যাদ্ধিঙ্গুলং হরিতালকম্। গন্ধকং তুত্থকঞ্চাপি পদ্মকং সরলং তথা॥ দ্বে চন্দনে দেবদারু পত্তঙ্গং কাষ্ঠমেব চ। তথা কেশরকাষ্ঠঞ্চ মাষমানং প্রকল্পয়েৎ॥ একীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা সর্ব্বং চাঙ্গেরিকাদ্রবৈঃ। তুলসীপত্রজরসৈঃ পুরাতনগুড়েন চ॥ ঘৃতেন সহ ষট্ কার্য্যা বটিকা মন্ত্ররক্ষিতাঃ। বেদনায়ামুৎকটায়াং চতস্রঃ শুক্লবাসসা॥ বেষ্টয়িত্বা চ নির্ধূমাঙ্গারোপরি চ দাপয়েৎ। তং ধূপং পরিগৃহ্নীয়ান্নরো বস্ত্রাদিবেষ্টিতঃ॥ মুখনাসাকর্ণবহির্নিশ্বাসস্য নিরোধতঃ। স্বেদে জাতেঽস্য নৈরুজ্যং সায়ং প্রাতর্দিনত্রয়ম্॥ মাসমাত্রস্তু পথ্যাশী সাকাম্লদধিবর্জ্জনম্। গুর্ব্বন্নপায়সাদীনি অপথ্যানি বিবর্জ্জয়েৎ॥ দিনত্রয়ে ব্যতীতে তু স্নানমুষ্ণাম্বুনা চরেৎ। এবং ধূমে কৃতে শান্তিং ব্রণাশ্চ পিড়কা অপি॥ তথা শোথশ্চামবাতঃ খঞ্জতা পঙ্গুতাপি চ। কুষ্ঠোপদংশশান্ত্যর্থং ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

শোধিত পারদ, বঙ্গভস্ম, শ্বেতখদির, হরীতকীভস্ম, কোমল কদলীফুলভস্ম, সুপারিভস্ম প্রত্যেক ১ তোলা ; হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, তুঁতে, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ ও নাগেশ্বরকাষ্ঠ প্রত্যেক ১ মাষা ; এই সমুদায় একত্র ও চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা আমরুলের রস, তুলসীপত্রের রস, পুরাতন গুড় ও ঘৃতের সহিত

মর্দ্দন করিয়া ৬টি গুলি প্রস্তুত করিবে। ইহার ধূম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার নিয়ম এই —রোগির মুখ, নাসিকা ও কর্ণ ভিন্ন অপর সমস্ত গাত্র শুক্ল বস্ত্রে আবৃত করিয়া এবং তাহার মধ্যে শরা প্রভৃতিতে নির্ধূম অঙ্গারাদি রাখিয়া তাহাতে উল্লিখিত একটি গুলি নিক্ষেপ করিবে, ইহার ধূম সর্ব্ব গাত্রে লাগিবে। পীড়ার আধিক্য দৃষ্ট হইলে ২টি অথবা ৪টি পর্য্যন্ত গুলির ধূম গ্রহণ করিবে। প্রাতঃ ও সায়ংকালে এইরূপ ক্রিয়া করণীয়। এই ভাপ্‌রা দ্বারা অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া রোগের শান্তি হয়। ভাপ্‌রা লওয়া শেষ হইলে উঠিয়াই ঘর্ম্মসকল শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেলা উচিত। এইরূপ তিন দিবসেই রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু এক মাস সুপথ্য সেবন করিয়া অতি সাবধানে থাকিতে হইবে। শাক, অম্ল, দধি, গুরু অন্ন ও পায়স প্রভৃতি দ্রব্য ইহাতে কুপথ্য। তৃতীয় দিবসের পর উষ্ণ জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। এই ধূমপ্রয়োগ দ্বারা ব্রণ, পিড়কা, শোথ, কুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হইয়া থাকে।

রসশেখরঃ

পারদঞ্চাহিফেনঞ্চ দ্বিদ্বাদশকরক্তিকম্। অয়ঃপাত্রে নিম্বকাষ্ঠে মর্দ্দয়েৎ তুলসীদ্রবৈঃ॥ তস্মিন্ সংমূর্চ্ছিতে দদ্যাদ্দরদং রসসম্মিতম্। মর্দ্দয়েচ্চ তুলস্যৈব ততশ্চৈতানি দাপয়েৎ॥ জাতীকোষফলে চৈব পারসীয়যমানিকাম্। আকারকরভঞ্চৈব দ্বাত্রিংশদ্রক্তিকাং প্রতি॥ মর্দ্দয়েৎ তুলসীতোয়ৈরেতেষাং দ্বিগুণং শুভম্। দদ্যাৎ খদিরসত্ত্বঞ্চ বটিকা চণকপ্রভা॥ সায়ং দ্বে দ্বে প্রযোজ্যে চ লবণাম্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ। গলৎ কুষ্ঠং তথা স্ফোটান্ দুষ্টান্ গর্দ্দভিকামপি॥ যে স্যুর্ব্রণা নৃণামন্যা উপদংশপুরঃসরাঃ। তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সিদ্ধোঽয়ং রসশেখরঃ॥

পারদ ২ রতি, অহিফেন ১২ রতি, এই দুই দ্রব্য লৌহপাত্রে নিম্বদণ্ডে তুলসীর রসে মাড়িয়া তাহার সহিত হিঙ্গুল ২ রতি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার তুলসীর রসে মাড়িবে, পশ্চাৎ জৈত্রী, জায়ফল, খোরাসানি যমানী ও আকরকরা প্রত্যেক ৩ রতি, এই সকলের দ্বিগুণ খদির উহার সহিত সংযুক্ত করিয়া তুলসীর রসে মাড়িয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। প্রত্যহ সায়ংকালে দুইটি করিয়া প্রযোজ্য। লবণ ও অম্ল প্রভৃতি বর্জ্জনীয়। ইহাতে গলৎকুষ্ঠ ও উপদংশ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ফোটকের শান্তি হয়।

ভূনিম্বাদ্যং ঘৃতম্

ভূনিম্বনিম্বত্রিফলাপটোল-করঞ্জজাতীখদিরাসনানাম্। সতোয়কল্কৈর্ঘৃতমাশু পক্কং সর্ব্বোপদংশাপহরং প্রদিষ্টম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথ্যদ্রব্য—চিরতা, নিমপত্র, ত্রিফলা, পটোলপত্র, করঞ্জবীজ, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ ও অসনছাল মিলিত ৮ সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—উল্লিখিত ক্বাথ্যদ্রব্যসকলের মিলিত ১ সের। ইহাতে সকল প্রকার উপদংশ প্রশমিত হয়।

করঞ্জাদ্যং ঘৃতম্

করঞ্জনিম্বার্জ্জুনশালজম্বু-বটাদিভিঃ কল্ককষায়সিদ্ধম্। সর্পির্নিহন্যাদুপদংশদোষং সদাহপাকং স্রুতিরাগযুক্তম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—করঞ্জফল, নিমপত্র, অর্জ্জুন, শাল, জাম, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত, ইহাদের প্রত্যেকের ছাল, এই সমুদায় মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—উল্লিখিত ক্বাথ্যদ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান ও ম্রক্ষণ করিলে দাহ, পাক, পূযাদি স্রাব ও রক্তিমাযুক্ত উপদংশ নষ্ট হয়।

অনন্তাদ্যং ঘৃতম্

অনন্তামলকীদ্রাক্ষাঃ কাকোলীযুগলং ৠীম্। এলাদ্বয়ং বিদারীঞ্চ মধুকাং মধুকং মুরাম্॥ ত্রিফলাং স্বর্ণপর্ণীঞ্চ বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্। দশমূলং তালমূলীং ত্রিবৃতামিন্দ্রবারুণীম্॥ নীলিনীং শূকশিম্ব্যাশ্চ বীজং কর্ষপ্রমাণতঃ। কল্কীকৃত্য পচেৎ প্রস্থে সর্পিষঃ সারিবাম্ভসা॥ ঘৃতমেতদনন্তাদ্যমুপদংশবিনাশনম্। রসায়নং পরং বৃষ্যমস্রদোষনিসূদনম্॥

গব্য ঘৃত ৪ সের। অনন্তমূলের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—অনন্তমূল, আমলকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শতাবরী, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, মৌলফুল, যষ্টিমধু, মুরামাংসী, ত্রিফলা, সোণামুখী, গোক্ষুরবীজ, দশমূল, তালমূলী, তেউড়ীমূল, রাখালশশা, নীলিমূল ও আলকুশীর বীজ প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত সেবন করিলে উপদংশ ও রক্তদোষ বিনষ্ট হয়। ইহা বৃষ্য ও রসায়ন।

গোজীতৈলম্

গোজীবিড়ঙ্গযষ্টীভিঃ সর্বগন্ধৈশ্চ সংযুতম্। এতৎ সর্বোপদংশেষু তৈলং রোপণমিষ্যতে॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—গোজিয়াশাক, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু এবং গন্ধদ্রব্য সমস্ত যথা—দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, কর্পূর, কাঁক্‌লা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ এই সমস্ত মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈল প্রয়োগে সকল প্রকার উপদংশ নিবারিত হয়।

কোশাতকীতৈলম্

তিক্তকোশাতকীলম্বা-বীজং নাগরসাধিতম্। তৈলং হন্ত্যবিশেষেণ ব্রণং দুষ্টমনেকধা॥

তিতঝিঙ্গাবীজ, তিতলাউবীজ ও শুঁঠ মিলিত ১ সের ; এই কল্ক ও ১৬ সের জল সহ ৪ সের তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে বিবিধ দুষ্টব্রণ নিবারিত হয়।

আগারধূমাদ্যতৈলম্

আগারধূমো রজনী সুরাকিট্টঞ্চ তৈস্ত্রিভিঃ। ভাগোত্তরৈঃ পচেৎ তৈলং কণ্ডূশোথরুজাপহম্। শোধনং রোপণঞ্চৈব সাবর্ণ্যকরণং তথা॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—গৃহের ঝুল ১ পল ১ কর্ষ ৫ মাষা ৩ রতি, হরিদ্রা ২ পল ২ কর্ষ ১০ মাষা ৬ রতি, মদ্যবীজ ৩ পল ৩ কর্ষ ১৫ মাষা ৯ রতি, জল ১৬ সের। এই তৈল লাগাইলে উপদংশ হইতে পূযাদি নিঃসৃত হইয়া উহা শুষ্ক ও স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত এবং শোথ ও বেদনা বিনষ্ট হয়।

জম্বাদ্যং তৈলম্

জম্বুবেতসপত্রাণি ধাত্রীপত্রং তথৈব চ। নক্তমালস্য পত্রাণি তদ্বৎ পদ্মোৎপলানি চ॥ এলা চাতিবিষাস্রাস্থি মধুকঞ্চ প্রিয়ঙ্গবঃ। লাক্ষা কালীয়কং লোধ্রং চন্দনং ত্রিবৃতাহ্বয়া॥ এতান্যেকীকৃতান্যেব বস্তমূত্রেণ পেষয়েৎ। অক্ষমাত্রৈরেভির্দ্রব্যৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। উপদংশহরং শ্রেষ্ঠং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—জামপাতা, বেতসপাতা, আমলকীর পাতা, ডহরকরঞ্জার পাতা, পদ্মপত্র, নীলোৎপল পত্র, এলাইচ, আতইচ, আমের আঁটি, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, লাক্ষা, কালীয়ককাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন ও তেউড়ী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, ছাগমূত্র ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে সকল প্রকার ব্রণ ও উপদংশ নিবারিত হয়।

লিঙ্গার্শোলক্ষণম্

অঙ্কুরৈরিব সঙ্ঘাতৈরুপর্য্যুপরিসংস্থিতৈঃ। ক্রমেণ জায়তে বর্ত্তিস্তাম্রচূড়শিখোপমা॥ কোষস্যাভ্যন্তরে সন্ধৌ পর্ব্বসন্ধিগতাপি বা। লিঙ্গবর্ত্তিরিতি খ্যাতা লিঙ্গার্শ ইতি চাপরে। অবেদনা পিচ্ছিলা চ দুশ্চিকিৎস্যা ত্রিদোষজা॥

লিঙ্গের উপরি মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি সংস্থিত ও কুক্কুটের চূড়ার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে লিঙ্গবর্ত্তি বা লিঙ্গার্শঃ বলে। এই রোগ কোষাভ্যন্তর সন্ধিতে বা লিঙ্গপর্ব্বের সন্ধিতে উৎপন্ন হয়। ইহা বেদনাহীন ও পিচ্ছিল। লিঙ্গার্শঃ ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

লিঙ্গার্শশ্চিকিৎসা

অর্শসাং ছিন্নদগ্ধানাং ক্রিয়া কার্য্যোপদংশবৎ॥

উপযুক্ততা অনুসারে লিঙ্গার্শঃ ছিন্ন বা দগ্ধ করিয়া উপদংশের ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে।

স্বর্জ্জিকাতুত্থশৈলেয়মঞ্জনং সরসাঞ্জনম্। মনঃশিলালে চ সমং চূর্ণং মাংসাঙ্কুরাপহম্॥

স্বর্জ্জিকাক্ষার, তুঁতে, শৈলজ, সৌবীরাঞ্জন, রসাঞ্জন, মনঃশিলা ও হরিতাল এই সকল চূর্ণ প্রয়োগ করিলে লিঙ্গার্শঃ নষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

উপদংশরোগে পথ্যানি

ছর্দ্দির্বিরেকো ধ্বজমধ্যনাড়ী-বেধো জলৌকঃপরিপাতনঞ্চ। সেকঃ প্রলেপো যবশালয়শ্চ ধন্বামিষং মুদ্গরসো ঘৃতানি॥ কঠিল্লকং শিগ্রুফলং পটোলং শালিঞ্চশাকং নবমূলকঞ্চ। তিক্তং কষায়ং মধু কূপবারি তৈলঞ্চ হন্যাদুপদংশরোগম্॥

বমন, বিরেচন, শিশ্নমধ্যে শিরাবেধ, জলৌকাবচারণ (জোঁক লাগান), পরিষেচন, প্রলেপন, যব, শালিধান্য, ধন্বদেশজ মাংস, মুগের যূষ, ঘৃত, পুনর্নবা, শজিনাফল, পটোল, শালিঞ্চশাক, কচিমূলা, তিক্তদ্রব্য, কষায়দ্রব্য, মধু, কূপজল ও তৈল, এই সকল উপদংশ রোগের শান্তিকারক।

উপদংশরোগেঽপথ্যানি

দিবানিদ্রাং মূত্রবেগং গুর্ব্বন্নং মৈথুনং গুড়ম্। আয়াসমম্লং তক্রঞ্চ বর্জ্জয়েদুপদংশবান্॥

দিবানিদ্রা, মূত্রবেগধারণ, গুরুদ্রব্যভক্ষণ, স্ত্রীসহবাস, গুড়, ব্যায়াম, অম্লদ্রব্য এবং তক্র, এই সমস্ত উপদংশরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে উপদংশাধিকারঃ।

শূকদোষাধিকার

শূকদোষ-নিদানম্

অক্রমাচ্ছেফসো বৃদ্ধিং যোঽভিবাঞ্ছতি মূঢ়ধীঃ। ব্যাধয়স্তস্য জায়ন্তে দশ চাষ্টৌ চ শূকজাঃ॥
যে মূঢ় ব্যক্তি শূকাদি লিঙ্গবর্দ্ধক পদার্থের প্রলেপ দ্বারা লিঙ্গবৃদ্ধি বাঞ্ছা করে, তাহার শূকজনিত ১৮ প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। (শূক, জলের মলজ বিষজন্তুবিশেষ)।

শূকদোষ-চিকিৎসা

শূকদোষেষু সর্ব্বেষু বিষঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্। জলৌকোভির্হরেদ্রক্তং রেচয়েল্লঘু ভোজয়েৎ॥
সকল প্রকার শূকদোষেই বিষনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং বিরেচন ও লঘু ভোজন প্রশস্ত।

গুগ্গুলুং পায়য়েচ্চাপি ত্রিফলাক্কাথসংযুতম্। ক্ষীরেণ লেপসেকাংশ্চ শীতানেব হি কারয়েৎ॥
শূকদোষে ত্রিফলার ক্বাথ সহ গুগ্গুলু সেবন এবং দুগ্ধ সহ শীতল প্রলেপ ও পরিষেক হিতকর।

সর্ষপীং লিখিতাং সূক্ষ্মৈঃ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ। তৈরেবাভ্যঞ্জনং তৈলং সাধয়েদ্ ব্রণরোপণম্॥
ক্রিয়েয়মধিমন্থেঽপি রক্তং স্রাব্যং তথোভয়োঃ। অষ্ঠীলায়াং হৃতে রক্তে শ্লেষ্মগ্রন্থিবদাচরেৎ॥
শূকদোষে লিঙ্গাগ্রে যে ১৮ প্রকার পিড়কা (ব্রণ) উৎপন্ন হয়, ঐ সকল পিড়কা পৃথক্ পৃথক্ দোষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। অতএব তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা বলা হইতেছে—সর্ষপী নামক পিড়কা শেওড়া, ডুমুর প্রভৃতি কর্কশ পত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে হরীতকী প্রভৃতি কষায় দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রদান করিবে এবং ঐ সকল কষায় দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া ক্ষত রোপণার্থ সেই তৈল মাখাইবে। অধিমন্থ নামক পিড়কাতেও এই সকল ক্রিয়া করিবে। উভয় পিড়কাতেই রক্তমোক্ষণ আবশ্যক। অষ্ঠীলা নামক পিড়কায় রক্তমোক্ষণ করিয়া শ্লৈষ্মিক গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কুম্ভীকায়াং হরেদ্রক্তং পক্কায়াং শোধিতে ব্রণে। তিন্দুকত্রিফলালোধ্রৈর্লেপস্তৈলঞ্চ রোপণম্॥

কুম্ভীকানামক পিড়কায় অপক্কাবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিবে। তাহা পাকিলে পূযাদি নিঃসারণ করিয়া গাব, ত্রিফলা ও লোধের প্রলেপ দিবে এবং ক্ষতপূরণার্থ ঐ সকলের কল্কে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

অলজ্যাং হৃতরক্তায়াময়মেব ক্রিয়াক্রমঃ। স্বেদয়েদ্ গ্রথিতং স্নিগ্ধং নাড়ীস্বেদেন বুদ্ধিমান্। সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চ সুস্নিগ্ধৈরুপনাহয়েৎ॥

অলজীনামক পিড়কায় রক্তমোক্ষণ করিয়া কুম্ভীকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। গ্রথিত নামক পিড়কা তৈল দ্বারা স্নিগ্ধ করিয়া তাহাতে নাড়ীস্বেদ দিবে এবং কফনাশক দ্রব্যের কল্ক তৈল দ্বারা সুস্নিগ্ধ ও অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে (বেণার মূল, গুলঞ্চ, এরণ্ড, শজিনা, মূলক ও সর্ষপ প্রভৃতি চরকোক্ত স্বেদন দ্রব্যসকল একটি হাঁড়িতে রাখিয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিবে। হাঁড়ির মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া মৃত্তিকাদি দ্বারা সন্ধিস্থান প্রলিপ্ত করিবে। বাষ্প উদ্গত হইলে, নল দ্বারা পীড়াস্থানে সেই বাষ্পের স্বেদ দিবে। ইহাই নাড়ীস্বেদ)।

উত্তমাখ্যান্তু পিড়কাং সংছিদ্য বড়িশোদ্ধৃতাম্। কল্কৈশ্চূর্ণৈঃ কষায়াণাং ক্ষৌদ্রযুক্তৈরুপাচরেৎ॥

উত্তমাখ্য পিড়কা বড়িশযন্ত্র দ্বারা তুলিয়া ছেদন করিবে। পরে উহাতে হরীতক্যাদি এবং বটাদি কষায় দ্রব্যের কল্ক ও চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

ক্রমঃ পিত্তবিসর্পোক্তঃ পুষ্করীমূঢ়য়োর্হিতঃ। ত্বক্পাকে স্পর্শহান্যাঞ্চ সেচয়েন্মৃদিতং পুনঃ। বলাতৈলেন কোষ্ণেন মধুরৈশ্চোপনাহয়েৎ॥

পুষ্করী মূঢ়, ত্বক্পাক ও স্পর্শহানি নামক পিড়কার চিকিৎসা, পিত্তবিসর্পোক্ত চিকিৎসার ন্যায় জানিবে। মৃদিত নামক শূকরোগে ঈষদুষ্ণ বলাতৈলের পরিষেক এবং কাকোল্যাদি মধুর গণের প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে।

রসক্রিয়া বিধাতব্যা লিখিতে শতপোনকে। পৃথক্পর্ণ্যাদিসিদ্ধঞ্চ তৈলং দেয়মনন্তরম্॥

(পৃথক্পর্ণ্যাত্মগুপ্তা চ হরিদ্রে মালতী সিতা। কাকোল্যাদিশ্চ যোজ্যঃ স্যাদ্ভিষজা রোপণে ঘৃত ইতি॥ অত্র সিতা শর্করেতি চক্রঃ। শ্বেতদূর্ব্বেতি ব্রহ্মদেবঃ। এতচ্চ ঘৃতং তৈলং বা পৃথক্পর্ণ্যাদিনা ক্বাথেন কল্করূপেণ চ সাধ্যমিতি বদন্তি।)

শতপোনক রোগে শস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া শোধক (পটোল ত্রিফলাদি) ও রোপক (ন্যগ্রোধছাল ত্রিফলাদি) রসক্রিয়া করিবে এবং পৃশ্নিপর্ণী, আলকুশী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীপত্র, চিনি (মতান্তরে শ্বেত দূর্ব্বা) ও কাকোল্যাদিগণ ইহাদের যথাযোগ্য ক্বাথ ও কল্ক সহ যথাবিহিত নিয়মানুসারে ঘৃত ও তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবে।

রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়া শোণিতজেঽর্ব্বুদে॥

রক্তার্ব্বুদের চিকিৎসা রক্তবিদ্রধির ন্যায়।

কষায়কল্কসর্পীংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়াম্। শোধনে রোপণে চৈব বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবতারয়েৎ॥

পূযাদি-নিঃসারণ ও ক্ষতরোপণার্থ কষায় দ্রব্যের কল্ক দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত, তৈল, চূর্ণ ও রসক্রিয়া যথাযথ ব্যবহার করিবে।

অর্ব্বুদং মাংসপাকঞ্চ বিদ্রধিং তিলকালকম্। প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ব্বীত ভিষক্ তেষাং প্রতিক্রিয়াম্॥
শূকরোগ সমস্তের মধ্যে অর্ব্বুদ মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক এইগুলি দুশ্চিকিৎস্য ; ইহা জানাইয়া চিকিৎসা করিবে।

সর্ব্বেষাং শূকদোষাণাং ক্রিয়াং ব্রণবদাচরেৎ। উপদংশাধিকারোক্তমৌষধং শূকদোষতঃ॥
শূকদোষজাত যাবতীয় পীড়ার ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য এবং উপদংশাধিকারোক্ত সমস্ত ঔষধ প্রযোজ্য।

দার্ব্বীতৈলম্

দার্ব্বীসুরসযষ্ট্যাহ্ব-গৃহধূমনিশাযুগৈঃ। তৈলমভ্যঞ্জনে পানে মেঢ্ররোগং নিবারয়েৎ॥
তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—দারুহরিদ্রা ২ ভাগ, তুলসী, যষ্টিমধু, গৃহের ঝুল ও হরিদ্রা মিলিত ১ সের। জল ১৬ সের। এই তৈল শূকদোষজাদি রোগে ব্যবহার্য্য।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

শূকদোষরোগে পথ্যানি

লেপো বিরেকোঽসৃঙ্মোক্ষঃ সর্পিঃপানঞ্চ শালয়ঃ। যবা জাঙ্গলমাংসানি মুদ্গযূষকঠিল্লকম্॥ পটোলং শিগ্রু-কর্কোটং পত্তূরং বালমূলকম্। বেত্রাগ্রমাষাঢ়ফলং দাড়িমং সৈন্ধবং বরা॥ কূপোদকং গন্ধসারঃ কস্তূরী হিমবালুকা। তক্রং কষায়তৈলঞ্চ স্যাৎ পথ্যং শূকরোগিণাম্॥
প্রলেপন, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, ঘৃতপান, শালিধান্য, যব, জাঙ্গলমাংস, মুগের যূষ, করলা, পটোল, সজিনা, কাঁকরোল, রক্তচন্দন, কচি মূলা, বেত্রাগ্র, পলাশবীজ, দাড়িম, সৈন্ধব, ত্রিফলা, কূপজল, শ্বেতচন্দন, কস্তূরী, কর্পূর, তক্র, কষায়দ্রব্য এবং তৈল, এই সমস্ত শূকদোষরোগির হিতকর।

শূকদোষরোগেঽপথ্যানি

মূত্রবেগং দিবানিদ্রাং ব্যায়ামং মৈথুনং গুড়ম্। বিদাহি গুরু তক্রঞ্চ শূকদোষাময়ী ত্যজেৎ॥
মূত্রবেগধারণ, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, স্ত্রী-প্রসঙ্গ, গুড়, বিদাহিদ্রব্য, গুরুদ্রব্য এবং তক্র, এই সকল শূকদোষে অহিতকর।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শূকদোষাধিকারঃ।

১-নিদানম্

বিরোধীনান্নপানানি দ্রবস্নিগ্ধগুরূণি চ। ভজতামাগতাং ছর্দ্দিং বেগাংশ্চান্যান্ প্রতিঘ্নতাম্॥ ব্যায়ামমতিসন্তাপমতিভুক্ত্বা নিষেবিণাম্। ঘর্ম্মশ্রমভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বুসেবিনাম্॥ অজীর্ণাধ্যশিনাঞ্চৈব পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাম্। নবান্নদধিমৎস্যাতি-লবণাম্লনিষেবিণাম্॥ মাষমূলকপিষ্টান্ন-তিলক্ষীরগুড়াশিনাম্। ব্যবায়ঞ্চাপ্যজীর্ণেঽন্নে নিদ্রাঞ্চ ভজতাং দিবা॥ বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাম্। বাতাদয়স্ত্রয়ো দুষ্টাস্ত্বগ্রক্তং মাংসমম্বু চ॥ দূষয়ন্তি স কুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহঃ। অতঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে সপ্ত চৈকাদশৈব চ॥ কুষ্ঠানি সপ্তধা দোষৈঃ পৃথগ্ দ্বন্দ্বৈঃ সমাগতৈঃ। সর্ব্বেষ্বপি ত্রিদোষেষু ব্যপদেশোঽধিকত্বতঃ॥ অতিশ্লক্ষ্ণখরস্পর্শ-স্বেদাস্বেদবিবর্ণতাঃ। দাহকণ্ডূস্ত্বচি স্বাপস্তোদঃ কোঠোন্নতির্ভ্রমঃ॥ ব্রণানামধিকং শূলং শীঘ্রোৎপত্তিশ্চিরস্থিতিঃ। রূঢ়ানামপি রুক্ষত্বং নিমিত্তেঽল্পেঽতিকোপনম্। রোমহর্ষোঽসৃজঃ কার্ষ্ণ্যং কুষ্ঠলক্ষণমগ্রজম্॥ কৃষ্ণারুণকপালাভং যদ্রুক্ষং পরুষং তনু। কাপালং তোদবহুলং তৎ কুষ্ঠং বিষমং স্মৃতম্॥ রুগ্দাহরাগকণ্ডূভিঃ পরীতং রোমপিঞ্জরম্। উড়ুম্বরফলাভাসং কুষ্ঠমৌড়ুম্বরং বদেৎ॥ শ্বেতং রক্তং স্থিরং স্ত্যানং স্নিগ্ধমুৎসন্নমণ্ডলম্। কৃচ্ছ্রমন্যোঽন্য-সংযুক্তং কুষ্ঠং মণ্ডলমুচ্যতে॥ কর্কশং রক্তপর্য্যন্তমন্তঃশ্যাবং সবেদনম্। যদৃষ্যজিহ্বাসংস্থানমৃষ্যজিহ্বং তদুচ্যতে॥ সশ্বেতং রক্তপর্য্যন্তং পুণ্ডরীকদলোপমম্। সোৎসেধঞ্চ সরাগঞ্চ পুণ্ডরীকং তদুচ্যতে॥ শ্বেতং তাম্রং তনু চ যদ্রজো ঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি। প্রায়শ্চোরসি তৎ সিধ্মমলাবুকুসুমোপমম্॥ যৎ কাকণন্তিকাবর্ণং সপাকং তীব্রবেদনম্। ত্রিদোষলিঙ্গং তৎ কুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি॥ অস্বেদনং মহাবাস্তু যন্মৎস্যশকলোপমম্। তদেককুষ্ঠং চর্ম্মাখ্যং বহুলং হস্তিচর্ম্মবৎ॥ শ্যাবং কিণখরস্পর্শং পরুষং কিটিমং স্মৃতম্॥ বৈপাদিকং পাণিপাদ্-স্ফুটনং তীব্রবেদনম্। কণ্ডূমদ্ভিঃ সরাগৈশ্চ গণ্ডৈরলসকং চিতম্॥ সকণ্ডূরাগপিড়কং দদ্রুমণ্ডলমুদ্গতম্। রক্তং সশূলং কণ্ডূমৎ সস্ফোটং যদগলত্যপি। তচ্চর্ম্মদলমাখ্যাতং

সংস্পর্শাসহমুচ্যতে॥ সূক্ষ্মা বহ্ব্যঃ পীড়কাঃ স্রাববত্যঃ পামেত্যুক্তাঃ কণ্ডুমত্যঃ সদাহাঃ। সৈব স্ফোটৈস্তীব্রদাহৈরুপেতা জ্ঞেয়া পাণ্যোঃ কচ্ছুরুগ্রা স্ফিচোশ্চ॥ স্ফোটাঃ শ্যাবারুণাভাসা বিস্ফোটাঃ স্যুস্তনুত্বচঃ॥ রক্তং শ্যাবং সদাহার্ত্তি শতারুঃ স্যাদ্বহুব্রণম্। সকণ্ডূঃ পিড়কা শ্যাবা বহুস্রাবা বিচর্চ্চিকা॥ কুষ্ঠৈকসম্ভবং শ্বিত্রং কিলাসং বারুণং ভবেৎ। নির্দ্দিষ্টমপরিস্রাবি ত্রিধাতূদ্ভবসংশ্রয়ম্॥ বাতাদ্ রুক্ষারুণং পিত্তাৎ তাম্রং কমলপত্রবৎ। সদাহং রোমবিধ্বংসি কফাচ্ছ্বে তং ঘনং গুরু॥ সকণ্ডুরং ক্রমাদ্রক্তমাং সমেদঃসু চাদিশেৎ। বর্ণেনৈবেদৃগুভয়ং কৃচ্ছ্রং তচ্চোত্তরোত্তরম্॥ প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ। একশয্যাসনাচ্চৈব বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥ কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ। ঔপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥

মিলিত ক্ষীর-মৎস্যাদি বিরুদ্ধ অন্ন ও পানীয় এবং দ্রব স্নিগ্ধ ও গুরুদ্রব্য ভোজন, উপস্থিত বমনের ও মলমূত্রাদির বেগধারণ, অপরিমিত ভোজনানন্তর ব্যায়াম ও সন্তাপের অতিসেবন, আতপক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বিশ্রাম না করিয়া শীতল জল পান, অজীর্ণে ভোজন, অধ্যশন, বমনবিরেচনাদি পঞ্চকর্ম্মের পর অহিতাচারকরণ এবং নূতন তণ্ডুলের অন্ন দধি মৎস্য অতিশয় লবণ অম্ল মাষকলাই মূলা পিষ্টান্ন তিল ক্ষীর ও গুড় ভোজন, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ না হইতে মৈথুনকরণ, দিবানিদ্রা, ব্রাহ্মণ ও গুরুর অপমান এবং অন্যবিধ উৎকট পাপাচরণ, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয় দুষ্ট হইয়া ত্বক্ (ত্বগ্‌গত রস) রক্ত মাংস ও লসীকাকে দূষিত করিয়া কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করে। বাতাদি দোষত্রয় ও রসাদি দূষ্যচতুষ্টয়, এই সাতটি পদার্থ কুষ্ঠরোগের উপাদান সামগ্রী। মহাকুষ্ঠ সাত প্রকার ও ক্ষুদ্রকুষ্ঠ একাদশ প্রকার, সমুদায়ে আঠার প্রকার কুষ্ঠ।

সকল কুষ্ঠই ত্রিদোষজ, তবে দোষের আধিক্যানুসারে ইহা সাত প্রকারে পরিগণিত হয়। যথা— বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক। দোষভেদে ইহারা সাত প্রকার হইলেও বিশেষ বিশেষ অবস্থানুসারে কুষ্ঠ আঠার প্রকার হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, অঙ্গবিশেষ অতি মসৃণ বা খরস্পর্শ, অধিক ঘর্ম্মনির্গম বা একবারেই ঘর্ম্মরোধ, শরীরের বিবর্ণতা, দাহ, কণ্ডূ (চুলকানি, শুড়্‌শুড়ানি, গাত্রে পিপীলিকা সঞ্চলনবৎ প্রতীতি), অঙ্গবিশেষের স্পর্শশক্তি-হানি, সূচীবেধবৎ পীড়া, শরীরে বরটী (বোল্‌তা) দংশনজ শোথের ন্যায় মণ্ডলাকার চিহ্ন প্রকাশ, ভ্রম, কোন কারণে ক্ষত হইলে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা, ক্ষতের শীঘ্র উৎপত্তি কিন্তু দীর্ঘকালস্থিতি এবং অল্প কারণেই প্রকোপ, ক্ষত শুষ্ক হইলেও ব্রণস্থানের রুক্ষতা, রোমাঞ্চ ও রক্তের কৃষ্ণবর্ণতা, এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়।

সপ্ত মহাকুষ্ঠের মধ্যে কাপাল নামক কুষ্ঠ কিয়দংশ-কৃষ্ণবর্ণ ও কিয়দংশ-অরুণবর্ণ কপালের (খাপ্‌রার) আভাবিশিষ্ট হয়। ইহা রুক্ষ, খরস্পর্শ ও সূচীবেধবৎ যন্ত্রণাদায়ক। ইহাতে ত্বক্ পাতলা হইয়া থাকে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

ঔডুম্বর নামক কুষ্ঠ উডুম্বর-ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহা রক্তবর্ণ ও বেদনা-দাহ-কণ্ডূ-যুক্ত, এই কুষ্ঠে ব্যাধিস্থানের রোমসকল পিঙ্গলবর্ণ হয়।

মণ্ডল নামক কুষ্ঠ কতক শ্বেতবর্ণ, কতক রক্তবর্ণ। ইহা স্থায়িভাবাপন্ন, আর্দ্র, স্নিগ্ধ (তৈলাক্তবৎ চক্‌চকে), উন্নত, মণ্ডলাকার ও পরস্পর মিলিত। ইহা কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি।

ঋষ্যজিহ্ব নামক কুষ্ঠ ঋষ্যের অর্থাৎ হরিণের জিহ্বার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহা কর্কশ, প্রান্তভাগে রক্তবর্ণ, মধ্যে শ্যাববর্ণ ও বেদনাযুক্ত হয়।

পুণ্ডরীক নামক কুষ্ঠ পুণ্ডরীক দলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার প্রান্তভাগ সশ্বেত রক্তবর্ণ, মধ্যভাগ সশ্বেত আরক্তবর্ণ। ইহা উন্নতাকার।

সিধ্‌মনামক কুষ্ঠ দেখিতে লাউফুলের ন্যায়, ইহা শ্বেত লোহিতাত্মক ও পাতলা চর্ম্মবিশিষ্ট। ব্যাধিস্থান ঘর্ষণ করিলে, তাহা হইতে গুঁড়া গুঁড়া পদার্থ সকল নির্গত হইতে থাকে। এই ব্যাধি প্রায় বক্ষঃস্থলেই বাহুল্যরূপে হইতে দেখা যায়। (সিধ্‌ম—ছুলীবিশেষ)।

কাকণ নামক কুষ্ঠ কাকণন্তীর (কুঁচের) ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অর্থাৎ মধ্যে কৃষ্ণ ও অন্তে লোহিত। ইহা ত্রিদোষজ, পাকবিশিষ্ট ও তীব্রবেদনাযুক্ত। কাকণ কুষ্ঠ অসাধ্য।

যে কুষ্ঠে ঘর্ম্ম হয় না, যাহা মহাবাস্তু অধিকার করিয়া থাকে এবং যাহার আকৃতি মৎস্যের ত্বকের ন্যায়, অর্থাৎ চক্রাকার ও অভ্রস্তর সদৃশ হয়, তাহাকে এককুষ্ঠ কহে (এক শব্দের অর্থ মুখ্য, ইহা ক্ষুদ্রকুষ্ঠের মধ্যে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ইহাকে এককুষ্ঠ বলে)।

যে কুষ্ঠ হস্তিচর্ম্মের ন্যায় রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল, তাহাকে চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠ কহে।

যে কুষ্ঠ শ্যাববর্ণ, রুক্ষ ও শুষ্ক ক্ষতস্থানের ন্যায় খরস্পর্শ, তাহাকে কিটিম কুষ্ঠ কহে।

যে কুষ্ঠে হাত ও পা ফাটিয়া যায় এবং তীব্রবেদনা থাকে, তাহাকে বৈপাদিক কুষ্ঠ কহিয়া থাকে। যাহা কণ্ডূবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত, তাহাকে অলসক কুষ্ঠ কহে।

যে উন্নত মণ্ডলাকার কুষ্ঠ কণ্ডূযুক্ত ও রক্তবর্ণ পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত, তাহাকে দদ্রুমণ্ডল কহে।

যে কুষ্ঠ রক্তবর্ণ, শূলবৎ বেদনাবিশিষ্ট, কণ্ডূযুক্ত, স্ফোটকব্যাপ্ত ও স্পর্শাসহ এবং যাহা হইতে মাংস গলিয়া পড়ে, তাহাকে চর্ম্মদল কহে।

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্রাবান্বিত সদাহ কণ্ডূবিশিষ্ট পিড়কাসমূহকে পামা (চুলকনা) কহে। এই পামাই পাকিয়া তীব্রদাহযুক্ত স্ফোটকব্যাপ্ত হইলে তাহাকে কচ্ছু (খোস্) কহে। ইহা হস্তে ও নিতম্বে বাহুল্যভাবে হইয়া থাকে। পামা ও কচ্ছু একজাতীয় কুষ্ঠ।

শ্যাব বা অরুণবর্ণ পাত্‌লা চর্ম্মবিশিষ্ট স্ফোটকসমূহকে বিস্ফোটক কহে।

রক্ত বা শ্যাব্‌র্ণ, দাহ ও বেদনান্বিত, বহু ব্রণকে শতারুঃ কহে। (অরুস্ শব্দের অর্থ ব্রণ)।

বিচর্চ্চিকা নামক ক্ষুদ্রকুষ্ঠ শ্যাববর্ণ, স্রাবযুক্ত এবং কণ্ডূ ও পিড়কাবিশিষ্ট ; বিচর্চ্চিকাই পাদজাত হইলে, বিপাদিকা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শ্বিত্র (ধবল) রোগ। কুষ্ঠ ও শ্বিত্র এই উভয় রোগেরই উৎপত্তির কারণ এক, চিকিৎসাও একবিধ, এজন্য শ্বিত্ররোগ কুষ্ঠাধিকারে লিখিত হইয়াছে। উভয়ের প্রভেদ এই—কুষ্ঠ সান্নিপাতিক, শ্বিত্র পৃথক্ পৃথক্ দোষে উৎপন্ন হয়। কুষ্ঠ রসাদি সপ্তধাতুকেই আক্রমণ করে, শ্বিত্র কেবল রক্ত মাংস ও মেদকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কুষ্ঠ হইতে রসাদি স্রাব হয়, কিন্তু শ্বিত্র অস্রাবী। শ্বিত্র অরুণবর্ণ হইলে তাহাকে কিলাস কহে।

বাতজনিত শ্বিত্র রুক্ষ ও অরুণবর্ণ ; পৈত্তিক শ্বিত্র তাম্রবর্ণ বা পদ্মপত্রের ন্যায় মধ্যে শ্বেত, অন্তে লোহিত বর্ণ এবং দাহযুক্ত ও রোমনাশক ; কফজ শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ ঘন গুরু ও কণ্ডূযুক্ত। এই অরুণাদি বর্ণ দ্বারা শ্বিত্র রোগের রক্তাদি অধিষ্ঠানও বুঝিবে, অর্থাৎ রক্তাশ্রিত শ্বিত্র অরুণবর্ণ, মাংসাশ্রিত শ্বিত্র তাম্রবর্ণ ও মেদোগত শ্বিত্র শ্বেতবর্ণ হয়। রক্তাদি অধিষ্ঠান ভেদে দোষজ শ্বিত্র বা ব্রণজ শ্বিত্র ক্রমান্বয়ে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

মৈথুন, গাত্রসংস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, রোগির বস্ত্র মাল্য ও অনুলেপন ব্যবহার, এই সকল কারণে কুষ্ঠ জ্বর রাজযক্ষ্মা নেত্রাভিষ্যন্দ (চোখ-উঠা) এবং পাপজ ও ভূতোপসর্গজাদি রোগসকল এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিকে আক্রমণ করে অর্থাৎ এই সকল রোগ সংক্রামক।

কুষ্ঠ-চিকিৎসা

কন্যাকোটিপ্রদানেন গঙ্গায়াং পিতৃতর্পণে। বিশ্বেশ্বরপুরীবাসে তৎফলং কুষ্ঠনাশনে॥ গবাং কোটিপ্রদানেন চাশ্বমেধশতেন চ। বৃষোৎসর্গে চ যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যং কুষ্ঠনাশনে॥

কোটি কন্যা সম্প্রদান করিলে, গঙ্গাতে পিতৃতর্পণ করিলে, অথবা বিশ্বেশ্বরপুরী কাশীধামে বাস করিলে মানব যে পুণ্য লাভ করে, কুষ্ঠরোগিকে ব্যাধিমুক্ত করিলেও চিকিৎসকের সেই পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে। কোটি সংখ্যক গোদানে বা শত অশ্বমেধযজ্ঞ সম্পাদনে কিংবা বৃষোৎসর্গে যে পুণ্য জন্মে, কুষ্ঠরোগ বিনাশ করিলেও তদ্রূপ পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

সর্পির্বাতোত্তরে কুষ্ঠে বমনং শ্লেষ্মসম্ভবে। পৈত্তে বিরেচনং শস্তং তথা শোণিতমোক্ষণম্॥

বাতোল্বণ কুষ্ঠে ঘৃতপান, শ্লেষ্মোল্বণ কুষ্ঠে বমন এবং পিত্তোল্বণ কুষ্ঠে বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ প্রশস্ত।

যে লেপাঃ কুষ্ঠানাং যুজ্যন্তে নির্গতাস্রদোষাণাম্। সংশোধিতাশয়ানাং সদ্যঃ সিদ্ধির্ভবেৎ তেষাম্॥

রক্তগত দোষের নিষ্কাশন ও বমন এবং বিরেচনাদি দ্বারা কোষ্ঠের সংশুদ্ধি করিয়া কুষ্ঠোক্ত প্রলেপ ব্যবহার করিলে রোগের শীঘ্র উপশম হয়।

পথ্যাকরঞ্জসিদ্ধার্থ-নিশাবল্গুজসৈন্ধবৈঃ। বিড়ঙ্গসহিতৈঃ পিষ্টৈর্লেপো মূত্রেণ কুষ্ঠনুৎ॥

হরীতকী, ডহরকরঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, সোমরাজী, সৈন্ধব ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সোমরাজীভবং চূর্ণং শৃঙ্গবেরসমন্বিতম্। উদ্বর্ত্তনমিদং হন্তি কুষ্ঠমগ্র্যং কৃতাস্পদম্॥

সোমরাজীচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে প্রবৃদ্ধ কুষ্ঠও বিনষ্ট হয়।

মনঃশিলালে মরিচানি তৈলমার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রলেপঃ॥ (তৈলং সার্বপং কুষ্ঠহরং স্যাদিতি চক্রটীকা।)

মনছাল, হরিতাল, মরিচ, সর্ষপতৈল ও আকন্দআঠা, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

করঞ্জবীজৈড়গজঃ সকুষ্ঠো গোমূত্রপিষ্টশ্চ বরঃ প্রদেহঃ॥

ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ ও কুড় এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গৈড়গজকুষ্ঠ-নিশাসিন্ধূত্থসর্ষপৈঃ। ধান্যাম্লপিষ্টৈর্লেপোঽয়ং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ॥

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

তুল্যো রসঃ শালতরোস্তুষেণ সচক্রমর্দ্দোঽভয়াবিমিশ্রঃ। পানীয়ভক্তেন তদম্লপিষ্টো লেপঃ কৃতো দদ্রুগজেন্দ্রসিংহঃ॥

ধুনা, তুষ, চাকুন্দেবীজ, হরীতকী ও পানীয়ভক্ত (পান্তাভাত), এই সকল দ্রব্য আমানিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু নিবারিত হয়।

দূর্ব্বাভয়াসৈন্ধবচক্রমর্দ্দ-কুঠেরকাঃ কাঞ্জিকতক্রপিষ্টাঃ। এভিঃ প্রলেপৈরপি বদ্ধমূলাং কণ্ডুঞ্চ দদ্রুঞ্চ নিবারয়ন্তি॥

দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধব, চাকুন্দেবীজ ও তুলসীপত্র, এই সকল দ্রব্য কাঁজি বা তক্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বদ্ধমূল কণ্ডু ও দদ্রু নিবারিত হয়।

প্রপুন্নাড়স্য বীজানি ধাত্রীসর্জ্জরসস্নুহাঃ। সৌবীরপিষ্টং দদ্রূণামেতদুদ্বর্ত্তনং পরম্॥ (স্নুহায়াঃ ক্ষীরমনো মূলমাহুরিতি চক্রটীকা।)

চাকুন্দেবীজ, আমলকী, ধূনা ও সীজ আঠা (মতান্তরে সিজমূল) এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে, ইহা দদ্রু রোগের শ্রেষ্ঠ উদ্বর্ত্তন।

চক্রমর্দ্দকবীজানি জীরকঞ্চ সমাংশকম্। স্তোকং সুদর্শনামূলং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনম্॥ (স্তোকং সুদর্শনামূলমিতি মিলিতচক্রমর্দ্দক জীরকাপেক্ষয়া পাদিকমিতি চক্রটীকা।)

চাকুন্দেবীজ ও জীরা প্রত্যেক সমভাগে এবং উভয়ের চতুর্থাংশ পদ্মগুলঞ্চের মূল, এই দ্রব্যত্রয় জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

লেপনাদ্‌ভক্ষণাচ্চৈব তৃণকং দদ্রুনাশনম্॥

তিলাঘাস (চীনে ধান) পেষণ করিয়া লেপন বা ভক্ষণ করিলে দাদ্ ভাল হয়।

এড়গজকুষ্ঠসৈন্ধবসৌবীরসর্ষপৈঃ ক্রিমিঘ্নৈঃ। ক্রিমিসিধ্মদদ্রুমণ্ডলকুষ্ঠানাং নাশনো লেপঃ॥ (অত্র বিশিষ্টদ্রব্যানুক্তত্বাদ্ গোমূত্রমেব কুষ্ঠহরতয়া গ্রাহ্যমিতি বদন্তি। অপরে তু সৌবীরশব্দস্য কাঞ্জিকার্থতাং পরিকল্প্য তেনৈব পেষণমিত্যাহুরিতি চক্রটীকা।)

চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধব, সৌবীরাঞ্জন, শ্বেতসর্ষপ ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে (কেহ কেহ সৌবীর শব্দের কাঁজি অর্থ করিয়া তদ্দ্বারা) বাটিয়া প্রলেপ দিলে ক্রিমি, সিধ্ম (ছুলী), দাদ্ ও কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

কাসমর্দ্দকমূলঞ্চ সৌবীরেণ প্রপেষিতম্। দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি জয়েদেতৎ প্রলেপনাৎ॥ (কাসমর্দ্দেতি সৌবীরেণ পিষ্টা রাত্রৌ স্থাপান, প্রাতশ্চ অকাক-রুতে লেপো বিধেয় ইত্যুপদিশন্তি।)

কালকাসুন্দার মূল কাঁজিতে বাটিয়া পর্য্যুষিত করত প্রত্যুষে (কাক ডাকার অগ্রে) প্রলেপ দিলে দাদ্ ও কিটিম নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

এড়গজাতিলসর্ষপকুষ্ঠ-মাগধিকালবণত্রয়মস্তু। পূতি কৃতং দিবসত্রয়মেতদ্ধন্তি বিচর্চ্চিকদদ্রুককুষ্ঠম॥

চাকুন্দেবীজ, তিল, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, পিপুল, সৈন্ধব, সচল ও বিট্‌লবণ, এই সকল দ্রব্য ৩ দিন দধির মাতে ভিজাইয়া রাখিয়া দুর্গন্ধ হইলে তদ্দ্বারা বিচর্চ্চিকায় ও দদ্রুতে প্রলেপ দিবে। তাহাতে উক্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

পারদঃ শঙ্খগন্ধঞ্চ শিলা চোত্তরবারুণী। প্রপুন্নাড়শ্চ সর্পাক্ষী মেঘনাদাগ্নিলাঙ্গলী॥ ভল্লাতং গৃহধূমঞ্চ মুনির্গুঞ্জা স্নুহীপয়ঃ। অরিষ্টঞ্চ গুড়ক্ষৌদ্রং বাগুজীবীজতুল্যকম্॥ গোমূত্রৈরারনালৈর্বা পিষ্টা লেপঞ্চ কারয়েৎ। দদ্রুমণ্ডলকণ্ডুশ্চ বিচর্চ্চিঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

পারদ, শঙ্খভস্ম, গন্ধক, মনছাল, রাখালশশার মূল, চাকুন্দেবীজ, গন্ধনাকুলী, পলাশবীজ, চিতা, ঈশ্‌লাঙ্গলা, ভেলার মুটী, গৃহের ঝুল, বকমূল, কুঁচ, সিজের আঠা, নিমছাল, পুরাতন গুড়, মধু ও সোমরাজী, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে কিংবা কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রুমণ্ডল, কণ্ডু ও বিচর্চ্চিকা নষ্ট হয়।

আরগ্বধস্য পত্রাণি আরনালেন পেষয়েৎ। দদ্রুকিটিমকুষ্ঠানি হন্তি সিধ্মানমেব চ॥
সোন্দালপাতা কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও দদ্রু, কিটিম ও সিধ্ম (ছুলী) নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

চক্রাহ্বয়ং স্নুহীক্ষীর-ভাবিতং মূত্রসংযুতম্। রবিতপ্তং হি কিঞ্চিৎ তু লেপনং কিটিমাপহম্॥
চাকুন্দেবীজ সীজের আঠায় ভাবনা দিয়া তাহা গোমূত্রে বাটিয়া সূর্য্যতাপে কিঞ্চিৎ তপ্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কিটিম বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠং মূলকবীজং প্রিয়ঙ্গবঃ সর্ষপাস্তথা রজনী। এতৎ কেশরষষ্ঠং নিহন্তি বহুবার্ষিকং সিধ্ম॥
নীলকুরণ্টিকপত্রস্বরসেনালিপ্য গাত্রমতি বহুশঃ। লিম্পেন্মূলবীজৈঃ পিষ্টৈস্তক্রেণ সিধ্মনাশায়॥
কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগকেশর, ইহাদের প্রলেপে বহুবর্ষের সিধ্মও প্রশমিত হয়। নীলঝাঁটী পাতার রস পুনঃপুনঃ গাত্রে মাখিয়া তক্রপেষিত মূলা-বীজের প্রলেপ দিলে সিধ্ম প্রশমিত হয়।

কাসমর্দ্দকবীজানি মূলকানাং তথৈব চ। গন্ধাশ্মচূর্ণমিশ্রাণি সিধ্মানাং পরমৌষধম্॥ (উপদেশাৎ কাঞ্জিকাপিষ্টৈর্লেপঃ)।
কালকাসুন্দার বীজ, মূলার বীজ ও গন্ধকচূর্ণ কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্ম রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সিধ্মের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গন্ধপাষাণচূর্ণেন যবক্ষারেণ লেপিতম্। সিধ্ম নাশং ব্রজত্যাশু কটুতৈলযুতেন চ॥
গন্ধকচূর্ণ ও যবক্ষারচূর্ণ সর্ষপতৈলে মিলিত করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে আশু সিধ্মরোগ প্রশমতা প্রাপ্ত হয়।

শিখরিরসেন সুপিষ্টং মূলকবীজং প্রলেপতঃ সিধ্ম। ক্ষারেণ বা কদল্যা রজনীমিশ্রেণ নাশয়তি॥
মূলার বীজ, অপামার্গের রসে কিংবা কদলীর ক্ষারোদকে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অথবা কদলীর ক্ষার ও হরিদ্রাচূর্ণ মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে সিধ্ম বিনষ্ট হয়।

চার্ব্বীমূলকবীজানি তালকং সুরদারু চ। তাম্বূলপত্রং সর্ব্বাণি কার্ষিকাণি পৃথক্ পৃথক্॥ শঙ্খচূর্ণস্তু শাণং স্যাৎ সর্ব্বাণ্যেকত্র বারিণা। প্রলেপয়েৎ প্রলেপোঽয়ং সিধ্মনাশন উত্তম॥
দারুহরিদ্রা, মূলার বীজ, হরিতাল, দেবদারু ও পান প্রত্যেক ২ তোলা, শঙ্খভস্ম ।।০ তোলা, এই সকল দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সিধ্মরোগ নষ্ট হয়।

সলিলে চাম্রপেশী তু কিঞ্চিৎ সৈন্ধবসংযুতা। তাম্রপাত্রে বিনির্ঘৃষ্টা লেপাচ্চর্ম্মদলাপহা॥
অল্পপরিমিত সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত আমচুর তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে চর্ম্মদল নামক কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

সলিলেন তু শুষ্কাণি ঘৃষ্ট্বা ধাত্রীফলানি চ। করাভ্যাং সুখমাপ্নোতি নরশ্চর্ম্মদলান্বিতঃ॥
শুষ্ক আমলকী জলে ফেলিয়া তাহা করদ্বয়ে মর্দ্দন করিবে। সেই জল চর্ম্মদল নামক কুষ্ঠে মাখাইলে রোগী সেই কুষ্ঠ হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

মঞ্জিষ্ঠা-ত্রিফলা-লাক্ষা-লাঙ্গলী-রাত্রিগন্ধকৈঃ। চূর্ণিতৈস্তৈলমাদিত্য-পাকং পামাহরং পরম্॥
মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, লাক্ষা, ঈশ্‌লাঙ্গলা, হরিদ্রা ও গন্ধক, ইহাদের কল্কের সহিত তৈল সূর্য্যপক্ক করিয়া, সেই তৈল মাখিলে পামা বিনষ্ট হয়।

সৈন্ধবং চক্রমর্দ্দশ্চ সর্ষপঃ পিপ্পলী তথা। আরনালেন সংপিষ্টাঃ পামাকণ্ডূহরাঃ পরাঃ॥
সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দেবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পামা ও কণ্ডূ প্রশমিত হয়।

হরিদ্রাকল্কসংযুক্তং গোমূত্রস্য পলদ্বয়ম্। পিবেন্নরঃ কামচারী কচ্ছুপামাবিনাশনম্॥
২ পল গোমূত্রে ৮ মাষা হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কচ্ছু ও পামা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

শোথপাণ্ড্বাময়হরী গুল্মমেহকফাপহা। কচ্ছুপামাহরী চৈব পথ্যা গোমূত্রসাধিতা॥
গোমূত্রে হরীতকী সিদ্ধ করিয়া সেই হরীতকী খাইলে শোথ, পাণ্ডু, গুল্ম, মেহ, কফ, কচ্ছু ও পামা নিবারিত হয়।

পিবতি সকটুতৈলং গন্ধপাষাণচূর্ণং রবিকিরণসুতপ্তং পামলো যঃ পলার্দ্ধম্। ত্রিদিনতদনুষিক্তঃ ক্ষীরভোজী চ শীঘ্রং ভবতি কনকগৌরঃ কামযুক্তো মনুষ্যঃ॥
৪ তোলা গন্ধকচূর্ণ কটুতৈলে মিশ্রিত ও সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত করিয়া তাহা ভক্ষণ বা গাত্রে প্রলেপন করিলে তিন দিনের মধ্যে পামা (চুলকনা) প্রশমিত হইয়া শরীর কন্দর্পের ন্যায় হয়। পথ্য— দুগ্ধ।

সিন্দূরমরিচচূর্ণং মহিষনবনীতসংযুতং বহুশঃ। লেপান্নিহন্তি পামাং তৈলং করবীরসিদ্ধং বা॥
মেটেসিন্দূর ও মরিচচূর্ণ, মাহিষ নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া বারংবার প্রলেপ দিলে অথবা করবীর-মূলের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখিলে পামা নিবারিত হয়।

অবল্গুজং কাসমর্দ্দং চক্রমর্দ্দং নিশাযুগম্। মাণিমন্থঞ্চ তুল্যাংশং মস্তুকাঞ্জিকপেষিতম্। কণ্ডূং কচ্ছুং জয়ত্যুগ্রাং সিদ্ধ এব প্রয়োগরাট্॥
সোমরাজী, কালকাসুন্দার বীজ, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া দধির মাতে বা কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডূ ও কচ্ছু প্রশমিত হয়।

কোমলসিংহাস্যদলং সনিশং সুরভীজলেন সংপিষ্টম্। দিবসত্রয়েণ নিয়তং ক্ষপয়তি কচ্ছুং বিলেপনতঃ॥
কচি বাসকপত্র ও হরিদ্রা, গোমূত্রে বাটিয়া তিনদিন বারংবার প্রলেপ দিলে কচ্ছু নষ্ট হয়।

পর্ণানি পিষ্ট্বা চতুরঙ্গুলস্য তক্রেণ পর্ণান্যথ কাকমাচ্যাঃ। তৈলাক্তগাত্রস্য নরস্য কুষ্ঠান্যুদ্বর্ত্তয়েদশ্বহনচ্ছদৈশ্চ॥
রোগির গাত্রে তৈল মাখাইয়া সোন্দালপত্র, কাকমাচীপত্র ও করবীপত্র, তক্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে।

বিড়ঙ্গসৈন্ধবশিবাশশিরেখাসর্ষপকরঞ্জরজনীভিশ্চ। গোজলপিষ্টো লেপঃ কুষ্ঠহরো দিবসনাথসমঃ॥
বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, সোমরাজী, শ্বেতসর্ষপ, ডহরকরঞ্জবীজ ও হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠনাশ হয়।

বিষবরুণহরিদ্রাচিত্রকাগারধূম-মনলমরিচদূর্ব্বাঃ ক্ষীরমর্কস্নুহীভ্যাম্। দহতি পতিতমাত্রং কুষ্ঠজাতীরশেষাঃ কুলিশমিব সরোষা-চ্ছক্রহস্তাদ্ বিমুক্তম্॥
মিঠাবিষ, বরুণছাল, হরিদ্রা, চিতা, ঝুল, ভেলা, মরিচ ও দূর্ব্বা, এই সকল দ্রব্য আকন্দের ও সিজের আঠায় পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নানা প্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

স্নুক্‌কাণ্ডে সর্ষপাৎ কল্কঃ করীষানলপাচিতঃ। লেপাদ্ বিচর্চ্চিকাং হন্তি রাগবেগ ইব ত্রপাম্॥
সীজের ডাল চিরিয়া, তাহার এক খণ্ডের মধ্যভাগ কুরিয়া শূন্যগর্ভ করিবে। পরে উহা শ্বেতসর্ষপের কল্ক দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার উপর অপর খণ্ড চাপা দিয়া রজ্জু দ্বারা বান্ধিবে। তদনন্তর উহা মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া ঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক করিবে। ঐ পক্ব সর্ষপকল্কের প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা নামক কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

স্নুক্‌কাণ্ডশুষিরে দগ্ধ্বা গৃহধূমং সসৈন্ধবম্। অন্তর্ধূমং তৈলযুক্তং লেপাদ্ধন্তি বিচর্চ্চিকাম্॥
সীজের নলের মধ্যে ঝুল ও সৈন্ধবলবণ পূরিয়া, উহা একটি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া, হাঁড়ীর মুখে একখানি শরা চাপা দিয়া, সন্ধিস্থান মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে ঐ হাঁড়ী চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিয়া হাঁড়ীর মধ্যস্থ ঔষধ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। ঐ দগ্ধক্ষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা রোগের ধ্বংস হয়।

নারিকেলোদকে ন্যস্তস্তণ্ডুলঃ পূতিতাং গতঃ। লেপাদ্ বিপাদিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্॥
একটি সজল নারিকেলের মধ্যে কতকগুলি তণ্ডুল রাখিবে, কিছুদিন পরে তণ্ডুল পচিয়া গেলে তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে, তাহাতে দীর্ঘকালজাত বিপাদিকা প্রশমিত হইবে।

উন্মত্ততৈলম্

উন্মত্তকস্য বীজেন মাণকক্ষারবারিণা। কটুতৈলং বিপক্কবাং শীঘ্রং হন্তি বিপাদিকাম্ ॥
কটুতৈল ৪ সের। মাণের ডাঁটা ও পত্রভস্মের ক্ষারজল ১৬ সের। ধুতূরাবীজের কল্ক ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল প্রয়োগ করিলে বিপাদিকা প্রশমিত হয়।

সর্জ্জরসসিন্ধুসম্ভবগুড়মধুমহিষাক্ষগৈরিকং সঘৃতম্। সিক্‌থকমেতচ্চ পক্বং পাদস্ফুটনাপহং সিদ্ধম্॥
ধূনা, সৈন্ধব, গুড়, মধু, গুগ্‌গুলু, গিরিমাটী ও ঘৃত, এই সকল দ্রব্য পাক করিয়া যখন প্রলেপযোগ্য সিক্‌থাকার হইবে, তখন উহা দ্বারা প্রলেপ দিবে, তাহাতে পাদস্ফোট প্রশমিত হইবে।

তিলকুসুমলবণগোজলকটুতৈলং লৌহভাজনে কৃত্বা। শোধিতমর্কময়ূখৈঃ পাদস্ফুটনং নিহন্তি লেপেন॥
তিলফুল, সৈন্ধবলবণ, গোমূত্র ও কটুতৈল, এই সকল দ্রব্য লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে উহার প্রলেপ দিবে। ইহাতেও পাদস্ফোট নিবারিত হইবে।

যঃ খাদেদভয়ারিষ্টমরিষ্টামলকানি চ। স জয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি মাসাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥
যে ব্যক্তি হরীতকী ও নিম্বপত্র কিংবা আমলকী ও নিম্বপত্র মাসাধিক কাল ভক্ষণ করে, তাহার সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

ছিন্নায়াঃ স্বরসো বাপি সেব্যমানো যথাবলম্। জীর্ণে ঘৃতেন ভুঞ্জীত স্বল্পং যূষোদকেন বা।
অতিপূতিশরীরোঽপি দিব্যরূপী ভবেন্নরঃ॥
বলানুসারে গুলঞ্চের রস পান করিয়া তাহা জীর্ণ হইলে ঘৃতের সহিত বা মুদ্গাদির যূষের সহিত পথ্য ভোজন করিলে পূতিশরীরও দিব্যরূপী হয়।

তীব্রেণ কুষ্ঠেন পরীতদেহো যঃ সোমরাজীং নিয়মেন খাদেৎ। সংবৎসরং কৃষ্ণতিলদ্বিতীয়াং স সোমরাজীং বপুষাতিশেতে॥
নিয়মপূর্ব্বক এক বৎসরকাল সোমরাজীবীজ ও কৃষ্ণতিল (প্রত্যেক ৩।৪ মাষা) একত্র ভক্ষণ করিলে তীব্রকুষ্ঠ নষ্ট হইয়া দেহ অতি সুন্দর ও লাবণ্যময় হয়।

কুষ্ঠবৈরিভবং তৈলং কুষ্ঠঘ্নং চর্ম্মদোষনুৎ॥
চাউলমুগ্‌রার তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ ও ত্বগ্‌দোষ বিনষ্ট হয়।

তন্মজ্জনা মধূত্থেন লিপ্তং গন্ধাশ্মনা তথা। কুষ্ঠং সর্ব্ববিধঞ্চৈব নাশং যাতি না সংশয়ঃ॥
চাউলমুগ্‌রার বীজের শস্য, মোম্ ও গন্ধকচূর্ণ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

চূর্ণোদকেন কুষ্ঠঘ্ন-তৈলং কুষ্ঠহরং পরম্॥
গর্জ্জন তৈল ৮।১০ বিন্দু কিঞ্চিৎ চূণের জলের সহিত পান করিলে কুষ্ঠ নিবারিত হয়। এই তৈল কুষ্ঠে লাগাইলেও উপকার হইয়া থাকে।

কুষ্ঠমাশু ক্ষয়ং যাতি পঞ্চগব্যনিষেবণাৎ॥
প্রতিদিন পঞ্চগব্য পান করিলেও কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠানাং বিনিবৃত্তৌ চ গোমূত্রং পরমৌষধম্। অভয়াসহিতং তদ্ধি ধ্রুবং সিদ্ধিপ্রদং মতম্॥
কুষ্ঠ নিবারণে গোমূত্র পরম ঔষধ। হরীতকীর সহিত গোমূত্র সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

মঞ্জিষ্ঠাদিঃ

মঞ্জিষ্ঠা বাকুচী চক্রমর্দ্দশ্চ পিচুমর্দ্দকঃ। হরীতকী হরিদ্রা চ ধাত্রী বাসা শতাবরী॥ বলা নাগবলা যষ্টি-মধুকং ক্ষুরকোঽপি চ। পটোলস্য লতোশীরং গুড়ূচী রক্তচন্দনম্॥ মঞ্জিষ্ঠাদিরয়ং ক্বাথঃ কুষ্ঠানাং নাশনঃ পরঃ। বাতরক্তস্য সংহর্ত্তা কণ্ডূমণ্ডলনাশনঃ॥
মঞ্জিষ্ঠা, সোমরাজী, চাকুন্দেবীজ, নিমছাল, হরীতকী, হরিদ্রা, আমলা, বাসকপত্র, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, কুলেখাড়াবীজ, পটোললতা, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডূ ও মণ্ডল বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদিঃ

অমৃতৈরণ্ডবাসাশ্চ সোমরাজী হরীতকী। ক্বাথ এষাং হরেৎ কুষ্ঠং বাতরক্তঞ্চ দারুণম্॥
গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক।

পঞ্চকষায়ঃ

বচাবাসাপটোলানাং নিম্বস্য ফলিনীত্বচঃ কষায়ো মধুনা পীতো বান্তিকৃন্মদনান্বিতঃ॥
বচমূল, বাসকমূল, পটোলমূল, নিমছাল ও প্রিয়ঙ্গুছাল, বমনার্থক ক্বাথবিধি অনুসারে ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত ও তাহা মদনফল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে বমন হইয়া কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়।

বিভীতকত্বঙ্‌ মলয়ুজটানাং ক্বাথেন পীতং গুড়সংযুতেন। অবল্গুজং বীজমপাকরোতি শ্বিত্রাণি কৃচ্ছ্রাণ্যপি পুণ্ডরীকম্॥
বহেড়ার ছাল ও কাকডুমুরের মূল, ইহাদের ক্বাথে গুড় মিশ্রিত করিয়া, সেই ক্বাথের সহিত সোমরাজীবীজ পান করিলে শ্বিত্র (ধবল) ও পুণ্ডরীক কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

বায়সোড়গজাকুষ্ঠ-কৃষ্ণাভির্গুড়িকা কৃতা। বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টা লেপাচ্ছিত্রবিনাশিনী॥
কাকমাচী, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হয়।

পূতিকার্কস্নুক্ নরেন্দ্রদ্রুমাণাং মূত্রৈঃ পিষ্টাঃ পল্লবাঃ সৌমনাশ্চ। লেপাচ্ছিত্রং ঘ্নন্তি দদ্রুব্রণাংশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংস্যুগ্রনাড়ীব্রণাংশ্চ॥

নাটাকরঞ্জ, আকন্দ, সীজ ও সোন্দাল, ইহাদের পত্র ও জাতীপত্র, গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে শ্বিত্র, দদ্রু, ব্রণ, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও নালী-ঘা প্রশমিত হয়।

কুড়বো বাকুচীবীজাদ্ধরিতালং পলান্বিতম্। গবাং মূত্রেণ সংপিষ্টং প্রলেপাচ্ছিত্রনাশনম্॥

সোমরাজীবীজ ৪ পল ও হরিতাল ১ পল গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হয়।

গজচিত্রব্যাঘ্রচর্ম্ম-মসীতৈলবিলেপনাৎ। শ্বিত্রং নাশং ব্রজেৎ কিংবা পূতিকীটবিলেপনাৎ॥

হস্তী বা চিতাবাঘের চর্ম্মভস্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা পাদুরিয়া পোকার প্রলেপ দিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্কাথমবল্গুজরজোহন্বিতম্। ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্কাথং পীত্বা চ মধুসংযুতম্। শঙ্খকুন্দেন্দুধবলং জয়েচ্ছিত্রং ন সংশয়ঃ॥

আমলকী ও খদিরের ক্কাথে মধু বা সোমরাজীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ধবল রোগ নষ্ট হয়।

শ্বেতজয়ন্তীমূলং পীতং পিষ্টঞ্চ পয়সৈব। শ্বিত্রং নিহন্তি নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা॥

রবিবারে শ্বেতজয়ন্তীমূল দুগ্ধে বাটিয়া খাইলে ধবল বিনষ্ট হয়।

গুঞ্জাফলাগ্নিচূর্ণস্তু লেপিতং শ্বেতকুষ্ঠনুৎ। শিলাপামার্গভস্মাপি লেপাচ্ছিত্রং বিনাশয়েৎ॥

কুঁচফল ও চিতামূল চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র নষ্ট হয়। মনছাল ও আপাঙ্গের ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলেও ধবলের শান্তি হয়।

ক্ষারে সুদগ্ধে গজলণ্ডজে চ গজস্য মূত্রেণ বহুস্রুতে চ। দ্রোণপ্রমাণং দশভাগযুক্তং দত্ত্বা পচেদ্ বীজমবল্গুজস্য॥ এতদ্ সদা চিক্কণতামুপৈতি তদা সুসিদ্ধাং গুড়িকাং প্রকুর্য্যাৎ। শ্বিত্রং প্রলিম্পেদেথ তেন ঘৃষ্টং তদা ব্রজত্যাশু সবর্ণভাবম্॥ (হস্তিপুরীষভস্মনঃ ষট্পঞ্চাশৎ পলাধিকপলশতদ্বয়ং গ্রাহ্যং, ক্ষারোদকাদ্ দশমাংশেন কিঞ্চিন্ন্যূনত্রয়োদশ-মাষাধিকৈকপঞ্চাশৎ পলানি)।

হস্তীর পুরীষভস্ম ৩২ সের, হস্তীর ১৯২ সের মূত্রে পাক করিয়া বহুবার (৭ বা ২১ বার) ছাঁকিয়া লইবে। সেই ক্ষারজল ৬৪ সের লইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিদধিক ৬ সের সোমরাজীবীজ দিয়া পাক করিবে এবং ঘন হইলে নামাইবে। ধবলস্থান ঘর্ষণ করিয়া ইহার প্রলেপ দিলে ধবল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চনিম্বম্

নিম্বস্য পত্রং মূলানি সত্বক্পুষ্পফলানি চ। চূর্ণিতানি ঘৃতক্ষৌদ্র-সংযুতানি দিনে দিনে॥ লিহ্যাৎ পিবেদ্ বা মূত্রেণ সংযুক্তান্যদকেন বা। মদিরামলতোয়েন পয়সা বা যথাবলম্॥ ভুঞ্জীত ঘৃতযূষাদ্যৈঃ শাল্যন্নং পয়সাপি বা। সর্ব্বকুষ্ঠবিসর্পার্শো-নাড়ীদুষ্টব্রণানপি॥ কামলাঞ্চ গদান্ হন্যাৎ তথা পিত্তকফাস্রজান্। সংবৎসরপ্রয়োগেণ সর্ব্ববর্জ্জ্যবিবর্জ্জিতঃ। জয়ত্যেতৎ পঞ্চনিম্বং রসায়নমনুত্তমম্॥

নিমের পত্র, মূল, ত্বক্, পুষ্প ও ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাহা ঘৃত, মধু, গোমূত্র, জল, মদ্য, আমলকীর রস অথবা দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে এক বৎসরে সকল প্রকার কুষ্ঠ, বিসর্প, অর্শঃ, নাড়ীব্রণ ও দুষ্টব্রণ প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। পথ্য—ঘৃত, দুগ্ধ, যূষ ও শালি তণ্ডুলের অন্ন প্রভৃতি। মৎস্যাদি কুপথ্য ভোজন নিষিদ্ধ।

পঞ্চনিম্বম্ (মতান্তরে)

পুষ্পকালে চ পুষ্পাণি ফলকালে ফলানি চ। সংচূর্ণ্য পিচুমর্দ্দস্য ত্বঙ্‌মূলানি দলানি চ ॥ দ্বিরংশানি সমাহৃত্য ভাগিকানি প্রকল্পয়েৎ। ত্রিফলা ত্র্যষণং ব্রহ্মী শ্বদংষ্ট্রারুষ্করাগ্নিকাঃ॥ বিড়ঙ্গসারবারাহী-লৌহচূর্ণামৃতাঃ সমাঃ। হরিদ্রাদ্বয়বাগুজী-ব্যাধিঘাতাঃ সশর্করাঃ ॥ কুষ্ঠেন্দ্রযবপাঠাশ্চ কৃত্বা চূর্ণং সুসংযুতম্। খদিরাসননিম্বানাং ঘনক্কাথেন ভাবয়েৎ॥ সপ্তধা পঞ্চনিম্বঞ্চ মার্কবস্বরসেন চ। স্নিগ্ধশুদ্ধতনুর্ধীমান্ যোজয়েচ্চ শুভে দিনে॥ মধুনা তিক্তহবিষা খদিরাসনবারিণা। সেব্যমুষ্ণাম্বুনা বাপি কোলবৃদ্ধ্যা পলং পিবেৎ। জীর্ণে চ ভোজনং কার্য্যং স্নিগ্ধং লঘু হিতঞ্চ যৎ॥ বিচর্চ্চিকৌডুম্বরপুণ্ডরীক-কাপালদদ্রুকিটিমালসাদি। শতারুবিস্ফোটবিসর্পপামাঃ কুষ্ঠপ্রকোপাং বিবিধং কিলাসম্॥ ভগন্দরং শ্লীপদবাতরক্তং জড়ান্ধ্যনাড়ীব্রণশীর্ষরোগান্। সর্ব্বান্ প্রমেহান্ প্রদরাংশ্চ সর্ব্বান্ দংষ্ট্রাবিষং মূলবিষং নিহন্তি॥ স্থূলোদরঃ সিংহকৃশোদরশ্চ সুশ্লিষ্টসন্ধির্ম ধ্রুনোপযোগাৎ। সমোপযোগাদপি যে দশন্তি সর্পাদয়ো যান্তি বিনাশমাশু॥ জীবেচ্চিরং ব্যাধিজরাবিযুক্তঃ শুভে রতশ্চন্দ্রসমানকান্তিঃ॥ (খদিরাসননিম্বানাং ঘনক্কাথেনেতি খদিরাদীনাং প্রত্যেকমষ্টভাগাবশেষেণ ক্কাথেন ভাবনা। তিক্তহবিষেতি বক্ষ্যমাণতিক্তষট্‌পলঘৃতেন। স্নিগ্ধশুদ্ধতনুত্বং স্নেহক্রিয়াবমনবিরেচনাদিনা)।

নিমের ফুল, ফল, ছাল, পত্র ও মূল প্রত্যেক ২ তোলা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ব্রহ্মী, গোক্ষুর, ভেলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গসার, চামারআলু, লৌহচূর্ণ, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজীবীজ, সোন্দালমজ্জা, চিনি, কুড়, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি প্রত্যেক ১ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মর্দ্দন করিয়া খদির, অসনছাল ও নিমছাল ইহাদের প্রত্যেকের ঘনক্কাথে এবং ভীমরাজের রসে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। স্নেহক্রিয়া বমন ও বিরেচনান্তে এই পঞ্চনিম্ব যথাযোগ্য মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—মধু, তিক্তষট্‌পল ঘৃত, খদির ও অসনের ক্কাথ অথবা উষ্ণজল। ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া ৮ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ঔষধ জীর্ণ হইলে ঘৃতাদি সংযুক্ত লঘু অন্ন পথ্য করিবে (অজীর্ণসত্ত্বে ভোজন নিষিদ্ধ)। ইহা সেবন করিলে বিচর্চ্চিকা, ঔডুম্বর, পুণ্ডরীক ও কাপাল প্রভৃতি নানাবিধ কুষ্ঠ ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হইয়া শরীর ব্যাধিশূন্য এবং উজ্জ্বল ও কান্তিযুক্ত হয়।

অমৃতাগুগ্‌গুলুঃ

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূল্যাস্তথা শতম্। পাঠামূর্ব্বাবলাতিক্তা দার্ব্বীগন্ধর্ব্বহস্তকঃ॥ এষাং দশপলান্ ভাগান্ বিভীতক্যাঃ শতং হরেৎ। দ্বে শতে চ হরীতক্যা আমলক্যাস্তথা শতম্॥ জলদ্রোণত্রয়ে পক্ত্বা অষ্টভাগাবশেষিতম্। প্রস্থং গুগ্‌গুলুমাহৃত্য প্রস্থার্দ্ধঞ্চ ঘৃতং পচেৎ ॥ পাকসিদ্ধৌ প্রদাতব্যং গুড়ূচ্যাঃ সত্ত্বমেব চ। পলদ্বয়ং তথা শুণ্ঠ্যাঃ পিপ্পল্যাশ্চ পলদ্বয়ম্॥ ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জ্ঞাত্বা দোষবলাবলম্। অষ্টাদশসু কুষ্ঠেষু বাতরক্তগদেষু চ ॥ কামলামামবাতঞ্চ অগ্নিমান্দ্যং ভগন্দরম্। পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং প্লীহানমুদয়ং তথা। এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং তথা॥ (অয়ং বাতরক্তে প্রশস্তঃ)।

গুলঞ্চ ১২॥০ সের, দশমূল ১২॥০ সের; আক্‌নাদি, মূর্ব্বামূল, বেড়েলা, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা ও এরণ্ডমূল প্রত্যেক ১০ পল; শ্লথপোট্টলীবদ্ধ বহেড়া ১০০টি, হরীতকী ২০০টি, আমলকী ১০০টি এবং দোলাস্থ পোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু ২ সের, এই সমুদায় একত্র ১৯২ সের জলে পাক করিয়া ২৪ সের থাকিতে নামাইবে। এই ক্কাথ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ঐ গুগ্‌গুলু ২ সের গুলিয়া দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমস্ত বীজরহিত করিয়া ২ সের ঘৃতে ভাজিয়া ঐ ক্কাথে দিয়া সমুদায় একত্র পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে গুলঞ্চের চিনি,

শুঁঠচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেক ২ পল প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কামলা, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য ও ভগন্দর প্রভৃতি নানারোগের শান্তি হয়।

একবিংশতিকো গুগ্‌গুলুঃ

চিত্রকত্রিফলাব্যোষ যমজাজীং কারবীং বচাম্। সৈন্ধবাতিবিষে কুষ্ঠং চব্যৈলাযবশূকজম্॥ বিড়ঙ্গান্যজমোদাঞ্চ মুস্তান্যমরদারু চ। যাবন্ত্যেতানি সর্ব্বাণি তাবন্মাত্রন্তু গুগ্‌গুলুম্॥ সংক্ষুদ্য সর্পিষা সার্দ্ধং গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্। প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত যথাবলম্॥ হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি ক্রিমীন্ দুষ্টব্রণানপি। গ্রহণ্যর্শোবিকারাংশ্চ মুখাময়গলগ্রহান্॥ গৃধ্রসীমথ ভগ্নঞ্চ গুল্মঞ্চাপি নিযচ্ছতি। ব্যাধীন্ কোষ্ঠাগতাংশ্চান্যান্ জয়েদ্বিষ্ণুরিবাসুরান্॥

চিতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধব, আতইচ, কুড়, চই, এলাইচ, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, যমানী, মুতা ও দেবদারু এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিবে। চূর্ণের পরিমাণ যত হইবে, তাহাতে তত পরিমাণে গুগ্‌গুলু দিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করত উপযুক্ত মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে অথবা ভোজন সময়ে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগসকল প্রশমিত হয়।

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্‌গুলুঃ

নিম্বামৃতাবৃষপটোলনিদিগ্ধিকানাং ভাগান্ পৃথগ্‌দশপলান্ বিপচেদ্ ঘটোঽপাম্॥ অষ্টাংশশেষিতরসেন সুনিশ্চিতেন প্রস্থং ঘৃতস্য বিপচেৎ পিচুভাগকল্কৈঃ॥ পাঠাবিড়ঙ্গসুরদারুগজোপকুল্যা-দ্বিক্ষারনাগরনিশামিশিচব্যকুষ্ঠৈঃ। তেজোবতীমরিচবৎসকদীপ্যকাগ্নি-রোহিণ্যরুষ্করবচাকণমূলযুক্তৈঃ॥ মঞ্জিষ্ঠয়াতিবিষয়া বরয়া যমান্যা সংশুদ্ধগুগ্‌গুলুপলৈরপি পঞ্চসংখ্যৈঃ। তৎ সেবিতং বিষমতিপ্রবলং সমীরং সন্ধ্যস্থিমজ্জগতমপ্যথ কুষ্ঠমীদৃক্॥ নাড়ীব্রণার্ব্বুদভগন্দরগণ্ডমালা-জত্রূর্দ্ধসর্ব্বগদগুল্ম-গুদোত্থমেহান্। যক্ষ্মারুচিশ্বসনপীনসকাসশোষ হৃৎপাণ্ডুরোগগলবিদ্রধিবাতরক্তম্॥

(ক্বাথারম্ভসময়ে গুগ্‌গুলুং শ্লথপোট্টলিকায়াং বদ্ধা দোলাযন্ত্রেং স্বিন্নং কৃত্বা তপ্তেন ক্বাথজলেন ছানয়িত্বা ঘৃতে নিক্ষিপ্য পচেৎ। মিষি শতপুষ্পা নতু মধুরিকা, বৃদ্ধাব্যবহারাৎ॥)

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র, কন্টকারী প্রত্যেক ১০ পল; শ্লথপোট্টলীবদ্ধ গুগ্‌গুলু ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। ছাঁকিয়া লইয়া উষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত পোট্টলীস্থ গুগ্‌গুলু গুলিয়া লইবে। পরে ঘৃতের সহিত এই ক্বাথ জল পাক করিবে। কল্কার্থ—আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, শুল্‌ফা, চই, কুড়া, লতাফট্‌কী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, চিতামূল, কট্‌কী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, ত্রিফলা ও বনযমানী প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে বিষদোষ, কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, অর্ব্বুদ, ভগন্দর, গণ্ডমালা ও গুল্ম প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

অমৃতভল্লাতকম্

ভল্লাতকানাং পবনোদ্ধতানাং বৃন্তচ্যুতানাঞ্চ যদাঢ়কং স্যাৎ। তচ্চেষ্টকাচূর্ণকণৈর্বিঘৃষ্য প্রক্ষালয়িত্বা বিসৃজেৎ প্রবাতে॥ শুষ্কং পুনস্তদ্ বিদলীকৃতঞ্চ ততঃ পচেদপ্সু চতুর্গুণাসু।* তৎ পাদশেষং পরিপূতশীতং ক্ষীরেণ তুল্যেন পুনঃ পচেৎ তু॥ তৎ পাদশেষং পুনরেব শীতং ঘৃতেন তুল্যেন পুনঃ পচেৎ তু।

---

* ইতঃ পরস্য সার্দ্ধশ্লোকস্য পাঠান্তরং যথা সারাবল্যাম্ —
পাদাবশিষ্টন্তু পুনঃ পচেৎ তৎ ক্ষীরস্য প্রস্থস্তু চতুষ্টয়ং হি। প্রস্থং ঘৃতস্যাপি যথা ঘনং স্যাৎ সিতাপলৈঃ ষোড়শভিঃ ক্ষিপেচ্চ॥ ব্যোষং ত্রিজাতং গজপুষ্পলৌহং পলং বিমিশ্র্যোন্মথিতং নিধায়॥

তদৰ্দ্ধয়া শর্করয়া বিকীর্ণং ততঃ খজেনোন্মথিতং বিধায়॥ তৎ সপ্তরাত্রাদুপজাতবীর্য্যং সুধারসাদপ্যধিকত্বমেতি। প্রাতর্ব্বিবুদ্ধঃ কৃতদেবকার্য্যো মাত্রাঞ্চ খাদেৎ স্বশরীরযোগ্যাম্॥ ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি না চাপতে চাধ্বনি মৈথুনে চ। যথেষ্টচেষ্টো বিহিতোপযোগাদ্ ভবেন্নরঃ কাঞ্চনরাশিগৌর॥ অনন্যমেধা নরসিংহতেজা হৃষ্টেন্দ্রিয়োহব্যাহতবুদ্ধিসত্ত্বঃ। দন্তাশ্চ শীর্ণাঃ পুনরুদ্ভবন্তি কেশাশ্চ শুক্লাঃ পুনরেব দিব্যাঃ॥ নীলাঞ্জনালিপ্রতিমা ভবন্তি ত্বচো বিবর্ণাঃ পুনরেব দিব্যাঃ। বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুলিনাসিকোহপি ক্রিম্যর্দ্দিতো ভিন্নগলোহপি কুষ্ঠী॥ সোহপি ক্রমাদঙ্কুরিতাগ্রশাখ-স্তরুর্যথা ভাতি নভোহম্বুসিক্তঃ। উষ্ট্রান্ ময়ূরান্ জয়তি স্বরেণ বলেন না গন্তরগো জবেন॥ রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রসাদাদ্ বৃহস্পতের-প্যধিকোহপি বুদ্ধ্যা। গ্রন্থান্ বিশালান্ পুনরুক্তিদোষান্ গৃহ্নাতি শীঘ্রং ন চ নশ্যতে তু॥ কুর্ব্বন্নিমং কল্পমনল্পবুদ্ধির্জীবেন্নরো বর্ষশতানি পঞ্চ। রাজা হ্যয়ং সর্ব্বরসায়নানাং চকার যোগভগবানগস্ত্যঃ॥

বৃক্ষ হইতে পতিত সুপক্ক ভেলা ৮ সের, ইটের গুঁড়া দিয়া ঘর্ষণ ও জলে প্রক্ষালন করিয়া বায়ুতে শুষ্ক করিবে। পরে ঐ ভেলাসকল দ্বিখণ্ড করিয়া ৩২ সের জলে পাক করিবে, ৮ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ৮ সের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে, পাদশেষ থাকিতে নামাইয়া ক্ষীর ছাঁকিয়া ফেলিবে এবং ৮ সের ঘৃতের সহিত পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ৪ সের চিনি প্রক্ষেপ দিয়া এবং হাতা দ্বারা উত্তমরূপে নাড়িয়া তদবস্থায় ৭ দিন রাখিবে (পাঠান্তরে—পুনঃপাকে দুগ্ধ ১৬ সের, ঘৃত ৪ সের, চিনি ২ সের, ত্রিকটু, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও লৌহ প্রত্যেক ১ পল)। ইহাতে ঔষধ অতিশয় বীর্য্যবান্ ও গুণযুক্ত হয়। ইহা স্থূল বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। সেবনকালে ইচ্ছামত আহার বিহারাদি করিতে পারা যায়। ইহাতে কুষ্ঠাদি নানা রোগের ধ্বংস হইয়া বলবীর্য্য ও বুদ্ধিশক্তি প্রবল এবং দুর্বল ইন্দ্রিয়সকল সবল হইয়া কার্য্যক্ষম হয়। (মাত্রা—॥০ হইতে ২ তোলা)।

মহাভল্লাতকগুড়ঃ

নিম্বং গোপারুণা কট্বী ত্রায়ন্তী ত্রিফলা ঘনঃ। পর্পটাবল্গুজানন্তা বচা খদিরচন্দনম্॥ পাঠা শুণ্ঠী শঠী ভার্গী বাসা ভূনিম্ববৎসকম্। শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা বিড়ঙ্গেন্দ্রবিষানলম্॥ হস্তিকর্ণামৃতা দ্রেকা পটোলং রজনীদ্বয়ম্। কণারগ্বধসপ্তাহ্ব-কৃষ্ণবেত্রোচ্চটাফলম্॥ ভূকন্দং তৃণপর্ণঞ্চ জিঙ্গীপদ্মাটমুষলী। বিষ্বক্সেনা চ কৈটর্য্যং শরপুঙ্খাথ কঞ্চুকী॥ এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥ ভল্লাতকসহস্রাণি ত্রীণি ছিত্ত্বার্ম্মণেহম্ভসি। চতুর্ভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥ তৌ কষায়ৌ সমাদায় বস্ত্রপূতৌ চ কারয়েৎ। গুড়স্য তু তুলাং তাভ্যাং কষায়াভ্যাং পচেদ্ ভিষক্॥ ভল্লাতকসহস্রাণাং মজ্জানং তত্র দাপয়েৎ। ত্রিকটুত্রিফলামুস্ত-সৈন্দবানাং পলং পলম্॥ দীপাকস্য পলঞ্চৈব চাতুর্জ্জাতং পলাংশিকম্। সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেদত্র গন্ধকঞ্চ চতুষ্পলম্॥ স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্। মহাভল্লাতকো হ্যেষ মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ॥ জগতস্তু হিতার্থায় জয়েচ্ছীঘ্রং নিষেবিতঃ। শ্বিত্রমৌড়ুম্বরং দদ্রুমৃষ্যজিহ্বং সকাকণম্॥ পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা। কণ্ডূং কাপালকুষ্ঠঞ্চ পামানং সবিপাদিকম্॥ বাতরক্তমুদাবর্ত্তং পাণ্ডুরোগং ব্রণক্রিমীন্। অর্শাংসি ষট্প্রকারাণি কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্॥ তদভ্যাসেন পলিতমামবাতং সুদুস্তরম্। অনুপানে প্রযোক্তব্যং ছিন্নাক্বাথং পয়োহথবা। ভোজনে চ তথা যোজ্যমুষ্ণঞ্চান্নং বিশেষতঃ॥

নিমছাল, শ্যামালতা, আতইচ (কেহ বলেন, তেউড়ী), কট্‌কী, বলাডুমুর, ত্রিফলা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, সোমরাজীবীজ, অনন্তমূল, বচ, খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আক্‌নাদি, শুঁঠ, শটী, বামুনহাটী, বাসকমূলের ছাল, চিরতা, কুড়চিমুলের ছাল, বিদ্ধড়ক, রাখালশশার মূল, মুর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ,

ইন্দ্রযব, বিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণপলাশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, সোন্দালফলের মজ্জা, ছাতিমছাল, কৃষ্ণবেত্র, লালকুঁচ, ওল, চিনাঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেবীজ, তালমূলী, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌ফল, শরপুঙ্খ, শিরীষছাল প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। ভেলা ৩০০০টি, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই উভয় ক্বাথ ছাঁকিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২।।০ সের ও এক সহস্র ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ---ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, সৈন্ধব ও যমানী (সারাবলী মতে, জীরা) প্রত্যেক ১ পল ; গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা, গন্ধক ৪ পল ; যথাবিধি পাক করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, ব্রণ, ক্রিমি, ষট্‌প্রকার অর্শঃ ও ভগন্দর প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। অনুপান---গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা দুগ্ধ। পথ্য---উষ্ণ অন্ন।

অমৃতাঙ্কুরলৌহম্

হুতাশমুখশুদ্ধস্য পলমেকং রসস্য বৈ। পলং লৌহস্য তাম্রস্য পলং ভল্লাতকস্য চ॥ গন্ধকস্য পলঞ্চৈকমভ্রকস্য চ গুগ্‌গুলোঃ।* হরীতকীবিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং দ্বয়োঃ॥ অষ্টমাষাধিকং তত্র ধাত্র্যাঃ পাণিতলানি ষট্। ঘৃতং দ্বাষ্ট (হ্যষ্ট) গুণং লৌহাদ্দ্বাত্রিংশৎ ত্রিফলাজলম্॥ এবং কৃত্বা পচেৎ পাত্রে লৌহে চ বিধিপূর্ব্বকম্। পাকমেতস্য জানীয়াৎ কুশলো লৌহপাকবিৎ॥ বুদ্ধঃ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ। রক্তিকাদিক্রমেণৈব ঘৃতভ্রামরমর্দ্দিতম্। লৌহে লৌহস্য দণ্ডেন কুর্য্যাদেতদ্রসায়নম্। অনুপানঞ্চ কুর্ব্বীত নারিকেলোদকং পয়ঃ॥ সর্ব্বকুষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম্। পাণ্ডুমেহামবাতঘ্নং বাতরক্তরুজাপহম্॥ ক্রিমিশোথাশ্মরীশূলং দুর্নামবাতরোগনুৎ। ক্ষয়ং হন্তি মহাশ্বাসমত্যর্থং শুক্রবর্দ্ধনম্। অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং কান্ত্যায়ুর্ব্বলবৃদ্ধিকৃৎ॥ বিবর্জ্জ্য শাকাম্লমপি স্ত্রিয়ঞ্চ সেব্যো রসো জাঙ্গললাবকানাম্। শাল্যোদনং ষষ্টিকমাজ্যমুদ্গাক্ষৌদ্রং গুড়ক্ষীরমিহ ক্রিয়ায়াম্॥ শালিঞ্চ গুর্ব্বাদি বৃহৎকরঞ্জ-শিলাজতু ক্ষৌদ্রযুতং পয়শ্চ সর্পির্যুতান্ ভক্ষয়তো বিহঙ্গান্। প্রপুষ্যতে দুর্ব্বলদেহধাতুঃ॥ কৃষ্ণস্য পক্ষস্য সিতে তু পক্ষে ত্রিপঞ্চ রাত্রেণ যথা শশাঙ্কঃ॥ পাকলক্ষণং যথা---

বস্ত্রে নিষ্পীড়িতং সূক্ষ্মে স্থূলতন্তৌ ঘনে দৃঢ়ে। সমুদ্রং জায়তে ব্যক্তং ন নিঃসরতি সন্ধিভিঃ। ন চ শব্দায়তে বহ্নৌ তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥

(হুতাশনমুখসংশুদ্ধ-রসগন্ধকাভ্যাং কজ্জলীকৃত্য প্রস্তরভাজনে পিণ্ডিকা কার্য্যা, ততঃ পিণ্ডিকোপারি তপ্ত-তাম্রভাজনং নিবেশনীয়ম্ ততঃ কিঞ্চিৎ পর্পট্যাকৃতৌ ভূতায়াং ষোড়শাংশং টঙ্কণক্ষারং দত্ত্বা অন্যমূষিকায়াং কৃত্বা যাবদ্ গন্ধকসম্বন্ধো নোপলভ্যতে তাবদেব ধ্মাতব্যম্। এবমগ্নৌ স্থিরীকৃতো রসস্য পল ১। এবং লৌহাদিগুগ্‌গুল্বন্তানাং প্রত্যেকং পল ১, ঘৃত পল ১৬ সর্ব্বমেকীকৃত্য লৌহপাত্রে ত্রিফলাক্বাথেন পচনীয়ম্, শেষপাকে প্রক্ষেপার্থং যথোক্তভাগং ত্রিফলাচূর্ণম্। চূং।

অমৃতাঙ্কুরলৌহে হুতাশমুখসংশুদ্ধপলমেকং রসস্য বৈ ইতি হুতাশমুখেত্যাদিবিশেষণেন রসসিন্দূরং গৃহ্ণন্তীতি কেচিং॥ অপরে তু হিঙ্গুলোদ্ভবং পারদং পাতনাযন্ত্রযোগাদ্ গৃহ্ণন্তি। বৃদ্ধাস্তু প্রায়ো রসসিন্দূরং ব্যবহরন্তি। রসাদিসর্ব্বমেকীকৃত্য লৌহপাত্রে ত্রিফলাক্বাথেন পচনীয়ম্, পাকশেষে তু ত্রিফলাচূর্ণং প্রক্ষিপেৎ। ইতি রসেন্দ্রটীকা।)

অগ্নিশোধিত (হিঙ্গুলোত্থ) পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া প্রস্তরপাত্রে রাখিয়া পিণ্ডাকার করিবে, পরে ঐ পিণ্ডোপরি কোন তপ্ত তাম্রপাত্রের চাপ দিয়া কিঞ্চিৎ

* অভ্রকস্য পলঞ্চৈকং গন্ধকস্য চতুষ্পলমিতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

পর্পটাকার করিবে এবং (উহার সহিত ১ তোলা সোহাগা মিশ্রিত করিয়া) মুষামধ্যে নিবেশিত করত কিঞ্চিৎ অগ্নিতাপ দিবে। অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত লৌহ ১ পল, তাম্র ১ পল, ভেলার মুটী ১ পল, অভ্র ১ পল, গুগ্‌গুলু ১ পল ও ঘৃত ১৬ পল সংযুক্ত করিয়া ৪ সের ত্রিফলার ক্বাথে (মিলিত ত্রিফলা ২ সের, পাকের জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের) পাক করিবে। শেষ পাকে হরীতকীচূর্ণ ৪ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১২ তোলা ৮ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে। মাত্রা—প্রথমতঃ ১ রতি, পরে বৃদ্ধি করিবে। ঘৃত ও মধু দিয়া মাড়িয়া নারিকেল জল বা দুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়। লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হইয়া অগ্নি, বল, বীর্য্য ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়।

তালকেশ্বরঃ

কুষ্মাণ্ডত্রিফলাতৈল-কন্যাকাঞ্জিকভাবিতম্। তালকং তুল্যগন্ধং স্যাদর্দ্ধপারদমর্দ্দিতম্॥ অজাক্ষীরেণ নিম্বুক-কন্যাতোয়ৈর্দিনত্রয়ম্। প্রত্যেকং ভাবয়েচ্ছুষ্কং চক্রিকাকারতাং গতম্॥ বিপচেদ্ধণ্ডিকামধ্যে পলাশক্ষারমধ্যগম্। যামান্ দ্বাদশ শীতেঽস্মিন্ প্রযোজ্যং রক্তিকাদ্বয়ম্॥ ইন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি রোমবিধ্বংসনং তথা। দ্বিবিধং বাতরক্তঞ্চ নাড়ীদুষ্টব্রণানি চ॥

হরিতাল ২ মাষা, কুমড়ার রসে, ত্রিফলার জলে, তিলতৈলে, ঘৃতকুমারীর রসে ও কাঁজিতে ভাবনা দিবে। পরে গন্ধক ২ মাষা ও পারদ ১ মাষা উভয়ে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলীর সহিত উল্লিখিত হরিতাল ২ মাষা মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে, লেবুর রসে ও ঘৃতকুমারীর রসে যথাক্রমে তিন দিন ভাবনা দিবে। পরে শুষ্ক ও চক্রাকার করিয়া হাঁড়ীর মধ্যে পলাশের ক্ষারের ভিতর স্থাপন করিয়া ১২ প্রহর পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া লইবে। মাত্রা—২ রতি। ইহাতে কুষ্ঠাদি নানারোগ প্রশমিত হয়।

তালকেশ্বরঃ

দদ্রুঘ্নবাণাঙিঘ্ররসং দত্ত্বা তালং সুচূর্ণিতম্। পুনঃপুনশ্চ সংমর্দ্দ্য শুষ্কং কৃত্বা পুটে দহেৎ॥ দৃঢ়স্থাল্যাং ধৃতং ক্ষারং পলাশপ্যাপ্যপর্য্যধঃ। ততো জ্বালা প্রদাতব্যা দিনরাত্রে মৃতং ভবেৎ॥ শুক্লবর্ণং যদা চ স্যাদগ্নৌ দত্তে ন ধূমকম্। তদা জ্ঞাতং মৃতং তালং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্॥ গলৎকুষ্ঠং বাতরক্তং তাম্রবর্ণঞ্চ মণ্ডলম্। শীতপিত্তমহাদদ্রু-ছুছুন্দরবিনাশনম্। মসূরং চণকং পথ্যং মুদ্গসূপং যথেচ্ছয়া॥

কিছু হরিতাল চাকুন্দেপত্রের রসে ও শরপুঙ্খ পত্রের রসে পুনঃপুনঃ মাড়িয়া এবং শুষ্ক করিয়া পলাশক্ষার-পূর্ণ স্থালীর মধ্যে রাখিয়া পুটপাক দিবে, যেন হরিতালের নিম্নে ও উপরে উভয় দিকেই ঐ ক্ষার থাকে। অহোরাত্র পাক করিলে হরিতাল ভস্ম হইবে। যখন উহা শুক্লবর্ণ হইবে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূমোদ্গম হইবে না, তখন জানিবে যে, হরিতাল ভস্ম হইয়াছে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, শীতপিত্ত ও দদ্রু প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। পথ্য—মসুর, ছোলা ও মুগের দাইল। (মাত্রা—১ যব।)

মহাতালেশ্বরঃ

সংমর্দ্দ্যং তালকং শুষ্কং বংশপত্রাখ্যমুচ্চকৈঃ। কুষ্মাণ্ডনীরৈঃ সম্ভাব্য ত্রিদিনং শোধয়েৎ পুনঃ॥ ঘৃতকন্যাদ্রবৈর্ভূয়ো ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্। সংমর্দ্দ্য কাঞ্জিকেনৈব দধ্নাম্লেন বিমর্দ্দয়েৎ॥ সংমর্দ্দ্য চূর্ণসলিলে রসে পৌনর্নবে পুনঃ। ত্রিদিনং মর্দ্দয়িত্বা তু কারয়েৎ খটিকাকৃতিম্॥ স্থাল্যাং দৃঢ়তরায়াস্তু পলাশক্ষারসঞ্চয়ম্। উপর্য্যধস্তালকস্য ক্ষারং দত্ত্বা শরাবকৈঃ॥ পিধায় লেপয়েৎ যত্নাদ্ পূরয়েৎ

ক্ষারসঞ্চয়ম্। পুন রুদ্ধাং শরাবেণ লেপয়েৎ তদ্দৃঢ়ং ততঃ॥ দ্বাত্রিংশদ্যামপর্য্যন্তং বহ্নিজ্বালাং প্রদাপয়েৎ। এবং সিদ্ধেন তালেন গন্ধতুল্যেন মেলয়েৎ॥ দ্বয়োস্তুল্যং জীর্ণতাম্রং বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ। অয়ং তালেশ্বরো নাম রসঃ পরমদুর্লভঃ॥ হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি বাতশোণিতনাশনঃ। রক্তমণ্ডলমত্যুগ্রং স্ফুটিতং গলিতং তথা॥ বহুরূপং সর্ব্বজাতং নাশয়েদবিকল্পতঃ। দুষ্টব্রণঞ্চ বীসর্পং ত্বগ্‌দোষঞ্চ বিনাশয়েৎ। দৃষ্টো বারসহস্রঞ্চ রোগবারণকেশরী॥

বংশপত্র হরিতাল চূর্ণ করিয়া কুম্‌ড়ার জলে ও ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া কাঁজি ও অম্ল দধি সহ মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে, পরে চূণের জল ও পুনর্নবার রসে তিন দিন মর্দ্দন করিয়া খড়ির ন্যায় করিবে। পরে একটি হাঁড়ী পলাশের ক্ষার দ্বারা পূর্ণ করিয়া হরিতালকে ক্ষারের মধ্যগত করিবে এবং শরা দ্বারা হাঁড়ী আবৃত ও মৃত্তিকাদি দ্বারা লিপ্ত করিয়া ৩২ প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে। পশ্চাৎ ঐ হরিতাল ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও জারিত তাম্র ২ ভাগ একত্র মাড়িয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। তাহা হইলে ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও দুষ্টব্রণ প্রভৃতি রোগের ধ্বংস হয়।

মহাতালেশ্বরো রসঃ (মতান্তরে)

তালতাপাশিলাসূতং শুদ্ধটঙ্গণসৈন্ধবম্। সমং সংচূর্ণয়েৎ খল্লে সূতাদ্ দ্বিগুণগন্ধকম্॥ গন্ধাদ্দ্বিগুণলৌহঞ্চ জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ। ততো লঘুপুটে পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥ ত্রিংশদংশং বিষঞ্চাত্র ক্ষিপ্ত্বা সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ। মাহিষাজ্যেন সংমিশ্রং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা॥ মধ্বাজ্যৈর্বাগুজীচূর্ণং কর্যমাত্রং লিহেদনু। সর্ব্বান্ কুষ্ঠান্ নিহন্ত্যাশু মহাতালেশ্বরো রসঃ॥

(মহাতালেশ্বররসে ত্রিংশদংশং বিষমিতি সর্ব্বচূর্ণাপেক্ষয়া ত্রিংশদংশং বিষমিত্যর্থঃ।)

হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, মনঃশিলা, পারদ, সোহাগার খৈ ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত পারদের দ্বিগুণ গন্ধক এবং গন্ধকের দ্বিগুণ লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। পরে জামীর লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া লঘুপটে পাক করিবে। সমস্ত চূর্ণের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ বিষ তাহাতে মিশ্রিত করিয়া মাহিষ ঘৃত (ভঁইসা ঘি) অনুপানে ২ মাষা পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। ঔষধসেবনানন্তর ২ তোলা সোমরাজীচূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইবে। এই মহাতালেশ্বর সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

ব্রহ্মরসঃ

ভাগৈকং মূর্চ্ছিতং সূতং গন্ধকস্ত্বগ্নিবাগুজী। চূর্ণস্তু ব্রহ্মবীজানাং প্রতিদ্বাদশভাগিকম্॥ ত্রিংশদ্ভাগং গুড়স্যাপি ক্ষৌদ্রেণ গুড়িকাকৃতা। দ্বিনিষ্কং ভক্ষণাদ্ধন্তি প্রসুপ্তিকুষ্ঠমণ্ডলম্। পাতালগরুড়ীমূলং জলৈঃ পিষ্টা পিবেদনু॥

মূর্চ্ছিত পারদ ১ ভাগ এবং গন্ধক, চিতা, সোমরাজ ও ব্রহ্মযষ্টির বীজচূর্ণ প্রত্যেক ১২ ভাগ, গুড় ৩০ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া ৮ মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। অনুপান—জলপিষ্ট পাতাল-গরুড়ীর (তিত্‌লাউ) মূল। ইহাতে স্পর্শশক্তিহীনতা ও মণ্ডলকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

চন্দ্রাননো রসঃ

সূতব্যোমাগ্রয়স্তুল্যাস্ত্রিভাগো গন্ধকস্য চ। কাঠোডুম্বরিকাক্ষীরৈঃ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥ মাষমাত্রাং গুড়ীং কৃত্বা কুষ্ঠরোগে প্রযোজয়েৎ। দেহশুদ্ধিং পুরা কৃত্বা সর্ব্বকুষ্ঠানি নাশয়েৎ। এষ চন্দ্রাননো নাম সাক্ষাৎ শ্রীভৈরবোদিতঃ॥

পারদ, অভ্র, চিতা এক এক ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, কাঠডুমুরের আঠাতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

উদয়ভাস্করঃ

গন্ধকেন মৃতং তাম্রং দশভাগং সমুদ্ধরেৎ। উষণং পঞ্চভাগং স্যাদমৃতঞ্চ দ্বিভাগিকম্॥ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং রক্তিকৈকপ্রমাণতঃ। দাতব্যং কুষ্ঠিনে সম্যগনুপানস্য যোগতঃ॥ গলিতে স্ফুটিতে চৈব বিপুলে মণ্ডলে তথা। বিচর্চ্চিকাদদ্রুপামা-সর্ব্বকুষ্ঠপ্রশান্তয়ে॥

গন্ধক সহযোগে জারিত তাম্র ১০ তোলা, মরিচ ৫ তোলা ও বিষ ২ তোলা, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে গলিত ও স্ফুটিত সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ উপশমিত হইয়া থাকে।

রসমাণিক্যম্

তালকং বংশপত্রাখ্যং কুষ্মাণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ। সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্যাম্লেন তথৈব চ॥ শোধয়িত্বা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েৎ তণ্ডুলাকৃতিম্। ততঃ শরাবকে যন্ত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্॥ বদরীপত্রকল্কেন সন্ধিলেপঞ্চ কারয়েৎ। অরুণাভমধঃপাত্রং তাবজ্জ্বালা প্রদীয়তে॥ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মাণিক্যাভো ভবেদ্রসঃ। তদ্রক্তিদ্বিতয়ং খাদেদ্ ঘৃতভ্রামরমর্দ্দিতম্॥ সংপূজ্য দেবদেবেশং কুষ্ঠরোগাদ্ বিমুচ্যতে। স্ফুটিতং গলিতং কুষ্ঠং বাতরক্তং ভগন্দরম্॥ নাড়ীব্রণং ব্রণং দুষ্টমুপদংশং বিচর্চ্চিকাম্। নাসাস্যসম্ভবান্ রোগান্ ক্ষতান্ হন্যাৎ সুদারুণান্। পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা॥

বংশপত্র হরিতাল কুমড়ার জলে ও অম্ল দধিতে যথাক্রমে ৩ বার বা ৭ বার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া তণ্ডুলাকৃতি করিবে। পরে শরাবদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া কুলপত্র বাটিয়া তদ্দ্বারা শরাবদ্বয়ের সন্ধিস্থলে প্রলেপ দিবে। যে পর্য্যন্ত নিম্নস্থ পাত্র লালবর্ণ না হয়, তাবৎ অগ্নির জাল দিবে। শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ইহাতে ঐ হরিতাল মাণিক্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট হইবে। এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে ঘৃত ও মধু সহ সেব্য। মহাদেবের পূজা করিয়া ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর ও উপদংশ প্রভৃতি নানারোগের উপশম হয়।

মাণিক্যো রসঃ

পলং তালং পলং গন্ধং শিলায়াশ্চ পলার্দ্ধকম্। চপলঃ শুদ্ধসীসঞ্চ তাম্রমভ্রময়োরজঃ॥ এতেষাং কোলভাগঞ্চ বটক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ। ততো দিনত্রয়ং ঘর্ম্মে নিম্বকাথেন ভাবয়েৎ॥ গুড়ূচীবালহিন্তাল-বানরীনীলঝিন্টিকাঃ। শোভাঞ্জনমুরাজাজী-নির্গুণ্ডীহয়মারকম্॥ এষাং শাণমিতং চূর্ণমেকীকৃত্য সরিত্তটে। মৃৎপাত্রে কঠিনে কৃত্বা মৃদম্বরযুতে দৃঢ়ে॥ একাকী পাকবিদ্বৈদ্যো নগ্নঃ শিথিলকুন্তলঃ। পচেদবহিতো রাত্রৌ যত্নাৎ সংযতমানসঃ॥ তদ্বিজানীহি ভৈষজ্যং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্। সর্পিষা মধুনা লৌহ-পাত্রে তদ্দশুমর্দ্দিতম্॥ দ্বিগুঞ্জং সর্ব্বকুষ্ঠানাং নাশনং বলবর্দ্ধনম্। শীতলং সারসং তোয়ং দুগ্ধং বা পাকশীতলম্॥ আনীতং তৎক্ষণাদাজমনুপানং সুখাবহম্। বাতরক্তং শীতপিত্তং হিক্কাঞ্চ দারুণাং জয়েৎ॥ জ্বরান্ সর্ব্বান্ বাতরোগান্ পাণ্ডুং কণ্ডুঞ্চ কামলাম্॥ শ্রীমদ্গাহননাথেন নির্ম্মিতো বহুযত্নতঃ॥

(কোলভাগং কর্ষভাগমিতি রসেন্দ্র-টীকা।)

হরিতাল ১ পল (৮ তোলা), গন্ধক ১ পল, মনঃশিলা অর্দ্ধপল (৪ তোলা), পারদ, সীসা, তাম্র, অভ্র, লৌহচূর্ণ, ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা (রসেন্দ্রকারের মতে ২ তোলা) পরিমাণে গ্রহণ

করিয়া বটের আঠায় মর্দ্দন করিবে। পরে ৩ দিন নিমের ক্বাথে ভাবনা দিয়া আতপে শুষ্ক করিবে। পরে তাহার সহিত গুলঞ্চ, বালা, হিন্তাল, আল্‌কুশী, নীলঝিণ্টী, শজিনা, মুরামাংসী, জীরা, নিসিন্দা ও করবী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া একটি মৃৎপাত্রের মধ্যে রাখিয়া ঐ পাত্র ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড ও কর্দ্দম দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিবে। পাকবিদ্ বৈদ্য সংযতচিত্ত উলঙ্গ ও শিথিলকেশ হইয়া রাত্রিতে কোন নদী বা পুষ্করিণীর তীরে একাকী যাইয়া তাহা পাক করিবেন। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগের নাশক। মধু ও ঘৃতের সহিত ২ রতি প্রমাণ ঔষধ লৌহখলে ও লৌহদণ্ডে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শীতল সারস জল অথবা পাকের পর শীতল আবর্ত্তিত দুগ্ধ কিংবা তৎক্ষণাৎ আনীত ধারোষ্ণ ছাগদুগ্ধ। ইহাতে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, শীতপিত্ত, দারুণ হিক্কা, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও কণ্ডূ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। ইহা গহনানন্দের বহু যত্নের ঔষধ।

পারিভদ্ররসঃ

মূর্চ্ছিতং সূতকং ধাত্রী-ফলং নিম্বস্য চাহরেৎ। তুল্যাংশং খদিরক্কাথৈর্দিনং মর্দ্দ্যঞ্চ ভক্ষয়েৎ। নিষ্কৈকং দদ্রুকুষ্ঠঘ্নং পারিভদ্রাহ্বয়ো রসঃ॥

মূর্চ্ছিত পারদ, আমলকী ও নিম্বফল তুল্য ভাগে লইয়া ইহাদিগকে খদিরের ক্বাথে একদিন মর্দ্দন করিয়া ৪ মাষা পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দদ্রু ও কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠারিরসঃ

কাঠোড়ুম্বরিকাচূর্ণং ব্রহ্মদণ্ডীবলাত্রয়ম্। প্রত্যহং মধুনা লীঢ়ং বাতরক্তং নিহন্তি চ॥ ক্ষরদ্রক্তপ্রবরন্মাংসং মাসমাত্রেণ সর্ব্বথা। গলৎপূযং পতৎকীটং ত্রিটঙ্গং সেব্যমীরিতম্॥

কাঠডুমুরের চূর্ণ, বামুনহাটী ও বলাত্রয় (পীতপুষ্পাবলা, শ্বেতবলা ও নাগবলা) ইহাদিগকে চূর্ণ করিয়া মধুসহ সেবন করিলে বাতরক্ত ও গলৎকুষ্ঠ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠনাশনো রসঃ

চিরবিল্বপত্রপথ্যা শিরীষঞ্চ বিভীতকম্। কাঠোড়ুম্বরিকামূলং মূত্রৈরালোড্য ফেনিতম্॥ কর্ষমাত্রং পিবেদ্রোগী গোস্তন্যা সহ টঙ্গণম্। সপ্তসপ্তকপর্য্যন্তং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্॥

করঞ্জবৃক্ষের পত্র, হরীতকী, শিরীষ, বিভীতক ও কাঠডুমুরের মূল, এই সকল দ্রব্যকে গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। কিংবা দ্রাক্ষা ও সোহাগা একত্র করিয়া ঐ পরিমাণে সেবন করিবে, ইহাতেও সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হইবে।

গলৎকুষ্ঠারিরসঃ

রসো বলিস্তাম্রময়ঃ পুরোঽগ্নিঃ শিলাজতু স্যাদ্ বিষতিন্দুকোগ্রে। সর্ব্বঞ্চ তুল্য গগনং করঞ্জবীজং তথা ভাগচতুষ্টয়ঞ্চ॥ সংমর্দ্দ্য গাঢ়ং মধুনা ঘৃতেন বল্লদ্বয়ঞ্চাস্য নিহন্ত্যবশ্যাম্। কুষ্ঠং কিলাসং হ্যপি বাতরক্তং জলোদরং বাথ বিবন্ধমূলম্॥ বিশীর্ণকর্ণাঙ্গুলনাসিকোঽপি ভবেৎ প্রসাদাৎ স্মরতুলামূর্ত্তিঃ॥ (গলৎকুষ্ঠারিরসে বলির্গন্ধকঃ, গগনমভ্রং, বিষতিন্দুকং কুচিলা ইতি খ্যাতা। রসাদিবচান্তানি সমভাগানি, গগনং করঞ্জবীজঞ্চ রসাপেক্ষয়া চতুর্গুণং, মধুঘৃতে বটীকরণযোগ্যে দেয়ে।)

পারদ, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, গুগ্‌গুলু, চিতা, শিলাজতু, কুঁচিলা ও বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগ, অভ্র ও করঞ্জবীজ পারদের চতুর্গুণ। মধু ও ঘৃতের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ ৬ রতি। এই ঔষধ সেবনে কুষ্ঠ, কিলাস, বাতরক্ত, জলোদর ও মলবদ্ধতা প্রভৃতি বিনষ্ট এবং শরীরের কান্তি বর্দ্ধিত হয়।

কুষ্ঠকালানলো রসঃ

গন্ধং রসং টঙ্গণতাম্রলৌহং ভস্মীকৃতং মাগধিকাসমেতম্। পঞ্চাঙ্গনিম্বেন ফলত্রিকেণ বিভাবিতং রাজতরোস্তথৈব॥ নিযোজয়েদ্বল্লকযুগ্মমানং কুষ্ঠেষু সর্ব্বেষু চ রোগসংঘে॥

(পঞ্চাঙ্গনিম্বৈরিতি নিম্বস্য পত্রপুষ্পফলমূলবল্কলৈঃ।)

গন্ধক, পারদ, সোহাগা, তাম্র, লৌহ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ পঞ্চাঙ্গ নিমের (নিমের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও ছাল) এবং ত্রিফলার ও সোন্দালের ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে সকল প্রকার কুষ্ঠরোগ উপশমিত হয়।

শ্বিত্রহরো লেপঃ

সৈন্ধবং রবিদুগ্ধেন পেষয়িত্বাথ মণ্ডলম্। প্রচ্ছায় তু প্রলেপোঽয়ং শ্বিত্রকুষ্ঠবিনাশনঃ॥

সৈন্ধবলবণ, আকন্দ আঠাতে পেষণ করিবে। পরে শ্বিত্রস্থান অস্ত্র দ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া এই ঔষধের প্রলেপ দিলে শ্বিত্রকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

কুষ্ঠশ্বিত্রনাশনো লেপঃ

মুখে শ্বেতে চ সংজাতে কুর্য্যাদিমাং প্রতিক্রিয়াম্। গন্ধকং চিত্রকাসীসং হরিতালং ফলত্রয়ম্। মুখে লিম্পেদ্দিনৈকেন বর্ণনাশো ভবিষ্যতি॥

শ্বিত্র কুষ্ঠে মুখ শ্বেতবর্ণ হইলে এই প্রতিকার করিবে—গন্ধক, চিতা, হীরাকস, হরিতাল ও ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্য মর্দ্দিত করিয়া প্রলেপ দিবে, তাহাতে এক দিনেই শ্বিত্রনাশ হইয়া সহজ শরীরের ন্যায় বর্ণ হইবে।

শ্বেতারিঃ

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্রিফলাং ভৃঙ্গবাগুজীম্। ভল্লাতকং তিলং কৃষ্ণং নিম্ববীজং সমং সমম্॥ মর্দ্দয়েৎ ভৃঙ্গজদ্রাবৈঃ শোষ্যং পেষ্যং পুনঃপুনঃ। ইত্থং কুর্য্যাৎ ত্রিসপ্তাহং রসঃ শ্বেতারিকো ভবেৎ। মধ্বাজ্যৈর্মাষমাত্রস্তু খাদেৎ শ্বেতং বিনাশয়েৎ।

পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, হাকুচবীজ, ভেলার মুটী, কৃষ্ণতিল ও নিমবীজ, সমুদায় সমভাগে ভৃঙ্গরাজের রসে তিন সপ্তাহ ক্রমাগত পেষিত ও তাহা শুষ্ক করিয়া ১ মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মধু ও ঘৃতের সহিত সেবনীয়। ইহাতে ধবলরোগ নষ্ট হয়।

তিক্তক-ঘৃতম্

ত্রিফলাদ্বিনিশাবাসা-যাসপর্পটকূলকান্। ত্রায়ন্তীকটুকানিম্বান্ প্রত্যেকং দ্বিপলোন্মিতান্॥ ক্বাথয়িত্বা জলদ্রোণে পাদশেষেণ তেন তু। ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ কল্কৈঃ পিপ্পলীঘনচন্দনৈঃ॥ ত্রায়ন্তীশক্র-ভূনিম্বৈস্তৎ পীতং তিক্তকং ঘৃতম্। হন্তি কুষ্ঠজ্বরার্শাংসি শ্বয়থুং গ্রহণীগদম্। পাণ্ডুরোগং বিসর্পঞ্চ ক্লীবানামপি শস্যতে।

ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসক, দুরালভা, ক্ষেত্পাপ্ড়া, পল্তা, বলাডুমুর, কট্কী, নিমছাল প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ঘৃত ৪ সের। কল্কদ্রব্য যথা—পিপুল, মুতা, রক্তচন্দন, বলাডুমুর, ইন্দ্রযব ও চিরতা। যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত সেবন করিলে কুষ্ঠ, জ্বর, গ্রহণী প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হয়।

তিক্তষট্পলকং ঘৃতম্

নিম্বপটোলং দার্ব্বীং দুরালভাং তিক্তরোহিণীং ত্রিফলাম্। কুর্য্যাদর্দ্ধপলাংশান্ পর্পটকং ত্রায়মাণাঞ্চ॥ সলিলাঢ়কসিদ্ধানাং রসেঽষ্টভাগস্থিতে ক্ষিপেৎ পূতে। চন্দনকিরাততিক্তকমাগধিকাস্ত্রায়মাণাঞ্চ॥ মুস্তং

বৎসকবীজং কল্কীকৃত্যার্দ্ধকার্ষিকান্ ভাগান। নবসর্পিষশ্চ ষট্‌পলমেতৎ তিক্তকং ঘৃতং পেয়ম্॥
কুষ্ঠজ্বরগুল্মার্শোগ্রহণীপাণ্ড্বাময়শ্বয়থুহারি। পামাবীসর্পপিড়কাকণ্ডূমদগণ্ডনুৎ সিদ্ধং তিক্তম্॥

নূতন ঘৃত ৬ পল। ক্বাথার্থ—নিমছাল, পল্‌তা, দারুহরিদ্রা, দুরালভা, কট্‌কী, ত্রিফলা, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া ও বলাডুমুর প্রত্যেক ৪ তোলা ; জল ১৬ সের, শেষ ২ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, চিরতা, পিপুল, বলাডুমুর, মুতা, ইন্দ্রযব প্রত্যেক ১ তোলা। এই সমস্ত যথাবিধি পাক করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় পান করিবে। ইহাতে কুষ্ঠ, জ্বর, গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী, পাণ্ডু, শোথ, পামা, বিসর্প, পিড়কা, কণ্ডূ, মদরোগ ও গলগণ্ড রোগ নিবারিত হয়।

পঞ্চতিক্ত-ঘৃতম্

নিম্বং পটোলং ব্যাঘ্রীঞ্চ গুড়ুচীং বার্সকং তথা। কুর্য্যাদ্দশপলান্ ভাগানেকৈকস্য সুকুট্টিতান॥ জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্। ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ তেন ত্রিফলাগর্ভসংযুতম্॥ পঞ্চতিক্তমিদং খ্যাতং সর্পিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্। অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥ বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব পানাদেবাপকর্ষতি। দুষ্টব্রণক্রিমীনর্শঃ পঞ্চ কাসাংশ্চ নাশয়েৎ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—নিমছাল, পটোলপত্র, কন্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসকছাল প্রত্যেক ১০ পল। পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—মিলিত ত্রিফলা ১ সের। এই ঘৃত পানে কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, ক্রিমি ও অর্শঃ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

মহাতিক্তকং ঘৃতম্

সপ্তচ্ছদং প্রতিবিষাং শম্পাকং তিক্তরোহিণীং পাঠান্। মুস্তমুশীরং ত্রিফলাং পটোলপিচুমর্দ্দপর্পটকম্॥ ধন্বযাসং সচন্দনমুপকুল্যে পদ্মকং রজন্যৌ চ। ষড়গ্রন্থাং সবিশালাং শতাবরীং শারিবে চোভে॥ বৎসকবীজং বাসাং মূর্ব্বামমৃতাং কিরাততিক্তঞ্চ। কল্কান্ কুর্য্যান্মতিমান্ যষ্ট্যাহ্বং ত্রায়মাণাঞ্চ॥ কল্কস্তু চতুর্ভাগো জলমষ্টগুণং রসোঽমৃতফলানাম্। দ্বিগুণো ঘৃতাৎ প্রদেয়স্তৎ সর্পিঃ পায়য়েৎ সিদ্ধম্॥ কুষ্ঠানি রক্তপিত্তং প্রবলান্যর্শাংসি রক্তবাহীনি। বীসর্পমম্লপিত্তং বাতাসৃক্‌পাণ্ডুরোগঞ্চ॥ বিস্ফোটকান্ সপামানুন্মাদকান্ কামলাং জ্বরকণ্ডূম্। হৃদ্রোগগুল্মপিড়কামসৃগ্‌দরং গণ্ডমালাঞ্চ॥ হন্যাদেতৎ সদ্যঃ পীতং কালে যথাবলং সর্পিঃ। যোগশতৈরপ্যজিতান্ মহাবিকারান্ মহাতিক্তকম্॥

ছাতিমের ছাল, আতইচ, সোনালু, কট্‌কী, আক্‌নাদি মুতা, বেণার মূল, ত্রিফলা, পল্‌তা, নিম্ব, ক্ষেত্‌পাপ্‌ড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, শতমূলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর, এই সকল দ্রব্যের উত্তমরূপ কুট্টিত কল্ক ঘৃতের চতুর্থাংশ, জল ঘৃতের আটগুণ এবং আমলকীর রস ঘৃতের দ্বিগুণ ; এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত পাক করিবে। রোগির বলাদি বিবেচনাপূর্ব্বক এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, প্রবল রক্তবাহী অর্শঃ, বিসর্প, অম্লপিত্ত, বাতরক্ত, পাণ্ডুরোগ, বিস্ফোট, পামা, উন্মাদ, কামলা, জ্বর, কণ্ডূ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, পিড়কা, অসৃগ্‌দর ও গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগ সদাই বিনষ্ট হয়।

মহাখদিরকং ঘৃতম্

খদিরস্য তুলাং পঞ্চ শিংশপাসনয়োস্তুলে। তুলার্দ্ধাং সর্ব্ব এবৈতে করঞ্জারিষ্টবেতসাঃ॥ পর্পটঃ কুটজশ্চৈব বৃষঃ ক্রিমিহরস্তথা। হরিদ্রে কৃতমালশ্চ গুড়ুচী ত্রিফলা ত্রিবৃৎ॥ সপ্তচ্ছদশ্চ সংক্ষুদ্য দশদ্রোণেন বারিণা। অষ্টভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥ ধাত্রীরসঞ্চ তুল্যাংশং সর্পিষশ্চাঢ়কং পচেৎ।

মহাতিক্তককল্কৈশ্চ যথোক্তৈঃ পলসম্মিতৈঃ॥ নিহন্তি সর্ব্বকুষ্ঠানি পানাভ্যঙ্গনিষেবণাৎ। মহাখদিরমিত্যেতৎ সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্॥

গব্যঘৃত ১৬ সের, আমলকীর রস ১৬ সের। কাথার্থ—খদিরকাষ্ঠ সাড়ে বাষট্টি সের, শিশু ও অসনবৃক্ষের ছাল মিলিত ২৫ সের, ডহরকরঞ্জের ছাল, নিমছাল, বেতস, ক্ষেত্পাপ্ড়া, কুড়্চি, বাসক, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোন্দাল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, তেউড়ী ও ছাতিমছাল প্রত্যেক দ্রব্য ৬।০ সের। জল ৬৪০ সের, শেষ ৮০ সের ; মহাতিক্তকঘৃতোক্ত কল্কদ্রব্য ইহাতে প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে। যথা—ছাতিম, আতইচ, সোন্দাল, কট্কী, আক্নাদি, মুতা, বেণার মূল, ত্রিফলা, পল্তা, নিমছাল, ক্ষেত্পাপ্ড়া, দুরালভা, রক্তচন্দন, পিপুল, গজপিপুল, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, রাখালশশা, শতমূলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ইন্দ্রযব, বাসক, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, চিরতা, যষ্টিমধু ও বলাডুমুর প্রত্যেক ৮ তোলা। এই ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া পান অথবা অভ্যঞ্জন করিলে সর্ব্ববিধ কুষ্ঠরোগ নিবারিত হয়।

সোমরাজী-ঘৃতম্

চতুষ্পলং সোমরাজ্যা খদিরস্য পলং তথা। পটোলমূলং ত্রিফলা ত্রায়মাণা দুরালভা॥ কল্কার্থং কটুকঞ্চাপি কার্ষিকান্ সূক্ষ্মপেষিতান্। পলদ্বয়ং কৌশিকস্য শুদ্ধস্যাত্র প্রদাপয়েৎ॥ সিদ্ধং সর্পিরিদং শ্বিত্রং হন্যাদন্ত ইবানলম্। অষ্টাদশানাং কুষ্ঠানাং পরমঞ্চৈতদৌষধম্॥ সোমরাজীঘৃতং নাম নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা। লোকানামুপকারায় শ্বিত্রকুষ্ঠাদি-রোগিণাম্॥

সোমরাজী ৪ পল, খদির ১ পল এবং পটোলমূল, ত্রিফলা, বলাডুমুর, দুরালভা ও কট্কী প্রত্যেক ২ তোলা। শোধিত গুগ্গুলু ২ পল। এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ও শ্বিত্ররোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়।

তৃণকতৈলম্

মঞ্জিষ্ঠারুঙ্ নিশাচক্র-মর্দ্দারগ্বধপল্লবৈঃ। তৃণকস্বরসে সিদ্ধং তৈলং কুষ্ঠহরং পরম্॥

মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, হরিদ্রা, চাকুন্দে ও সোন্দালপত্র, ইহাদের কল্কে এবং গন্ধতৃণের স্বরসে যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

মহাতৃণকতৈলম্

হরিদ্রা ত্রিফলা দারু হয়মারকচিত্রকম্। সপ্তচ্ছদশ্চ নিম্বত্বক্ করঞ্জৌ বালকং নখী॥ কুষ্ঠমেড়গজাবীজং লাঙ্গলী গণিকারিকা। জাতীপত্রঞ্চ দার্ব্বী চ হরিতালং মনঃশিলা॥ কলিঙ্গং তিলপত্রঞ্চ অর্কক্ষীরঞ্চ গুগ্গুলুঃ। গুড়ত্বঙ্মরিচঞ্চৈব কুঙ্কুমং গ্রন্থিপর্ণকম্॥ সর্জ্জপর্ণাশখদিরং বিড়ঙ্গং পিপ্পলী বচা। ঘনরেণ্বমৃতামষ্টী কেশরং ধ্যামকং বিষম্॥ বিশ্বকট্ফলমঞ্জিষ্ঠা বোলং তুম্বীফলং তথা। স্নুহীশম্পাকয়োঃ পত্রং বাগুজীবীজমাংসিকে॥ এলা জ্যোতিষ্মতীমূলং শিরীষো গোময়াদ্রসঃ। চন্দনে কুষ্ঠনির্গুণ্ডী বিশালা মল্লিকাদ্বয়ম্॥ বাসাশ্বকর্ণী ব্রহ্মী চ শ্র্যাহ্বং চম্পককুটনলম্। এতৈঃ কল্কৈঃ পচেৎ তৈলং তৃণকস্বরসদ্রবম্। সর্ব্বত্বগ্দোষহরণং মহত্তৃণকসংজ্ঞিতম্॥

হরিদ্রা, ত্রিফলা, দেবদারু, করবী, চিতা, ছাতিম, নিমছাল, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, বালা, নখী, কুড়, চাকুন্দেবীজ, ঈশ্লাঙ্গলা, গণিয়ারি, জাতীপত্র, দারুহরিদ্রা, হরিতাল, মনঃশিলা, ইন্দ্রযব, তিলপত্র, আকন্দআঠা, গুগ্গুলু, দারুচিনি, মরিচ, কুঙ্কুম, গেঁটেলা, ধুনা, তুলসী, খদিরকাষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, বচ, মুতা, রেণুক, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, নাগকেশর, গন্ধতৃণ, বিষ, শুঁঠ, কট্ফল, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধবোল, তিত-লাউবীজ, সীজপত্র, সোন্দালপত্র, সোমরাজীবীজ, জটামাংসী, এলাইচ, লতাফট্কীমূল,

শিরীষছাল, গোময়রস, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কুড়, নিসিন্দা, রাখালশশা, মল্লিকা, বনমল্লিকা, বাসক, অশ্বকর্ণশাল, ব্রহ্মী, নবনীতখোটী ও চম্পককলিকা, এই সকল দ্রব্যের কল্কে ও গন্ধতৃণের স্বরসে যথাবিধি তৈল পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার ত্বগ্‌দোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

বজ্রকতৈলম্

সপ্তপর্ণকরঞ্জার্ক-মালতীকরবীরজম্। মূলং স্নুহাশিরীষাভ্যাং চিত্রকাস্ফোতয়োরপি॥ করঞ্জবীজং ত্রিফলাং ত্রিকটুং রজনীদ্বয়ম্। সিদ্ধার্থকং বিড়ঙ্গঞ্চ প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ॥ মূত্রপিষ্টৈঃ পচেৎ তৈলমেভিঃ কুষ্ঠবিনাশনম্। অভ্যঙ্গাদ্ বজ্রকং নাম নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্॥

(তৈলমত্র সার্ষপম্। আস্ফোতা শ্বেতার্কমূলমিতি কেচিদিতি শিবদাসঃ।)

ছাতিমমূল, ডহরকরঞ্জমূল, আকন্দমূল, মালতীমূল, করবীর মূল, সিজমূল, শিরীষমূল, চিতামূল, হাপরমালীমূল (মতান্তরে শ্বেতআকন্দমূল), ডহরকরঞ্জবীজ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ঙ্গ ও চাকুন্দে, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া সেই পেষিত কল্ক সহ সার্ষপ তৈল পাক করিবে। এই বজ্রক নামক তৈল নালী ও দুষ্টক্ষত নিবারক।

করবীরাদ্যতৈলম্

শ্বেতকরবীরকরসো গোমূত্রং চিত্রকং বিড়ঙ্গঞ্চ। কুষ্ঠেষু তৈলযোগঃ সিদ্ধোঽয়ং সম্মতো ভিষজাম্॥

শ্বেতকরবীর মূলের রস ও গোমূত্র মিলিত, তৈলের চতুর্গুণ। কল্কার্থ—চিতা এবং বিড়ঙ্গ, তৈলের চতুর্থাংশ। এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিবে। ইহা সকল কুষ্ঠে প্রযোজ্য।

সিন্দূরাদ্যতৈলম্

সিন্দূরার্দ্ধপলং পিষ্ট্বা জীরকস্য পলং তথা। কটুতৈলং পচেন্মানীং সদ্যঃ পামাহরং পরম্॥

(বৃন্দে তু কটুতৈলং পচেদাভ্যাং সদ্যঃ পামাহরং পরমিতি পঠ্যতে। তন্মতে বৃদ্ধবৈদ্যব্যবহারাদেবাষ্ট পলং গ্রাহ্যমিতি শিবদাসঃ।)

সিন্দূর ৪ তোলা ও জীরা ৮ তোলা পেষণ করিয়া, সেই কল্কের সহিত ১ সের কটুতৈল পাক করিবে। সেই তৈল পামা রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মহাসিন্দূরাদ্যতৈলম্

সিন্দূরং চন্দনং মাংসীং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্। প্রিয়ঙ্গুং পদ্মকং কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠাং খদিরং বচাম্॥ জাত্যর্কত্রিবৃতানিম্ব-করঞ্জং বিষমেব চ। কৃষ্ণবেত্রকলোধ্রঞ্চ প্রপুন্নাড়ঞ্চ সংহরেৎ॥ শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি সর্ব্বাণি যোজয়েৎ তৈলমাত্রয়া। অভ্যঙ্গেন প্রযুঞ্জীত সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্॥ পামাবিচর্চ্চিকাকণ্ডু-বীসর্পাদিবিনাশনম্। রক্তপিত্তোত্থিতান্ হন্তি রোগানেবং বিধান্ বহূন্॥

সিন্দূর, রক্তচন্দন, জটামাংসী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, খদিরকাষ্ঠ, বচ, জাতীপত্র, আকন্দপত্র, তেউড়ী, নিমছাল, ডহরকরঞ্জবীজ, বিষ, কৃষ্ণবেত্র, লোধ ও চাকুন্দে ইহাদের কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, বিসর্প এবং রক্তপিত্তজনিত রোগসমূহ প্রশমিত হয়।

ভানুতৈলম্

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং ভৃঙ্গধুস্তুরয়োর্দ্রবম্। দ্রবং জম্বীরগোমূত্রং প্রত্যেকং পলবিংশতিম্॥ তিলতৈলাৎ পলং ত্রিংশৎ সর্ব্বমেকত্র পাচয়েৎ। তৈলাবশেষমুত্তার্য্য তত্র চূর্ণমিদং ক্ষিপেৎ॥ কাঞ্চনী ধাতকীপুষ্পং মঞ্জিষ্ঠা চ শতাবরী। গন্ধকং পঞ্চলবণং দ্বিনিশা বৎসনাভকম্॥ প্রতি চার্দ্ধপলং যোজ্যমেকীকৃত্য বিমর্দ্দয়েৎ। মর্ম্মস্থসর্ব্বকুষ্ঠানি ভানুতৈলং নিহন্ত্যলম্॥

তিলতৈল ৩০ পল। আকন্দের আঠা, মনসার আঠা, ভীমরাজরস, ধুতূরাপাতার রস, জামীর লেবুর রস, গোমূত্র প্রত্যেক ২০ পল। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্য যথা—স্বর্ণক্ষীরী, ধাইফুল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী, গন্ধক, পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও বৎসনাভবিষ। এই তৈল মর্দ্দনে মর্ম্মস্থানজাত সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়।

আদিত্যপাকতৈলম্

মঞ্জিষ্ঠাত্রিফলালাক্ষা-নিশাশিলালগন্ধকৈঃ। চূর্ণিতৈস্তৈলমাদিত্য-পাকং পামাহরং পরম্॥

মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, লাক্ষা, হরিদ্রা, মনঃশিলা, হরিতাল ও গন্ধক, এই সকল দ্রব্যের কল্ক এবং তৈল ও তৈলসম জল একত্র মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যতাপে পাক করিবে। যখন জল শোষিত হইবে, তখনই জানিবে, তৈলপাক সিদ্ধ হইয়াছে। এই তৈল পামা রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দূর্ব্বাদ্যতৈলম্

স্বরসেন চ দূর্ব্বায়াঃ পচেৎ তৈলং চতুর্গুণম্। কচ্ছুবিচর্চ্চিকাপামা অভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ॥

দূর্ব্বাতৈলে চতুর্গুণং যথা স্যাৎ তথা দূর্ব্বাস্বরসেন পচেদিতি শিবদাসঃ।

চতুর্গুণ দূর্ব্বার স্বরসের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মাখিলে কচ্ছু, বিচর্চ্চিকা ও পামা নষ্ট হয়।

অর্কতৈলম্

অর্কপত্ররসে পক্কং হরিদ্রাকল্কসংযুতম্। নাশয়েৎ সার্ষপং তৈলং পামাকচ্ছুবিচর্চ্চিকাঃ॥

আকন্দপাতার রসে এবং হরিদ্রার কল্কে সর্ষপতৈল পাক করিয়া তাহা লাগাইলে পামা, কচ্ছু ও বিচর্চ্চিকা নষ্ট হয়।

অর্কমনঃশিলাতৈলম্

অর্কপত্ররসে পক্কং কটুতৈলং নিশাযুতম্। মনঃশিলাযুতং বাপি পামাকণ্ড্বাদিনাশনম্॥

উত্তমরূপে কুট্টিত হরিদ্রার কল্ক অথবা মনঃশিলার কল্ক এবং আকন্দপাতার চতুর্গুণ রস, ইহাদের সহিত যথাবিধি কটুতৈল পাক করিবে। এই তৈল পামা কণ্ড্বাদি বিনাশক।

গণ্ডীরিকাদ্যং তৈলম্

গণ্ডীরিকাচিত্রকমার্কবার্ক-কুষ্ঠদ্রুমত্বগ্লবণৈঃ সমূত্রৈঃ। তৈলং পচেন্মণ্ডলকুষ্ঠদদ্রু-দুষ্টব্রণারুঃ কিটিমাপহারি॥

সিজের ক্ষীর, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, আকন্দের আঠা, কুড়, সোনামূলের ছাল ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্যের কুট্টিত কল্ক এবং গোমূত্র সহ তৈলপাক করিয়া, অভ্যঙ্গে প্রয়োগ করিলে মণ্ডল কুষ্ঠ, দদ্রু, দুষ্টব্রণ, মর্ম্মব্রণ ও কিটিম রোগ নিবারিত হয়।

শ্বেতকরবীরাদ্য-তৈলম্

শ্বেতকরবীরমূলং বিষাংশসাধিতং গোমূত্রে। চর্ম্মদলসিধ্মপামাবিস্ফোটক্রিমিকিটিমজিৎ তৈলম্॥

তিলতৈল ৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্ক—শ্বেতকরবীর মূল ৪ পল, বিষ ৪ পল। এই তৈল মর্দ্দনে চর্ম্মদল, সিধ্ম, পামা ও বিস্ফোট প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

কৃষ্ণসর্প-তৈলম্

মৃতস্য কৃষ্ণসর্পস্য শিরঃপুচ্ছান্ত্রবর্জ্জিতম্। অন্তর্ধূমকৃতং ভস্ম বাগুজীতৈলমিশ্রিতম্। এতেন মর্দ্দনাদেব গলৎকুষ্ঠং বিনশ্যতি॥

মৃত কৃষ্ণসর্পের মস্তক, অস্ত্র ও পুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া, অবশিষ্ট অংশ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া, সেই ভস্ম সোমরাজী তৈলের সহিত মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা মর্দ্দন করিলে গলিত কুষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠরাক্ষসতৈলম্

সূতকং গন্ধকং কুষ্ঠং সপ্তপর্ণঞ্চ চিত্রকং। সিন্দূরঞ্চ রসোনঞ্চ হরীতালমবল্গুজম্॥ আরগ্বধস্য বীজানি জীর্ণতাম্রং মনঃশিলা। প্রত্যেকং কর্ষমেতেষাং কটুতৈলং পলাষ্টকম্॥ সাধয়েৎ সূর্য্যতাপেন সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্। শ্বিত্রমৌড়ুম্বরং কচ্ছুং মাংসবৃদ্ধিং ভগন্দরম্॥ বিচর্চ্চিকাঞ্চ পামানং বাতরক্তং সুদারুণম্। গম্ভীরঞ্চ তথোত্তানং নাশয়েদ্ যস্য ভক্ষণাৎ॥ কুষ্ঠরাক্ষসনামেদং সাবর্ণ্যকরণং পরম্। অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতল্লোকানুগ্রহহেতবে॥

কটুতৈল ১ সের। কল্কার্থ—পারদ, গন্ধক (উভয় কজ্জলী করিয়া), কুড়, ছাতিমছাল, চিতামূল, মেটে সিন্দূর, রসুন, হরিতাল, সোমরাজীবীজ, সোন্দালবীজ, জারিত তাম্র ও মনছাল প্রত্যেক ২ তোলা। রৌদ্রে পাক করিতে হইবে। এই তৈল মর্দ্দনে নানাবিধ কুষ্ঠ, মাংসবৃদ্ধি, ভগন্দর, বিচর্চ্চিকা, পামা ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। ইহাতে ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া পুনর্ব্বার স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

কুষ্ঠকালানলতৈলম্

সূতং গন্ধং শিলা তালং কাঞ্জিকৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনম্। তল্লিপ্তবস্ত্রবর্ত্তিং তাং তৈলাক্তাং জ্বালয়েদধঃ॥ স্থিতে পাত্রে পচেৎ তৈলং গৃহীত্বা লেপয়েৎ ততঃ। কুষ্ঠস্থানং বিশেষেণ সর্ব্বকুষ্ঠং হরত্যলম্। ইদং কালানলং তৈলং বাতকুষ্ঠে মহৌষধম্॥

(এষাং সমং কাঞ্জিকং, সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং তিলতৈলম্। কল্কং বস্ত্রে সংলিপ্য সংশোষ্য বর্ত্তিং কুর্য্যাৎ। তাং তৈলাক্তাং সন্দংশিকয়া জ্বালয়িত্বা উপরি তৈলং দত্ত্বা পতিতং তৈলমধঃ পাত্রে গৃহ্ণীয়াৎ। কুষ্ঠস্থানে দদ্যাৎ। সিদ্ধফলপ্রয়োগঃ।)

পারদ, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য ৪ তোলা কাঁজিতে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে। পরে উহা শুকাইয়া, বাতি প্রস্তুত করত তাহাতে তৈল মাখাইবে। পরে সাঁড়াশি দ্বারা ঐ বাতি ধরিয়া প্রজ্বলিত করিবে এবং বাতির উপরিভাগে মধ্যে মধ্যে তৈল দিবে। তৈলের পরিমাণ সমুদায়ে এক পোয়া। বাতির নিম্নে একটি পাত্র রাখিবে, সেই পাত্রের উপর বাতি হইতে যে সকল তৈলবিন্দু পতিত হইবে, তদ্দ্বারা কুষ্ঠস্থান লেপন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নষ্ট হয়। ইহা বাতকুষ্ঠের উৎকৃষ্ট ফলদায়ক ঔষধ।

বিষতৈলম্

নক্তমালং হরিদ্রে দ্বে অর্কং তগরমেব চ। করবীরং বচা কুষ্ঠমাস্ফোতা রক্তচন্দনম্॥ মালতী সিন্ধুবারঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা সপ্তপর্ণকম্। এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ বিষস্যাপি পলং ভবেৎ॥ চতুর্গুণে গবাং মূত্রে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। শ্বিত্রবিস্ফোটকিটিম-কীটলুতাবিচর্চ্চিকাঃ॥ কণ্ডূকচ্ছূবিকারাশ্চ যে ব্রণা বিষদূষিতাঃ। তে সর্ব্বে নাশমায়ান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে তথা। বিষতৈলমিদং নাম্না সর্ব্বব্রণবিশোধনম্॥

কটুতৈল ৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—ডহরকরঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দ-আঠা, তগরপাদুকা, করবীমূল, বচ, কুড়, হাপরমালী, রক্তচন্দন, মালতীপত্র, নিসিন্দাপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, ছাতিম মূলের ছাল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল মর্দ্দন করিলে নানাবিধ কুষ্ঠ ও বিষদূষিত সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিনষ্ট হয়।

সোমরাজীতৈলম্

সোমরাজী হরিদ্রে দ্বে সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেব চ। করঞ্জৈড়গজাবীজং পত্রাণ্যারগ্বধস্য চ॥ বিপচেৎ সার্ষপং তৈলং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্। অনেনাশু প্রশাম্যন্তি কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু॥ নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গা গম্ভীরং বাতশোণিতম্। কণ্ডূকচ্ছু প্রশমনং দদ্রুপামানিবারণম্॥

কটুতৈল ৪ সের। জল ১৬ সের। কল্কার্থ—সোমরাজীবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জবীজ, চাকুন্দেবীজ, সোন্দালপত্র মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, মেচেতা, পিড়কা ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

বৃহৎ সোমরাজীতৈলম্

সোমরাজীতুলাকাথে তথা দদ্রুহণস্য চ। গোমূত্রস্য তথা পাত্রে কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ॥ বিপচেৎ কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ কটুতৈলাঢ়কং ভিষক্। চিত্রকং লাঙ্গলাখ্যা চ নাগরং কুষ্ঠমেব চ॥ হরিদ্রা নক্তমালঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা। আস্ফোতার্ককরবীরং সপ্তপর্ণঞ্চ গোময়ম্॥ খদিরো নিম্বপত্রঞ্চ মরিচং কাসমর্দ্দকম্। এতানি শ্লক্ষ্নপিষ্টানি কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ॥ হন্তি সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি ক্রিমিদুষ্টব্রণানি চ। কিটিমং দদ্রুজাতঞ্চ গাত্রবৈবর্ণ্যমেব চ॥ বিশীর্ণচর্ম্মমাংসাদি-দৃঢ়ীকরণমুত্তমম্। পাণ্ডুরোগং তথা কণ্ডূং বীসর্পং হন্তি দারুণম্। যে চান্যে ত্বগ্গতা রোগাস্তাংস্তু শীঘ্রং ব্যপোহতি॥

(কটুতৈলাঢ়কমিত্যত্র কটুতৈলস্য প্রস্থকমিতি পাঠান্তরম্)।

সর্ষপতৈল ১৬ সের (পাঠান্তরে ৪ সের)। কাথার্থ—সোমরাজী ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; চাকুন্দেবীজ ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা, শুঁঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনছাল, হাপরমালী, আকন্দ আঠা, করবীমূল, ছাতিমমূলের ছাল, গোময়রস, খদিরকাষ্ঠ, নিম্বপত্র, মরিচ ও কালকাসন্দা প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, গাত্রবৈবর্ণ্য ও ত্বগ্গত সর্ব্বপ্রকার রোগ এবং অন্যান্য রোগেরও ধ্বংস হয়।

মরিচাদ্যতৈলম্

মরিচালশিলাব্দার্ক-পয়োহশ্বারিজটাত্রিবৃৎ-শকৃদ্রসবিশালারুঙ্-নিশাযুগ্দারুচন্দনৈঃ। কটুতৈলাৎ পচেৎ প্রস্থং দ্বাক্ষৈর্বিষপলান্বিতৈঃ॥ সগোমূত্রৈস্তদভ্যঙ্গাদ্ দারুশ্বিত্রবিনাশনম্। সর্ব্বেষ্বপি চ কুষ্ঠেষু তৈলমেতৎ প্রশস্যতে॥

কটুতৈল ৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—মরিচ, হরিতাল, মনছাল, মুতা, আকন্দের আঠা, করবীমূল, জটামাংসী, তেউড়ীমূল, গোময়রস, রাখালশশার মূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা, বিষ ১ পল। এই তৈল দদ্রু ও শ্বিত্র প্রভৃতি সকল প্রকার কুষ্ঠে ব্যবহার্য্য।

বৃহন্মরিচাদ্যতৈলম্

মরিচং ত্রিবৃতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শকৃদ্রসঃ। দেবদারু হ দ্রে দ্বে মাংসী কুষ্ঠং সচন্দনম্॥ বিশালা করবীরঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা। চিত্রকো লাঙ্গলাখ্যা চ বিড়ঙ্গং চক্রমর্দ্দকম্॥ শিরীষং কুটজো নিম্বঃ

সপ্তপর্ণঃ স্নুহামৃতা। শম্পাকো নক্তমালোহব্দং খদিরঃ পিপ্পলী বচা॥ জ্যোতিষ্মতী চ পলিকা বিষস্য দ্বিপলং ভবেৎ। আঢ়কং কটুতৈলস্য গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্॥ মৃৎপাত্রে লৌহপাত্রে বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। পক্কা তৈলবরং হ্যেতন্ম্রক্ষয়েৎ কুষ্ঠকান্ ব্রণান॥ পামাবিচর্চ্চিকাদদ্রু-কণ্ডূ বিস্ফোটকানি চ। বলয়ঃ পলিতং ছায়া নীলী ব্যঙ্গস্তথৈব চ॥ অভ্যঙ্গেন প্রণশ্যন্তি সৌকুমার্য্যঞ্চ জায়তে। প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং যাসাং নস্যন্তু দীয়তে॥ পরামপি জরাং প্রাপ্য ন স্তনা যান্তি নম্রতাম্। বলীবর্দ্দস্তুরঙ্গো বা গজো বা বায়ুপীড়িতঃ। এভিরভ্যঞ্জনৈর্গাঢ়ং ভবেন্মারুতবিক্রমঃ॥

কটুতৈল ১৬ সের। গোমূত্র ৬৪ সের। কল্কার্থ—মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, আকন্দের আঠা, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশশার মূল, করবীমূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, ঈশ্‌লাঙ্গলা মূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, শিরীষছাল, ইন্দ্রযব, নিমছাল, ছাতিমছাল, সিজের আঠা, গুলঞ্চ, সোন্দালপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, মুতা, খদিরসার, পিপুল, বচ, লতাফট্‌কী প্রত্যেক ১ পল, বিষ ২ পল। মৃৎপাত্রে কিংবা লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয় ও দেহের সৌকুমার্য্য বৃদ্ধি হয়। প্রথমযৌবনে যে রমণীকে এই তৈলের নস্য প্রদান করা যায়, বৃদ্ধাবস্থাতেও তাহার স্তনযুগল শিথিল না হইয়া পীনোন্নত অবস্থাতেই থাকে। এই তৈল দ্বারা গো অশ্বাদিরও বাতরোগ দূরীভূত হয়।

বাসারুদ্র-তৈলম্

ত্রিফলা নিম্বিভণ্টাকী বৃহত্যৌ সপুনর্নবে। হরিদ্রে বৃষনির্গুণ্ড্যৌ পটোলকনকাহ্বয়ৌ॥ হরিতালং শিলাকুষ্ঠৌ লাঙ্গলীদাড়িমাহ্বয়ৌ। অপামার্গবিষঞ্চৈব জয়ন্তী পূতিকটফলে॥ এষাং কর্ষদ্বয়ৈঃ কল্কৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। চতুর্গুণে গুড়ুচ্যাশ্চ রসে বৈদ্যঃ সমাহিতঃ॥ চতুর্গুণন্তু গোক্ষীরং বৃষপত্ররসং তথা। দত্ত্বাবতারয়েদ্ বৈদ্যো রুদ্রমন্ত্রং সমাজপেৎ॥ দদ্রুকুষ্ঠং দুষ্টব্রণং বীসর্পং বিদ্রধিং তথা। নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং বাতরক্তং সুদুর্জ্জয়ম্॥ সন্নিপাতজ্বরঞ্চৈব শিরোরোগং সুদারুণম্। শোথঞ্চ গলগণ্ডঞ্চ শ্লীপদঞ্চার্ব্বুদং তথা॥ বাতরোগানশেষাংশ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং সুদারুণম্। পীনসশ্বাসকাসঞ্চ সুদারুণভগন্দরম্॥ উপদংশং মহাঘোরং চক্ষুশূলঞ্চ নাশয়েৎ। চর্ম্মোত্থান্ সর্ব্বরোগাংশ্চ তৈলমেতদ্ বিনাশয়েৎ। রুদ্রতৈলমিদং নাম্না স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতম্॥

তিলতৈল ৪ সের, গুলঞ্চের রস, গব্য দুগ্ধ ও বাসকপাতার রস প্রত্যেক ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, নিমছাল, তালমূলী, বৃহতী, কণ্টকারী, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, কনকধুতুরার মূল, হরিতাল, মনঃশিলা, কুড়, ঈশ্‌লাঙ্গলা, দাড়িমফলের ছাল, অপামার্গ, বিষ, জয়ন্তীপত্র, নাটাকরঞ্জ ও কট্‌ফল প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ, নাড়ী ও দুষ্টব্রণ, ঘোর বাতরক্ত, বিসর্প, বিদ্রধি, শোথ, বাতরোগ, উপদংশ এবং সমুদায় চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়।

কন্দর্পসার-তৈলম্

সপ্তপর্ণস্তথা কালী গুড়ূচী পিচুমর্দ্দকম্। শিরীষঞ্চ মহাতিক্তা জয়া তুম্বী মৃগাদনী॥ নিশা দশপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তৈলপ্রস্থং সমাদায় গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্॥ আরগ্বধো ভৃঙ্গরাজো জয়া ধুস্তুররাত্রয়ঃ। ঐন্দ্রাশনাগ্নিখর্জ্জুরং গোময়ার্কস্নুহীচ্ছদম্॥ তৈলতুল্যং প্রদাতব্যং স্বরসঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। মহাকালবচাব্রহ্মী-তুম্ব্যগ্নিগৃহপুত্রিকাঃ॥ কুচিলা কুলকা রাত্রির্মেধনামা চ গ্রন্থিকা। শম্পাকমর্কক্ষীরঞ্চ কাসুন্দেশ্বরমূলকম্॥ আচজিঙ্গী মহাতিক্তা বিশালাচ্ছবিপত্রকম্। পূতিকাস্ফোতমূর্ব্বা চ সপ্তপর্ণশিরীষকম্॥

কুটজং পিচুমর্দ্দশ্চ মহানিম্বং তথৈব চ। গুড়ূচী চন্দ্ররেখা চ সোমরাট্ চক্রমর্দ্দকম্॥ ভূম্বুভূঙ্গযষ্ট্যাহ্বকন্দং কটুকরোহিণী। শটী দার্ব্বী ত্রিবৃৎ পদ্ম-গ্রন্থিকাগুরুপুষ্করম্॥ কর্পূরং কট্ফলং মাংসী মুরৈলাটরুষাভয়ম্। এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্নাম্না কন্দর্প উচ্যতে॥ অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং গ্রন্থিমজ্জগতং তথা। হস্তপাদাঙ্গুলীসন্ধি-গলিতং সর্ব্বসন্ধিষু॥ যস্য গাত্রে ভবিষ্যন্তি মাংসানি চাধিকানি চ। নাসাকর্ণস্য বৈকল্যং ভেকাকারবপুস্ত্বচম্॥ শ্বেতং রক্তং তথা কৃষ্ণং নানাবর্ণং পিপাদিকম্। পামাবিস্ফোটকানীলাঃ ক্রিমিবৃদ্ধিং তথৈব চ॥ কীটদদ্রুমসুরীশ্চ কিটিমং রক্তমণ্ডলম্। কুষ্ঠমৌডুম্বরং পদ্মং মহাপদ্মং তথৈব চ॥ গলগণ্ডার্ব্বুদং হন্যাদ্ গণ্ডম লাং ভগন্দরম্। বাতজং পিত্তজঞ্চৈব শ্লেষ্মজং সান্নিপাতিকম্। একোল্বণং দ্ব্যুল্বণঞ্চ কুষ্ঠং হন্যান্ন সংশয়ঃ॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—ছাতিমছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, তিতপলতা (বা ঘোড়ানিম), জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, রাখালশশার মূল ও হরিদ্রা প্রত্যেক ১০ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের। সোন্দালপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জয়ন্তীপত্র, ধুতূরাপত্র, হরিদ্রা, সিদ্ধিপত্র, চিতাপত্র, খেজুরপত্র, আকন্দপত্র ও সিজপত্র, ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের এবং গোময়রস ৪ সের। কল্কার্থ—মাকাল, বচ, ব্রহ্মী, তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী (কেহ বলেন গোয়ালেলতা বা ঝুল), কুঁচিলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুতা, পিপুলমূল, সোন্দালপত্র, আকন্দের আঠা, কালকাসন্দের মূল, ঈশের মূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, তিতপলতা (বা ঘোড়ানিম), রাখালশশার মূল, বিছাটিপত্র, করঞ্জবীজ, হাপরমালী, মূর্ব্বামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমের ছাল, গুলঞ্চ, সোমরাজীবীজ (সোমরাজীবীজ ২ ভাগ), চাকুন্দেবীজ, ধনে, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বন ওল, কট্কী, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গাঁঠিয়ালা (অভাবে পিপুলমূল), অগুরু, কুড়, কর্পূর, কট্ফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাসকছাল ও বেণার মূল প্রত্যেক ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ ও সান্নিপাতিক প্রভৃতি সকল প্রকার কুষ্ঠ এবং গণ্ডমালাদি নানারোগ প্রশমিত হয়।

পৃথীসারতৈলম্

চিত্রকস্যাথ নির্গুণ্ড্যা হয়মারস্য মূলতঃ। নাড়ীচবীজাদ্‌বিষতঃ কাঞ্জিপিষ্টং পলং পলম্॥ করঞ্জতৈলাষ্টপলং কাঞ্জিকস্য পলং পুনঃ। মিশ্রিতং সূর্য্যসংপক্বং তৈলং কুষ্ঠব্রণাস্রজিৎ॥

করঞ্জতৈল ১ সের। কল্কার্থ—চিতামূল, নিসিন্দামূল, করবীর মূল, নালিতাবীজ ও বিষ প্রত্যেক ১ পল। কল্কদ্রব্যসকল কাঁজিতে বাটিয়া তৈলে দিবে এবং উহাতে কাঁজি ১ পল মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রপক্ব করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কুষ্ঠ, ব্রণ ও রক্তদোষ নিবারিত হয়।

ষড়্‌বিন্দুতৈলম্

সিন্দূরামৃততালগৈরিকহলাজাজীগদক্রাবণৈর্হৃৎপাষাণরসোনবাণদহনস্নুহ্যর্কদুগ্ধৈর্নিশা-। রাজীগন্ধকহিঙ্গুভিঃ পরিমিতৈঃ শুক্ত্যা পচেৎ সার্ষপং তৈলং প্রস্থমিতং ঘৃতস্য কুড়বং পাত্রং তথার্কাদ্রসম্॥ গোমূত্রঞ্চ তথা বিনীয় সকলং পূতং শৃতং রোগিণে দদ্যাৎ কুষ্ঠাবিচর্চ্চিকাদিষু ভিষঙ্ নাম্না তু ষড়্‌বিন্দুকম্॥ (সর্ব্বকুষ্ঠে সর্ব্বব্রণে সর্ব্বগলিতক্ষতে চ।)

কটুতৈল ৪ সের, ঘৃত ॥০ সের, আকন্দের রস ১৬ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—মেটেসিন্দূর, বিষ, হরিতাল, গেরিমাটী, ঈশলাঙ্গলা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, ত্রিকটু, মনছাল, রসুন, শরপুঙ্খ, চিতামূল, সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, হরিদ্রা, রাইসর্ষপ, গন্ধক ও হিঙ্গু প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল সকল প্রকার কুষ্ঠ ও বিচর্চ্চিকা প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

কচ্ছূরাক্ষসতৈলম্

মনঃশিলালং কাসীস-গন্ধাশ্মসিন্ধুজন্ম চ। স্বর্ণক্ষীরী শিলাভেদী শুণ্ঠী কুষ্ঠঞ্চ মাগধী॥ লাঙ্গলী করবীরঞ্চ দদ্রুঘ্নক্রিমিহানলঃ। দন্তীনিম্বদলৈশ্চৈভিঃ পৃথক্ কর্ষমিতৈর্ভিষক্॥ কল্কীকৃত্য পচেৎ তৈলং কটু প্রস্থদ্বয়োন্মিতম্। অর্কসেহুণ্ডদুগ্ধেন পৃথক্ পলমিতেন চ॥ গোমূত্রস্যাঢ়কেনাপি শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। অভ্যঙ্গেন হরেদেতৎ কচ্ছূং দুঃসাধ্যতামপি॥ পামানঞ্চ তথা কণ্ডুং ত্বগ্ব্যাধিরুধিরাময়ান্। কচ্ছূরাক্ষসনামেদং তৈলং হারীতভাষিতম্॥

সর্ষপতৈল ৮ সের। গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—মনঃশিলা, হরিতাল, হীরাকস, গন্ধক, সৈন্ধব-লবণ, স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বিষলাঙ্গলা, করবীর, চক্রমর্দ্দ, বিড়ঙ্গ, চিতা, দন্তী ও নিমপাতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা এবং আকন্দের আঠা ও সিজের আঠা প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল মৃদু অগ্নির তাপে পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে দুঃসাধ্য কচ্ছূ, পামা, কণ্ডু, চর্ম্মরোগ ও রক্তদোষ নষ্ট হয়।

আরগ্বধাদ্যং তৈলম্

আরগ্বধং ধবং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা। রজনীদ্বয়সংযুক্তং পচেৎ তৈলং বিধানবিৎ। এতেনাভ্যঞ্জয়েচ্ছিত্রী ক্ষিপ্রং শ্বিত্রং বিনশ্যতি॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—সোন্দালপত্র, ধাওয়াছাল, কুড়, হরিতাল, মনছাল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, মিলিত ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে শ্বিত্ররোগ নষ্ট হয়।

শ্বিত্রপঞ্চানন-তৈলম্

এরণ্ডতুলসীবীজং বাগুজী চক্রমর্দ্দকম্। তিক্তকোষাতকীবীজং কৃষ্ণাঙ্কোঠস্য বীজকম্॥ কল্কং দত্ত্বা শিলা কাশী পথ্যা কুষ্ঠং বিড়ঙ্গকম্। গোমূত্রদধিদুগ্ধৈশ্চ পচেদজামূত্রকৈঃ॥ কটুতৈলঞ্চ তল্লেপাদীযদ্ ঘৃষ্ট্বা বিলেপনৈঃ। পঞ্চাননমিদং তৈলং শ্বেতকুষ্ঠাকুলাপহম্॥

কটুতৈল ৪ সের। গোমূত্র, দধির মাত, দুগ্ধ ও ছাগমূত্র প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডবীজ, তুলসীবীজ, হাকুচবীজ, চাকুন্দেবীজ, তিতঝিঙ্গার বীজ, কাল আঁকোড়বীজ, মনছাল, হীরাকস, হরীতকী, কুড় ও বিড়ঙ্গ মিলিত ১ সের। ধবলস্থান ঈষৎ ঘর্ষণ করিয়া এই তৈল লাগাইলে উহা প্রশমিত হয়।

খদিরারিষ্টঃ

খদিরস্য তুলার্দ্ধন্তু দেবদারু চ তৎসমম্। বাকুচী দ্বাদশপলা দার্ব্বী স্যাৎ পলবিংশতিঃ॥ ত্রিফলা বিংশতিপলান্যষ্টদ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ। কষায়ে দ্রোণশেষে চ পুতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ॥ তুলাদ্বয়ং মাক্ষিকস্য তুলৈকা শর্করা মতা। ধাতক্যা বিংশতিপলং কক্কোলং নাগকেশরম্॥ জাতীফলং লবঙ্গৈলা-ত্বক্পত্রাণি পৃথক্ পৃথক্। পলোন্মিতানি কৃষ্ণায়া দদ্যাৎ পলচতুষ্টয়ম্॥ ঘৃতভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য মাসাদুর্দ্ধং পিবেৎ ততঃ। মহাকুষ্ঠানি হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগার্ব্বুদং তথা॥ গুল্মং গ্রন্থিক্রিমীন্ কাসং তথা প্লীহোদরং জয়েৎ। এষ বৈ খদিরারিষ্টঃ সর্ব্বকুষ্ঠনিবারণঃ॥

খদিরকাষ্ঠ ৬।০ সের, দেবদারু ৬।০ সের, সোমরাজীবীজ ১২ পল, দারুহরিদ্রা ২০ পল, ত্রিফলা ২০ পল, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের। ইহা ছাঁকিয়া তাহাতে মধু ২৫ সের, চিনি ১২॥০ সের, ধাইফুল ২০ পল, কক্কোল, নাগেশ্বর, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও তেজপত্র প্রত্যেক ১ পল এবং পিপুল ৪ পল। এই সমুদায় একত্র আবৃতমুখ ঘৃতভাণ্ডে একমাস রাখিবে। ইহা সেবন করিলে কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, অর্ব্বুদ ও গুল্ম প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়। (মাত্রা—১ পল)।

পথ্যাপথ্যবিধি

কুষ্ঠরোগে পথ্যানি

পক্ষাৎ পক্ষাচ্ছর্দ্দনানি মাসান্মাসাদ্‌বিরেচনম্। নস্যং ত্র্যহাৎ ত্র্যহান্মাসি ষষ্ঠে ষষ্ঠেঽস্রমোক্ষণম্॥ সর্পির্লেপশ্চিরোৎপন্না যবগোধূমশালয়ঃ। মুদ্‌গাঢ়কীমসূরাশ্চ মাক্ষিকং জাঙ্গলামিষম্॥ আষাঢ়ফলবেত্রাগ্রং পটোলং বৃহতীফলম্। কাকমাচীনিম্বপত্রং লশুনং হিলমোচিকা॥ পুনর্নবা মেষশৃঙ্গী চক্রমর্দ্দদলানি চ। ভল্লাতকং পক্বতালং খদিরশ্চিত্রকো বরা॥ জাতীফলং নাগপুষ্পং কুঙ্কুমং প্রতনং হবিঃ। কোষাতকী করঞ্জোঽপি তিলসর্ষপনিম্বজম্॥ তৈলং তথেঙ্গুদোত্থঞ্চ লঘূন্যন্যানি যানি চ। স্নেহাঃ সরলদেবাহ্ব-শিংশপাগুরুসম্ভবাঃ॥ মূত্রাণি গোখরোষ্ট্রাশ্ব-মহিষীজনিতানি চ। কস্তুরিকা গন্ধাসারস্তিক্তানি ক্ষারকর্ম্ম চ। যথাদোষং সমস্তানি পথ্যান্যেতানি কুষ্ঠিনাম্॥

কুষ্ঠরোগে একপক্ষ অন্তর বমন, একমাস অন্তর বিরেচন, তিন দিবস অন্তর নস্য প্রয়োগ এবং ছয়মাস অন্তর রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। ঘৃত পান, প্রলেপন, পুরাতন যব, গোধূম, শালিধান্য, মুগ, অড়হর, মসূর দাইল, মধু, জাঙ্গলদেশজ মৃগপক্ষির মাংস, পলাশবীজ, বেতাগ্র, পটোল, বৃহতীফল, কাকমাচী, নিম্বপত্র, রশুন, হিঞ্চাশাক, পুনর্নবা, মেষশৃঙ্গী ফল, চাকুন্দিয়াপাতা, ভেলা, পাকা তাল, খদির, চিতা, ত্রিফলা, জায়ফল, নাগকেশর, কুঙ্কুম, পুরাতন ঘৃত, ঘোষালতা, করঞ্জতৈল, তিলতৈল, সার্ষপতৈল, নিম্বতৈল, ইঙ্গুদীফলোদ্ভব তৈল, লঘুদ্রব্য, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শিশু ও অগুরুকাষ্ঠ উৎপন্ন স্নেহ (তৈল), গোমূত্র, গর্দ্দভমূত্র, উষ্ট্রমূত্র, অশ্বমূত্র, মহিষীমূত্র, কস্তূরী, শ্বেতচন্দন, তিক্তদ্রব্য এবং ক্ষারপ্রয়োগ, কুষ্ঠরোগিকে দোষানুসারে এই সমস্ত প্রয়োগ করিলে হিতকর হয়।

কুষ্ঠরোগেঽপথ্যানি

পাপানি কর্ম্মাণি কৃতঘ্নভাবং নিন্দা গুরূণাং গুরুধর্ষণঞ্চ। বিরুদ্ধপানাশনমহ্নি নিদ্রাং চণ্ডাংশুতাপং বিষমাশনঞ্চ॥ স্বেদং রতং বেগনিরোধমিক্ষুং ব্যায়ামম্লানি তিলাংশ্চ মাষান্। দ্রবান্নগুর্ব্বন্ননবান্নভুক্তিং বিদাহি বিষ্টম্ভি চ মূলকানি॥ সহ্যাদ্রিবিন্ধ্যাদ্রিসমুদ্ভবানাং তরঙ্গিণীনামুদকানি চাপি। আনূপমাংসং দধিদুগ্ধমদ্যং গুড়ঞ্চ কুষ্ঠামনিয়স্ত্যজেয়ুঃ॥

পাপকর্ম্ম (ব্রাহ্মণীগমনাদি), কৃতঘ্নতা (উপকারকের অপকার করা), গুরুনিন্দা, গুরুজনকে অবমাননা করা, বিরুদ্ধ পান, বিরুদ্ধ ভোজন, দিবানিদ্রা, রৌদ্রসেবন, বিষম ভোজন, স্বেদন, রমণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ইক্ষু, ব্যায়াম, অম্লদ্রব্য, তিল, মাষকলায়, দ্রবদ্রব্য, গুরুদ্রব্য, নূতন চাউলের অন্ন, বিদাহিদ্রব্য, বিষ্টম্ভিদ্রব্য, মূলা, সহ্যগিরি ও বিন্ধ্যগিরি সম্ভূত নদীর জল, আনূপমাংস, দধি, দুগ্ধ, মদ্য ও গুড় এই সকল কুষ্ঠরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে কুষ্ঠাধিকারঃ।

শীতপিত্তোদৰ্দ্দকোঠাধিকার

শীতপিত্তোদৰ্দ্দকোঠ-নিদানম্

শীতমারুতসংস্পর্শাৎ প্রদুষ্টৌ কফমারুতৌ। পিত্তেন সহ সম্ভূয় বহিরন্তর্বিসর্পতঃ॥ বরটীদষ্টসংস্থানঃ শোথঃ সংজায়তে বহিঃ। সকণ্ডূতোদবহুলশ্চর্দ্দিজ্বরবিদাহবান্॥ উদৰ্দ্দমিতি তং বিদ্যাচ্ছীতপিত্তমথাপরে। বাতাধিকং শীতপিত্তমুদৰ্দ্দস্তু কফাধিকঃ॥ সোৎসঙ্গৈশ্চ সরাগৈশ্চ কণ্ডূমদ্ভিশ্চ মণ্ডলৈঃ। শৈশিরঃ কফজো ব্যাধিরুদৰ্দ্দ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ অসম্যগ্বমনোদীর্ণ-পিত্তশ্লেষ্মান্ননিগ্রহৈঃ। মণ্ডলানি সকণ্ডূনি রাগবন্তি বহূনি চ। উৎকোঠঃ সানুবন্ধশ্চ কোঠ ইত্যভিধীয়তে॥

শীতল বায়ু সেবন দ্বারা কফ ও মারুত প্রদুষ্ট এবং পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া ত্বক ও রক্তাদি ধাতুতে পরিসর্পণ করিয়া শীতপিত্ত রোগ উৎপাদন করে।

শীতপিত্ত ও উদৰ্দ্দ রোগে গাত্রে বোল্‌তা দংশনজনিত শোথের ন্যায় শোথ হয়। ইহাতে অতিশয় কণ্ডূ, তোদ, বমি, জ্বর ও দাহ বিদ্যমান থাকে। শীতপিত্তে বায়ুর এবং উদৰ্দ্দ রোগে কফের আধিক্য থাকে।

উদৰ্দ্দ-শোথ মধ্যনিম্ন, রক্তবর্ণ, কণ্ডূযুক্ত, মণ্ডলাকার ও হিমসম্ভূত। ইহা কফজ ব্যাধি।

বমনক্রিয়া দ্বারা সম্যগ্‌রূপ বমি না হইলে বহির্গমনোম্মুখ পিত্ত ও শ্লেষ্মার এবং ভুক্তান্নের অনির্গম হেতু শরীরে রক্তবর্ণ কণ্ডূবিশিষ্ট মণ্ডলাকার বহুসংখ্যক যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কোঠ কহে। কোঠ নিরনুবন্ধ অর্থাৎ উদ্‌গত হইবার কিছুক্ষণ পরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়, আর পুনরুদ্‌গত হয় না। কিন্তু এই কোঠ সানুবন্ধ অর্থাৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃপুনঃ বিনাশশীল হইলে উৎকোঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠচিকিৎসা

শীতপিত্তে তু বমনং* পটোলারিষ্টবারিণা। ত্রিফলাপুরকৃষ্ণাভির্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে॥ অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন সেকশ্চোষ্ণেন বারিণা। ত্রিফলাং ক্ষৌদ্রসংযুক্তাং খাদেচ্চ নবকার্ষিকম্॥

(পটোলারিষ্টবারিণেত্যাদাবনুক্তমপি মদনফলকল্কং প্রক্ষেপ্যম্ চক্রটীকা।)

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ রোগে, পল্‌তা ও নিমছালের ক্বাথে মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা দ্বারা বমন এবং ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্‌গুলু ১০ মাষা এবং পিপুল ৬ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা বিরেচন; সর্ষপ তৈল মর্দ্দন; উষ্ণ জলে গাত্র সেচন; মধুর সহিত (প্রক্ষেপ দিয়া) ত্রিফলা ক্বাথ সেবন এবং বাতরক্তোক্ত নবকার্ষিক নামক পাচন অথবা পরশ্লোকোক্ত নবকার্ষিক বটিকা সেবন ব্যবস্থেয়।

বিসর্পোক্তমমৃতাদিং ভিষগত্রাপি যোজয়েৎ॥

বৈদ্যগণ এই সমস্ত রোগে বিসর্প-চিকিৎসোক্ত অমৃতাদি পাচনও ব্যবস্থা করিবেন।

ত্রিফলাপুরকৃষ্ণানং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা। গুটিকা শীতপিত্তার্শো-ভগন্দরবতাং হিতা॥

ত্রিফলা ৩ ভাগ, গুগ্‌গুলু ৫ ভাগ ও পিপ্পলী ১ ভাগ, এই সমস্ত একত্র করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী ১টি করিয়া সেবন করিলে শীতপিত্ত, অর্শঃ ও ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

আর্দ্রকস্য রসঃ পেয়ঃ পুরাণগুড়সংযুতঃ। শীতপিত্তাপহঃ শ্রেষ্ঠো বহ্নিমান্দ্যবিনাশনঃ॥

পুরাতন গুড়ের সহিত আদার রস পান করিলে শীতপিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়।

দূর্ব্বানিশাযুতো লেপঃ কণ্ডূপামাবিনাশনঃ। ক্রিমিদদ্রুহরশ্চৈব শীতপিত্তাপহঃ স্মৃতঃ॥

দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডূ, পামা, ক্রিমি, দদ্রু ও শীতপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

সিদ্ধার্থরজনীকল্কৈঃ প্রপুন্নাড়তিলৈঃ সহ। কটুতৈলেন সংমিশ্রমেতদুদ্বর্ত্তনং হিতম্॥

শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, চাকুন্দেবীজ ও কৃষ্ণ তিল, এই সমুদায় সর্ষপতৈলের সহিত বাটিয়া গাত্রে মাখিলে শীতপিত্তাদির নাশ হয়।

অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা। শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ॥

গণিয়ারিমূল বাটিয়া ঘৃতের সহিত সাত দিবস সেবন করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ রোগের শান্তি হয়।

ক্ষারসিন্ধুত্থতৈলৈশ্চ গাত্রাভ্যঙ্গং প্রযোজয়েৎ॥

যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মাখিলে শীতপিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে।

গাম্ভারিকাফলং পক্কং শুষ্কমুৎস্বেদিতং পুনঃ। ক্ষীরেণ শীতপিত্তঘ্নং খাদিতং পথ্যসেবিনা॥

পথ্যসেবী হইয়া গাম্ভারীর সুপক্ক শুষ্ক ফল দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে শীতপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

কর্ষং গব্যঘৃতস্যাপি মাষকং মরিচস্য চ। একীকৃত্য পিবেৎ প্রাতঃ শীতপিত্তাদিনাশনম্॥

গব্য ঘৃত (উষ্ণ) ২ তোলা ও মরিচের গুঁড়া ১ মাষা একত্র করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে শীতপিত্তাদির শান্তি হয়।

* উদর্দ্দে বমনং কার্য্যমিতি বা পাঠঃ।

শীতলান্যন্নপানানি বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্। উষ্ণানি বা যথাকালং শীতপিত্তে প্রযোজয়েৎ॥
বাতাদি দোষের অবস্থা ও কাল বিবেচনা করিয়া শীতবীর্য্য বা উষ্ণবীর্য্য অন্নপান ব্যবস্থা করিবে।

সিতাং মধুকসংযুক্তাং গুড়মামলকৈঃ সহ যমানীং খাদয়েচ্চাপি ব্যোষক্ষারসমাযুতাম্॥
চিনির সহিত যষ্টিমধু, আমলকীর সহিত গুড় এবং ত্রিকটু ও যবক্ষারের সহিত যমানী ভক্ষণ করিলে শীতপিত্তাদির শান্তি হইয়া থাকে।

সগুড়ং দীপ্যকং যস্তু খাদেৎ পথ্যান্নভুঙ্ নরঃ। তস্য নশ্যতি সপ্তাহাদুদর্দ্দঃ সর্ব্বদেহজঃ॥
এক সপ্তাহ সুপথ্যভোজী হইয়া গুড় ও যমানী ভক্ষণ করিলে সর্ব্বদেহস্থ উদর্দ্দ নষ্ট হয়।

তৈলোদ্বর্ত্তনযোগেন যোজ্য এলাদিকো গণঃ॥ শুষ্কমূলকযূষেণ কৌলত্থেন রসেন বা। ভোজনং সর্ব্বদা কার্য্যং লাবতিত্তিরিজেন বা॥
উদর্দ্দরোগে (সুশ্রুতোক্ত) এলাদিগণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শরীরে উদ্বর্ত্তন করিবে এবং শুষ্কমূলার যূষসহ অথবা কুলত্থকলায়ের যূষসহ কিংবা লাব ও তিত্তির প্রভৃতি পক্ষির মাংসরস-সহ অন্ন ভোজন করিবে।

কুষ্ঠোক্তঞ্চ ক্রমং কুর্য্যাদম্লপিত্তঘ্নমেব চ। উদর্দ্দোক্তাং ক্রিয়াঞ্চাপি কোঠরোগে সমাসতঃ। সর্পিঃ পীত্বা মহাতিক্তং কার্য্যং শোণিতমোক্ষণম্॥
কোঠরোগে কুষ্ঠোক্ত, উদর্দ্দোক্ত এবং অম্লপিত্তনাশক ক্রিয়াসকল করিবে। ইহাতে মহাতিক্তাদি ঘৃতপান করিয়া রক্তমোক্ষণ করা উচিত।

নিম্বস্য পত্রাণি সদা ঘৃতেন ধাত্রীবিমিশ্রাণি নরঃ প্রযুঞ্জ্যাৎ। বিস্ফোটকণ্ডু ক্রিমিশীতপিত্ত-মুদর্দ্দকোঠৌ চ কফঞ্চ হন্যাৎ॥
আমলকী ও নিমপাতা সমভাগে বাটিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বিস্ফোট, কণ্ডু, ক্রিমি, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগ এবং কফদোষ প্রশমিত হইয়া থাকে।

স্পর্শবাতলক্ষণম্

অঙ্গেষু তোদনং প্রায়ো দেহস্পর্শং ন বিন্দতি। মণ্ডলানি চ দৃশ্যন্তে স্পর্শবাতস্য লক্ষণম্॥
স্পর্শবাতরোগে অঙ্গে সূচীবেধবদ্ বেদনা ও স্পর্শশক্তির নাশ হয় এবং গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্ন সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে।

রসাদিগুটী

অষ্টভাগো রসঃ শুদ্ধো বিষতিন্দোর্দশৈব তু। গন্ধকস্য দশ দ্বৌ চ ব্যোষত্রিফলয়োস্ত্রয়ঃ॥ বহ্নিচিত্রকমুস্তানাং বচাশ্বগন্ধয়োরপি। রেণুকাবিষকুষ্ঠানাং পিপ্পলীমূলনাগয়োঃ॥ একৈকস্তু ভবেদ্ ভাগ ইতি গ্রাহ্যাঃ ক্রমেণ চ। গুড়শ্চতুর্ব্বিংশতিঃ স্যাদ্ বটিকা বদরাকৃতিঃ। ক্রমেণ বানুসেবেত স্পর্শবাতাপনুত্তয়ে॥
শোধিত পারদ ৮ ভাগ, কুঁচিলা ১০ ভাগ, গন্ধক ১২ ভাগ এবং শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, ভেলার মুটী, চিতা, মুতা, বচ, অশ্বগন্ধা, রেণুক, বিষ, কুড়, পিপুলমূল ও নাগকেশর প্রত্যেক এক এক ভাগ, গুড় ২৪ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কুলের ন্যায় বটিকা করিবে। এই বটী কিছুদিন সেবন করিলে স্পর্শবাত বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রাখণ্ডঃ

হরিদ্রায়াঃ পলান্যষ্টৌ ষট্‌পলং হবিষস্তথা। ক্ষীরাঢ়কেন সংযুক্তং খণ্ডস্যার্দ্ধতুলাং তথা॥ পচেন্ মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যো ভাজনে মৃন্ময়ে দৃঢ়ে। কটুত্রিকং ত্রিজাতঞ্চ ক্রিমিঘ্নং ত্রিবৃতা তথা॥ ত্রিফলা কেশরং মুস্তং লৌহং প্রতি পলং পলম্। সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেৎ তত্র কর্ষমেকন্তু ভক্ষয়েৎ॥ কণ্ডূবিস্ফোটদদ্রূণাং নাশনং পরমৌষধম্। প্রতপ্তকাঞ্চনভাসো দেহো ভবতি নান্যথা। শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ। হরিদ্রানামতঃ খণ্ডঃ কণ্ডূনাং পরমৌষধম্॥

হরিদ্রা ৮ পল, ঘৃত ৬ পল, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের, চিনি ৬।০ সের। মৃদু অগ্নিতে মৃৎপাত্রে যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, ত্রিফলা, নাগেশ্বর, মুতা ও লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। মাত্রা—২ তোলা। হরিদ্রাখণ্ড শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ প্রভৃতি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বৃহদ্ হরিদ্রাখণ্ডঃ

নিশাচূর্ণস্য কুড়বং ত্রিবৃৎপলচতুষ্টয়ম্। অভয়া তৎসমা দেয়া সার্দ্ধপ্রস্থদ্বয়ী সিতা॥ দার্ব্বী মুস্তা যমান্যৌ দ্বৌ চিত্রকং কটুরোহিণী। অজাজী পিপ্পলী শুণ্ঠী ত্রিজাতং ক্রিমিকণ্টকম্॥ অমৃতা বাসকং কুষ্ঠং ত্রিফলা চব্যধান্যকম। মৃতলৌহং মৃতাভ্রঞ্চ প্রত্যেকং কোলসম্মিতম্॥ পচেন্মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যো ভাজনে মৃন্ময়ে নবে। কর্ষার্দ্ধঞ্চ ততঃ খাদেদুষ্ণতোয়ানুপানতঃ॥ শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠ-কণ্ডূপামাবিচর্চ্চিকাঃ। জীর্ণজ্বররক্রিমীন্ পাণ্ডু-শোথাদীংশ্চ বিনাশয়েৎ॥

হরিদ্রাচূর্ণ ৷৷০ সের, তেউড়ীচূর্ণ ৪ পল, হরীতকীচূর্ণ ৪ পল, চিনি ৫ সের। দারুহরিদ্রা, মুতা, যমানী, বনযমানী, চিতা, কট্‌কী, কৃষ্ণজীরা, পিপ্পলী, শুঁঠ, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, কুড়, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, চই, ধনে, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা। একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। মাত্রা—১ তোলা। উষ্ণ জলসহ সেব্য। ইহা দ্বারা শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ এবং কণ্ডূ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া উপশমিত হয়।

আর্দ্রকখণ্ডঃ

আর্দ্রকং প্রস্থমেকং স্যাদ্ গোঘৃতং কুড়বদ্বয়ম্। গোদুগ্ধং প্রস্থযুগলং তদর্দ্ধং শর্করা মতা॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্। চিত্রকঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ মুস্তকং নাগকেশরম্॥ ত্বগেলাপত্রকচ্চুরং প্রত্যেকং পলমাত্রকম্। বিধায় পাকং বিধিবৎ খাদেৎ তৎ পলসম্মিতম্॥ আর্দ্রকখণ্ডনামায়ং প্রাতর্ভুক্তো ব্যপোহতি। শীতপিত্তমুদর্দ্দঞ্চ কোঠমুৎকোঠমেব চ॥ যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ কাসং শ্বাসমরোচকম্। বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং শোথং কণ্ডূক্রিমীনপি॥ দীপয়েদুদরে বহ্নিং বলং বীর্য্যঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ। বপুঃ পুষ্টিং প্রকুরুতে তস্মাৎ সেব্যমিদং সদা॥

আদা ২ সের, গব্যঘৃত ১ সের, গব্যদুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৪ সের। পিপুল, পিপুলমুল, মরিচ, শুঁঠ, চিতা, বিড়ঙ্গ, মুতা, নাগকেশর, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও শটী প্রত্যেক ১ পল। এই সমস্ত যথাবিধি পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে নামাইয়া প্রাতঃকালে ৮ তোলা মাত্রায় (বিবেচনা মতে) সেবন করিলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ, কোঠ, উৎকোঠ, যক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

শ্লেষ্মপিত্তান্তকো রসঃ

মৃতসূতার্কলৌহঞ্চ বহ্নিগন্ধঞ্চ টঙ্গণম্। ভূনিম্বেন্দ্রযবৌ রাস্না গুড়ূচী পদ্মকং সমম্॥ দিনং পর্পটকদ্রাবৈর্মর্দ্দিতং বটকীকৃতম্। সিতাক্ষৌদ্রৈর্লিহেন্মাংসৈঃ শ্লেষ্মপিত্তান্তকো রসঃ॥ পথ্যাকণাগুড়ং শুণ্ঠীং মাষৈকং ভক্ষয়েদনু। কফবাতহরং খাদেদ্দাড়িমং নাগরং গুড়ম্॥

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতা, গন্ধক, সোহাগা, চিরতা, ইন্দ্রযব, রাস্না, গুলঞ্চ ও পদ্মকাষ্ঠ, সমভাগে এই সকল দ্রব্য একদিন ক্ষেতপাপড়ার রসে মাড়িয়া বটী প্রস্তুত করিবে। চিনি, মধু বা মাংসরসের সহিত সেব্য। হরীতকী, পিপুল, গুড় ও শুঁঠ এক মাষা পরিমাণে অনুপান করিবে। কফ ও বায়ুর আধিক্য থাকিলে দাড়িম, শুঁঠ ও গুড় একত্র সেবন করিতে দিবে।

বীরেশ্বরো রসঃ

মৃতসূতার্কলৌহঞ্চ তালগন্ধককট্‌ফলম্। মেষশৃঙ্গী বচা শুণ্ঠী ভার্গী পথ্যা চ বালকম্॥ ধন্যাকং মর্দ্দয়েৎ তুল্যং পটোলোত্থদ্রবৈর্দিনম্। নিষ্কমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ কফবাতপ্রশান্তয়ে। রসো বীরেশ্বরো নাম উক্তো নাগার্জ্জুনেন চ॥

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, কট্‌ফল, মেড়াশিঙ্গী, বচ, শুঁঠ, বামুনহাটী, হরীতকী, বালা ও ধনে, এই সকল দ্রব্য পটোলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া চারি মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—মধু। ইহা কফবাতপ্রশমক।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠরোগে পথ্যানি

ছর্দ্দির্বিরেচনং লেপোঽসৃজ্মোক্ষো জীর্ণশালয়ঃ। জাঙ্গলৈরামিষৈর্মুদ্গৈঃ কুলত্থৈর্বা কৃতা রসাঃ॥ কর্কোটকং কারবেল্লং শিগ্রুমূলকপোতিকাঃ। শাল্মিঞ্চশাকং বেত্রাগ্রং দাড়িমং ত্রিফলা মধু॥ কটুতৈলং তপ্তনীরং পিত্তশ্লেষ্মহরাণি চ। কটুতিক্তকষায়াণি সর্ব্বাণীতি গণঃ সখা। শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠ-রোগিণাং স্যাদ্ যথামলম্॥

বমন, বিরেচন, প্রলেপন, রক্তমোক্ষণ, পুরাতন শালি, জাঙ্গল মাংসরস, মুগের যূষ ও কুলথকলায়ের যূষ, কাঁকরোল, করলা, শজিনা, কচি মূলা, শালিঞ্চশাক, বেতাগ্র, দাড়িম, ত্রিফলা, মধু, সর্ষপতৈল, গরমজল, পিত্তশ্লেষ্মনাশক দ্রব্য এবং সমস্ত কটুবর্গ, তিক্তবর্গ ও কষায়বর্গ, দোষানুসারে প্রযোজিত হইলে শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগির সুপথ্য হয়।

শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠরোগেঽপথ্যানি

ক্ষীরেক্ষুজাতা বিবিধা বিকারা মৎস্যোদকানূপভবামিষাণি। নবীনমদ্যং বমিবেগরোধঃ প্রাগ্‌দক্ষিণাশাপবনোঽহ্নি নিদ্রা॥ স্নানং বিরুদ্ধাশনমাতপশ্চ স্নিগ্ধং তথাম্লং মধুরং কষায়ম্। গুর্ব্বন্নপানানি চ শীতপিত্ত-কোঠাময়োদর্দ্দবতাং বিষাণি॥

নানাবিধ দুগ্ধবিকৃতি (ছানাদি) ও ইক্ষুবিকৃতি (গুড়াদি), মৎস্য এবং ঔদকমাংস, আনূপ মৃগপক্ষী প্রভৃতির মাংস, নূতন মদ্য, বমিবেগধারণ, পূর্ব্ব বায়ু ও দক্ষিণ বায়ু, দিবানিদ্রা, স্নান, বিরুদ্ধভোজন, রৌদ্রসেবন, স্নিগ্ধদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, মধুরদ্রব্য, কষায়দ্রব্য এবং গুরুপাক অন্নপানীয়, এই সকল শীতপিত্ত, কোঠ ও উদর্দ্দরোগির অপথ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শীতপিত্তাদ্যধিকারঃ।

অম্লপিত্তাধিকার

অম্লপিত্ত-নিদানম্

> বিরুদ্ধদুষ্টাম্লবিদাহিপিত্ত-প্রকোপিপানান্নভুজো বিদগ্ধম্। পিত্তং স্বহেতুপচিতং পুরা যৎ তদম্লপিত্তং প্রবদন্তি সন্তঃ॥ অবিপাকক্লমোৎক্লেশ-তিক্তাম্লোদ্গারগৌরবৈঃ। হৃৎকণ্ঠদাহারুচিভিশ্চাম্লপিত্তং বদেদ্ভিষক্॥ তৃড়্দাহমূর্চ্ছাভ্রমমোহকারি প্রযাত্যধো বা বিবিধপ্রকারম্। হৃল্লাসকোঠানলসাদহর্ষ-স্বেদাঙ্গপীতত্বকরং কদাচিৎ॥ বান্তং হরিৎপীতকনীলকৃষ্ণ-মারক্তরক্তাভমতীব চাম্লম্। মাংসোদকাভস্ত্বতিপিচ্ছিলাচ্ছং শ্লেষ্মানুজাতং বিবিধং রসেন॥ ভুক্তে বিদগ্ধে ত্বথবাপ্যভুক্তে করোতি তিক্তাম্লবমিং কদাচিৎ। উদ্গারমেবং বিধমেব কণ্ঠ-হৃৎকুক্ষিদাহং শিরসো রুজঞ্চ॥ করচরণদাহমৌষ্ণ্যং মহতীমরুচিং জ্বরঞ্চ কফপিত্তম্। জনয়তি কণ্ডূমণ্ডলপিড়কাশতনিচিতগাত্ররোগনিচয়ম্॥

মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, দূষিত অন্ন, অম্ল ও বিদাহিদ্রব্য এবং অন্যান্য পিত্তপ্রকোপক পান আহার, এই সকল কারণে পূর্ব্বসঞ্চিত পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া অম্লপিত্তরোগরূপে পরিণত হয়। অম্লপিত্ত রোগে ভুক্তান্নের অপরিপাক, ক্লান্তিবোধ, বমনবেগ, তিক্ত ও অম্ল উদ্গার, দেহভার, বুক ও গলা জ্বালা এবং অরুচি, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

অধোগ অম্লপিত্তে হরিৎপীতাদি বিবিধবর্ণবিশিষ্ট দুর্গন্ধ মলভেদ হয়। ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্ঞান-বৈপরীত্য, বমনবেগ, কোঠোৎপত্তি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্মোদ্গম ও অঙ্গের পীতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে হরিৎ পীত নীল কৃষ্ণ আরক্ত বা রক্তবর্ণ, অতীব অম্ল, মাংসজল সদৃশ, অতি পিচ্ছিল, স্বচ্ছ, কফসংসৃষ্ট ও কটুতিক্তাদি বিবিধ রসবিশিষ্ট বমি হইয়া থাকে। ভুক্তদ্রব্য বিদগ্ধ হইলে অথবা অভুক্তাবস্থাতেও কখন কখন তিক্ত বা অম্ল বমি হয় এবং উদ্গারও ঐরূপ তিক্ত বা অম্ল হইয়া থাকে। ইহাতে কণ্ঠ, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে দাহ, শিরোবেদনা, হাত-পা জ্বালা,

দেহের উষ্ণতা, অতিশয় অরুচি, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর এবং শরীরে কণ্ডু, বহুসংখ্যক পিড়কোৎপত্তি ও নানাবিধ রোগ, এই সমস্ত উপদ্রব সংঘটিত হয়।

অম্লপিত্ত-চিকিৎসা

প্রাগম্লপিত্তরোগার্ত্তং কুলকারিষ্টবারিভিঃ। রামঠক্ষৌদ্রসিন্ধুত্থৈর্বমনং কারয়েদ্ ভিষক্॥

অম্লপিত্ত রোগে প্রথমতঃ পল্‌তা ও নিমছালের ক্বাথ করিয়া তাহাতে হিঙ্গু, মধু ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগিকে পান করাইয়া বমন করাইবে।

বান্তিং কৃত্বাম্লপিত্তে তু বিরেকং মৃদু কারয়েৎ। সম্যগ্‌বান্তবিরিক্তস্য সুস্নিগ্ধস্যানুবাসনম্॥ আস্থাপনং চিরোদ্ভূতে দেয়ং দোষাদ্যপেক্ষয়া॥

অম্লপিত্ত রোগে বমনের পর মৃদু বিরেচন এবং তদন্তে স্নেহক্রিয়া ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। চিরোৎপন্ন অম্লপিত্ত রোগে বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া নিরূহ-বস্তি (পিচ্‌কারী) দিবে।

ক্রিয়া শুদ্ধস্য শমনী হ্যনুবন্ধব্যপেক্ষয়া। দোষসংসর্গজে কার্য্যা ভেষজাহারকল্পনা॥

দুই তিন দোষের মিলনে অম্লপিত্ত উপস্থিত হইলে, প্রথমে বমন বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া দ্বারা রোগিকে সংশুদ্ধ করিয়া, এরূপ ঔষধের ও আহারের ব্যবস্থা করিবে, যেন তাহা অনুবন্ধদোষের বিরোধী না হয়।

জ্বলন্তমিব চাত্মানং মন্যতে যোঽম্লপিত্তবান্। তস্যৈব শোধনং পথ্যং ন শান্তিঃ শোধনং বিনা॥

অম্লপিত্ত রোগে যদি কোন ব্যক্তি এমন বোধ করে, যেন তাহার শরীর অনলে জ্বলিতেছে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বমন বিরেচনাদি শোধনক্রিয়াই প্রশস্ত। শোধন ব্যতিরেকে সেরূপ রোগির রোগশান্তির অন্য উপায় নাই।

ঊর্দ্ধগং বমনৈর্ধীমানধোগং রেচনৈর্হরেৎ। অম্লপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টপত্রকৈঃ॥ কারয়েন্মদনক্ষৌদ্র-সিন্ধুযুক্তৈঃ কফোল্বণে। বিরেচনং ত্রিবৃচ্চূর্ণং মধুধাত্রীফলদ্রবৈঃ॥

ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্ত বমন দ্বারা এবং অধোগ অম্লপিত্ত বিরেচন দ্বারা হরণ করিবে। কফোল্বণ অম্লপিত্তে পল্‌তা, নিমপাতা, ময়নাফল, মধু ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা বমন করাইবে। বিরেচনের আবশ্যক হইলে মধু ও আমলকীর রসের সহিত তেউড়ীচূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

তিক্তভূয়িষ্ঠমাহারং পানঞ্চাপি প্রকল্পয়েৎ। যবগোধূমবিকৃতীস্তীক্ষ্ণসংস্কারবর্জ্জিতাঃ॥ যথাস্বং লাজশক্তূন্ বা সিতামধুযুতান্ পিবেৎ॥

অম্লপিত্ত রোগে তিক্তপ্রধান অন্ন ও পানীয় ব্যবস্থা করিবে। দোষসংসর্গাদি বিবেচনাপূর্ব্বক তত্তদ্দোষনাশক দ্রব্যসহ যব ও গোধূমের পেয়াদিরূপ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে, তাহার সহিত অধিক লবণ কটু ও অম্লাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য সংযুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত নহে। অম্লপিত্তে চিনি ও মধুর সহিত খৈ-চূর্ণ খাইতে দিবে।

নিস্তুষযববৃষধাত্রীক্বাথস্ত্রিসুগন্ধিমধুযুতঃ পীতঃ। অপনয়তি চাম্লপিত্তং যদি ভুঙ্‌ক্তে মুদ্‌গযূষেণ॥

নিস্তুষ যব, বাসক ও আমলকী ইহাদের ক্বাথে দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্রচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া, তাহা পানকরণানন্তর মুদ্‌গযূষ অনুপান করিলে অম্লপিত্ত নিরাকৃত হয়।

যবকৃষ্ণাপটোলানাং ক্বাথং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ। নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ অরুচিঞ্চ বমিং তথা॥

যব, পিপুল ও পল্‌তা ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি ও বমি নিরাকৃত হয়।

দশাঙ্গঃ

বাসামৃতাপর্পটক-নিম্বভূনিম্বমার্কবৈঃ। ত্রিফলাকুলকৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও পটোলপত্র সমুদায়ে ২ তোলা, জল অর্দ্ধ সের, শেষ আধ পোয়া। এই ক্বাথ মধুসহ পান করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকং পটোলঞ্চ তিক্তা ক্বাথঃ সিতাযুতঃ। পীতঃ ক্লীতকমধ্বাক্তো জ্বরচ্ছর্দ্দ্যম্লপিত্তজিৎ॥

ত্রিফলা, পল্‌তা ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথে চিনি, যষ্টিমধুচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে জ্বর, বমি ও অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

পথ্যাভৃঙ্গরাজশ্চূর্ণং যুক্তং জীর্ণগুড়েন তু। জয়েদম্লপিত্তজন্যাং ছর্দ্দিমম্লবিদাহজাম্॥

হরীতকী ও ভীমরাজচূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় পুরাতন গুড়ের সহিত লেহন করিলে, অম্লপিত্ত ও অম্লবিদাহজন্য বমন নিবারিত হয়।

বাসাদিগুগ্‌গুলুঃ

বাসানিম্বপটোলত্রিফলাসনযাসযোজিতো জয়তি। অধিককফমম্লপিত্তং প্রযোজিতো গুগ্‌গুলুঃ ক্রমশঃ॥

বাসকছাল, নিমছাল, পল্‌তা, ত্রিফলা, পিয়াশাল ও দুরালভা, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ, সমস্ত চূর্ণের সমান গুগ্‌গুলু। একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফাধিক অম্লপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে।

ছিন্নাখদিরযষ্ট্যাহ্ব-দার্ব্ব্যম্ভো বা মধুদ্রবম্। সদ্রাক্ষামভয়াং খাদেৎ সক্ষৌদ্রাং সগুড়াঞ্চ তাম্॥

অম্লপিত্তরোগে গুলঞ্চ, খদিরকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, অথবা হরীতকী ও দ্রাক্ষা মধু বা পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

ছিন্নোদ্ভবানিম্বপটোলপত্রং ফলত্রিকস্য ক্বথিতং সুশীতম্। ক্ষৌদ্রান্বিতং পীতমনেকরূপং সুদারুণং হন্তি তদম্লপিত্তম্॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র ও ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথে শীতল অবস্থায় মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অনেকরূপ সুদারুণ অম্লপিত্ত নিবারিত হয়।

সিংহাস্যামৃতভণ্টাকী-ক্বাথং পীত্বা সমাক্ষিকম্। অম্লপিত্তং জয়েজ্জন্তুঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্॥

বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বমি নিবারিত হয়।

পিপ্পলী মধুসংযুক্তা চাম্লপিত্তবিনাশিনী। জম্বীরস্বরসঃ পীতঃ সায়ং হন্ত্যম্লপিত্তকম্॥

মধুসহ পিপুলচূর্ণ সেবন করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়। পাকা জামীরের স্বরস সায়ংকালে পান করিলেও (বাতোল্বণ) অম্লপিত্ত দূরীভূত হইয়া থাকে।

হিঙ্গু চ কতকফলানি চিঞ্চাত্বচো ঘৃতঞ্চ পুটদগ্ধম্। শময়তি তদম্লপিত্তমন্নভুজো যথোত্তরং দ্বিগুণম্॥

(কতকফলং জলপ্রসাদনফলং নির্ম্মলীতিপ্রসিদ্ধম্। যথোত্তরং দ্বিগুণমিতি হিঙ্গ্বপেক্ষয়া কতকফলং দ্বিগুণং, কতকফলাপেক্ষয়া তিন্তিড়ীত্বক্, তিন্তিড়ীত্বগপেক্ষয়া ঘৃতমিতি। এতৎ সর্ব্বং স্থালীমধ্যে নিক্ষিপ্য শরাবেণ পিধায়ান্তর্ধূমং দগ্ধ্বা মাষকচতুষ্টয়মুপযোজ্যম্। তপ্তজলমনুপেয়ম্, তন্ত্রান্তর-সংবাদাৎ)।

হিঙ্গু ১ ভাগ, নির্ম্মলীফল ২ ভাগ, তেঁতুলছাল ৪ ভাগ ও ঘৃত ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য স্থালী-মধ্যে রাখিয়া শরা দ্বারা স্থালীর মুখ আবৃত করত অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। এই ভস্ম ৪ মাষা পরিমাণে সেবনীয়। অনুপান—উষ্ণ জল। ইহাতে অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

কফপিত্ত-চিকিৎসা

কফপিত্তবমীকণ্ডু-জ্বরবিস্ফোটদাহহা। পাচনো দীপনঃ ক্বাথঃ শৃঙ্গবেরপটোলয়োঃ॥

শুঁঠ ও পল্‌তা ২ তোলা লইয়া উত্তমরূপে কুটিয়া ক্বাথ করিয়া সেবন করিলে কফপিত্ত, বমি, কণ্ডূ, জ্বর, বিস্ফোট ও দাহ বিনষ্ট হয়। এই ক্বাথ পাচক ও অগ্নিপ্রদীপক।

পটোলবিশ্বামৃতরোহিণীকৃতং জলং পিবেৎ পিত্তকফোচ্ছ্রয়ে তু। শূলভ্রমারোচকবহ্নিমান্দ্য-দাহজ্বরচ্ছর্দ্দিনিবারণং তৎ॥

কফ ও পিত্ত প্রবল থাকিলে পল্‌তা, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও কট্‌কী, এই সকল দ্রব্য ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ক্বাথ প্রস্তুত করত সেবন করিবে। ইহাতে কফপিত্ত, শূল, ভ্রম, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগসকল নিবারিত হয়।

অভয়াপিপ্পলীদ্রাক্ষা-সিতাধান্যযবাসকম্। মধুনা কণ্ঠদাহঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মহরং পরম্॥

হরীতকী, পিপুল, দ্রাক্ষা, চিনি, ধনে ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্য মধুসহ সেবন করিলে কণ্ঠদাহ ও পিত্তশ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়।

পটোলযবধন্যাক-পিপ্পল্যামলকানি চ। এষাং ক্ষৌদ্রযুতঃ ক্বাথঃ পিত্তশ্লেষ্মহরঃ পরঃ॥

পল্‌তা, যব, ধনে, পিপুল ও আমলকী, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ মধু সহ সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মা বিনষ্ট হয়।

কান্তপাত্রে বরাকল্কো ব্যুষিতোঽভ্যাসযোগতঃ। সিতাক্ষৌদ্রসমাযুক্তঃ কফপিত্তহরঃ স্মৃতঃ॥

ত্রিফলা বাটিয়া তদ্দ্বারা ১টি কান্ত লৌহের পাত্র প্রলিপ্ত করিয়া এক রাত্রি রাখিবে। প্রাতঃকালে ঐ কল্ক চিনি ও মধু সংযুক্ত করিয়া খাইলে পিত্তশ্লেষ্মা প্রশমিত হয়।

পঞ্চনিম্বাদি-চূর্ণম্

একোঽংশঃ পঞ্চনিম্বানাং দ্বিগুণো বৃদ্ধদারকঃ। শক্তুর্দশগুণো দেয়ঃ শর্করামধুসংযুতঃ॥ শীতেন বারিণা পীতং শূলং পিত্তকফোচ্ছ্রিতম্। নিহন্তি চূর্ণং সক্ষৌদ্রমম্লপিত্তং সুদারুণম্॥

নিম্ববৃক্ষের ত্বক্, পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল এই সমুদায়ের ১ ভাগ, বিদ্ধড়ক ২ ভাগ ও ছাতু ১০ ভাগ ; এই সমুদায়ের সহিত চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—১ পল বা অর্দ্ধপল। ব্যবহার ২ তোলা। অনুপান—শীতল জল ও মধু। ইহা সেবন করিলে পিত্তশ্লৈষ্মিক শূল ও অম্লপিত্ত উপশমিত হয়।

বৃহদেলাদি-চূর্ণম্

এলাচম্পকরক্তচন্দনশিবাকুস্তুম্বুরুশ্চিত্রকং ধাত্রীনাগবলাপটোলজলদং চূর্ণং লিহেন্মাক্ষিকৈঃ। কিংবা শর্করয়া সমং প্রতিদিনং হন্ত্যম্লপিত্তং জ্বরং দাহং শোথমথোদ্ধতঞ্চ বিরুচিং হৃদ্বেদনাং দুর্ব্বহাম্॥

এলাইচ, চাঁপাছাল, রক্তচন্দন, হরীতকী, ধনে, চিতা, আমলা, গোরক্ষচাকুলে, পল্‌তা ও মুতা, ইহাদের চূর্ণ মধু বা চিনিসহ প্রত্যহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্ত, দাহ, অরুচি, বক্ষোবেদনা, জ্বর ও প্রবল শোথ প্রশমিত হয়।

অবিপত্তিকরং চূর্ণম্

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বীজঞ্চৈব বিড়ঙ্গকম্ *। এলা পত্রঞ্চ চূর্ণানি সমভাগানি কারয়েৎ॥ সর্ব্বমেকীকৃতং যাবল্লবঙ্গংতৎসমং ভবেৎ। সর্ব্বচূর্ণদ্বিগুণিতং ত্রিবৃচ্চূর্ণং প্রদাপয়েৎ॥ সর্ব্বমেকীকৃতং যাবৎ তাবচ্ছর্করয়ান্বিতম্। সর্ব্বমেকীকৃতং তৎ তু স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥ ভোজনাদৌ তথান্তে চ মধ্বাজ্যাভ্যামিদং শুভম্। শীততোয়ানুপানঞ্চ নারিকেলোদকং তথা॥ অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাশু বিবন্ধং মলমূত্রয়োঃ। অগ্নিমান্দ্যভবান্ রোগান্ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥ বলপুষ্টিকরঞ্চৈব শূলদুর্নামনাশনম্। প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্। অবিপত্তিকরং চূর্ণমগস্ত্যবিহিতং শুভম্ ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ ও তেজপত্র প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ১০ তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ৪০ তোলা, চিনি ৬০ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা ভোজনের প্রথমে ও শেষে উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, মলমূত্ররোধ, অগ্নিমান্দ্যজনিত রোগসমূহ, প্রমেহ ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। অনুপান—ঘৃত, মধু, শীতলজল বা নারিকেল জল।

পিপ্পলীখণ্ডঃ

কণাচূর্ণস্য কুড়বং ষট্পলং হবিষস্তথা। শতাবরীরসস্যাষ্টৌ পলান্যত্র প্রদাপয়েৎ॥ খণ্ডপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে পচেৎ। ত্রিজাতমুস্তধন্যাক-শুণ্ঠীবাংশীদ্বিজীরকম্॥ অভয়ামলকঞ্চৈব চূর্ণং দ্বাদশমাষিকম্। তদর্দ্ধং মরিচং নাগং সারং খাদিরমেব চ॥ পলত্রয়ঞ্চ মধুনঃ শীতীভূতে প্রদাপয়েৎ। ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত অম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে॥ শূলারোচকহৃল্লাস-চ্ছর্দ্দিপিত্তাম্লশূলনুৎ। অগ্নিসন্দীপনো হৃদ্যঃ খণ্ডপিপ্পলিকো মতঃ॥

পিপুলচূর্ণ ৪ পল, ঘৃত ৬ পল, শতমূলীর রস ৮ পল, চিনি ২ সের, দুগ্ধ ৮ সের। এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, মুতা, ধনে, শুঁঠ, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও আমলকী প্রত্যেক চূর্ণ ১৷৷০ তোলা ; মরিচ, নাগেশ্বর ও খদিরসার চূর্ণ প্রত্যেক ৬ মাষা। শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় প্রযোজ্য। ইহাতে অম্লপিত্ত, শূল, অরুচি, হৃল্লাস (গা বমি-বমি করা) ও বমি প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় ও অগ্নির অতিশয় দীপ্তি হয়।

বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ডঃ

পিপ্পল্যাঃ কুড়বং চূর্ণং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্। পলষোড়শিকং খণ্ডাদ্রসে বর্য্যাঃ পলাষ্টকে॥ পলষোড়শিকে চৈব আমলক্যা রসস্য চ। ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে সাধ্যং লেহীভূতে ততঃ ক্ষিপেৎ॥ ত্রিজাতকাভয়াজাজী ধান্যকং মুস্তকং শুভা। ধাত্রী চ কার্ষিকং চূর্ণং কর্ষার্দ্ধং কৃষ্ণজীরকম্॥ কুষ্ঠং নাগরকং নাগং সিদ্ধশীতেঽবচূর্ণিতম্। জাতীফলং সমরিচং মধুনশ্চ পলত্রয়ম্॥ উপযুঞ্জ্যাৎ ততো ধীমানম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে। হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্। অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং পিপ্পলীখণ্ডসংজ্ঞিতম্॥

পিপুলচূর্ণ ।।০ সের, ঘৃত ১ সের, চিনি ২ সের, শতমূলীর রস ১ সের, আমলকীর রস ২ সের, দুগ্ধ ৮ সের, এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, হরীতকী, জীরা, ধনে, মুতা, বংশলোচন ও আমলকী প্রত্যেক ২ তোলা ; কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঁঠ, নাগেশ্বর, জায়ফল ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা। পাকসমাপ্তির পর শীতল অবস্থায় মধু ৩ পল

* বিড়ঞ্চৈব বিড়ঙ্গকমিতি ক্বচিৎপাঠঃ

পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, হৃল্লাস, অরুচি, বমি, শ্বাস, কাস ও ক্ষয় প্রভৃতির নিবারণ হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত ও আহার-রুচি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

শুণ্ঠীখণ্ড

শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ। দত্ত্বা দ্বিকুড়বং সর্পিঃ ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে পচেৎ॥ লেহ্যেঽবতারিতে দদ্যাদ্ ধাত্রী ধান্যকমুস্তকম্। অজাজী পিপ্পলী বাংশী ত্রিজাতং কারবী শিবা॥ ত্রিশাণং মরিচং নাগং যন্মাযস্তু পৃথক্ পৃথক্। পলত্রয়ঞ্চ মধুনঃ শীতীভূতে প্রদাপয়েৎ॥ ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত অম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে। শূলহৃদ্রোগবমনৈরামবাতৈশ্চ পীড়িতঃ॥

শুঁঠচূর্ণ ।।০ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের ; এই সমুদায় যথাবিধানে পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—আমলকী, ধনে, মুতা, জীরা, পিপুল, বংশলোচন, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী প্রত্যেক ১।।০ তোলা, মরিচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ৬ মাষা। শীতল হইলে মধু ৩ পল মিশ্রিত করিবে। অম্লপিত্ত, শূল ও বমি প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

খণ্ডকুষ্মাণ্ডকোঽবলেহঃ

কুষ্মাণ্ডকরসো গ্রাহ্যঃ পলানাং শতমাত্রকম্। রসতুল্য গবাং ক্ষীরং ধাত্রীচূর্ণং পলাষ্টকম্॥ ধাত্রীতুল্যা সিতা যোজ্যা গব্যমাজ্যং পলদ্বয়ম্। মন্দাগ্নিনা পচেৎ সর্ব্বং যাবদ্ ভবতি পিণ্ডিতম্॥ পলার্দ্ধং পলমেকং বা প্রত্যহং ভক্ষয়েদিদম্। খণ্ডকুষ্মাণ্ডকং খ্যাতমম্লপিত্তাপহং পরম্॥

কুমড়ার রস ১২।।০ সের, গব্য দুগ্ধ ১২।।০ সের, আমলকীচূর্ণ ৮ পল, চিনি ৮ পল ও গব্যঘৃত ২ পল। এই সকল বস্তু একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, পিণ্ডাকৃতি হইলে নামাইবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া প্রতিদিন ১ পল বা অর্দ্ধপল করিয়া সেবন করিবে। এই খণ্ডকুষ্মাণ্ডাবলেহ অম্লপিত্তের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অভয়াদ্যবলেহঃ

অভয়া পিপ্পলী দ্রাক্ষা সিতা ধন্বযবাসকম্। মধুনা কণ্ঠহৃদ্দাহ-মূর্চ্ছাশ্লেষ্মাম্লপিত্তনুৎ॥

হরীতকী, পিপুল, কিস্‌মিস্, চিনি ও দুরালভা, ইহাদের চূর্ণে মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কণ্ঠ ও হৃদয়ের দাহ, মূর্চ্ছা, শ্লেষ্মা ও অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী-মোদকঃ

ত্রিকটু ত্রিফলা ভৃঙ্গ-জীরকদ্বয়ধান্যকম্। কুষ্ঠাজমোদা লৌহাভ্রং শৃঙ্গী কট্‌ফলমুস্তকম্॥ এলা জাতীফলং মাংসী পত্রং তালীশকেশরম্। গন্ধমাত্রা শটী যষ্টী লবঙ্গং রক্তচন্দনম্॥ এতানি সমভাগানি শুণ্ঠীচূর্ণন্তু তৎসমম্। সিতা দ্বিগুণিতা তত্র গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্॥ তোলপ্রমাণং দাতব্যং দুগ্ধেনাপি জলেন বা। অম্লপিত্তং নিহন্ত্যেতদরোচকনিসূদনম্॥ শূলহৃদ্রোগশমনঃ কণ্ঠদাহং নিযচ্ছতি। হৃদ্দাহঞ্চ শিরঃশূলং মন্দাগ্নিত্বং বিনাশয়েৎ॥ হৃচ্ছূলং পার্শ্বকুক্ষিস্থ-বস্তিশূলং গুদে রুজম্। বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্॥ বিশেষাদম্লপিত্তঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরং ভ্রমম্। নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, যমানী, লৌহ, অভ্র, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুতা, এলাইচ, জায়ফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শটী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান শুঁঠচূর্ণ। শুঁঠচূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি এবং সমুদায় সমষ্টির চতুর্গুণ গব্যদুগ্ধ ; যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা—

১ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ বা জল। ইহাতে অম্লপিত্ত, অরুচি, শূল, হৃদ্রোগ, কণ্ঠদাহ, হৃদ্দাহ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নিবারিত এবং বল ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়।

অম্লপিত্তান্তক-মোদকঃ

নাগরস্য কণায়াশ্চ পলান্যষ্টৌ প্রদাপয়েৎ। গুবাকস্য পলান্যষ্টৌ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ॥ ঘৃতং ক্ষীরং ততঃ পশ্চাৎ প্রস্থং প্রস্থং প্রদাপয়েৎ। লবঙ্গং কেশরং কুষ্ঠং যমানী কারবী বচা॥ চন্দনং মধুকং রাস্না দেবদারু ফলত্রিকম্। পত্রমেলা বরাঙ্গঞ্চ সৈন্ধবং হবুষা শটী॥ মদনং কট্‌ফলং মাংসী গগনং বঙ্গরূপ্যকম্। তালীশং পদ্মকং মূর্ব্বা সমঙ্গা বংশলোচনা॥ গ্রন্থিকং শতপুষ্পা চ শতমূলী কুরুণ্টকম্। জাতীফলং জাতীকোষং কক্কোলমম্বুদং কণা॥ কর্পূরঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ অজমোদা বলামৃতা। মর্কটী ক্ষুরবীজঞ্চ চন্দনং দেবতাড়কম্॥ লৌহং কাংস্যং প্রদাতব্যং কর্ষমাত্রং ভিষগ্বিদা। অন্যৎ সর্ব্বং কর্ষমাত্রং কর্ষার্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্॥ চতুর্দ্ধা তু বিধানেন মারিতং গ্রাহয়েৎ সুধীঃ। অম্লপিত্তান্তকো হ্যেষ মোদকো মুনিভাষিতঃ॥ বান্তিং মূর্চ্ছাঞ্চ দাহঞ্চ শ্বাসং ভ্রমং তথা। বাতজং পিত্তজঞ্চৈব কফজং সান্নিপাতিকম্॥ সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু প্রমেহং সূতিকাগদম্। শূলঞ্চ বহ্নিমান্দ্যঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রং গলগ্রহম্॥

শুঁঠ ৮ পল, পিপুল ৮ পল, সুপারিচূর্ণ ৮ পল, ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। এই সমুদায় যথানিয়মে পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুড়, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বচ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রাস্না, দেবদারু, ত্রিফলা, তেজপত্র, এলাইচ, গুড়ত্বক্, সৈন্ধব, হবুষা, শটী, মদনফল, কট্‌ফল, জটামাংসী, অভ্র, বঙ্গ, রূপা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, মূর্ব্বা, বরাহক্রান্তা, বংশলোচন, পিপুলমূল, শুল্‌ফা, শতমূলী, পীতঝাঁটির মূল, জায়ফল, জয়িত্রী, কাঁক্‌লা, মুতা, পিপুল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়াবীজ, চন্দন, দেবতাড়, লৌহ ও কাঁসা প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণভস্ম ১ তোলা। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, বমি, মূর্চ্ছা, দাহ, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও সূতিকা প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

সিতামণ্ডূরম্

ধমনবিধিবিশুদ্ধং গোজলে সপ্তবারাংস্তরণিকিরণশুষ্কং শ্লক্ষ্নমণ্ডূরচূর্ণম্। দ্বিবটকপলমেকং* পঞ্চসংখ্যাং সিতায়া অনবঘৃতপলাষ্টৌ দ্ব্যষ্টকং গব্যদুগ্ধম্॥ মৃদুদহনশিখাভির্মন্দমন্দং কটাহে বিগতসলিলশেষং পাচয়েৎ পাকবিজ্ঞঃ। গতবতি গুড়পাকে কিঞ্চিদুষ্ণেহবতীর্ণে দৃষদি দৃঢ়মভীক্ষ্ণং চূর্ণিতং দেয়মাশু॥ ত্রিকটুকমধুকৈলা যাসবৈড়ঙ্গসারং ত্রিফলগদলবঙ্গং কর্ষমেকৈকশশ্চ। তদনু শিশিরকালে দ্বে পলে মাক্ষিকস্য প্রতনু পটনিঘৃষ্টং গালিতং সংপ্রদদ্যাৎ॥ শুভতিথিদিবসাদৌ ভোজনাদৌ নিষেব্যং প্রথমদিবসমেকং শাণমানং তদূর্দ্ধম্। অহরহরনুবৃদ্ধ্যা যাবদক্ষং প্রযোজ্যং হিমকররুচিপীতং গব্যদুগ্ধঞ্চ পেয়ম্॥ নিয়তময়মসাধ্যানম্লপিত্তোত্থশূলান্ বমিনিবহসদাহানাহমোহপ্রমেহান্। বিবিধরুধিররোগান্ পিত্তযুক্তানশোষান্ অপহরতি সিতাখ্যো দিব্যমণ্ডূরযোগঃ॥

মণ্ডূর অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ক্রমশঃ সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করত শোধন করিয়া লইবে, পরে রৌদ্রে শুষ্ক ও উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণিত মণ্ডূর ১০ তোলা (পাঠান্তরে ১ পল), চিনি ৫ পল, পুরাতন ঘৃত ৮ পল, গব্যদুগ্ধ ১৬ পল। লৌহকটাহে মৃদু অগ্নিতে যথাবিধি পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যসকল প্রক্ষেপ দিবে। যথা—ত্রিকটু, যষ্টিমধু, এলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গসার, ত্রিফলা, কুড় ও লবঙ্গ প্রত্যেক ২ তোলা। শীতল হইলে তাহাতে মধু ২ পল মিশ্রিত করিবে। আহারের পূর্ব্বে সেবনীয়। প্রথমে অর্দ্ধতোলা

---

* বিমলকপলমিত্যপি পাঠঃ।

হইতে আরম্ভ করিয়া ২ তোলা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। অনুপান—শীতল দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে কষ্টসাধ্য অম্লপিত্ত ও তজ্জনিত শূল, বমি, আনাহ ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশমিত হয়।

ত্রিফলামণ্ডূরম্

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডূরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্। বিলিহন্ মধুসর্পির্ভ্যাং শূলং হন্ত্যম্লপিত্তজম্॥
(মিলিতত্রিফলাসমং মণ্ডূরচূর্ণম্। শীতলজলমনুপেয়ম্)।

মিলিত ত্রিফলা ১ ভাগ, গোমূত্র-শোধিত মণ্ডূর ১ ভাগ, উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিবে। অনুপান—শীতল জল। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্তজ শূল নিবারিত হয়।

অম্লপিত্তান্তকো রসঃ

মৃতসূতার্ক-*-লৌহানাং তুল্যাং পথ্যাং বিমর্দ্দয়েৎ। মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈরম্লপিত্তপ্রশান্তয়ে॥

রসসিন্দূর, তাম্র (পাঠান্তরে অভ্র) ও লৌহ প্রত্যেক ১ ভাগ, হরীতকীচূর্ণ ৩ ভাগ, এই সমুদায় সমভাগে মর্দ্দন করিয়া একমাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

সর্ব্বতোভদ্র-লৌহম্

লৌহচূর্ণং মৃতং তাম্রমভ্রকঞ্চ পলং পলম্। শুদ্ধসূতঞ্চ কর্ষৈকং গন্ধকার্দ্ধপলং তথা॥ মাক্ষিকস্য বিশুদ্ধস্য কর্ষং শুদ্ধা শিলাপরা। সার্দ্ধকর্ষ বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু তথা পরম্॥ গুগ্‌গুলোশ্চাপি কর্ষৈকং শাণমানং পরস্য চ। চূর্ণং বিড়ঙ্গভল্লাত-বহ্নিশ্বেতার্কমূলজম॥ করিকর্ণপলাশঞ্চ তালমূলী পুনর্নবা। ঘনামৃতা নাগবলা চক্রমর্দ্দকমুণ্ডিরী॥ ভৃঙ্গকেশশতাবর্য্যো বৃদ্ধদারং ফলত্রিকম্। ত্রিকটুশ্চাপি সর্ব্বেষাং প্রত্যেকঞ্চ নয়েদ্ ভিষক্॥ সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ঘৃতেন মধুনা সহ। স্নিগ্ধে ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ততঃ কুর্য্যাদ্ বিধানবিৎ॥ মাষকাদিক্রমেণৈব লৌহং সর্ব্বরসায়নম্। অম্লপিত্তং জয়েচ্ছীঘ্রং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্॥ তদ্বদর্শাংসি সর্ব্বাণি সর্ব্বমেব ভগন্দরম্। পক্তিশূলঞ্চ শূলঞ্চ তথামং কুক্ষিসম্ভবম্॥ বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্। আমবাতং তথা শোথমগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্॥ কামলাং বাতগুল্মঞ্চ পিড়কাগরগৃধ্রসীঃ। কাসশ্বাসারুচিহরং বৃষ্যমেতদ্ বিশেষতঃ॥ সর্ব্বব্যাধিহরং প্রোক্তং যথেষ্টাহার-সেবিনঃ। যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ বাতরোগং বিনাশয়েৎ। সংজ্ঞয়া সর্ব্বতোভদ্র-লৌহো রসব্রঃ স্মৃতঃ॥

লৌহ, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেক ১ পল, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, মনছাল ২ তোলা, শিলাজতু ৩ তোলা, গুগ্‌গুলু ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, ভেলার মুটি, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণপলাশ মূলের ছাল, তালমূলী, পুনর্নবা, মুতা, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, চাকুন্দেবীজ, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়কবীজ, ত্রিফলা ও ত্রিকটু প্রত্যেক ৪ মাষা। এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—১ মাষা হইতে আরম্ভ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে উপদ্রবযুক্ত অম্লপিত্ত, অর্শঃ, ভগন্দর, শূল ও বাতরক্ত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়।

পানীয়ভক্তবটী

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং ত্রিবৃতা চিত্রকং তথা। প্রত্যেকং কার্ষিকং দদ্যাৎ সূতগন্ধৌ তদর্দ্ধকৌ॥ লৌহাভ্রকবিড়ঙ্গানাং দদ্যাৎ কর্ষদ্বয়ং তথা। ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়ীং কৃত্বা বিধানতঃ॥ তদেকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ভক্তবারি পিবেদনু। হন্তি শূলং পার্শ্বশূলং কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্। শ্বাসং কাসং তথা কুষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশিনী॥

* অর্ক ইত্যত্র অভ্রমিতি বা পাঠঃ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, তেউড়ী ও চিতামূল প্রত্যেক ২ তোলা, পারদ অর্দ্ধতোলা, গন্ধক অর্দ্ধতোলা, লৌহ, অভ্র, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য ত্রিফলার ক্বাথে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক এক বটিকা প্রত্যহ প্রাতে সেবনীয়। অনুপান—কাঁজি। ইহাতে শূল, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

পানীয়ভক্তবটিকা

কৃষ্ণাভ্রলৌহমলশুদ্ধবিড়ঙ্গচূর্ণং প্রত্যেকমেকপলিকং বিধিবদ্ বিধায়। চব্যং কটুত্রয়ফলত্রয়কেশরাজ-দন্তীপয়োদচপলানলঘণ্টকর্ণাঃ॥ মাণৌল্লকন্দবৃহতীত্রিবৃতাঃ সসূর্য্যাবর্ত্তাঃ পুনর্নবিকয়া সহিতাস্ত্বমীষাম্। মূলং প্রতি প্রতিবিশোধিতমক্ষমেকং চূর্ণং তদর্দ্ধরসগন্ধকমেকসংস্থম্॥ কৃত্বার্দ্রকীয়রসসংবলিতঞ্চ ভূয়ঃ সংপিষ্য তস্য বটিকা বিধিবৎ বিধেয়া। হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং গ্রহণীমসাধ্যা দুর্নামকামলভগন্দরশোথগুল্মান্॥ শূলঞ্চ পাকজনিতং সততাগ্নিমান্দ্যং সদ্যঃ করোত্যুপচিতিং চিরনষ্টবহ্নেঃ। কুষ্ঠানি হন্তি পলিতঞ্চ বলীং প্রবৃদ্ধাং শ্বাসঞ্চ কাসমপি পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥ বার্য্যন্নমাংসদধিকাঞ্জিকতক্রমৎস্য-বৃক্ষাম্লতৈলপরিপকভুজো যথেষ্টম্। শৃঙ্গাটবিল্বগুড়কঞ্চটনারিকেলদুগ্ধানি সর্ব্ববিদলানি বিবর্জয়েৎ তু॥ (এষা গ্রহণ্যামপি প্রশস্তা)।

অভ্র, মণ্ডুর, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক ১ পল ; চৈ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কেশুরিয়া, দন্তীমূল, মুতা, পিপুল, চিতামূল, ঘেঁট্‌কোল, মাণ, ওল, বৃহতীর মূল, তেউড়ীমূল, হুড়্‌হুড়েমূল ও পুনর্নবামূল চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা ; পারদ ।।০ তোলা, গন্ধক ।।০ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি, গ্রহণী, অর্শঃ, কামলা, ভগন্দর, শোথ, গুল্ম, শূল ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। জলধৌত অন্ন, মাংস, দধি, তক্র, কাঁজি, মৎস্য, অম্লবেতস ও তৈলপক্ক দ্রব্য প্রভৃতি পথ্য। পানিফল, বেল, গুড়, কাঁচ্‌ড়া, নারিকেল, দুগ্ধ ও সকল প্রকার ডাইল নিষিদ্ধ।

স্বল্প ক্ষুধাবতী গুড়িকা

রসগন্ধকমভ্রাণি যমানীং ত্র্যষণং তথা। ত্রিফলা শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্॥ পুনর্নবা বচা দন্তী ত্রিবৃতা ঘণ্টকর্ণকম্। দণ্ডোৎপলা সারিবে দ্বে চাক্ষমাত্রাণি কারয়েৎ॥ মণ্ডূরং দ্বিগুণং দত্ত্বা পেষণীয়ং প্রযত্নতঃ। আর্দ্রস্বরস আলোড্য গুড়িকাং কারয়েদ্ বুধ প্রত্যহং ভক্ষয়েদেকা ভক্তবারি পিবেদনু। বটী ক্ষুধাবতী নাম্না চাম্লপিত্তবিনাশিনী॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা। প্লীহানং শ্বাসমানাহমামবাতং বিনাশয়েৎ। পরিণামভবং শূলং কাসং পঞ্চবিধং তথা॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, যমানী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, শুল্‌ফা, চই, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পুনর্নবা, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ীমুল, ঘেঁট্‌কোলমূল, ডানকুনিমূল, শ্যামালতা ও অনন্তমূল প্রত্যেক ২ তোলা, মণ্ডূর ৪ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—কাঁজি। প্রত্যহ এক এক গুড়িকা সেবনীয়। ইহাতে অম্লপিত্ত, পরিণামশূল, প্লীহা, আনাহ ও আমবাত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া তেজঃ, বল ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

ক্ষুধাবতী-গুড়িকা

রসায়োগন্ধকাভ্রাণি ত্র্যষণং ত্রিফলা বচা। যমানী শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্॥ প্রত্যেকং পলমেষান্তু ঘণ্টকর্ণপুনর্নবা। মাণকং গ্রন্থিকঞ্চেন্দ্র-কেশরাজসুদর্শনী॥ দণ্ডোৎপলা ত্রিবৃদ্দন্তী জামাতৃরক্তচন্দনম্। ভৃঙ্গাপামার্গকুলকা মণ্ডূকঞ্চ পলার্দ্ধকম্॥ আর্দ্রকস্বরসেনাথ গুড়িকাং সংপ্রকল্পয়েৎ। বদরাস্থিসমাঞ্চৈকাং

ভক্ষয়িত্বা পিবেদনু॥ বারিভক্তজলঞ্চৈব প্রাতরুত্থায় মানবঃ। বটী ক্ষুধাবতী নাম সর্ব্বজীর্ণবিনাশিনী॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি। অম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামকৃতঞ্চ যৎ॥ তৎ সর্ব্বং শময়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা। মধুরং বর্জ্জয়েদত্র বিশেষাৎ ক্ষীরশর্করে॥

পারদ, লৌহ, গন্ধক, অভ্র, ত্রিকটু, ত্রিফলা, বচ, যমানী, শুল্ফা, চই, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল ; ঘেঁট্কোলমূল, পুনর্নবা, মাণ, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব, কেশুরিয়া, পদ্মগুলঞ্চ, ডানকুনিমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হুড়্হুড়েমূল, রক্তচন্দন, ভীমরাজ, আপাঙ্গমূল, পল্তা ও থুলকুড়ি, প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—কাঁজি। প্রাতঃকালে এক এক বটিকা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, ভস্মক ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানারোগ নষ্ট হয়। ইহাতে মধুর দ্রব্য, বিশেষতঃ দুগ্ধ ও চিনি বর্জ্জনীয়।

অভ্রশুদ্ধিঃ

আশুভক্তোদকৈঃ পিষ্টমভ্রকং তত্র সংস্থিতম্। কন্দমাণাস্থিসংহার-খণ্ডকর্ণরসৈরথ॥ তণ্ডুলীয়কশালিঞ্চ-কালমারীষজেন চ। বৃশ্চীরবৃহতীভৃঙ্গ-লক্ষণাকেশরাজজৈঃ॥ পেষণং ভাবনং কুর্য্যাৎ পুটঞ্চানেকশো ভিষক্। যাবন্নিশ্চন্দ্রকং তৎ স্যাচ্ছুদ্ধিরেবং বিহায়সঃ॥

প্রথমতঃ কৃষ্ণ-অভ্রচূর্ণ আশু ধান্যের কাঁজিতে অহোরাত্র ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা উক্ত কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া ওল, মাণ, হাড়জোড়া, ঘেঁট্কোলশাক, নটেশাক, শালিঞ্চশাক, চাঁপানটে, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেতকণ্টকারী (অভাবে নীলবৃক্ষের মূল) ও কেশুর্ত্তে, এই সকল দ্রব্যের রসে ভাবনা দিয়া পুটপাক করিবে। যাবৎ নিশ্চন্দ্র না হয়, তাবৎ পুনঃপুনঃ ভাবনা দিয়া এইরূপ পুটপাক করিবে।

লৌহশুদ্ধিঃ

স্বর্ণমাক্ষিকশালিঞ্চ-ধ্মাতং নির্ব্বাপিতং জলে। ত্রৈফলেঽথ বিচূর্ণ্যৈবং লৌহং কান্তাদিকং পুনঃ॥ বৃহৎপত্রকরিকর্ণ-ত্রিফলাবৃদ্ধদারজৈঃ। মাণকন্দাস্থিসংহার-শৃঙ্গবেরভবৈ রসৈঃ॥ দশমূলীমুণ্ডিতিকা-তালমূলীসমুদ্ভবৈঃ। পুটিতং সাধুযত্নেন শুদ্ধিমেবময়ো ব্রজেৎ॥

স্বর্ণমাক্ষিক ও শালিঞ্চশাক একত্র পেষণ করিয়া কান্তলৌহে লেপন করিবে। পরে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথে নিমগ্ন ও নির্ব্বাপিত করিবে। পাটিয়ালোধ, হস্তিকর্ণপলাশ, ত্রিফলা, বীজতাড়ক, মাণ, বনওল, হাড়জোড়া, আদা, দশমূল, মুণ্ডিরী ও তালমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের যথাসম্ভব স্বরসে বা ক্বাথে ভাবনা দিয়া গজপুটে পাক করিবে। যে পর্য্যন্ত উত্তমরূপ চূর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ ঐ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।

মণ্ডূরশুদ্ধিঃ

বশিরং শ্বেতবাট্যালং মধুপর্ণীময়ূরকম্। তণ্ডুলীয়ঞ্চ বর্ষাহ্বং দত্ত্বাধশ্চোর্দ্ধমেব চ॥ পাকাং সুজীর্ণমণ্ডূরং গোমূত্রেণ দিনত্রয়ম্। অন্তর্বাষ্পপ্রদগ্ধঞ্চ তথা স্থাপ্যং দিনত্রয়ম্। বিচূর্ণিতং শুদ্ধিরিয়ং লৌহকিট্টস্য দর্শিতা॥

শ্বেত হুড়্হুড়ে, শ্বেতবেড়েলা, গুলঞ্চ, আপাঙ্গ, ক্ষুদে নটে ও পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্যের মূল, ত্বক্ ও পল্লব একটি হাঁড়ীর মধ্যে পাতিয়া তদুপরি পুরাতন জীর্ণমণ্ডূর স্থাপনপূর্ব্বক ঐ মণ্ডূরের উপরিভাগ উক্ত দ্রব্যের মূলাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে, পরে উহাতে গোমূত্র দিয়া এরূপভাবে ৩ দিন পাক করিবে, যেন উহা দগ্ধ হইয়া যায়। তৎপরে ঐ হাঁড়ীর মুখে একখানি শরা চাপা

দিয়া সন্ধিস্থল উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করতঃ অন্তর্বাষ্পে তিন দিন পর্য্যন্ত পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে মণ্ডূর জলে প্রক্ষালিত ও আতপে সংশুষ্ক করিয়া সুচুর্ণিত করিবে। ইহাই মণ্ডূরের শুদ্ধি।

পারদশুদ্ধিঃ

জয়ন্ত্যা বর্দ্ধমানস্য আর্দ্রকস্য রসেন চ। বায়স্যাশ্চানুপূর্ব্ব্যেবং মর্দ্দনং রসশোধনম্॥

জয়ন্তীপত্র, এরণ্ডপত্র, আদা ও কাকমাচীর রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিলে পারদের শুদ্ধি হয়।

গন্ধকশুদ্ধিঃ

গন্ধকং নবনীতাখ্যং ক্ষুদ্রিতং লৌহভাজনে। ত্রিধা চণ্ডাতপে শুষ্কং ভৃঙ্গরাজরসাপ্লুতম্॥ ততো বহ্নৌ দ্রবীভূতং ত্বরিতং বস্ত্রগালিতম্। যত্নাদ্ ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং পুনঃ শুষ্কং বিশুধ্যতি॥

নবনীতাখ্য গন্ধক লৌহপাত্রে ভীমরাজের রসের সহিত আপ্লাবিত করিয়া প্রচণ্ড আতপে শুষ্ক করিবে। এইরূপ তিনবার করিয়া অগ্নিতে গলাইবে এবং তৎক্ষণাৎ ঘৃতাক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া ভীমরাজের রসে নিক্ষেপ করিবে। পরে উত্তোলন করিয়া শুকাইয়া লইবে। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসকল শোধন করিয়া ক্ষুধাবতী বটিকাতে প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ ক্ষুধাবতী-বটিকা

গগনাদ্ দ্বিপলং চূর্ণং লৌহস্য পলমাত্রকম্। লৌহকিট্টপলার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্॥ মণ্ডূকপর্ণীবশির-তালমূলীরসৈস্তথা। বরীভৃঙ্গকেশরাজ-কালমারিষজৈরথ॥ ত্রিফলাভদ্রমুস্তাভিঃ স্থালীপাকাদ্ বিচূর্ণিতম্। রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং প্রত্যেকং গ্রাহ্যমেকতঃ॥ তন্মসৃণশিলাখল্লে যত্নতঃ কজ্জলীকৃতম্। বচা চব্যং যমানী চ জীরকে শতপুষ্পিকা॥ ব্যোষং মুস্তং বিড়ঙ্গঞ্চ গ্রন্থিকং খরমঞ্জরী। ত্রিবৃতা চিত্রকো দন্তী সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতস্তথা॥ ভৃঙ্গমাণককন্দৌ চ ঘণ্টকর্ণক এবং চ। দণ্ডোৎপলা কেশরাজঃ কালাবকড়কোঽপি চ॥ এষামর্দ্ধপলং গ্রাহ্যং পটঘৃষ্টং সুচূর্ণিতম্। প্রত্যেকং ত্রিফলায়াশ্চ পলার্দ্ধং পলমেব চ॥ এতৎ সর্ব্বং সমালোড্য লৌহপাত্রে চ ভাবয়েৎ। আতপে দণ্ডসংঘৃষ্টমার্দ্রকস্য রসৈস্ত্রিধা॥ তদ্রসেন শিলাপিষ্টাং গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্। বদরাস্থিনিভাং শুষ্কাং সুনিগুপ্তাং নিধাপয়েৎ॥ তৎ প্রাতর্ভোজনাদৌ চ সেবিতং গুড়িকাত্রয়ম্। অম্লোদকানুপানঞ্চ হিতং মধুরবর্জ্জিতম্॥ দুগ্ধঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ। ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টঞ্চ বারিভক্তাম্লকাঞ্জিকম্॥ হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধং শূলঞ্চ পরিণামজম্। পাণ্ডুরোগঞ্চ গুল্মঞ্চ শোথোদরগুদাময়ান্॥ যক্ষ্মাণং পঞ্চ কাসাংশ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। প্লীহানং শ্বাসমানাহমামবাতং স্বরাময়ম্। গুড়ী ক্ষুধাবতী সেয়ং বিখ্যাতা রোগনাশিনী॥

অভ্র ২ পল, লৌহ ১ পল, মণ্ডূর ৪ তোলা, এই সমুদায় একত্র করিয়া থানকুনি, শ্বেতহুড়হুড়ে ও তালমূলী ইহাদের (৮ পল) রসে স্থালীপাক করিবে। শতমূলী, ভীমরাজ, কেশুরে ও কাঁটানটের রসে দ্বিতীয় স্থালীপাক এবং ত্রিফলা ও নাগরমুতার রসে তৃতীয় স্থালীপাক করিয়া পরে ঐ সকল দ্রব্য চূর্ণ করিবে। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, এই দুই দ্রব্য মাড়িয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লইবে। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত অভ্রাদি চূর্ণ, এই কজ্জলী এবং বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুল্ফা, ত্রিকটু, মুতা, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, আপাঙ্গমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, শ্বেতহুড়হুড়ের মূল, ভীমরাজ, মাণ, ঘেঁটকোল, ডানকুনিমূল, কেশুর্ত্তে ও কালিয়াকড়ামূল প্রত্যেক ৪ তোলা, ত্রিফলা মিলিত ১।।০ পল, এই সমুদায় লৌহপাত্রে আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া এবং শিলাতে পেষণ করিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—কাঁজি। প্রাতে ও ভোজনের পূর্ব্বে ৩ বটিকা সেবনীয়। এই ঔষধ সেবনকালে মধুর

দ্রব্য, বিশেষতঃ দুগ্ধ ও নারিকেল বর্জ্জনীয়। ইহাতে অম্লপিত্ত, পরিণামশূল, পাণ্ডু, গুল্ম, শোথ, উদরাময়, যক্ষ্মা, পঞ্চবিধ কাস, মন্দাগ্নি, অরুচি ও প্লীহা প্রভৃতি নানা রোগ উপশমিত হয়।

পঞ্চাননগুড়িকা

শুদ্ধসূতং পলার্দ্ধঞ্চ তৎসমং শুদ্ধগন্ধকম্। তয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং লিপ্ত্বা মূষান্তরে ক্ষিপেৎ॥ আচ্ছাদ্য পঞ্চলবণৈর্লিপ্ত্বা গজপুটে পচেৎ। সিদ্ধং তাম্রং সমাদায় পলমেকং বিচূর্ণয়েৎ॥ পারদস্য পলঞ্চৈকং গন্ধকস্য পলং তথা। পুটদগ্ধস্য লৌহস্য গগনস্য পলং পলম্॥ যমানী শতপুষ্পা চ ত্রিকটু ত্রিফলাপি চ। ত্রিবৃতা চবিকা দন্তী শিখরী জীরকদ্বয়ম্॥ এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্ঘণ্টকর্ণকমাণকম্। গ্রন্থিকং চিত্রকশ্চৈব কুলিশানাং পলার্দ্ধকম্॥ আর্দ্রকস্বরসৈঃ পিষ্ট্বা গুড়িকাং মাষকোন্মিতাম্। পঞ্চাননবটী খ্যাতা সর্ব্বরোগবিনাশিনী॥ অম্লপিত্তমহাব্যাধি-নাশিনী চ রসায়নী। মহাগ্নিকারিকা চৈষা পরিণামব্যথাপহা॥ শোথপাণ্ড্বাময়ানাহ-প্লীহগুল্মোদরাপহা। গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়োমাংসরসা হিতাঃ॥

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া তদ্দ্বারা ১ পল পরিমিত তাম্রপত্রের চতুর্দ্দিক লিপ্ত করিবে। পরে ঐ তাম্রপত্র মূষাবদ্ধ ও পঞ্চলবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে তাম্র ভস্ম হইবে। ঐ তাম্রচূর্ণ ১ পল, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, যমানী, শুলফা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, আপাঙ্গমূল, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল ; ঘেঁটকোলমূল, মাণ, পিপুলমূল, চিতামূল ও হাড়যোড়ার মূল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে অম্লপিত্ত, পরিণামশূল, শোথ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। পথ্য—দুগ্ধ ও মাংসের রস প্রভৃতি। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক।

ভাস্করামৃতাভ্রম্

বাসামৃতাকেশরাজ-পর্পটীনিম্বভৃঙ্গকম্। মুস্তং বৃশ্চীরবৃহতী-বাট্যালকশতাবরী॥ এষাং সর্ব্বৈঃ পলোন্মানৈর্ম্মর্দ্দিতং বিমলাভ্রকম্। সহস্রপুটিতং তত্র শতাবর্য্যা রসং ক্ষিপেৎ॥ বারদ্বাদশকং দত্ত্বা বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্। ভাস্করামৃতনামেদমম্লপিত্তং নিবচ্ছতি॥ শূলমন্নদ্রবং শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্ ছর্দ্দিং হৃল্লাসমরুচিং তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্॥ হৃদ্‌গ্রহং কামলাং রক্তপিত্তং যক্ষ্মাণমেব চ। দাহং শোথং ভ্রমং তন্দ্রাং বিস্ফোটং কুষ্ঠমেব চ। শ্বাসং মূর্চ্ছাঞ্চ মন্দাগ্নিং যকৃৎপ্লীহোদরং তথা॥

বাসকছাল, গুলঞ্চ, কেশুরিয়া, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, নিমছাল, ভৃঙ্গরাজ, মুতা, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, বেড়েলা ও শতমূলী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে মর্দ্দিত সহস্র পুটিত অভ্র শতমূলীর রসে ১২ বার ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, অন্নদ্রবশূল ও তৃষ্ণা প্রভৃতি নানারোগ প্রশমিত হয়।

লীলাবিলাসঃ

রসো বলির্ব্যোম রবিস্তু লৌহং ধাত্র্যক্ষনীরৈস্ত্রিদিনং বিমর্দ্দ্য। তদল্পঘৃষ্টং মৃদু মার্কবেণ সংমর্দ্দয়েদস্য হি বল্লযুগ্মম্॥ হন্ত্যম্লপিত্তং মধুনাবলীঢ়ো লীলাবিলাসো রসরাজ এষঃ। ছর্দ্দিং সশূলাং হৃদয়স্য দাহং নিবারয়েদেব ন সংশয়োঽস্তি॥ দুগ্ধং সকুষ্মাণ্ডরসং সধাত্রীফলং সমেতং সসিতং ভজেদ্‌বা॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র ও লৌহ এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া আমলকী ও বহেড়ার রসে ৩ দিন অল্প মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিবে। ব্যবহার ২ রতি। ইহা মধু, দুগ্ধ, কুম্‌ড়ার জল ও আমলকীর রস অথবা চিনির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূলযুক্ত বমি ও হৃৎপ্রদাহ (বুক জ্বালা) নিবারিত হয়।

জীরকাদ্যং ঘৃতম্

পিষ্ট্বাজাজীং সধন্যাকাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। কফপিত্তারুচিহরং মন্দানলবমিং জয়েৎ॥
গব্যঘৃত ৪ সের। কৃষ্ণজীরা ও ধনের কল্ক ১ সের। জল ১৬ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত কফপিত্ত, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য ও বমি নিবারক।

পটোলশুণ্ঠীঘৃতম্

পটোলশুণ্ঠ্যোঃ কল্কাভ্যাং কেবলং কূলকেন বা। ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তবাং কফপিত্তহরং পরম্॥
পল্‌তা ও শুঁঠের কল্কে বা কেবল পল্‌তার কল্কে যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত কফপিত্ত-নাশক।

পিপ্পলীঘৃতম্

পিপ্পলীক্বাথকল্কেন ঘৃতং সিদ্ধং মধুপ্লুতম্। পিবেচ্চ প্রাতরুত্থায় অম্লপিত্তনিবৃত্তয়ে॥
পিপুলের ক্বাথ ও কল্কে যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত মধুর সহিত প্রাতঃকালে পান করিলে অম্লপিত্ত নিবারিত হয়।

দ্রাক্ষাদ্য-ঘৃতম্

দ্রাক্ষামৃতাশক্রপটোলপত্রৈঃ সোশীরধাত্রীঘনচন্দনৈশ্চ। ত্রায়ন্তিকাপদ্মকিরাতধান্যৈঃ কল্কৈঃ পচেৎ সর্পিরুপেতমেভিঃ॥ যুঞ্জীত মাত্রাং সহ ভোজনেন সর্ব্বর্ত্তু পানেঽপি ভিষগ্ বিদধ্যাৎ। বলাসপিত্তং গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং কাসাগ্নিসাদজ্বরমম্লপিত্তম্॥ সর্ব্বং নিহন্যাদ্ ঘৃতমেতদাশু সম্যক্ প্রযুক্তং হ্যমৃতোপমঞ্চ॥
দ্রাক্ষা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, পল্‌তা, বেণার মূল, আমলকী, মুতা, রক্তচন্দন, বলাডুমুর, পদ্মকাষ্ঠ, চিরতা ও ধনে, ইহাদের কল্কে যথা বিধানে ঘৃত পাক করিবে। ইহা অন্নপানীয়ের সহিত সর্ব্বকালে প্রযোজ্য। এই ঘৃত সেবনে কফপিত্ত, উৎকট গ্রহণী, কাস, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও সর্ব্বপ্রকার অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়।

শতাবরীঘৃতম্

শতাবরীমূলকল্কং ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃ সমম্। পচেন্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্॥ নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ বাতপিত্তোদ্ভবান্ গদান্। রক্তপিত্তং তৃষাং মূর্চ্ছাং শ্বাসং সন্তাপমেব চ॥
(শতাবরীঘৃতে পয়ঃ সমমিতি পয়ঃশব্দেনেহ পয়ঃসাধর্ম্ম্যাৎ শতাবরীরসো গ্রাহ্যঃ, নতু ক্ষীরং, তস্য পৃথগুপাদানাৎ। সমং ঘৃতেন সহ তুল্যমিতি চক্রটীকা।)
ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—শতমূলী ১ সের, শতমূলীরস ৪ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে অম্লপিত্ত, বাতপিত্তোৎপন্ন নানারোগ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি পীড়া নিবারিত হয়।

নারায়ণঘৃতম্

জলৈর্দশগুণৈঃ ক্বাথ্যং পিপ্পলীষোড়শ পলম্। পাদশেষং হরেৎ ক্বাথং ক্বাথতুল্যং ঘৃতং পচেৎ॥ রসপ্রস্থং গুডুচ্যাশ্চ ধাত্র্যাঃ ষষ্টিপলং রসম্। দ্রাক্ষা ধাত্রী পটোলঞ্চ বিশ্বঞ্চ কটুকা বচা॥ পলপ্রমাণং কল্কঞ্চ দত্ত্বা সর্পিঃ সমুদ্ধরেৎ। অম্লপিত্তহরং খাদেদ্ দাহচ্ছর্দ্দিনিবারণম্। অসাধ্যং সাধয়েৎ সদ্যো নাম্না নারায়ণং ঘৃতম্॥
ঘৃত ৫ সের। ক্বাথার্থ—পিপুল ২ সের, জল ২০ সের, শেষ ৫ সের। গুলঞ্চের রস ৪ সের, আমলকীর রস ৭।।০ সের। কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্‌কী ও বচ প্রত্যেক ১ পল। এই ঘৃত পানে অম্লপিত্ত, দাহ ও বমি নিবারিত হয়।

বাসাঘৃতং তিক্তঘৃতং পিপ্পলীঘৃতমেব বা। অম্লপিত্তে প্রযোক্তব্যং গুড়কুষ্মাণ্ডকং তথা॥ পক্তিশূলাপহা যোগাস্তথা খণ্ডামলক্যপি॥

অম্লপিত্ত রোগে বাসাঘৃত, তিক্তকঘৃত, পিপ্পলীঘৃত, গুড়কুষ্মাণ্ডক, খণ্ডামলকী এবং পরিণামশূল-নাশক সমস্ত ঔষধ প্রযোজ্য।

শ্রীবিল্বতৈলম্

শলবিল্বং পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। পাদাবশেষে তস্মিংস্তু তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ ধাত্রীরসং তৈলসমং দ্বিগুণং ছাগদুগ্ধকম্। কল্কীকৃত্য পচেদ্ধীমান্ ধাত্রীং লাক্ষাং তথাভয়াম্॥ মুস্তকং চন্দনোদীচ্য-সরলং দেবদারু চ। মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং কুষ্ঠমেলাং তগরপাদিকম্॥ মাংসীং শৈলেয়কং পত্রং প্রিয়ঙ্গুং শারিবং বচাম্। শতাবরীমশ্বগন্ধাং শতপুষ্পাং পুনর্নবাম্॥ তৎ সিদ্ধং স্থাপয়েৎ কুম্ভে মাসমেকং সুরক্ষিতে। বিল্বতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমম্লপিত্তকুলান্তকৃৎ॥ শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ। সূতিকারোগশমনং গর্ভদং শুক্রবর্দ্ধনম্॥ হস্তপাদশিরোদাহং দৌর্ব্বল্যং কৃশতাং তথা। গ্রহণীগুল্মহিক্কার্ত্তি-রক্তপিত্তজ্বরং জয়েৎ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—কচিবেল শুঁঠ ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, আমলকীর রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ—আমলকী, লাক্ষা, হরীতকী, মুতা, রক্তচন্দন, বালা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেতচন্দন, কুড়, এলাইচ, তগরপাদুকা, জটামাংসী, শৈলজ, তেজপত্র, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, বচ, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, শুল্‌ফা ও পুনর্নবা মিলিত ১ সের। এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া আবৃতমুখ কুম্ভে যত্নপূর্ব্বক এক মাস রক্ষা করিবে। ইহা মর্দ্দনে অম্লপিত্ত, শূল, হস্তপদাদির জ্বালা ও সূতিকারোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

অম্লপিত্তরোগে পথ্যানি

ঊর্দ্ধগে বমনং পূর্ব্বমধোগে তু বিরেচনম্। দ্বয়োরল্পাশনং পশ্চান্নিরূহশ্চাপি শালয়ঃ॥ যবগোধূমমুদ্গাশ্চ পুরাণা জাঙ্গলো রসঃ। জলানি তপ্তশীতানি শর্করামধুশক্তবঃ॥ কর্কোটকং কারবেল্লং পটোলং হিলমোচিকা। বেত্রাগ্রং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং রম্ভাপুষ্পঞ্চ বাস্তুকম্॥ কপিত্থং দাড়িমং ধাত্রী তিক্তানি সকলান্যপি। পানান্নানি সমস্তানি কফপিত্তহরাণি চ। অম্লপিত্তাময়ে নিত্যং সেবিতব্যানি মানবৈঃ॥

ঊর্দ্ধগ অম্লপিত্তে প্রথমতঃ বমন, অধোগ অম্লপিত্তে প্রথমতঃ বিরেচন কর্ত্তব্য, তৎপরে ঊর্দ্ধাধোগত উভয়বিধ অম্লপিত্তেই অল্প ভোজন করাইয়া নিরূহ প্রদেয়। এই রোগে পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব, গোধূম, মুগ, জাঙ্গল মাংসের রস, উষ্ণজল শীতল করিয়া পান, চিনি, মধু, ছাতু, কাঁক্‌রোল, করলা, পটোল, হিঞ্চাশাক, বেতাগ্র, পাকা কুমড়া, কলার মোচা ও বেতোশাক, কয়েৎবেল, দাড়িম, আমলকী, সমস্ত তিক্তদ্রব্য এবং কফ ও পিত্তনাশক যাবতীয় অন্নপান, অম্লপিত্তরোগির সুপথ্য।

অম্লপিত্তরোগেঽপথ্যানি

নবান্নানি বিরুদ্ধানি পিত্তকোপকরাণি চ। বেগরোধং তিলান্ মাষান্ কুলত্থাংস্তৈলভক্ষণম্॥ অবিদুগ্ধঞ্চ ধান্যাম্লং লবণাম্লকটূনি চ। গুর্ব্বন্নং দধি মদ্যঞ্চ বর্জ্জয়েদম্লপিত্তবান্॥

নূতন চাউলের অন্ন, বিরুদ্ধদ্রব্য, পিত্তপ্রকোপক দ্রব্য, মলমূত্রাদির বেগধারণ, তিল, মাষকলায়, কুলত্থকলায় ও তৈলভক্ষণ, মেষীদুগ্ধ, কাঁজী, লবণ রসযুক্ত দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, কটুদ্রব্য, গুরুপাক অন্ন, দধি ও মদ্য, এই সকল অম্লপিত্তরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ৰ-সংগ্রহে অম্লপিত্তাধিকারঃ।

বিসর্প-নিদানম্

লবণাম্লকটূষ্ণাদি-সংসেবাদোষকোপতঃ। বিসর্পঃ সপ্তধা জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বতঃ পরিসর্পণাৎ॥ পৃথক্ ত্রয়স্ত্রিভিশ্চৈকো বিসর্পা দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ। বাতিকঃ পৈত্তিকশ্চৈব কফজঃ সান্নিপাতিকঃ॥ চত্বার এতে বীসর্পা বক্ষ্যন্তে দ্বন্দ্বজস্ত্রিয়ঃ। আগ্নেয়ো বাতপিত্তাভ্যাং গ্রন্থ্যাখ্যঃ কফবাতজঃ॥ যস্তু কর্দ্দমকো ঘোরঃ স পিত্তকফসম্ভবঃ॥ রক্তং লসীকা ত্বঙ্ মাংসং দূষ্যং দোষাস্ত্রয়ো মলাঃ। বিসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ বিজ্ঞেয়াঃ সপ্ত ধাতবঃ॥ তত্র বাতাৎ স বীসর্পো বাতজ্বরসমব্যথঃ। শোথস্ফুরণনিস্তোদ-ভেদায়াসার্ত্তিহর্ষবান্॥ পিত্তাদ্দ্রুতগতিঃ পিত্ত-জ্বরলিঙ্গোঽতিলোহিতঃ। কফাৎ কণ্ডূযুতঃ স্নিগ্ধঃ কফজ্বরসমানরুক্। সন্নিপাতসমুত্থশ্চ সর্ব্বলিঙ্গসমন্বিতঃ॥ বাতপিত্তাজ্জ্বরচ্ছর্দ্দি-মূর্চ্ছাতিসারতৃড়্-ভ্রমৈঃ। গ্রন্থিভেদাগ্নিসদন-তমকারোচকৈর্যুতঃ॥ করোতি সর্ব্বমঙ্গঞ্চ দীপ্তাঙ্গারাবকীর্ণবৎ। যং যং দেশং বিসর্পশ্চ বিসর্পতি ভবেৎ সঃ সহঃ॥ শান্তাঙ্গারাসিতো নীলো রক্তো বাশু চ চীয়তে। অগ্নিদগ্ধ ইব স্ফোটৈঃ শীঘ্রগত্বাদ্দ্রুতং স চ॥ মর্ম্মানুসারী বীসর্পঃ স্যাদ্বাতোঽতিবলস্ততঃ। ব্যথতেঽঙ্গং হরেৎ সংজ্ঞাং নিদ্রাঞ্চ শ্বাসমীরয়েৎ॥ হিক্কাঞ্চ স গতোঽবস্থামীদৃশীং লভতে ন না। ক্বচিচ্ছর্ম্মারতিগ্রস্তো ভূমিশয্যাসনাদিষু॥ চেষ্টমানস্ততঃ ক্লিষ্টো মনোদেহপ্রমোহবান্। দুষ্প্রবোধোঽশ্নুতে নিদ্রাং সোঽগ্নিবীসর্প উচ্যতে॥ কফেন রুদ্ধঃ পবনো ভিত্ত্বা তং বহুধা কফম্। রক্তং বা বৃদ্ধরক্তস্য ত্বক্‌শিরাস্নায়ুমাংসগম্॥ দূষয়িত্বা তু দীর্ঘাণু-বৃত্তাস্থূলখরাত্মনাম্। গ্রন্থীনাং কুরুতে মালাং সরক্তাং তীব্ররুগ্‌জ্বরনাম্॥ শ্বাসকাসাতীসারস্য-শোষহিক্কাবমিভ্রমৈঃ মোহবৈবর্ণ্যমূর্চ্ছাঙ্গ-ভঙ্গাগ্নিসদনৈর্যুতাম্॥ ইত্যয়ং গ্রন্থিবীসর্পঃ কফমারুতকোপজঃ॥ কফপিত্তাজ্জ্বরঃ স্তম্ভো নিদ্রা তন্দ্রা শিরোরুজা। অঙ্গাবসাদবিক্ষেপৌ প্রলেপারোচকভ্রমাঃ॥ মূর্চ্ছাগ্নিহানির্ভেদোঽস্থ্নাং পিপাসেন্দ্রিয়গৌরবম্। আমোপবেশনং লেপঃ স্রোতসাং স চ সর্পতি। প্রায়েণামাশয়ং গৃহ্ণন্নেকদেশং ন চাতিরুক্॥ পিড়কৈরবকীর্ণোঽতি-পীতলোহিতপাণ্ডুরৈঃ। স্নিগ্ধোঽসিতো মেচকাভো মলিনঃ শোথবান গুরুঃ। গম্ভীরপাকঃ প্রাজ্যোষ্মা স্পৃষ্টঃ ক্লিন্নোঽবদীর্য্যতে॥

পঙ্কবচ্ছীর্ণমাংসশ্চ স্পষ্টস্নায়ুশিরাগণঃ। শবগন্ধী চ বীসর্পঃ কর্দ্দমাখ্যমুশন্তি তম্॥ বাহ্যহেতোঃ ক্ষতাৎ ক্রুদ্ধঃ সরক্তপিত্তমীরয়ন্। বীসর্পং মারুতঃ কুর্য্যাৎ কুলত্থসদৃশৈশ্চিতম্। স্ফোটৈঃ শোথজ্বররুজা-দাহাঢ্যং শ্যাবলোহিতম্॥

লবণ অম্ল কটু ও উষ্ণ দ্রব্যাদির সতত সেবন দ্বারা বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া বিসর্পরোগ উৎপাদন করে। ইহা শরীরের সকল স্থানে বিসর্পিত হয় বলিয়া ইহার নাম বিসর্প। বিসর্পরোগ সাত প্রকার, যথা---বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সান্নিপাতিক, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ। ইহাদের মধ্যে বাতপিত্তজ বিসর্পকে অগ্নিবিসর্প, বাতশ্লেষ্মজ বিসর্পকে গ্রন্থিবিসর্প ও পিত্তশ্লেষ্মজ বিসর্পকে কর্দ্দমক বিসর্প কহে।

কুষ্ঠরোগের ন্যায় বিসর্পরোগেরও রক্ত, লসীকা, ত্বক্ ও মাংস এই চারিটি দূষ্য এবং বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটি দোষ, সমুদায়ে সাতটি উপাদান-সামগ্রী।

(কুষ্ঠে ও বিসর্পে প্রভেদ এই—কুষ্ঠরোগে দোষ দূষ্য সকল পদার্থই স্থিরভাবে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কার্য্য করে, কুষ্ঠে রক্তপিত্তের প্রাবল্য থাকে না। কিন্তু বিসর্পরোগে রক্ত পিত্ত প্রবল এবং উহারা সর্ব্বশরীরে শীঘ্র শীঘ্র বিসর্পিত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে। তদ্ভিন্ন উহাদের নিদানগতও বৈষম্য আছে ; ব্রাহ্মণ, গুরুর অপমান ও পরদ্রব্যহরণাদি কুষ্ঠরোগের নিদান, কিন্তু উহা বিসর্পের নিদান নহে। কুষ্ঠরোগ সান্নিপাতিক, কিন্তু কাহার কাহার মতে বিসর্পরোগ পৃথক্ পৃথক্ দোষেও উদ্ভূত হইতে পারে।)

বাতিক বিসর্পে বাতজ্বরের ন্যায় মস্তক হৃদয় গাত্র ও উদরে ব্যথা, শোথ, স্ফুরণ, সূচীবেধবৎ বা ভঙ্গবৎ বেদনা, শ্রম না করিয়াও শ্রান্তিবোধ ও রোমাঞ্চ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পৈত্তিক বিসর্প অতি লোহিতবর্ণ, শীঘ্র বিসর্পণশীল ও পিত্তজ্বর লক্ষণাক্রান্ত।

কফজ বিসর্প কণ্ডূযুক্ত, চিক্কণ ও কফজ্বর লক্ষণান্বিত।

সান্নিপাতিক বিসর্পে উক্ত বাতজাদি ত্রিবিধ বিসর্পেরই লক্ষণসকল মিলিতভাবে উদিত হয়।

বাতপৈত্তিক অগ্নিবিসর্পে জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, পিপাসা, ভ্রম, গ্রন্থিবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, তমক ও অরুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে সমস্ত অঙ্গ জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বিসর্প শরীরের যে যে স্থানে বিসর্পণ করে, সেই সেই স্থান নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হয়, কখনও নীল বা রক্তবর্ণ হইতেও দেখা যায়। অগ্নিদগ্ধস্থানবৎ চতুর্দ্দিক্ স্ফোটকব্যাপ্ত হয়। শীঘ্র গমনশীল বলিয়া ইহা হৃদয়াদি মর্ম্মস্থানসকলকে ত্বরায় আক্রমণ করে। তাহাতে বায়ু অতিশয় প্রবল হইয়া অঙ্গে বেদনা জন্মায়, সংজ্ঞা ও নিদ্রা নাশ করে এবং শ্বাস ও হিক্কা আনয়ন করে ; রোগী এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে, চেষ্টাবান্ হইয়াও ভূমি, শয্যা ও আসনাদি, কিছুতেই সুখলাভ করিতে পারে না। এইরূপ নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ক্রমে ক্লিষ্ট, অবসন্ন ও সংজ্ঞাহীন হইয়া রোগী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়।

দুষ্ট কফ কুপিত বায়ুকে অবরুদ্ধ করিলে সেই কুপিত বায়ু অবরোধক-কফকে বহুভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থির শ্রেণী উৎপাদন করে ; অথবা ঐ বায়ু, রক্তবহুল ব্যক্তির ত্বক্ শিরা স্নায়ু ও মাংসগত রক্তকে দূষিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গ্রন্থিমালারূপে উদ্ভাবিত করিয়া থাকে। এই গ্রন্থিমালা দীর্ঘ এবং গ্রন্থিসকল বর্ত্তুল, স্থূল, কঠিন ও রক্তবর্ণ। ইহাতে অতিশয় বেদনা, প্রবল জ্বর, শ্বাস, কাস, অতীসার, মুখশোষ, হিক্কা, বমি, ভ্রম, জ্ঞান-বৈপরীত্য, বিবর্ণতা, মূর্চ্ছা, অঙ্গভঙ্গ

ও অগ্নিমান্দ্য, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহারই নাম গ্রন্থিবিসর্প, ইহা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে উদ্ভূত।

পিত্তশ্লৈষ্মিক বিসর্পরোগে জ্বর, জড়তা, নিদ্রা, তন্দ্রা, শিরোবেদনা, দেহের অবসাদ, আক্ষেপ, মুখলেপ, অরুচি, ভ্রম, মূর্চ্ছা, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিভেদ, পিপাসা, ইন্দ্রিয়গুরুতা, অপক্ক-পুরীষ নির্গম ও স্রোতঃসকলের লিপ্ততা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বিসর্প প্রায় আমাশয়েই উদ্ভূত হইয়া একদেশব্যাপী হয়। ইহা অল্প বেদনান্বিত, অতি পীত লোহিত বা পাণ্ডুবর্ণ পিড়কাসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত, চিক্কণ কৃষ্ণ বা রুক্ষকৃষ্ণবর্ণ, মলিন, শোথবিশিষ্ট, গুরু, গম্ভীরপাক (ভিতরে পাকে), অতি উষ্ণস্পর্শ, ক্লিন্ন, বিদীর্ণ, পঙ্কবৎ বর্ণবিশিষ্ট ও শবদুর্গন্ধী। এই রোগে মাংস গলিয়া পড়ে, সুতরাং শিরা ও স্নায়ুসকল স্পষ্ট প্রকাশিত হয়। ইহাকেই কর্দ্দমাখ্য-বিসর্প কহে।

শস্ত্রাদিপ্রহার অথবা হিংস্রক জন্তুর নখদন্তাদির আঘাত প্রভৃতি বাহ্য হেতু দ্বারা ক্ষত হইলে, সেই ক্ষতনিবন্ধন বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত ও পিত্তকে বিকৃত করিয়া কুলত্থকলায়ের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট স্ফোটকসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত ও কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বিসর্প উৎপাদন করে। এই বিসর্পে শোথ, বেদনা, জ্বর ও দাহ বিদ্যমান থাকে। ইহা পিত্তজ বিসর্পের অন্তর্ভুক্ত জানিবে।

বিসর্প-চিকিৎসা

বিরেকবমনালেপ-সেচনাসৃগ্‌বিমোক্ষণৈঃ। উপাচরেদ্ যথাদোষং বিসর্পমবিদাহিভিঃ॥

বিসর্পরোগে বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া বিরেচন, বমন, প্রলেপ, পরিষেক ও রক্তমোক্ষণ এবং অবিদাহী অন্ন পান ব্যবস্থা করিবে।

পটোলপিচুমর্দ্দাভ্যাং পিপ্পল্যা মদনেন চ। বিসর্পে বমনং শস্তং তথৈবেন্দ্রযবৈঃ সহ॥

বিসর্পরোগে পল্‌তা, নিমছাল ও ইন্দ্রযব, অথবা পিপুল, মদনফল ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করান প্রশস্ত। কেহ কেহ পল্‌তা ও নিমছালের ক্বাথ, পিপুল, মদনফল ও ইন্দ্রযবের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে ব্যবস্থা দেন।

ত্রিফলারসসংযুক্তং সর্পিস্ত্রিবৃতয়া সহ। প্রযোক্তব্যং বিরেকার্থং বিসর্পজ্বরশান্তয়ে। রসমামলকানাং বা ঘৃতমিশ্রং প্রদাপয়েৎ॥

বিসর্প-জ্বর নিবারণার্থ ত্রিফলার ক্বাথে ঘৃত ও তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, উহা বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। অথবা ঘৃতমিশ্র আমলকীর রস ব্যবস্থা করিবে।

তৃণবর্জ্জং প্রযোক্তব্যং পঞ্চমূলচতুষ্টয়ম্। প্রদেহসেকসর্পির্ভির্বিসর্পে বাতসম্ভবে॥

বাতজ বিসর্প রোগে তৃণপঞ্চমূল (কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু) ব্যতীত স্বল্প পঞ্চমূল, বৃহৎ পঞ্চমূল, বল্লী পঞ্চমূল (মেড়াশিঙ্গী, হরিদ্রা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল ও গুলঞ্চ) এবং কণ্টকীপঞ্চমূল (গোক্ষুর, শতাবরী, ঝিণ্টী, কালাকড়া ও করমর্দ্দ) প্রদেহ এবং সেচনরূপে অথবা ঘৃত সহযোগে প্রয়োগ করিবে।

কুষ্ঠং শতাহ্বা সুরদারু মুস্তা বারাহিকুস্তুম্বুরুকৃষ্ণগন্ধাঃ। বাতেঽর্কবংশার্ত্তগলাশ্চ যোজ্যাঃ সেকেষু লেপেষু তথা ঘৃতেষু॥

বাতজ বিসর্পে কুড়, শুল্‌ফা, দেবদারু, মুতা, বরাহকন্দ (অভাবে চামার আলু), ধনে, শজনেমূল, আকন্দমূল, বংশনীল খাগ্‌ড়া (কিংবা অর্জ্জুনছাল, ডল্লনের মতে নীলঝাঁটি), এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা সেক ও লেপ, অথবা ইহাদের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত প্রয়োগ করিবে।

রাস্না নীলোৎপলং দারু চন্দনং মধুকং বলা। ঘৃতক্ষীরযুতো লেপো বাতবীসর্পনাশনঃ॥ (চন্দনমত্র রক্তং প্রযোজ্যম্)

রাস্না, নীলোৎপল, দেবদারু, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও বেড়েলা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া ঘৃত ও দুগ্ধ সহ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বাতবিসর্প নিবারিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠা-পদ্মকোশীরচন্দনৈঃ। সযষ্টীন্দীবরৈঃ পিত্তে ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥

পুণ্ডরিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ বিসর্পরোগ বিনষ্ট হয়।

কশেরু-শৃঙ্গাটকপদ্মগুন্দ্রাঃ সশৈবলাঃ সোৎপলকর্দ্দমাশ্চ। বস্ত্রান্তরাঃ পিত্তকৃতে বিসর্পে লেপা বিধেয়াঃ সঘৃতাঃ সুশীতাঃ॥

কেশুর, পানিফল, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, শৈবাল, নীলোৎপল ও পদ্মমূলের কর্দ্দম, এই সকল দ্রব্য, অথবা ইহাদের যে কোনটি সংগ্রহ করিয়া পেষণ করিবে। এবং উহা ঘৃতসহ বস্ত্রখণ্ডদ্বয় মধ্যে স্থাপন করিয়া পিত্তবিসর্প রোগে সুশীতল প্রলেপ দিবে।

প্রদেহাঃ পরিষেকাশ্চ শস্যন্তে পঞ্চবল্কতৈঃ। পদ্মকোশীরমধুক-চন্দনৈর্ব্বা প্রশস্যতে॥

পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন একত্র এই সকল দ্রব্যের অথবা পঞ্চ বল্কলের (বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও কপীতন) প্রলেপ ও সেক, বিসর্প রোগে হিতকর।

পিত্তে তু পদ্মিনীপঙ্কং পিষ্টং বা শঙ্খশৈবলম্। গুন্দ্রামূলন্তু শুক্তির্ব্বা গৈরিকং বা ঘৃতান্বিতম্॥

পিত্তবিসর্পরোগে পদ্মমূল-লগ্ন কর্দ্দম, বা শঙ্খ ও শৈবাল, অথবা গুলঞ্চের মূল ও ঝিনুক, কিংবা গিরিমাটী যথোপযুক্ত পরিমাণে ঘৃতসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

ন্যগ্রোধপাদাস্তরুণাঃ কদলীগর্ভ এব চ। বিসগ্রন্থিশ্চ লেপঃ স্যাচ্ছতধৌতঘৃতাপপ্লুতঃ॥ ('তরুণা ইত্যত্র গুন্দ্রা চ ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।)

নূতন বটের ঝুরি, কদলীগর্ভ (কলার থোড়) ও পদ্মমৃণালের গ্রন্থি, এই সকল দ্রব্য শতধৌত ঘৃতসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ বিসর্পরোগ প্রশমিত হয়।

হরেণবো মসুরাশ্চ মুদ্গাশ্চৈব সশালয়ঃ। পৃথক্ পৃথক্ প্রদেহাঃ স্যুঃ সর্ব্বৈর্বা সর্পিষা সহ॥

মটর কলায়, মসূর, মুগ ও শালিধান্য এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত, ঘৃতাক্ত করিয়া পিত্তবিসর্প রোগে প্রলেপ দিবে।

দ্রাক্ষারগ্বধকাশ্মর্য্য ত্রিফলৈরণ্ডপীলুভিঃ। ত্রিবৃদ্ধরীতকীভিশ্চ বিসর্পে শোধনং হিতম্॥

দ্রাক্ষা, সোন্দালফল, গাম্ভারী, ত্রিফলা, এরণ্ডবীজ ও পীলুফল, অথবা তেউড়ী ও হরীতকী, ইহাদের কল্ক এবং ক্বাথ বিসর্পশোধক।

মদনং মধুকং নিম্বং বৎসকসা ফলানি চ। বমনঞ্চ বিধাতব্যং বিসর্পে কফসম্ভবে॥

কফজনিত বিসর্পে ময়নাফল, যষ্টিমধু, নিমছাল ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করান কর্ত্তব্য।

গায়ত্রীসপ্তপর্ণাব্দ-বাসারগ্বধদারুভিঃ। কুটন্নটৈর্ভবেল্লেপো বিসর্পে শ্লেষ্মসম্ভবে॥

খদিরকাষ্ঠ, ছাতিমছাল, মুতা, বাসক, সোন্দালপত্র, দেবদারু ও কৈবর্ত্তমুস্তক, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া শ্লেষ্মজ বিসর্পে প্রলেপ দিবে।

অজাশ্বগন্ধা সরনাথ কালা সৈকেশিকা বাপ্যথবাজশৃঙ্গী। গোমূত্রপিষ্টো বিহিমঃ প্রদেহো হন্যাদ্ বিসর্পং কফজং সুশীঘ্রম্॥ (বিহিম ইতি হিমবিপরীতঃ কোষ্ণ ইতি শেষঃ। চ. টী)।

অজা (ফোকন্দী নামক দ্রব্য), অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, কালিয়াকড়া, আক্‌নাদি ও অজশৃঙ্গী (মেড়াশৃঙ্গী বা কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী), এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষিত এবং অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কফজ বিসর্প শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

ত্রিফলাপদ্মকোশীর-সমঙ্গাকরবীরকম্। নলমূলমনন্তা চ লেপঃ শ্লেষ্মবিসর্পহা॥ (অয়ং লেপস্তথা বক্ষ্যমাণোঽপ্যারগ্বধাদিঃ স্বল্পঘৃতযোগেন স্নিগ্ধঃ কার্য্যঃ॥ ইতি চক্রটীকা)।

ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, বরাহাক্রান্তা, করবীরমূল, নলমূল ও অনন্তমূল, এই সকল দ্রব্য বাটিয়া অল্প ঘৃতাক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে কফজনিত বিসর্প নষ্ট হয়।

আরগ্বধন্য পত্রাণি ত্বচঃ শ্লেষ্মাতকোদ্ভবাঃ। শিরীষপুষ্পকামাচী হিতা লেপাবচূর্ণনৈঃ॥ (কামাচী কাকমাচী। শ্লেষ্মাতকঃ বহুবার। ইতি চক্রটীকা)।

সোন্দালপত্র, বহুবারত্বক, শিরীষকুসুম ও কাকমাচী ইহাদের ঘৃতাক্ত প্রলেপ বিসর্পনাশক।

মুস্তারিষ্টপটোলানাং ক্বাথঃ সর্ব্ববিসর্পনুৎ। ধাত্রীপটোলমুদ্গানামথবা ঘৃতসংপ্লুতঃ॥

মুতা, নিমছাল ও পল্‌তা, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ অথবা আমলকী, পল্‌তা ও মুগ ইহাদের ক্বাথ ঘৃতসংযুক্ত করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্প নষ্ট হয়।

দোষসম্মিলনাজ্জাতে পরীসর্পে ভিষক্ ক্রিয়াম্ তত্তদ্দোষপ্রশমনীং যুক্ত্যা বুদ্ধ্যাবচারয়েৎ॥

দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ বিসর্পরোগে যুক্তি ও বিবেচনাপূর্ব্বক তত্তদ্দোষনাশক চিকিৎসা করিবে।

ভূনিম্ববাসাকটুকাপটোলী-ফলত্রয়ৈশ্চন্দননিম্বকৈশ্চ। বিসর্পদাহজ্বরশোথকণ্ডু-বিস্ফোটতৃষ্ণাবমিহৃৎ কষায়ঃ॥

চিরতা, বাসকছাল, কট্‌কী, পটোলপত্র, ত্রিফলা, রক্তচন্দন ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বিসর্প, দাহ, জ্বর, শোথ, কণ্ডু, বিস্ফোটক, তৃষ্ণা ও বমি নষ্ট হয়।

দশাঙ্গো লেপঃ

শিরীষযষ্টীনতচন্দনৈলা-মাংসীহরিদ্রাদ্বয়কুষ্ঠবালৈঃ। লেপো দশাঙ্গঃ সঘৃতঃ প্রযোজ্যো বিসর্পকুষ্ঠজ্বরশোথহারী॥

শিরীষ, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, রক্তচন্দন, এলাইচ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড় ও বালা, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ঘৃতসহ প্রলেপ দিলে বিসর্প, কুষ্ঠ, জ্বর ও শোথ নিবারিত হয়।

নবকষায়গুগ্‌গুলুঃ

অমৃতবৃষপটোলং নিম্বকল্কৈরুপেতং ত্রিফলখদিরসারং ব্যাধিঘাতঞ্চ তুল্যম্। ক্বথিতমিদমশেষং গুগ্‌গুলোর্ভাগযুক্তং জয়তি বিষবিসর্পান্ কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যম্॥ (গুগ্‌গুলোর্ভাগযুক্তমিতি প্রত্যাহোপযোগে প্রক্ষেপপরিভাষয়ৈব দেয়ম্। বিরেকে কর্ত্তব্যে প্রক্ষেপমানাপেক্ষয়া দ্বৈগুণ্যেনেত্যাহুঃ। ইতি চক্রটীকা)।

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, নিমছাল, ত্রিফলা, খদিরসার ও সোন্দালফল মিলিত ২ তোলা; জল অর্দ্ধসের; শেষ অর্দ্ধ পোয়া; যথোপযুক্ত গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসর্প ও অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ নিবারিত হয়। বিরেচনার্থ এই ক্বাথ প্রয়োগ করিতে হইলে প্রক্ষেপমানের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১ তোলা গুগ্‌গুলু দিবে।

বাতপিত্তপ্রশমনমগ্নিবীসর্পণে হিতম্। বাতশ্লেষ্মহরং কর্ম্ম গ্রন্থিবীসর্পণে হিতম্॥ পিত্তশ্লেষ্মপ্রশমনং হিতং কর্দ্দমসংজ্ঞকে। ত্রিদোষজে ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ বিসর্পে ত্রিতয়াপহাম্॥

উক্ত বাতজ ও পিত্তজ বিসর্পোক্ত ঔষধ দ্বারা অগ্নিবিসর্পের, বাতজ এবং কফজ বিসর্পোক্ত ঔষধ দ্বারা গ্রন্থিবিসর্পের, পিত্তজ ও কফজ বিসর্পনাশক ঔষধ দ্বারা কর্দ্দমাখ্যবিসর্পের এবং ত্রিদোষজ বিসর্পনাশক ঔষধ দ্বারা সান্নিপাতিক বিসর্পের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কুষ্ঠাময়স্ফোটমসূরিকোক্ত-চিকিৎসয়াপ্যাশু হরেদ্ বিসর্পান্। সর্ব্বান বিপক্কান্ পরিশোধ্য ধীমান্ ব্রণক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্॥

বিসর্পরোগে কুষ্ঠ, স্ফোটক ও মসূরিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পাকিলে শোধন করিয়া ব্রণবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

অমৃতাদিঃ

অমৃতবৃষপটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং খদিরমসিতবেত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে। বিবিধবিষবিসর্পান্ কুষ্ঠবিস্ফোটকণ্ডূরপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ॥

গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, মুতা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত্রের মূল, নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বিবিধ প্রকার বিষদোষ, বিসর্প, কুষ্ঠ, বিস্ফোটক, কণ্ডু ও মসূরী প্রভৃতি নানারোগ নিবারিত হয়।

কালাগ্নিরুদ্রো রসঃ

সূতাভ্রকান্তলৌহানাং ভস্ম গন্ধকমাক্ষিকম্। বনকর্কোটিকদ্রাবৈস্তুল্যাং মর্দ্দ্যং দিনাবধি॥ বনকর্কোটিকাকন্দে ক্ষিপ্তা লিপ্তা মৃদা বহিঃ। ভূধরাখ্যে পুটে পক্ত্বা দিনৈকং তদ্ বিপাচয়েৎ॥ দশমাংশং বিষং যোজ্যং মাষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ। রসঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽয়ং দশাহেন বিসর্পনুৎ। পিপ্পলীমধুসংযুক্তমনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥

পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ, গন্ধক ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সমস্ত দ্রব্য বন-কাঁক্রোলের রসে একদিন মর্দ্দন করিয়া বন-কাঁক্রোলের কন্দমধ্যে পূরিবে। পরে ঐ কন্দ মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া ভূধরযন্ত্রে একদিন পুট দিবে। শীতল হইলে তাহা হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া তাহাতে দশমাংশ বিষ সংযুক্ত করিবে। মাত্রা---১ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান---পিপুলচূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে দশদিনের মধ্যে বিসর্প নিবারিত হয়।

বৃষাদ্যং ঘৃতম্

বৃষখদিরপটোলপত্রনিম্বত্বগমৃতামলকীকষায়কল্কৈঃ। ঘৃতমভিনবমেতদাশু পক্কং জয়তি বিসর্পগদান্ সকুষ্ঠগুল্মান্॥

বাসক, খদিরকাষ্ঠ, পল্‌তা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও আমলকী, ইহাদের ক্বাথে ও কল্কে ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান করিলে বিসর্প, কুষ্ঠ ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

করঞ্জ-তৈলম্

করঞ্জসপ্তচ্ছদলাঙ্গলীক-স্নুহ্যর্কদুগ্ধানলভৃঙ্গরাজৈঃ। তৈলং নিশামূত্রবিষৈর্বিপক্কং বিসর্পবিস্ফোটবিচর্চ্চিকাঘ্নম্॥

তৈল ৪ সের। কল্কার্থ---ডহরকরঞ্জ, ছাতিমছাল, ঈশ্‌লাঙ্গলা, সিজ ও আকন্দের আঠা, চিতা, ভীমরাজ, হরিদ্রা ও বিষ, এই সকল দ্রব্য মিলিত ১ সের। গোমূত্র ১৬ সের। এই তৈল বিসর্প, বিস্ফোট ও বিচর্চ্চিকানাশক।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

বিসর্পরোগে পথ্যানি

বিরেকো বমনং লেপো লঙ্ঘনং রক্তমোক্ষণম্। পুরাণা যবগোধূম-কঙ্গুষষ্টিকশালয়ঃ॥ মুদ্গা মসূরাশ্চণকাস্তুবর্য্যো জাঙ্গলো রসঃ। নবনীতং ঘৃতং দ্রাক্ষা দাড়িমং কারবেল্লকম্ ॥ বেত্রাগ্রং কুলকং ধাত্রী খদিরো নাগকেশরঃ। লাক্ষা শিরীষঃ কর্পূরং চন্দনং তিললেপনম্ ॥ হ্রীবেরকং মুস্তকঞ্চ তিক্তানি সকলানি চ। যথাদোষমিদং পথ্যং সেবিতব্যং বিসর্পিভিঃ ॥

বিরেচন, বমন, প্রলেপন, উপবাস, রক্তমোক্ষণ, পুরাতন যব, গোধূম, কাঙ্গনিধান্য, যষ্টিকধান্য, শালিধান্য, মুগ, মসূর, ছোলা, অড়হর, জাঙ্গলমাংসের রস, মাখন, ঘৃত, কিস্‌মিস্‌, দাড়িম, করলা, বেতাগ্র, পল্‌তা, আমলকী, খদির, নাগকেশর, লাক্ষা, শিরীষ, কর্পূর, রক্তচন্দন, গাত্রে তিললেপন, বালা, মুতা, সমস্ত তিক্তদ্রব্য, এইগুলি বিসর্পরোগে দোষানুসারে প্রয়োগ করিলে হিতকর হয়।

বিসর্পরোগেঽপথ্যানি

ব্যায়ামমহ্নি শয়নং সুরতং প্রবাতং ক্রোধং শুচং বমনবেগমসূয়নঞ্চ। শাকং বিরুদ্ধমশনং দধি কূর্চ্চিকাঞ্চ সৌবীরমাসুতমনেকবিধং কিলাটম্॥ গুর্ব্বন্নপানমখিলং লশুনং কুলত্থান্ মাষাংস্তিলান্ সকলমাংসমজাঙ্গলঞ্চ। স্বেদং বিদাহিলবণাম্লকটূনি মদ্যান্যর্কপ্রভামপি বিসর্পগদী ত্যজেৎ তু ॥

ব্যায়াম, দিবানিদ্রা, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, প্রবল বায়ু অথবা পূর্ব্বদিগ্‌ভব বায়ু সেবন, ক্রোধ শোক, বমনবেগ, অসূয়ন (গুণেতে দোষারোপ করা), শাক, বিরুদ্ধ ভোজন, দধি, কূর্চ্চিকা, সৌবীর, বিবিধ আসব, ছানা, সকলপ্রকার গুরু অন্ন ও পানীয়, রশুন, কুলত্থকলায়, মাষকলায়, তিল, জাঙ্গলমাংস ভিন্ন অপর সকল প্রকার মাংস, স্বেদন, বিদাহিদ্রব্য, লবণদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, কটুদ্রব্য, মদ্য এবং রৌদ্র, এই সকল বিসর্পরোগী পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বিসর্পাধিকারঃ।

বিস্ফোট-নিদানম্

কট্বম্লতীক্ষ্ণোষ্ণবিদাহিরুক্ষ-ক্ষারৈরজীর্ণাধ্যশনাতপৈশ্চ। তথর্ত্তুদোষেণ বিপর্য্যয়েণ কুপ্যন্তি দোষাঃ পবনাদয়স্তু ॥ ত্বচমাশ্রিত্য তে রক্ত-মাংসাস্থীনি প্রদূষ্য চ। ঘোরান্ কুর্ব্বন্তি বিস্ফোটান্ সর্ব্বান্ জ্বরপুরঃসরান্ ॥ অগ্নিদগ্ধনিভাঃ স্ফোটাঃ সজ্বরা রক্তপিত্তজাঃ। ক্বচিৎ সর্ব্বত্র বা দেহে বিস্ফোটা ইতি তে স্মৃতাঃ ॥

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, রুক্ষ ও ক্ষার দ্রব্য ভোজন বা অপক্কদ্রব্য ভোজন, অধ্যশন, আতপ সেবন ও ঋতুবিপর্য্যয়, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত হইয়া রক্ত, মাংস ও অস্থিকে দূষিত এবং ত্বক্‌কে আশ্রয় করত, অতি ভয়ঙ্কর বিস্ফোটক উৎপাদন করে। বিস্ফোটক হইবার পূর্ব্বে জ্বর হইয়া থাকে।

দেহের কোনস্থানে বা সর্ব্বদেহে অগ্নিদগ্ধনিভ ও জ্বরসংযুক্ত যে সকল স্ফোটক জন্মে, তাহাদিগকে বিস্ফোটক কহে। বিস্ফোটক রক্তপিত্ত-প্রকোপজ ব্যাধি।

বিস্ফোট-চিকিৎসা

বিস্ফোটে লঙ্ঘনং কার্য্যং বমনং পথ্যভোজনম্। যথাদোষবলং বীক্ষ্য যুক্তমুক্তং বিরেচনম্ ॥

বিস্ফোট রোগে দোষের বলাবল বুঝিয়া উপবাস, বমন, পথ্যভোজন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে।

গুড়ূচীনিম্বজক্বাথৈঃ খদিরেন্দ্রযবাম্বুনা। দ্বে পঞ্চমূল্যৌ রাস্না চ দার্ব্বুশীরং দুরালভা ॥ গুড়ূচী ধান্যকং মুস্তমেষাং ক্বাথং পিবেন্নরঃ। বিস্ফোটান নাশয়ত্যাশু সমীরণনিমিত্তজান্ ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, ইন্দ্রযব, বালা, দশমূলী, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বাতজ বিস্ফোট বিনষ্ট হয়।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যখর্জ্জুর-পটোলারিষ্টবাসকৈঃ। কটুকালাজদুঃস্পর্শৈঃ সিতাযুক্তস্তু পৈত্তিকে॥
দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, খর্জ্জুর, পল্‌তা, নিমছাল, বাসকছাল, কট্‌কী, খৈ ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পৈত্তিক বিস্ফোট বিনষ্ট হয়।

ভূনিম্বসবচাবাসা-ত্রিফলেন্দ্রজবৎসকৈঃ। পিচুমর্দ্দপটোলাভ্যাং কফজে মধুযুক্ শৃতম্॥
চিরতা, বচ, বাসক, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, কুড়চি, নিমছাল ও পটোলপত্র, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ বিস্ফোট নিবারিত হয়।

কিরাততিক্তকারিষ্ট-যষ্ট্যাহ্বাম্বুদবাসকৈঃ। পটোলপর্পটোশীর-ত্রিফলাকৌটজান্বিতৈঃ। ক্বথিতৈর্দ্বাদশাঙ্গস্তু সর্ব্ববিস্ফোটনাশনম্॥
চিরতা, নিমছাল, যষ্টিমধু, মুতা, বাসকছাল, পটোলপত্র, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, বেণার মূল, ত্রিফলা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে বিস্ফোট প্রশমিত হয়।

বিস্ফোটব্যাধিনাশায় তণ্ডুলাম্বুপ্রযোজিতৈঃ। বীজৈঃ কুটজবৃক্ষস্য লেপঃ কার্য্যো বিজানতা॥
বিস্ফোট বিনাশের নিমিত্ত তণ্ডুলজলে ইন্দ্রযব বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

ছিন্নাপটোলভূনিম্ব-বাসকারিষ্টপর্পটৈঃ। খদিরাব্দযুতৈঃ ক্বাথো হন্তি বিস্ফোটকজ্বরম্॥
গুলঞ্চ, পল্‌তা, চিরতা, বাসকছাল, নিমছাল, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, খদিরকাষ্ঠ ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ বিস্ফোটজ্বর-বিনাশক।

চন্দনং নাগপুষ্পঞ্চ সারিবা তণ্ডুলীয়কম্। শিরীষবল্কলং জাতী লেপঃ স্যাদ্দাহনাশনঃ॥
রক্তচন্দন, নাগেশ্বর, অনন্তমূল, ক্ষুদেনটে, শিরীষছাল ও জাতীপত্র, ইহাদের প্রলেপে দাহ শান্তি হয়।

পটোলত্রিফলারিষ্ট-গুড়ূচীমুস্তচন্দনৈঃ। সমূর্ব্বা রোহিণী পাঠা রজনী সদুরালভা॥ কষায়ং পায়য়েদেতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্। কণ্ডূত্বগ্‌দোষবিস্ফোট-বিষবীসর্পনাশনম্ ॥
পল্‌তা, ত্রিফলা, নিমছাল, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, কট্‌কী, আক্‌নাদি, হরিদ্রা ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, কণ্ডু, ত্বগ্‌দোষ, বিস্ফোটক, বিষদুষ্টি ও বিসর্প বিনষ্ট হয়।

কুণ্ডলীপিচুমর্দ্দাম্বু খদিরেন্দ্রযবাম্বু বা। বিস্ফোটং নাশয়ত্যাশু বায়ুর্জলধরানিব॥
গুলঞ্চ ও নিমের ক্বাথ অথবা খদিরকাষ্ঠ ও ইন্দ্রযবের ক্বাথ সেবন করিলে বিস্ফোটক আশু বিনষ্ট হয়।

শুকতরুনতে চ মাচী রজনী পদ্মা চ তুল্যানি। পিষ্টানি শীততোয়েন লেপঃ স্যাৎ সর্ব্ববিস্ফোটে ॥
(অত্র মাচী দেবদারু।)
শিরীষ, তগরপাদুকা, দেবদারু, হরিদ্রা ও বামুনহাটী, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া শীতল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোটকের শান্তি হয়।

শিরীষমূলমঞ্জিষ্ঠা-চব্যামলকযষ্টিকাঃ। সজাতীপল্লবক্ষৌদ্রা বিস্ফোটে কবড়গ্রহাঃ॥
(অত্র বহুবচননির্দ্দেশাৎ প্রত্যেকমপ্যেতে কবড়ে যোজ্যাঃ। জাতীপত্রং ক্ষৌদ্রঞ্চ সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ম্।)
শিরীষমূল, মঞ্জিষ্ঠা, চই, আমলকী, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ অথবা একত্র জাতীপাতা ও মধুসহ পেষণ করিয়া তাহার কবল ধারণ করিলে, বিস্ফোটে উপকার দর্শে।

শিরীযোডুম্বরৌ জম্বুঃ সেকালেপনয়োর্হিতাঃ॥

শিরীযছাল, যজ্ঞডুমুর ও জামছাল, এই সকল দ্রব্যের পরিষেক ও প্রলেপ হিতকর।

চতুঃসমম্

শিরীযোশীরনাগাহ্ব-হিংস্রাভিলেপনাদ্ দ্রুতম্। বিসর্পবিষবিস্ফোটাঃ প্রশাম্যন্তি ন সংশয়ঃ॥

শিরীষ, বেণার মূল, নাগকেশর ও কালাকড়া, এই দ্রব্যচতুষ্টয় সমভাগে লইয়া পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিসর্প, বিষদুষ্টি ও বিস্ফোটক নিবারিত হয়।

উৎপলং চন্দনং লোধ্রমুশীরং সারিবাদ্বয়ম্। জলপিষ্টৈর্লেপেন স্ফোটদাহার্ত্তিনাশনম্॥

নীলোৎপল, চন্দন, লোধ, বেণার মূল, অনন্তমূল ও শ্যামালতা, ইহাদিগকে জল দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোট ও দাহ নষ্ট হয়।

পুত্রজীবস্য মজ্জানং জলে পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ। কালস্ফোটং বিস্ফোটঞ্চ সদ্যো হন্তি সবেদনম্। কক্ষগ্রন্থিগলগ্রন্থি-কর্ণগ্রন্থীংশ্চ নাশয়েৎ॥

পুত্রজীবের (জিয়াপুতার) মজ্জা জলসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে কালস্ফোট, বিস্ফোট, কক্ষগ্রন্থি, গলগ্রন্থি ও কর্ণগ্রন্থি নিবারিত হয়।

গুড়ূচীনিম্বজক্বাথৈঃ খদিরেন্দ্রযবাম্বুনা। কর্পূরত্রিসুগন্ধিভ্যাং যুক্তং সূতং দ্বিবল্লকম্। বিস্ফোটং ত্বরিতং হন্যাদ্ বায়ুর্জলধরানিব॥

ছয় রতি পরিমিত রসসিন্দূরকে গুলঞ্চ, নিম, খদির ও ইন্দ্রযব ইহাদের যথাসম্ভব ক্বাথে বা রসে মর্দ্দন করিয়া কর্পূর, এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্রচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে অতি সত্বর বিস্ফোট বিনষ্ট হয়।

ব্রণারি-গুগ্‌গুলুঃ

পলং কৃষ্ণা পুরঃ পঞ্চ ত্রিফলা ত্রিপলং ভবেৎ। ভস্মসূতপলাঞ্চাস্য কর্ষঃ সর্ব্বব্রণাপহঃ॥

পিপুল ১ পল, গুগ্‌গুলু ৫ পল, ত্রিফল ৩ পল এবং রসসিন্দূর ১ পল। এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা (যথাযোগ্য) মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চতিক্তক-ঘৃতম্

পটোলসপ্তচ্ছদনিম্ববাসা-ফলাত্রিকচ্ছিন্নরুহাবিপক্বম্। তৎ পঞ্চতিক্তং ঘৃতমাশু হন্তি ত্রিদোষবিস্ফোট-বিসর্পকণ্ডূঃ॥

(পঞ্চতিক্তঘৃতে ত্রিফলায়াশ্চ কল্কঃ শেষাণাং কষায় ইতি ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ। ইতি চক্রটীকা।)

পলতা, ছাতিমছাল, নিমছাল, বাসক ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথে এবং ত্রিফলার কল্কে ঘৃত পাক করিয়া, সেই ঘৃত পান করিলে সান্নিপাতিক বিস্ফোটক, বিসর্প ও কণ্ডু আশু বিনষ্ট হয়।

মহাপদ্মক-ঘৃতম্

পদ্মকং মধুকং লোধ্রং নাগপুষ্পস্য কেশরম্। দ্বে হরিদ্রে বিড়ঙ্গানি সূক্ষ্মৈলা তগরং তথা॥ কুষ্ঠং লাক্ষা পত্রকঞ্চ সিক্থকং তুত্থমেব চ। বহুবারঃ শিরীষশ্চ কপিত্থফলমেব চ॥ বহুবারঃ শিরীষশ্চ কপিত্থফলমেব চ॥ তোয়েনালোড্য তৎ সর্ব্বং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। যাংশ্চ রোগান্ নিহন্যাদ্ বৈ তান্ নিবোধ মহামুনে॥ সর্পকীটাখুদষ্টেষু লূতামূত্রকৃতেষু চ। বিবিধেষু স্ফোটকেষু তথা কুষ্ঠবিসর্পিষু॥ নাড়ীষু গণ্ডমালাসু প্রভিন্নাসু বিশেষতঃ। অগস্ত্যবিহিতং ধন্যং পদ্মকন্তু মহাঘৃতম্॥

গব্য ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, লোধ, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, ছোট এলাচ, তগরপাদুকা, কুড়, লাক্ষা, তেজপত্র, মোম, তুঁতে, বঙ্গবার, শিরীষ ও কয়েৎবেল—মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথাবিধানে পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে বিবিধ প্রকার বিস্ফোটক, কুষ্ঠ, বিসর্প, নানাপ্রকার বিষ এবং নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

বিস্ফোটরোগে পথ্যানি

বিরেচনচ্ছর্দ্দনলেপলঙ্ঘনং পুরাতনাঃ ষষ্টিকশালয়ো যবাঃ। মুদ্গা মসূরাশ্চণকা মুকুষ্টকাধন্বামিষং গব্যঘৃতং কঠিল্লকম্॥ বেত্রাগ্রমাষাঢ়ফলং পটোলকং জ্যোতিষ্মতী নিম্বদলানি চন্দনম্। তৈলং সিতাভ্রং তিললেপনং ঘনং বালঞ্চ বিস্ফোটগদং বিনাশয়েৎ॥

বিরেচন, বমন, প্রলেপন, উপবাস, পুরাতন ষষ্টিকধান্য ও শালিধান্য, যব, মুগ, মসূর, ছোলা, বনমুগ, মরুদেশজ মাংস, গব্যঘৃত, করলা, বেতাগ্র, পলাশবীজ, পটোল, লতাফট্কী, নিমপাতা, রক্তচন্দন, তৈল, কর্পূর, গাত্রে তিললেপন, মুতা ও বালা, এই সকল দ্রব্য বিস্ফোটরোগে সুপথ্য।

বিস্ফোটরোগেঽপথ্যানি

স্বেদং ব্যবায়ং ব্যায়ামং ক্রোধং গুর্ব্বন্নমাতপম্। বমিবেগং পত্রশাকং প্রবাতং স্বপনং দিবা॥ গ্রাম্যৌদকানূপমাংসং বিরুদ্ধানাশনানি চ। তিলান্ যবান্ কুলত্থাংশ্চ লবণাম্লকটূনি চ। বিদাহি রুক্ষমুষ্ণঞ্চ বিস্ফোটী পরিবর্জ্জয়েৎ॥

স্বেদন, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, ব্যায়াম, ক্রোধ, গুরুপাক অন্ন, রৌদ্র, বমিবেগ, পত্রশাক, প্রবল বায়ু বা পূর্ব্ববায়ু সেবন, দিবানিদ্রা, গ্রাম্যমাংস, ঔদকমাংস, আনূপমাংস, বিরুদ্ধভোজন, তিল, যব, কুলত্থকলায়, লবণ, অম্ল ও কটুরসসংযুক্ত দ্রব্য, বিদাহি, রুক্ষ ও উষ্ণদ্রব্য, বিস্ফোটরোগির পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বিস্ফোটাধিকারঃ।

মসূরিকারোগাধিকার

মসূরিকা-নিদানম্

কট্বম্ললবণক্ষার-বিরুদ্ধাধ্যশনাশনৈঃ। দুষ্টনিষ্পাবশাকাদ্যৈঃ প্রদুষ্টপবনোদকৈঃ॥ ক্রূরগ্রহেক্ষণাচ্চাপি দেশে দোষাঃ সমুদ্ধতাঃ। জনয়ন্তি শরীরেঽস্মিন্ দুষ্টরক্তেন সঙ্গতা॥ মসূরাকৃতিসংস্থানাঃ পিড়কাঃ স্যুর্মসূরিকাঃ। তাসাং পূর্ব্বং জ্বরঃ কণ্ডূর্গাত্রভঙ্গোঽরতির্ভ্রমঃ॥ ত্বচি শোথঃ সবৈবর্ণ্যো নেত্ররাগশ্চ জায়তে। স্ফোটাঃ শ্যাবারুণা রুক্ষাস্তীব্রবেদনয়ান্বিতাঃ॥ কঠিনাশ্চিরপাকাশ্চ ভবন্ত্যনিলসম্ভবাঃ। সন্ধ্যস্থিপর্ব্বণাং ভেদঃ কাসঃ কম্পোঽরতিঃ ক্লমঃ॥ শোষস্তাল্বোষ্ঠজিহ্বানাং তৃষ্ণা চারুচিসংযুতা। রক্তাঃ পীতাঃ সিতাঃ স্ফোটাঃ সদাহাস্তীব্রবেদনাঃ॥ ভবন্ত্যচিরপাকাশ্চ পিত্তকোপসমুদ্ভবাঃ। বিড়্ভেদশ্চাঙ্গমর্দ্দশ্চ দাহস্তৃষ্ণারুচিস্তথা॥ মুখপাকোঽক্ষিরাগশ্চ জ্বরস্তীব্রঃ সুদারুণঃ। রক্তজায়াং ভবন্ত্যেতে বিকারাঃ পিত্তলক্ষণাঃ॥ কফপ্রসেকঃ স্তৈমিত্যং শিরোরুগ্ গাত্রগৌরবম্। হৃল্লাসঃ সারুচির্নিদ্রা তন্দ্রালস্যসমন্বিতা॥ শ্বেতাঃ স্নিগ্ধা ভৃশং স্থূলাঃ কণ্ডুরা মন্দবেদনাঃ। মসূরিকাঃ কফোত্থাশ্চ চিরপাকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ নীলাশ্চিপিটবিস্তীর্ণা মধ্যে নিম্না মহারুজাঃ। চিরপাকাঃ পূতিস্রাবাঃ প্রভূতাঃ সর্ব্বদোষজাঃ॥ কণ্ঠরোধারুচিস্তম্ভ-প্রলাপারতিসঙ্গতাঃ। দুশ্চিকিৎস্যাঃ সমুদ্দিষ্টাঃ পিড়কাশ্চর্ম্মসংজ্ঞিতাঃ॥ রোমকূপোন্নতিসমা রাগিণ্যঃ কফপিত্তজাঃ। কাসারোচকসংযুক্তা রোমান্ত্যো জ্বরপূর্ব্বিকাঃ॥ তোয়বুদ্বুদসঙ্কাশাস্ত্বগ্ গতাস্তু মসূরিকাঃ। স্বল্পদোষাঃ প্রজায়ন্তে ভিন্নাস্তোয়ং স্রবন্তি চ॥ রক্তস্থা লোহিতাকারাঃ শীঘ্রপাকাস্তনুত্বচঃ। সাধ্যা নাত্যর্থদুষ্টাশ্চ ভিন্না রক্তং স্রবন্তি চ॥ মাংসস্থাঃ কঠিনাঃ স্নিগ্ধাশ্চিরপাকা ঘনত্বচঃ। গাত্রশূলতৃষাকণ্ডূ-জ্বরারতিসমন্বিতাঃ॥ মেদোজা মণ্ডলাকারা মৃদবঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ। ঘোরজ্বরপরীতাশ্চ স্থূলাঃ স্নিগ্ধাঃ সবেদনাঃ॥ সংমোহারতিসন্তাপাঃ কশ্চিদাভ্যো বিনিস্তরেৎ। ক্ষুদ্রা গাত্রসমা রুক্ষাশ্চিপিটাঃ কিঞ্চিদুন্নতাঃ॥ মজ্জোত্থা ভৃশংসমোহ-বেদনারতিসংযুতাঃ। ছিন্দন্তি মর্ম্মধামানি প্রাণানাশু হরন্তি হি॥ ভ্রমরেণেব বিদ্ধানি ভবন্ত্যস্থীনি সর্ব্বতঃ। পক্কাভাঃ পিড়কাঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাশ্চাত্যর্থবেদনাঃ॥ স্তৈমিত্যারতিসংমোহ-দাহোন্মাদসমন্বিতাঃ। শুক্রজায়াং

মসূর্য্যাস্তু লক্ষণানি ভবন্তি হি॥ নির্দ্দিষ্টং কেবলং চিহ্নং দৃশ্যাতে ন তু জীবিতম্। দোষমিশ্রাস্তু সপ্তেতা দ্রষ্টব্যা দোষলক্ষণৈঃ॥

কটু, অম্ল, লবণ ও ক্ষার দ্রব্য ভোজন, মিলিত ক্ষীর-মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, পূর্ব্বাহার অজীর্ণসত্ত্বে পুনর্ভোজন, দুষ্ট অন্ন শিম ও শাকাদি আহার, বিষাদিসংস্পর্শ দূষিত বায়ু ও জল সেবন এবং দেশের প্রতি ক্রূরগ্রহদিগের কুদৃষ্টি, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ প্রকুপিত ও দুষ্ট রক্তের সহিত মিলিত হইয়া শরীরে মসূরকলায়ের ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট যে সকল পিড়কা উৎপাদন করে, তাহাদিগকে মসূরিকা কহে। মসূরিকা রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জ্বর, কণ্ডু, গাত্রবেদনা, অনবস্থিতচিত্ততা, ভ্রম, ত্বকের স্ফীতি ও বৈবর্ণ্য এবং চক্ষুর রক্তবর্ণতা, এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়।

বাতজ মসূরিকার পিড়কাসকল শ্যাব বা অরুণবর্ণ, রুক্ষ, তীব্রবেদনাযুক্ত ও কঠিন। ইহা বিলম্বে পাকে।

পিত্তপ্রকোপজ মসূরিকার স্ফোটসকল রক্ত, পীত বা শুক্লবর্ণ, দাহ ও উগ্রবেদনা যুক্ত ; ইহা শীঘ্র পাকিয়া থাকে। ইহাতে সন্ধি, অস্থি ও পর্ব্বসকলে ভঙ্গবৎ বেদনা, কাস, কম্প, অরতি (অনবস্থিতচিত্ততা), ক্লান্তি, তালু ওষ্ঠ ও জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা ও অরুচি, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তজ মসূরিকা রোগে মলভেদ, অঙ্গমর্দ্দ, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, মুখের পাক, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, সুদারুণ তীব্রবেগ সংযুক্ত জ্বর এবং পিত্তজ মসূরিকার লক্ষণসকল উপস্থিত হয়।

শ্লৈষ্মিক মসূরিকার স্ফোটসকল শ্বেতবর্ণ, চিক্কণ, অতিশয় স্থূল, কণ্ডুবিশিষ্ট ও অল্প বেদনাযুক্ত। ইহা দীর্ঘকালে পাকে। ইহাতে কফস্রাব, স্তৈমিত্য, শিরোবেদনা, গাত্রগৌরব, বমনবেগ, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ত্রিদোষজ মসূরিকা নীলবর্ণ, চিড়ার ন্যায় চেপ্‌টা ও কিঞ্চিৎ উন্নত বেদনাযুক্ত ও দুর্গন্ধস্রাব নিঃসারক। ইহা বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয় ও দীর্ঘকালে পাকে। ত্রিদোষজ বসন্ত অসাধ্য।

চর্ম্মদল নামক একপ্রকার বসন্ত আছে, তাহা অতি দুশ্চিকিৎস্য। তাহাতে কণ্ঠরোধ, অরুচি, স্তম্ভিতভাব, প্রলাপ ও অরতি, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়।

রোমকূপের ন্যায় উন্নতিবিশিষ্ট রক্তবর্ণ যে সকল পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে রোমান্তী অর্থাৎ হাম্ বলে। ইহাতে কাস ও অরুচি, এই দুই লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। হাম্ দুষ্ট পিত্ত ও দুষ্ট কফ হইতে উৎপন্ন। হাম্ হইবার পূর্ব্বে জ্বর হইয়া থাকে।

রসাদিগত মসূরিকার লক্ষণ—রসগত মসূরিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ইহাতে দোষের প্রকোপ অধিক থাকে না। চলিত ভাষায় ইহাকে পানিবসন্ত কহে। পানিবসন্ত বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে জলবৎ স্রাব নির্গত হয়।

রক্তগত মসূরিকা রক্তবর্ণ ও পাত্‌লা চর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা শীঘ্র পাকিয়া থাকে। এই বসন্ত সাধ্য, কিন্তু রক্তদুষ্টির আধিক্য থাকিলে কৃচ্ছ্রসাধ্য। বিদীর্ণ হইলে ইহা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।

মাংসগত মসূরিকা কঠিন, স্নিগ্ধ ও পুরু চর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা বিলম্বে পাকে। ইহাতে গাত্রশূল, তৃষ্ণা, কণ্ডু, জ্বর ও চিত্তচাঞ্চল্য বিদ্যমান থাকে।

মেদোগত মসূরিকা মণ্ডলাকার, কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত, ঘোরজ্বরোৎপাদক, স্থূল, চিক্কণ ও সবেদন। ইহাতে মনোবিভ্রম, চিত্তচাঞ্চল্য ও সন্তাপ, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। দৈবাৎ কেহ এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

অস্থি ও মজ্জাগত মসূরিকা ক্ষুদ্রাকৃতি, গাত্রসমবর্ণ, রুক্ষ, চিড়ার ন্যায় চেপ্টা ও কিঞ্চিৎ উন্নত। ইহাতে অত্যন্ত মোহ, বেদনা ও অরতি উপস্থিত হয় ; মর্ম্মস্থানসকল যেন ছিন্ন হইতে থাকে এবং সর্ব্বাঙ্গের অস্থি যেন ভ্রমর দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ বোধ হয়। ইহা আশু প্রাণনাশক।

শুক্রগত মসূরিকা দেখিতে পক্বাভ, কিন্তু পক্ক নহে, ইহা চিক্কণ, সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত। ইহাতে স্তৈমিত্য, অরতি, মূর্চ্ছা, দাহ ও মত্ততা, এই সকল উপদ্রব প্রকাশ পায়। এইরূপ বসন্ত নিশ্চয় প্রাণনাশক।

উল্লিখিত সপ্তধাতুগত যে বসন্তে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাহাকে তদ্দোষজ বলিয়া জানিবে।

মসূরিকা-চিকিৎসা

মসূরিকায়াং কুষ্ঠেষু লেপনাদিক্রিয়া হিতা। পিত্তশ্লেষ্ম বিসর্পোক্তা ক্রিয়া চাত্র প্রশস্যতে॥

মসূরিকা ও কুষ্ঠরোগে লেপনাদি ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিবে। এই রোগে পিত্তশ্লেষ্মবিসর্পোক্ত ক্রিয়াসকল হিতকর।

শ্বেতচন্দনকল্কশ্চ হিলমোচীভবং দ্রবম্। পিবেন্মসূরিকারম্ভে নৈবং বা কেবলং রসম্॥

মসূরিকারোগের প্রারম্ভে শ্বেতচন্দনের কল্ক ও হেলেঞ্চাশাকের রস, অথবা কেবল হেলেঞ্চাশাকের রস পান করিলে উপকার হইয়া থাকে।

সর্ব্বাসাং বমনং পথ্যং পটোলারিষ্টবাসকৈঃ। কষায়ৈশ্চ বচাবৎস-যষ্ট্যাহ্বফলকল্কিতৈঃ॥

সর্ব্বপ্রকার মসূরিকারোগে পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল, ইহাদের ক্বাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদনফলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া বমনার্থ পান করাইবে।

সক্ষৌদ্রং পায়য়েদ্ ব্রাহ্ম্যা রসং বা হৈলমোচিকম্। বান্তস্য রেচনং দেয়ং শমনঞ্চা বলে নরে॥

মসূরিকায় ব্রাহ্মীশাকের রস অথবা হেলেঞ্চাশাকের রস মধুর সহিত বমনার্থ সেবন করাইবে, পরে বিরেচন দিবে, কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে শমন ঔষধ প্রযোজ্য।

সুষবীপত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণসংযুতম্। রোমান্তীজ্বর-বিস্ফোট-মসূরীশান্তয়ে পিবেৎ॥

করলাপাতার রসে হরিদ্রাচূর্ণ মিশাইয়া পান করিলে রোমান্তী (হাম্) জ্বর, বিস্ফোট ও মসূরী প্রশমিত হয়।

উভাভ্যাং হৃতদোষস্য বিশুধ্যন্তি মসূরিকাঃ। নির্ব্বিকারাশ্চাল্পপূযাঃ পচ্যন্তে চাল্পবেদনাঃ॥

বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষসকল নষ্ট হয়, সুতরাং মসূরিকাসকল বিশোধিত, বিকৃতিশূন্য, অল্পপূয ও অল্পবেদনাবিশিষ্ট হইয়া স্বয়ংই পাকিয়া উঠে।

কণ্টাকুম্ভারুমূলং ক্বথনবিধিকৃতং হিঙ্গুমাষৈকযুক্তং পীতং বীজং জয়ায়াঃ সঘৃতমুষিতবাঃ পীতমণ্ডিঘ্রঃ সিকট্যাঃ। মাষ্যা মূলং শিফা বা মদনকুসুমজা সোষণা বাথ পূতির্যোগা বাসাগ্নৈতে প্রথমমঘগদে দৃশ্যমানে প্রযোজ্যাঃ॥

পাপরোগ (মসূরী) প্রথম দৃষ্ট হইলে কণ্টাকুম্ভারু লতার (কুমারিয়ার) ক্বাথে হিঙ্গু ১ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

জয়ন্তীবীজ অথবা সিকটীমূল, ঘৃত ও পর্য্যুষিত জলের সহিত পান করিবে। সুপারির মূল কিংবা মরিচ ও ময়নামূল অথবা মরিচ ও নাটাকরঞ্জার মূল, বাসি জলের সহিত প্রয়োগ করিবে।

উষ্ট্রকণ্টকমূলং বাপানন্তামূলমেব চ। বিধিগৃহীতং জ্যেষ্ঠাম্বুপীতং হন্তি মসূরিকাম্॥

দুরালভা অথবা অনন্তমূল, তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া খাইলে বসন্তরোগ প্রশমিত হয়।

মসূরীং মূর্চ্ছিতো হন্তি গন্ধকার্দ্ধস্তু পারদঃ। নিশাচিঞ্চাচ্ছদে শীত-বারিপীতে তথৈব তু॥

(ছদশব্দস্য নপুংসকত্বং ছান্দসত্বাৎ, কিংবা নিশাচিঞ্চাচ্ছদাবিতি পাঠঃ। ইতি চক্রটীকা।)

১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিবে। এই কজ্জলী ৪ মাষা কিংবা ৬ মাষা (যোগ্যপরিমাণে) পানের সহিত সেবন করিলে, অথবা হরিদ্রাপাতা ও তেঁতুলের পাতা শীতল জলসহ বাটিয়া পান করিলে মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

যাবৎসংখ্যা মসূর্য্যঙ্গে তাবদ্ভিঃ শেলুজৈর্দলৈঃ। ছিন্নৈরাতুরনাম্না তু গুড়ী বোর্ত্তি ন বর্দ্ধতে॥

রোগির গাত্রে যতগুলি বসন্ত নির্গত হয়, রোগির নাম করিয়া বহুবার-বৃক্ষের ততগুলি পত্র ছিন্ন করিলে, গাত্রে তাহার অধিক আর বসন্ত নির্গত হয় না।

বৃ্যষিতং বারি সক্ষৌদ্রং পীতং দাহগুড়ীহরম্॥

বাসিজলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বসন্তের গুটী ও তজ্জন্য দাহ নিবারিত হয়।

উগ্রাজ্যবংশনীলীযববৃষকার্পাসকীকসব্রহ্মীসুরসময়ূরলাক্ষাধূপো রোমাঞ্চিকাদিহরঃ॥

বচ, ঘৃত, বাঁশের নীল, যব, বাসকমূল, কার্পাসবীজ, ব্রহ্মীশাক, তুলসীপত্র, অপামার্গ ও লাক্ষা, এই সকল দ্রব্যের ধূপ প্রদান করিলে হাম্ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

তর্পণং বাতজায়াং প্রাগ্লাজচূর্ণৈ সশর্করৈঃ। ভোজনং তিক্তযূষৈশ্চ প্রতুদানাং রসেন বা॥

বাতজনিত বসন্তরোগে প্রথমতঃ চিনির সহিত খৈ-চূর্ণ মিলিত ও দ্রবদ্রব্য দ্বারা আলোড়িত করিয়া ভোজন করাইবে। তিক্ত দ্রব্যের যূষের অথবা পারাবত প্রভৃতি পক্ষির মাংসের রসের সহিত ভোজন করিতে দিবে।

দ্বিপঞ্চমূলং রাস্না চ দার্ব্বুশীরং দুরালভা। সামৃতং ধান্যকং মুস্তং জয়েদ্ বাতসমুত্থিতাম্॥

দশমূল, রাস্না, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, দুরালভা, গুলঞ্চ, ধনে ও মুতা, এই সকলের ক্বাথ (অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া) সেবন করিলে বাতজন্য মসূরিকা রোগ নষ্ট হয়।

মঞ্জিষ্ঠাবটপাকপ্লক্ষ-শিরীষোডুম্বরত্বচঃ। বাতজায়াং মসূর্য্যাং স্যাৎ প্রলেপঃ সর্ব্বতো হিতঃ॥

মঞ্জিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল, ইহাদের প্রলেপ দিলে বাতজ মসূরিকা নিবৃত্ত হয়।

গুড়ূচীং মধুকং রাস্নাং পঞ্চমূলীং কনিষ্ঠিকাম্। চন্দনং কাশ্মর্য্যফলং বলামূলং বিকঙ্কতম্। পাককালে মসূর্য্যান্তু বাতজায়াং প্রযোজয়েৎ॥

গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রাস্না, স্বল্প পঞ্চমূল, রক্তচন্দন, গাম্ভারীফল, বেড়েলামূল ও বৈঁচিমূল, ইহাদের ক্বাথ বাতজন্য মসূরিকার পাককালে প্রয়োগ করিবে।

গুড়ূচী মধুকং দ্রাক্ষা মোরটং দাড়িমৈঃ সহ। পাককালে প্রদাতব্যং ভেষজং গুড়সংযুতম্॥ তেন কুপ্যতি নো বায়ুঃ পাকং যান্তি মসূরিকাঃ॥

(মোরটমৈক্ষবং মূলম্)

মসূরিকা পাকিতে আরম্ভ হইলে, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল ও দাড়িম এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিলে বায়ু কুপিত হয় না এবং সত্বর উহা পাকিয়া যায়।

পটোলমূলং ক্বথিতং মোরটস্বরসং তথা। আদাবেব মসূর্য্যান্তু পিত্তজায়াং প্রযোজয়েৎ॥

পিত্তজন্য মসূরিকা রোগে প্রথমতঃ পটোলমূলের ক্বাথ ও ইক্ষুমূলের স্বরস প্রয়োগ করিবে।

নিম্বং পর্পটকং পাঠা পটোলং চন্দনদ্বয়ম্। উশীরং কটুকা ধাত্রী তথা বাসা দুরালভা॥ এষাং পানং শৃতং শীতমুত্তমং শর্করান্বিতম্। মসূর্য্যাং পিত্তজায়ান্তু প্রযোক্তব্যং বিজানতা। দাহজ্বরে বিসর্পে চ ব্রণে পিত্তাধিকেঽপি চ॥

নিমছাল, ক্ষেতপাপ্ড়া, আক্নাদি, পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, বেণার মূল, কট্‌কী, আমলকী, বাসক ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে, তদ্দ্বারা পিত্তজ মসূরিকা, দাহ, জ্বর, বিসর্প ও পিত্তাধিক ব্রণ বিনষ্ট হইবে।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যখর্জ্জূর-পটোলারিষ্টবাসকৈঃ। লাজামলকদুঃস্পর্শৈঃ সিতাযুক্তৈশ্চ পৈত্তিকে॥

দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, খর্জ্জূর, পল্‌তা, নিমছাল, বাসক, লাজ (খৈ), আমলকী ও দুরালভা, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তজ মসূরিকা নষ্ট হয়।

শিরীষোডুম্বরাশ্বত্থ-শেলুন্যগ্রোধবল্কলৈঃ। প্রলেপঃ সঘৃতঃ শীঘ্রং ব্রণবীসর্পদাহহা॥

শিরীষ, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, চাল্‌তে ও বট, ইহাদের ছাল বাটিয়া ঘৃতসহ প্রলেপ দিলে ব্রণ, বিসর্প ও দাহ নষ্ট হয়।

দুরালভাং পর্পটকং ভূনিম্বং কটুরোহিণীম্। শ্লৈষ্মিক্যাং পিত্তজায়াং বা পানে নিঃক্বাথ্য দাপয়েৎ॥

দুরালভা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া, চিরতা ও কট্‌কী, ইহাদের ক্বাথ পৈত্তিক কিংবা শ্লৈষ্মিক মসূরিকায় পান করিবে।

বাসামুস্তকভূনিম্ব-ত্রিফলেন্দ্রযবাসকম্। পটোলারিষ্টকঞ্চাপি ক্বাথয়িত্বা সমাক্ষিকম্। পিবেৎ তেন প্রণশ্যন্তি মসূর্য্যঃ কফসম্ভবাঃ॥

বাসক, মুতা, চিরতা, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, দুরালভা, পল্‌তা ও নিম্ব, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

শিরীষোডুম্বরত্বগ্‌ভ্যাং খদিরারিষ্টজৈর্দলৈঃ। কফোত্থাসু মসূরীষু লেপঃ পিত্তোত্থিতাসু চ॥

শিরীষ ও যজ্ঞডুমুরের ছাল এবং খদির ও নিমের পাতা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কফজ ও পিত্তজ মসূরিকা প্রশমিত হয়।

অমৃতাদিকষায়ঞ্চ বিসর্পোক্তং প্রযোজয়েৎ॥

মসূরিকা রোগে বিসর্প-চিকিৎসোক্ত অমৃতাদি কষায় ব্যবস্থা করিবে।

নিম্বাদিঃ

নিম্বং পর্পটকং পাঠাং পটোলং কটুরোহিণীম। বাসাং দুরালভাং ধাত্রীমুশীরং চন্দনদ্বয়ম্॥ এষ নিম্বাদিকঃ খ্যাতঃ পীতঃ শর্করয়া যুতঃ। হন্তি ত্রিদোষমসূরীং জ্বরবীসর্পসম্ভবাম্। উত্থিতাঃ প্রাবশেদ্ যা তু পুনস্তাং বাহ্যতো নয়েৎ॥

নিমছাল, ক্ষেতপাপ্ড়া, আক্নাদি, পটোলপত্র, কট্কী, বাসক, দুরালভা, আমলকী, বেণার মূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বর ও বিসর্পজনিত এবং ত্রিদোষজাত মসূরিকা বিনষ্ট হয়। যে সকল মসূরিকা বহির্গত হইয়া অন্তর্লীন হয়, তাহাও ইহাতে বাহির হইয়া পড়ে।

কাঞ্চনাদিক্বাথঃ

কাঞ্চনারত্বচ ক্বাথস্তাপ্যচূর্ণবিমিশ্রিতঃ। নির্গত্যান্তঃপ্রবিষ্টাস্তু মসূরীং বাহ্যতো নয়েৎ॥

যে সকল মসূরিকা বহির্গত হইয়া অন্তর্লীন হয়, তাহাদের পুনর্বহিষ্করণার্থ রোগিকে রক্তকাঞ্চনছালের ক্বাথে স্বর্ণমাক্ষিক প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

পটোলাদিঃ

পটোলকুণ্ডলীমুস্ত-বৃষধন্বযবাসকৈঃ। ভূনিম্বনিম্বকটুকা-পর্পটৈশ্চ শৃতং জলম্॥ মসূরীং শময়েদাসাং পক্কাঞ্চৈব বিশোষয়েৎ। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ বিস্ফোটজ্বরশান্তয়ে॥

পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্কী, ক্ষেতপাপ্ড়া মিলিত ২ তোলা। অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ পান করিলে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত ও পক্ক বসন্ত শুষ্ক হয়। বিস্ফোটক জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারক।

পটোলমূলারুণতণ্ডুলীয়কং পিবেদ্ধরিদ্রামলকল্কসংযুতম্। মসূরিবিস্ফোটবিদাহশান্তয়ে তদেব রোমান্তিবমিজ্বরাপহম্॥

পটোলমূল ও লোহিততণ্ডুলীয় (রাঙ্গানটে), ইহাদের ক্বাথে হরিদ্রা ও আমলকীর চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মসূরিকা বিস্ফোটক, দাহ, হাম, জ্বর ও বমি বিনষ্ট হয়।

পটোলমূলারুণতণ্ডুলীয়কং তথৈব ধাত্রীখদিরেণ সংযুতম্। পিবেজ্জলং সংক্বথিতং সুশীতলং মসূরিকারোগবিনাশনং পরম্॥

পটোলমূল, রাঙ্গানটে, আমলকী ও খদির, ইহাদের শীতল ক্বাথ পান করিলে মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

খদিরাষ্টকঃ

খদিরত্রিফলারিষ্ট-পটোলামৃতবাসকৈঃ। ক্বাথোঽষ্টকাঙ্গো জয়তি রোমান্তিকমসূরিকাঃ। কুষ্ঠবীসর্পবিস্ফোট-কণ্ড্বাদীনপি পানতঃ॥

(অত্র শোধনে কর্ত্তব্যে গুগ্গুলুমপি প্রক্ষিপন্তি। ইতি চক্রটীকা)।

খদিরকাষ্ঠ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, পটোলপত্র, গুলঞ্চ ও বাসক, এই সকল মিলিত ২ তোলা। ইহাদের ক্বাথ পান করিলে হাম, মসূরিকা, কুষ্ঠ, বিসর্প, বিস্ফোট ও কণ্ডু প্রভৃতি নিবারিত হয়। ইহাতে শোধন (বিরেচন) আবশ্যক হইলে গুগ্গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে।

সৌবীরেণ তু সংপিষ্টং মাতুলুঙ্গস্য কেশরম্। প্রলেপাৎ পাতয়ত্যাশু দাহঞ্চাশু নিযচ্ছতি॥

ছোলঙ্গ লেবুর কেশর কাঁজিসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে সত্বর মসূরিকা ও দাহ নিবারিত হয়।

পাদদাহং প্রকুরুতে পিড়কা পাদসম্ভবা। তত্র সেকং প্রশংসন্তি বহুশস্তণ্ডুলাম্বুনা॥

পাদসম্ভব পিড়কা পাদদাহ জন্মায়, অতএব উহাতে বারংবার তণ্ডুলধৌত-জল সেক করিবে।

পাককালে তু সর্ব্বাস্তা বিশোষয়তি মারুতঃ। তস্মাৎ সংবৃংহণং কার্য্যং নতু পথ্যং বিশোষণম্॥

পাককালে বসন্তসকল বায়ু দ্বারা শুষ্ক হইতে থাকে, অতএব তৎকালে শোষক আহার না দিয়া পুষ্টিকর আহার দিবে।

লিহেদ্ বা বাদরং চূর্ণং পাচনার্থং গুড়েন তু। অনেনাশু বিপচ্যন্তে বাতপিত্তকফাত্মিকাঃ॥
কুলচূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক মসূরিকা শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

শূলাধ্মানপরীতস্য কম্পমানস্য বায়ুনা। ধন্বমাংসরসাঃ শস্তা ঈষৎসৈন্ধবসংযুতাঃ॥
মসূরিকা রোগে বায়ু কর্ত্তৃক শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে, জাঙ্গল পক্ষির মাংসরসে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিতে দিবে।

দাড়িমাম্লরসৈর্যুক্তা যূষাঃ স্যুররুচৌ হিতাঃ। পিবেদম্ভস্তপ্তশীতং ভাবিতং খদিরাসনৈঃ॥

(পিবেদম্ভস্তপ্তশীতমিত্যর্দ্ধশৃতং শীতঞ্চ এবং বক্ষ্যমাণযোগেহপীতি চক্রটীকা)।

এই রোগে অরুচি হইলে, অম্লদাড়িমের রসযুক্ত যূষ পান করিতে দিবে এবং খদিরকাষ্ঠ ও পিয়াসাল সাধিত অর্দ্ধশৃত শীতল ক্কাথ পান করাইবে (পশ্চাল্লিখিত শৌচগণ্ডূষাদ্যর্থ ক্কাথসমূহও এই নিয়মে প্রস্তুত করা উচিত)।

শৌচে বারি প্রযুঞ্জীত গায়ত্রীবহুবারজম্॥
বসন্ত রোগে খদিরকাষ্ঠ ও বহুবার পত্রের (চাল্‌তা পাতার) সহিত সিদ্ধ জল শৌচার্থ প্রদান করিবে।

জাতীপত্রং সমঞ্জিষ্ঠং দার্ব্বী পূগফলং শমী। ধাত্রীফলং সমধুকং ক্বথিতং মধুসংযুতম্॥ মুখরোগে কণ্ঠরোধে গণ্ডূষার্থং প্রশস্যতে। অক্ষ্ণোঃ সেকং প্রশংসন্তি গবেধুমধুকাম্বুনা॥

(গবেধুকা গুলঞ্চ, অনয়োঃ কল্কং কর্পটে বদ্ধা প্রপীড্যাক্ষিসেকঃ কার্য্যঃ। ইতি চক্রটীকা)।

জাতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দারুহরিদ্রা, সুপারি, শমীছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু, এই সমুদায় দ্রব্যের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া তাহা মুখ ও কণ্ঠরোধে গণ্ডূষার্থ প্রয়োগ করিবে। গুলঞ্চ (কেহ বলেন গোরক্ষচাকুলে বা দেধান) ও যষ্টিমধুর কল্ক পোট্টলীবদ্ধ ও নিষ্পীড়ন করিয়া সেই রস দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়ে সেচন করিবে।

মধুকং ত্রিফলা মূর্ব্বা দার্ব্বীত্বঙ্নীলমুৎপলম্। উশীরলোধ্রমঞ্জিষ্ঠাঃ প্রলেপাশ্চ্যোতনে হিতাঃ। নশ্যন্ত্যনেন দৃগ্‌জাতা মসূর্য্যো ন ভবন্তি হি॥

যষ্টিমধু, ত্রিফলা, মূর্ব্বা, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, নীলোৎপল, বেণার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ অথবা ইহাদের অদ্ধসিদ্ধ জল দ্বারা পরিষেক করিলে চক্ষুঃস্থ মসূরিকা বিনষ্ট হয়।

পঞ্চবল্কলচূর্ণেন ক্লেদিনীমবচূর্ণয়েৎ। ভস্মনা কেচিদিচ্ছন্তি কেচিদ্ গোময়রেণুনা॥

(ক্লেদিনীং ক্লেদযুক্তাং মসূরীম্। ভস্মনেতি শুষ্কগোময়ভস্মনা। গোময়রেণুনেতি বস্ত্রছানিতেন। ইতি চক্রটীকা)।

মসূরিকায় অধিক পূয নির্গত হইলে পঞ্চবল্কলের (বট যজ্ঞডুমুর অশ্বত্থ পাকুড় ও বেত) ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইয়া দিবে। বিলঘুঁটেভস্ম অথবা গোময়চূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া ঐ ক্ষতস্থানের উপর ছড়াইয়া দিবে।

ক্রিমিপাতভয়াচ্চাহপি ধূপয়েৎ সরলাদিভিঃ। বেদনাদাহশান্ত্যর্থং স্রুতানাঞ্চ বিশুদ্ধয়ে। সগুগ্‌গুলুং বরাক্কাথং যুঞ্জ্যাদ্বা খদিরাষ্টকম্॥

(সরলাদিভিরিত্যত্র সরলাগুরুগুগ্‌গুলুপ্রভৃতিভিঃ, সগুগ গুল্মমত্যভয়ত্রাপি সম্বধ্যতে। ইতি চক্রটীকা)।

বসন্তে ক্রিমি না হয়, এই জন্য সরলকাষ্ঠ, ধূনা, দেবদারু, চন্দন, অগুরু ও গুগ্‌গুলু প্রভৃতির ধূম প্রদান করিবে। ত্রিফলার ক্বাথে অথবা খদিরাষ্টক পাচনে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পূযাদি নির্গত হইয়া বেদনা ও দাহ নিবারিত হয়।

কৃষ্ণাভয়ারজো লিহ্যান্মধুনা কণ্ঠশুদ্ধয়ে।

কণ্ঠশুদ্ধির নিমিত্ত মধুর সহিত পিপুল ও হরীতকীচূর্ণ অবলেহ করিবে।

অথাষ্টাঙ্গাবলেহো বা কবড়শ্চার্দ্রকাদিভিঃ। পঞ্চতিক্তং প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জনভোজনৈঃ॥

মসূরিকা রোগে অষ্টাঙ্গাবলেহ সেবন কিংবা আদা প্রভৃতির কবল ধারণ অথবা পান অভ্যঞ্জন ও ভোজনার্থ কুষ্ঠোক্ত পঞ্চতিক্ত ঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

কুর্য্যাদ্‌ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জ্জয়েচ্চিরম্। বিষঘ্নৈঃ সিদ্ধমন্ত্রৈশ্চ প্রমৃজ্যাৎ তু পুনঃপুনঃ॥ তথা শোণিতসংসৃষ্টাঃ কাশ্চিৎ শোণিতমোক্ষণৈঃ॥

মসূরিকায় ব্রণোক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য এবং অধিককাল তৈল বর্জ্জনীয়। পুনঃপুনঃ বিষঘ্ন সিদ্ধ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক রোগিকে মার্জ্জন এবং শোণিতসংসৃষ্ট মসূরিকায় রক্তমোক্ষণ করিবে।

নিশাদ্বয়োশীরশিরীষমুস্তকৈঃ সলোধ্রভদ্রশ্রিয়নাগকেশরৈঃ। সস্বেদবিস্ফোটবিসর্পকুষ্ঠদৌর্গন্ধ্যরোমাঞ্চিহরঃ প্রদেহঃ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, শিরীষপুষ্প, মুতা, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্বেদ, বিস্ফোটক, বিসর্প, কুষ্ঠ, দৌর্গন্ধ্য ও ঘাম নিবারিত হয়।

বিম্বাতিমুক্তকাশোক-প্লক্ষবেতসপল্লবৈঃ। নিশি পর্য্যুষিতঃ ক্বাথো মসূরীভয়নাশনঃ॥
(যোগোঽয়মনাগতমসূরীনিবারণার্থং চৈত্রে মাসি পেয়ঃ ইতি চক্রটীকা।)

তেলাকুচা, মাধবীলতা, অশোক, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের পাতার ক্বাথ পর্য্যুষিত করিয়া পান করিলে বসন্তরোগ আর আক্রমণ করিতে পারে না। ভাবী বসন্তনিবারণার্থ চৈত্রমাসে এই ক্বাথ পান করিতে হয়।

চৈত্রসিতভূতদিনে রক্তপতাকান্বিতা স্নুহী ভবনে। ধবলিতকলসে ন্যস্তা পাপরুজং দূরতো ধত্তে॥

চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীতে শুভ্রবর্ণ কলসোপরি লোহিত পতাকাযুক্ত সিজবৃক্ষের শাখা স্থাপন করিলে, সে বাটীতে বসন্তরোগ উপস্থিত হয় না।

নারীণাং বামপার্শ্বস্থং নরাণামপসব্যগম্। পাপরোগভয়ং দূরাচ্ছিবাস্থি বিনিবারয়েৎ॥
(শিবাস্থীত্যত্র হরীতকীবীজমিতি নীলকণ্ঠঃ। শৃগালাস্থীতি কেচিৎ।)

স্ত্রীলোকের বাম পার্শ্বে এবং পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে হরীতকীর বীজ (কাহারও মতে শৃগালাস্থি) ধারণ করিলে বসন্ত হয় না।

জ্বরে জাতে স্পৃশেন্নাম্বু তিষ্ঠেন্নির্ব্বাতবেশ্মনি। প্রক্ষয়েদ্ বিজয়াচূর্ণৈর্গাত্রং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ॥

জ্বর উপস্থিত হইলে জল পরিত্যাগ, নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, গাত্রে সিদ্ধিপত্রচূর্ণ মর্দ্দন এবং বস্ত্র দ্বারা গাত্র বন্ধন করা উচিত।

রুদ্রাক্ষং মরিচৈর্যুক্তং পীতং পর্য্যুষিতাম্ভসা। ত্র্যহাৎ পাপরুজং হন্তি দৃষ্টং বারসহস্রশঃ॥

রুদ্রাক্ষচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ একত্র বাসি জলের সহিত সেবন করিলে ৩ দিবসে বসন্তরোগ প্রশমিত হয়।

দুষ্টব্রণাসু তাস্বেব জলৌকাভির্হরেদসৃক্। ব্রণশোথহরং যোগমাচরেৎ তৎপ্রশান্তয়ে॥
দুষ্ট বসন্তে জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ ও ব্রণশোথ-নাশক চিকিৎসা করিবে।

উষণাদিচূর্ণম্

ঊষণং পিপ্পলীমূলং কুষ্ঠং বারণপিপ্পলীম্। মুস্তকং মধুকং মূর্ব্বাং ভার্গীং মোচরসং শুভাম্॥ যবজাতিবিযাবাসা গোক্ষুরং বৃহতীদ্বয়ম্। সম্পূর্ণা সমভাগানি মাষমানেন যোজয়েৎ॥ ঊষণাদ্যমিদং চূর্ণং বিস্ফোটং লোহিতজ্বরম্। রোমান্তিকাং জ্বরং জীর্ণং হন্যাচ্চাপি মসূরিকাম্॥

মরিচ, পিপুলমূল, কুড়, গজপিপ্পলী, মুতা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা, বামুনহাটী, মোচরস, বংশলোচন, যবক্ষার, আতইচ, বাসকছাল, গোক্ষুর, বৃহতী ও কণ্টকারী, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ১ মাষা মাত্রায় জলের সহিত সেব্য। ইহাতে বিস্ফোটক, লোহিত জ্বর, হাম ও মসূরিকা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

সর্ব্বতোভদ্ররসঃ

সিন্দূরমভ্রং রজতঞ্চ হেম সমেন ভাগেন মনঃশিলাঞ্চ। দ্বিশস্তু বাংশী নিখিলেন তুল্যাং সংমর্দ্দয়েদ্ গুগ্গুলুকং প্রযত্নাৎ॥ ততস্তু মাষপ্রমিতাং বিধায় বটীং প্রযুঞ্জীত যথানুপানম্। যং সর্ব্বতোভদ্ররসো ন হন্তি ন সোঽস্তি রোগঃ খলু দেহিদেহে॥

সিন্দূর, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মনছাল প্রত্যেক সমভাগ, বংশলোচন ২ ভাগ, সকলের সমান গুগ্গুলু ; এই সমুদয় জল সহ উত্তমরূপে মাড়িয়া উপযুক্ত অনুপানের সহিত ১ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে মসূরিকা প্রভৃতি সকল প্রকার রোগ নিবারিত হয়।

দুর্লভো রসঃ

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য মূর্চ্ছিতস্য মৃতস্য চ। দ্বিবলা পিপ্পলী ধাত্রী রুদ্রাক্ষঘৃতমমাক্ষিকৈঃ॥ মর্দ্দনং কারয়েৎ খল্লে গুঞ্জমানং বটীং চরেৎ। পাপরোগান্তকো যোগঃ পৃথিব্যামেব দুর্লভঃ॥

(দ্বিবলেতি শ্বেতপীতভেদাদ্ বলাদ্বয়ং গ্রাহ্যম্।)

শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, পিপুল, আমলকী, রুদ্রাক্ষ, ঘৃত ও মধু, এই সকল দ্রব্যের সহিত রসসিন্দূর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে মসূরিকা বিনষ্ট হয়। পৃথিবীতে এরূপ ঔষধ দুর্লভ বলিয়া ইহার নাম দুর্লভ রস হইয়াছে।

ইন্দুকলাবটিকা

শিলাজত্বয়সী হেম সংমর্দ্দ্যার্জ্জকবারিণা। গুঞ্জামাত্রা বটীঃ কৃত্বা কুর্য্যাচ্ছায়াবিশোষিতাঃ॥ মসূরিকায়াং বিস্ফোটে জ্বরে লোহিতসংজ্ঞকে। একৈকাং দাপয়েদাসাং সর্ব্বব্রণগদেষু চ॥

শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বাবুই-তুলসীর রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করত ছায়াতে শুষ্ক করিবে। ইহাতে মসূরিকা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

এলাদ্যরিষ্টঃ

পঞ্চাশৎপলমেলায়া বাসায়াঃ পলবিংশতিম্। মঞ্জিষ্ঠাং কুটজং দন্তীং গুডূচীং রজনীদ্বয়ম্॥ রাস্নামুশীরং মধুকং শিরীষং খদিরার্জ্জুনৌ। ভূনিম্বনিম্বকট্বীংশ্চ কুষ্ঠং মধুরিকাং তথা॥ গৃহীত্বা দিক্পলোন্মিত্যা জলদ্রোণাষ্টকে পচেৎ। দ্রোণশেষে কষায়ে চ পূতে শীতে বিনিক্ষিপেৎ॥ ধাতক্যাঃ ষোড়শপলং মাক্ষিকস্য তুলাত্রয়ম্। চাতুর্জ্জাতং ত্রিকটুকং চন্দনং রক্তচন্দনম্॥ মাংসীং মুরাং মুস্তকঞ্চ শৈলেয়ং শারিবাদ্বয়ম্। পলপ্রমাণতশ্চাত্র ক্ষিপ্ত্বা মাসং নিধাপয়েৎ॥ এলাদ্যরিষ্টো হন্ত্যেষ বিসর্পাংশ্চ মসূরিকাম্।

রোমান্তিকাং শীতপিত্তং বিস্ফোটং বিষমজ্বরম্॥ নাড়ীব্রণং ব্রণং দুষ্টং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
ভগন্দরোপদংশৌ চ প্রমেহপিড়কাস্তথা॥

এলাইচ ৫০ পল, বাসকছাল ২০ পল, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়্চিছাল, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, বেণার মূল, যষ্টিমধু, শিরীষছাল, খদিরকাষ্ঠ, অর্জ্জুনছাল, চিরতা, নিমছাল, চিতার মূল, কুড় ও মৌরি প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ৬৪ সের। ক্বাথ শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, মধু ৩৭।।০ সের, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, মুরামাংসী, মুতা, শৈলজ, অনন্তমূল ও শ্যামালতা প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবৃতমুখ পাত্রে এক মাস রাখিবে। পরে কল্কগুলি ছাঁকিয়া ফেলিবে। ইহাতে রোমান্তিকা, শীতপিত্ত, বিস্ফোট, মসূরিকা, ভগন্দর, উপদংশ ও প্রমেহপিড়কা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

শীতলা-চিকিৎসা

ঘণ্টাকর্ণং শিবং গৌরীং বিষ্ণুং বিপ্রঞ্চ পূজয়েৎ। আচরেজ্জপহোমাদীন্ ব্রতং রোগহরং তথা॥

ঘণ্টাকর্ণ (ঘেঁটুদেবতা), শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের পূজা এবং জপ হোমাদির অনুষ্ঠান ও শীতলা-রোগঘ্ন ব্রত আচরণ করিবে।

অগদানি বিষঘ্নানি রত্নানি বিবিধানি চ। ধারয়েদ্ বাচয়েচ্চাপি বৈনতেয়স্য সংহিতাম্॥

এই রোগে বিষঘ্ন ঔষধ ও বিবিধ রত্ন ধারণ এবং গরুড়-সংহিতা পাঠ করিবে।

বিষঘ্নৈঃ সিদ্ধমন্ত্রৈশ্চ প্রযুঞ্জ্যাৎ তু পুনঃপুনঃ। ভক্ত্যা পঠেৎ পাঠয়েচ্চ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্॥

পুনঃপুনঃ বিষঘ্ন সিদ্ধ মন্ত্র প্রয়োগ এবং ভক্তিপূর্ব্বক শীতলা দেবীর স্তোত্র পঠন ও পাঠন করিবে।

শীতলাসু ক্রিয়া কার্য্যাঃ শীতলা রক্ষয়া সহ। বধ্নীয়ান্নিম্বপত্রাণি পরিতো ভবনান্তরে॥

শীতলারোগ উপস্থিত হইলে শীতলার কবচধারণাদি রক্ষাকার্য্য করিবে এবং গৃহের চতুর্দ্দিকে নিমপাতা বন্ধন করিবে।

পক্কেঽবধূলনং কুর্য্যাদ্ বনগোময়ভস্মনা। সৎপত্রনিম্বশাখাভিমক্ষিকামপসারয়েৎ॥

শীতলা পাকিলে তাহাতে বনঘুঁটের ভস্মচূর্ণ প্রয়োগ করিবে এবং নিমের ডাল ও পদ্মের নূতন পত্র দ্বারা মক্ষিকা নিবারণ করিবে।

জলঞ্চ শীতলং দদ্যাজ্জ্বরেঽপি নতু তৎ পচেৎ। স্থাপয়েৎ তু স্থলে পূতে রম্যে রহসি শীতলে।
নাশুচিঃ সংস্পৃশেৎ তন্তু ন চ তস্যান্তিকং ব্রজেৎ॥

ইহাতে জ্বর হইলেও শীতল জল দিবে। কদাচ উষ্ণ জল দিবে না। শীতল, মনোরম এবং নির্জ্জন মনঃশুদ্ধিকর স্থলে রোগিকে রাখিবে। অশুচি হইয়া রোগির নিকটে গমন বা তাহাকে স্পর্শ করিবে না।

বহবো ভিষজো নাত্র ভেষজং যোজয়ন্তি হি। কেচিৎ প্রযোজয়ন্ত্যেব মতং তেষামথ ব্রুবে॥

অনেক চিকিৎসকই এই রোগে ঔষধ প্রয়াগ করেন না। অপরে যেরূপ ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহা বলা যাইতেছে।

যে শীতলেন সলিলেন বিপিষ্য সমাঙ্ নিম্বাক্ষবীজসহিতাং রজনীং পিবন্তি। তেষাং ভবন্তি ন কদাচিদপীহ দেহে স্ফোটাস্তু বা জগতি শীতলিকাবিকারাঃ॥

যে সকল ব্যক্তি নিম্ব, বহেড়ার বীজ এবং হরিদ্রা শীতল জলে পেষণ করিয়া পান করে, তাহাদের শীতলারোগ কখন হয় না।

মোচারসেন সহিতং সিতচন্দনেন বাসারসেন মধুকং মধুকেন চাথ। আদৌ পিবন্তি সুমন স্বরসেন মিশ্রং তে নাপ্নুবন্তি ভুবি শীতলিকাবিকারম্॥

মোচার রস দ্বারা শ্বেতচন্দন অথবা বাসক, মধু ও জাতিপত্রের রসে যষ্টিমধু পেষণ করিয়া প্রথমে (জ্বর আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে) পান করিলে আর শীতলা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয় না।

কদাচিদপি নো কার্য্যমুচ্ছিষ্টস্য প্রবেশনম্। স্ফোটেষ্বপি সদাহেষু রক্ষারেণূৎকরো হিতঃ। তেন তে শোষমায়ান্তি প্রপাকং ন ভজন্তি চ॥

(রক্ষারেণূৎকরঃ শুষ্কগোময়ভস্মচূর্ণপ্রক্ষেপঃ।)

শীতলারোগির গৃহে কখনও উচ্ছিষ্টাদি লইয়া যাইবে না। স্ফোটকে দাহ হইলে তাহাতে শুষ্ক গোময়-ভস্মচূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে উহা শুষ্ক হইয়া যাইবে এবং কখনও পাকিবে না।

চন্দনং বাসকো মুস্তং গুড়ূচী দ্রাক্ষয়া সহ। এষাং শীতকষায়স্তু শীতলাজ্বরনাশনঃ॥

চন্দন, বাসক, মুতা, গুলঞ্চ ও দ্রাক্ষা, ইহাদের শীতকষায় পান করিলে শীতলা-জ্বর নিবারিত হয়।

জপহোমোপহারৈশ্চ দানস্বস্ত্যয়নার্চ্চনৈঃ। বিপ্রগোশম্ভুগৌরীণাং পূজনেন্দ্রাঃ শমং নয়েৎ॥

জপ, হোম, উপহার, দান, স্বস্ত্যয়ন, পূজা এবং ব্রাহ্মণ, গো, শিব ও দুর্গার পূজা দ্বারা শীতলা প্রশমিত হয়।

স্তোত্রঞ্চ শীতলাদেব্যাঃ পঠেৎ তু শীতলান্তিকে। ব্রাহ্মণঃ শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তেন শাম্যন্তি শীতলাঃ।

ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া রোগির নিকট শীতলাস্তোত্র পাঠ করিলে শীতলারোগ নিবারিত হয়।

শীতলাস্তোত্রম্

স্কন্দ উবাচ। ভগবন্ দেব দেবেশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্। বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥ **ঈশ্বর উবাচ।** বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্। যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥ শীতলে শীতলে চেতি যো ব্রূয়াদ্দাহপীড়িতঃ। বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণস্যতি॥ যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ। বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং কুলে তস্য ন জায়তে॥ শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ। প্রনষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবিতৌষধম্॥ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্। মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥ অস্য শ্রীশ্রীশীতলাস্তোত্রস্য মহাদেব-ঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ শীতলাদেবতা শীতলোপদ্রবশান্ত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ। শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্তরান্। বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥ গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্। ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলা যান্তি তে ক্ষয়ম্॥ ন মন্ত্রং নৌষধং কিঞ্চিৎ পাপরোগস্য বিদ্যতে। ত্বমেকা শীতলে ধাত্রি নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥ মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্। যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে॥ অষ্টকং শীতলাদেব্যা যঃ পঠেন্মানবঃ সদা। বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং কুলে তস্য ন জায়তে॥ শ্রোতব্যং পঠিতব্যঞ্চ নরৈর্ভক্তিসমন্বিতৈঃ। উপসর্গবিনাশায় পরং স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥ শীতলাষ্টকমেতদ্ধি ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ। কিন্তু তস্মৈ প্রদাতব্যং ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ॥ ইতি কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকং স্তোত্রম্।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

মসূরিকারোগে পথ্যানি

পূর্ব্বং লঙ্ঘনবান্তিরেচনশিরাবেধাঃ শশাঙ্কোজ্জ্বলাজীর্ণাঃ ষষ্টিকশালয়োঽপি চণকা মুদ্গা মসূরা যবাঃ। সর্ব্বেঽপি প্রতুদাঃ কপোতচটকা দাত্যূহক্রৌঞ্চাদয়ো জীবঞ্জীবশুকাদয়োঽপি কুলকং কাঠিল্লমাষাঢ়কম্॥ কর্কোটং কদলঞ্চ শিগ্রু রুচকং দ্রাক্ষাফলং দাড়িমং মেধ্যং বৃংহণমন্নপানমখিলং কোলানি মাষো রসঃ। অক্ষ্ণোঃ সেকবিধৌ গবেধুমধুকোদ্ভূতং সুশীতোদকং শম্বুকোদরকোষনীরমপি বা কর্পূরচূর্ণানি বা॥ পক্কে মুদ্গরসোঽপি জাঙ্গলরসঃ শালিঞ্চশাকং ঘৃতং নির্গুণ্ডীদলযক্ষধূপবিহিতো ধূপো মুদুর্যুক্তিতঃ। শশ্বদ্গোময়ভস্ম গুগ্গুলুমথো শুষ্কে শিলাপিষ্টয়োরালেপঃ পিচুমর্দ্দপত্রনিশয়োঃ শেষে ব্রণোক্তাঃ ক্রিয়াঃ॥ ইত্থং সর্ব্বদশাবিভাগবিহিতং পথ্যং যথাদোষতঃ সংযুক্তং মুদমাতনোতি নিতরাং নৃণাং মসূরীগদে॥

মসূরীরোগে প্রথমতঃ উপবাস, বমন, বিরেচন, শিরাবেধ, চন্দ্রের কিরণ (জ্যোৎস্না), পুরাতন ষষ্টিক ও শালিধান্য, ছোলা, মুগ, মসুর, যব, পায়রা, চটক (চড়াই), ডাক, বক, চকোর এবং শুক প্রভৃতি সমস্ত প্রতুদ্গণের মাংস, পটোল, করলা, পলাশফল, কাঁক্রোল, কাঁচাকলা, শজিনা, ছোলঙ্গ, কিস্মিস্, দাড়িম, পবিত্র অথচ পুষ্টিকর অন্নপানীয়, কোল, মাষকলায়ের যূষ পথ্য দিবে। গবেধু (তৃণধান্যবিশেষ—দেধান) ও যষ্টিমধু সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে সেই জল দ্বারা ও শামুকের কোষাভ্যন্তরস্থ জল দ্বারা চক্ষুতে পরিষেচন করিবে অথবা কর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিবে। মসূরী পক্ক হইলে মুগের যূষ, জাঙ্গল মাংসের রস, হেলেঞ্চাশাক, ঘৃত, নিসিন্দাপাতা, যুক্তি অনুসারে ধূপানুষ্ঠিত ধূপপ্রয়োগ, শরীরে সর্ব্বদা গোময়ভস্ম ঘর্ষণ, গুগ্গুল; মসূরী শুষ্ক হইলে নিম্বপত্র এবং কাঁচা হরিদ্রা শিলাতে পেষণ করিয়া শরীরে লেপন করিবে, অবশেষে ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে। এই প্রকার দোষভেদে অবস্থার বিভাগ অনুসারে যথাবিহিত পথ্য প্রয়োগ করিলে, মসূরীরোগী স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন।

মসূরিকারোগেঽপথ্যানি

রতিং স্বেদং শ্রমং তৈলং গুর্ব্বন্নং ক্রোধমাতপম্। দুষ্টাম্বু দুষ্টপবনং বিরুদ্ধান্যশনানি চ॥ নিষ্পাবমালুকং শাকং লবণং বিষমাশনম্। কট্বম্লং বেগরোধঞ্চ মসূরীগদবাংস্ত্যজেৎ॥

মৈথুন, স্বেদক্রিয়া, পরিশ্রম, তৈল, গুরুদ্রব্য, ক্রোধ, রৌদ্র, দূষিতজল, দূষিতবায়ু, বিরুদ্ধভোজন, শিম, আলু, শাক, লবণ, বিষম ভোজন, কটুদ্রব্য, অম্লদ্রব্য এবং মলমূত্রাদির বেগধারণ, এই সমস্ত মসূরীরোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মসূরিকারোগাধিকারঃ।

ক্ষুদ্ররোগাধিকার

অজগল্লিকা

স্নিগ্ধাঃ সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদ্গসন্নিভাঃ। কফবাতোত্থিতা জ্ঞেয়া বালানামজগল্লিকাঃ॥

মুগকলায়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, চিক্কণ, গাত্রসমবর্ণ, গ্রন্থিল ও অবেদন যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে অজগল্লিকা কহে। ইহা কফবাতোত্থিত। এই রোগ প্রায় বালকদিগেরই হইয়া থাকে।

তত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকাভিরুপাচরেৎ। শুক্তিসৌরাষ্ট্রিকক্ষার-কল্কৈশ্চালেপয়েন্মুহুঃ॥

অজগল্লিকা রোগের অপক্কাবস্থায় জোঁক বসাইয়া দিয়া রক্তমোক্ষণ করা এবং ঝিনুকচূর্ণ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও যবক্ষার দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য।

নবীনকণ্টকার্য্যাশ্চ কণ্টকৈর্বেধমাত্রতঃ। কিমাশ্চর্য্যং বিপচ্যাশু প্রশাম্যত্যজগল্লিকা॥

তরুণ কণ্টকারী গাছের কাঁটা দিয়া অজগল্লিকা বিঁধিয়া দিলে উহা পাকিয়া সত্বর প্রশমিত হয়।

বৃষমূলবিশালাভ্যাং লেপো হন্ত্যজগল্লিকাম্॥

বাসকমূল ও রাখালশশার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা বিনষ্ট হয়।

কঠিনাং ক্ষারযোগৈশ্চ দ্রাবয়েদজগল্লিকাম্। শ্যামালাঙ্গলিকামূর্ব্বা-কল্কৈরপি প্রলেপয়েৎ॥

অজগল্লিকা অতি কঠিন হইলে ক্ষারযোগে তাহাকে বিদীর্ণ করিবে এবং শ্যামালতা, ঈশলাঙ্গলা ও মূর্ব্বার কল্ক দ্বারা প্রলেপও দিবে।

যবপ্রখ্যা

যবাকারা সুকঠিনা গ্রথিতা মাংসসংশ্রিতা। পিড়কা কফবাতাভ্যাং যবপ্রখ্যেতি সোচ্যতে॥

যবাকৃতি অর্থাৎ যবের ন্যায় মধ্য-স্থূল এবং কঠিন গ্রন্থিল মাংসাশ্রিত যে পিড়কা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম যবপ্রখ্যা। ইহা কফবাতজ ব্যাধি।

অন্ত্রালজী

ঘনামবক্ত্রাং পিড়কামুন্নতাং পরিমণ্ডলাম্। অন্ত্রালজীমল্পপূযাং তাং বিদ্যাৎ কফবাতজাম্॥

ঘন অবক্র উন্নত মণ্ডলাকার ও অল্পপূযযুক্ত যে পিড়কা উদ্ভুত হয়, তাহাকে অন্ত্রালজী কহে। ইহাও বাতশ্লেষ্মজ।

অন্ত্রালজীযবপ্রখ্যৌ পূর্ব্বং স্বেদৈরুপাচরেৎ। মনঃশিলাদেবদারু-কুষ্ঠকল্কৈঃ প্রলেপয়েৎ। পক্বাং ব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ॥

অন্ত্রালজী ও যবপ্রখ্যা রোগে প্রথমে স্বেদ দিয়া পরে মনছাল, দেবদারু ও কুড়, ইহাদের প্রলেপ দিবে। পাকিলে ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

বিবৃতা

বিবৃতাস্যাং মহাদাহাং পক্বোডুম্বরসন্নিভাম্। বিবৃতামিতি তাং বিদ্যাৎ পিত্তোত্থাং পরিমণ্ডলাম্॥

পক্ব উড়ুম্বরফলসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট, অত্যন্ত দাহান্বিত, মণ্ডলাকার ও বিবৃতমুখ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বিবৃতা কহে। ইহা পিত্তজ ব্যাধি।

ইন্দ্রবিদ্ধা

পদ্মকর্ণিকবন্মধ্যে পিড়কাভিঃ সমাচিতাম্। ইন্দ্রবিদ্ধান্তু তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তোত্থিতাং ভিষক্॥

পদ্মবীজকোষের মধ্যভাগে বীজসমূহ যেরূপ মণ্ডলাকারে সংস্থিত, ত্বকের উপর সেইরূপভাবে পিড়কাসকল উৎপন্ন হইলে তাহাকে ইন্দ্রবিদ্ধা কহে। ইহা বাতপৈত্তিক রোগ।

গর্দ্দভিকা

মণ্ডলং বৃত্তমুৎসন্নং সরক্তং পিড়কাচিতম্। রুজাকরীং গর্দ্দভিকাং তাং বিদ্যাদ্বাতপিত্তজাম্॥

মণ্ডলাকারে উৎপন্ন এবং গোল গোল উঁচু উঁচু রক্তবর্ণ বেদনাযুক্ত পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত ব্যাধিকে গর্দ্দভিকা কহে। ইহা বাতপিত্তজ।

জালগর্দ্দভঃ

বিসর্পবৎ সর্পতি যঃ শোথস্তনুরপাকবান্। দাহজ্বরকরঃ পিত্তাৎ স জ্ঞেয়ো জালগর্দ্দভঃ॥

যে শোথ তনু (পাতলা) ও পাকরহিত (কাহার কাহার মতে ঈষৎপাকযুক্ত), বিসর্পের ন্যায় পরিসর্পণশীল এবং যাহাতে দাহ ও জ্বর বিদ্যমান থাকে, তাহাকে জালগর্দ্দভ কহে। জালগর্দ্দভ অগ্নিবাত নামে খ্যাত। ইহা পিত্তজনিত।

ইরিবেল্লিকা

পিড়কামুত্তমাঙ্গস্থাং বৃত্তামুগ্ররুজাজ্বরাম্। সর্ব্বাত্মিকাং সর্ব্বলিঙ্গাং জানীয়াদিরিবেল্লিকাম্॥

উগ্রবেদনা ও জ্বরদায়ক গোলাকার যে পিড়কা মস্তকে জন্মে, তাহাকে ইরিবেল্লিকা কহে। ইহা ত্রিদোষজ ও ত্রিদোষলক্ষণাক্রান্ত।

কক্ষা

বাহুপার্শ্বাংসকক্ষেষু কৃষ্ণস্ফোটাং সবেদনাম্। পিত্তপ্রকোপসম্ভূতাং কক্ষামিত্যভিনির্দ্দিশেৎ॥

বাহু, পার্শ্ব, স্কন্ধ ও কক্ষদেশে বেদনাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ যে স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে কক্ষা কহে। ইহা পিত্তপ্রকোপজ।

গন্ধমালা

একামেতাদৃশীং দৃষ্ট্বা পিড়কাং স্ফোটসন্নিভাম্। ত্বগ্‌গতাং পিত্তকোপেন গন্ধমালাং* প্রচক্ষতে॥
কক্ষোক্ত স্ফোটসদৃশ ত্বগ্‌গত এক একটি পিড়কাকে গন্ধমালা বা গন্ধনাম্নী কহে। ইহাও পিত্তপ্রকোপজ ব্যাধি।

কক্ষাঞ্চ গন্ধমালাঞ্চ চিকিৎসতি চিকিৎসকঃ। পৈত্তিকস্য বিসর্পস্য ক্রিয়য়া পূর্ব্বমুক্তয়া॥
পৈত্তিক বিসর্পের ন্যায় কক্ষা ও গন্ধমালা রোগের চিকিৎসা করিবে।

অনুশয়ী

গম্ভীরামল্পসংরম্ভাং সবর্ণামুপরিস্থিতাম্। পাদস্যানুশয়ীং তাস্তু বিদ্যানদন্তঃপ্রপাকিণীম্॥
পায়ের উপর অল্প শোথযুক্ত, ত্বক্‌সমবর্ণ, অন্তঃপাকবিশিষ্ট, সুতরাং গম্ভীর যে ব্যাধি জন্মে, তাহাকে অনুশয়ী কহে।

শ্লেষ্মবিদ্রধিকল্পেন জয়েদনুশয়ীং ভিষক্। বিবৃতামিন্দ্রবিদ্ধাঞ্চ গর্দ্দভীং জালগর্দ্দভম্॥ ইরিবেল্লিং গন্ধমালাং জয়েৎ পিত্তবিসর্পবৎ। মধুরৌষধসিদ্ধেন সর্পিষা শময়েদ্ ব্রণন্॥
অনুশয়ীরোগে কফজবিদ্রধির ন্যায় এবং বিবৃতা, ইন্দ্রবিদ্ধা, গর্দ্দভী, জালগর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগে পিত্তবিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। মধুর ঔষধের সহিত সিদ্ধ ঘৃত দ্বারা ইহাদের ক্ষত শুষ্ক করিবে।

নীলীপটোলমূলাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্। জালগর্দ্দভরোগে তু সদ্যোহন্তি চ বেদনাম্।
নীলগাছ ও পটোলমূল বাটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে জালগর্দ্দভ রোগের বেদনা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়।

পৈত্তিকস্য বিসর্পস্য যা চিকিৎসা প্রকীর্ত্তিতা। তয়ৈব ভিষগেতাঞ্চ চিকিৎসেদিরিবেল্লিকাম্॥
পৈত্তিক বিসর্পের যে চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, ইরিবেল্লিকারও সেই চিকিৎসা করিবে।

পাষাণগর্দ্দভঃ

বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতঃ শ্বয়থুর্হনুসন্ধিজঃ স্থিরো মন্দরুজঃ স্নিগ্ধো জ্ঞেয়ঃ পাষাণগর্দ্দভঃ॥
হনুসন্ধিতে কঠিন, অল্পবেদনাযুক্ত ও চিক্কণ যে শোথ জন্মে, তাহাকে পাষাণগর্দ্দভ কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ।

কচ্ছপিকা

গ্রথিতাঃ পঞ্চ বা ষড় বা দারুণাঃ কচ্ছপোপমাঃ। কফানিলাভ্যাং পিড়কা জ্ঞেয়া কচ্ছপিকা বুধৈঃ॥
কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও অতি কঠিন এবং পাঁচটি বা ছয়টি একত্র গ্রথিত, এইরূপ যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে কচ্ছপিকা কহে। ইহাও বাতশ্লেষ্মজ।

অন্ত্রালজীং কচ্ছপিকাং তথা পাষাণগর্দ্দভম্। সুরদারুশিলাকুষ্ঠৈঃ স্বেদয়িত্বা প্রলেপয়েৎ॥ কফমারুত-শোথঘ্নো লেপঃ পাষাণগর্দ্দভে। পক্কং ব্রণবিধানেন যথোক্তেন প্রসাধয়েৎ॥
অন্ত্রালজী, কচ্ছপিকা এবং পাষাণগর্দ্দভ রোগে স্বেদ প্রদান করিয়া, দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড়ের প্রলেপ দিবে। পাষাণগর্দ্দভে বাতশ্লৈষ্মিক-শোথঘ্ন প্রলেপ প্রশস্ত। পাকিলে ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে।

* গন্ধনাম্নীমিতি পাঠান্তরম্।

বল্মীকঃ

গ্রীবাংসকক্ষাকরপাদদেশে সন্ধৌ গলে বা ত্রিভিরেব দোষৈঃ। গ্রন্থি স বল্মীকবদক্রিয়াণাং জাতঃ ক্রমেণৈব গতঃ প্রবৃদ্ধিম্॥ মুখৈরনেকৈঃ স্রুতিতোদবদ্ভির্বিসর্পবৎ সর্পতি চোন্নতাগ্রৈঃ। বল্মীকমাহুর্ভিষজো বিকারং নিষ্প্রত্যনীকং চিরজং বিশেষাৎ॥

গ্রীবা, স্কন্ধ, কক্ষ, হস্ত, পদ, সন্ধিস্থল ও গলদেশে বল্মীকবৎ বহুশিখরবিশিষ্ট যে পিড়কা জন্মে, তাহাকে বল্মীক কহে। ইহা ত্রিদোষজ ব্যাধি। এই ব্যাধি অচিকিৎসিত হইলে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্রাব ও সূচীবেধবদ্ বেদনাবিশিষ্ট উন্নতাগ্র ও বহুমুখ হইয়া বিসর্প রোগের ন্যায় বিসর্পিত হয়। ইহা পুরাতন হইলে অসাধ্য হইয়া উঠে।

শস্ত্রেণোৎকৃত্য বল্মীকং ক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ। মনঃশিলালভল্লাত-সূক্ষ্মৈলাগুরুচন্দনৈঃ॥ জাতীপল্লব-কল্কৈশ্চ নিম্বতৈলং বিপাচয়েৎ। বল্মীকং নাশয়েৎ তদ্ধি বহুচ্ছিদ্রং বহুদ্রবম্॥

শস্ত্র দ্বারা বল্মীক উৎপাটিত করিয়া তাহাতে ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে। এবং মনঃশিলা, হরিতাল, ভেলা, ছোটএলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতীপত্র ইহাদের কল্কের সহিত নিমের তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ক্ষতে মাখাইবে। ইহাতে বহুচ্ছিদ্র ও বহুস্রাববিশিষ্ট বল্মীক প্রশমিত হইবে।

বল্মীকস্তু ভবেদ্ যস্য নাতিবৃদ্ধো না মর্ম্মজঃ। তত্র সংশোধনং কৃত্বা শোণিতং মোক্ষয়েদ্ ভিষক্॥

বল্মীক যদি অতিপ্রবৃদ্ধ ও মর্ম্মস্থানসম্ভূত না হয়, তাহা হইলে প্রথমে শোধনক্রিয়া করিয়া পরে রক্তমোক্ষণ করিবে।

সশোথং ব্রণগন্ধঞ্চ সুবৃদ্ধং মর্ম্মসু স্থিতম্। হস্তপাদস্থিতঞ্চাপি বল্মীকং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

শোথযুক্ত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, অতিপ্রবৃদ্ধ এবং মর্ম্মস্থানে কিংবা হস্তে বা পদে উৎপন্ন বল্মীক অপ্রতিকার্য্য।

পনসিকা

কর্ণস্যাভ্যন্তরে জাতাং পিড়কামুগ্রবেদনাম্। স্থিরাং পনসিকাং তাস্তু বিদ্যাদন্তঃপ্রপাকিনীম্॥

কর্ণের অভ্যন্তরে উগ্রবেদনাযুক্ত ও স্থির যে পিড়কা উদ্ভূত হয়, তাহাকে পনসিকা কহে। ইহা অন্তর্ভাগে পাকে।

ভিষক্ পনসিকাং পূর্ব্বং স্বেদয়েদথ লেপয়েৎ। কল্কৈর্মনঃশিলাকুষ্ঠ-নিশাতালকদারুভিঃ। পক্বাং বিজ্ঞায় তাং ভিত্ত্বা ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ ॥

প্রথমে পনসিকায় স্বেদ দিয়া পরে মনছাল, কুড়, হরিদ্রা, হরিতাল ও দেবদারু ইহাদের কল্কে প্রলেপ দিবে। যখন পাকিবে, তখন কাটিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অগ্নিরোহিণী

কক্ষভাগেষু যে স্ফোটা জায়ন্তে মাংসদারণাঃ। অন্তর্দ্দাহজ্বরকরা দীপ্তপাবকসন্নিভাঃ॥ সপ্তাহাদ্বা দশাহাদ্বা পক্ষাদ্বা ঘ্নন্তি মানবম্। তামগ্নিরোহিণীং বিদ্যাদসাধ্যাং সর্ব্বদোষজাম্ ॥

(সপ্তাহাদিতি বাতপিত্তকফাপেক্ষয়া বোদ্ধব্যম্, ঘ্নন্তি অনুপক্রান্তাঃ, উপক্রান্তাস্তু সাধ্যা এব চরকেণাগ্নিরোহিণী-চিকিৎসায়ামুক্তত্বাৎ। ইতি ভাবমিশ্রঃ।)

কক্ষভাগে মাংসবিদারক, অন্তর্দ্দাহজনক, জ্বরকর ও প্রদীপ্ত অঙ্গারসদৃশ যে সকল স্ফোট জন্মে, তাহাদিগকে অগ্নিরোহিণী কহে। ইহা ত্রিদোষজ ও অসাধ্য। এই রোগে বাতাধিক্যে ৭ দিন, পিত্তাধিক্যে ১০ দিন এবং কফাধিক্যে ১৫ দিনের মধ্যে রোগির মৃত্যু হইয়া থাকে (চরকাদির মতে সুচিকিৎসায় এই রোগ সাধ্য হইয়া থাকে)।

পিত্তবীসর্পবিধিনা সাধয়েদাগ্নিরোহিণীম্। রোহিণ্যাং লঙ্ঘনং কুর্য্যাদ্রক্তমোক্ষণরুক্ষণম্। শরীরস্য চ সংশুদ্ধিং তাস্তু বৃদ্ধাং পরিত্যজেৎ॥
পৈত্তিক বিসর্পের ন্যায় অগ্নিরোহিণীর চিকিৎসা করিবে। ইহাতে লঙ্ঘন, রক্তমোক্ষণ, রুক্ষক্রিয়া এবং বমন বিরেচনাদি দ্বারা শরীরের শোধন কর্ত্তব্য। ইহা প্রবৃদ্ধ হইলে পরিত্যাগ করিবে।

চিপ্পং কুনখঞ্চ

নখমাংসমধিষ্ঠায় বায়ুঃ পিত্তঞ্চ দেহিনাম্। কুর্ব্বাতে দাহপাকৌ চ তং ব্যাধিং চিপ্পমাদিশেৎ॥ তদেবাল্পতরৈর্দোষৈঃ পরুষং কুনখং বদেৎ ॥
বায়ু ও পিত্ত, নখের মাংসকে দূষিত করিয়া দাহ ও পাক বিশিষ্ট যে রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে চিপ্প কহে। এই চিপ্প রোগই যদি অল্পদোষসম্ভূত ও খরস্পর্শ হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুনখ কহে।

চিপ্পমুষ্ণাম্বুনা স্বিন্নমুদ্ধৃত্যাভ্যজ্য তং ব্রণম্। দত্ত্বা সর্জ্জরসং চূর্ণং বদ্ধা ব্রণবদাচরেৎ॥
চিপ্পরোগে উষ্ণজল দ্বারা স্বেদ দিয়া ঐ স্থান ছেদন ও তৈলাদি লেপন করিয়া ধূনাচূর্ণ লাগাইবে এবং বাঁধিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রে কৃষ্ণায়সেঽভয়াম্। ঘৃষ্ট্বা তজ্জেন কল্কেন লিম্পেচ্চিপ্পং মুহুর্ম্মুহুঃ॥
কৃষ্ণলৌহ-পাত্রে হরিদ্রার রস নিঙড়াইয়া তাহাতে হরীতকী ঘর্ষণ করিবে এবং তদ্দ্বারা চিপ্পস্থানে বারংবার প্রলেপ দিবে।

চিপ্পে সটঙ্কণাস্ফোত-মূললেপো নখপ্রদঃ॥
চিপ্পরোগে সোহাগা ও হাপরমালীমূল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে নখ উৎপন্ন হয়।

কাশ্মর্য্যা সপ্তভিঃ পত্রৈঃ কোমলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ। অঙ্গুলীবেষ্টকঃ পুংসো ধ্রুবমাশু বিনশ্যতি॥
গাম্ভারীবৃক্ষের ৭টি কোমল-পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে অঙ্গুলীবেষ্টক রোগ প্রশমিত হয়।

বিদারিকা

বিদারীকন্দবদ্‌বৃত্তা কক্ষবঙ্ক্ষণসন্ধিষু। বিদারিকেতি তাং বিদ্যাৎ সর্ব্বজাং সর্ব্বলক্ষণাম্॥
কক্ষ ও বঙ্ক্ষণ-সন্ধিতে ভূমিকুষ্মাণ্ডকন্দের ন্যায় গোলাকার যে শোথ জন্মে, তাহাকে বিদারিকা কহে। ইহা ত্রিদোষজ ও ত্রিদোষ-লক্ষণাক্রান্ত।

রক্তাবসেকৈর্বহুভিঃ স্বেদনৈরপতর্পণৈঃ। জয়েদ্ বিদারিকাং লেপৈঃ শিগ্রুদেবদ্রুমোদ্ভবৈঃ॥ পনসিকাং কচ্ছপিকামনেন বিধিনা ভিষক্। সাধয়েৎ কঠিনানন্যান্ শোথান্ দোষসমুদ্ভবান্ ॥
পুনঃপুনঃ রক্তমোক্ষণ, স্বেদপ্রদান, শোষণক্রিয়া এবং সজিনামূলের ছাল ও দেবদারুর প্রলেপ প্রদান, এই সমস্ত ক্রিয়ার দ্বারা বিদারিকার নাশ করিবে। পনসিকা, কচ্ছপিকা এবং বাতাদি দোষসম্ভূত অন্যান্য কঠিন শোথেও এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিবে।

শর্করার্ব্বুদঃ

প্রাপ্য মাংসশিরাস্নায়ুঃ শ্লেষ্মা মেদস্তথানিলঃ। গ্রন্থিং করোত্যসৌ ভিন্নো মধুসর্পির্বসানিভম্॥ স্রবত্যাস্রাবমনিলস্তত্র বৃদ্ধিং গত পুনঃ। মাংসং সংশোষ্য গ্রথিতাং শর্করাং জনয়েৎ ততঃ ॥ দুর্গন্ধি ক্লিন্নমত্যর্থং নানাবর্ণং ততঃ শিরাঃ। স্রবন্তি রক্তং সহসা তং বিদ্যাচ্ছর্করার্ব্বুদম্ ॥

বায়ু ও কফ, মাংস, শিরা, স্নায়ু ও মেদকে দূষিত করিয়া গ্রন্থি উৎপাদন করে। এই গ্রন্থি বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে মধু, ঘৃত ও বসাসদৃশ স্রাব নির্গত হয় এবং ধাতুক্ষয়হেতু পূর্ব্বদুষ্ট

বায়ু অধিকতর কুপিত হইয়া মাংস সংশোষণপূর্ব্বক শর্করাতুল্য কঠিন গ্রন্থি জন্মাইয়া থাকে (এই গ্রন্থি অর্ব্বুদের ন্যায় হয় বলিয়া ইহাকে শর্করার্ব্বুদ কহে)। এই অর্ব্বুদস্থ শিরাসমূহ হইতে দুর্গন্ধি, পচা ও নানাবর্ণ নিঃস্রাব নিঃসৃত হয়, কখন বা সহসা রক্ত নির্গত হইতে থাকে।

মেদোঽর্ব্বুদবিধানেন সাধয়েচ্ছর্করার্ব্বুদম্ ॥

মেদোজনিত অর্ব্বুদের ন্যায় শর্করার্ব্বুদের চিকিৎসা করিবে।

পাদদারী

পরিক্রমণশীলস্য বায়ুরত্যর্থরুক্ষয়োঃ। পাদয়োঃ কুরুতে দারীং পাদদারীং তামাদিশেৎ*॥

যে সকল ব্যক্তি পদব্রজে অধিক ভ্রমণ করে, তাহাদের পদদ্বয় রুক্ষ হইয়া বায়ু কর্ত্তৃক বিদারিত হয়, অর্থাৎ ফাটে। ইহাকেই পাদদারী কহে।

পাদদারীষু তু শিরাং বেধয়েৎ তলশোধনীম্। স্নেহস্বেদোপপন্নৌ চ পাদৌ চালেপয়েন্মুহুঃ ॥ মধূচ্ছিষ্টবসামজ্জ-ঘৃতক্ষারৈর্বিমিশ্রিতৈঃ। সর্জ্জাখ্যসিন্ধূদ্ভবয়োশ্চূর্ণং মধুঘৃতাপ্লুতম্। নির্ম্মথ্য কটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্রমার্জ্জনম্ ॥

(তলশোধনীমিতি পাদতলগামিনীম্। স্নেহস্বেদোপপন্নাবিত্যনন্তরং কৃত্বেতি শেষঃ। অন্যে তু শিরাব্যধাঙ্গীভূতস্নেহস্বেদৌ কৃত্বা শিরাং ব্যধয়েদিত্যাহুঃ। ইতি চক্রটীকা।)

পাদদারী রোগে পদতলগামিনী শিরা বিদ্ধ করিয়া স্নেহস্বেদ প্রদান করিবে (কাহারও মতে অগ্রে স্নেহস্বেদ দিয়া পশ্চাৎ শিরা বিদ্ধ করিবে) এবং মোম্, বসা, মজ্জা, ঘৃত ও যবক্ষার দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। ধূনা ও সৈন্ধবলবণচূর্ণ, মধু এবং ঘৃতে আপ্লুত (মথিত) ও কটুতৈলাক্ত করিয়া পাদমার্জ্জন করিবে।

গুড়লবণঘৃতং চৈব তিন্তিড়ীযুক্তমেতদ্ দ্বিগুণমিহ বিদধ্যান্মূত্রমেকত্র কৃত্বা। দিনকতিচিদথেদং কিঞ্চিদাশোষ্য লেপাৎ স্ফুটিতপদতলং স্যাৎ পদ্মপত্রাভমাশু ॥

গুড়, সৈন্ধব, ঘৃত ও তেঁতুল প্রত্যেকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া সমষ্টির দ্বিগুণ গোমূত্রে বাঁটিয়া কিঞ্চিৎ শুষ্ক করত বিদীর্ণস্থানে প্রলেপ দিবে। কিছুদিন এইরূপ করিলেই পাদদারী প্রশমিত হয়।

মধুসিক্থগৈরিকঘৃতগুড়মহিষাক্ষশালনির্য্যাসৈঃ। গৈরিকসহিতৈর্লেপঃ পাদস্ফুটনাপহঃ সিদ্ধঃ॥

(প্রথমং গৈরিকং শিলাজতু।)

মোম্, শিলাজতু, ঘৃত, গুড়, গুগ্‌গুলু, ধূনা ও গিরিমাটী, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পাদদারী বিনষ্ট হয়।

উপোদিকাক্ষারতৈলম্

উপোদিকাসর্ষপনিম্বমোচ-কর্কারুকৈর্ব্বারুকভস্মতোয়ে। তৈলং বিপক্কং লবণাংশযুক্তং তৎ পাদদারীং বিনিহন্তি লেপাৎ॥ (লেপাদিত্যতিঘনত্বাৎ।)

পুঁইডাঁটা, সর্ষপ, নিমছাল, মোচা, কুম্‌ড়াডাঁটা ও কাঁকুড়ডাঁটা, এই সমস্ত ভস্ম করিয়া ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে। সেই ক্ষারজলে (তৈলের চতুর্গুণ) ও সৈন্ধবলবণের কল্কে (তৈলের চতুর্থাংশ) তৈল পাক করিয়া, তদ্দ্বারা লেপন করিলে পাদদারী প্রশমিত হয়।

উন্মত্তকস্য বীজেন মাণকক্ষারবারিণা। বিপক্কং কটুতৈলন্তু হন্যাদ্দারীং ন সংশয়ঃ॥

মাণের ক্ষারজলে এবং ধুতুরাবীজের কল্কে সর্ষপতৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ম্রক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই পাদদারী প্রশমিত হয়।

---

* পাদদারীং তামাদিশেদিত্যত্র সরুজাং তলসংশ্রিতামিতি ভাবমিশ্রধৃতঃ পাঠঃ।

কদরম্

শর্করোন্মথিতে পাদে ক্ষতে বা কণ্টকাদিভিঃ। গ্রন্থিঃ কোলবদুৎসন্নো জায়তে কদরং হি তৎ॥
কাঁকর বা কণ্টকাদি দ্বারা পদতল ক্ষত বা আহত হইলে কুলের আঁটির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, ইহাকে কদর (কুলআঁটি) কহে।

দহেৎ কদরমুদ্ধৃত্য তৈলেন দহনেন বা॥
কদর (পায়ে কুল আঁটি) শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া তপ্ততৈল বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে।

অলসকঃ

ক্লিন্নাঙ্গুল্যন্তরৌ পাদৌ কণ্ডূদাহরুজান্বিতৌ। দুষ্টকর্দ্দমসংস্পর্শাদলসং তং বিভাবয়েৎ॥
দুষ্ট কর্দ্দম সংস্পর্শে পাদাঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যদেশ ক্লিন্ন এবং কণ্ডূ, দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট হইলে তাহাকে অলস (পাঁকুই) কহে।

অলসেঽম্লৈশ্চিরং সিক্তৌ চরণৌ পরিলেপয়েৎ। পটোলারিষ্টকাসীস-ত্রিফলাভির্মুহুর্মুহুঃ॥
অলসক রোগে কাঁজিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পা ভিজাইয়া রাখিবে, তৎপরে পল্‌তা, নিমছাল, হীরাকস ও ত্রিফলা বাটিয়া তদ্দ্বারা মুহুর্মুহুঃ প্রলেপ দিবে।

করঞ্জবীজং রজনী কাসীসং মধুকং মধু। রোচনা হরিতালঞ্চ লেপোঽয়মলসে হিতঃ॥
করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হীরাকস্, যষ্টিমধু, মধু, গোরোচনা ও হরিতাল, ইহাদের প্রলেপ অলসক রোগে হিতকর।

লাক্ষাভয়ারসালেপঃ কার্য্যং রক্তস্য মোক্ষণম্। জাতীপত্রঞ্চ সংমর্দ্দ্য দদ্যাদলসকে ভিষক্॥ (রসো গন্ধরসঃ। ইতি চক্রটীকা।)
লাক্ষা, হরীতকী ও গন্ধবোল, ইহাদের প্রলেপ অথবা জাতীপত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ কিংবা রক্তমোক্ষণ, অলসক (পাঁকুই) রোগে ব্যবস্থা করিবে।

বৃহতীরসসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যজ্য বুদ্ধিমান্। শিলারোচনকাসীস-চূর্ণৈর্বা প্রতিসারয়েৎ॥
(বৃহতী কণ্টকারী, তস্যাঃ স্বরসঃ, তৈলঞ্চ সার্ষপমিতি সুশ্রুতসংবাদাৎ। প্রদিতসারয়েদ্ ঘর্ষয়েৎ। ইতি চক্রটীকা।)
কণ্টকারীর রসে সর্ষপ তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল অলসে মাখাইয়া মনছাল, গোরোচনা ও হীরাকসচূর্ণ দ্বারা তাহা ঘর্ষণ করিবে।

ইন্দ্রলুপ্তম্

রোমকূপানুগং পিত্তং বাতেন সহ মূর্চ্ছিতম্। প্রচ্যবয়তি রোমাণি ততঃ শ্লেষ্মা সশোণিতঃ॥ রুণদ্ধি রোমকূপাংস্তু ততোঽন্যেষামসম্ভবঃ। তদিন্দ্রলুপ্তং খালিত্যং রুহ্যেতি চা বিভাব্যতে ॥
কুপিত বায়ু ও পিত্ত, রোমকূপস্থ হইয়া তত্রত্য কেশসকলকে উঠাইয়া দেয় এবং দুষ্ট শ্লেষ্মা ও রক্ত ঐ রোমকূপসকলকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তজ্জন্যই আর ঐ স্থানে অন্য কেশ উঠে না। ইহাকেই ইন্দ্রলুপ্ত, খালিত্য বা রুহ্যা কহে। চলিত ভাষায় ইহার নাম টাক্।

ইন্দ্রলুপ্তে শিরাং বিদ্ধা শিলাকসীসতুত্থকৈঃ। লেপয়েৎ পরিতঃ কল্কৈস্তৈলঞ্চাভ্যঞ্জনে হিতম্।
কুটন্নটশিখীজাতী-করঞ্জকরবীরজৈঃ॥
(শিখীতি দীর্ঘপাঠশ্ছান্দসত্বাৎ সমর্থনীয়ঃ)।

টাক্‌রোগে তৎস্থানের শিরা বিদ্ধ করিয়া মনছাল, হীরাকস্‌ ও তুঁতিয়া, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করত প্রলেপ দিবে এবং কৈর্ব্বত্তমুতা, চিতামূল, জাতীপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ ও করবীরমূল, এই সমুদায় কল্কের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মস্তকে মাখিবে।

অবগাঢ়পদৈশ্চৈব প্রচ্ছয়িত্বা পুনঃপুনঃ। গুঞ্জাফলৈশ্চিরং লিম্পেৎ কেশভূমিং সমন্ততঃ॥
সূচী প্রভৃতি দ্বারা টাকস্থান ক্ষতবিক্ষত করিয়া, তাহাতে পেষিত গুঞ্জাফল দ্বারা পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিবে।

হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা মুখ্যাঞ্চৈব রসাঞ্জনম্‌। লোমান্যনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেষ্বপি॥
পুটদগ্ধ হস্তিদন্তভস্ম ও অকৃত্রিম-রসাঞ্জন একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে করতলেও রোম উৎপন্ন হয়।

হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা তৈলেন সহ যোজয়েৎ। হস্তেষ্বপি প্রজায়ন্তে কেশা॥
হস্তিদন্তভস্ম তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে হস্তেও কেশ উৎপন্ন হয়।

ভল্লাতকবৃহতীফলগুঞ্জামূলফলেভ্যস্ত্বেকেন। মধুসহিতেন বিলিপ্তং সুরপতিলুপ্তং শমং যাতি॥
ভেলা, বৃহতীফল, কুঁচমূল ও কুঁচফল, ইহাদের কোন একটি মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাক্‌ প্রশমিত হয়।

বৃহতীফলরসপিষ্টং গুঞ্জামূলফলংপেন্দ্রলুপ্তস্য। কনকফলনিঘৃষ্টস্য সতো দাতব্যং প্রচ্ছিতস্য সদা॥
ইন্দ্রলুপ্তরোগে পক্ক বৃহতীফলের রসের সহিত গুঞ্জার মূল বা ফল পেষণ করিয়া টাক্‌স্থানে প্রলেপ দিবে। প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে ঐ স্থান ধুতুরাফল দিয়া ঘর্ষণ করিবে। অথবা অস্ত্র দ্বারা অল্প অল্প চিরিয়া দিবে।

ঘৃষ্টস্য কর্কশৈঃ পত্রৈরিন্দ্রলুপ্তস্য গুণ্ডনম্‌। চূর্ণৈর্ম্মরিচৈঃ কার্য্যমিন্দ্রলুপ্তবিনাশনম্‌॥
কর্কশ পত্র দ্বারা টাক্‌স্থান ঘর্ষণ করিয়া সেই স্থানে মরিচচূর্ণ ঘর্ষণ করিলে ইন্দ্রলুপ্ত নষ্ট হয়।

ছাগক্ষীররসাঞ্জনপুটদগ্ধগজেন্দ্রদন্তমসিলিপ্তাঃ। জায়ন্তে সপ্তরাত্রাৎ খল্লামপি কুঞ্চিতাশ্চিকুরাঃ॥
ছাগদুগ্ধ, রসাঞ্জন, পুটদগ্ধ গজদন্তভস্ম, এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন প্রলেপ দিলে টাক্‌স্থানে পুনর্ব্বার কেশ উৎপন্ন হয়।

মধুকেন্দীবরমূর্ব্বাতিলাজ্যগোক্ষীরভৃঙ্গপ্রলেপেন। অচিরাদ্‌ ভবন্তি কেশা ঘনদৃঢ়মূলায়তানৃজবঃ॥
যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মূর্ব্বামূল, তিল, ঘৃত, গব্যদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ, এই সমুদায় একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে, শীঘ্র ঘন, দৃঢ়মূল, আয়ত ও কুঞ্চিত কেশ উৎপন্ন হয়।

স্নুহ্যাদ্যং তৈলম্‌

স্নুহীপয়ঃ পয়োঽর্কস্য মার্কবো লাঙ্গলী বিষম্‌। মূত্রমাজং সগোমূত্রং রক্তিকা সেন্দ্রাবরুণী॥ সিদ্ধার্থং তীক্ষ্ণতৈলঞ্চ গর্ভং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ। বহ্নিনা মৃদুনা পক্বং তৈলং খালিত্যনাশনম্‌ ॥ কূর্ম্মপৃষ্ঠসমানাপি রুহ্যা যা রোমতস্করী। দিগ্ধা সানেন জায়েত ঋক্ষশারীব লোমশা ॥

কটুতৈল ৪ সের। ছাগমূত্র ৮ সের। গোমূত্র ৮ সের। কল্কার্থ—সিজের আঠা, আকন্দের আঠা, ভৃঙ্গরাজ, ঈশ্‌লাঙ্গলা, বিষ, কুঁচ, রাখালশশার মূল ও শ্বেত সর্ষপ প্রত্যেকটি ১ পল। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। এই তৈল মালিশ করিলে কচ্ছপপৃষ্ঠের ন্যায় টাক্‌স্থানেও কেশ উৎপন্ন হয়।

আদিত্যপাক-গুড়ূচীতৈলম্

বটাবরোহকেশিন্যোশ্চূর্ণৈনাদিত্যপাচিতম্। গুড়ূচীস্বরসে তৈলমভ্যঙ্গাৎ কেশরোপণম্॥
তৈল ও তৎপরিমিত গুলঞ্চের রসে বটের ঝুরি এবং জটামাংসীচূর্ণ (তৈলের চতুর্থাংশ) মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যপক্ক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে কেশোদ্ভব হয়।

যষ্টিমধ্বাদ্যং তৈলম্

তৈলং সযষ্টিমধুকৈঃ ক্ষীরে ধাত্রীফলৈঃ শৃতম্। নস্যে দত্তং জনয়তি কেশান্ শ্মশ্রূণি চাপ্যথ॥
তৈল ় সের। দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ৮ তোলা, আমলকী ৮ তোলা। পাকার্থ জল ৪ সের। ইহার নস্য গ্রহণ ও মর্দ্দন করিলে কেশ ও শ্মশ্রু উৎপন্ন হয়।

মহাভৃঙ্গরাজ-তৈলম্

আনূপদেশসম্ভূতং গৃহীত্বা মার্কবং শুভম্। সুধৌতং জর্জ্জরীকৃত্য স্বরসং তস্য চাহরেৎ॥ চতুর্গুণেন তেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। ক্ষীরপিষ্টৈরেভির্দ্রব্যৈঃ সংযোজ্য মতিমান্ ভিষক্॥ মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রং চন্দনং গৈরিকং বলা। রজনৌ কেশরঞ্চৈব প্রিয়ঙ্গুর্মধুযষ্টিকা॥ প্রপৌণ্ডরীকং গোপী চ পলিকানাত্র দাপয়েৎ। সম্যক্‌পক্কং ততো জ্ঞাত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥ কেশপাতে শিরোদুষ্টে মন্যাস্তম্ভে গলগ্রহে। শিরঃকর্ণাক্ষিরোগেষু নস্যেঽভ্যঙ্গে চ যোজয়েৎ ॥ কুঞ্চিতাগ্রানতিস্নিগ্ধান্ কচান্ কুর্য্যাদ্ বহূং স্তথা। খালিত্যমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ তৈলমেতদ্ ব্যপোহতি ॥
তিলতৈল ৪ সের। আনূপদেশোৎপন্ন সুধৌত-ভৃঙ্গরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন, গিরিমাটী, বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, প্রপৌণ্ডরীক ও শ্যামালতা প্রত্যেকটি ১ পল। কল্কদ্রব্যসকল দুগ্ধে পেষিত করিয়া পাক করিবে। এই তৈল মাথায় মাখিলে কেশপতন নিবারিত হয়। মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে ইহার নস্য ও অভ্যঙ্গ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ইহা মর্দ্দনে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক্) প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয় ও কেশের সৌষ্ঠব সাধিত হইয়া থাকে।

দারুণকম্

দারুণা কণ্ডুরা রুক্ষা কেশভূমিঃ প্রপাট্যতে। কফমারুতকোপেন বিদ্যাদ্দারুণকন্তু তম্॥
দারুণক। এই রোগে কেশভূমি কঠিন কণ্ডুযুক্ত, রুক্ষ ও ফাটা-ফাটা হয়। ইহা বাতশ্লেষ্ম-প্রকোপজ ব্যাধি। চলিত ভাষায় ইহাকে রুখী বা খুস্‌কী কহে।

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্

ত্রিফলায়োরজোমাংসী-মার্কবোৎপলশারিবৈঃ। সসৈন্ধবৈঃ পচেৎ তৈলমভ্যঙ্গাদ্ রুক্ষিকাং জয়েৎ॥
(উৎপলশারিবা অনন্তমূলম্, অন্যে তু উৎপলং নীলোৎপলং শারিবা চ ইত্যাহুরিতি চক্রটীকা।)
তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ, জটামাংসী, ভৃঙ্গরাজ, অনন্তমূল (মতান্তরে নীলোৎপল ও অনন্তমূল) ও সৈন্ধবলবণ সমুদায় ১ সের। পাকের জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে রুক্ষিকা (রুখী) নিবারণ করে।

দারুণে তু শিরাং বিধ্যেৎ স্নিগ্ধাস্বিন্নাং ললাটজাম্। অবপীড়শিরোবস্তীনভ্যঙ্গাংশ্চবচারয়েৎ॥
দারুণকরোগে ললাটদেশে স্নেহ ও স্বেদ প্রদান করিয়া তত্রস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে। ইহাতে নস্য গ্রহণ, শিরোবস্তি (বক্ষ্যমাণ দ্বিহরিদ্রাদ্য তৈল দ্বারা) ও অভ্যঙ্গাদি কর্ত্তব্য।

কোদ্রবাণাং তৃণক্ষার-পানীয়ং পরিধাবনে॥
কোদধান্যের খড় দগ্ধ করিয়া জলে গুলিবে এবং সেই ক্ষার-জল দ্বারা মস্তক ধৌত করিবে।

কার্য্যো দারুণকে মূর্দ্ধ্নি প্রলেপো মধুসংযুতঃ পিয়ালবীজমধুক-কুষ্ঠমাষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ॥
দারুণক রোগে পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য একত্র বাটিবে এবং মধুর সহিত মিশাইয়া মস্তকে প্রলেপ দিবে।

আম্রবীজং তথা পথ্যা দ্বয়ং স্যান্মাত্রয়া সমম্। দুগ্ধেন পিষ্টং তল্লেপো দারুণং হন্তি দারুণম্॥
আমের আঁটি ও হরীতকী সমভাগে দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ বিনষ্ট হয়।

কাঞ্জিকস্থাস্ত্রিসপ্তাহং মাষা দারুণকাপহাঃ॥
মাষকলায় তিনসপ্তাহ কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিয়া, তাহার প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ বিনষ্ট হয়।

সহ নীলোৎপলকেশরযষ্টিমধুকতিলৈঃ সদৃশমামলকম্। চিরজ্ঞাতমপি চ শীর্ষে দারুণরোগং শমং নয়তি॥
নীলোৎপলের কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আমলকী, মস্তকে ইহাদের প্রলেপ দিলে দীর্ঘ কালোৎপন্ন দারুণক রোগ প্রশমিত হয়।

চিত্রকতৈলম্

চিত্রকং দন্তীমূলঞ্চ কোষাতকীসমন্বিতম্। কল্কং পিষ্টা পচেৎ তৈলং কেশশত্রুবিনাশনম্॥ কেশশত্রুঃ রুক্‌খী। বৃন্দঃ।
চিতামূল, দন্তীমূল ও ঘোষালতা, এই সমুদায় কল্কদ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া মস্তকে মর্দ্দন করিলে রুখী বা খুস্‌কী নষ্ট হয়।

গুঞ্জাতৈলম্

গুঞ্জাফলৈঃ পচেৎ তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেন তু। কণ্ডূদারুণজিৎ কুষ্ঠ-কপালব্যাধিনাশনম্॥
তিলতৈল ৪ সের। ভীমরাজরস ১৬ সের। কল্ক—কুঁচফল ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে কণ্ডূ, দারুণক ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পভৃঙ্গরাজতৈলম্

ভৃঙ্গরাজত্রিফলোৎপলশারি-লৌহপুরীষসমন্বিতকারি। তৈলমিদং পচ দারুণহারি কুঞ্চিত-কেশঘনস্থিরকারি॥
(সমন্বিতকারঃ সহকারঃ সমন্বিতশব্দস্য সহার্থত্বাৎ, অস্য চ ফলমধ্যং গ্রাহ্যং কেশ্যত্বাৎ কৃষ্ণীকরণ-ত্বাচ্চেতি শিবদাসঃ।)
তিলতৈল ৪ সের, ভীমরাজরস ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, নীলোৎপল, অনন্তমূল, মণ্ডূর ও আমের কোশী মিলিত ১ সের (মতান্তরে—তৈল ৪ সের ; কল্কার্থ—ভীমরাজ, ত্রিফলা, অনন্তমূল ও মণ্ডূর, এই সমুদায় ১ সের। পাকের জল ১৬ সের)। এই তৈল মাথায় মাখিলে দারুণক রোগ নষ্ট হইয়া কেশের সৌষ্ঠব সম্পাদিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং তৈলম্

প্রপৌণ্ডরীকমধুক-পিপ্পলীচন্দনোৎপলৈঃ। কার্ষিকৈস্তৈলকুড়বস্তৈর্দ্বিরামলকীরসঃ। সাধ্যঃ স প্রতিমর্ষঃ স্যাৎ সর্বশীর্ষগদাপহঃ॥
(দ্বিগুণেনামলকীরসেন পাক ইতি চক্রটীকা।)
তিলতৈল ।।০ সের, আমলকীর রস ১ সের। কল্কার্থ—প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল প্রত্যেকটি ২ তোলা। এই তৈলের নস্যে সকলপ্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়।

মালত্যাদ্যং তৈলম্

মালতীকরবীরাগ্নি-নক্তমালবিপাচিতম্। তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমিন্দ্রলুপ্তাপহং পরম্। ইদং হি ত্বরিতং হন্তি দারুণং দারুণং নৃণাম্॥

তিলতৈল (কেহ বলেন—কটুতৈল) ১ সের। কল্কার্থ—মালতীপত্র, করবীমূল, চিতামূল ও ডহরকরঞ্জবীজ প্রত্যেকটি ৪ তোলা, পাকের জল (মতান্তরে—গোমূত্র) ৪ সের। এই তৈল মাখিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক্) ও দারুণক রোগ দূরীভূত হয়।

ধাত্র্যাম্রমজ্জলেপাৎ স্যাৎ স্থিরতা স্নিগ্ধকেশতা॥

আমলকী ও কচি আমের আঁটির মজ্জা বাটিয়া প্রলেপ দিলে কেশসকল স্থির ও স্নিগ্ধ হয়।

অরুংষিকা

অরুংষি বহুবক্ত্রাণি বহুক্লেদীনি মূর্দ্ধ্নিতু। কফাসৃক্‌ক্রিমিকোপেন নৃণাং বিদ্যাদরুংষিকাম্॥

যে রোগে মস্তকে বহুমুখ ও বহুক্লেদবিশিষ্ট ব্রণসমূহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অরুংষিকা কহে। ইহা কফ রক্ত ও ক্রিমি কোপ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অরুংষিকায়াং রুধিরেঽবসিক্তে শিরাব্যধেনাথ জলৌকসা বা। নিম্বাম্বুসিক্তে শিরসি প্রলেপো দেয়োঽশ্ববর্চ্চোরসসৈন্ধবাভ্যাম্॥

অরুংষিকা অর্থাৎ শিরোব্রণ রোগে প্রথমে শিরাবেধ দ্বারা অথবা জোঁক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে অর্দ্ধাবশিষ্ট নিম্বক্বাথ দ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া ঘোটকের বিষ্ঠার রস এবং সৈন্ধব-লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। (এই রোগে প্রথমে মস্তক মুণ্ডন করা উচিত।)

পুরাণমথ পিণ্যাকং পুরীষং কুক্কুটস্য বা। মূত্রপিষ্টঃ প্রলেপোঽয়ং শীঘ্রং হন্যাদরুংষিকাম্॥

পুরাতন তিলের খৈল, অথবা কুক্কুটের বিষ্ঠা, গোমূত্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র অরুংষিকা নিবারিত হয়।

অরুংষিঘ্নং ভৃষ্টকুষ্ঠ-চূর্ণং তৈলেন সংযুতম্॥

কাঠখোলায় কুড় ভাজিয়া ভস্ম করিবে। পরে ঐ ভস্ম কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্রণস্থানে প্রলেপ দিবে। ইহাতে অরুংষিকা বিনষ্ট হয়।

নীলোৎপলস্য কিঞ্জল্কো ধাত্রীফলসমন্বিতঃ। যষ্টীমধুকযুক্তশ্চ লেপাদ্ধন্যাদরুংষিকাম্॥

নীলোৎপল-কেশর, আমলকী ও যষ্টিমধু, ইহাদের প্রলেপ দিলে অরুংষিকা বিনষ্ট হয়।

দ্বিহরিদ্রাদ্যং তৈলম্

হরিদ্রাদ্বয়ভূনিম্ব-ত্রিফলারিষ্টচন্দনৈঃ। এতৎ তৈলমরুংষীণাং সিদ্ধমভ্যঞ্জনে হিতম্॥

কটুতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, ত্রিফলা, নিমছাল ও রক্তচন্দন প্রত্যেকটি ১ পল। জল ১৬ সের। এই তৈল মস্তকে লেপন করিলে অরুংষিকা রোগ উপশমিত হয়।

পলিতম্

ক্রোধশোকশ্রমকৃতঃ শরীরোষ্মা শিরোগতঃ। পিত্তঞ্চ কেশান্ পচতি পলিতং তেন জায়তে॥

ক্রোধ, শোক ও শ্রমজনিত দেহোষ্মা এবং পিত্ত, শিরোগত হইয়া কেশসকলকে অকালে পক্ক করে, ইহাকেই পলিত বা চুলপাকা কহে। (এই নিদান অকালপলিতের পক্ষেই জানিবে, কারণ বৃদ্ধাবস্থার পালিত্য বয়সের ধর্ম্মেই হইয়া থাকে।)

কেশরঞ্জকঃ

ত্রিফলা-নীলিনী-পত্রং লৌহভৃঙ্গরজঃ সমম্। অবিমূত্রেণ সংযুক্তং কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥
ত্রিফলা, নীলবৃক্ষের পত্র, লৌহ ও ভীমরাজচূর্ণ এই সমুদায় সমান ভাগ। ইহাদিগকে মেষমূত্রে ভাবনা দিয়া কেশে মাখাইলে কেশসকল উত্তম কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ত্রিফলাচূর্ণসংযুক্তং লৌহচূর্ণ বিনিক্ষিপেৎ। ঈষৎপক্বে নারিকেলে ভৃঙ্গরজোরসান্বিতে॥ মাসমেকন্তু নিক্ষিপ্য সম্যগ্ গর্ত্তাৎ সমুদ্ধরেৎ। ততঃ শিরো মুণ্ডয়িত্বা লেপং দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ॥ সংবেষ্ট্য কদলীপত্রৈর্মোচয়েৎ সপ্তমে দিনে। ক্ষালয়েৎ ত্রিফলাক্বাথৈঃ ক্ষীরমাংসরসাশিনঃ। কপালরঞ্জনঞ্চৈতৎ কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্॥
ঈষৎপক্ক একটি নারিকেলের মধ্যে ভীমরাজের রস, লৌহ ও ত্রিফলাচূর্ণ নিহিত করিয়া গর্ত্তের মধ্যে এক মাস পুঁতিয়া রাখিবে। ইহাতে ঐ নারিকেল পচিয়া যাইবে। পরে মস্তক মুণ্ডন করিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিয়া কদলীপত্রে বেষ্টন করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে। ৭ দিবসের পর ঐ প্রলেপ তুলিয়া ত্রিফলার ক্বাথে মস্তক ধৌত করিবে। উক্ত ৭ দিবস দুগ্ধ ও মাংসের যূষ পথ্য। ইহাতে শুক্লকেশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

উৎপলং পয়সা সার্দ্ধং মাসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ। কেশানাং কৃষ্ণীকরণং স্নেহনঞ্চ বিধীয়তে॥
নীলোৎপল পুষ্প, দুগ্ধের সহিত লৌহপাত্রে রাখিয়া একমাস গর্ত্তে নিহিত করিয়া রাখিবে। ইহা কেশে মাখিলে কেশসকল স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ভৃঙ্গপুষ্পং জবাপুষ্পং মেষদুগ্ধপ্রপেষিতম্॥ তেনৈবালোড়িতং লৌহ-পাত্রস্থং ভূম্যধঃকৃতম্॥ সপ্তাহাদুদ্ধৃতং পশ্চাদ্ ভৃঙ্গরাজরসেন তু। আলোড্যাভ্যজ্য চ শিরো বেষ্টয়িত্বা বসেন্নিশাম্॥ প্রাতস্তু ক্ষালনং কার্য্যমেবং স্যান্মূর্দ্ধরঞ্জনম্॥ এবং সিন্দূরবালাম্র-শঙ্খভৃঙ্গরসৈঃ ক্রিয়া॥
(বেষ্টয়িত্বা ইতি কদলীপত্রেণেতি শেষঃ। শিরঃপ্রক্ষালনঞ্চ ত্রিফলাক্বাথেনেতি বদন্তি বালাম্রং বালাম্রবীজমিতি চক্রটীকা।)
ভীমরাজপুষ্প ও জবাপুষ্প মেষীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারাই আলোড়ন করিয়া লৌহভাণ্ডে পুরিয়া ৭ দিবস গর্ত্তের মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। ৭ দিবসের পর গর্ত্ত হইতে তুলিয়া ভীমরাজের রসের সহিত আলোড়ন করিয়া মস্তকে লেপন করিবে এবং কদলীপত্র দ্বারা মস্তক বাঁধিয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে ত্রিফলার ক্বাথে মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে। ইহাতে কেশ রঞ্জিত হয়। এইরূপ মেটে সিন্দূর, কচি আমের কোশী, শঙ্খনাভি ও ভীমরাজের রস, এই সমুদায় দ্বারা মস্তক লিপ্ত করিলেও পূর্ব্বোক্ত ফল হয়।

নরদগ্ধশঙ্খচূর্ণং কাঞ্জিকরসসংযুতং হি সীসকং ঘৃষ্ট্বা। লেপাৎ কচানর্কদলাবনদ্ধান্ শুভ্রান্ করোতি নীলতরান্॥
রামকর্পূরতৃণভস্ম, শঙ্খচূর্ণ ও সীসা এই সমুদায় কাঁজির সহিত পেষণ ও কেশে লেপন করিয়া আকন্দপত্র দ্বারা কেশ বন্ধন করিয়া রাখিলে শুভ্রকেশ নীলবর্ণ হয়।

লৌহমলামলককল্কৈঃ সজবাকুসুমৈর্নরঃ সদা স্নায়ী। পলিতানীহ ন পশ্যতি গঙ্গাস্নায়ীব নরকাণি॥
প্রত্যহ স্নানকালে লৌহমল, আমলকী ও জবাপুষ্প একত্র পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশ পক্ক হয় না।

নিম্বস্য বীজানি হি ভাবিতানি ভৃঙ্গস্য তোয়েন তথাসনস্য। তৈলন্তু তেষাং বিনিহন্তি নস্যাদ্ দুগ্ধান্নভোক্তুঃ পলিতং সমূলম্॥

ভীমরাজ ও অসন (পিয়াশাল) বৃক্ষের প্রত্যেকের রসে নিমের বীজ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া তাহা হইতে তৈল নিষ্পীড়ন করিয়া লইবে। দুগ্ধান্নভোজী হইয়া এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের পক্কতা নিবারণ হয়।

নিম্বস্য তৈলং প্রকৃতিস্থমেব নস্তো নিষিক্তং বিধিনা যথাবৎ। মাসেন গোক্ষীরভুজো নরস্য জরাগ্রভূতং পলিতং নিহন্তি॥

(জরাগ্রভূতং জরাগমনসূচকম্।)

একমাস গব্যদুগ্ধপায়ী হইয়া ভৃঙ্গরাজ রসাদির ভাবনারহিত নিমের তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে জরাগমনসূচক শুক্লবর্ণ কেশও পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ক্ষীরাৎ সমার্কবরসাদ্ দ্বিপ্রস্থে মধুকাৎ পলে। তৈলস্য কুড়বং পক্কং তন্নস্যং পলিতাপহম্॥

(ক্ষীরভৃঙ্গরাজরসয়োর্মিলিত্বা প্রস্থদ্বয়ং, নির্দ্দেশস্য মানপ্রধানত্বাদিতি চক্রটীকা।)

তিলতৈল।।০ সের, দুগ্ধ ২ সের, ভীমরাজের রস ২ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ৮ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের পক্কতা নিবারণ হয়।

চন্দনাদ্যং তৈলম্

চন্দনং মধুকং মূর্ব্বা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্। কান্তা বটাবরোহশ্চ গুড়ূচী বিসমেব চ॥ লৌহচূর্ণং তথা কেশী শারিবে দ্বে তথৈব চ। মার্কবস্বরসেনৈব তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥ শিরস্যপচিতাঃ কেশা জায়ন্তে ঘনকুঞ্চিতাঃ। স্নিগ্ধাশ্চ দৃঢ়মূলাশ্চ তথা ভ্রমরসন্নিভাঃ। নস্যেনাকালপলিতং নিহন্যাৎ তৈলমুত্তমম্॥

তিলতৈল ৪ সের, ভৃঙ্গরাজরস ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ব্বার মূল, ত্রিফলা, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, বটের ঝুরি, গুলঞ্চ, মৃণাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, শ্যামালতা ও অনন্তমূল মিলিত ১ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া এই তৈল মস্তকে লাগাইলে কেশ সকল ঘন, কুঞ্চিত, দৃঢ়মূল, স্নিগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ ও বৃদ্ধিশীল হয়। ইহার নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্কতা নিবারণ হইয়া থাকে।

মহানীলতৈলম্

আদিত্যবল্ল্যা মূলানি কৃষ্ণশৈরীয়কস্য চ। সুরসস্য চ পত্রাণি ফলং কৃষ্ণশণস্য চ॥ মার্কবঃ কাকমাচী চ মধুকং দেবদারু চ। পৃথগ্দশপলাংশানি পিপ্পল্যস্ত্রিফলাঞ্জনম্॥ প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রং কৃষ্ণাগুরূৎপলম্। আম্রাস্থি কর্দ্দমঃ কৃষ্ণো মৃণালী রক্তচন্দনম্॥ নীলী ভল্লাতকাস্থীনি কাসীসং মদয়ন্তিকা। সোমরাজ্যসনং শস্ত্রং কৃষ্ণৌ পিণ্ডীতচিত্রকৌ॥ পুষ্পাণ্যর্জ্জুনকাশ্মর্য্যোরাম্রজম্বূফলানি চ। পৃথক্ পঞ্চপলৈর্ভাগৈঃ সুপিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ॥ বৈভীতকস্য তৈলস্য ধাত্রীরসচতুর্গুণম্। কুর্য্যাদাদিত্যপাকং বা যাবচ্ছুষ্কো ভবেদ্রসঃ॥ লৌহপাত্রে ততঃ পূতং সংশুদ্ধমুপযোজয়েৎ। পানে নস্তক্রিয়ায়াঞ্চ শিরোঽভ্যঙ্গে তথৈব চ॥ এতচ্চক্ষুষ্যমায়ুষ্যং শিরসঃ সর্ব্বরোগনুৎ। মহানীলমিতি খ্যাতং পলিতঘ্নমনুত্তমম্॥

বহেড়া ফলের তৈল ১৬ সের। আমলকীর রস ৬৪ সের। কল্কার্থ—হুড়্হুড়ে মূল, নীলঝাঁটির মূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশণের ফল, ভীমরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু ও দেবদারু প্রত্যেকটি ১০ পল, পিপুল, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, প্রপৌণ্ডরীক, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, আম্রকোশী, পদ্মমূলস্থ-কর্দ্দম, মৃণাল, রক্তচন্দন, নীলগাছ, ভেলার মুটী, হীরাকস, মল্লিকাপুষ্প, সোমরাজী, অসনছাল, লৌহচূর্ণ, কৃষ্ণপুষ্প, মদনছাল ও চিতামূল, অর্জ্জুনপুষ্প, গাম্ভারীপুষ্প, আম্রফল ও জামফল প্রত্যেকটি ৫ পল। যথাবিধানে পাক করিবে। অথবা সমুদায় রস শোষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যপক্ক করিয়া লইবে। পাক সম্পন্ন হইলে ছাঁকিয়া লৌহপাত্রে রাখিবে। ইহা পান, নস্য ও

মস্তকে মর্দ্দনার্থ প্রযোজ্য। ইহাতে সকল প্রকার শিরোরোগ ও কেশের পক্কতা নিবারণ হইয়া চক্ষুর তেজ ও আয়ুর বৃদ্ধি হয়।

ভৃঙ্গরাজঘৃতম্

ভৃঙ্গরাজরসে পক্কং শিখিপিত্তেন কল্কিতম্। ঘৃতং নস্যেন পলিতং হন্যাৎ সপ্তাহযোগতঃ॥

ঘৃত ।।০ সের, ভীমরাজের রস ২ সের। কল্কার্থ—ময়ুরপিত্ত ৮ তোলা। সপ্তাহকাল এই ঘৃতের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের পক্কতা নিবারণ হয়।

কাঞ্জিপিষ্টশেলুফলমজ্জি সচ্ছিদ্রলৌহবে। যদর্কতাপাৎ পততি তৈলং তন্নস্যম্রক্ষণাৎ॥ কেশা নীলালিসঙ্কাশাঃ সদ্যঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি চ। নয়নশ্রবণগ্রীবা-দন্তরোগাংশ্চ হন্ত্যদঃ॥

বহুবারফলের মজ্জা কাঁজিতে পেষণ করিয়া সচ্ছিদ্র লৌহপাত্রে রাখিবে, ঐ পাত্র রৌদ্রতপ্ত করিলে তাহা হইতে যে তৈল চুয়াইয়া পড়িবে, তাহার নস্য ও অভ্যঙ্গ দ্বারা কেশসকল অলির ন্যায় স্নিগ্ধ নীলবর্ণ এবং চক্ষুঃ, কর্ণ, গ্রীবা ও দন্ত সম্বন্ধীয় পীড়া উপশমিত হয়।

যুবানপিড়কা

শাল্মলীকণ্টকপ্রখ্যাঃ কফমারুতরক্তজাঃ। যুবানপিড়কা যূনাং বিজ্ঞেয়া মুখদূষিকাঃ॥

যুবা ব্যক্তিদিগের মুখে শিমুলকাঁটার ন্যায় যে সকল ব্রণ জন্মে, তাহাদিগকে যুবানপিড়কা (বয়োব্রণ) কহে। যুবানপিড়কা মুখের দূষক (কুরূপতাসম্পাদক)। ইহা কফ, মারুত ও রক্ত-দোষে উদ্ভূত হয়।

যুবানপিড়কান্যচ্ছ-নীলিকাব্যঙ্গশর্করাঃ। শিরাবেধৈঃ প্রলেপৈশ্চ জয়েদভ্যঞ্জনৈস্তথা॥

যুবানপিড়কা (প্রথম যৌবনকালীন মুখব্রণ), ন্যচ্ছ, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করার্ব্বুদ রোগে শিরাবেধ, প্রলেপ ও উপযুক্ত তৈলাদির অভ্যঙ্গ ব্যবস্থা করিবে।

লোধ্রধান্যবচালেপস্তারুণ্যপিড়কাপহঃ। তদ্বদ্‌গোরোচনাযুক্তং মরিচং মুখলেপনাৎ॥ সিদ্ধার্থকবচালোধ্র-সৈন্ধবৈশ্চ প্রলেপনম্। বমনঞ্চ নিহন্ত্যাশু পিড়কাং যৌবনোদ্ভবাম্॥

নবযৌবনজাত মুখব্রণে লোধ, ধনে ও বচ, কিংবা গোরোচনা ও মরিচচূর্ণ, অথবা শ্বেতসর্ষপ, বচ, লোধ ও সৈন্ধবলবণ একত্র বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে এবং রোগিকে বমন করাইলে আশু ইহা প্রশমিত হয়।

কেবলান্ পয়সা পিষ্ট্বা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলিকণ্টকান্। আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখম্॥

শিমুলের তীক্ষ্ণ কাঁটা দুগ্ধে বাটিয়া তিন দিন প্রলেপ দিলে মুখ পদ্মের ন্যায় শ্রী ধারণ করে।

মাতুলুঙ্গজটা সর্পিঃ শিলা গোশকৃতো রসঃ। মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কাতিলকালজিৎ॥

টাবালেবুর মূল, ঘৃত, মনছাল ও টাট্‌কা গোবরের রস, ইহাদের প্রলেপ দিলে মুখের পিড়কা ও তিলকালক রোগ বিনষ্ট হয়।

পদ্মিনীকণ্টকঃ

কণ্টকৈরাচিতং বৃত্তং মণ্ডলং পাণ্ডু কণ্ডুরম্। পদ্মিনীকণ্টকপ্রখ্যৈস্তদাখ্যং কফবাতজম্॥

ত্বকের উপর কণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুর-ব্যাপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত, বৃত্তাকার যে মণ্ডল উদ্‌গত হয়, তাহাকে পদ্মিনীকণ্টক (পদ্মকাঁটা) কহে। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি।

পদ্মিনীকণ্টকে রোগে ছর্দ্দয়েন্নিম্ববারিণা তেনৈব সিদ্ধং সক্ষৌদ্রং সর্পিঃ পাতুং প্রদাপয়েৎ॥

পদ্মিনীকণ্টক রোগে নিমছালের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে এবং নিমছালের ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহা মধুর সহিত খাইতে দিবে।

পদ্মনালকৃতক্ষারঃ পদ্মিনীং হন্তি লেপতঃ। নিম্বারগ্বধকল্কৈর্বা মুহুরুদ্বর্ত্তনং হিতম্॥

পদ্মের ডাঁটা পোড়াইয়া সেই ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা নিমছাল ও সোন্দালপাতা বাটিয়া তদ্দ্বারা পুনঃপুনঃ মর্দ্দন করিলে পদ্মিনীকণ্টক প্রশমিত হয়।

চতুর্গুণেন নিম্বোত্থ-পত্রক্বাথেন গোঘৃতম্। পচেৎ ততস্তু নিম্বস্য কৃতমালস্য পত্রজৈঃ॥ কল্কৈর্ভূয়ঃ পচেৎ সিদ্ধং তৎ পিবেৎ পলসম্মিতম্। পদ্মিনীকণ্টকাদ্ রোগান্মুক্তো ভবতি নান্যথা॥

গব্যঘৃত ৪ সের। নিম্বপত্রের কাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—নিম্বপত্র ও সোন্দালপত্র মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ৮ তোলা পরিমাণে পান করিলে পদ্মিনীকণ্টক বিনষ্ট হইবে।

জতুমণিঃ

সমমুৎসন্নমরুজং মণ্ডলং কফরক্তজম্। সহজং লক্ষ্ম চৈকেষাং লক্ষ্যো জতুমণিস্তু সঃ॥

ত্বকের উপর মসৃণ, কিঞ্চিদুন্নত ও অবেদন যে (কৃষ্ণবর্ণ) মণ্ডল উৎপন্ন হয়, তাহাকে জতুমণি (জড়ুল) কহে। ইহা কফরক্তপ্রকোপজ ব্যাধি। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, জতুমণি সহজ হইয়া অর্থাৎ জন্মের সহিত জাত হইয়া স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গবিশেষে অবস্থিত হইলে শুভাশুভ ফলপ্রদ হয়।

মাষকম্

অবেদনং স্থিরঞ্চৈব যস্মিন্ গাত্রে প্রদৃশ্যতে। মাষবৎ কৃষ্ণমুৎসন্ন-মনিলান্মাষকন্তু তৎ॥

ত্বকের উপর মাষকলায়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ, কিঞ্চিদুন্নত, বেদনারহিত ও কঠিন যে আকৃতি উদ্ভূত হয়, তাহাকে মাষক (মশক) কহে। ভাষায় ইহাকে আঁচিলবিশেষ বলা যায়। ইহা বাতজ ব্যাধি।

তিলকালকঃ

কৃষ্ণানি তিলমাত্রাণি নীরুজানি সমানি চ। বাতপিত্তকফোদ্রেকাৎ তান্ বিদ্যাৎ তিলকালকান্॥
(বাতপিত্তকফোচ্ছ্রাসাদিতি পাঠান্তরম্।)

ত্বকের উপর অনুন্নত, অবেদন ও কৃষ্ণবর্ণ তিলবৎ যে সকল আকৃতি উৎপন্ন হয়, তাহাকে তিলকালক (তিল) কহে। ইহা ত্রিদোষজ।

চর্ম্মকীলং জতুমণিং মশকাংস্তিলকালকান্। উদ্ধৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ॥
(অনবগাঢ়ে ক্ষারেণ, অবগাঢ়ে অগ্নিনেতি চক্রটীকা।)

চর্ম্মকীল, জতুমণি, মশক ও তিলকালক, এই সকল রোগ অস্ত্র দ্বারা উৎপাটিত করিয়া তাহা অনবগাঢ়মূল হইলে ক্ষার ও অবগাঢ়মূল হইলে অগ্নিপ্রয়োগ দ্বারা একেবারে দগ্ধ করিবে।

রুবুনালাত্তচূর্ণেন ঘর্ষো মশকনাশনঃ। নির্ম্মোকভস্মঘর্ষাদ্বা মশঃ শান্তিং ব্রজেৎ সদা॥
(চূর্ণং শঙ্খচূর্ণমিতি চক্রটীকা।)

এরণ্ডনাল দ্বারা শঙ্খচূর্ণ গ্রহণ করিয়া ঘর্ষণ করিলে অথবা সর্পের খোলস ভস্ম করিয়া তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মশক রোগের শান্তি হয়।

ন্যচ্ছম্

মহদ্বা যদি বা চাল্পং শ্যাবং বা যদি বাঽসিতম্। নীরুজং মণ্ডলং গাত্রে ন্যচ্ছমিত্যভিধীয়তে॥

গাত্রে বহ্বায়ত বা স্বল্পায়ত শ্যাব বা কৃষ্ণবর্ণ বেদনারহিত যে মণ্ডল উদ্ভূত হয়, তাহাকে ন্যচ্ছ কহে।

ন্যচ্ছং লিম্পেৎ পয়ঃপিষ্টৈঃ কল্কৈঃ ক্ষীরতরূদ্ভবৈঃ॥ ত্রিভুবনবিজয়াপত্রং মূলং স্থবিরস্য শিংশপা চৈভিঃ। উদ্বর্ত্তনং বিরচিতং ন্যচ্ছব্যঙ্গাপহং সিদ্ধম্॥ (স্থবিরস্য বৃদ্ধদারস্য।)

বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও পারীশ (অশ্বত্থবিশেষ ; পারীশ স্থলে কেহ কেহ শিরীষ বা বেতস ব্যবহার করেন)। এই পঞ্চ ক্ষীরিবৃক্ষ প্রত্যেকটি সমভাগ, দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, অথবা সিদ্ধিপত্র, বৃদ্ধদারকের মূল ও শিশুবৃক্ষের ছালচূর্ণের উদ্বর্ত্তন করিলে ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গ নিবারিত হয় (কুষ্ঠাধিকারোক্ত সিধ্মকুষ্ঠনাশক প্রলেপাদি ব্যবহারেও ন্যচ্ছরোগ নিবারিত হইয়া থাকে)।

ব্যঙ্গো নীলিকা চ

ক্রোধায়াসপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ। মুখমাগত্য সহসা মণ্ডলং বিসৃজত্যতঃ॥ নীরুজং তনুকং শ্যাবং মুখে ব্যঙ্গং তমাদিশেৎ। কৃষ্ণমেবংগুণং গাত্রে মুখে বা নীলিকাং বিদুঃ॥

ক্রোধ ও পরিশ্রম হেতু কুপিত বায়ু এবং পিত্ত, মুখে উপস্থিত হইয়া শ্যাববর্ণ, অনুন্নত (পাত্‌লা) ও বেদনাহীন যে মণ্ডল উৎপাদন করে, তাহাকে মুখব্যঙ্গ (মেছেতা) বলে।

উপরি উক্ত ব্যঙ্গ লক্ষণবিশিষ্ট চিহ্ন যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নীলিকা কহে। নীলিকা মুখ ও গাত্র উভয়ত্রই হইয়া থাকে। ব্যঙ্গ ও নীলিকায় প্রভেদ এই—ব্যঙ্গ শ্যাববর্ণ, নীলিকা কৃষ্ণবর্ণ। ভোজ বলেন—ব্যঙ্গ কেবল মুখে হয়, নীলিকা মুখে ও গাত্রে হইয়া থাকে।

ব্যঙ্গেষু চার্জ্জুনত্বগ্‌বা মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকা। লেপঃ সনবনীতা বা শ্বেতাশ্বখুরজা মসী॥

ব্যঙ্গরোগে অর্জ্জুনগাছের শুষ্কছালচূর্ণ বা মঞ্জিষ্ঠাচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কিংবা শ্বেতবর্ণ অশ্বের খুরভস্ম (বৃন্দ ও শিবদাসের মতে, শ্বেতাপরাজিতা ও শ্বেতবর্ণ অশ্বের খুরভস্ম) নবনীতের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে।

রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠা-কুষ্ঠলোধ্রপ্রিয়ঙ্গবঃ। বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ॥
(বটাঙ্কুরা বটস্য অভিনবপত্রমুকুলাঃ।)

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটের নূতন পত্র ও মুকুল এবং মসূর দাইল, এই সকল একত্র বাটিয়া মুখে লেপন করিলে মেচেতা বিনষ্ট হয় ও কান্তি বৃদ্ধি হয়।

বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ প্রলেপাদ্ ব্যঙ্গনাশনম্। ব্যঙ্গে মঞ্জিষ্ঠয়া লেপঃ প্রশস্তো মধুযুক্তয়া॥ অথবা লেপনং শস্তং শশস্য রুধিরেণ চ। অর্কক্ষীরহরিদ্রাভ্যাং মর্দ্দয়িত্বা প্রলেপনাৎ। মুখকার্ষ্ণ্যং শমং যাতি চিরকালোদ্ভবং ধ্রুবম্॥

বটাঙ্কুরের ও মসূরের প্রলেপ অথবা মধুসংযুক্ত মঞ্জিষ্ঠার প্রলেপ দিলে, কিংবা শশকের রক্ত লেপন করিলে অথবা আকন্দের আঠা ও হরিদ্রাচূর্ণ একত্র লেপন করিলে ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হয়।

মসূরৈঃ ক্ষীরসংপিষ্টৈর্লিপ্তামাস্যং ঘৃতান্বিতৈঃ। সপ্তরাত্রাদ্ ভবেৎ সত্যং পুণ্ডরীকদলোপমম্॥

মসূর দাইল দুগ্ধে পেষণ এবং ঘৃতের সহিত সংযুক্ত করিয়া ৭ দিন প্রলেপ দিলে, মুখ পদ্মের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হয়।

নবনীতগুড়ক্ষৌদ্র-কোলমজ্জপ্রলেপনম্। ব্যঙ্গজিদ্ বরুণত্বগ্ বা ছাগক্ষীরপ্রপেষিতা॥

নবনীত, গুড়, মধু, কুল-আঁটির শস্য, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা বরুণছাল ছাগদুগ্ধে বাটিয়া লেপন করিলে ব্যঙ্গ প্রশমিত হয়।

জাতীফলকল্কলেপো নীলীব্যঙ্গাদিনাশনঃ। সায়ঞ্চ কটুতৈলেনাভ্যঙ্গো বক্ত্রপ্রসাদনঃ॥
জায়ফল বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা সায়ংকালে মুখে সর্ষপ তৈল মাখিলে নীলিকা ও ব্যঙ্গাদি রোগ নিবারিত হয়।

বটস্য পাণ্ডুপত্রাণি মালতী রক্তচন্দনম্। কুষ্ঠং কালীয়কং লোধ্রমেভির্লেপঃ প্রযোজয়েৎ॥
বটের পাণ্ডুবর্ণ পত্র, মালতীপত্র, রক্তচন্দন, কুড়, কালিয়াকড়া ও লোধ, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গাদি প্রশমিত হয়।

কালীয়কোৎপলাময়দধিসরবদরাস্থিমধ্যফলিনীভিঃ। লিপ্তং ভবতি হি বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাত্রেণ॥
কালিয়াকড়া (সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ, পীত-চন্দন), নীলোৎপল, কুড়, দধির সর, কুল-আঁটির শস্য ও প্রিয়ঙ্গু, এই সকল দ্রব্যের প্রলেপ দিলে সাত দিনের মধ্যে মুখ শশিপ্রভ হয়।

তুষরহিতমসৃণযবচূর্ণসমযষ্টীমধুকলোধ্রলেপেন। ভবতি মুখং পরিনির্জ্জিতচামীকরচারুসৌভাগ্যম্॥
তুষরহিত মসৃণ যবচূর্ণ, যষ্টিমধু ও লোধ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া প্রলেপ দিলে মুখ সুবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট হয়।

রক্ষোঘ্নশর্ব্বরীদ্বয়মঞ্জিষ্ঠাগৈরিকাজ্যবস্তপয়ঃ। সিদ্ধেন লিপ্তমাননমুদ্যদ্বিধুবিম্ববদ্ বিভাতি॥
শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, গেরিমাটী, ঘৃত ও ছাগদুগ্ধ, এই সমুদায় দ্বারা প্রলেপ দিলে মুখ চন্দ্রের ন্যায় কান্তি ধারণ করিয়া থাকে।

পরিণতদধিশরপুঙ্খৈঃ কুবলয়দলকুষ্ঠচন্দনোশীরৈঃ। মুখকমলকান্তিকারী ভ্রূকুটীতিলকালকান্ জয়তি॥
শরপুঙ্খ, নীলোৎপলপত্র, কুড়, চন্দন, বেণার মূল, এই সমস্ত পুরাতন দধিসহ বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে তিলকালক প্রভৃতি রোগ দূর হয় ও পদ্মের ন্যায় কান্তি হয়।

দ্বিহরিদ্রাদ্যঃ প্রলেপঃ তৈলঞ্চ

হরিদ্রাদ্বয়যষ্ট্যাহ্ব-কালীয়ককুচন্দনৈঃ। প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠা-পদ্মপদ্মককুঙ্কুমৈঃ॥ কপিত্থতিন্দুকপ্লক্ষ-বটপত্রৈঃ পয়োঽন্বিতৈঃ। লেপয়েৎ কল্কিতৈরেভিস্তৈলং বাভ্যঞ্জনং চরেৎ॥ পিপ্লবং নীলিকাব্যঙ্গাংস্তিলকান্ মুখদূষকান্। নিত্যসেবী জয়েৎ ক্ষিপ্রং মুখং কুর্য্যান্মনোরমম্॥

(লেপপক্ষে পয়সৈব পেষণম্। তৈলপাকপক্ষে তু হরিদ্রাদীনাং কল্কঃ ক্ষীরস্তু চতুর্গুণংপিপ্লবং জটুলমিতি শিবদাসঃ।)

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কালিয়াকড়া, রক্তচন্দন, পুণ্ডরিয়া, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, কুঙ্কুম এবং কয়েৎবেল, গাব, পাকুড় ও বট ইহাদের পত্র, এই সকল দ্রব্য দুগ্ধসহ বাটিয়া লেপন করিবে। অথবা এই সকল কল্কের এবং চতুর্গুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহাতে জড়ুল, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও তিল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ও মুখের কান্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কনকতৈলম্

মধুকস্য কষায়েণ তৈলস্য কুড়বং পচেৎ। কল্কৈঃ প্রিয়ঙ্গুমঞ্জিষ্ঠা-চন্দনোৎপলকেশরৈঃ॥ কনকং নাম তৎ তৈলং মুখকান্তিকরং পরম্। অভীরুনীলিকাব্যঙ্গ-শোধনং পরমর্চ্চিতম্॥

(অভীরু জটুলম্।)

তিলতৈল ।।০ সের। ক্বাথার্থ—যষ্টিমধু ১ সের, জল ৮ সের, শেষ ২ সের। কল্কদ্রব্য—প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, উৎপল ও নাগকেশর প্রত্যেক ২ তোলা। পাকার্থ জল—২ সের। এই তৈল লেপনে জটুল, নীলিকা ও ব্যঙ্গ দুরীভূত হয় ও মুখের কান্তি বৃদ্ধি হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা মাতুলুঙ্গং সযষ্টিকম্। কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং তথা॥ আজং পয়স্তদ্দ্বিগুণং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। নীলিকাপিড়কাব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ॥ মুখং প্রসন্নোপচিতং বলীপলিতবর্জ্জিতম্। সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কনকসন্নিভম্॥

(মধুকং সযষ্টিকমিতি পদদ্বয়োপাদানাৎ জলজস্থলজভেদেন যষ্টিমধুদ্বয়মিহ গ্রহণমিতি জ্ঞেয়ম্। চক্রটীকা।)

তিলতৈল ।।০ সের, ছাগদুগ্ধ ১ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, জলজ-যষ্টিমধু, লাক্ষা, টাবালেবুর মূল, যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ইহা মর্দ্দন করিলে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ দূরীভূত এবং মুখ কান্তিযুক্ত হয়।

স্বল্পকুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা। কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং পচেৎ॥ অজাক্ষীরং তদ্দ্বিগুণং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। সম্যক্‌পক্বং পরং হ্যেতন্মুখকান্তিপ্রসাদনম্॥ নীলিকাপিড়কাব্যঙ্গান-ভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ। সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভম্॥

তিলতৈল ।।০ সের, ছাগদুগ্ধ ১ সের। কল্কার্থ—কুঙ্কুম, চন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি মৃদু অগ্নিতে এই তৈল পাক করিয়া মুখে মালিস করিলে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গ রোগ নষ্ট, মুখের কান্তি বর্দ্ধিত ও শরীরের বর্ণ সমুজ্জ্বল হয়।

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা। কালীয়কমুশীরঞ্চ পদ্মকং নীলমুৎপলম্॥ ন্যগ্রোধপাদাঃ প্রক্ষস্য শুঙ্গা পদ্মস্য কেশরম্। দ্বিপঞ্চমূলসহিতৈঃ কষায়ৈঃ পলিকৈঃ পৃথক্॥ জলাঢ়কং বিপক্তব্যং পাদশেষমথোদ্ধরেৎ মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা পত্তঙ্গমধুযষ্টিকৈঃ॥ কর্মপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং পচেৎ। অজাক্ষীরং দ্বিগুণিতং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥ সম্যক্‌পক্বং পরং হ্যেতন্মুখবর্ণপ্রসাদনম্। নীলিকাপিড়কাব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ॥ সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভম্। কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥

(ক্বাথার্থং পঠিতমপি কুঙ্কুমং সিদ্ধতৈলে প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ।)

তিলতৈল ।।০ সের। ক্বাথার্থ—রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালিয়াকাষ্ঠ, বেণার মূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটের ঝুরি, পাকুড়বৃক্ষের শুঙ্গা, পদ্মকেশর ও দশমূল প্রত্যেক ১ পল, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, জলজ-যষ্টিমধু, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ২ তোলা। ছাগদুগ্ধ ১ সের। পাক সিদ্ধ হইলে কুঙ্কুম ৮ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ দূরীভূত ও মুখজ্যোতিঃ পরম রমণীয় হইয়া থাকে।

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্

কুঙ্কুমং কিংশুকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্। কালীয়কং পদ্মকঞ্চ মাতুলুঙ্গং সকেশরম্॥ কুসুম্ভং মধুযষ্টী চ ফলিনী মদয়ন্তিকা। নিশে দ্বে রোচনা পদ্মমুৎপলঞ্চ মনঃশিলা॥ কাকোল্যাদিসমা-যুক্তৈরেতৈরক্ষসমৈর্ভিষক্। লাক্ষারসপয়োভ্যাঞ্চ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমম্। করোতি বদনং সদ্যঃ পুষ্টিলাবণ্যকান্তিদম্। সৌভাগ্যলক্ষ্মীজননং বশীকরনমুত্তমম্॥

তিলতৈল ৪ সের। লাক্ষার ক্বাথ ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ—কুঙ্কুম (কুঙ্কুম প্রক্ষেপ দিতে হয়) পলাশপুষ্প, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কালীয়ক কাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, টাবালেবুর মূল ও

কেশর, কুসুমপুষ্প, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, বেলপুষ্প, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোরোচনা, পদ্ম, উৎপল, মনছাল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, মেদ ও মহামেদ প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা মুখে মাখিলে মুখের লাবণ্য ও কান্তি বৃদ্ধি হয়।

বর্ণক-ঘৃতম্

মধুকং চন্দনং কঙ্গু সর্ষপং পদ্মকং তথা। কালেয়কং হরিদ্রা চ লোধ্রমেভিশ্চ কল্কিতৈঃ॥ বিপচেদ্ধি ঘৃতং বৈদ্যস্তৎ পক্বং বস্ত্রগালিতম্। পাদাংশং কুঙ্কুমং সিক্থং ক্ষিপ্ত্বা মন্দানলে পচেৎ॥ তৎ সিদ্ধং শিশিরে নীরে প্রক্ষিপ্যাকর্ষয়েৎ ততঃ। তদেতদ্বর্ণকং নাম ঘৃতং বর্ণপ্রসাদনম্॥ অনেনাভ্যাসলিপ্তং হি বলীভূতমপিক্রমাৎ। নিষ্কলঙ্কেন্দুবিম্বাভং স্যাদ্বিলাসবতীমুখম্॥

(কুঙ্কুমসিক্থয়োর্মিলিত্বা পাদাংশঃ। সিক্থকস্য দ্রবীকরণার্থং স্বল্পপাকং দত্ত্বা শীতলজলে কিয়ৎক্ষণং স্থাপয়িত্বা শীতলং সৎ অনুগুপ্তং নিধাপয়েৎ।)

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, কঙ্গু (ধান্যবিশেষ), শ্বেতসর্ষপ, পদ্মকাষ্ঠ, কালীয়কাষ্ঠ, হরিদ্রা ও লোধ মিলিত ১ সের। যথানিয়মে পাক করিয়া (কিঞ্চিৎ জল-সম্বন্ধ থাকিতে) বস্ত্র দ্বারা ঘৃত ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহাতে কুঙ্কুম অর্দ্ধ সের ও মোম অর্দ্ধ সের প্রক্ষিপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার জল-ক্ষয় ও মোম দ্রবীভূত হওয়া পর্য্যন্ত পাক করিবে। পরে কিয়ৎক্ষণ শীতল জলের উপর ঐ ঘৃতপাত্র স্থাপন করিয়া পরে নির্জ্জন স্থানে রাখিবে। এই ঘৃত লেপন করিলে বিলাসবতী রমণীর মুখ নিষ্কলঙ্কচন্দ্রবিম্ববৎ সৌন্দর্য্যশালী হয়।

পরিবর্ত্তিকা

মর্দ্দনাৎ পীড়নদ্বাতি তথৈবাপ্যভিঘাততঃ। মেঢ্রচর্ম্ম যদা বায়ুর্ভজতে সর্ব্বতশ্চরঃ॥ তদা বাতোপসৃষ্টত্বাৎ তচ্চর্ম্ম পরিবর্ত্ততে। সবেদনং সদাহঞ্চ পাকঞ্চ ব্রজতি ক্বচিৎ॥ মণেরধস্তাৎ কোষশ্চ গ্রন্থিরূপেণ লম্বতে। সরুজাং বাতসম্ভূতাং তাং বিদ্যাৎ পরিবর্ত্তিকাম্। সকণ্ডূঃ কঠিনা বাপি সৈব শ্লেষ্মসমুত্থিতা॥

লিঙ্গ অতিমর্দ্দিত, অতি প্রপীড়িত বা অভিহত হইলে, অভিঘাত-কুপিত ব্যানবায়ু লিঙ্গচর্ম্মকে আশ্রয় করে, তজ্জন্য ঐ চর্ম্ম দূষিত ও বিবর্ত্তিত হইয়া লিঙ্গমণির অধোভাগে গ্রন্থিরূপে লম্বমান হয়। ইহাকেই পরিবর্ত্তিকা (মুদ) কহে। ইহা দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট হইয়া কখনও পাকিয়া উঠে। পরিবর্ত্তিকা বাতজ হইলে বেদনাযুক্ত এবং কফানুগ হইলে কঠিন ও কণ্ডুবিশিষ্ট হয়।

স্বেদোপনাহৌ পরিবর্ত্তিকায়াং কৃত্বা সমভাজ্য ঘৃতেন পশ্চাৎ। প্রবেশয়েচ্চর্ম্ম শনৈঃ প্রবিষ্টে মাংসৈঃ সুখোষ্ণৈরুপনাহয়েচ্চ॥

পরিবর্ত্তিকায় অগ্রে ঘৃত মাখাইয়া পশ্চাৎ তাহাতে বাতঘ্ন মাষকলাই প্রভৃতি দ্বারা স্বেদ ও বাতব্যাধ্যুক্ত শাল্বণাদি দ্বারা উপনাহ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পরিবর্ত্তিত চর্ম্ম কোমল হইলে ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রবেশ করাইবে। চর্ম্ম প্রবিষ্ট হইলে ঈষদুষ্ণ মাংসের প্রলেপ দিবে।

অবপাটিকা

অল্পীয়ঃখাং যদা হর্ষাদ্ বলাদ্গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং নরঃ। হস্তাভিঘাতাদথবা চর্ম্মণ্যুদ্বর্ত্তিতে বলাৎ। যস্যাবপাট্যতে চর্ম্ম তাং বিদ্যাদবপাটিকাম্॥

অনার্ত্তবা বালিকার সূক্ষ্মমুখ যোনিতে হর্ষ বা বলপূর্ব্বক গমন করিলে যদি লিঙ্গচর্ম্ম উদ্বর্ত্তিত হয়, অথবা হস্তাভিঘাত দ্বারা কিংবা বলপ্রয়োগ করায় যদি ঐ চর্ম্ম উল্টাইয়া যায়, অর্থাৎ স্বস্থান হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত হইয়া আর মুদ্রিত না হয়, তাহা হইলে উহাকে অবপাটিকা কহে।

স্নেহস্বেদেস্তথৈবনাং চিকিৎসেদবপাটিকাম্॥

পরিবর্ত্তিকার ন্যায় অবপাটিকা রোগেও স্নেহ স্বেদ উপনাহ ও স্বস্থানে চর্ম্মানয়ন প্রভৃতি চিকিৎসা করিবে।

নিরুদ্ধপ্রকশঃ

বাতোপসৃষ্টে মেঢ্রে বৈ চর্ম্ম সংশ্রয়তে মণিম্। মণিশ্চর্ম্মোপনদ্ধস্তু মূত্রস্রোতো রুণদ্ধি চ॥ নিরুদ্ধপ্রকশে তস্মিন্ মন্দধারং সবেদনম্। মূত্রং প্রবর্ত্ততে জন্তোর্মণির্বিব্রিয়তে ন চ। নিরুদ্ধপ্রকশং বিদ্যাৎ সরুজং বাতসম্ভবম্॥

লিঙ্গ বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হইলে এই অবপাটিকার চর্ম্ম যদি লিঙ্গমণিকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় করে এবং তজ্জন্য মূত্রস্রোত রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ বলা যায়। এই রোগে লিঙ্গমণি যদি সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মূত্র মন্দধারে বেদনার সহিত অল্প অল্প প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু রুদ্ধ হইলে একবারে বন্ধ হইয়া যায়। নিরুদ্ধপ্রকশে বায়ুর কোপ অধিক থাকিলে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে।

নিরুদ্ধপ্রকশে নাড়ীং দ্বিমুখীং কনকাদিজাম্। ক্ষিপ্ত্বাভ্যক্তং চুল্লক্যাদি-স্নেহেন পরিষেচয়েৎ॥ তৈলেন বা বচাদারু-কল্কৈঃ সিদ্ধেন চ ত্র্যহাৎ। পুনঃ স্থূলতরা নাড়ী দেয়া স্রোতোবিবৃদ্ধয়ে॥ শস্ত্রেণ সেবনীং ত্যক্ত্বা ভিত্বা ব্রণবদাচরেৎ। স্নিগ্ধঞ্চ ভোজনং রুদ্ধ-গুদেঽপ্যেষ ক্রিয়াক্রমঃ॥

নিরুদ্ধপ্রকশে স্বর্ণলৌহাদি-নির্ম্মিত দুই মুখবিশিষ্ট নল, ঘৃতাদি দ্বারা অভ্যক্ত করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে, পরে শুশুক ও শূকরাদির চর্ব্বি অথবা বচ ও দেবদারুর কল্কের সহিত সিদ্ধতৈল ঐ নলের অপর মুখ দিয়া পরিচালিত করিয়া নিরুদ্ধপ্রকশ পরিষিক্ত করিবে এবং মূত্রমার্গের পথ বাড়াইবার জন্য তিন দিন অন্তর অপেক্ষাকৃত স্থূলতর নল ঐরূপে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অস্ত্র-প্রয়োগের প্রয়োজন হইলে সেবনীস্থান ত্যাগ করিয়া অস্ত্র করিবে। অস্ত্রকরণানন্তর ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে এবং স্নিগ্ধ পথ্য দিবে। রুদ্ধগুদ রোগেরও এইরূপ চিকিৎসা জানিবে।

সন্নিরুদ্ধ-গুদঃ

বেগসন্ধারণাদ্বায়ুর্বিহতো গুদসংশ্রিতঃ। নিরুণদ্ধি মহাস্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ॥ মার্গস্য সৌক্ষ্ম্যাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি। সন্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেতং বিদ্যাৎ সুদারুণম্॥

মলবেগধারণ হেতু অপানবায়ু কুপিত হইয়া মলমার্গকে রুদ্ধ ও সূক্ষ্মদ্বারবিশিষ্ট করে। মলমার্গের অল্পত্বনিবন্ধন পুরীষ অতি কষ্টে নির্গত হয়, ইহারই নাম সন্নিরুদ্ধগুদ। ইহা অতি ভয়ানক।

সন্নিরুদ্ধগুদে তৈলৈঃ সেকো বাতহরৈর্হিতঃ। তথা নিরুদ্ধপ্রকশ-ক্রিয়াপি কথিতাথবা॥

সন্নিরুদ্ধগুদে বাতঘ্ন তৈল দ্বারা পরিষেক এবং নিরুদ্ধপ্রকশের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

অহিপূতনম্

শকৃন্মূত্রসমাযুক্তেঽধৌতেঽপানে শিশোর্ভবেৎ। স্বিন্নে বাঽস্নাপ্যমানে বা কণ্ডূ রক্তকফোদ্ভবা॥ কণ্ডূয়নাৎ ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে। একীভূতং ব্রণং ঘোরং তং বিদ্যাদহিপূতনম্॥

শিশুদিগের গুহ্যদেশের মলমূত্র বা ঘর্ম্ম ধুইয়া না দিলে, বা তাহাদিগকে স্নান করাইয়া না দিলে, ক্লেদহেতু ঐ স্থানে রক্তকফোদ্ভব কণ্ডূ জন্মিয়া থাকে। উহা চুলকাইলে সহসা ক্ষত হইয়া রক্তস্রাব নির্গত হয়। পরে ক্ষতসকল মিলিত হইয়া অতি কষ্টদায়ক হইয়া থাকে। ইহাকেই অহিপূতন কহে।

অহিপূতনকে পূর্ব্বং ধাত্রীস্তন্যং বিশোধয়েৎ। ত্রিফলাখদিরক্কাথৈর্ব্রণানাং ক্ষালনং হিতম্॥
অহিপূতন রোগে প্রথমতঃ ধাত্রীর (স্তন্যদায়িনীর) স্তনদুগ্ধের শোধন করিবে এবং ত্রিফলা ও খদিরের ক্কাথ দ্বারা বারংবার ক্ষতস্থান ধৌত করিবে।

শঙ্খসৌবীরযষ্ট্যাহ্বৈর্লেপঃ কার্য্যোঽহিপূতনে॥
শঙ্খপুষ্পী, রসাঞ্জন এবং যষ্টিমধু দ্বারা প্রলেপ দিলে অহিপূতন বিনষ্ট হয়।

করঞ্জত্রিফলাতিক্তৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধং শিশোর্হিতম্॥ রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্॥
(তিক্তং চরকোক্তস্তিক্তকগণঃ অন্যে তু পটোলপত্র মাহুরিতি চক্রটীকা।)
করঞ্জবীজ, ত্রিফলা ও চরকোক্ত তিক্তকগণের (মতান্তরে পল্‌তা) সহিত ঘৃত পাক করিয়া অহিপূতন রোগে ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে রসাঞ্জন খাওয়াইলে এবং তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে।

পটোলাদ্যং ঘৃতম্

পটোলপত্রত্রিফলা-রসাঞ্জনবিপাচিতম্। পীতং ঘৃতং নিহন্ত্যাশু কৃচ্ছ্রামপ্যহিপূতনাম্॥
পল্‌তা, ত্রিফলা ও রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্যের সহিত ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে অতি কষ্টসাধ্য অহিপূতনাও বিনষ্ট হয়।

বৃষণকচ্ছূঃ

স্নানোৎসাদনহীনস্য মলো বৃষণসংস্থিতঃ। যদা প্রক্লিদ্যতে স্বেদাৎ কণ্ডুং জনয়তে তদা॥ কণ্ডূয়নাৎ ততঃ ক্ষিপ্রং স্ফোটঃ স্রাবশ্চ জায়তে। প্রাহুর্বৃষণকচ্ছূতাং শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজাম্॥
যে ব্যক্তি স্নান ও গাত্রমার্জ্জন না করে, তাহার অণ্ডকোষস্থিত মলা ঘর্ম্ম দ্বারা ক্লিন্ন হইয়া কণ্ডূ উৎপাদন করে। উহা চুলকাইলে শীঘ্র ক্ষত হইয়া স্রাব নির্গত হয়। ইহাকেই বৃষণকচ্ছূ কহে। ইহা শ্লেষ্মরক্তপ্রকোপজ।

সর্জ্জাহ্বকুষ্ঠসৈন্ধবসিতসিদ্ধার্থৈঃ প্রকল্পিতো যোগঃ। উদ্বর্ত্তনেন নিয়তং শময়তি বৃষণস্য কণ্ডূতিম্॥
ভিষগ্‌বৃষণকচ্ছূন্তু চিকিৎসেৎ পামরোগবৎ। অহিপূতননির্দ্দিষ্ট-ক্রিয়য়াপি চ তাং হরেৎ॥
ধুনা, কুড়, সৈন্ধব ও শ্বেতসর্ষপ, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে বৃষণ-কচ্ছূ প্রশমিত হয়। পামা ও অহিপূতন রোগোক্ত চিকিৎসা দ্বারাও বৃষণকচ্ছূ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাসীসরোচনাতুত্থ-হরিতালরসাঞ্জনৈঃ। অম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপো (হয়ং) বৃষণকচ্ছ্বহিপূতয়োঃ॥
হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল, রসাঞ্জন, এই সমুদায় দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃষণকচ্ছূ ও অহিপূতন রোগ উপশমিত হয়।

গুদভ্রংশঃ

প্রবাহণাতিসারাভ্যাং নির্গচ্ছতি গুদং বহিঃ। রুক্ষদুর্ব্বলদেহস্য গুদভ্রংশং তমাদিশেৎ॥
অতিশয় কুন্থন ও অধিক মলভেদ হেতু রুক্ষ ও দুর্ব্বলদেহ ব্যক্তির গুদনাড়ী বহির্গত হইলে, তাহাকে গুদভ্রংশ কহে।

গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যাশু প্রবেশয়েৎ। প্রবিষ্টে স্বেদয়েচ্চাপি বদ্ধং গোস্ফণয়া ভৃশম্॥
(গোস্ফণা বন্ধবিশেষঃ, সা হি সুশ্রুতে ব্রণলেপবন্ধবিধৌ ব্যক্তা। উক্তং হি বর্চ্চোগমনার্থং সচ্ছিদ্রেণ চর্ম্মণা কৌপীনবন্ধঃ কার্য্যঃ।)

গুদভ্রংশ রোগে বহির্গত গুদনাড়ীতে গব্য বসাদি স্নেহ মর্দ্দন করিয়া উহা প্রবিষ্ট করাইবে এবং প্রবিষ্ট হইলে স্বেদ দিয়া গোস্ফণা নামক বন্ধনবিশেষ দ্বারা বাঁধিবে (সচ্ছিদ্র চর্ম্ম দ্বারা গুহ্যদেশে কৌপীন বন্ধন করাকে গোস্ফণাবন্ধ কহে)।

কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতম্। এতন্নিশ্চিত্য নির্দ্দিষ্টং ন তস্য গুদনির্গমঃ॥

যে ব্যক্তি কচি পদ্মপত্র বাটিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করে, তাহার আর গুদভ্রংশ হয় না।

বৃক্ষাম্লানলচাঙ্গেরী বিশ্বপাঠাযবাগ্রজম্। তক্রেণ শীলয়েৎ পায়ু-ভ্রংশার্ত্তোঽনলদীপনম্॥

মহাদা, চিতা, আমরুল, শুঁঠ, আক্‌নাদি ও যবক্ষার, ইহাদের কল্কসহ তক্র পান করিলে গুদভ্রংশ প্রশমিত হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

গুদঞ্চ গব্যবসয়া ম্রক্ষয়েদবিশঙ্কিতঃ। দুষ্প্রবেশো গুদভ্রংশো বিশত্যাশু ন সংশয়ঃ॥*

গব্যবসা মাখাইলে দুষ্প্রবেশ্য গুদনাড়ীও শীঘ্র প্রবিষ্ট হয়।

মূষিকাণাং বসাভির্বা গুদে সম্যক্ প্রলেপনম্। স্বিন্নমূষিকমাংসেন চাথবা স্বেদয়েদ্ গুদম্॥

ইন্দুরের চর্ব্বি দ্বারা গুদনাড়ীতে প্রলেপ দিলে, অথবা ইন্দুরের মাংস কাঁজিতে সিদ্ধ ও ঘৃতভৃষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে গুদভ্রংশ প্রশমিত হয়।

মূষিকা দশমূলানি গৃহ্নীয়াদুভয়ং সমম্। অভ্যঙ্গাৎ তস্য তৈলস্য গুদভ্রংশো বিনশ্যতি॥ বিনশ্যতি তথানেন গুদশূলং ভগন্দরম্॥

ইন্দুরের মাংস ও দশমূল সমভাগে লইয়া তাহার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া মাখিলে গুদভ্রংশ, গুহ্যশূল ও ভগন্দর নিবারিত হয়।

চাঙ্গেরী-ঘৃতম্

চাঙ্গেরীকোলদধ্যম্ল-নাগরক্ষারসংযুতম্। ঘৃতমুৎকথিতং পেয়ং গুদভ্রংশরুজাপহম্।
(শুণ্ঠীক্ষারাবত্র কল্কৌ শিষ্টন্তু দ্রবমিষ্যতে॥)

ঘৃত ১ সের। আমরুলের রস, শুষ্ককুলের ক্বাথ, অম্লদধি, এই তিনটি দ্রবপদার্থ মিলিত ৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ ও যবক্ষার মিলিত ১ পোয়া। যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে গুদভ্রংশজনিত বেদনা প্রশমিত হয়।

মূষিকাদ্যং তৈলম্

ক্ষীরে মহৎপঞ্চমূলং মুষিকামন্ত্রবর্জ্জিতাম্। পক্ত্বা তস্মিন্ পচেৎ তৈলং বাতঘ্নৌষধসাধিতম্।
গুদভ্রংশমিদং তৈলং পানাভ্যঙ্গাৎ প্রসাধয়েৎ॥

অন্ত্রাদিবর্জ্জিত মূষিক ১টি, বিল্বাদি পঞ্চমূল মিলিত ২ সের, দুগ্ধ ৪ সের, জল ৮ সের, পাক করিয়া কেবল ৪ সের দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ এবং ভদ্রদার্ব্বাদির কল্কসহ তৈল ।।০ সের পাক করিয়া তাহা পান ও গুদভ্রংশে মর্দ্দন করিলে গুদভ্রংশ রোগ উপশমিত হয়। মতান্তরে অন্ত্রাদিবর্জ্জিত ইন্দুরমাংস ৮ পল, দুগ্ধ ৪ সের, পঞ্চমূল মিলিত ৮ পল, জল ১২ সের, একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই দুগ্ধও ভদ্রদার্ব্বাদির কল্কসহ তৈল পাক করিবে।

* গোতৈলেনাভ্যক্তঃ শীঘ্রং প্রবিশেন্নির্গতো গুদঃ। ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

শূকরদংষ্ট্রকঃ

সদাহো রক্তপর্য্যন্তস্ত্বক্‌পাকী তীব্রবেদনঃ। কণ্ডূমান্ জ্বরকারী চ স স্যাচ্ছূকরদংষ্ট্রকঃ॥
বরাহদংষ্ট্রক (বরাহদাড়) রোগে শরীরের ত্বক্ স্থানে স্থানে পাকিয়া ক্ষত হয়, ঐ ক্ষতের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হয়। উহা জ্বর দাহ কণ্ডু ও তীব্রবেদনাযুক্ত হয়।

রজনীমার্কবমূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা তুল্যম্। হন্তি বিসর্পং লেপাদ্ বরাহদশনাহ্বয়ং ঘোরম্॥
হরিদ্রা ও ভৃঙ্গরাজের মূল সমভাগে লইয়া শীতল জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, বিসর্প ও শূকরদংষ্ট্রক রোগ প্রশমিত হয়।

নাড়ীচবীজকল্কঃ পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ। শময়তি শূকরদংষ্ট্রং সদাহপাকজ্বরং ঘোরম্॥
নালিতার বীজ বাটিয়া গব্য ঘৃতের সহিত প্রত্যূষে সেবন করিলে দাহ, পাক ও জ্বরোপদ্রবযুক্ত শূকরদংষ্ট্র রোগ উপশমিত হয়।

বিসর্পোক্তঃ প্রতীকারঃ কার্য্যঃ শূকরদংষ্ট্রকে॥
শূকরদংষ্ট্রক রোগে বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা বিধেয়।

অমৃতাঙ্কুর-বটী

অমৃতং পারদং গন্ধং লৌহমভ্রং শিলাজতু। গুঞ্জামাত্রাং বটীং কুর্য্যান্মর্দ্দয়িত্বামৃতাম্ভসা॥ এষামৃতাঙ্কুরবটী পীতা ধাত্র্যম্ভসা সহ। ক্ষুদ্ররোগানশেষাংস্তু গদান্ পিত্তাস্রকোপজান্॥ জ্বরং জীর্ণং প্রমেহঞ্চ কার্শ্যমগ্নিক্ষয়ং তথা। নাশয়েজ্জনয়েৎ পুষ্টিং কান্তিং মেধাং শুভাং মতিম্॥
বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও শিলাজতু, এই সমুদায় সমান ভাগে লইয়া গুলঞ্চের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আমলকীর রস। ইহা সেবন করিলে বিবিধ ক্ষুদ্ররোগ, পিত্ত ও রক্তের প্রকোপজন্য সমস্ত পীড়া নিবৃত্ত হইয়া পুষ্টি, কান্তি, মেধা ও শুভ মতি উৎপন্ন হয়।

চন্দ্রপ্রভারসঃ

চন্দ্রপ্রভাং তুগাক্ষীরীং সৈন্ধবঞ্চ শিলাজতু। কৌশিকঞ্চাক্ষমানন্তু হেমানং রৌপ্যমভ্রকম্॥ মাক্ষিকং শাণমাত্রঞ্চ মধুনা পরিমর্দ্দয়েৎ। ততো দ্বিবল্লমানেন বটিকাঃ পরিকল্পয়েৎ॥ অনুপানবিশেষেণ যোজিতোঽয়ং মহারসঃ। সর্ব্বান্ ক্ষুদ্রগদান্ হন্তি প্রমেহানপি দুস্তরান্॥ বাতব্যাধীনশেষাংশ্চ পিত্তজান্ কফসম্ভবান্। চিরপ্রনষ্টমগ্নিঞ্চ দীপয়েজ্জনয়েদ্ বলম্॥
সোমরাজীবীজ, বংশলোচন, সৈন্ধবলবণ, শিলাজতু ও গুগ্‌গুলু প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ, রৌপ্য, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ।।০ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য মধুর সহিত মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ব্যাধি ও দোষাদি বিবেচনা করিয়া অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বিবিধ ক্ষুদ্ররোগ এবং প্রমেহ প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি হয়।

সপ্তচ্ছদাদি-তৈলম্

সপ্তচ্ছদস্য বাসায়াঃ পিচুমর্দ্দস্য চাম্ভসা। তৈলপ্রস্থং পচেৎ কল্কৈর্নিশাদার্ব্বীফলত্রিকৈঃ॥ ব্যোষেন্দ্র-যবমঞ্জিষ্ঠা-খদিরক্ষারসৈন্ধবৈঃ। গোমূত্রস্যাঢ়কং দত্ত্বা শনৈশ্চ মৃদুনাগ্নিনা॥ পদ্মিনীকণ্টকং চিপ্পং কদরং ব্যঙ্গনীলিকে। জালগর্দ্দভকঞ্চৈতৎ ত্বগ্‌গদাংশ্চ বিনাশয়েৎ॥
তিলতৈল ৪ সের। ছাতিমছাল, বাসকছাল ও নিমছাল ইহাদের ক্বাথ মিলিত ১৬ সের। কল্ক যথা—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা,

খদিরকাষ্ঠ, যবক্ষার ও সৈন্ধব মিলিত ১ সের। গোমূত্র ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, কদর, ব্যঙ্গ, নীলিকা, জালগর্দ্দভ ও বিবিধ ত্বগ্‌রোগ নিরাকৃত হয়।

কুঙ্কুমাদি ঘৃতম্

কুঙ্কুমেন নিশাভ্যাঞ্চ কণয়া বহ্নিবারিণা। ঘৃতং পক্বং নিরাকুর্য্যান্নীলিকাং মুখদূষিকাম্॥ সিধ্মাদীং স্ত্বগ্‌গদান্ সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ কফসমুদ্‌ভবান্। শিরোঽর্ত্তিং নাশয়েচ্চাশু লাবণ্যং জনয়েৎ পরম্॥ জগতামুপকারায় দস্রাভ্যাং বিহিতস্ত্বিদম্। পানেঽভ্যঙ্গে তথা নস্যে যুক্ত্যা যোজ্যং বিচক্ষণৈঃ॥

মূর্চ্ছিত ঘৃত ১ সের। চিতামূলের ক্বাথ ১ সের। কল্কার্থ—কুঙ্কুম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং পিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই ঘৃত ব্যবহারে নীলিকা, মুখদূষিকা, সিধ্ম প্রভৃতি ত্বগ্‌রোগ, সমস্ত কফজব্যাধি ও শিরোরোগ বিনষ্ট হয় এবং মনোহর কান্তি উৎপন্ন হয়। ইহা বিবেচনামত পানে, অভ্যঙ্গে ও নস্যে প্রযোজ্য।

সহাচরঘৃতম্

সহাচরতুলাক্বাথে ক্বাথে চ দশমূলজে। শিরীষস্য কষায়ে চ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ কল্কান্ দত্ত্বা পঞ্চকোলং ক্রিমিঘ্নং পটুপঞ্চকম্। ক্ষারত্রয়ং বৃশ্চিকালীং সিন্দূরমপি গৈরিকম্॥ হন্যাদেতদ্ ঘৃতং ন্যচ্ছং নীলিকাং তিলকালকম্। অঙ্গুলীবেষ্টকং পাদ-দারীঞ্চ মুখদূষিকাম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—পীতঝাঁটী ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দশমূল মিলিত ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শিরীষছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বিছাটীমূল, মেটেসিন্দূর ও গিরিমাটী মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত ব্যবহার করিলে ন্যচ্ছ, নীলিকা, তিলকালক, অঙ্গুলীবেষ্টক, পাদদারী ও মুখদূষিকা নিবারিত হয়।

ক্ষারঘৃতম্

মুষ্ককং কুটজং গুঞ্জাং চিত্রকং কদলীং বৃষম্। অর্কস্নুহ্যাবপামার্গমশ্মমারং বিভীতকম্॥ পলাশং পারিভদ্রঞ্চ নক্তমালঞ্চ সন্দহেৎ। ততঃ প্রস্থং সমাদায় ক্ষারস্য ষড়্‌গুণাম্ভসা॥ ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বিস্রাব্য পচেৎ সর্পিস্তদম্বুনা। কল্কং ক্ষারত্রয়ং দত্ত্বা নাতিতীব্রেণ বহ্নিনা॥ ক্ষারসর্পিরিদং হন্যান্মশকং তিলকালকম্। পদ্মিনীকণ্টকং চিপ্পমলসং দদ্রুসিধ্মনী॥

ঘণ্টাপারুল, কুড়্‌চিছাল, কুঁচ, চিতামূল, কদলী, বাসক, আকন্দ, মনসাসিজ, আপাঙ্গ, করবীর, বহেড়া, পলাশ, পালিধামাদার ও করঞ্জ, ইহাদের গাছ খণ্ড খণ্ড করিবে এবং সমান সমান ভাগে লইয়া একত্র দগ্ধ করিবে। পরে ঐ ভস্ম ২ সের, ১২ সের জলে গুলিয়া ক্রমান্বয়ে ২১ বার ছাঁকিবে। এই বিধি অনুসারে প্রস্তুত ক্ষারজল ১৬ সের এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোহাগা মিলিত ১ সের কল্কসহ ৪ সের গব্যঘৃত অনতিতীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঘৃত মর্দ্দনে মশক, তিলকালক, পদ্মিনীকণ্টক, চিপ্প, অলস, দদ্রু ও সিধ্ম রোগের শান্তি হয়।

সহেতুলক্ষণান্

কতিচিদ্বিকারানাহ

শক্তস্য চাপ্যনুৎসাহঃ কর্ম্মণ্যালস্যমুচ্যতে। অস্বাস্থ্যং চিন্তয়াত্যর্থমরতিং কথ্যতে বুধৈঃ॥ উৎক্লিশ্যান্নং ন নির্গচ্ছেৎ প্রসেকষ্ঠীবনেরিতম্। হৃদয়ং পীড্যতে চাস্য তমুৎক্লেশং বিনির্দ্দিশেৎ॥ বক্ত্রে মধুরতা

তন্দ্রা হৃদয়োদ্বেষ্টনং ভ্রমঃ। ন চান্নং রোচতে যস্মৈ গ্লানিং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥ গ্লানেরোজঃক্ষয়াদ্দুঃখাদজীর্ণাচ্চ শ্রমোদ্ভবাৎ। উদানকোপাদাহারদুঃস্থিতত্বাচ্চ যদ্ভবেৎ। পাবনস্যোর্দ্ধগমনং তমুদ্গারং প্রচক্ষতে॥ আটোপো গুড়্গুড়াশব্দঃ প্রোক্তো জঠরসম্ভবঃ॥ তমঃস্থস্যৈব যজ্জ্ঞানং তৎ তমঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াও উৎসাহহীন হইলে, তাহাকে আলস্য কহে। অত্যন্ত চিন্তা দ্বারা যে অস্বাস্থ্য হয়, তাহাকে অরতি কহে। ভুক্তান্ন যদি বহির্গমনোন্মুখ হইয়াও বহির্গত না হয়, কেবল মুখপ্র‌েকে ও নিষ্ঠীবন হয় এবং হৃদয়ও যদি পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাহাকে উৎক্লেশ বলা যায়। মুখমাধুর্য্য, তন্দ্রা, হৃদয়ের উদ্বেষ্টন, ভ্রম ও অন্নে অরুচি হইলে, তাহাকে গ্লানি বলে। গ্লানি, ওজঃক্ষয়, দুঃখ, অজীর্ণ ও শ্রমজনিত উদান বায়ুর প্রকোপ এবং আহারের দুঃস্থিতত্ব হেতু বায়ুর যে উর্দ্ধগামন, তাহাকে উদ্গার কহে। উদরের যে গুড়্গুড় শব্দ, তাহাকে আটোপ কহা যায়। তমঃস্থিত ব্যক্তির যে জ্ঞান অর্থাৎ কেবল অন্ধকার দর্শন, তাহাই তমঃ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

শয্যামূত্র-চিকিৎসা

কৃতমূত্রার্দ্রভূভাগ-মৃদমাকৃষ্য খোলকে। সংভর্জ্য মধুসর্পির্ভ্যাং লেহয়েন্মূত্রিতং জনম্॥ শয্যায়াং মূত্ররোধঃ স্যান্মূত্রিতস্য ন সংশয়ঃ॥

(শয্যাতলস্তিমিতমৃত্তিকাং গৃহীত্বা খোলকে ভর্জ্জয়িত্বা ঘৃতমধুভ্যাং লেহয়েৎ)।

যাহার শয্যায় প্রস্রাব করা রোগ থাকে, তাহার শয্যাতলস্থ মূত্রসিক্ত মৃত্তিকা খোলায় ভাজিয়া ঘৃত ও মধুসহ তাহাকে অবলেহন করাইলে উক্ত রোগ নিবারিত হয়।

বিম্বমূলরসপানাচ্ছয্যামূত্রঃ প্রশাম্যতি॥

তেলাকুচা মূলের রস ২ তোলা মাত্রায় (২ মাষা চিনিসহ) সায়ংকালে পান করিলে শয্যামূত্র নিবারিত হয়।

অহিফেনপ্রয়োগেণ মূত্ররোধো ভবেদ্ধ্রুবম্॥

সায়ংকালে (অর্দ্ধ বা এক রতি মাত্রায়) অহিফেন সেবন করাইলে নিশ্চয়ই শয্যামূত্র নিবারিত হয়।

লোমশাতন-বিধিঃ

হরিতালচূর্ণকণিকালেপাৎ তপ্তেন বারিণা সদ্যঃ। নিপতন্তি লোমনিচয়াঃ কৌতুকমিদমদ্ভুতং মন্যে॥

উষ্ণজলে হরিতালচূর্ণ মর্দ্দন করিয়া লোমস্থানে লেপন করিলে সদ্যঃ লোমসকল পতিত হয়। ইহা অতি বিস্ময়কর।

দগ্ধা শঙ্খং ক্ষিপেদ্রম্ভাস্বরসে তচ্চ পেষিতম্। তুল্যালং লেপতো হন্তি লোম গুহ্যাদিসম্ভবম্॥

শঙ্খভস্ম ও হরিতাল কদলীর রসে মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে গুহ্যাদিস্থানস্থ লোমসকল নিপতিত হয়।

রক্তাঞ্জনীপুচ্ছচূর্ণং যুক্তং তৈলস্ত সার্ষপম্। সপ্তাহমুষিতং হন্তি মূলাদ্রোমাণ্যসংশয়ম্॥

রক্তবর্ণ অঞ্জনীর (আঞ্জিনার) পুচ্ছ চূর্ণ করিয়া ৭ দিবস সর্ষপ তৈলে ভিজাইয়া রাখিবে। ইহা লোমস্থানে লেপন করিলে লোমসকল সমূলে উৎপাটিত হয়।

পলাশভস্মান্বিততালচূর্ণৈরম্ভাম্বুমিশ্রৈরুপলিপ্য ভূয়ঃ। কন্দর্পগেহে মৃগলোচনানাং রোমাণি রোহন্তি কদাপি নৈব॥

পলাশছালভস্ম ও হরিতাল সমভাগে কদলীমূলের রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া লোমস্থানে লাগাইলে, লোমসকল সত্বর পতিত হয় এবং কখনও উদ্গাত হয় না।

একঃ প্রদেয়ো হরিতালভাগঃ পঞ্চ প্রদেয়া জলজস্য ভাগাঃ। রক্ষস্তরোর্ভস্মন এব পঞ্চ প্রোক্তাশ্চ ভাগাঃ কদলীজলার্দ্রাঃ॥ সংমিশ্র্য পাত্রেষু চ সপ্তরাত্রং কৃত্বা স্মরাগারবিলেপনঞ্চ। রোমাণি সর্ব্বাণি বিলাসিনীনাং পুনর্ন রোহন্তি কদাচিদেব॥

হরিতাল ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ৫ ভাগ, পলাশক্ষার ৫ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য ৭ দিন কদলীর রসে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা লোমস্থানে লেপন করিলে লোমসকল নিপতিত হইয়া থাকে।

রম্ভাজলে সপ্তদিনং বিভাব্য ভস্মানি কম্বোর্মসৃণানি পশ্চাৎ। তালেন যুক্তানি বিলেপনেন লোমানি নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন॥

শঙ্খভস্ম কদলীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া পরে হরিতালসহ মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা লেপন করিলে লোমসকল নির্ম্মূল হয়।

কুসুম্ভতৈলাভ্যঙ্গো বা রোম্নামুৎপাটকোহস্তকৃৎ॥

লোমস্থানে কুসুমতৈল মর্দ্দন করিলে লোমসকল উৎপাটিত হয়।

কর্পূরভল্লাতকশঙ্খচূর্ণং ক্ষারো যবানাঞ্চ মনঃশিলা চ। তৈলং সুপক্বং হরিতালমিশ্রং রোমাণি নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন॥

কর্পূর, ভেলার মুটি, শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, মনছাল ও হরিতাল, এই সমুদায়ের সহিত সিদ্ধ তৈল লোমস্থানে লেপন করিলে লোমসকল শীঘ্র নির্ম্মূল হয়।

ক্ষারতৈলম্

শুক্তিশম্বুকশঙ্খানাং দীর্ঘবৃন্তাৎ সমুষ্ককাৎ। দগ্ধ্বা ক্ষারং সমাদায় খরমূত্রেণ ভাবয়েৎ॥ ক্ষারাষ্টভাগং বিপচেৎ তৈলং বৈ সার্ষপং বুধঃ। ইদমন্তঃপুরে দেয়ং তৈলমাত্রেয়পূজিতম্॥ বিন্দুরেকঃ পতেদ্ যত্র তত্র লোমাপুনর্ভবঃ। মদনাদিব্রণে তৈলমশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্॥ অর্শসাং কুষ্ঠরোগাণাং পামাদদ্রুবিচর্চ্চিনাম্। ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্লেদরুজাপহম্॥

ঝিনুক, শামুক ও শঙ্খভস্ম, শ্যোনা ও ঘণ্টাপারুলির ক্ষার গর্দ্দভের মূত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিবে। পরে ক্ষারের অষ্টভাগ সর্ষপ তৈলের সহিত উহা পাক করিবে। ইহা দ্বারা লোমপাতন ও অর্শঃ, কুষ্ঠ, পামা, দদ্রু প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

ক্ষুদ্ররোগেষু সর্ব্বেষু নানারোগানুকারিষু। দোষান্ দুষ্যানবস্থাশ্চ নিরীক্ষ্য মতিমান্ ভিষক্॥ তস্য তস্য চ রোগস্য পথ্যাপথ্যানি সর্ব্বশঃ। যথাদোষং যথাদুষ্টং যথাবস্থঞ্চ কল্পয়েৎ॥

নানাবিধ রোগের অনুকারী ক্ষুদ্ররোগসমূহের দোষ (বায়ু পিত্ত কফ), দূষ্য (রস-রক্তাদি) এবং রোগির অবস্থা অবলোকনপূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সেই সেই রোগসমূহের দোষ, দূষ্য এবং অবস্থা অনুসারে পথ্য ও অপথ্যের নির্দ্ধারণ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

মুখরোগাধিকার

ওষ্ঠগতমুখরোগ-নিদানম্

আনূপপিশিতক্ষীর-দধিমৎস্যাতিসেবনাৎ। মুখমধ্যে গদান্ কুর্য্যুঃ ক্রুদ্ধা দোষাঃ কফোত্তরাঃ॥ কর্কশৌ পরুষৌ স্তব্ধৌ সংপ্রাপ্তানিলবেদনৌ। দাল্যেতে পরিপাট্যেতে ওষ্ঠৌ মারুতকোপতঃ॥ চীয়েতে পিড়কাভিশ্চ সরুজাভিঃ সমন্ততঃ। সদাহপাকপিড়কৌ পীতাভাসৌ চ পিত্ততঃ॥ সবর্ণাভিশ্চ চীয়েতে পিড়কাভিরবেদনৌ। ভবতস্তু কফাদোষ্ঠৌ পিচ্ছিলৌ শীতলৌ গুরূ॥ সকৃৎকৃষ্ণৌ সকৃৎপীতৌ সকৃচ্ছ্বেতৌ তথৈব চ। সন্নিপাতেন বিজ্ঞেয়াবনেকপিড়কাচিতৌ॥ খর্জ্জুরফলবর্ণাভিঃ পিড়কাভি-র্নিপীড়িতৌ। রক্তোপসৃষ্টৌ রুধিরং স্রবতঃ শোণিতপ্রভৌ। গুরূ স্থূলৌ মাংসদুষ্টৌ মাংসপিণ্ডবদুদ্গতৌ। জন্তবশ্চাত্র মূর্চ্ছন্তি নরস্যোভয়তো মুখাৎ॥ সর্পির্মণ্ডপ্রতীকাশৌ মেদসা কণ্ডুরৌ গুরু। অচ্ছং স্ফটিকসঙ্কাশমাস্রাবং স্রবতো ভৃশম্॥ তয়োর্ব্রণো ন সংরোহেন্মৃদুত্বঞ্চ ন গচ্ছতি। ওষ্ঠৌ পর্য্যবদীর্য্যেতে পাট্যেতে চাভিঘাততঃ॥

আনূপ মাংস, ক্ষীর, দধি ও মৎস্যের অতি সেবন হেতু কুপিত কফ প্রধান বাতাদি দোষ মুখমধ্যে নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে।

বাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কর্কশ, রুক্ষ, স্তব্ধ তোদাদি-বাতবেদনাযুক্ত ও অত্যন্ত ব্যথিত হয় এবং ওষ্ঠের ত্বক্ ফাটিয়া যায়।

পিত্তজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় পীতবর্ণ ও বেদনাদায়ক পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হয়, সেই পিড়কা- সকল পাকে ও দাহ উপস্থিত করে।

কফজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় শীতল গুরু পিচ্ছিল কণ্ডুযুক্ত ও বেদনারহিত হয় এবং ওষ্ঠসমবর্ণ পিড়কাসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় কখন কৃষ্ণ, কখন পীত, কখন বা শ্বেতবর্ণ হয় এবং নানাবিধ পিড়কা দ্বারা ব্যাপ্ত হয়।

রক্তপ্রকোপজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় খর্জ্জুরফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট পিড়কা দ্বারা আকীর্ণ ও রক্তবর্ণ হইয়া রক্তস্রাব করে।

মাংসদোষজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু, স্থূল ও মাংসপিণ্ডবৎ উন্নত হয় এবং ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয়ে ক্রিমি জন্মিয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয় গুরু ও কণ্ডুযুক্ত এবং ঘৃতের উপরিতন স্বচ্ছভাগের ন্যায় রূপবিশিষ্ট হয়। ইহা হইতে স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল স্রাব নিঃসৃত হয়।

আঘাতজ ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠদ্বয়ের ব্রণ রোপিত হয় না ও ওষ্ঠদ্বয়ের মৃদুত্ব হয় না। ওষ্ঠ পরিদীর্ণ হয় এবং পাটিততুল্য বেদনাযুক্ত হয় ও কুঠারাঘাতবৎ বেদনাযুক্ত হয়।

ওষ্ঠরোগাণাং চিকিৎসা

ওষ্ঠপ্রকোপে বাতোত্থে শাল্বণেনোপনাহনম্। মস্তিষ্কে চৈব নস্যে চ তৈলং বাতহরৈঃ শৃতম্। স্বেদোঽভ্যঙ্গঃ স্নেহপানং রসায়নমিহেষ্যতে॥

বাতজনিত ওষ্ঠরোগে শাল্বণ স্বেদ দ্রব্য দ্বারা উপনাহ এবং ভদ্রদার্ব্বাদি বাতঘ্ন ঔষধের সহিত সিদ্ধ তৈলের শিরোবস্তি ও নস্য ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে স্বেদ, অভ্যঙ্গ, স্নেহপান ও রসায়ন (চ্যবনপ্রাশাদি) ক্রিয়া হিতকর।

চতুর্ব্বিধেন স্নেহেন মধুচ্ছিষ্টযুতেন চ। বাতজেঽভ্যঞ্জনং কুর্য্যান্নাড়ীস্বেদঞ্চ বুদ্ধিমান্॥

তৈল, ঘৃত, বসা ও মজ্জা, এই চারি প্রকার স্নেহের সহিত মোম্ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অভ্যঞ্জন করিলে ও নাড়ীস্বেদ দিলে বাতজ ওষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। (নাড়ীস্বেদের বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।)

শ্রীবেষ্টকং সর্জ্জরসং গুগ্‌গুলুং সুরদারু চ। যষ্টীমধুকচূর্ণঞ্চ বিদধ্যাৎ প্রতিসারণম॥

নবনীতখোটী, ধূনা, গুগ্‌গুলু, দেবদারু ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ওষ্ঠে ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে।

তৈলং ঘৃতং সর্জ্জরসং সসিক্‌থং রাস্নাগুড়ং সৈন্ধবগৈরিকঞ্চ। পক্ত্বা সমাংশং দশনচ্ছদানাং ত্বগ্‌ভেদহন্তৃ ব্রণরোপণঞ্চ॥

তৈল, ঘৃত, ধূনা, মোম্, রাস্না, গুড়, সৈন্ধব ও গিরিমাটী, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া পাক করিবে। ইহার প্রলেপ দিলে ওষ্ঠের ত্বগ্‌ভেদ ও ক্ষত প্রশমিত হয়।

রালং মধুচ্ছিষ্টগুড়েন পক্বং তৈলং ঘৃতং বা বিনিহন্তি লেপাৎ। ত্বক্‌তোদপারুষ্যরুজোঽধরস্য পূযাস্রয়োঃ স্রাবমপি প্রসহ্য॥

মোম্ ও গুড়ের সহিত ধূনা, তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ওষ্ঠের সূচীবেধবৎ বেদনা, পারুষ্য, ব্যথা ও পূযরক্তস্রাব প্রশমিত হয়।

বেধং শিরাণাং বমনং বিরেকং তিক্তস্য পানং রসভোজনঞ্চ। শীতান্ প্রলেপান্ পরিষেচনঞ্চ পিত্তোপসৃষ্টেষ্বধরেষু কুর্য্যাৎ॥

পৈত্তিক ওষ্ঠরোগে সমীপস্থ শিরাবেধ, বমন, বিরেচন, তিক্ত ঘৃত পান, মাংসরসসহ আহার, শীতল প্রলেপ ও পরিষেক, এই সমুদায় কার্য্য কর্ত্তব্য।

পিত্তরক্তাভিঘাতোত্থান্ জলৌকাভিরুপাচরেৎ। পিত্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়াং কুর্য্যাদশেষতঃ॥
পিত্ত, রক্ত ও অভিঘাতজনিত ওষ্ঠরোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ ও পিত্তবিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

শিরোবিরেচনং ধূমঃ স্বেদঃ কবড়ধারণম্। হৃতে রক্তে প্রযোক্তব্যমোষ্ঠকোপে কফাত্মকে॥
কফজ ওষ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া শিরোবিরেচন (নস্য), ধূম, স্বেদ ও কবলধারণ, এই সকল ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

ত্রিকটুঃ সর্জ্জিকাক্ষারঃ ক্ষারশ্চ যবশূকজঃ। ক্ষৌদ্রযুতং বিধাতব্যমেতচ্চ প্রতিসারণম্॥
ত্রিকটু, সাচিক্ষার ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য মধুমিশ্রিত করিয়া ওষ্ঠে প্রতিসারণ অর্থাৎ মৃদু মৃদু ঘর্ষণ করিবে।

মেদোজে স্বেদিতে ভিন্নে শোধিতে জ্বলনো হিতঃ। প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা লোধ্রং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্। হিতঞ্চ ত্রিফলাচূর্ণং মধুযুক্তং প্রলেপনম্॥
মেদোজনিত ওষ্ঠরোগে স্বেদ, ভেদ ও শোধনক্রিয়ার পর অগ্নিতাপ হিতকর। মধুমিশ্রিত প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা ও লোধ ওষ্ঠে প্রতিসারণ করিবে এবং মধুসংযুক্ত ত্রিফলাচূর্ণের প্রলেপ দিবে।

সর্জ্জরসকনকগৈরিকধন্যাকতৈলঘৃতসিন্ধুসংযুতম্। সিদ্ধং সিক্থকমধরে স্ফুটিতোচ্চটিতে ব্রণং হরতি॥ (কনকগৈরিকমুৎকৃষ্টগৈরিকমিত্যর্থঃ।)
ধূনা, উৎকৃষ্ট গিরিমাটী, ধনে, তৈল, ঘৃত, সৈন্ধব ও মোম, একত্র অল্প পাক করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ওষ্ঠক্ষত নিবারিত হয়।

প্রিয়ঙ্গবশ্চ মুস্তা চ ত্রিফলা চ প্রলেপনম্॥
ওষ্ঠক্ষতে প্রিয়ঙ্গু, মুতা ও ত্রিফলার প্রলেপ প্রদান করিবে।

ওষ্ঠরোগেষ্বশেষেষু দৃষ্টা দোষমুপাচরেৎ। তেষু ব্রণত্বং যাতেষু ব্রণবৎ সমুপাচরেৎ॥
ত্রিদোষজ ওষ্ঠক্ষতে দোষের বলাবল দেখিয়া চিকিৎসা করিবে। তাহা পাকিলে ব্রণচিকিৎসোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

দন্তবেষ্টগতরোগ-নিদানম্

শোণিতং দন্তবেষ্টেভ্যো যস্যাকস্মাৎ প্রবর্ত্ততে। দুর্গন্ধীনি সকৃষ্ণানি প্রক্লেদীনি মৃদুনি চ॥ দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে পচন্তি চ পরস্পরম্। শীতাদো নাম স ব্যাধিঃ কফশোণিতসম্ভবঃ॥ দন্তয়োস্ত্রিষু বা যস্য স্বয়থুর্জ্জায়তেমহান্। দন্তপুপ্পুটকো নাম স ব্যাধিঃ কফরক্তজঃ॥ স্রবন্তি পূযরুধিরং চলা দন্তা ভবন্তি চ। দন্তবেষ্টং স বিজ্ঞেয়ো দুষ্টশোণিতসম্ভবঃ॥ শ্বয়থুর্দন্তমূলেষু রুজাবান্ কফরক্তজঃ। স্রবন্তি পূযরুধিরং চলা দন্তা ভবন্তি চ। দন্তবেষ্টঃ স বিজ্ঞেয়ো দুষ্টশোণিত সম্ভবঃ॥ শ্বয়থুর্দন্তমূলেষু রুজাবান্ কফরক্তজঃ। লালাস্রাবী স বিজ্ঞেয়ঃ কণ্ডুমান্ শৌষিরো রোগিদঃ*॥ দন্তাশ্চলন্তি বেষ্টেভ্যস্তালু চাপ্যবদীর্য্যতে। যস্মিন্ স সর্ব্বজো ব্যাধির্মহাশৌষিরসংজ্ঞিতং॥ দন্তমাংসানি শীর্য্যন্তে যস্মিন্ ষ্ঠীবতি চাপ্যসৃক্। পিত্তাসৃক্কফজো ব্যাধির্জ্ঞেয়ঃ পরিদরো হি সঃ॥ বেষ্টেষু দাহঃ পাকশ্চ তাভ্যাং দন্তাশ্চলন্তি চ। যস্মিন্ সোপকুশো নাম পিত্তরক্তকৃতো গদঃ॥ ঘৃষ্টেষু দন্তমাংসেষু সংরম্ভো জায়তে মহান্। চলা ভবন্তি দন্তাশ্চ স বৈদর্ভোঽভিঘাতজঃ॥ মারুতেনাধিকো দন্তো জায়তে তীব্রবেদনঃ। খলিবর্দ্ধন-সংজ্ঞোঽসৌ জাতে রুক্ চ প্রশাম্যতি॥ শনৈঃ শনৈঃ প্রকুরুতে বায়ুর্দন্তসমাশ্রিতঃ। করালান্ বিকটান্

---

* শৌষিরো নাম নামতঃ ইত্যপি পাঠোদৃশ্যতে।

দন্তান্ করালো ন স সিধ্যতি॥ হানব্যে পশ্চিমে দন্তে মহান্ শোথো মহারুজঃ। লালাস্রাবী কফকৃতো বিজ্ঞেয়ঃ সোঽধিমাংসকঃ॥ দন্তমূলগতা নাড্যঃ পঞ্চ জ্ঞেয়া যথেরিতাঃ॥

দন্তগত-মুখরোগ-নিদানম্

দীর্য্যমাণেষ্বিব রুজা যস্য দন্তেষু জায়তে। দালনো নাম স ব্যাধিঃ সদাগতিনিমিত্তজঃ॥ কৃষ্ণশ্ছিদ্রশ্চলঃ স্রাবী সসংরম্ভো মহারুজঃ। অনিমিত্তরুজো বাতাদ্ বিজ্ঞেয়ঃ ক্রিমিদন্তকঃ॥ বক্তুং বক্রং ভবেদ্যস্য দন্তভঙ্গশ্চ জায়তে। কফবাতকৃতো ব্যাধি স ভঞ্জনকসংজ্ঞিতঃ॥ শীতরুক্ষপ্রবাতাম্ল-স্পর্শানামসহা দ্বিজাঃ। পিত্তমারুতকোপেন দন্তহর্ষঃ স নামতঃ॥ দন্তমাংসৈর্মলস্রাবৈর্বাহ্যান্তঃ শ্বয়থুর্গুরু। সদাহরুক্ স্রবেদ্ভিন্নঃ পূযাস্রং দন্তবিদ্রধিঃ॥ মলো দন্তগতো বস্তু পিত্তমারুতশোষিতঃ। শর্করেব খরস্পর্শা সা জ্ঞেয়া দন্তশর্করা॥ কপালেষ্বিব দীর্য্যৎসু দন্তানাং সৈব শর্করা। কপালিকেতি বিজ্ঞেয়া সদা দন্তবিনাশিনী॥ অসৃঙ্মিশ্রেণ পিত্তেন দগ্ধো দন্তস্ত্বশেষতঃ। শ্যাবতাং নীলতাং বাপি গতঃ স শ্যাবদন্তক॥

শীতাদ নামক দন্তবেষ্টরোগে দাঁতের মাড়ি হইতে অকস্মাৎ রক্তস্রাব হয় এবং দন্তমাংসসকল ক্রমশঃ পচিয়া দুর্গন্ধ, ক্লেদযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল হইয়া খসিয়া পড়িতে থাকে। কফ ও রক্তের দুষ্টিহেতু এই রোগ জন্মে।

দুইটি বা তিনটি দাঁতের গোড়া অত্যন্ত শোথযুক্ত হইলে তাহাকে দন্তপুপ্পুট কহে। ইহা কফরক্তজ ব্যাধি।

দন্তবেষ্টনামক রোগে দন্তসকল নড়ে এবং তাহা হইতে পূযরক্ত নির্গত হয়। ইহা দুষ্টরক্তজ পীড়া।

দাঁতের গোড়ায় কণ্ডু ও যন্ত্রণাদায়ক শোথ জন্মিলে এবং তাহা হইতে লালা নিঃসৃত হইলে তাহাকে শৌষির কহে। ইহা কফরক্তজ।

যে রোগে দন্তবেষ্ট হইতে দন্তসকলের বিচলন এবং তালু দন্ত ও ওষ্ঠের বিদীর্ণতা হয়, তাহাকে মহাশৌষির কহে। ইহা ত্রিদোষজ।

যে রোগে দন্তমাংসসকল গলিত ও রক্ত নিঃসৃত হয়, তাহাকে পরিদর কহে। ইহা রক্ত পিত্ত ও কফবিকৃতিহেতু উৎপন্ন হয়।

যে রোগে দন্তবেষ্টে দাহ ও পাক উপস্থিত হয় এবং ঐ দাহ ও পাক নিবন্ধন দন্তসকল পতিত হইতে থাকে, তাহাকে উপকুশ কহে। ইহা রক্তপিত্তজনিত ব্যাধি।

দন্তবেষ্ট ঘৃষ্ট হওয়াতে যদি প্রবল শোথ, বেদনা বা পাক উৎপন্ন ও দন্তসকল বিচলিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বৈদর্ভ কহে। ইহা অভিঘাতজ।

বায়ুর প্রকোপবশতঃ প্রবল যাতনার সহিত যে একটি অতিরিক্ত দন্ত উঠে, তাহাকে খলিবর্দ্ধন (আক্কেল দাঁত) কহে, এই দন্ত উদ্গত হইলে পর আর যন্ত্রণা থাকে না।

দন্তাশ্রিত কুপিত বায়ু দন্তসকলকে ক্রমে ক্রমে বিষম ও বিকটাকার করিলে তাহাকে করাল রোগ কহে। ইহা অসাধ্য।

হনুকুহরের প্রান্তস্থিত দন্তমূলে অতি যন্ত্রণাদায়ক প্রবল শোথ হইয়া লালা নির্গত হইলে তাহাকে অধিমাংস কহে। ইহা কফজ।

নাড়ীব্রণাধিকারে বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সন্নিপাতজ ও আগন্তুজ এই পাঁচ প্রকার নাড়ীব্রণের যে যে লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, দন্তমূলেও সেই সেই লক্ষণাক্রান্ত পাঁচ প্রকার নাড়ী (নালী) উৎপন্ন হয়।

দালন নামক দন্তরোগে বোধ হয় যেন দন্তসকল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, এইরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ইহা বাতজ ব্যাধি।

ক্রিমিদন্তক রোগে দন্তে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র হয়, দন্ত নড়ে এবং দন্তমূলে অতি বেদনাদায়ক শোথ, লালাস্রাব ও অকস্মাৎ বেদনার আধিক্য, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই রোগে বায়ুর প্রকোপ থাকে।

ভঞ্জনক রোগে মুখ বক্র ও দন্ত ভগ্ন হয়। ইহা বাতশ্লেষ্মজ ব্যাধি।

দন্তহর্ষ রোগে দন্তসকল শীত, রুক্ষ, বায়ুপ্রবাহ ও অম্লস্পর্শ সহ্য করিতে পারে না। ইহা বাতপিত্ত-প্রকোপজ পীড়া।

দন্তমাংস দুষ্ট এবং তাহা মল ও স্রাবযুক্ত হইয়া ভিতরে ও বাহিরে যে দাহ ও বেদনাযুক্ত গুরু শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে দন্তবিদ্রধি কহে। দন্তবিদ্রধি বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে পূযরক্ত নিঃস্রুত হয়।

দন্তগত মল, বায়ু ও পিত্ত দ্বারা শোষিত হইয়া শর্করার ন্যায় খরস্পর্শ হইলে তাহাকে দন্তশর্করা কহে।

সেই দন্তশর্করা, দন্তাবয়ব সহিত খাপ্‌রার ন্যায় বিদীর্ণ হইলে তাহাকে কপালিকা কহে। ইহা দন্তনাশক।

দুষ্ট রক্ত ও পিত্ত দ্বারা কোন দন্তের সকল অংশ দগ্ধবৎ কৃষ্ণ বা শ্যাববর্ণ হইলে তাহাকে শ্যাবদন্ত কহে।

দন্তবেষ্টগতরোগ-চিকিৎসা

শীতাদে হৃতরক্তে তু তোয়ে নাগরসর্ষপান্। নিঃক্বাথ্য ত্রিফলাঞ্চাপি কুর্য্যাদ্ গণ্ডূষধারণম্॥

শীতাদ রোগে রক্তমোক্ষণ করাইয়া শুঁঠ, সর্ষপ ও ত্রিফলা ইহাদের ক্বাথের গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

কাসীসলোধ্রকৃষ্ণামনঃ শিলাপ্রিয়ঙ্গুতেজোহ্বাঃ। এষাং চূর্ণ মধুযুক্ শীতাদে পূতিমাংসহরম্॥

হীরাকস, লোধ, পিপুল, মনছাল, প্রিয়ঙ্গু ও তেজবল, ইহাদের চূর্ণ মধুমিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিলে শীতাদরোগে পূতিমাংস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তৈলং ঘৃতং বা বাতঘ্নং শীতাদে সম্প্রশস্যতে॥

বাতঘ্ন তৈল বা ঘৃত শীতাদরোগে হিতকর।

কুষ্ঠং ধাত্রী* লোধ্রমব্দং সমঙ্গা পাঠা তিক্তা** তেজনী পীতিকা চ। চূর্ণং শস্তং ঘর্ষণং তদ্দ্বিজানাং রক্তস্রাবং হন্তি কণ্ডুং রুজাঞ্চ॥

কুড়, আমলা, লোধ, মুতা, বরাহক্রান্তা, আক্‌নাদি, কট্‌কী, চৈ ও হরিদ্রা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে রক্তস্রাব, কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয়।

দন্তপুপ্পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্। সপঞ্চলবণক্ষারঃ সক্ষৌদ্রঃ প্রতিসারণম্॥

দন্তপুপ্পুট রোগের তরুণাবস্থায় রক্তমোক্ষণ এবং মধুমিশ্রিত পঞ্চ লবণ ও যবক্ষারচূর্ণের প্রতিসারণ (ধীরে ধীরে ঘর্ষণ) কর্ত্তব্য।

* দার্ব্বীতি পাঠভেদঃ।

** ততঃ পাঠা ইতি পাঠভেদোবর্ত্ততে।

ভদ্রমুস্তাভয়াব্যোষ-বিড়ঙ্গারিষ্টপল্লবৈঃ। গোমূত্রপিষ্টৈর্গুড়িকাং ছায়াশুষ্কাং প্রকল্পয়েৎ॥ তাং বিধায় মুখে সুপ্যাচ্চলদন্তাতুরো নরঃ। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিচ্চলদন্তস্য ভেষজম্॥

ভদ্রমুতা, হরীতকী, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ ও নিমপত্র, এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। নিদ্রাকালে এই বটী মুখে ধারণ করিয়া নিদ্রা যাইবে। ইহা চলদন্তের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চলদন্তস্থিরকরং কুর্য্যাৎ বকুলচর্ব্বণম্।

বকুলফল চর্ব্বণ করিলে চলদন্ত দৃঢ় হয়।

করঞ্জকরবীরার্ক-মালতীককুভাসনাঃ। শস্যন্তে দন্তপবনে যে চাপ্যেবংবিধা দ্রুমাঃ॥

করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, মালতী, অর্জ্জুন ও অসন বৃক্ষের এবং এতাদৃশ অন্য বৃক্ষের দাঁতন করিলে দন্ত দৃঢ় হয়।

আর্ত্তগলদলক্বাথ-গণ্ডূষো দন্তচালনুৎ। দন্তচালে হিতং শ্রেষ্ঠং তিলোগ্রাচর্ব্বণং সদা॥

নীলঝাঁটী-পত্রের ক্বাথের গণ্ডূষধারণ এবং সর্ব্বদা তিল ও বচ চর্ব্বণ করিলে দাঁতনড়া নিবারিত হয়।

দন্তানাং তোদহর্ষে চ বাতঘ্নাং কবলা হিতাঃ॥

দন্তের সূচীবেধবৎ যন্ত্রণায় ও দাঁত শিড়্শিড়্ করায় বাতঘ্ন (উষ্ণ তৈল ঘৃত সস্নেহ দশমূল ক্বাথাদি) কবলধারণ হিতকর।

দন্তচালে তু গণ্ডূষো বকুলত্বক্কৃতো হিতঃ। মাক্ষিকং পিপ্পলীসর্পিমিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে। দন্তশূলহরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধম্॥

বকুলছালের ক্বাথে গণ্ডূষ অথবা পিপুলচূর্ণ ৪ মাষা, ঘৃত ৮ মাষা ও মধু ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া তাহা মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল প্রশমিত হয়।

বিস্রাবিতে দন্তবেষ্টে ব্রণস্তু প্রতিসারয়েৎ। লোধ্রপত্তঙ্গমধুক-লাক্ষাচূর্ণৈর্মধূত্তরৈঃ। গণ্ডূষে ক্ষীরিণো যোজ্যাঃ সক্ষৌদ্রঘৃতশর্করাঃ॥

দন্তবেষ্টরোগে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া লোধ, বকমকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও লাক্ষা, ইহাদের মধু সংযুক্ত চূর্ণ দ্বারা ক্ষতস্থান অল্পে অল্পে ঘর্ষণ করিবে এবং বট ও অশ্বত্থাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথে ঘৃত, মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

শৈশিরে হৃতরক্তে তু লোধ্রমুস্তারসাঞ্জনৈঃ। সক্ষৌদ্রৈ শস্যতে লেপো গণ্ডূষে ক্ষীরিণে হিতাঃ॥

শৈশিররোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া মধুসংযুক্ত লোধ, মুতা ও রসাঞ্জনের প্রলেপ এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথের গণ্ডূষধারণ ব্যবস্থেয়।

ক্রিয়াং পরিদরে কুর্য্যাচ্ছীতাদোক্তাং বিচক্ষণঃ। সংশোধ্যোভয়তঃ কায়ং শিরশ্চোপকুশে ততঃ॥

পরিদররোগে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ এবং শিরোবিরেচন দ্বারা মস্তক সংশুদ্ধ করিয়া শীতাদ-রোগোক্ত সমস্ত ক্রিয়া করিবে। উপকুশ রোগেও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে।

কাকোডুম্বরিকাগোজী-পত্রৈর্বিস্রাবয়েদসৃক্। ক্ষৌদ্রযুক্তৈশ্চ লবণৈঃ সব্যোষৈঃ প্রতিসারয়েৎ॥ পিপ্পল্যঃ সর্ষপা শ্বেতা নাগরং নৈচুলং ফলম্। সুখোদকেন সংমর্দ্দ্য কবড়ং তস্য যোজয়েৎ॥

উপকুশরোগে ডুমুরপত্র ও গোজিয়াপত্র ঘর্ষণ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া তাহাতে মধু সংযুক্ত পঞ্চ লবণ ও ত্রিকটুচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে এবং পিপুল, শ্বেতসর্ষপ, শুঁঠ ও হিজলফল, এই সকল দ্রব্য ঈষদুষ্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া, তাহার কবলধারণ করিবে।

শস্ত্রেণ দন্তবৈদর্ভে দন্তমূলানি শোধয়েৎ। ততঃ ক্ষারং প্রযুঞ্জীত ক্রিয়াং সর্ব্বাশ্চ শীতলাঃ॥
দন্তবৈদর্ভরোগে অস্ত্র দ্বারা দন্তমূল হইতে পূযাদি ক্লেদ নিঃসারণ করিয়া ক্ষারপ্রয়োগ এবং সমস্ত শীতলক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

উদ্ধৃত্যাধিকদন্তন্তু ততোঽগ্নিমবচারয়েৎ। ক্রিমিদন্তকবচ্চাত্র বিধিঃ কার্য্যো বিজানতা॥
অধিদন্ত উদ্ধৃত করিয়া অগ্নিপ্রয়োগ ও ক্রিমিদন্তের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ছিত্ত্বাধিমাংসং সক্ষৌদ্রৈরেতৈশ্চূর্ণৈরুপাচরেৎ। বচাতেজোবতীপাঠা-স্বর্জ্জিকাযবশূকজৈঃ॥ ক্ষৌদ্রদ্বিতীয়াঃ পিপ্পল্যঃ কবলশ্চাত্র কীর্ত্তিতঃ॥
(অত্র তেজোবতী চবী, ইতি চক্রটীকা।)
অধিমাংস ছেদন করিয়া বচ, চৈ, আক্‌নাদি, সাচিক্ষার ও যবক্ষার, ইহাদের চূর্ণ মধুসংযুক্ত করিয়া প্রয়োগ করিবে। ইহাতে মধুর সহিত পিপুলের কবলধারণ প্রশস্ত।

পটোলনিম্বত্রিফলা-কষায়শ্চাত্র ধাবনে। শিরোবিরেকশ্চ হিতো ধূমো বৈরেচনশ্চ যঃ॥
অধিমাংসরোগে পটোলপত্র, নিমপত্র ও ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথে মুখ প্রক্ষালন করিবে। ইহাতে শিরোবিরেচন ও বৈরেচনিক ধূম বিশেষ উপকারী।

নাড়ীব্রণহরং কর্ম্ম দন্তনাড়ীষু কারয়েৎ। যং দন্তমধিজায়েত নাড়ী তং দন্তমুদ্ধরেৎ॥ ছিত্ত্বা মাংসানি শস্ত্রেণ যদি নোপরিজো ভবেৎ। শোধয়িত্বা দহেচ্চাপি ক্ষারেণ জলনেন বা॥
দন্তনালীরোগে নাড়ীব্রণোক্ত চিকিৎসা করিবে। যে দন্তে নালী হয়, তাহার মাংস অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া সেই দন্ত উৎপাটন করিবে। কিন্তু উপরিপাটীস্থ দন্ত উৎপাটন করিবে না। পূযাদি নিঃসারিত হইয়া দন্তের শুদ্ধি হইলে রোগস্থান ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দহন করিবে।

গতির্হিনস্তি হন্বস্থি দশনে সমুপেক্ষিতে। তস্মাৎ সমূলদশনং নির্হরেদ্ ভগ্নমস্থি চ॥
দন্তনালী অচিকিৎসিত হইলে হনুদেশের অস্থি পর্য্যন্ত সংহার করে। অতএব দন্তটি সমূলে উৎপাটন ও ভগ্ন অস্থি উত্তোলন করিবে।

উদ্ধৃতে তূত্তরে দন্তে শোণিতং সংপ্রসিচ্যতে। রক্তাতিযোগাৎ পূর্ব্বোক্তা ঘোরা রোগা ভবন্তি চ। চলমপ্যুত্তরং দন্তমতো নোপহরেদ্ ভিষক্॥
উপরিপাটীস্থ দন্ত উৎপাটন করিলে অধিক রক্তস্রাব হইয়া নানা প্রকার ভীষণ রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব উপরপাটীর দন্ত নড়িলেও তাহা উৎপাটন করিবে না।

কষায়ং জাতীমদন-কটুকস্বাদুকণ্টকৈঃ। লোধ্রখদিরমঞ্জিষ্ঠা-যষ্ট্যাহ্বৈশ্চাপি যৎ কৃতম্। তৈলং সংশোধনং তদ্ধি হন্যাদ্দন্তগতাং গতিম্॥
জাতীপত্র, ময়না, কট্‌কী ও বৈঁচি ইহাদের ক্বাথ মুখে ধারণ করিলে এবং লোধ, খদির, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল লাগাইলে দন্তনালী প্রশমিত হয়।

সুখোষ্ণাঃ স্নেহকবলাঃ সর্পিষস্ত্রৈবৃতস্য বা। নির্য্যূহাশ্চানিলঘ্নানাং দন্তহর্ষপ্রমর্দ্দনাঃ। স্নৈহিকশ্চ হিতো ধূমো নস্যং স্নৈহিকমেব চ॥
(ত্রৈবৃতস্য সর্পিষস্ত্রিবৃতাপক্বস্য সর্পিষঃ কবল ইত্যর্থঃ, ইতি ভাবমিশ্রঃ।)
দন্তহর্ষরোগে সুখোষ্ণ স্নেহপদার্থের কবল, ত্রৈবৃত ঘৃতের কবল, বাতঘ্ন ক্বাথ, স্নৈহিক ধূম ও স্নৈহিক নস্য হিতকর।

অহিংসন্ দন্তমূলানি শর্করামুদ্ধরেদ্ ভিষক্। লাক্ষাচূর্ণৈর্মধুযুতৈস্ততস্তাং প্রতিসারয়েৎ॥
দন্তমূলের কোন হানি না হয়, এরূপ সাবধান হইয়া দন্তশর্করা তুলিয়া মধুসংযুক্ত লাক্ষাচূর্ণ দ্বারা তৎস্থান ঘর্ষণ করিবে। (দন্তগতমল, পিত্ত ও বায়ু দ্বারা শর্করাবৎ হইলে তাহাকে দন্তশর্করা কহে)।

দন্তহর্ষক্রিয়াঞ্চাপি কুর্য্যান্নিরবশেষতঃ। কপালিকা কৃচ্ছ্রসাধ্যা তত্রাপ্যেষা ক্রিয়া হিতা॥
(কৃচ্ছ্রসাধ্যেত্যনেন কপালিকায়াঃ শীঘ্রপ্রতিকর্ত্তব্যতা সূচ্যতে।)
কপালিকারোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও ইহাতে দন্তহর্ষের চিকিৎসায় বিশেষ উপকার দর্শে (দন্তশর্করা দন্তাবয়বের সহিত খাপ্‌রার ন্যায় বিদীর্ণ হইলে তাহাকে কপালিকা কহে)।

জয়েদ্বিস্রাবণৈঃ স্বিন্নমচলং ক্রিমিদন্তকম্। তথাবপীড়ৈর্বাতঘ্নৈঃ স্নেহগণ্ডূষধারণৈঃ॥ ভদ্রদার্ব্বাদিবর্ষাভূ-লেপৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ॥ হিঙ্গু সোষ্ণন্তু মতিমান্ ক্রিমিদন্তেষু দাপয়েৎ॥
ক্রিমিদন্তক (পোকা-খেকো দাঁত) রোগে দাঁত নড়িলে দন্তে স্বেদ প্রদান, ক্রিমিদূষিত রক্তের মোক্ষণ, বাতঘ্ন অবপীড় (নস্যবিশেষ), স্নেহগণ্ডূষধারণ, পুনর্নবা ও ভদ্রদার্ব্বাদিগণের প্রলেপ এবং স্নিগ্ধ অন্নভোজন ব্যবস্থেয়। হিং উষ্ণ করিয়া ক্রিমিদন্তে দিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বৃহতীভূমীকদম্বপঞ্চাঙ্গুলকণ্টকারিকাক্বাথঃ। গণ্ডূষস্তৈলযুতঃ ক্রিমিদন্তকবেদনাশমনঃ॥
বৃহতী, কুক্‌শিমা, এরণ্ডমূল ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথে তৈল মিশ্রিত করিয়া গণ্ডূষধারণ করিলে ক্রিমিদন্তক রোগের বেদনা প্রশমিত হয়।

নীলীবায়সজঙ্ঘাস্নুগ্-দুগ্ধীনান্তু মূলমেকৈকম্। সংচর্ব্ব্য দশনবিধৃতং দশনক্রিমিপাতনং প্রাহুঃ॥
নীলবৃক্ষ, কাকজঙ্ঘা, সিজ ও বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষ, ইহাদের মূল চর্ব্বণ করিয়া দন্তে চাপিয়া রাখিলে দন্তের ক্রিমি পড়িয়া যায়।

চলমুদ্ধৃত্য বা স্থানং দহেৎ তু শুষিরস্য চ॥
শুষির রোগে চলদন্ত তুলিয়া সেই স্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে।

বিদার্য্যাদি-তৈলম্

ততো বিদারীযষ্ট্যাহ্ব-শৃঙ্গাটককশেরুভিঃ। তৈলং দশগুণং ক্ষীরং সিদ্ধং নস্যে তু যোজয়েৎ॥
ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, পানিফল ও কেশুর ইহাদের কল্ক এবং যত তৈল, তাহার দশগুণ দুগ্ধ একত্র যথানিয়মে পাক করিয়া তাহা নস্যার্থ প্রয়োগ করিলে দন্তরোগ নষ্ট হয়।

হনুমোক্ষে সমুদ্দিষ্টা কার্য্যা চার্দ্দিতবৎ ক্রিয়া॥
হনুমোক্ষে অর্দ্দিত রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

ফলান্যম্লানি শীতাম্বু রুক্ষান্নং দন্তধাবনম্। তথাতিকঠিনান্ ভক্ষ্যান্ দন্তরোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥
অম্লফল, শীতলজল, রুক্ষান্ন, দন্তধাবন ও অতি কঠিন ভক্ষ্য দ্রব্য দন্তরোগে বর্জ্জন করিবে।

সপ্তচ্ছদার্কদুগ্ধাভ্যাং পূরণং ক্রিমিদন্তনুৎ। জীবনীয়েন দুগ্ধেন ক্রিমিরন্ধ্র প্রপূরণম্॥ অর্কক্ষীরেণৈব-মেকযোগঃ সদ্ভি প্রশস্যতে॥
ছাতিম ও আকন্দের আঠা দ্বারা কিংবা জীবনীয় গণ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা ক্রিমিরন্ধ্র পূরণ করিবে।

দ্রোণপুষ্পদ্রবৈঃ ফেন-মধুতৈলসমাযুতৈঃ। ক্রিমিদন্তবিনাশায় কার্য্যং কর্ণস্য পূরণম্॥
দ্রোণপুষ্পের (ঘলঘসিয়ার) রস, সমুদ্রফেন, মধু ও তৈল, একত্র মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে ক্রিমিদন্ত রোগ বিনষ্ট হয়।

পটোলকটুকাব্যোষ-পাঠাসৈন্ধবভার্গিকৈঃ। চূর্ণৈর্মধুযুতো লেপঃ কবড়ো মধুতৈলকৈঃ॥
পটোলপত্র, কট্‌কী, ত্রিকটু, আক্‌নাদি, সৈন্ধব ও বামুনহাটী, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত প্রলেপ দিলে এবং মধু ও তৈলের কবল ধারণ করিলে ক্রিমিদন্ত রোগ প্রশমিত হয়।

মুস্তামধুকনির্গুণ্ডী-খদিরোশীরদারুভিঃ। সমঞ্জিষ্ঠাবিড়ঙ্গৈশ্চ সিদ্ধং তৈলং হরেৎ ক্রিমীন্॥
মুতা, যষ্টিমধু, নিসিন্দা, খদির, বেণার মূল, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দন্তে লাগাইলে ক্রিমিদন্ত রোগ নিবারিত হয়।

কর্কটাঙ্ঘ্রিক্ষীরপক্ব-ঘৃতাভ্যঙ্গেন নশ্যতি। দন্তশব্দঃ কর্কটাঙ্ঘ্রি-লেপাদ্ বা দন্তযোজিতাৎ॥
কাঁক্‌ড়ার দাঁড়ার সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেই পক্ব দুগ্ধে ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত মর্দ্দন করিলে অথবা কাঁক্‌ড়ার পা বাটিয়া দন্তে তাহার প্রলেপ দিলে দন্তের শব্দ নিবারিত হয়।

চরণৌ কর্কটস্যাপি গোক্ষীরেণ বিপাচয়েৎ। ঘনতাঞ্চ গতে তস্মিন্ রাত্রৌ চরণলেপনাৎ। দন্তানাং কড়্‌মড়ীং হন্তি সত্যং সত্যঞ্চ পার্ব্বতি॥
কাঁক্‌ড়ার ২ খানি পা বাটিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত পাক করিবে, ঘন হইলে উহা দ্বারা রাত্রিতে পাদদ্বয় লেপন করিয়া রাখিবে। তাহাতে দাঁত কড়্‌মড়ানি নিবারিত হইবে।

কৃষ্ণবর্ণাশ্বপুচ্ছস্য সপ্তকেশেন বেণিকা। তাং বদ্ধা চ গলে দন্ত-কড়্‌মড়ীং হন্তি মানবঃ॥
কৃষ্ণবর্ণ অশ্বের পুচ্ছের ৭ গাছি চুলে বেণী প্রস্তুত করিয়া, তাহা গলদেশে বান্ধিলে দাঁত কড়্‌মড়ানি প্রশমিত হয়।

দন্তরোগাশনি-চূর্ণম্

জাতীপত্রপুনর্নবাতিলকণাকৌরুন্টমুস্তাবচাঃ শুণ্ঠীদীপ্যহরীতকী চ সঘৃতং চূর্ণং মুখে ধারয়েৎ॥ বাতঘ্নং ক্রিমিকর্ণশূলদহনং সর্ব্বাময়ধ্বংসনং দৌর্গন্ধ্যাদিসমস্তদোষহরণং দন্তস্য রোগাশনিঃ॥

জাতীপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, ঝাঁটিপত্র, মুতা, বচ, শুঁঠ, যমানী ও হরীতকী, এই সমুদায়ের সমভাগ চূর্ণ ঘৃতম্রক্ষিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তের ক্রিমি, কণ্ডু, শূল ও দৌর্গন্ধ্য প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

দর্শনসংস্কারচূর্ণম্

শুণ্ঠী হরীতকী মুস্তা খদিরং ঘনসারকম্। গুবাকভস্ম মরিচং দেবপুষ্পং তথা ত্বচম্॥ এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশ। তৎসমং প্রক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং কঠিনিসম্ভবম্। এতদ্ দশনসংস্কার-চূর্ণং দন্তাস্যরোগজিৎ॥
শুণ্ঠী, হরীতকী, মুতা, খদির, কর্পূর, সুপারিভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রত্যেক সমভাগ, ফুলখড়িচূর্ণ সর্ব্বসমান। এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে দন্ত ও মুখরোগ উপশমিত হয়।

জিহ্বাগতরোগ-নিদানম্

জিহ্বানিলেন স্ফুটিতা প্রসুপ্তা ভবেচ্চ শাকচ্ছদনপ্রকাশা। পিত্তাৎ সদাহৈরুপচীয়তে চ দীর্ঘৈঃ সরক্তৈরপি কণ্টকৈশ্চ॥ কফেন গুর্ব্বী বহুলাচিতা চ মাংসোচ্ছ্রয়ৈঃ শাল্মলিকন্টকাভৈঃ। জিহ্বাতলে যঃ শ্বয়থুঃ

প্রগাঢ়ঃ সোঽলাসসংজ্ঞঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ॥ জিহ্বাং স তু স্তম্ভয়তি প্রবৃদ্ধো মূলে চ জিহ্বা ভৃশমেতি পাকম্॥ জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুর্হি জিহ্বামুন্নম্য জাতঃ কফরক্তমূলঃ। লালাকরঃ কণ্ডুযুতঃ সচোষঃ সা তূপজিহ্বা পঠিতা ভিষগ্‌ভিঃ॥

বায়ুজনিত জিহ্বারোগে জিহ্বা স্ফুটিত ও রসাস্বাদনে অসমর্থ এবং শাক (সেগুণ) নামক বৃক্ষের পত্রসদৃশ কণ্টকব্যাপ্ত হয়। পৈত্তিক জিহ্বারোগে জিহ্বা দাহজনক, রক্তবর্ণ ও দীর্ঘাকৃতি কণ্টকসমূহ দ্বারা আকীর্ণ হইয়া থাকে। শ্লেষ্মজ জিহ্বারোগে জিহ্বা গুরু ও শাল্মলীকণ্টকের ন্যায় মাংসাঙ্কুর-বিশিষ্ট হয়।

প্রদুষ্ট কফ ও রক্ত জিহ্বাতলে যে দারুণ শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে অলাস কহে। উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জিহ্বাস্তম্ভ ও জিহ্বামূলে অত্যন্ত পাক উপস্থিত করে।

দুষ্ট কফ ও রক্ত জিহ্বাকে উন্নত করিয়া নিম্নভাগে যে লালাস্রাব কণ্ডু ও দাহ বিশিষ্ট জিহ্বাগ্রাকৃতি শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে উপজিহ্বা কহিয়া থাকে।

জিহ্বারোগ-চিকিৎসা

ওষ্ঠকোপে তু্বনিলজে যদুক্তং প্রাক্ চিকিৎসিতম্ কণ্টকেষ্বনিলোত্থেষু তৎ কার্য্যং ভিষজা খলু॥

বাতজ ওষ্ঠরোগে যে চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, বাতজনিত জিহ্বাকণ্টক রোগেও সেই চিকিৎসা করিবে।

পিত্তজেষু নিঘৃষ্টেষু নিঃসৃতে দুষ্টশোণিতে। প্রতিসারণগণ্ডূষ-নস্যঞ্চ মধুরং হিতম্॥

পৈত্তিক জিহ্বাকণ্টক রোগে কর্কশ পত্রাদি দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে কাকোল্যাদিগণের চূর্ণ ঘর্ষণ, গণ্ডূষধারণ ও নস্যগ্রহণ করিবে।

কণ্টকেষু কফোত্থেষু লিখিতেষ্বসৃজঃ ক্ষয়ে। পিপ্পল্যাদির্মধুযুতঃ কার্য্যস্তু প্রতিসারণঃ॥ গৃহ্ণীয়াৎ কবলঞ্চাপি গৌরসর্ষপসৈন্ধবৈঃ। পটোলনিম্ববার্ত্তাকু-ক্ষারযূষৈশ্চ ভোজয়েৎ॥

কফজ জিহ্বাকণ্টক রোগে কর্কশ পত্রাদি দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে পিপ্পল্যাদিগণের সূক্ষ্মচূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা প্রতিসারণ (ধীরে ধীরে ঘর্ষণ), শ্বেত সর্ষপ ও সৈন্ধবলবণের কবল ধারণ এবং পটোল, নিম, বেগুণ ও ক্ষারপ্রধান কুলত্থাদির যূষ ভোজন করিবে।

জিহ্বাজাড্যং মাণভস্মলবণতৈলঘর্ষণং হন্তি। ঈষৎসুক্তক্ষীরাক্তং জম্বীরাদ্যম্লচর্ব্বণং বাপি॥

মাণভস্ম, সৈন্ধবলবণ ও তৈল একত্র মিলিত করিয়া জিহ্বায় ঘর্ষণ এবং জামির লেবু প্রভৃতি অম্লদ্রব্যের কেশর কিঞ্চিৎ সিজের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া চর্ব্বণ করিলে জিহ্বাজাড্য রোগ প্রশমিত হয়।

উপজিহ্বান্তু সংলিখ্য ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ। শিরোবিরেকগণ্ডূষ-ধূমৈশ্চৈনমুপাচরেৎ॥

কর্কশ পত্রাদি দ্বারা উপজিহ্বা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে যবক্ষার প্রতিসারণ করিবে। ইহাতে শিরোবিরেচন, গণ্ডূষধারণ ও ধূম প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

ব্যোষক্ষারাভয়াবহ্নি-চূর্ণমেতৎ প্রঘর্ষণম্। উপজিহ্বা প্রশান্ত্যর্থমেতৈস্তৈলং বিপাচয়েৎ॥

ত্রিকটু, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতামূল, ইহাদের চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে অথবা এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মাখাইলে উপজিহ্বা প্রশমিত হয়।

তালুগতরোগ-নিদানম্

শ্লেষ্মাসৃগ্‌ভ্যাং তালুমূলে প্রবৃদ্ধো দীর্ঘঃ শোথো ধ্মাতবস্তিপ্রকাশঃ। তৃষ্ণাকাসশ্বাসকৃৎ তং বদন্তি। ব্যাধিং বৈদ্যাঃ কণ্ঠশুণ্ডীতি নাম্না॥ শোথঃ স্থূলস্তোদদাহপ্রপাকী প্রাগুক্তাভ্যাং তুণ্ডিকেরী মতা তু। মন্দঃ শোথো লোহিতো শোণিতোত্থো জ্ঞেয়োঽধ্রুষঃ সজ্বরস্তীব্ররুক্ চ॥ কূর্ম্মোৎসন্নোঽবেদনোঽশীঘ্রজন্মা রোগো জ্ঞেয়ঃ কচ্ছপঃ শ্লেষ্মণা তু। পদ্মাকারং তালুমধ্যে তু শোথং বিদ্যাদ্রক্তাদর্ব্বুদং প্রোক্তলিঙ্গম্॥ দুষ্টং মাংসং শ্লেষ্মণা নীরুজঞ্চ তাল্বন্তঃস্থং মাংসসঙ্ঘাতমাহুঃ। নীরুক্ স্থায়ী কোলমাত্রঃ কফাৎ স্যান্মেদোযুক্তাৎ পুপ্পুটস্তালুদেশে॥ শোষোঽত্যর্থং দীর্যতে চাপি তালু শ্বাসশ্চোগ্রস্তালুশোষোঽনিলাচ্চ। পিত্তং কুর্য্যাৎ পাকমত্যর্থঘোরং তালুন্যেবং তালুপাকং বদন্তি॥

দুষ্ট কফ ও দুষ্ট রক্ত দ্বারা তালুমূলে যে শোথ উৎপন্ন ও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, তাহাকে গলশুণ্ডী কহে। গলশুণ্ডী রোগে তৃষ্ণা, শ্বাস ও কাস উপস্থিত হয়।

কফ ও রক্তের প্রকোপ হেতু তালুমূলে তুণ্ডিকেরী অর্থাৎ বনকার্পাসীফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে স্থূল শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তুণ্ডিকেরী কহে। ইহাতে তোদ ও দাহ বিদ্যমান থাকে এবং ইহা পাকে।

তালুদেশে রক্তদুষ্টিজন্য যে লোহিতবর্ণ অনতিস্থূল শোথ জন্মে, তাহাকে অধ্রুষ কহে। ইহাতে জ্বর ও তীব্রবেদনা উপস্থিত হয়।

শ্লেষ্মার প্রকোপে তালুদেশে অল্প বেদনাযুক্ত কূর্ম্মাকৃতি যে শোথ ক্রমে ক্রমে দীর্ঘকালে উদ্ভূত হয়, তাহাকে কচ্ছপ কহে।

রক্ত প্রকোপে তালুমধ্যে পদ্মকর্ণিকার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ মাংসাঙ্কুরব্যাপ্ত যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রক্তার্ব্বুদ কহে। ইহা পূর্ব্বোক্ত রক্তার্ব্বুদ-লক্ষণাক্রান্ত।

কফদুষ্টিহেতু তালুদেশে বেদনারহিত যে দুষ্ট মাংসোপচয় হয়, তাহাকে মাংসসংঘাত কহে।

দুষ্ট কফ ও মেদ তালুদেশে কুলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং অবেদন যে স্থায়ী শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে তালুপুপ্পুট কহে।

তালুশোষ নামক এক প্রকার তালুরোগ আছে, তাহাতে তালুর অত্যন্ত শোষ ও বিদারণবৎ পীড়া এবং রোগির শ্বাস উপস্থিত হয়। ইহা বাতপ্রকোপজ ব্যাধি।

পিত্ত প্রকুপিত হইয়া তালুদেশে কষ্টদায়ক পাক উপস্থিত করিলে তাহাকে তালুপাক কহিয়া থাকে।

তালুরোগ-চিকিৎসা

ছিত্ত্বা ঘর্ষেদ্ গলে শুণ্ডীং ব্যোষোগ্রাক্ষৌদ্রসিন্ধুজৈঃ। কুষ্ঠোষণবচাসিন্ধু-কণাপাঠাপ্লবৈরপি। সক্ষৌদ্রৈর্ভিষজা কার্য্যং গলশুণ্ড্যাঃ প্রঘর্ষণম্॥

গলশুণ্ডী ছেদন করিয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ ও সৈন্ধবলবণ, অথবা কুড়, মরিচ, বচ, সৈন্ধলবণ, পিপুল, আক্‌নাদি ও কৈবর্ত্তমুথা, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিবে।

উপনাসাব্যধো হন্তি গলশুণ্ডীমশেষতঃ। গলশুণ্ডীহরং তদ্বচ্ছেফালীমূলচর্ব্বণম্॥

নাসিকার সমীপস্থ (অতি সমীপস্থ শিরাচতুষ্টয় ত্যাগ করিয়া) শিরা বিদ্ধ করিলে অথবা শেফালিকার মূল চর্ব্বণ করিলে গলশুণ্ডী বিনষ্ট হয়।

বচামতিবিষাঃ পাঠাং রাস্নাং কটুকরোহিণীম্। নিঃকাথ্য পিচুমর্দ্দঞ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ। ক্ষারসিদ্ধেষু মুদোষু যূষশ্চাপ্যশনে হিতঃ॥

গলশুণ্ঠী রোগে বচ, আতইচ, আক্‌নাদি, রাস্না, কট্‌কী ও নিমছাল, ইহাদের ক্বাথের কবল এবং ঘণ্টাপারুল ও অপামার্গ প্রভৃতির ক্ষারজলে সিদ্ধ মুদ্‌গাদির যূষ হিতকর।

তুণ্ডিকের্য্যধ্রুষে কূর্ম্ম-সঙ্ঘাততালুপুপ্পুটে। এষ এব বিধিঃ কার্য্যো বিশেষঃ শস্ত্রকর্ম্মণি॥

তুণ্ডীকেরী, অধ্রূষ, কূর্ম্ম, সংঘাত ও তালুপুপ্পুট রোগে পূর্ব্বোক্ত বিধিই করণীয়। তবে শস্ত্রকর্ম্মের পার্থক্য আছে, অর্থাৎ তুণ্ডীকেরী ও তালুপুপ্পুট ভেদ্য, অপরগুলি ছেদ্য।

তালুপাকে তু কর্ত্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনম্। স্নেহস্বেদৌ তালুশোষে বিধিশ্চানিলনাশনঃ॥

তালুপাকে পিত্তনাশক ক্রিয়া কর্ত্তব্য। তালুশোষে স্নেহ স্বেদ ও বাতঘ্ন বিধি বিধেয়।

কণ্ঠগতরোগ-নিদানম্

গলেঽনিলঃ পিত্তকফৌ চ মূর্চ্ছিতৌ প্রদূষ্য মাংসঞ্চ তথৈব শোণিতম। গলোপসংরোধকরৈস্তথাঙ্কুরৈ-র্নিহন্ত্যসূন্ ব্যাধিরিয়ং হি রোহিণী॥ জিহ্বাসমন্তাদ্‌ভৃশবেদনাস্তু মাংসাঙ্কুরাঃ কণ্ঠবিরোধিনো যে। সা রোহিণী বাতকৃতা প্রদিষ্টা বাতাত্মকোপদ্রবগাঢ়যুক্তা॥ ক্ষিপ্রোদ্গমা ক্ষিপ্রবিদাহপাকা তীব্রজ্বরা পিত্তনিমিত্তজা তু। স্রোতোবিরোধিন্যচলোদ্‌গতা চ। স্থিরাঙ্কুরা যা কফসম্ভবা সা॥ গম্ভীর-পাকিণ্যনিবার্য্যবীর্য্যা ত্রিদোষলিঙ্গা ত্রিতয়োত্থিতা চ। স্ফোটৈশ্চিতা পিত্তসমানলিঙ্গা সাধ্যা প্রদিষ্টা রুধিরাত্মিকা তু॥ কোলাস্থিমাত্রঃ কফসম্ভবো যো গ্রন্থির্গলে কণ্টকশূকভূতঃ। খরঃ স্থিরঃ শস্ত্রনিপাতসাধ্যস্তং কণ্ঠশালুকমিতি ব্রুবন্তি॥ জিহ্বাগ্ররূপঃ শ্বয়থুঃ কফাৎতু জিহ্বোপরিষ্টাদপি রক্তমিশ্রাৎ। জ্ঞেয়োঽধিজিহ্বঃ খলু রোগ এষ বিবর্জ্জয়েদাগতপাকমেনম্॥ বলাস এবান্নতমুন্নতঞ্চ শোথং করোত্যন্নগতিং নিবার্য্য। তং সর্ব্বথৈবাপ্রতিবার্য্যবীর্য্যং বিবর্জ্জনীয়ং বলয়ং বদন্তি॥ গলে তু শোথং কুরুতঃ প্রবৃদ্ধৌ শ্লেষ্মানিলৌ শ্বাসরুজোপপন্নম্। মর্ম্মচ্ছিদং দুস্তরমেনমাহুর্বলাসসংজ্ঞং নিপুণা বিকারম্॥ বৃত্তোন্নতোঽন্তঃ শ্বয়থুঃ সদাহঃ সকণ্ডুরোঽপাক্যমৃদুর্গুরুশ্চ। নাম্নৈকবৃন্দঃ পরিকীর্ত্তিতোঽসৌ ব্যাধির্বলাসক্ষতজপ্রসূতঃ॥ সমুন্নতং বৃত্তমমন্দদাহং তীব্রজ্বরং বৃন্দমুদাহরন্তি। তচ্চাপি পিত্তক্ষতজ-প্রকোপাজ্‌জ্ঞেয়ং সতোদং পবনাত্মকন্তু॥ বর্ত্তির্ঘনা কণ্ঠনিরোধিনী যা চিতাতিমাত্রং পিশিতপ্ররোহৈঃ। অনেকরুক্ প্রাণহরী ত্রিদোষাজ্‌জ্ঞেয়া শতঘ্নী চ শতঘ্নিরূপা॥ গ্রন্থির্গলে ত্বামলকাস্থিমাত্রঃ স্থিরোঽতিরুগ্ যঃ কফরক্তমূর্ত্তিঃ। সংলক্ষ্যতে সক্তমিবাশনঞ্চ স শস্ত্রসাধ্যস্তু শিলায়ুসংজ্ঞঃ॥ সর্ব্বং গলং ব্যাপ্য সমুত্থিতো যঃ শোথো রুজাঃ সন্তি চ যত্র সর্ব্বাঃ। স সর্ব্বদোষৈর্গলবিদ্রধিস্তু তস্যৈব তুল্যঃ খলু সর্ব্বজস্য॥ শোথো মহানন্নজলাবরোধী তীব্রজ্বরো বায়ুগতের্নিহন্তা। কফেন জাতো রুধিরান্বিতেন গলে গলৌঘঃ পরিকীর্ত্ত্যতে তু॥ যস্তাম্যমানঃ শ্বসিতি প্রসক্তং ভিন্নস্বরং শুষ্কবিমুক্তকণ্ঠঃ। কফোপদিগ্ধেষ্বনিলায়নেষু জ্ঞেয়ঃ স রোগঃ শ্বসনাৎ স্বরঘ্নঃ॥ প্রতানবান্ যঃ শ্বয়থুঃ সুকষ্টো গলোপরোধং কুরুতে ক্রমেণ। স মাংসতানঃ কথিতোঽবলম্বী প্রাণপ্রণুৎ সর্ব্বকৃতো বিকারঃ॥ সদাহতোদং শ্বয়থুং সুতাম্রমন্তর্গলে পূতিবিশীর্ণমাংসম্ পিত্তেন বিদ্যাদ্বদনে বিদারীং পার্শ্বে বিশেষাৎ স তু যেন শেতে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রত্যেকে বা সকলেই প্রকুপিত হইয়া, মাংস ও রক্তকে দূষিত করতঃ কণ্ঠদেশে মাংসাঙ্কুরসমূহ উৎপাদন করে। সেই মাংসাঙ্কুর দ্বারা কণ্ঠরোধ হওয়াতে রোগির প্রাণ বিনষ্ট হয়। এই ব্যাধির নাম রোহিণী।

বাতজ রোহিণী রোগে অত্যন্ত বেদনাদায়ক কণ্ঠ-নিরোধক মাংসাঙ্কুরসকল জিহ্বার চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন হয়, তাহাতে মন্যাস্তম্ভাদি বাতজ উপদ্রবসকল প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে।

পিত্তজ রোহিণী রোগে মাংসাঙ্কুরসকল শীঘ্র উৎপন্ন হয় ও শীঘ্র পাকে। ইহাতে তীব্রজ্বর উপস্থিত হয়।

কফজ রোহিণী রোগে মাংসাঙ্কুরসকল কণ্ঠস্রোতোরোধক, অচল, উন্নত ও কঠিন হয়।

সান্নিপাতিক রোহিণী রোগে মাংসাঙ্কুরসকল গম্ভীরপাকী, দুনিবার্য্য ও ত্রিদোষলক্ষণাক্রান্ত হয়।

রক্তজ রোহিণী, পৈত্তিক রোহিণীর লক্ষণযুক্ত ও স্ফোটক দ্বারা আকীর্ণ হয়। ইহা সাধ্য।

কফপ্রকোপহেতু কণ্ঠদেশে কুল-আঁটির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট খরস্পর্শ ও কঠিন যে গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাকে কণ্ঠশালুক কহে। ইহা কণ্টকবৎ ও জলশূকবৎ বেদনাদায়ক। কণ্ঠশালুক অস্ত্রসাধ্য ব্যাধি।

কফ ও রক্ত, জিহ্বার উপরিভাগে জিহ্বাগ্রভাগের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে অধিজিহ্ব কহে। ইহা পাকিলে অসাধ্য হয়। উপজিহ্ব জিহ্বার নিম্নে হয়, অধিজিহ্ব উপরে থাকে।

দুষ্ট কফ কণ্ঠদেশে বলয়াকৃতি যে আয়ত ও উন্নত শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বলয় কহে। বলয় রোগে অন্নবহ-স্রোত রুদ্ধ হইয়া যায়। ইহার শক্তি দুর্নিবার্য্য, সুতরাং বিবর্জ্জনীয়।

শ্লেষ্মা ও অনিল প্রকুপিত হইয়া কণ্ঠদেশে শ্বাস ও বেদনাজনক মর্ম্মচ্ছেদক যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে বলাস কহে। ইহা দুশ্চিকিৎস্য।

দুষ্ট কফ ও রক্ত, কণ্ঠমধ্যে দাহ ও কণ্ডুযুক্ত ঈষৎপাকী ও ঈষৎ মৃদু, ভারবিশিষ্ট, উন্নত ও গোলাকার যে শোথ উৎপাদন করে, তাহাকে একবৃন্দ কহে।

পিত্ত ও রক্তের প্রকোপহেতু কণ্ঠদেশে উন্নত ও গোলাকার এবং তীব্রজ্বর ও দাহবিশিষ্ট যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বৃন্দ কহে। ইহা বাতাত্মক হইলে তোদবিশিষ্ট হয়।

বাতাদি দোষত্রয়ের প্রকোপজন্য কণ্ঠনিরোধক, কঠিন ও শতঘ্নীর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট যে বর্ত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকে শতঘ্নী কহে। লৌহকণ্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ শিলাকে শতঘ্নী বলে। শতঘ্নী যেমন লৌহকন্টকে আকীর্ণ, ইহাও তেমনি মাংসাঙ্কুরে ব্যাপ্ত। ইহাতে বাতাদি দোষত্রয়কৃত বিবিধ বেদনা বিদ্যমান থাকে। এই রোগ প্রাণনাশক।

কফ ও রক্তের প্রকোপে কণ্ঠদেশে আমলার আঁটির ন্যায় আকৃতি ও পরিমাণবিশিষ্ট কঠিন এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত যে শোথ হয়, তাহাকে শিলায়ু (বা গিলায়ু) কহে। ইহাতে বোধ হয় যেন, আহারদ্রব্য কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। শিলায়ু অস্ত্রসাধ্য ব্যাধি।

ত্রিদোষের প্রকোপহেতু সমস্ত কণ্ঠ ব্যাপিয়া যে শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। ইহাতে তোদ, দাহ ও কণ্ডু প্রভৃতি ত্রিদোষজনিত সর্ব্বপ্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত সান্নিপাতিক বিদ্রধির লক্ষণাক্রান্ত। স্থানভেদে চিকিৎসাভেদ থাকায় গলবিদ্রধি পৃথগ্‌ভাবে পুনঃ পঠিত হইয়াছে।

গলৌঘ রোগে গলমধ্যে এরূপ বৃহৎ শোথ হয় যে, তাহাতে অন্ন, জল ও নিশ্বাসবায়ুরও গতি রুদ্ধ হয় এবং রোগী প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহা কফরক্তজনিত ব্যাধি।

স্বরঘ্ন রোগে শ্বাসমার্গ কফরুদ্ধ হওয়াতে রোগী মূর্চ্ছা যায়, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, তাহার স্বরভেদ হয় এবং কণ্ঠ নীরস ও অবশ (কোন দ্রব্য গিলনে অসমর্থ) হইয়া থাকে। ইহা বাতজ ব্যাধি।

যে রোগে কণ্ঠদেশে বিস্তৃত অতি কষ্টদায়ক লম্ববান্ শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে কণ্ঠরোধ করিয়া প্রাণনাশ করে, তাহাকে মাংসতান কহে। ইহা ত্রিদোষজ।

বিদারী রোগে কণ্ঠের মধ্যে তোদ-দাহ-বিশিষ্ট তাম্রবর্ণ শোথ হয়, এবং ক্রমে ঐ শোথের মাংস পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া খসিয়া পড়ে। যে পার্শ্বে শয়ন করা অভ্যাস, সেই পার্শ্বেই প্রায় এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা পিত্তপ্রকোপজ ব্যাধি।

কণ্ঠরোগ-চিকিৎসা

সাধ্যানাং রোহিণীনান্তু হিতং শোণিতমোক্ষণম্। ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডূষো নস্তকর্ম্ম চ॥

চিকিৎসাসাধ্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষধারণ ও নস্যগ্রহণ হিতকর।

বাতিকীন্তু হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ। সুখোষ্ণাংস্তৈলকবড়ান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ॥

বাতিক রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া পঞ্চলবণের প্রতিসারণ এবং বারংবার ঈষদুষ্ণ তৈলের কবলধারণ করিবে।

পত্তঙ্গশর্করাক্ষৌদ্রৈঃ পৈত্তিকীং প্রতিসারয়েৎ। দ্রাক্ষাপরূষককাথো হিতশ্চ কবড়গ্রহে॥

পৈত্তিক রোহিণীরোগে রক্তচন্দন, চিনি ও মধুর প্রতিসারণ (ধীরে ধীরে ঘর্ষণ) এবং দ্রাক্ষা ও ফলসার ক্বাথের কবলধারণ হিতকর।

আগারধূমকটুকৈঃ কফজাং প্রতিসারয়েৎ। শ্বেতাবিড়ঙ্গদন্তীষু সিদ্ধং তৈলং সসৈন্ধবম্। নস্যঃকর্ম্মণি দাতব্যং কবলঞ্চ কফোচ্ছ্রয়ে॥

শ্লেষ্মোল্বণ রোহিণীরোগে ঝুল ও কট্‌কীর প্রতিসারণ এবং লতাফট্‌কী (অপরাজিতা), বিড়ঙ্গ, দন্তী ও সৈন্ধব ইহাদের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্যগ্রহণ ও কবলধারণ করিবে।

পিত্তবৎ সাধয়েদ্ বৈদ্যো রোহিণীং রক্তসম্ভবাম্। বিস্রাব্য কণ্ঠশালূকং সাধয়েৎ তুণ্ডিকেরীবৎ। এককালং যবান্নঞ্চ ভুঞ্জীত স্নিগ্ধমল্পশঃ॥

রক্তজ রোহিণীর চিকিৎসা পিত্তজ রোহিণীর ন্যায় করিবে। কণ্ঠশালূক রোগে দুষ্টরক্ত স্রাব করিয়া তুণ্ডিকেরীর ন্যায় তাহার চিকিৎসা করিবে এবং একবার অল্প করিয়া স্নিগ্ধ যবান্ন ভোজন করাইবে।

উপজিহ্বিকবচ্চাপি সাধয়েদবিজিহ্বিকাম্॥ উন্নাম্য জিহ্বামাকৃষ্য বড়িশেনাধিজিহ্বিকাম্। ছেদয়েন্মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণোষ্ণৈর্লবণাদিভিঃ॥

উপজিহ্বার ন্যায় অধিজিহ্বিকা রোগের চিকিৎসা করিবে। অধিজিহ্বিকা রোগে জিহ্বা ঊর্দ্ধদিকে তুলিয়া বড়িশযন্ত্র দ্বারা ধরিয়া মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা অধিজিহ্বা ছেদন করিবে। এবং তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও লবণাদি দ্বারা ঐ স্থান ঘর্ষণ করিবে।

একবৃন্দন্তু বিস্রাব্য বিধিং শোধনমাচরেৎ। শিলায়ুশ্চাপি যো ব্যাধিস্তঞ্চ শস্ত্রেণ সাধয়েৎ॥
(শস্ত্রেণ সাধয়েদিতি কঠিনমল্পবেদনমপকং শিলায়ুংছেদয়েৎ পকন্তু ভেদয়েৎ পূযনিঃসারণার্থং। ততো দ্বিব্রণীয়োক্তবিধিনা শোধনাদিরত্রাপি লভ্যতে।)॥

একবৃন্দ রোগে জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া প্রতিসারণ, শিরোবিরেচন ও কবলধারণ দ্বারা গলগত দোষ শোধন এবং বমনাদি দ্বারা কায়বিশোধন করিবে।

শিলায়ুরোগ শস্ত্রসাধ্য। কঠিন, অল্পবেদনাবিশিষ্ট ও অপক্ক শিলায়ু ছেদ্য, কিন্তু পূযনিঃসারণার্থ পক্ক শিলায়ু ভেদ্য। তদনন্তর সুশ্রুতের দ্বিব্রণীয়োক্ত চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

অমর্ম্মস্থং সুপক্কঞ্চ ভেদয়েদ্ গলবিদ্রধিম্॥

গলবিদ্রধি যদি মর্ম্মস্থানজাত না হয়, তাহা হইলে সুপক্কাবস্থায় উহা ভেদ করিবে।

কণ্ঠরোগেষ্বসৃঙ্মোক্ষস্তীক্ষ্ণনস্যাদিকর্ম্ম চ। ক্বাথপানস্তু দার্ব্বীত্বঙ্নিম্বতার্ক্ষ্যকলিঙ্গতঃ॥

সর্ব্ববিধ কণ্ঠরোগেই তীক্ষ্ণ নস্যাদি প্রয়োগ এবং দারুহরিদ্রা, গুড়ত্বক্, নিমছাল, রসাঞ্জন ও ইন্দ্রযব, ইঁহাদের ক্বাথ পান করিবে।

হরীতকীকষায়ো বা পেয়ো মাক্ষিকসংযুতঃ। কটুকাতিবিষাদারু-পাঠামুস্তকলিঙ্গকাঃ। গোমূত্রক্বথিতাঃ পেয়াঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ॥

মধুসংযুক্ত হরীতকী-ক্বাথ, অথবা কট্‌কী, আতইচ, দেবদারু, আক্‌নাদি, মুতা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ পান করিলে সমুদায় কণ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

দশমূলং পিবেদুষ্ণং যূষং মূলকুলত্থয়োঃ। ক্ষীরেক্ষুরসগোমূত্র-দধিমস্ত্বম্লকাঞ্জিকৈঃ। বিদধ্যাৎ কবলান্ বীক্ষ্য দোষং তৈলঘৃতৈরপি॥

গলরোগে দশমূলের যূষ ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিবে এবং দোষ বিবেচনা করিয়া দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গোমূত্র, দধি, দধির মাত, অম্ল কাঞ্জিক, তৈল ও ঘৃত দ্বারা কবল ধারণ করিবে।

মৃদ্বীকা কটুকা ব্যোষং দার্ব্বীত্বক্ ত্রিফলা ঘনম্। পাঠা রসাঞ্জনং দূর্ব্বা তেজোহ্বেতি সুচূর্ণিতম্। ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যং গলরোগে মহৌষধম্॥

দ্রাক্ষা, কট্‌কী, ত্রিকটু, দারুহরিদ্রাছাল, ত্রিফলা, মুতা, আক্‌নাদি, রসাঞ্জন, দূর্ব্বা ও চৈ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুসহ সেবন করিলে গলরোগে অত্যন্ত উপকার হয়।

কালকচূর্ণম্

গৃহধূমো যবক্ষার পাঠাব্যোষরসাঞ্জনম্। তেজোহ্বাত্রিফলালৌহ-চিত্রকঞ্চেতি চূর্ণিতম্॥ সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতদ্ গলরোগবিনাশনম্। কালকং নাম তচ্চূর্ণং দন্তজিহ্বাস্যরোগনুৎ॥

ঝুল, যবক্ষার, আক্‌নাদি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, চৈ, ত্রিফলা, লৌহচূর্ণ ও চিতা, এই সকল একত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মুখে ধারণ করিলে গলরোগ, দন্ত, জিহ্বা ও মুখগত রোগ বিনষ্ট হয়।

পীতকচূর্ণম্

মনঃশিলা যবক্ষারো হরিতালং সসৈন্ধবম্। দার্ব্বীত্বক্ চেতি তচ্চূর্ণং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্॥ মূর্চ্ছিতং ঘৃতমণ্ডেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ। মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতম্॥

মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধবলবণ ও দারুহরিদ্রার ছাল, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত-মণ্ডে আলোড়িত করিয়া মুখে ধারণ করিলে কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। (ইহা এবং কালকচূর্ণ সকলপ্রকার মুখরোগেই উপকার করে।)

ক্ষারগুড়িকা

পঞ্চকোলকতালীশ-পত্রৈলামরিচত্বচঃ। পলাশমুষ্ককক্ষার-যবক্ষারাশ্চ চূর্ণিতাঃ। গুড়ে পুরাণে ক্বথিতে দ্বিগুণে গুড়িকাঃ কৃতাঃ। কর্কন্ধুমাত্রাঃ সপ্তাহং স্থিতা মুষ্ককভস্মনি। কণ্ঠরোগেষু সর্ব্বেষু ধার্য্যাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, তেজপত্র, এলাইচ, মরিচ, গুড়ত্বক্, পলাশক্ষার, ঘণ্টাপারুলির ক্ষার ও যবক্ষার এই সমুদায় দ্রব্য, দ্বিগুণ পুরাতন গুড়ের সহিত পাক করিয়া কুল-প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করত ৭ দিবস ঘণ্টাপারুলির ক্ষারমধ্যে রাখিয়া দিবে। এই গুড়িকা সকল প্রকার কণ্ঠরোগে অমৃতের ন্যায় উপকার করে।

যবক্ষারাদিগুটী

যবাগ্রজং তেজবতীং সপাঠাং রসাঞ্জনং দারুনিশাং সকৃষ্ণাম্। ক্ষৌদ্রেণ কুর্য্যাদ্ গুটিকাং মুখেন তাং ধারয়েৎ সর্ব্বগলাময়েষু॥

যবক্ষার, লতাফট্‌কী (কেহ বলেন চৈ), আক্‌নাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা, পিপুল, এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত গুড়িকা করিয়া মুখে ধারণ করিলে সকল প্রকার গলরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ। সর্জ্জিকাক্ষারতুল্যাংশৈশ্চূর্ণোঽয়ং গলরোগনুৎ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা, শুঁঠ, সাচিক্ষার ও যবক্ষার, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ব্যবহারে গলরোগ নষ্ট হয়।

মূত্রস্বিন্নাং শিবাং তুল্যাং মধুরীকুষ্ঠবালকৈঃ। অভ্যস্য মুখরোগাংস্তু জয়েদ্বিরসতামপি॥

গোমূত্রসিদ্ধ হরীতকী, মৌরি, কুড় ও বালা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া সেবন করিলে মুখরোগ ও মুখের বিরসতা নষ্ট হয়।

বাতাৎ সর্ব্বসরং চূর্ণৈর্লাবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ। তৈলং বাতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবড়নস্যয়োঃ॥

বাতজন্য সর্ব্বসর-মুখরোগে সৈন্ধবলবণ দিয়া মুখ, দন্ত ও জিহ্বা মার্জ্জন করিবে এবং বাতনাশক (ভদ্রদার্ব্বাদি গণ) দ্রব্যের কল্ক ও ক্বাথসহ সিদ্ধ তৈলের কবড় ও নস্য গ্রহণ করিবে।

পিত্তাত্মকে সর্ব্বসরে শুদ্ধকায়স্য দেহিনঃ। সর্ব্বপিত্তহরঃ কার্য্যো বিধির্মধুরশীতলঃ॥

পিত্তজন্য সর্ব্বসর-মুখরোগে বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা দেহ শুদ্ধ হইলে পিত্তনাশক মধুর ও শীতল বিধি অবলম্বন করিবে।

প্রতিসারণগণ্ডূষান্ ধূমং সংশোধনানি চ। কফাত্মকে সর্ব্বসরে ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ কফাপহম্॥

কফজ সর্ব্বসর রোগে প্রতিসারণ, গণ্ডূষধারণ, ধূমপান, সংশোধন এবং কফবিনাশক চিকিৎসা করিবে।

মুখপাকে শিরাবেধঃ শিরঃকায়বিরেচনম্। কার্য্যস্তু বহুধা নিত্যং জাতীপত্রস্য চর্ব্বণম্॥

মুখপাক রোগে শিরাবেধ, শিরোবিরেচন, কায়বিরেচন ও বারংবার জাতীপত্র চর্ব্বণ করিবে।

জাতীপত্রামৃতাদ্রাক্ষা-যাসদার্ব্বীফলত্রিকৈঃ। ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শীতো গণ্ডূষো মুখপাকনুৎ॥

জাতীপত্র, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, দুরালভা, দারুহরিদ্রা ও ত্রিফলা, ইহাদের ক্বাথ শীতল হইলে তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া গণ্ডূষধারণ করিলে মুখপাক বিনষ্ট হয়।

ক্বথিতাস্ত্রিফলাপাঠা-মৃদ্বীকাজ্ঞাতিপল্লবাঃ। নিষেব্যা ভক্ষণীয়া বা ত্রিফলা মুখপাকহা॥

(নিষেব্যা ইতি পানগণ্ডূষাভ্যামুপযোজ্যা। ইতি চক্রটীকা।)

ত্রিফলা, আক্‌নাদি, দ্রাক্ষা ও জাতীপাতা, ইহাদের ক্বাথ পান ও গণ্ডূষধারণ অথবা ত্রিফলা ভক্ষণ করিলে, মুখপাক নিবারিত হয়।

কৃষ্ণাজীরককুষ্ঠেন্দ্র-যবাণাং চূর্ণতস্ত্র্যহাৎ। মুখপাকব্রণক্লেদ-দৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি॥

পিপুল, জীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ তিন দিবস ব্যবহার করিলে মুখপাক, ব্রণ, ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ্য উপশমিত হয়।

রসাঞ্জনং লোধ্রমথাময়ঞ্চ মনঃশিলা নাগরগৈরিকঞ্চ। পাঠা হরিদ্রা গজপিপ্পলী চ স্যাদ্ধারণং ক্ষৌদ্রযুতং মুখস্য॥

রসাঞ্জন, লোধ, কুড়, মনঃশিলা, শুঁঠ, গেরিমাটি, আক্‌নাদি, হরিদ্রা ও গজপিপুল, ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখপাক নষ্ট হয়।

পটোলনিম্বজম্বাম্র-মালতীনবপল্লবাঃ। পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে॥

পটোল, নিম, জাম, আম ও মালতী, ইহাদের নূতন পত্রের ক্বাথে মুখধাবন করিলে উপকার দর্শে।

পঞ্চবল্ককষায়ো বা ত্রিফলাক্বাথ এব চ। মুখপাকেষু সক্ষৌদ্রঃ প্রযোজ্যা মুখধাবনে॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত, ইহাদের ছালের ক্বাথ অথবা ত্রিফলার ক্বাথ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া মুখ ধৌত করিলে মুখপাকের উপশম হয়।

স্বরসঃ ক্বথিতো দার্ব্ব্যা ঘনীভূতো রসক্রিয়া। সক্ষৌদ্রা মুখরোগাসৃগ্‌দোষনাড়ীব্রণাপহা॥

দারুহরিদ্রার স্বরস অথবা ক্বাথ ঘনীভূত করিয়া মধুর সহিত অবলেহন বা লেপন করিলে মুখরোগ, রক্তদোষ ও নাড়ীব্রণ উপশমিত হয়।

তিলা নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ। সক্ষৌদ্রো দগ্ধবক্ত্রস্য গণ্ডূষো দাহপাকহা॥

ক্ষারাদি দ্বারা মুখ দগ্ধ হইলে তিল অথবা নীলোৎপলের ক্বাথ ঘৃত, চিনি, দুগ্ধ ও মধু সংযুক্ত করিয়া গণ্ডূষধারণ করিলে দাহ ও পাক নিবারিত হয়।

তৈলেন কাঞ্জিকেনাথ গণ্ডূষশ্চূর্ণদাহহা॥

চূর্ণ ভক্ষণ করায় মুখে দাহ উপস্থিত হইলে তৈলের বা কাঞ্জিকের গণ্ডূষ ধারণ করিবে।

ঘনকুষ্ঠৈলাধন্যাকযষ্টীমধ্বেলবালুকাকবড়ঃ। বদনেঽতিপূতিগন্ধং হরতি সুরালশুনগন্ধঞ্চ॥

(ঘনাদিকং মুখে নিক্ষিপ্য চর্ব্বণীয়মিতি বৃদ্ধাঃ।)

মুতা, কুড়, এলাইচ, ধনে, যষ্টিমধু ও এলবালুক, এই সমস্ত বস্তু চর্ব্বণ করিলে মুখের দৌর্গন্ধ্য এবং সুরাপান ও রসুনভোজনজনিত গন্ধ নিবারিত হয়।

সপ্তচ্ছদাদিঃ

সপ্তচ্ছদোশীরপটোলমুস্ত-হরীতকীতিক্তকরোহিণীভিঃ। যষ্ট্যাহ্বরাজদ্রুমচন্দনৈশ্চ ক্বাথং পিবেৎ পাকহরং মুখস্য॥

ছাতিমছাল, বেণার মূল, পটোলপত্র, মুতা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোন্দালমূল ও রক্তচন্দন, এই সমুদায় দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে মুখের পাক নিবারণ হয়।

পটোলাদিঃ

পটোলশুণ্ঠীত্রিফলাবিশালাত্রায়ন্তিতিক্তাদ্বিনিশামৃতানাম্। পীতঃকষায়ো মধুনা নিহন্তি মুখে স্থিতশ্চাস্যগদানশেষান্॥

পটোলপত্র, শুঁঠ, ত্রিফলা, রাখালশশার মূল, বলাডুমুর, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ, এই সমুদায়ের ক্বাথ মধুর সহিত পান বা মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ নষ্ট হয়।

সহকারগুড়িকা

এলালতালবণিকাফলশীতকোষকোলনকানি খদিরস্য কৃতে কষায়ে। তুল্যাংশকানি দশভাগমিতে নিধায় প্রোদ্ভিন্নকেতকপুটে পুটবদ্বিপাচ্য॥ প্রাগংশতুল্যশশিনাথ তদেকসংস্থং পিষ্ট্বা নবেন সহকাররসেন হস্তৌ। লিপ্ত্বা যথাভিলষিতাং গুড়িকাং বিদধ্যাৎ স্ত্রীপুংসয়োর্বদনসৌরভবন্ধুভূতাম্॥

এলাইচ, লতাকস্তুরী, লবঙ্গ, জায়ফল, কর্পূর, জৈত্রী, কক্কোল ও অগুরু ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ কল্ক, সকলের দশগুণ পরিমিত খদিরকাষ্ঠের ক্বাথে আলোড়িত করিয়া বিকসিত-কেতকীপত্রের পুটমধ্যে স্থাপন ও পুটপাক বিধানানুসারে অল্প পাক করিবে। পরে উক্ত কল্কসকল চূর্ণ করিয়া তাহাতে পূর্ব্ব পরিমিত কর্পূর মিশাইবে। অনন্তর নূতন আমের বোঁটার আঠা হস্তে মাখিয়া সেই হস্তে ইচ্ছামত গুড়িকা পাকাইবে। ইহা সেবন করিলে স্ত্রী-পুরুষের মুখে অত্যন্ত সৌরভ হয় এবং মুখরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

স্বল্পখদিরবটিকা

খদিরস্য তুলাং সম্যগ্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। শেষেঽষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিবাপং প্রদাপয়েৎ॥ জাতীকর্পূরপূগানি কক্কোলকফলানি চ। ইত্যেষা গুড়িকা কার্য্যা মুখসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী। দন্তৌষ্ঠমুখরোগেষু জিহ্বাতাল্বাময়েষু চ।

(জাত্যাদিচূর্ণানাং প্রত্যেকং পলং বক্ষ্যমাণখদির বটিকায়াং পলাংশিকানীতিদর্শনাৎ। ইতি শিবদাসঃ।)

খদির ১২।।০ সের জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথে জয়িত্রী, কর্পূর, সুপারি, কক্কোল ও জায়ফল প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে দন্ত, ওষ্ঠ, মুখ, জিহ্বা ও তালুর পীড়া নিবারিত হয়।

বৃহৎ খদিরবটিকা

গায়ত্রিসারতুলয়েরিমবল্কলানাং সার্দ্ধং তুলাযুগলমম্বুঘটৈশ্চতুর্ভিঃ। নিঃক্বাথ্য পাদমবশেষ্যসুবস্ত্রপূতং ভূয়ঃপচেদথ-শনৈর্মৃদুপাবকেন॥ তাস্মন্ ঘনতমুপগচ্ছতি চূর্ণমেষাং শ্লক্ষ্ণং ক্ষিপেচ্চ কবড়গ্রহভাগিকানাম্। এলামৃণালসিতচন্দনচন্দনাম্বুশ্যামাতমালবিকসাঘনলোহযষ্ঠী॥ লজ্জাফলত্রয়রসাঞ্জনধাতকীভ-শ্রীপুষ্পগৈরিককটঙ্কটকট্ফলানাম্। পদ্মাহ্বলোদ্রবটরোহযবাসকানাং মাংসীনিশাসুরভিবল্কলসংযুতানাম্॥ কক্কোলজাতিফলকোষলবঙ্গকানি চূর্ণীকৃতানি বিদধীত পলাংশিকানি। শিতেঽবতার্য্য ঘনসারচতুষ্পলঞ্চ ক্ষিপ্ত্বা কলায়সদৃশীর্গুড়িকাঃ প্রকুর্য্যাৎ॥ শুষ্কা মুখে বিনিহিতা বিনিবারয়ন্তি রোগান্ গলৌষ্ঠরসনা-দ্বিজতালুজাতান। কুর্য্যুর্মুখে সুরভিতামুঞ্চ হন্যাৎ রুচিঞ্চ স্থৈর্য্যং পরং দশনগং রসনাপটুত্বম্॥ (গায়ত্রিসারঃ খদিরসারস্তস্য তুলয়া সার্দ্ধম্ ইরিমদেবল্কলানাং বিট্‌খদিরত্বচাং তুলাযুগলমিত্যর্থঃ। ইতি চক্রটীকা।)

খদির ১২।।০ সের, গুয়েবাব্‌লার ছাল ১২।।০ সের, জল ২৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে এলাইচ, বেণার মুল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, প্রিয়ঙ্গু, তমালপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, অগুরু, যষ্টিমধু, বরাক্রান্তা, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, ধাইফুল, নাগকেশর, পুণ্ডরিয়া কাষ্ঠ, শল্লকী, গেরিমাটী, দারুহরিদ্রা, কট্‌ফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটের ঝুরি, দুরালভা, জটামাংসী, হরিদ্রা, রাস্না (অথবা কুন্দুর কিংবা মূর্ব্বা) ও দারুচিনি প্রত্যেক ২ তোলা ; কক্কোল, জায়ফল, জয়িত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৮ তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে কর্পূর অর্দ্ধ সের মিশ্রিত করিয়া মটরপ্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। গুড়িকা শুষ্ক করিয়া মুখে ধারণ করিলে গল, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুসম্বন্ধী রোগ নষ্ট হইয়া

মুখ সুগন্ধি, সুরস ও দন্তসকল দৃঢ় হয়। ইহাতে জিহ্বার জড়তা অপনীত হইয়া আহারে রুচিবৃদ্ধি হয়।

মুখরোগহরীবটী

রস গন্ধৌ সমৌ তাভ্যাং দ্বিগুণঞ্চ শিলাজতু। গোমূত্রেণ বিমর্দ্দ্যাথ সপ্তধার্কদ্রবেণ চ॥ জাতীনিম্বমহারাষ্ট্রী-রসৈঃ সিধ্যতি পাকাহা। কণা মধুযুতা হন্তি মুখপাকং সুদারুণম্॥ অষ্টগুঞ্জা ধৃতা বক্ত্রে সদ্যো হন্তি বটী গদান্। মহারাষ্ট্র্যাশ্চ কল্কেন মুখঞ্চ প্রতিসারয়েৎ। ধারণাৎ সেবনাচ্চৈব হন্তি সর্ব্বান্ মুখাময়ান্॥

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, শিলাজতু ৪ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে, আকন্দ-পত্রের রসে, জাতীপত্র রসে, নিম্বপত্র রসে ও জলপিপ্পলীর রসে ৭ বার করিয়া মর্দ্দন করত ৮ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই বটী মুখে ধারণ বা জলপিপ্পলীর কল্ক দ্বারা মুখ ঘর্ষণ করিলে অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ নষ্ট হয়।

রসেন্দ্রবটী

রসেন্দ্রগন্ধাশ্মজতুপ্রবাললৌহানি বৈদ্যঃ সমভাগিকানি। রসেন্দ্রপাদপ্রমিতঞ্চ হেম বিভাব্য নিম্বাসনব-হ্নিতোয়ৈঃ॥ ততো বটীর্বল্লমিতা বিমর্দ্দ্য বিধায় বুদ্ধ্যা বহুবারবারা। ফলত্রিককাথজলেন বাপি প্রাতঃ প্রযুঞ্জ্যাৎ প্রকরাম্বুণা বা॥ রসেন্দ্রবট্যাস্যগদান্ নিহন্তি বাতাময়ান্ মেহগণান্ জ্বরাংশ্চ। করোতি বহ্নের্বলবীর্য্যয়োশ্চ বৃদ্ধিং বিশেষেণ রসায়নীয়ম্॥

পারদ, গন্ধক, শিলাজতু, প্রবাল ও লৌহ প্রত্যেক এক ভাগ, স্বর্ণ সিকি ভাগ, এই সকল একত্র করিয়া নিমছাল, অসনছাল ও চিতামূল ইহাদের রসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বহুবার-ছাল, ত্রিফলা বা অগুরুর কাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে এক এক বটিকা প্রযোজ্য। ইহা সেবন করিলে মুখরোগ, বাতব্যাধি, মেহ ও জ্বরের শান্তি এবং অগ্নি, বল ও বীর্য্যের বৃদ্ধি হয়। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন।

সহকারবটী

সহকারস্য নিম্বস্য খদিরস্যাসনস্য চ। তুলাং পৃথগ্ বিনিঃক্বাথ্য দ্রোণমানেন চাম্বুনা॥ একীকৃত্য কষায়াংশ্চ পাদশিষ্টান্ পুনঃ পচেৎ। তত্র ক্ষিপেন্মলয়জং বালকং রক্তচন্দনম্॥ গৈরিকং দেবপুষ্পঞ্চ ধাতকীং রজনীদ্বয়ম্। লোধ্রং জাতীফলং শ্যামাং চাতুর্জ্জাতং ফলত্রয়ম্॥ বটপ্ররোহমঞ্জিষ্ঠা-মাংসীরম্বুধরং বিড়ম্। কটুত্রয়ময়শ্চন্দ্রং প্রসৃত্যর্দ্ধপ্রমাণতঃ॥ ততঃ কলায়সদৃশীবিদধ্যাদ্ গুড়িকা ভিষক্। রোগান্ কণ্ঠৌষ্ঠরসনা-দন্ততালুসমুদ্ভবান্॥ সহকারবটী হন্যাদাশ্বেব বদনে ধৃতা। জনয়েন্মুখসৌরভ্যং সুরুচিং স্থিরদন্ততাম্॥

আমছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। নিমছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। খদিরকাষ্ঠ ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। অসনছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ৪টি ক্বাথ একত্র করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। যথাসময়ে শ্বেতচন্দন, বালা, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, লবঙ্গ, ধাইফুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, জায়ফল, শ্যামালতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বটের ঝুরি, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, মুতা, বিট্‌লবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লৌহ ও কর্পূর প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। পরে নামাইয়া মটরের ন্যায় গুটিকাসকল প্রস্তুত করিবে। এই সহকারবটী মুখে ধারণ করিয়া থাকিলে কণ্ঠ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দন্ত ও তালুর ক্ষতাদির নিবারণ, দন্ত সকলের স্থিরত্ব, আহারে রুচি ও মুখে সৌগন্ধ্য হয়।

চতুর্ম্মুখো রসঃ

মৃতং সুতং মৃতং স্বর্ণং দ্বাভ্যাং তুল্যাং মনঃসিলাম্। বিমর্দ্দয়েচ্চ তৈলেন অতসীসম্ভবেন চ॥ তদ্‌গোলং বস্ত্রতো বদ্ধা লেপয়েচ্চ সমন্ততঃ। অতসীফলকল্কেন দোলাযন্ত্রে ত্র্যহং পচেৎ। উদ্ধৃত্য ধারয়েদ বক্ত্রে জিহ্বাদন্তাস্যরোগনুৎ॥

রসসিন্দূর ১ ভাগ, জারিত স্বর্ণ ১ ভাগ, উভয়ের তুল্য মনঃশিলা, মসিনাতৈলে মর্দ্দন করিয়া একটি পিণ্ড করিবে। পরে ঐ পিণ্ড বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাতে অতসীফলের কল্ক লেপন করিবে। পরে ইহা দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিয়া মুখে ধারণ করিলে জিহ্বা, দন্ত ও মুখরোগ বিনষ্ট হয়।

পার্ব্বতীরসঃ

পার্ব্বতীকাশীসম্ভুতো দরদো মধুপুষ্পকম্। গুড়ূচীশালমলীদ্রাক্ষা ধান্যভূনিম্বমার্কবম্॥ তিলমুদ্‌গ-পটোলঞ্চ কুষ্মাণ্ডলবণদ্বয়ম্। যষ্টিকাধান্যকং ভস্ম চান্তর্দ্দগ্ধং সমং সমম্। মুখরোগং নিহন্ত্যাশু পার্ব্বতীরস উত্তমঃ। পিত্তজ্বরং চিরং হন্তি তিমিরঞ্চ তৃষামপি॥

গন্ধক, পারদ, হিঙ্গুল, মৌলফুল, গুলঞ্চ, শিমুল, দ্রাক্ষা, ধনে, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, তিল, মুগ, পটোল, কুষ্মাণ্ড, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, যষ্টিমধু, ধনে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে অন্তর্বাষ্পে দগ্ধ করিবে। এই ভস্ম সেবনে মুখরোগ আশু বিনষ্ট হয়। ইহা পিত্তজ্বর, তিমির ও তৃষ্ণানাশক।

সপ্তামৃতরসঃ

মৃতসূতাভ্রকং ঃল্যং মৃতলৌহং শিলাজতু। গুগ্‌গুলুঞ্চ শিলা তাপ্যং সমাংশং মধুনা লিহেৎ। মাষমাত্রপ্রয়োগেণ মুখরোগং বিনাশয়েৎ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, গুগ্‌গুলু, মনঃশিলা ও স্বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুসহ মাড়িয়া এক মাষা পরিমাণে ব্যবহার করিলে মুখরোগ নিরাকৃত হয়।

পথ্যাবটী

পথ্যাবালককুষ্ঠঞ্চ গোমূত্রেণ প্রসাধয়েৎ। এষা চ বটিকা হন্তি মুখদৌর্গন্ধ্যাসন্ততিম্॥

হরীতকী, বালা ও কুড় এই সকলের চূর্ণ একত্র করিয়া, সকল চূর্ণের আটগুণ গোমূত্রসহ ঐ চূর্ণ পাক করিবে। পরে বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার মুখদৌর্গন্ধ্য নিবারিত হইবে।

মহাসহচর-তৈলম্

তুলাং ধৃতাং নীলসহাচরস্য দ্রোণেঽম্ভসঃ সংশ্রপয়েদ্ যথাবৎ। পূতে চতুর্ভাগরসে তু তৈলং পচেচ্ছনৈরর্দ্ধপলপ্রমাণৈঃ॥ কল্কৈরনন্তাখদিরেরিমেদজম্বাম্রযষ্টীমধুকোৎপলানাম্। তৎ তৈলমাশ্বেব ধৃতং মুখেন স্থৈর্য্যং দ্বিজানাং বিদধাতি সদ্যঃ॥

নীলঝাঁটি ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। তৈল ৪ সের। কল্ক—অনন্তমূল, খদিরকাষ্ঠ, গুয়েবাব্‌লার ছাল, জামছাল, আমছাল, যষ্টিমধু ও নীলোৎপল প্রত্যেক ৪ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয়।

ইরিমেদাদ্যং তৈলম্

ইরিমেদত্বক্‌পলশতমভিনবমাপোথ্য খণ্ডসঃ কৃত্বা। তোয়াঢ়কৈশ্চতুর্ভির্নিঃক্কাথ্য চতুর্থশেষেণ॥ ক্কাথেন তেন মতিমাংস্তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং শনৈর্বিপচেৎ। কল্কৈরক্ষসমাংশৈর্মঞ্জিষ্ঠালোধ্রমধুকানাম্॥

ইরিমেদখদিরকট্‌ফললাক্ষান্যগ্রোধমুস্তসূক্ষ্মৈলাকর্পূরাগুরুপদ্মকলবঙ্গককোলজাতীফলানাম্॥ পত্তঙ্গগৈরিকবরাঙ্গগজকুসুমধাতকীনাঞ্চ। সিদ্ধং ভিষগ্‌বিদধ্যাদিদং মুখোত্থেষু রোগেষু॥ পরিশীর্ণদন্ত-বিদ্রধিশৌষিরশীতাদদন্তহর্ষেষু। ক্রিমিদন্তদরণচলিতপ্রহৃষ্টমাংসাবশীর্ণেষু॥ মুখদৌর্গন্ধ্যেষু চ কার্য্যং প্রাগুক্তেধাময়েষু তৈলমিদম্॥

তিলতৈল ৮ সের। গুয়েবাব্‌লার ছাল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, গুয়েবাব্‌লার ছাল, খদিরকাষ্ঠ, কট্‌ফল, লাক্ষা, বটছাল, মুতা, ছোট এলাইচ, কর্পূর, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কক্কোল, জয়িত্রী, জায়ফল, রক্তচন্দন, গেরিমাটী, গুড়ত্বক্‌, নাগকেশর ও ধাইফুল প্রত্যেক ২ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে মুখরোগ, দুষ্টমাংস, শৌষির ও শীতাদ প্রভৃতি দন্তসম্বন্ধী যাবতীয় রোগ এবং জিহ্বা, তালু ও ওষ্ঠরোগ নিবৃত্ত হয়।

লাক্ষাদ্যতৈলম্

তৈলং লাক্ষারসং ক্ষীরং পৃথক্‌প্রস্থং সমং পচেৎ। চতুর্গুণেরিমক্কাথে দ্রব্যৈশ্চ পলসংমিতৈঃ॥ লোধ্রকট্‌ফলমঞ্জিষ্ঠা-পদ্মকেশরপদ্মকৈঃ। চন্দনোৎপলযষ্ট্যাহ্বৈস্তৈলং গণ্ডূষধারণম্॥ দালনং দন্তচালঞ্চ হনুমোক্ষং কপালিকাম্। শীতাদং পূতিবক্ত্রঞ্চ অরুচিং বিরসাস্যতাম্। হন্যাদাশু গদানেতান্ কুর্য্যাদ্দন্তানপি স্থিরান্॥

তিলতৈল ৪ সের। লাক্ষার ক্বাথ ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, গুয়েবাব্‌লার ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—লোধ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, উৎপল ও যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ পল। এই তৈলের গণ্ডূষে দালন, দন্তচালন, হনুমোক্ষ, অরুচি ও মুখের বিরসতা প্রভৃতি দূর হইয়া দন্ত-সকল সুদৃঢ় হয়।

বকুলাদ্য-তৈলম্

বকুলস্য ফলং লোধ্রং বজ্রবল্লীকুরুণ্টকম্। চতুরঙ্গুলবব্বোল-বাজিকর্ণেরিমাসনম্॥ এষাং কষায়কল্কাভ্যাং তৈলং পক্বং মুখে ধৃতম্। স্থৈর্য্যং করোতি চলতাং দন্তানাং ধাবনেন চ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—বকুলফল, লোধ, হাড়যোড়া, নীলঝাঁটি, সোঁদালপত্র, বাবুইতুলসী, শালবৃক্ষের ছাল, গুয়েবাব্‌লা ও অসনছাল মিলিত ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ক্বাথ্যদ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে চলদন্ত দৃঢ় হয়।

জাত্যাদ্যং তৈলম্

জাতীপল্লবতোয়েন শঙ্খপুষ্পীরসেন চ। বকুলত্বক্‌কষায়েণ পচেৎ তৈলং তিলোদ্ভবম্॥ গায়ত্রীমাম্রবীজঞ্চ ত্রিফলাং কটুকত্রয়ম্। চব্যং নীলোৎপলং কুষ্ঠং মধুকং রজনীদ্বয়ম্॥ মুস্তকং বালকং লোধ্রং সিন্দূরং স্বর্ণগৈরিকম্। কল্কীকৃত্য ক্ষিপেৎ তত্র বটরোহময়োঽপি চ॥ জাত্যাদ্যাখ্যমিদং তৈলং নিখিলান্ মুখজান্ গদান্। ভগন্দরোপদংশৌচ ব্রণং দুষ্টং নিহন্তি চ॥

তিলতৈল ৪ সের। জাতীপত্ররস, শঙ্খপুষ্পীর রস ও বকুলছালের ক্বাথ প্রত্যেক ১৬ সের। কল্কার্থ—খদিরকাষ্ঠ, আম্রকেশী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই, নীলোৎপল, কুড়, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুতা, বালা, লোধ, মেটেসিন্দুর, স্বর্ণগৈরিক, বটের ঝুরি ও লৌহ মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে মুখরোগ, ভগন্দর, উপদংশ ও দুষ্টব্রণ নিবারিত হয়।

মালত্যাদ্যঘৃতম্

মালত্যা দ্রোণপুষ্প্যাশ্চ নিম্ববব্বোলয়োস্তথা। সহাচরস্য সর্জ্জস্য স্বরসেন পৃথক্ পৃথক্॥ কল্কৈর্মলয়জোশীর-রক্তচন্দনচম্পকৈঃ। অশ্বত্থবটনীলিনী-রজনীদারুসৈন্ধবৈঃ॥ দার্ব্ব্যা বিশ্বাহ্বকুষ্ঠাভ্যাং কণয়া চ পচেদ্ ঘৃতম্। শনৈস্তাম্রময়ে পাত্রে কৃতবঙ্গবিলেপনে॥ মালত্যাদ্যমিদং সর্পির্গদান্ মুখসমুদ্ভবান্. নিহন্যান্নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

গব্যঘৃত ৪ সের। মালতী, ঘলঘসিয়া, নিম, বাব্‌লা, ঝাঁটি ও শাল ইহাদের পত্রত্বগাদির রস বা ক্বাথ প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, বেণার মূল, রক্তচন্দন, চাঁপাছাল, অশ্বত্থছাল, বটছাল, নীলমূল, হরিদ্রা, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, দারুহরিদ্রা, শুঁঠ, কুড় ও পিপুল মিলিত ১ সের। বঙ্গলিপ্ত (কলাই করা) তাম্রপাত্রে পাক করিবে। এই ঘৃত গণ্ডূষ ও পানার্থ ব্যবহার্য্য। ইহা দ্বারা সমস্ত মুখরোগের শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

মুখরোগে পথ্যানি

স্বেদো বিরেকো বমনং গণ্ডূষঃ প্রতিসারণম্। কবলোঽসৃক্‌স্রুতির্নস্যং ধূমঃ শস্ত্রাগ্নিকর্ম্মণী॥ তৃণধান্যং যবা মুদ্‌গাঃ কুলত্থা জাঙ্গলো রসঃ। বৃহৎপ্রোষ্ঠী কারবেল্লং পটোলং বালমূলকম্॥ কর্পূরনীরং তাম্বূলং তপ্তাম্বু খদিরো ঘৃতম। কটু তিক্তশ্চ বর্গোঽয়ং মিত্রং স্যান্মুখরোগিণাম্॥

স্বেদন, বিরেচন, বমন, গণ্ডূষধারণ, প্রতিসারণ, কবলগ্রহণ, রক্তমোক্ষণ, নস্য, ধূম, শস্ত্রক্রিয়া, অগ্নিকর্ম্ম, তৃণধান্য, যব, মুগ, কুলথকলায়, জাঙ্গলমাংসের যূষ, বড়পুঁটিমাছ (সরল পুঁটি), করলা, পটোল, কচি মূলা, কর্পূরবাসিত জল, পান, গরম জল, খদির, ঘৃত, কটুদ্রব্য ও তিক্তদ্রব্য, এই সমস্ত মুখরোগাক্রান্ত ব্যক্তির সুপথ্য।

মুখরোগেঽপথ্যানি

দন্তকাষ্ঠং স্নানমম্লং মৎস্যমানূপমামিষম্। দধি ক্ষীরং গুড়ং মাষং রুক্ষান্নং কঠিনাশনম্॥ অধোমুখেন শয়নং গুর্ব্ব্যভিষ্যন্দকারি চ। মুখরোগেষু সর্ব্বেষু দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ॥

মুখরোগে দন্তকাষ্ঠ, স্নান, অম্লদ্রব্য, মৎস্য, আনূপমাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই, রুক্ষান্ন, কঠিন ভোজন, অধোমুখে শয়ন, গুরু ও কফজনক দ্রব্য এবং দিবানিদ্রা, এই সমস্ত অপথ্য, অতএব বর্জনীয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মুখরোগাধিকারঃ।

কর্ণরোগাধিকার

কর্ণস্রোতোগতরোগ-নিদানম্

সমীরণঃ শ্রোত্রগতোহন্যথা চরন্ সমন্ততঃ শূলমতীব কর্ণয়োঃ। করোতি দোষৈশ্চ যথাস্বমাবৃতঃ। স কর্ণশূলঃ কথিতো দুরাচরঃ॥ কর্ণস্রোতঃস্থিতে বাতে শৃণোতি বিবিধান্ স্বরান্। ভেরীমৃদঙ্গশঙ্খানাং কর্ণনাদঃ স উচ্যতে॥ যদা শব্দবহং বায়ুঃ স্রোত আবৃত্য তিষ্ঠতি। শুদ্ধঃ শ্লেষ্মান্বিতো বাপি বাধির্য্যং তেন জায়তে॥ বায়ুঃ পিত্তাদিভির্যুক্তো বেণুঘোষোপমং স্বনম্। করোতি কর্ণয়োঃ ক্ষ্বেড়ং কর্ণক্ষ্বেড়ঃ স উচ্যতে॥ শিরোঽভিঘাতাদথবা নিমজ্জতো জলে প্রপাকাদথবাপি বিদ্রধেঃ। স্রবেদ্ধি পূযং শ্রবণোঽনিলার্দ্দিতঃ স কর্ণসংস্রাব ইতি প্রকীর্ত্তিতঃ॥ মারুতঃ কফসংযুক্তঃ কর্ণকণ্ডুং করোতি চ। পিত্তোষ্মশোষিতঃ শ্লেষ্মা কুরুতে কর্ণগূথকম্॥ স কর্ণগূথো দ্রবতাং গতো যদা বিলায়িতো ঘ্রাণমুখং প্রপদ্যতে। তদা স কর্ণপ্রতিনাহসংজ্ঞিতো ভবেদ্বিকারঃ শিরসোঽর্দ্ধভেদকৃৎ॥ যদা তু মূর্চ্ছন্ত্যথবাপি জন্তবঃ সৃজন্ত্যপত্যান্যথবাপি মক্ষিকাঃ। তদ্ব্যঞ্জনত্বাচ্ছ্রবণো নিরুচ্যতে ভিষগ্‌ভিরাদ্যৈঃ ক্রিমিকর্ণকো গদঃ॥ পতঙ্গাঃ শতপদাশ্চ কর্ণস্রোতঃ প্রবিশ্য হি। অরতিং ব্যাকুলত্বঞ্চ ভৃশং কুর্ব্বন্তি বেদনাম্॥ কর্ণো নিস্তুদ্যতে তস্য তথা ফর্‌ফরায়তে। কীটে চরতি রুক্ তীব্রা নিষ্পন্দে মন্দবেদনা॥ ক্ষতাভিঘাতপ্রভবস্তু বিদ্রধির্ভবেৎ তদা দোষকৃতোঽপরঃ পুনঃ। সরক্তপীতারুণমস্রমাস্রবেৎ প্রতোদধূমায়নদাহচোষবান্॥ কর্ণপাকস্তু পিত্তেন কোথবিক্লেদকৃদ্‌ভবেৎ। কর্ণবিদ্রধিপাকাদ্বা জায়তে চাম্বুপূরণাৎ॥ পূযং স্রবতি যঃ পূতি স জ্ঞেয়ঃ পূতিকর্ণক। কর্ণশোথার্ব্বুদার্শাংসি জানীয়াদুক্তলক্ষণৈঃ॥

কর্ণগত বায়ু প্রতিলোমভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কর্ণে অতি কষ্টদায়ক শূল উপস্থিত করে এবং কুপিত রক্ত পিত্ত বা কফ ইহাদের মধ্যে যে দোষ দ্বারা আবৃত হয়, তাহারও লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই ব্যাধিকে কর্ণশূল কহে। ইহা কষ্টসাধ্য।

কর্ণনাদ নামক রোগে, কর্ণস্রোতোগত বায়ু দ্বারা কর্ণে ভেরী মৃদঙ্গ ও শঙ্খ প্রভৃতির শব্দের ন্যায় বিবিধ প্রকার শব্দ অনুভূত হয়।

শুদ্ধ বায়ু বা কফসংযুক্ত বায়ু শব্দবহ স্রোতকে আবরণ করিলে, বাধির্য্য (কালা) রোগ উপস্থিত হয়।

বায়ু পিত্তাদির সহিত সংযুক্ত হইয়া কর্ণে ক্ষ্বেড় অর্থাৎ বেণুঘোষের ন্যায় শব্দ উপস্থিত করিলে, তাহাকে কর্ণক্ষ্বেড় কহে।

মস্তকে আঘাত, জলে নিমজ্জন অথবা কর্ণবিদ্রধির প্রপাক, এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কর্ণকে প্রপীড়িত করিলে, তাহা হইতে পূয, রস ও জল নিঃসৃত হইতে থাকে। ইহাকেই কর্ণস্রাব কহে।

কর্ণগত বায়ু কফসংযুক্ত হইয়া কর্ণে কণ্ডু উৎপাদন করিলে, তাহাকে কর্ণকণ্ডূ কহে।

কর্ণস্থ শ্লেষ্মা পিত্তোষ্ম দ্বারা শোধিত হইলে, তাহাকে কর্ণগূথ কহে।

ঐ কর্ণগূথ যদি স্নেহ ও স্বেদাদি দ্বারা বিলীনীকৃত ও দ্রব হইয়া নাসিকা এবং মুখ দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে উহাকে কর্ণপ্রতিনাহ কহে। কর্ণপ্রতিনাহ রোগে অর্দ্ধাবভেদক উপস্থিত হয়।

কর্ণের অভ্যন্তরে মাংস ও রক্তের পচন হেতু ক্রিমি উৎপন্ন হইলে অথবা মক্ষিকাগণ ডিম্ব প্রসব করিলে, তাহাকে ক্রিমিকর্ণক বলা যায়।

পতঙ্গ ও কাণকোঠারি (কেন্নাই) গণ কর্ণে প্রবেশ করিলে, অত্যন্ত অসুখ, ব্যাকুলতা, দারুণ বেদনা ও তোদ উপস্থিত হয় এবং কাণ ফর্‌ফর্‌ করিতে থাকে। কীট যখন চলিয়া বেড়ায়, তখন অত্যন্ত যাতনা বোধ হয়, কিন্তু নিস্পন্দ হইলে বেদনার লাঘব হইয়া থাকে।

কর্ণে ক্ষত বা অভিঘাত হেতু আগন্তুজ এবং দোষ প্রকোপ হেতু দোষজ, এই দ্বিবিধ বিদ্রধি উৎপন্ন হয়। কর্ণবিদ্রধি রোগে সূচীবেধবৎ বেদনা, ধূমনির্গমবৎ পীড়া, দাহ ও সন্তাপ, এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয়। ইহাতে রক্ত, পীত বা অরুণবর্ণ স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে।

পিত্তপ্রকোপ হেতু কর্ণ ক্লিন্ন ও পূতিভাবাপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণপাক কহে।

কর্ণবিদ্রধির পাক অথবা কর্ণে জল প্রবেশ হেতু কর্ণ দিয়া দুর্গন্ধ পূয নিঃসৃত হইলে, তাহাকে পূতিকর্ণক কহে।

উপরি-উক্ত রোগ ব্যতীত, কর্ণে শোথ অর্ব্বুদ ও অর্শঃ হইয়া থাকে। তাহাদের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত শোথাদির লক্ষণের ন্যায় জানিবে।

কর্ণরোগ-চিকিৎসা

কর্ণশূলে কর্ণনাদে বাধির্য্যে ক্ষ্বেড় এব চ। চতুর্ষ্বপি চ রোগেষু সামান্যং ভেষজং স্মৃতম্॥ শৃঙ্গবেরঞ্চ মধু চ সৈন্ধবং তৈলমেব চ। কদুষ্ণং কর্ণয়োর্ধায্যমেতৎ স্যাদ্ বেদনাপহম্॥

কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বধিরতা ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগের সাধারণ ঔষধ যথা—আদার রস ৪ মাষা, মধু ২ মাষা, সৈন্ধব ১ রতি এবং তিলতৈল ২ মাষা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের বেদনা প্রশমিত হয়।

কপিত্থমাতুলুঙ্গাম্ল-শৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ। সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥

কয়েৎবেলের রস, টাবালেবুর রস ও আদার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে, কর্ণের যাতনা নিবৃত্ত হয়।

লশুনার্দ্রকশিগ্রূণাং সুরঙ্গ্যা মূলকস্য চ। কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে॥
রসুন, আদা, সজিনাছাল, রক্তসজিনা, মূলা ও কলার ডাঁটা, ইহাদের সমস্তের বা এক একটির স্বরস ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের যাতনা নিবৃত্তি হয়।

সমুদ্রফেনচূর্ণেন যুক্ত্যা বাপ্যবচূর্ণয়েৎ॥

(যুক্ত্যেতি প্রথমং তৈলেন কর্ণং ম্রক্ষয়িত্বা ততোঽবচূর্ণনমথবা শুক্তেন কর্ণৌ পূরয়িত্বা ততঃ সমুদ্রফেণেনাবচূর্ণনমিতি শিবদাসঃ।)

কর্ণবেদনায় প্রথমে কর্ণে তৈল ম্রক্ষণ করিয়া অথবা কাঁজি দ্বারা কর্ণপূরণ করিয়া পরে সমুদ্রফেন-চূর্ণ প্রয়োগ করিবে।

আর্দ্রকসূর্য্যাবর্ত্তকশোভাঞ্জনমূলকস্বরসাঃ। মধুতৈলসৈন্ধবযুতাঃ পৃথগুক্তাঃ কর্ণশূলহরাঃ॥
মধু তৈল ও সৈন্ধবযুক্ত আদার রস বা হুড়্‌হুড়ের রস বা সজিনার রস অথবা মূলার রস কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়।

শোভাঞ্জনস্য নির্য্যাসস্তিলতৈলেন সংযুতঃ। ব্যক্তোষ্ণঃ পূরণঃ কর্ণে কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥
সজিনার রস তিলতৈলের সহিত সংযুক্ত ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল উপশমিত হয়।

অষ্টানামপি মূত্রাণাং মূত্রেণান্যতমেন বা। কোষ্ণেন পূরয়েৎ কর্ণৌ কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥
গোমূত্রাদি অষ্টবিধ মূত্রের যে কোন মূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

অশ্বত্থপত্রখল্লং বা বিধায় বহুপত্রকম্। তৈলাক্তমঙ্গারপূর্ণং বিদধ্যাচ্ছ্রবণোপরি॥ যৎ তৈলং চ্যবতে তস্মাৎ খল্লাদঙ্গারতাপিতাৎ। তৎ প্রাপ্তং শ্রবণস্রোতঃ সদ্যো গৃহ্নাতি বেদনাম্॥

(পিত্তানুবন্ধে তু সর্পির্দেয়ং তৈলস্থানে। ইতি বিদেহঃ।)

কতকগুলি অশ্বত্থপত্রে একটি ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তাহা তৈলাভ্যক্ত ও জ্বলন্ত অঙ্গারপূর্ণ করিয়া কর্ণের উপর স্থাপন করিবে। অগ্নির উত্তাপে তৈল চুয়াইয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া কর্ণরন্ধ্রে পতিত হইবে। তাহাতে সদ্যই বেদনা নিবারিত হয়।

(বিদেহ, পিত্তানুবন্ধে তৈলের পরিবর্ত্তে ঘৃত দিতে বলেন।)

অর্কপত্রপুটে দগ্ধ-স্নুহীপত্রভবো রসঃ। কদুষ্ণঃ পূরণাদেব কর্ণশূলনিবারণঃ॥
আকন্দপত্রের পুটে সীজপত্র ঝল্‌সাইয়া তাহার ঈষদুষ্ণ রস কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

তীব্রশূলাতুরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনি। ছাগমূত্রং প্রশংসন্তি কোষ্ণং সৈন্ধবসংযুতম্॥

কর্ণে তীব্র শূল, শব্দ ও ক্লেদস্রাব থাকিলে সৈন্ধব-সংযুক্ত ঈষদুষ্ণ ছাগমূত্র দ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে।

বংশাবলেখসংযুক্তে মূত্রে বাজাবিকে ভিষক্। তৈলং পচেৎ তেন কর্ণং পূরয়েৎ কর্ণশূলিনঃ॥

বাঁশের নীলের কল্ক ও ছাগমূত্রের সহিত অথবা মেষমূত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

হিঙ্গুতুম্বুরুশুণ্ঠীভিঃ সাধ্যং তৈলন্তু সার্ষপম্। কর্ণশূলে প্রণাদে চ পূরণং হিতমুচ্যতে॥
হিঙ্গু, ধনে ও শুঁঠ, এই সমুদায়ের সহিত সর্ষপতৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

অর্কস্য পত্রং পরিণামপীতমাজ্যেন লিপ্তং শিখিযোগতপ্তম্। আপীড্য তোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং নিহন্তি শূলং বহুবেদনঞ্চ॥
আকন্দের পীতবর্ণ পাকা পাতায় ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে ঝল্‌সাইবে এবং রস নিঙ্‌ড়াইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে থাকিতে কর্ণপূরণ করিবে। ইহাতে কর্ণের শূল ও অত্যন্ত বেদনা দূর হয়।

কর্ণনাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে কটুতৈলেন পূরণম্। নাদবাধির্য্যয়োঃ কুর্য্যাদ্বাতশূলোক্তমৌষধম্॥
কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগে কটুতৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিবে। কর্ণনাদ ও বধিরতা রোগে বাতশূলের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

এষ এব বিধিঃ কার্য্যঃ প্রণাদে নস্যপূর্ব্বকঃ। গুড়নাগরতোয়েন নস্যং স্যাদুভয়েরপি॥
কর্ণনাদে পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ণপূরণ ও নস্যগ্রহণ করিবে। বধিরতা ও কর্ণনাদে গুড়মিশ্রিত শুঁঠের ক্বাথ দ্বারা নস্য গ্রহণ করিবে।

বাতোক্তং মাষতৈলাদি বাধির্য্যাদৌ তু যোজয়েৎ। বর্জ্জয়েন্মৈথুনং ক্রোধং রুক্ষং বার্ধিয্যপীড়িতঃ॥
বধিরতা রোগে বাতরোগোক্ত মাষতৈলাদি প্রয়োগ করিবে। বধির ব্যক্তির মৈথুন, ক্রোধ ও রুক্ষদ্রব্য বর্জ্জনীয়।

চূর্ণং পঞ্চকষায়াণাং কপিত্থরসসংযুতম্। কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ॥
তিন্দুক (গাব), হরীতকী, লোধ, সমঙ্গা (বরাহক্রান্তা) ও আমলকী ইহাদের বল্কল চূর্ণ, কয়েৎবেলের রস ও মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে পূযাদি স্রাব নিবারিত হয়।

স্বর্জ্জিকাচূর্ণসংযুক্তং বীজপূররসং ক্ষিপেৎ। কর্ণস্রাবরুজো দাহাস্তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥
সাচিক্ষারচূর্ণ টাবালেবুর রসে আপ্লুত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের স্রাব, বেদনা ও দাহ নিবারিত হয়।

সর্জ্জত্বকচূর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীফলজো রসঃ। মধুনা সংযুতঃ সাধু কর্ণস্রাবে প্রশস্যতে॥
শালের ত্বক্‌চূর্ণ বন-কার্পাস ফলে রসে আপ্লুত করিয়া তাহা মধুর সহিত কর্ণে প্রয়োগ করিলে কর্ণস্রাব নিবৃত্তি হয়।

পুটপাকবিধিস্বিন্নো হস্তিবিড়্জাতছত্রজঃ। রসঃ সতৈলসিন্ধুত্থঃ কর্ণস্রাবহরঃ পরঃ॥
হস্তির বিষ্ঠাজাত ছত্র (ছত্রাকার বস্তুবিশেষ) পুটপাকে ঝল্‌সাইয়া তাহার রস, তৈল ও সৈন্ধব সংযুক্ত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব প্রশমিত হয়।

কর্ণপ্রক্ষালনে শস্তং কবোষ্ণং সুরভীজলম্॥
কর্ণ-প্রক্ষালনে ঈষদুষ্ণ গোমূত্র প্রশস্ত।

ক্লেদয়িত্বা তু তৈলেন স্বেদেন প্রবিলাপ্য চ। শোধয়েৎ কর্ণগুথন্তু ভিষক্ সম্যক্ শলাকয়া॥
কর্ণগূথ রোগে প্রথমতঃ তৈল দ্বারা কর্ণমল ক্লিন্ন করিয়া পরে স্বেদ প্রদান করত শলাকা দ্বারা সেই মল নিঃসারিত করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্তকস্য রসং সিন্ধুবাররসং তথা। লাঙ্গলীমূলজরসং ত্র্যষণেনাবচূর্ণিতম্। পূরয়েৎ ক্রিমিকর্ণন্তু জন্তুনাং নাশনং পরম্॥

হুড়্হুড়ে, নিসিন্দা বা ঈশ্‌লাঙ্গলামূলের রসে ত্রিকটুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

ক্রিমিকর্ণবিনাশায় ক্রিমিঘ্নং যোজয়েদং বিধিম্। বার্ত্তাকুধূমশ্চ হিতঃ সর্ষপস্নেহ এব চ॥

কর্ণের ক্রিমিনাশার্থ ক্রিমিঘ্ন বিধির অনুষ্ঠান করিবে। ইহাতে বেগুনের ধূম ও সর্ষপতৈল প্রশস্ত।

হলিসূর্য্যাবর্ত্তব্যোষ-স্বরসেনাতিপূরিতে। কর্ণে পতন্তি সহসা সর্ব্বাস্তু ক্রিমিজাতয়ঃ॥

ঈশ্‌লাঙ্গলা ও হুড়্হুড়ের রসে ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণের ক্রিমি-সকল শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

মালতিদলরসমধুনা পূরিতমথবা গবাং মূত্রৈঃ। দূরেণ বিভজ্যতে বৈ শ্রবণযুগং পূতিরোগেণ॥

মালতীপত্রের রস মধুসংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা গোমূত্র দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে পূতিকর্ণ রোগ (কান্‌পচা) নিবারিত হয়।

হরিতালং সগোমূত্রং পূরণং পূতিকর্ণজিৎ॥

হরিতাল গোমূত্রে ঘষিয়া তাহা দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে পূতিকর্ণ প্রশমিত হয়।

আম্রজম্বুপ্রবালানি মধুকস্য বটস্য চ। এভিস্তু সাধিতং তৈলং পূতিকর্ণগদং হরেৎ॥

আম, জাম, মৌল ও বট, ইহাদের নূতন পত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণে দিলে পূতিকর্ণ প্রশমিত হয়।

জাতীপত্ররসৈস্তৈলং বিপক্কং পূতিকর্ণজিৎ। পিষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতম্। প্রশস্যতে চিরোত্থে তৎ স্রাবকে পূতিকর্ণকে॥

জাতীপত্রের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল, অথবা স্তনদুগ্ধ-পিষ্ট ও মধুসংযুক্ত রসাঞ্জন কর্ণে পূরণ করিলে দীর্ঘকালোৎপন্ন পূতিকর্ণ ও স্রাব প্রশমিত হয়।

বরুণার্ককপিত্থাম্র-জম্বুপল্লবসাধিতম্। পূতিকর্ণাপহং তৈলং জাতীপত্ররসোঽথবা॥

বরুণ, আকন্দ, কয়েৎবেল, আম ও জাম, ইহাদের পত্রের সহিত পক্ক তৈল, অথবা কেবল জাতীপত্রের রস পূতিকর্ণে প্রয়োগ করিবে।

অথ কর্ণপ্রতীনাহে স্নেহস্বেদৌ সমাচরেৎ। ততো বিরিক্তশিরসঃ ক্রিয়াং প্রাপ্তাং সমাচরেৎ॥

কর্ণপ্রতীনাহ রোগে স্নেহ স্বেদ ও শিরোবিরেচন (নস্য) প্রয়োগানন্তর দোষানুরূপ চিকিৎসা করিবে।

নির্গুণ্ডীস্বরসস্তৈলং সিন্ধুধূমরজো গুড়ঃ। পূরণাৎ পূতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ॥

নিসিন্দাপত্ররস, তৈল, সৈন্ধবলবণ, ঝুল, পুরাতন গুড় ও মধু, এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে পূতিকর্ণ উপশমিত হইয়া থাকে।

কর্ণপাকস্য ভৈষজ্যং কুর্য্যাৎ ক্ষতবিসর্পবৎ। বিধিশ্চ কফহা সর্ব্বঃ কর্ণকণ্ডুং ব্যপোহতি॥

কর্ণপাকে ক্ষতজ-বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কর্ণকণ্ডুতে কফনাশক ক্রিয়াসকল কর্ত্তব্য।

বিদ্রধৌ চাপি কুর্ব্বীত বিদ্রধ্যুক্তং হি ভেষজম্॥

(বিদ্রধ্যুক্তমিত্যন্তর্বিদ্রধ্যুক্তমিতি শ্রীকণ্ঠঃ।)

কর্ণবিদ্রধিরোগে অন্তর্বিদ্রধি-রোগোক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

শতাবরীবাজিগন্ধা-পয়স্যৈরগুবীজকৈঃ। তৈলং বিপক্কং সক্ষীরং পালীনাং পুষ্টিকৃৎ পরম্॥
শতমূলী, অশ্বগন্ধা, ক্ষীরকাকোলী ও এরণ্ডবীজ, ইহাদের কল্ক ও যথোপযুক্ত দুগ্ধের সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিলে কর্ণলতিকা পুষ্ট হয়।

গুঞ্জাচূর্ণযুতে জাতে মাহিষে ক্ষীর উদগতম্। নবনীতং তদভ্যঙ্গাৎ কর্ণপালিবিবর্দ্ধনম্॥
মাহিষদুগ্ধে অষ্টমাংশ গুঞ্জাফলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে দধি পাতিবে। পরে ঐ দধি হইতে নবনীত উদ্ধৃত করিয়া সেই নবনীত কর্ণে মর্দ্দন করিলে কর্ণের পালি বর্দ্ধিত হয়।

কর্ণস্য দুর্ব্ব্যধে ভূতে সংরম্ভো বেদনা ভবেৎ। তত্র দুর্ব্ব্যধরোহার্থং লেপো মধ্বাজ্যসংযুতৈঃ। মধুকযবমঞ্জিষ্ঠা-রুবুমূলৈঃ সমন্ততঃ॥
কর্ণ দুর্বিদ্ধ হওয়ায় শোথ ও বেদনা জন্মিলে যষ্টিমধু, যব, মঞ্জিষ্ঠা ও এরণ্ডমূল, এই সকল দ্রব্যের কল্ক ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া তাহার প্রলেপ দিবে।

অনেকধা তু ছিন্নস্য সন্ধিং কর্ণস্য বৈভিষক। যো যথাভিনিবিষ্টঃ স্যাৎ তং তথা বিনিযোজয়েৎ॥ ধান্যাম্লোষ্ণোদকাভ্যাস্তু সেকো বাতেন দূষিতে। রক্তপিত্তেন পয়সা শ্লেষ্মণা তুষ্ণবারিণাং॥ ততঃ সীব্য স্থিরং কুর্য্যাৎ সন্ধিবন্ধেন বা পুনঃ। মধ্বাজ্যেন ততোঽভ্যজ্য পিচুনা সন্ধিবেষ্টনম্। কপালচূর্ণেন ততশ্চূর্ণয়েৎ পথ্যয়াথবা॥
কর্ণসন্ধি বহুধাছিন্ন হইলে যে যে স্থান যে যে স্থানের উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইবে, সেই সেই স্থান তত্তৎস্থানে সংযুক্ত করিয়া দিবে। কর্ণচ্ছেদ বাতদূষিত হইলে কাঞ্জিক বা উষ্ণজল দ্বারা, রক্ত ও পিত্তদূষিত হইলে দুগ্ধ দ্বারা এবং শ্লেষ্মদূষিত হইলে উষ্ণ জল দ্বারা কর্ণ-সেক করিবে। তৎপরে রেশমসূত্রে ছিন্নস্থান সেলাই ও বন্ধন করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা উহা অভ্যক্ত করিবে এবং তুলা দ্বারা সন্ধিস্থান বেষ্টন করিয়া রাখিবে। তদনন্তর মৃৎকপালচূর্ণ বা হরীতকীচূর্ণ ক্ষতস্থানে প্রদান করিবে।

ভৈরবোঃ রসঃ

সূতং গন্ধং বিষঞ্চৈব টঙ্গণং সকপর্দ্দকম্। মরিচেন সমাযুক্তমার্দ্রতোয়েন ভাবিতম্ বহ্নিমান্দ্যঞ্চামরোগং শ্লেষ্মাণং গ্রহণীগদম্। সন্নিপাতং তথা শোথং হন্তি শ্রোত্রোদ্ভবং গদম্॥
পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খৈ, কড়িভস্ম ও মরিচচূর্ণ, এই সমুদায় একত্র আদার রসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য ও কর্ণরোগ প্রভৃতি নিবারিত হয়।

ইন্দ্রবটী

শিলাজত্বভ্রলৌহানি সমানি হেম পাদিকম্ কাকমাচীবরীধাত্রী-পদ্মানামম্ভসা পৃথক॥ ভাবয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। ধাত্রীতোয়েন সংমর্দ্দ্য প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযোজয়েৎ॥ কর্ণনাদাদয়ঃ সর্ব্বে গদা বাতোদ্ভবাশ্চ যে। প্রমেহা বিংশতিশ্চাপি নশ্যন্ত্যেতন্নিষেবণাৎ॥ সুধাবিস্রাবণাদিন্দুর্জগতাং তাপহৃদ্ যথা। তথৈবেন্দুবটী নাম রোগতাপনিসূদনী॥
শিলাজতু, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক এক ভাগ, স্বর্ণ সিকি ভাগ, এই সমুদায় একত্র করিয়া কাকমাচী, শতমূলী, আমলকী ও পদ্মের রসে ভাবনা দিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। আমলকীর রস বা ক্বাথের সহিত প্রত্যহ প্রাতে এক এক বটিকা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে কর্ণনাদাদি সমস্ত রোগ, বাতজ ব্যাধিসকল এবং বিংশতি প্রকার প্রমেহ নিবারিত হয়।

শারিবাদিবটী

সারিবাং মধুকং কুষ্ঠং চাতুর্জ্জাতং প্রিয়ঙ্গুকম্। নীলোৎপলং গুড়ূচীঞ্চ দেবপুষ্পং ফলত্রিকম্॥ অভ্রং সর্ব্বসমঞ্চাভ্র-সমং লৌহং বিভাবয়েৎ। কেশরাজাম্বুনা পার্থ-ক্বাথেন যবজাম্ভসা॥ কাকমাচীরসেনাপি গুঞ্জামূলদ্রবেণ চ। ষড়্গুঞ্জাপ্রমিতাঃ পশ্চাদ্ বিদধ্যাদ্ বটিকা ভিষক্॥ ধারোষ্ণেনাপি পয়সা শতমূলীরসেন বা। একৈকাং যোজয়েৎ প্রাতঃ শ্রীখণ্ডসলিলেন বা॥ নিখিলান্ কর্ণজান্ রোগান্ প্রমেহানপি বিংশতিম্। রক্তপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসং ক্লৈব্যং জীর্ণজ্বরং তথা॥ অপস্মারমদার্শাংসি হৃদ্রোগঞ্চ মদাত্যয়ম্। সারিবাদিবটী হন্যাৎ স্ত্রীগদানখিলানপি॥

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, কুড়, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, গুলঞ্চ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক সমভাগ, সমষ্টিতুল্য অভ্র এবং অভ্রের সমান লৌহ, এই সমুদায় একত্র করিয়া কেশুরিয়ার রসে, অর্জ্জুনছালের ক্বাথে, যবের ক্বাথে, কাকমাচীর রসে ও কুঁচমুলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ধারোষ্ণ দুগ্ধ, শতমূলীর রস অথবা চন্দনজল। প্রত্যহ প্রভাতে এক একটি বটিকা সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে বিবিধ কর্ণরোগ, প্রমেহ ও রক্তপিত্তাদি নানা পীড়ার শান্তি হয়।

দীপিকা-তৈলম্

মহতঃ পঞ্চমূলস্য কাণ্ডান্যষ্টাঙ্গুলানি চ। ক্ষৌমেণাবেষ্ট্য সংসিচ্য তৈলেনাদীপয়েৎ ততঃ॥ যৎ তৈলং চ্যবতে তেভ্যঃ সুখোষ্ণং তৎ প্রযোজয়েৎ। শ্রেয়ং ভদ্দীপিকাতৈলং সদ্যো গৃহ্ণাতি বেদনাম্॥ এবং কুর্য্যাদ ভদ্রকাষ্ঠে কুষ্ঠে কাষ্ঠে চ সারলে। মতিমান্ দীপিকাতৈলং কর্ণশূলনিবারণম্॥

মহৎ-পঞ্চমূলের অষ্টাঙ্গুল পরিমিত কাষ্ঠখণ্ডসকল পট্টবস্ত্রে বেষ্টিত ও তৈলে সিক্ত করিয়া প্রজ্বালিত করিবে। ইহা হইতে যে সকল তৈলবিন্দু পতিত হইবে, তৎসমুদায় সুখোষ্ণ অবস্থায় কর্ণে পূরণ করিবে, তদ্দ্বারা সদ্যঃ বেদনার উপশম হইবে। ইহার নাম দীপিকা তৈল। এইরূপ দেবদারু, কুড় ও সরলকাষ্ঠে দীপিকা তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলেও বেদনার শান্তি হয়।

ক্ষারতৈলম্

বালমূলকশুষ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু সনাগরম্। শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারুশিগ্রুরসাঞ্জনম্॥ সৌবর্চ্চলযবক্ষার-স্বর্জিকোদ্ভিদসৈন্ধবম্। ভূর্জ্জগ্রন্থিবিড়ং মুস্তং মধুশুক্তং চতুর্গুণম্॥ মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদল্যা রস এব চ। তৈলমেভির্বিপক্তব্যং কর্ণশূলহরং পরম্॥ বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পূযাস্রাবশ্চ দারুণঃ। পূরণাদস্য তৈলস্য ক্রিময়ঃ কর্ণসংশ্রিতাঃ॥ ক্ষিপ্রং বিনাশং গচ্ছন্তি কৃষ্ণাত্রেয়স্য শাসনাৎ। ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তাময়াপহম্॥ মধুপ্রধানং শুক্তন্তু মধুশুক্তং তথাপরম্। জম্বীরস্য ফলরসং পিপ্পলীগ্রন্থিসংযুতম্॥ মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ। মাসেন তজ্জাতরসং মধুশুক্তমুদাহৃতম্॥

(জম্বীরফলরসস্য দ্বাত্রিংশৎপলানি, পিপ্পলীমূলস্য চত্বারি, মধুনোঽষ্টপলানীতি বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ মানক্রমঃ। ইতি শিবদাসঃ।)

তৈল ৪ সের। মধুশুক্ত ১৬ সের, টাবালেবুর রস ১৬ (মতান্তরে ৪) সের, কদলী (বাক্ড়ার) রস ১৬ (মতান্তরে ৪) সের। কল্কার্থ—কচি শুষ্ক মূলার ক্ষার, হিঙ্গু, শুঁঠ, শুল্‌ফা, বচ, কুড়, দেবদারু, শজিনাছাল, রসাঞ্জন, সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, উদ্ভিদলবণ, সৈন্ধবলবণ, ভূর্জ্জপত্র, পিপুলমূল, বিট্‌লবণ ও মুতা মিলিত ১ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল, বধিরতা, কর্ণনাদ, পূযস্রাব ও ক্রিমি অতি সত্বর নিবারিত হয়। এই তৈল ব্যবহারে মুখরোগ ও দন্তের পীড়া উপশমিত হয়।

মধুপ্রধান শুক্তকে মধুশুক্ত কহে। মধুশুক্ত প্রস্তুত করিবার প্রণালী এই—জামীর লেবুর রস ৩২ পল, পিপুলমূল ৪ পল, মধু ১ সের, এই সমুদায় একত্র মৃৎকলসে রাখিয়া ধান্যরাশির মধ্যে একমাস রাখিবে। তাহা হইলে মধুশুক্ত প্রস্তুত হইবে।

অপামার্গক্ষারতৈলম্

মার্গক্ষারজলেন চ তৎকৃতকল্কেন সাধিতং তৈলম্। অপহরতি কর্ণনাদং বাধির্য্যঞ্চাপি পূরণতঃ॥

তিলতৈল ৪ সের। আপাঙ্গক্ষার ২ সের, জল ২৪ সের, ২১ বার ছাঁকিয়া ১৬ সের ক্ষারজল গ্রহণ করিবে। কল্ক—আপাঙ্গক্ষার ১ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা নিবারিত হয়।

স্বর্জ্জিকাক্ষার তৈলম্

স্বর্জ্জিকা মূলকং শুষ্কং হিঙ্গু কৃষ্ণা মহৌষধম্। শতপুষ্পা চ তৈস্তৈলং পক্কং শুক্তং চতুর্গুণম্।
প্রণাদশূলবাধির্য্যং স্রাবঞ্চাশু ব্যপোহতি॥

তিলতৈল ৪ সের। কাঁজি ১৬ সের। কল্কার্থ—সাচিক্ষার, শুষ্কমূলা, হিঙ্গু, পিপুল, শুঁঠ ও শুল্ফা মিলিত ১ সের। ইহা দ্বারা কর্ণনাদ, কর্ণশূল, কর্ণস্রাব ও বধিরতা বিনষ্ট হয়।

দশমূলীতৈলম্

দশমূলীকষায়েণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। এতৎ কল্কং প্রদায়ৈব বাধির্য্যে পরমৌষধম্॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—মিলিত দশমূল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্ক—দশমূল ১ সের। দশমূল তৈল বধিরতার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিল্বতৈলম্

ফলং বিল্বস্য মূত্রেণ পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ। সাজক্ষীরং তদ্বিতরেদ্বাধির্য্যে কর্ণপূরণে॥

তিলতৈল ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্ক—গোমূত্রপিষ্ট বেলশুঁঠ ১ সের। বাধির্য্য রোগে এই তৈল কর্ণে পূরণ করিবে।

বিল্বতৈলম্ (মতান্তরে)

বিল্বগর্ভং পচেৎ তৈলং গোমূত্রাজপয়োঽন্বিতম্। বাধির্য্যে পূরয়েৎ তেন কর্ণৌ সকফবাতজিৎ॥

তিলতৈল ১ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের। কল্ক—বেলশুঁঠ ২ পল। বাতশ্লৈষ্মিক বধিরতায় ইহা কর্ণে পূরণ করিবে।

লশুনাদ্যং তৈলম্

লশুনামলকং তালং পিষ্ট্বা তৈলে চতুর্গুণে। তৈলাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং পাচ্যং তৈলাবশেষকম্। তৎ তৈলং পূরয়েৎ কর্ণে বাধির্য্যং পরিণাশয়েৎ॥

তিলতৈল ১ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—রসুন, আমলকী ও হরিতাল মিলিত ২ পল। ইহা কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নিবারিত হয়।

জম্বাদ্যং তৈলম্

জম্ব্বাম্রপত্রং তরুণং সমাংশং কপিত্থকার্পাসফলঞ্চ সার্দ্রম্। কৃত্বা রসং তং মধুনাবিমিশ্রং স্রাবাপহং সং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। এতৈঃ শৃতং নিম্বকরঞ্জতৈলং সসার্ষপং স্রাবহরং প্রদিষ্টম্॥

(সার্দ্রমিতি সমন্তাদার্দ্রমিত্যর্থঃ। নিম্ববীজকরঞ্জবীজভবং তৈলং সার্ষপতৈলঞ্চ সংমিশ্র্য পক্তব্যম্। পৃথগেব তৈলত্রয়ং পক্তব্যমিত্যন্যে। ইতি শিবদাসঃ।)

কচি জামপত্র, কচি আমপত্র, কয়েৎবেল ও কার্পাসফল, ইহাদের রস মধুমিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। উপরি-উক্ত দ্রব্যের ও চতুর্গুণ জলের সহিত নিম, করঞ্জতৈল বা সর্ষপের তৈল অথবা এই তিন প্রকার তৈল একত্র পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে স্রাব নিবারিত হয়।

শম্বুক-তৈলম্

শম্বূকস্য চ মাংসেন কটুতৈলং বিপাচিতম্। তস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি॥

কটুতৈলে শামুকের মাংস সিদ্ধ করিয়া ঐ তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনালী বিনষ্ট হয়।

নিশাতৈলম্

নিশাগন্ধপলে পক্বং কটুতৈলং পলাষ্টকম্। ধুস্তূরপত্রজরসে কর্ণনাড়ীজিদুত্তমম্॥

(নিশাগন্ধয়োর্মিলিত্বা পলমেকমিতি চক্রটীকা)।

কটুতৈল ১ সের, ধুতুরাপাতার রস ৪ সের। কল্ক—হরিদ্রা ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা। এই তৈল কর্ণনালী রোগে উৎকৃষ্ট ফলদায়ক।

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্

কুষ্ঠহিঙ্গুবচাদারু-শতাহ্বাবিশ্বসৈন্ধবৈঃ। পূতিকর্ণাপহং তৈলং বস্তমূত্রেণ সাধিতম্॥

তৈল ১ সের, ছাগমূত্র ৪ সের। কল্কার্থ—কুড়, হিঙ্গু, বচ, দেবদারু, শুল্‌ফা, শুঁঠ ও সৈন্ধব মিলিত ১৬ তোলা। এই তৈল পূতিকর্ণ-বিনাশক।

দার্ব্ব্যাদি-তৈলম্

দার্ব্ব্যাশ্চ দশমূলস্য ক্বাথেন মধুকস্য চ। কদল্যাঃ স্বরসেনাপি পচেৎ তৈলং তিলোদ্ভবম্॥ কল্কৈঃ কুষ্ঠবচাশিগ্রু-শতপুষ্পারসাঞ্জনৈঃ। দেবদারুযবক্ষার-সর্জ্জিকাবিড়সৈন্ধবৈঃ॥ কর্ণশূলং কর্ণনাদং বাধির্য্যং পূতিকর্ণকম্। কর্ণক্ষ্বেড়ং জন্তুকর্ণং কর্ণপাকঞ্চ দারুণম্॥ কর্ণকণ্ডুপ্রতীনাহৌ শোথান্ কর্ণসমুদ্ভবান্। তৈলং দার্ব্ব্যাদিকং হন্তি কর্ণস্রাবং তথৈব চ॥

তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—দারুহরিদ্রা ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; দশমূল মিলিত ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; যষ্টিমধু ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; কদলীমূলের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—কুড়, বচ, শজিনার বীজ, শুল্‌ফা, রসাঞ্জন, দেবদারু, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বিট্ ও সৈন্ধবলবণ মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণরোগের শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

কর্ণরোগে পথ্যানি

স্বেদো বিরেকো বমনং নস্যং ধূমঃ শিরাব্যধঃ। গোধূমাঃ শালয়ো মুদ্গা যবাশ্চ প্রতনং হবিঃ॥ লাবো ময়ূরো হরিণস্তিত্তিরির্বন্যকুক্কুটঃ। পটোলং শিগ্রু বার্ত্তাকুঃ সুনিষণ্ণং কঠিল্লকম্॥ রসায়নানি সর্ব্বাণি ব্রহ্মচর্য্যমভাষণম্। উপযুক্তং যথাদোষমিদং কর্ণাময়ং হরেৎ॥

স্বেদন, বিরেচন, বমন, নস্য, ধূম, শিরাবেধ, গোধূম, শালিধান্য, মুগ, যব, পুরাতন ঘৃত, লাবপাখী, ময়ূর, হরিণ, তিত্তির ও বন্যকুক্কুটের মাংস ; পটোল, শজিনা, বেগুণ, সুষুণিশাক, করলা, সর্ব্বপ্রকার রসায়নক্রিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন (অমৈথুন), অল্প কথন, দোষ বিবেচনাপূর্ব্বক এই সমস্ত পথ্য কর্ণরোগে ব্যবস্থা করিবে।

কর্ণরোগেঽপথ্যানি

বিরুদ্ধান্নপানানি বেগরোধং প্রজল্পনম্। দন্তকাষ্ঠং শিরঃস্নানং ব্যায়ামং শ্লেষ্মলং গুরু। কণ্ডূয়নং তুষারঞ্চ কর্ণরোগী পরিত্যজেৎ॥

বিরুদ্ধ অন্ন, বিরুদ্ধ পান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, অধিক বাক্য কথন, দন্তধাবন, শিরঃস্নান (মস্তকে জল ঢালা), ব্যায়াম, কফকর দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, কর্ণ চুলকান ও হিমসেবন, এই সকল কর্ণরোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে কর্ণরোগাধিকারঃ।

নাসারোগাধিকার

নাসারোগ-লক্ষণম্

অনিহ্যতে যস্য বিশুষ্যতে চ প্রক্লিদ্যতে ধূপ্যতি চাপি নাসা। ন বেত্তি যো গন্ধরসাংশ্চ জন্তুর্জুষ্টং [illegible]সোৎ তমপীনসেন॥ তঞ্চানিলশ্লেষ্মভবং বিকারং ব্রূয়াৎ প্রতিশ্যায়সমানলিঙ্গম্। দোষৈর্বিদগ্ধৈর্গলতালুমূলে সংমূর্চ্ছিতো যস্য সমীরণস্তু॥ নিরেতি পূতির্মুখনাসিকাভ্যাং তং পূতনস্যং প্রবদন্তি রোগম্॥ ঘ্রাণাশ্রিতং পিত্তমরূংষি কুর্য্যাদ্ যস্মিন্ বিকারে বলবাংশ্চ পাকঃ। তং নাসিকাপাকমিতি ব্যবস্যেদ্ বিক্লেদকোথাবথবাপি যত্র॥ দোষৈর্বিদগ্ধৈর[illegible]পি জন্তোর্ললাটদেশেহভিহতস্য তৈস্তৈঃ। নাসা স্রবেৎ পূযমসৃগ্বিমিশ্রং তং পূযরক্তং প্রবদন্তি রোগম্॥ ঘ্রাণাশ্রিতে মর্ম্মণি সংপ্রদুষ্টো যস্যানিলো না[illegible]কয়া নিরেতি। কফানুযাতো বহুশোহতিশ[illegible]স্তং রোগমাহুঃ ক্ষবথুং বিধিজ্ঞাঃ॥ তীক্ষ্ণোপযোগা[illegible]জিঘ্রতো বা ভাবান্ কটূনর্কনিরীক্ষণাদ্বা। সূত্রাদিভির্বা তরুণাস্থিমর্ম্মণ্যুদ্‌ঘাটিতেহন্যঃ ক্ষবথুর্নিরেতি॥ প্রভ্রশ্যতে নাসিকয়া তু যস্য সান্দ্রো বিদগ্ধো লবণঃ কফস্তু। প্রাক্‌সঞ্চিতো মূর্দ্ধনি সূর্যতপ্তস্তং ভ্রংশথুং রোগমুদাহরন্তি॥ ঘ্রাণে ভৃশং দাহসমন্বিতে তু বিনিঃসরেদ্ধূম হবেহ বায়ুঃ। নাসা প্রদীপ্তেব চ যস্য জন্তোর্ব্যাধিস্তু তং দাপ্তমুদাহরন্তি॥ উচ্ছ্বাসমার্গন্তু কফঃ সবাতো রুন্ধ্যাৎ প্রতীনাহমুদ হরেণতম্। ঘ্রাণাদ্‌ঘনঃ পীতসিতস্তন্[illegible] দোষঃ স্রবেৎ স্রাবমুদাহরেৎ তমঃ ঘ্রাণাশ্রিতে স্রোতসি মারুতেন গাঢ়ং প্রতপ্তে পরিশোষিতে চ। কৃচ্ছ্রোচ্ছ্বসেদূর্দ্ধধশ্চ জন্তুর্যস্মিন্ স নাসাপরিশোষ উক্তঃ॥ শিরোগুরুত্বমরুচিনাসাস্রাবস্তনুঃ স্বরঃ। ক্ষামঃ ষ্ঠীবত্যথাভীক্ষ্ণমামপীনসলক্ষণম্॥ আমলিঙ্গান্বিতঃ শ্লেষ্মা ঘনঃ খেষু নিমজ্জতি। [illegible]বর্ণবিশুদ্ধিশ্চ পরিপক্কস্য লক্ষণম্॥ আনদ্ধা পিহিতা নাসা তনুস্রাবপ্রসেকিনী। গলতাল্বোষ্ঠশোষশ্চ নিস্তোদঃ শঙ্খয়োস্তথা॥ ক্ষবপ্রবৃত্তিরত্যর্থং বক্ত্রবৈরস্যমেব চ। ভবেৎ স্বরোপঘাতশ্চ প্রতিশ্যায়েহনিলাত্মকে॥ উষ্ণঃ সপীতকঃ স্রাবো ঘ্রাণাৎ স্রবতি পৈত্তিকে। কৃশোহতিপাণ্ডুঃ সন্তপ্তো ভবেদুষ্ণা-ভিপীড়িতঃ॥ সধূমমগ্নিং সহসা বমতীব স মানবঃ। ঘ্রাণাৎ কফকৃতে শীতঃ কফঃ পাণ্ডুঃ স্রবেদ্বহুঃ॥ শুক্লাবভাসঃ শুক্লাক্ষো ভবেদ্‌গুরুশিরা নরঃ। কণ্ঠতাল্বোষ্ঠশিরসাং কণ্ডূভিরভিপীড়িতঃ॥

ভূত্বা ভূত্বা প্রতিশ্যায়ো যস্যাকস্মান্নিবর্ত্ততে। সংপক্কো বাপ্যপক্কো বা স সর্ব্বপ্রভবঃ স্মৃতঃ॥ প্রক্লিদ্যতে পুনর্নাসা পুনশ্চ পরিশুষ্যতি। পুনরানহ্যতে বাপি পুনর্বিব্রিয়তে তথা॥ নিশ্বাসো বাতিদুর্গন্ধো নরো গন্ধান্ ন বেত্তি চ। এবং দুষ্টপ্রতিশ্যায়ং জানীয়াৎ কৃচ্ছ্রসাধনম্॥ রক্তজে দু প্রতিশ্যায়ে রক্তস্রাবঃ প্রবর্ত্ততে। তাম্রাক্ষশ্চ ভবেজ্জন্তুরুরোঘাতপ্রপীড়িতঃ। দুর্গন্ধোচ্ছ্বাসবদনো গন্ধানপি ন বেত্তি সঃ॥

অপীনস (পীনস) এই পীড়ায় নাসিকা বাতশোষিত শ্লেষ্ম দ্বারা রুদ্ধ, ধূমনির্গমবৎ পীড়ায় পীড়িত এবং কখন শুষ্ক, কখন বা আর্দ্র হয়। ইহাতে ঘ্রাণশক্তি ও আস্বাদনশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। পীনসরোগ বাতশ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন। ইহার লক্ষণ বাতশ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের লক্ষণের ন্যায় জানিবে।

দুষ্ট রক্ত পিত্ত ও দুষ্ট কফ দ্বারা বায়ু গলতালুমূলে দূষিত ও পূতিভাবাপন্ন হইয়া মুখ এবং নাসিকা দিয়া নির্গত হয়, ইহাকেই পূতিনস্য কহে।

যে রোগে নাসাশ্রিত দুষ্ট পিত্ত নাসিকায় পিড়কাসমূহ ও দারুণ পাক উপস্থিত করে, অথবা যে রোগে নাসিকা ক্লিন্ন ও পূতিভাবাপন্ন হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে।

দোষের দুষ্টি অথবা ললাটদেশে আঘাতপ্রাপ্তি হেতু নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয নিঃসৃত হইলে, তাহাকে পূযরক্ত রোগ কহে।

নাসামর্ম্মে (শৃঙ্গাটকে) প্রদুষ্ট বায়ু কফানুগত হইয়া নাসিকা দিয়া প্রবল শব্দের সহিত বারংবার নির্গত হইলে তাহাকে ক্ষবথু রোগ (হাঁচি) বলা যায়।

রাইসর্ষপ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদ্রব্য ভোজন, কটুদ্রব্য ঘ্রাণ, সূর্য্যদর্শন অথবা সূত্রাদি দ্বারা নাসিকার তরুণাস্থি-মর্ম্মের (শৃঙ্গাটকের) ঘর্ষণ, এই সকল কারণেও ক্ষবথু হইয়া থাকে। ইহাকে আগন্তুজ ক্ষবথু হইয়া থাকে। ইহাকে আগন্তুজ ক্ষবথু বলে।

মস্তকে পূর্ব্বসঞ্চিত ঘন কফ সূর্য্যতাপে (বা পিত্ত দ্বারা) বিদগ্ধ, সুতরাং লবণরসবিশিষ্ট হইয়া নাসিকা দ্বারা নির্গত হইলে তাহাকে ভ্রংশথু কহে।

দীপ্ত নামক রোগে নাসিকায় অত্যন্ত দাহ, অগ্নিশিখাবৎ প্রদীপ্তি এবং ধূমনির্গমবৎ উষ্ণ শ্বাস নির্গম, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

বায়ুর সহিত কফ নিশ্বাসমার্গকে রুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতীনাহ কহে।

নাসিকা দিয়া ঘন বা পাত্‌লা, পীত কিংবা শুক্লবর্ণ কফ নির্গত হইলে, তাহাকে নাসাস্রাব বলে।

নাসাস্রোত ও তদ্গত শ্লেষ্মা, বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত এবং পিত্ত কর্ত্তৃক প্রতপ্ত হইলে, অতি কষ্টে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নির্গত হয়। এইরূপ রোগকে নাসাশোষ কহে।

অপক্ক ও পক্ক পীনসের লক্ষণ। অপক্ক পীনসে, মাথাভার, অরুচি, পাত্‌লা স্রাব, ক্ষীণস্বর ও নাসিকা দিয়া মুহুর্ম্মুহুঃ সর্দ্দি নির্গম হয়। পক্ক পীনসে শিরোগুরুত্বাদি অপক্ক-লক্ষণ সমস্তই বিদ্যমান থাকে, তবে ইহাতে শ্লেষ্মা ঘন হইয়া নাসারন্ধ্রে বিলীন হয় এবং স্বর ও বর্ণ পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

বাতিক প্রতিশ্যায়ে নাসিকা বিবদ্ধ ও আচ্ছাদিতের ন্যায় হইয়া থাকে, পাত্‌লা স্রাব নির্গত হয় এবং গল তালু ও ওষ্ঠের শোষ, শঙ্খদেশে সূচীবেধবদ্ বেদনা, নিরন্তর হাঁচি, মুখের বিরসতা ও স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক প্রতিশ্যায়ে পীতবর্ণ উষ্ণস্রাব নির্গত হয় এবং রোগী কৃশ পাণ্ডুবর্ণ সন্তপ্ত ও উষ্ণাভিপীড়িত হয়। তাহার নাক মুখ দিয়া সধূম অগ্নি বাহির হইতে থাকে।

শ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া বহু পরিমাণে পাণ্ডুবর্ণ শীতল কফ নির্গত হয়। রোগির শরীর ও নয়ন শুক্লবর্ণ, মস্তক ভারাক্রান্ত এবং কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু ও মস্তক অত্যন্ত কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে।

যে পক্ক বা অপক্ক প্রতিশ্যায় অকারণে পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃপুনঃ তিরোহিত হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক জানিবে।

যে প্রতিশ্যায়ে নিশ্বাসে দুর্গন্ধ ও ঘ্রাণশক্তি বিলুপ্ত এবং নাসিকা কখন আর্দ্র, কখন শুষ্ক, কখন বদ্ধ, কখন বা বিবৃত হয়, সেই দুষ্ট প্রতিশ্যায়কে কষ্টসাধ্য জানিবে।

রক্তজনিত প্রতিশ্যায়ে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, চক্ষুর রক্তবর্ণতা, হৃদয়ে তীব্রবেদনা, মুখ ও নিশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং ঘ্রাণশক্তির বিলোপ, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নাসারোগ-চিকিৎসা

সর্ব্বেষু পীনসেশ্বাদৌ নির্ব্বাতাগরগো ভবেৎ। স্নেহস্বেদপ্রধমনং ধূমগণ্ডূষধারণম্॥

সকল প্রকার পীনস রোগে প্রথমতঃ নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, স্নেহ, স্বেদ, নস্য ও ধূম গ্রহণ এবং গণ্ডূষধারণ কর্ত্তব্য।

বস্ত্রেণ গুরুণোষ্ণেন শিরসো বেষ্টনং হিতম্। লঘুষ্ণং লবণং স্নিগ্ধমুষ্ণং ভোজনমদ্রবম্॥

পীনস রোগে মোটা গরম কাপড় দ্বারা মস্তকবেষ্টন এবং লঘু উষ্ণবীর্য্য লবণরস স্নিগ্ধ গরম ও শুষ্ক দ্রব্য ভোজন হিতকর।

সর্ব্বেষু সর্ব্বকালং পীনসরোগেষু জাতমাত্রেষু। মরিচং গুড়েন দধ্না ভুঞ্জীত নরঃ সুখং লভতে॥

সকল প্রকার পীনস রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই গুড় ও দধির সহিত মরিচচূর্ণ সেবন করিলে তাহাতে বিশেষ উপকার দর্শিবে।

পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং স্যাচ্চিত্রকহরীতকী। সর্পির্গুড়ঃ ষড়ঙ্গশ্চ যূষঃ পীনসশান্তয়ে॥

বৃহৎপঞ্চমূল কিংবা স্বল্পপঞ্চমূল-সহ সিদ্ধ দুগ্ধ, চিত্রক-হরীতকী এবং যক্ষ্মোক্ত সর্পির্গুড় ও ষড়ঙ্গযূষ পীনস রোগে ব্যবস্থা করিবে।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী। এষাং চূর্ণং কষায়ং বা দদ্যাদাদ্রকজৈ রসৈঃ॥ পীনসে স্বরভেদে চ নাসাস্রাবে হলীমকে। সন্নিপাতে কফে বাতে কাসে শ্বাসে চ শস্যতে॥

কট্‌ফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের চূর্ণ বা ক্বাথ আদার রসসহ সেবন করিলে পীনস, স্বরভেদ, নাসাস্রাব ও হলীমক প্রভৃতি সকল রোগ নিবারিত হয়।

ব্যোষাদ্যং চূর্ণম্

ব্যোষচিত্রকতালীশ-তিন্তিড়িকাম্লবেতসম্। সচব্যাজাজিতুল্যাংশমেলাত্বক্‌পত্রপাদিকম্॥ ব্যোষাদিকং চূর্ণমিদং পুরাণগুড়সংযুতম্। পীনসশ্বাসকাসঘ্নং রুচিস্বরকরং পরম্॥

ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল, অম্লবেতস, চই ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক এক ভাগ, এলাইচ, গুড়ত্বক্ ও তেজপত্র প্রত্যেক পূর্ব্বোক্ত এক ভাগের সিকি ভাগ, পুরাতন গুড় সর্ব্বসমান, একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে পীনস শ্বাস ও কাসরোগ উপশমিত এবং রুচি ও স্বর বর্দ্ধিত হয়।

ত্রিকটুবিড়ঙ্গসৈন্ধববৃহতীফলশিগ্রুসুরসমন্তীর্তিঃ। তৈলং গোজলসিদ্ধং নস্যং স্যাৎ তাৎ পূতিনস্যস্য॥
ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, বৃহতীফল, শজিনাবীজ, নিসিন্দে (মতান্তরে তুলসী) ও দন্তীবীজ, ইহাদের কল্ক মিলিত ১৬ তোলা এবং গোমূত্র ৪ সেরের সহিত ১ সের তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনস্য নিবারিত হয়।

কলিঙ্গহিঙ্গুমরিচ-লাক্ষাসুরসকট্‌ফলৈঃ। কুষ্ঠোগ্রাশিগ্রুজন্তুঘ্নৈরবপীড়ঃ প্রশস্যতে॥
(পীনসাদিস্বপ্যয়ং যোগ ইতি ভাবমিশ্রঃ।)
ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্‌ফল, কুড়, বচ, শজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের গোমূত্রপিষ্ট কল্কের নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনস্য নিবারিত হয়। ভাবমিশ্র বলেন, ইহাতে পীনস, নাসাস্রাব এবং স্বরভেদাদিও নিরাকৃত হয়।

তৈরেব মূত্রসংযুক্তৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। প্রপীনসে পূতিনস্যে শমনং কীর্ত্তিতং পরম্॥
পূর্ব্বোক্ত কল্ক ১ সের এবং ৪ সের গোমূত্রসহ ১ সের সর্ষপতৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে পীনস ও পূতিনস্য বিনষ্ট হয়।

শিগ্রুতৈলম্

শিগ্রুসিংহীনিকুম্ভীনাং বীজৈঃ সব্যোষসৈন্ধবৈঃ। বিল্বপত্ররসৈঃ সিদ্ধং তৈলং স্যাৎ পূতিনস্যনুৎ॥
শজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব ইহাদের কল্ক এবং বেলপাতার রসসহ তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে পূতিনস্য উপশমিত হয়।

ব্যাঘ্রীতৈলম্

ব্যাঘ্রীদন্তীবচাশিগ্রু-সুরসব্যোষসৈন্ধবৈঃ। পাচিতং নাবনং তৈলং পূতিনাসাগদাপহম্।
কটুতৈল ১ সের, জল ৪ সের। কল্কার্থ—কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, শজিনাছাল, নিসিন্দে, ত্রিকটু ও সৈন্ধব মিলিত ১৬ তোলা। যথাবিধি পাক করিয়া, ইহার নস্য গ্রহণে পূতিনাসা রোগ নষ্ট হয়।

নাসাপাকে পিত্তহৃৎ সংবিধানং কার্য্যং সর্ব্বং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। হরেদ্রক্তং ক্ষীরবৃক্ষত্বচশ্চ যোজ্যাঃ সেকে সঘৃতাশ্চ প্রদেহাঃ ॥
নাসাপাকে বাহ্য ও আভ্যন্তরিক পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে। ইহাতে রক্তমোক্ষণ করিয়া ক্ষীরিবৃক্ষ-ত্বকের ক্বাথ দ্বারা পরিষেক করিবে এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ত্বক্ ও ঘৃত দ্বারা প্রলেপ দিবে।

পূযাস্রে রক্তপিত্তঘ্নাঃ কষায়া নাবনানি চ॥
পূযরক্তরোগে রক্তপিত্তঘ্ন কষায় ও নস্য প্রদান করিবে।

শুণ্ঠীকুষ্ঠকণাবিল্ব-দ্রাক্ষাকল্ককষায়বৎ। সাধিতং তৈলমাজ্যং বা নস্যং ক্ষবথুপুটনুৎ॥
শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বিল্বমূল ও দ্রাক্ষা ইহাদের ক্বাথ ও কল্কসহ যথাবিধি ঘৃত এবং তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে ক্ষবথু (হাঁচি) ও পুট রোগ প্রশমিত হয়।

ঘৃতগুগ্‌গুলুমিশ্রস্য সিক্‌থকস্য প্রযত্নতঃ। ধূমং ক্ষবথুরোগঘ্নং ভ্রংশথুঘ্নঞ্চ নির্দ্দিশেৎ॥
ঘৃত গুগ্‌গুলু মোম্ একত্র করিয়া ধূম প্রদান করিলে ক্ষবথু ও ভ্রংশথু নিবারিত হইয়া থাকে।

দীপ্তে রোগে পৈত্তিকং সংবিধানং সর্ব্বং কুর্য্যান্মাধুরং শীতলঞ্চ। নাসানাহে স্নেহপানং প্রধানং স্নিগ্ধা ধূমা মূর্দ্ধবস্তিশ্চ নিত্যম্॥
দীপ্তরোগে (নাসাদাহ ও নাসা হইতে ধূম নির্গমবৎ বোধে) পিত্তঘ্ন সর্ব্বপ্রকার মধুর ও শীতল ক্রিয়া করিবে। নাসাদাহে (নাক টানিয়া থাকায়) স্নেহপান, স্নিগ্ধ ধূম ও শিরোবস্তি ব্যবস্থেয়।

বাতিকে তু প্রতিশ্যায়ে পিবেৎ সর্পির্যথাক্রমম্। পঞ্চভির্লবণৈঃ সিদ্ধং প্রথমেন গণেন চ।
নস্যাদিষু বিধিং কৃৎস্নমবেক্ষেতার্দ্দিতেরিতম্ ॥
বাতিক প্রতিশ্যায় রোগে পঞ্চ লবণের সহিত সিদ্ধ অথবা প্রথমগণের (বিদারি গন্ধাদিগণের) ক্কাথ ও কল্কের সহিত সিদ্ধ ঘৃত যথাক্রমে (সুশ্রুতের স্নেহোপযৌগিকাধ্যায়োক্ত বিধানক্রমে) পান করিবে এবং নস্যাদি গ্রহণে অর্দ্দিতোক্ত নিয়মসকল লক্ষ্য করিবে।

পিতরক্তোত্থয়োঃ পেয়ং সর্পির্মধুরকৈঃ শৃতম্। পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ কুর্য্যাদপি চ শীতলান্॥
পিত্ত ও রক্তজনিত প্রতিশ্যায়ে মধুর গণের সহিত সিদ্ধ ঘৃতপান এবং শীতল (ন্যগ্রোধাদ্যুৎ-পলাদিগণকৃত) পরিষেক ও শীতল প্রলেপ ব্যবস্থেয়।

সর্পিষা ভৃষ্টয়া ধাত্র্যা শিরসো লেপতঃ ক্ষণাৎ। নাসায়াং সংপ্রবৃত্তঞ্চ রুধিরঞ্চ বিনশ্যতি॥
ঘৃতভৃষ্ট আমলকী কাঁঞ্জিতে পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

কফজে সর্পিষা স্নিগ্ধং তিলমাষবিপক্কয়া। যবাগ্বা বাময়িত্বা বা কফঘ্নং ক্রমমাচরেৎ॥
(অত্র মদনফলমপি বোধ্যং বমনযোগাৎ। চক্রটীকা)।
কফজ প্রতিশ্যায়ে ঘৃতপান দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া তিল ও মাষকলাইয়ের সহিত যবাগূ পাক করিয়া (যবাগূ পাককালে তাহাতে বমনকারক ময়নাফলও দিতে হইবে) সেই যবাগূ পান করাইয়া রোগিকে বমন করাইবে। পরে কফঘ্ন দ্রব্যের সহিত পক্ক পেয়াদি পথ্য দিবে।

দার্ব্বীঙ্গুদীনিকুম্ভৈশ্চ কিণিহ্যা সুরসেন চ। বর্ত্তয়োঽত্র কৃতা যোজ্যা ধূমপানে যথাবিধি॥
দারুহরিদ্রা, ইঙ্গুদীফল, দন্তীর মূল বা বীজ, অপামার্গ ও তুলসী (বা নিসিন্দা), এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির ধূম যথাবিধি (বৈরেচনিক ধূমবর্ত্তি বিধানক্রমে) পান করিলে প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়।

অথবা সঘৃতান্ শক্তুন্ কৃত্বা মল্লিকাসংপুটে। নবপ্রতিশ্যায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রযোজয়েৎ॥
নূতন প্রতিশ্যায়ে ঘৃতপ্লুত যবের ছাতু শরাবস্থিত অঙ্গারাগ্নিতে ন্যস্ত করিয়া তাহার উপর আর একখানি ছিদ্রবিশিষ্ট শরা চাপা দিবে এবং সেই ছিদ্রে একটি নল দিয়া তদ্দ্বারা ধূমপান করিবে।

বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং হিঙ্গু গুগ্গুলুং সমনঃশিলম্। প্রতিশ্যায়ে বচাযুক্তং শক্তুধূমং পিবেন্নরঃ। এতচ্চ চূর্ণমাঘ্রাতং প্রতিশ্যায়ং বিনাশয়েৎ॥
বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হিং, গুগ্গুলু, মনঃশিলা ও বচ, ইহাদের চূর্ণের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধূম পান অথবা ইহাদের চূর্ণ আঘ্রাণ করিলে প্রতিশ্যায় বিনষ্ট হয়।

প্রতিশ্যায়ে পিবেদ্ ধূম সর্ব্বং গব্যসমাযুতম্। চাতুর্জ্জাতকচূর্ণং বা ঘ্রেয়ং বা কৃষ্ণজীরকম্॥
প্রতিশ্যায়ে গব্যঘৃত সংযুক্ত করিয়া উপযুক্ত দ্রব্যের ধূম গ্রহণ করিবে। চাতুর্জ্জাতক বা কৃষ্ণ-জীরাচূর্ণ আঘ্রাণ করিলে প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়।

যঃ পিবতি শয়নকালে শয়নারূঢ়ঃ সুশীতলং ভূরি। সলিলং পীনসসযুক্তঃ স মুচ্যতে তেন রোগেণ।
শয়নকালে শয্যারূঢ় হইয়া প্রচুর পরিমাণে শীতল জল পান করিলে প্রতিশ্যায় প্রশমিত হয়।

শঠীতামলকীব্যোষ-চূর্ণং সর্পির্গুড়ান্বিতম্। হরেদ্ঘোরং প্রতিশ্যায়ং পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলনুৎ॥
শঠী, ভূম্যামলকী ও ত্রিকটু, ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও গুড় সংযুক্ত করিয়া লেহন করিলে ঘোর প্রতিশ্যায় এবং পার্শ্ব হৃদয় ও বস্তি দেশের বেদনা নিবারিত হয়।

পুটপক্কং জয়াপত্রং সিন্ধুতৈলসমাযুতম্। প্রতিশ্যায়েষু সর্ব্বেষু শীলিতং পরমৌষধম্॥
(জয়া জয়ন্তীতি শিবদাসঃ। জয়া বিজয়া ভঙ্গেতি যাবৎ। শীলিতং ভুক্তমিতি ভাবমিশ্রঃ)।
সিদ্ধি অথবা জয়ন্তীপত্র পুটপক্ক করিয়া সৈন্ধবলবণ ও তৈল সংযুক্ত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায় প্রশমিত হইয়া থাকে।

সোষণং গুড়সংযুক্তং স্নিগ্ধদধ্যম্লভোজনম্। নবপ্রতিশ্যায়হরং বিশেষাৎ কফপাচনম্॥
মরিচ ও গুড়ের সহিত স্নিগ্ধ অম্লদধি ভোজন করিলে নূতন প্রতিশ্যায় রোগের উপশম ও কফের পরিপাক হয়।

প্রতিশ্যায়ে নবে শস্তো যূষশ্চিঞ্চাদলোদ্ভবঃ। ততঃ পক্কং কফং জ্ঞাত্বা হরেচ্ছীর্ষবিরেচনৈঃ॥
শিরসোঽভ্যঞ্জনস্বেদ-নস্যকট্বম্লভোজনৈঃ। বমনৈর্ঘৃতপানৈশ্চ তান্ যথাস্বমুপাচরেৎ॥
(অত্র হিঙ্গুমরিচচূর্ণং মাত্রানুরূপং প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ)।
নূতন প্রতিশ্যায়ে তেঁতুলপত্রের ক্বাথ উপযুক্ত মাত্রায় হিং ও মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিবে। কফ পরিপক্ক হইলে শিরোবিরেচন, শিরোঽভ্যঞ্জন (মস্তকে কফনিঃসারক তৈলাদি ম্রক্ষণ), স্বেদ প্রদান, নস্য এবং কটু ও অম্ল ভোজন, বমন ও ঘৃতপান ব্যবস্থেয়।

পাঠাদি-তৈলম্

পাঠাদ্বিরজনীমূর্ব্বা-পিপ্পলীজাতিপল্লবৈঃ। দন্ত্যা চ তৈলং সংসিদ্ধং নস্যং সংপক্কপীনসে॥
কটুতৈল ১ সের। কল্কার্থ—আক্‌নাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বা, পিপুল, জাতীপত্র ও দন্তীমূল মিলিত ১৬ তোলা, জল ৪ সের। পক্ক পীনসে ইহার নস্য ব্যবস্থেয়।

ভক্ষয়তি ভুক্তমাত্রে সলবণসুস্বিন্নমাষমত্যুষ্ণম্। স জয়তি সর্ব্বসমুত্থং চিরজাতঞ্চ প্রতিশ্যায়ম্॥
আহারের অব্যবহিত পরেই লবণের সহিত সুসিদ্ধ অত্যুষ্ণ মাষকলাই ভক্ষণ করিলে ত্রিদোষজ ও দীর্ঘকালোৎপন্ন প্রতিশ্যায় নষ্ট হইয়া থাকে।

পিপ্পল্যঃ শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গমরিচানি চ। অবপীড়ঃ প্রশস্তোঽয়ং প্রতিশ্যায়নিবারণঃ॥
পিপুল, শজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ, ইহাদর চূর্ণের নস্য লইলে প্রতিশ্যায় নিবারিত হইয়া থাকে।

সমূত্রপিষ্টাশ্চোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিমিষু যোজয়েৎ। ধাবনার্থং ক্রিমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্। শেষাণাস্তু বিকারাণাং যথাস্বং স্যাচ্চিকিৎসিতম্॥
প্রতিশ্যায় রোগে নাসিকায় ক্রিমি জন্মিলে ক্রিমিঘ্ন ঔষধ (সুরসাদিগণ প্রভৃতি) গোমূত্রে পেষণ করিয়া নাসিকায় প্রয়োগ করিবে এবং ক্রিমিনাশক ঔষধের ক্বাথ দ্বারা নাসিকা ধৌত করিবে। অন্যান্য রোগে বাতাদিদোষ বিবেচনা করিয়া যথাবিধি চিকিৎসা করিবে।

রক্তপিত্তানি শোথাংশ্চ তথার্শাংস্যর্ব্বুদানি চ। নাসিকায়াং স্যুরেতেষাং স্বং স্বং কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্॥
নাসিকাজাত রক্তপিত্ত, শোথ, অর্শঃ ও অর্ব্বুদ, ইহাদের সামান্য রক্তপিত্তাদির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

করবীরাদ্যং তৈলম্

রক্তকরবীরপুষ্পং জাত্যাস্তথাসনমল্লিকায়াশ্চ। এতৈঃ সমস্তৈস্তৈলং নাসার্শোনাশনং পক্কম্॥
(অসনমল্লিকা অফরমল্লিকেতি চক্র-বৃন্দৌ।)
তৈল ১ সের। কল্কার্থ—লালকরবীপুষ্প, জাতীপুষ্প, হাফরমালীপুষ্প প্রত্যেক দুই তোলা। এই তৈলের নস্যে নাসিকার অর্শঃ নষ্ট হয়।

শিখরি-তৈলম্

গৃহধূমকণাদারু-ক্ষারনক্তাহ্বসৈন্ধবৈঃ। সিদ্ধং শিখরিবীজৈশ্চ তৈলং নাসার্শসাং হিতম্॥

তৈল ১ সের। কল্কার্থ—ঝুল, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও অপামার্গের বীজ মিলিত ১৬ তোলা। জল ৪ সের। নাসিকার অর্শে এই তৈল উপকারী।

চিত্রক-তৈলম্

চিত্রকচবিকাদীপ্যকনিদিগ্ধিকাকরঞ্জবীজলবণার্কৈঃ। গোমূত্রযুতৈঃ সিদ্ধং তৈলং নাসার্শসাং শান্ত্যৈ॥

তৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্ক—চিতামূল, চই, যমানী, কণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দের আঠা মিলিত ১ সের। ইহার নস্যে নাসার্শ উপশমিত হয়।

হিঙ্গ্বাদ্যং তৈলম্

হিঙ্গুব্যোষবিড়ঙ্গকট্‌ফলবচারুক্‌তীক্ষ্ণগন্ধৈর্যুতৈর্লাক্ষাশ্বেতপুনর্নবাব্দকুটজৈঃ পুষ্যোদ্ভবৈঃ সৌরস্বৈঃ।

ইত্যেভিঃ কটুতৈলমেতদনলে মন্দে সমূত্রং শৃতং পীতং নাসিকয়া যথাবিধি ভবেন্নাসাময়িভ্যো হিতম্॥

হিঙ্গু, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, কট্‌ফল, বচ, কুড়, শজিনাবীজ, লাক্ষা, শ্বেতপুনর্নবা, মুতা, কুড়চি ও নিসিন্দা, ইহাদের কল্ক ও গোমূত্র সহ যথাবিধি কটুতৈল পাক করিয়া নাসিকা দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার নাসারোগ বিনষ্ট হয়।

চিত্রক-হরীতকী

চিত্রকস্যামলক্যাশ্চ গুড়ূচ্যা দশমূলজম্। শতং শতং রসং দত্ত্বা পথ্যাচূর্ণাঢ়কং গুড়াৎ॥ শতং পচেদ্ ঘনীভূতে পলদ্বাদশকং ক্ষিপেৎ। ব্যোষত্রিজাতয়োঃ ক্ষারাৎ পলার্দ্ধমপরেঽহনি॥ প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দত্ত্বা যথাগ্ন্যদ্যাদযন্ত্রণঃ। বৃদ্ধয়েঽগ্নেঃ ক্ষয়ং কাসং পীনসং দুস্তরং ক্রিমীন্॥ গুল্মোদাবর্ত্তদুর্নাম-শ্বাসান্ হন্তি সুদারুণান্॥

পুরাতন গুড় ১০০ পল। ক্বাথার্থ—চিতামূল ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২।।০ সের ; আমলকীর রস (অভাবে ক্বাথ) ১২।।০ সের, গুলঞ্চ ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২।।০ সের ; দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২।।০ সের। এই সমুদায় ক্বাথ একত্র করিয়া তাহাতে গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া হরীতকীচূর্ণ ৮ সের দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পরদিন মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া (১ তোলা হইতে ৪ তোলা) মাত্রা স্থির করিবে। ইহা সেবন করিলে অগ্নির দীপ্তি এবং ক্ষয়, কাস ও পীনস প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্যবিধি

নাসারোগে পথ্যানি

স্থিতির্নির্ব্বাতনিলয়ে প্রগাঢ়োষ্ণীষধারণম্। গণ্ডূষো লঙ্ঘনং নস্যং ধূমশ্ছর্দ্দিঃ শিরাব্যধঃ॥ কটুচূর্ণং নাসারন্ধ্রে নিক্ষিপ্যান্তঃপ্রবেশনম্। স্বেদঃ স্নেহঃ শিরোঽভ্যঙ্গঃ পুরাণা যবশালয়ঃ॥ কুলত্থমুদ্গয়োর্যূষো গ্রাম্যজাঙ্গলজা রসাঃ। বার্ত্তাকুঃ কুলকং শিগ্রুঃ কর্কোটং বালমূলকম্॥ লশুনং দধি তপ্তাম্বু বারুণী চ কটুত্রয়ম্। কট্বম্ললবণং স্নিগ্ধমুষ্ণং লঘু চ ভোজনম্। নাসারোগে পীনসাদৌ সেব্যমেতদ্‌যথামলম্॥

বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থান, অতিশয় গাঢ়ভাবে উষ্ণীষধারণ, গণ্ডূষধারণ, উপবাস, নস্যগ্রহণ, ধূমসেবন, বমন, শিরাবেধ, কটুদ্রব্য চূর্ণের নস্য, স্বেদন, স্নেহ প্রয়োগ, মস্তকে তৈল মর্দ্দন, পুরাতন যব ও

শালিধান্য, কুলত্থকলায়ের যূষ, মুগের যূষ, গ্রাম্য এবং জাঙ্গল প্রাণির মাংসরস, বেগুণ, পলতা, শজিনা, কাঁকরোল, কচি মূলা, রশুন, দধি, গরম জল, বারুণী (তাড়ী), ত্রিকটু, কটু অম্ল ও লবণ রস, স্নিগ্ধদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য এবং লঘুদ্রব্য ভোজন, পীনসাদি নাসারোগে দোষানুসারে বিবেচনাপূর্ব্বক এই সকল সেবন করিবে।

নাসারোগেঽপথ্যানি

বিরুদ্ধানি দিবাস্বপ্নমভিষ্যন্দি গুরূণি চ। স্নানং ক্রোধং শকৃন্মূত্র-বাষ্পবেগান্ শুচং দ্রবম্। ভূশয্যামপি যত্নেন নাসারোগী পরিত্যজেৎ॥

বিরুদ্ধদ্রব্য ভোজন, দিবানিদ্রা, শ্লেষ্মজনক দ্রব্য, গুরুদ্রব্য, স্নান, ক্রোধ, মলবেগ, মূত্রবেগ ও বাষ্পবেগ ধারণ, শোক, তরলদ্রব্য এবং ভূমিতে শয়ন, এই সমস্ত নাসারোগী অতি যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে নাসারোগাধিকারঃ।

নেত্ররোগাধিকার

নেত্রগতরোগ-নিদানম্

উষ্ণাভিতপ্তস্য জলে প্রবেশাদ্-দূরেক্ষণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ। স্বেদাদ্রজোধূমনিষেবণাচ্চ ছর্দ্দের্বিঘাতাদ্বমনাতিযোগাৎ॥ দ্রবাৎ তথান্নান্নিশি সেবিতাচ্চ বিণ্মূত্রবাতক্রমনিগ্রহাচ্চ। প্রসক্তসংরোদনকোপশোকাচ্ছিরোঽভিঘাতাদতিমদ্যপানাৎ॥ তথা ঋতুনাঞ্চ বিপর্য্যয়েণ ক্লেশাভিঘাতাদতিমৈথুনাচ্চ। বাষ্পগ্রহাৎ সূক্ষ্মনিরীক্ষণাচ্চ নেত্রে বিকারান্ জনয়ন্তি দোষাঃ॥ বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্রক্তাদভিষ্যন্দশ্চতুর্বিধঃ। প্রায়েণ জায়তে ঘোরঃ সর্ব্বনেত্রাময়াকরঃ॥ নিস্তোদনস্তম্ভনরোমহর্ষ-সংঘর্ষপারুষ্যশিরোঽভিতাপাঃ। বিশুষ্কভাবঃ শিশিরাশ্রুতা চ বাতাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥ দাহপ্রপাকৌ শিশিরাভিনন্দা ধূমায়নং বাষ্পসমুচ্ছ্রয়শ্চ। উষ্ণাশ্রুতা পীতকনেত্রতা চ পিত্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥ উষ্ণাভিনন্দা গুরুতাক্ষিশোথং কণ্ডূপদেহাবতি শীততা চ। স্রাবো মুহুঃ পিচ্ছিল এব চাপি কফাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥ তাম্রাশ্রুতা লোহিতনেত্রতা চ নাড্যঃ সমন্তাদতিলোহিতাশ্চ। পিত্তস্য লিঙ্গানি চ যানি তানি রক্তাভিপন্নে নয়নে ভবন্তি॥

আতপাদি দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া সহসা জলপ্রবেশ, অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরস্থ বস্তুর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ অথবা নিয়ত অতি সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন, দিবানিদ্রা বা রাত্রিজাগরণ, চক্ষুতে ঘর্ম্ম ধূলি ও ধূমপ্রবেশ, বমির বেগধারণ বা অতি বমন, রাত্রিতে দ্রব অন্ন সেবন, মলমূত্র ও বায়ুর বারংবার বেগরোধ, সর্ব্বদা ক্রন্দন, ক্রোধ ও শোককরণ, মস্তকে আঘাত, অতিশয় মদ্যপান, ঋতুবিপর্য্যয়, অত্যন্ত ক্লেশ ও অশ্রুবেগধারণ এবং অতি মৈথুন, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া নানাবিধ নয়নরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

নেত্রাভিষ্যন্দ (নেত্রপ্রদাহ, চোখ-উঠা) চারি প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও রক্তজ। ইহা অতি ক্লেশকর ও প্রায় সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগের আকর।

বাতিক অভিষ্যন্দে সূচীবেধবদ্ যন্ত্রণা, জড়িমা, রোমহর্ষ, কর্করিকা, রুক্ষতা, শিরোবেদনা, বিশুষ্কভাব ও শীতলাশ্রুপাত, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পিত্তজ অভিষ্যন্দে চক্ষুর প্রদাহ ও পাক, শীতলেচ্ছা, ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি, বাষ্পবাহুল্য, উষ্ণাশ্রুপাত ও নেত্রের পীতবর্ণতা, এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

কফজ অভিষ্যন্দে উষ্ণাভিলাষ, গুরুতা, অক্ষিশোথ, কণ্ডু, পিচুটি, চক্ষুর শীতলতা ও মুহুর্মুহুঃ পিচ্ছিল স্রাব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

রক্তজ অভিষ্যন্দে পৈত্তিকাভিষ্যন্দের সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। অধিকন্তু ইহাতে তাম্রবর্ণ অশ্রুপাত, নেত্রের লৌহিত্য ও শিরাসমূহের অতিলৌহিত্য, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(অধিকাংশ নেত্ররোগই অভিষ্যন্দ হইতে উৎপন্ন হয়, এইজন্য কেবলমাত্র অভিষ্যন্দের লক্ষণ সন্নিবেশিত হইল। অন্যান্য রোগের পরিচয় তাহাদের চিকিৎসা-প্রসঙ্গে কথিত হইবে।)

নেত্ররোগ-চিকিৎসা

অষ্টসপ্ততিরাখ্যাতা যেহত্র নেত্রভবা গদাঃ। চিকিৎসিতমিদং তেষাং সমাসাদ্ ব্যাসতঃ শৃণু॥

শাস্ত্রে যে ৭৮ প্রকার নেত্ররোগ কথিত হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত চিকিৎসা লিখিত হইতেছে।

দ্বে পাদমধ্যে পৃথুসন্নিবেশে শিরোগতে দ্বে বহুধা হি নেত্রে। তাঃ প্রোক্ষণোৎসাদনলেপনাদীন্ পাদপ্রযুক্তান্ নয়নং নয়ন্তি॥ (প্রোক্ষণং সেচনম্। উৎসাদনং উদ্বর্ত্তনম্।)

দুইটি স্থূল শিরা, পদদ্বয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে সন্নিবিষ্ট থাকিয়া, বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নেত্রগত হইয়াছে। অতএব পরিষেক, উদ্বর্ত্তন ও প্রলেপাদি পাদদ্বয়ে প্রযুক্ত হইলে তাহারা ঐ শিরাদ্বয় দ্বারা নয়নে ক্রিয়া প্রকাশ করে।

মলোষ্মসংঘট্টনপীড়নাদ্যৈস্তা দূষয়ন্তে নয়নানি দুষ্টাঃ। ভজেন্মহাদুষ্টিহিতানি তস্মাদুপানদভ্যঞ্জনধাবনানি॥

ধূল্যাদি মলপদার্থ উষ্মা, সংঘট্টন ও পীড়নাদি দ্বারা ঐ শিরাদ্বয় দুষ্ট হইলে চক্ষুও দূষিত হইয়া থাকে। অতএব জুতা ব্যবহার, তৈল দ্বারা পাদাভ্যঙ্গ ও পাদপ্রক্ষালন বিশেষ হিতকর জানিবে।

লঙ্ঘনালেপনস্বেদ-শিরাব্যধবিরেচনৈঃ। উপাচরেদভিষ্যন্দানঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ॥

অভিষ্যন্দ রোগে লঙঘন (লঘুভোজন বা উপবাস), প্রলেপ, স্বেদ, শিরাবেধ, বিরেচন, অঞ্জন ও আশ্চ্যোতন ব্যবস্থেয়।

অক্ষিকুক্ষিভবা রোগাঃ প্রতিশ্যায়ব্রণজ্বরাঃ। পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙঘনাৎ॥ (পঞ্চরাত্রেণেত্যুপলক্ষণং তেন ত্র্যহমপি বোধ্যম বিদেহসংবাদাৎ।)

অক্ষিরোগ, কুক্ষিরোগ (অতিসার, বিলম্বিকা প্রভৃতি), প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর, এই পাঁচটি পীড়া পাঁচদিন (কেহ বলেন, তিনদিন) উপবাস করিলেই উপশম প্রাপ্ত হয়।

সেক আশ্চ্যোতনং পিণ্ডী বিড়ালস্তর্পণং তথা। পুটপাকোঽঞ্জনৈশ্চৈভিঃ কল্পৈর্নেত্রমুপাচরেৎ॥

সেক, আশ্চ্যোতন, পিণ্ডী, বিড়ালক (পক্ষ্ম ভিন্ন নেত্রের বহির্ভাগে প্রলেপ), তর্পণ, পুটপাক ও অঞ্জন, এই সকল দ্বারা নেত্ররোগির চিকিৎসা করিবে।

স্বেদঃ প্রলেপস্তিক্তান্নং সেকো দিনচতুষ্টয়ম্। লঙ্ঘনঞ্চাক্ষিরোগাণামামানাং পাচনানি চ। অঞ্জনং পূরণং ক্বাথ-পানমামে ন শস্যতে॥

স্বেদ, প্রলেপ, তিক্তান্ন, পরিষেক ও লঙ্ঘন দ্বারা এবং চারিদিন অতিক্রান্ত হইলে চক্ষুরোগের আমাবস্থা দূরীকৃত হইয়া পরিপাকাবস্থা আগত হয়।
আমাবস্থায় অঞ্জন, আশ্চ্যোতন ও ক্বাথপান প্রশস্ত নহে।

ধাত্রীফলনির্য্যাসো নবদৃক্‌কোপং নিহন্তি পূরণতঃ। সক্ষৌদ্রসৈন্ধবো বা শিগ্রুদ্ভবপত্ররসসেকঃ॥
আমলকীফলের রস চক্ষুতে পূরণ করিলে অথবা ১ মাষা মধু ও ২ রতি সৈন্ধবের সহিত ৪ মাষা শজিনাপত্রের রস সেচন করিলে তরুণ নেত্রকোপ বিনষ্ট হয়।

শ্রীবাসাতিবির্ষিালোধ্রৈশ্চূর্ণিতৈরল্পসৈন্ধবৈঃ। অব্যক্তেঽক্ষিগদে কার্য্যঃ প্রোতস্থৈর্গুণ্ঠনং বহিঃ॥
নেত্ররোগের প্রথম অবস্থায় দেবদারু, আতইচ, লোধ ও অল্পপরিমিত সৈন্ধব, ইহাদের চূর্ণ পোট্টলীবদ্ধ করিয়া নিমীলিত চক্ষুর বহির্ভাগে বুলাইবে।

দার্ব্বীরসাঞ্জনং বাপি স্তন্যযুক্তং প্রপূরণম্। নিহন্তি শীঘ্রং দাহাশ্রু বেদনাঃ স্যন্দসম্ভবাঃ॥
দারুহরিদ্রার ক্বাথ-কৃত রসাঞ্জন স্তনদুগ্ধের সহিত চক্ষে পূরণ করিলে অভিষ্যন্দজন্য দাহ, অশ্রুনির্গম ও বেদনা সত্বর দূরীভূত হয়।

করবীরতরুণকিশলয়চ্ছেদোদ্ভবসলিলসম্পূর্ণম্। নয়নযুগং ভবতি দৃঢ়ং সহসৈব তৎক্ষণাৎ কুপিতম্॥
করবীর কচিপত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষে দিলে সত্বর নেত্রকোপ নিবারিত হয়।

শিখরিজমূলং তাম্রভাজনে স্তোকসৈন্ধবোন্মিশ্রম্। মস্তুনি ঘৃষ্টং ভরণাদ্ হরতি নবং লোচনোৎকোপম্॥
অপামার্গের মূল ও অল্প সৈন্ধবলবণ দধির মাতের সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষে দিলে অচিরজাত নেত্রকোপ নষ্ট হয়।

সৈন্ধবদারুহরিদ্রাগৈরিকপথ্যারসাঞ্জনৈঃ পিষ্টৈঃ। দত্তো বহিঃ প্রলেপো ভবত্যশেষাক্ষিরোগহরঃ॥
সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গেরিমাটী, হরীতকী ও রসাঞ্জন একত্র মর্দ্দন করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে সকল প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তথা সাবরকং লোধ্রং ঘৃতভৃষ্টং বিড়ালক। কার্য্যো হরীতকী তদ্বদ্ ঘৃতভৃষ্টং বিড়ালকঃ॥
শালাক্যেঽক্ষ্ণোর্বহির্লেপো বিড়ালক উদাহৃতঃ॥

সাবরলোধ অথবা হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া তদ্দ্বারা বিড়ালক প্রলেপ দিবে। যে প্রলেপ পক্ষ্মভিন্ন নেত্রের বহির্ভাগে দেওয়া যায়, সুশ্রুত গ্রন্থে তাহা বিড়ালক নামে অবিহিত হইয়াছে।

গিরিমৃচ্চন্দননাগরখটিকাংশযোজিতো বহির্লেপঃ। কুরুতে বচয়া মিশ্রো লোচনমগদং ন সন্দেহঃ॥
গেরিমাটী, রক্তচন্দন, শুঁঠ, খড়ি ও বচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চক্ষুর বহির্ভাগে তাহার প্রলেপ দিলে নেত্র রোগশূন্য হয়।

ভূম্যামলকী ঘৃষ্টা সসৈন্ধবগৃহবারিযোজিতা তাম্রে। যাতা ঘনত্বমক্ষ্ণোর্জ্জয়তি বহির্লেপতঃ পীড়াম্॥
(গৃহবারি কাঞ্জিকম্।)

তাম্রপাত্রে ভূম্যামলকীর মূল সৈন্ধবলবণের সহিত কাঁজিতে ঘর্ষণ করিয়া ঘনীভূত হইলে তদ্দ্বারা চক্ষুর বহির্ভাগে লেপ দিলে চক্ষুর পীড়া প্রশমিত হয়।

আশ্চ্যোতনং মারুতজে ক্বাথো বিল্বাদিভির্হিতঃ। কোষ্ণং সৈরণ্ডবৃহতী-তর্কারীমধুশিগ্রুভিঃ॥
(আশ্চ্যোতনমক্ষিসেবকঃ।)

বায়ুজন্য অভিষ্যন্দে বিল্বাদি মহৎ পঞ্চমূল, এরণ্ডমূল, বৃহতী, জয়ন্তী ও রক্তশজিনা, ইহাদের ঈষদুষ্ণ ক্বাথ দ্বারা আশ্চ্যোতন করিবে (নেত্রে ক্বাথ, দুগ্ধ, কোন দ্রব্য বা স্নেহপদার্থের বিন্দুপাতনকে আশ্চ্যোতন কহে)।

এরণ্ডপল্লবে মূলে ত্বচি চাজং পয়ঃ শৃতম্। কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনে হিতম্॥

এরণ্ডবৃক্ষের পত্র, মূল, ছাল এবং কণ্টকারীর মূল, এই সকল দ্রব্যের সহিত পরিভাষার নিয়মানুসারে ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় তাহার আশ্চ্যোতন করিলে উপকার দর্শে।

ত্রিফলাশ্চ্যোতনং নেত্রে সর্ব্বাভিষ্যন্দনাশনম্॥

ত্রিফলার ক্বাথ আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার অভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়।

প্রপৌণ্ডরীকযষ্ট্যাহ্ব-নিশামলকপদ্মকৈঃ। শীতৈর্ম্মধুসমাযুক্তৈঃ সেকঃ পিত্তাক্ষিরোগনুৎ॥
(সমাযুক্তৈরিত্যত্র সিতাযুক্তৈরিতি বা পাঠঃ।)

পুণ্ডরিয়া, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলকী ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা শীতল হইলে মধু (পাঠান্তরে—চিনি) প্রক্ষেপ দিয়া আশ্চ্যোতন করিলে পিত্তজনিত অভিষ্যন্দ রোগ বিনষ্ট হয়।

দ্রাক্ষামধুকমঞ্জিষ্ঠাজীবনীয়ৈঃ শৃতং পয়ঃ। প্রাতরাশ্চ্যোতনং পথ্যং শোথশূলাক্ষিরোগিণাম্॥

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও জীবনীয়গণ, এই সকল ঔষধের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তদ্দ্বারা প্রাতঃকালে আশ্চ্যোতন অর্থাৎ নেত্রসেক করিলে শোথ ও শূলযুক্ত অক্ষিরোগ প্রশমিত হয়।

নিম্বস্য পত্রৈঃ পরিলিপ্য লোধ্রং স্বিদ্যাগ্নিনা চূর্ণমথাপি কল্কম্। আশ্চ্যোতনং মানুষদুগ্ধযুক্তং পিত্তাস্রবাতাপহমগ্র্যমুক্তম্॥

নিমপত্র পেষণ করিয়া তৎপিণ্ডমধ্যে লোধকাষ্ঠের কল্ক বা চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত করিয়া উহা পত্র দ্বারা বেষ্টিত এবং অঙ্গারাগ্নিতে সিদ্ধ করিবে। অনন্তর উহা স্তন্যদুগ্ধ মিশ্রিত এবং বস্ত্রগালিত করিয়া সেই রস আশ্চ্যোতনে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে পিত্ত, রক্ত ও বায়ুজনিত নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

সসৈন্ধবং লোধ্রমথাজ্যভৃষ্টং সৌবীরপিষ্টং সিতবস্ত্রবদ্ধম্। আশ্চ্যোতনং তন্নয়নস্য কার্য্যং কণ্ডূঞ্চ দাহঞ্চ রুজাঞ্চ হন্যাৎ॥

সৈন্ধবলবণ ২ রতি এবং লোধকাষ্ঠ ৪ মাষা কাঁজিতে পেষণ ও গব্যঘৃতে ভর্জ্জন করিয়া, নির্ম্মল সূক্ষ্ম বস্ত্রে পোট্টলীবদ্ধ করিবে। ঐ পোট্টলী অঙ্গুলী দ্বারা নিষ্পীড়িত করিয়া তাহার রস চক্ষুতে দিবে। ইহাতে কণ্ডু, দাহ ও বেদনা প্রশমিত হয়।

তিরীটত্রিফলাযষ্টি-শর্করাভ্রদ্রমুস্তকৈঃ। পিষ্টৈঃ শীতাম্বুনা সেকো রক্তাভিষ্যন্দনাশনঃ॥

লোধ, ত্রিফলা, যষ্টিমধু, চিনি ও মুতা, এই সকল দ্রব্য শীতল জলে বাটিয়া চক্ষু সেচন করিলে রক্তাভিষ্যন্দ নষ্ট হয়।

কশেরুমধুকানাঞ্চ চূর্ণমম্বরসংবৃতম্। ন্যস্তমপ্স্বান্তরীক্ষাসু হিমমাশ্চ্যোতনং ভবেৎ॥

কেশুর ও যষ্টিমধুচূর্ণ পোট্টলীবদ্ধ ও বৃষ্টিজলসিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা আশ্চ্যোতন করিলে উপকার দর্শে।

সংপক্বেঽক্ষিগদে কার্য্যমঞ্জনাদিকমিষ্যতে। প্রশস্তবর্ত্মতা চাক্ষ্ণোঃ সংরম্ভাশ্রুপ্রশান্ততা। মন্দবেদনতাকণ্ডূঃ পক্বাক্ষিগদলক্ষণম্॥

নেত্ররোগের পরিপাকাবস্থায় অঞ্জনাদি ব্যবস্থেয়। চক্ষুর পাতার প্রশস্ততা এবং শোথ, অশ্রুপাত, বেদনা ও কণ্ডুর অল্পতা, এই সকল পক্বাবস্থার লক্ষণ।

অঞ্জনবিধিঃ

কৃষ্ণভাগাদধঃ কুর্য্যাদপাঙ্গং যাবদঞ্জনম্। প্রথমং সব্যমঞ্জীয়াৎ পশ্চাদ্দক্ষিণমঞ্জয়েৎ। শলাকয়া সাঞ্জনয়া নচ তন্নয়নং স্পৃশেৎ॥

একটি শলাকা দ্বারা অঞ্জন লইয়া চক্ষুর কৃষ্ণভাগের নিম্নে অপাঙ্গ পর্য্যন্ত অঞ্জন দিবে। হস্ত দ্বারা চক্ষু স্পর্শ করিবে না। প্রথমে বামনেত্রে, পরে দক্ষিণনেত্রে অঞ্জন দেওয়া কর্ত্তব্য।

বৃহত্যেরণ্ডমূলত্বক্ শিগ্রোর্মূলং সসৈন্ধবম্। অজাক্ষীরেণ পিষ্টং স্যাদ্ বর্ত্তির্বাতাক্ষিরোগনুৎ॥

বৃহতী, এরণ্ডমূলের ছাল, শজিনামূলের ছাল ও সৈন্ধবলবণ, ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তি ঘর্ষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রে মধুকং দ্রাক্ষা দেবদারু চ পেষয়েৎ। আজেন পয়সা শ্রেষ্ঠমভিষ্যন্দে তদঞ্জনম্॥
(দ্রাক্ষেত্যত্র পথ্যেতি বা পাঠঃ।)

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা (পাঠান্তরে হরীতকী) ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিবে। ইহা অভিষ্যন্দের (চক্ষু-উঠার) শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণা নাগরঞ্চ যথোত্তরম্। পিষ্টং দ্বিরংশতোঽদ্ভির্বা গুড়িকাঞ্জনমিষ্যতে॥
(বাশব্দাচ্ছাগীক্ষীরমপি বোধ্যম্। ইতি শিবদাসঃ।)

গেরিমাটী ১ ভাগ, সৈন্ধব ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ ও শুঁঠ ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য জলে বা ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। সেই গুটিকা ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

পথ্যাক্ষধাত্রীবীজানি একদ্বিত্রিগুণানি চ। পিষ্ট্বাম্বুনা বটীং কুর্য্যাদঞ্জনং দ্বিহরেণুকম্। নেত্রস্রাবং হরত্যাশু বাতরক্তরুজং তথা॥

হরীতকীর বীজ ১ ভাগ, বহেড়াবীজ ২ ভাগ, আমলকীর বীজ ৩ ভাগ, জলে পেষণ করিয়া ২ মটর প্রমাণ বটিকা করিবে। ঐ বটিকা ঘষিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব ও বাতরক্তজনিত বেদনা নিবারিত হয়।

রসাঞ্জনং হরিদ্রে দ্বে মালতীনিম্বপল্লবাঃ। গোশকৃদ্রসসংযুক্তা বটী নক্তান্ধ্যনাশনী। এতস্যাশ্চাঞ্জনে মাত্রা প্রোক্তা সার্দ্ধহরেণুকা॥

রসাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মালতীপত্র, নিমপত্র, এই সকল দ্রব্য গোময়রসে মর্দ্দন করিয়া দেড় মটর প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ঘষিয়া তাহার অঞ্জন দিলে নক্তান্ধ্য (রাতকাণা) প্রশমিত হয়।

কতকস্য ফলং ঘৃষ্ট্বা মধুনা নেত্রমঞ্জয়েৎ। ঈষৎকর্পূরসহিতং তৎস্যান্নেত্র রসাদনম্॥

নির্ম্মলীফল মধুর সহিত ঘর্ষিত ও তাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে নেত্র নির্ম্মল হয়।

রসাঞ্জনং সর্জ্জরসো জাতীপুষ্পং মনঃশিলা। সমুদ্রফেনং লবণং গৈরিকং মরিচং তথা॥ এতৎ সমাংশং মধুনা পিষ্টং প্রক্লিন্নবর্ত্মনি। অঞ্জনং ক্লেদকণ্ডুঘ্নং পক্ষ্মণাঞ্চ প্ররোহণম্॥ দুগ্ধেন কণ্ডুং ক্ষৌদ্রেণ নেত্রস্রাবঞ্চ সর্পিষা। পুষ্পং তৈলেন তিমিরং কাঞ্জিকেন নিশান্ধতাম্। পুনর্নবা হরত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

রসাঞ্জন, ধূনা, জাতীপুষ্প, মনঃশিলা, সমুদ্রফেন, সৈন্ধব, গেরিমাটী ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুতে পেষণ করত প্রক্লিন্নবর্ত্মে অঞ্জন দিবে। ইহাতে ক্লেদ ও কণ্ডূ প্রশমিত এবং পক্ষ্ম (নেত্ররোম) পুনরুদ্ভূত হইবে। পুনর্নবা দুগ্ধে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে কণ্ডূ, মধুতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব, ঘৃতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পুষ্পরোগ, তৈলের সহিত অঞ্জন দিলে তিমির রোগ এবং কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রাত্র্যান্ধ্য নিবারিত হয়।

বব্বুলদলনিঃক্কাথো লেহীভূতস্তদঞ্জনাৎ। নেত্রস্রাবো ব্রজেচ্ছোষং মধুযুক্তান্ন সংশয়ঃ॥

বাব্লার ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে মধুমিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে নিশ্চয়ই নেত্রস্রাব প্রশমিত হয়।

বটক্ষীরেণ সংযুক্তং মুখ্যং কর্পূরজং রজঃ। ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি কুসুমন্তু দ্বিমাসিকম্॥ ক্ষৌদ্রাশ্বলালাসংঘৃষ্টৈর্মরিচৈর্নেত্রমঞ্জনাৎ। অতিনিদ্রা শমং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়াদিব॥

কর্পূরচূর্ণ বটের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে দুই মাসের পুষ্পরোগ (নেত্রের শ্বেতবর্ণ চিহ্ন) বিনষ্ট হয়। মধু ও ঘোড়ার লালার সহিত মরিচ পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে অতিনিদ্রা প্রশমিত হইয়া থাকে।

অগ্নিতপ্তং হি সৌবীরং নিষিঞ্চেৎ ত্রিফলারসে। সপ্তবেলং তথা স্তন্যৈঃ স্ত্রীণাং সিক্তং বিচূর্ণিতম্॥ অঞ্জয়েৎ তেন নয়নে প্রত্যহং চক্ষুষোর্হিতম্। সর্ব্বানক্ষিবিকারাংস্তু হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ॥

সৌবীরাঞ্জন অগ্নিতে তপ্ত করিয়া সাতবার ত্রিফলার ক্বাথে, সাতবার স্তন্যদুগ্ধে নিষিক্ত করিয়া চূর্ণ করিবে। তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

শিলায়াং রসকং পিষ্ট্বা সম্যগাপ্লাব্য বারিণা। গৃহ্লীয়াৎ তজ্জলং সর্ব্বং ত্যজেচ্চূর্ণমধোগতম্॥ শুষ্কঞ্চ তজ্জলং সর্ব্বং পর্পটীসন্নিভং ভবেৎ। বিচূর্ণ্য ভাবয়েৎ সম্যক্ ত্রিবেলং ত্রিফলারসৈঃ॥ কর্পূরস্য রজস্তত্র দশমাংশেন নিক্ষিপেৎ। অঞ্জয়েন্নয়নে তেন নেত্রাখিলগদচ্ছিদঃ॥

খর্পর শিলাতে পেষণ করিয়া উপযুক্ত জলে প্লাবিত করিবে, পরে তন্নিম্নস্থ চূর্ণসকল পরিত্যাগ করিয়া সেই জল শুষ্ক করিলে যে পর্পটাকৃতি হইবে, তাহা চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার রসে তিনবার ভাবনা দিবে এবং ঐ চূর্ণের দশ ভাগের এক ভাগ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। ইহাতে সকল প্রকার নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

মুক্তাদিমহাঞ্জনম্

মুক্তাকর্পূরকাচাগুরুমরিচকণাসৈন্ধবং সৈলবালং শুণ্ঠীকক্কোলকাংস্যত্রপুরজনিশিলাশঙ্খনাভ্যভ্রতুত্থম্॥ দক্ষাগুত্বক্ চ সাক্ষং ক্ষতজমথ শিবা ক্লীতকং রাজবর্ত্তো জাতীপুষ্পং তুলস্যাঃ কুসুমমভিনবং বীজকং স্যাৎ তথৈব॥ পূতীকনিম্বার্জ্জুনভদ্রমুস্তং সতাম্রসারং রসগর্ভযুক্তম্। প্রত্যেকমেষাং খলু মাষকৈকং যত্নেন পিষ্যেন্মধুনাতিসূক্ষ্মম্॥ ভবন্তি রোগা নয়নাশ্রিতা যে নিতান্তমাত্রোপচিতাশ্চ তেষাম্। বিধীয়তে শান্তিরবশ্যমেব মুক্তাদিনানেন মহাঞ্জনেন॥

মুক্তা, কর্পূর, কাচ, অগুরুকাষ্ঠ, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, এলবালুক, শুঁঠ, কক্কোল, কাংস্য, বঙ্গ, হরিদ্রা, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, অভ্র, তুঁতে, কুঁক্‌ড়ার ডিমের খোলা, বহেড়া, কুঙ্কুম, হরীতকী, যষ্টিমধু, রাজাবর্ত্ত, জাতীপুষ্প, তুলসীর নূতন পুষ্প ও বীজ, ডহরকরঞ্জ, নিম্ব, অর্জ্জুনছাল, নাগরমুতা, তাম্র, লৌহ ও রসাঞ্জন, এই সমুদায় প্রত্যেক ১ মাষা পরিমাণে লইয়া একত্র মধুর সহিত উত্তমরূপে পেষণ করত অঞ্জন দিবে। ইহাতে সকল প্রকার নেত্ররোগের উপশ.. হয়।

কফজে লঙ্ঘনং স্বেদং নস্যং তিক্তান্নভোজনম্। তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনং কুর্য্যাৎ তীক্ষ্ণৈশ্চোপনাহনম্॥
কফজ নেত্ররোগে লঙঘন, স্বেদ, নস্য, তিক্তান্ন ভোজন, তীক্ষ্ণ প্রধমন (নল সহযোগে ফুৎকার দ্বারা তীক্ষ্ণ ঔষধচূর্ণের নস্য প্রদান) ও তীক্ষ্ণ উপনাহ ব্যবস্থেয়।

ফণিজ্ঝকাস্ফোতকপিত্থবিল্ব-পত্তুরপীলুসুরসার্জ্জভঙ্গৈঃ। স্বেদং বিদধ্যাদথবা প্রলেপং বর্হিষ্ঠশুণ্ঠী-সুরদারুকুষ্ঠৈঃ॥
(এষাং ভঙ্গৈঃ পল্লবৈর্ব্যস্তসমস্তৈরঙ্গারতাপিতৈশ্চক্ষুযোর্মৃদুস্বেদঃ কার্য্যঃ। ইতি চক্রটীকা।)
ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, হাপরমালী, কয়েৎবেল, বেল, শালিঞ্চশাক, পীলু, কৃষ্ণতুলসী ও শ্বেততুলসী, ইহাদের (পৃথক্ পৃথক্ বা মিলিত পত্র অগ্নিতে তপ্ত ও নিষ্পীড়িত করিয়া সেই রস দ্বারা) স্বেদ ; অথবা বালা, শুঁঠ, দেবদারু ও কুড় ইহাদের প্রলেপ দিবে।

শুণ্ঠী নিম্বদলৈঃ পিণ্ডঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বল্পসৈন্ধবৈঃ। ধার্য্যশ্চক্ষুষি সংক্ষেপাচ্ছোথকণ্ডুব্যথাপহঃ॥
শুঁঠ ও নিমপত্র বাটিয়া তাহার সহিত অল্প পরিমাণে সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ও অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহার পিণ্ড চক্ষুর উপর ধারণ করিলে চক্ষুর শোথ, কণ্ডূ ও ব্যথা বিনষ্ট হয় (চক্ষুর উপর সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দিয়া তাহার উপর পিণ্ড স্থাপন কর্ত্তব্য)।

বল্কলং পারিজাতস্য তৈলং কাঞ্জিকসৈন্ধবম্। কফোদ্ভূতাক্ষিশূলঘ্নং তরুঘ্নং কুলিশং যথা॥
পালিধার ছালের স্বরস ১ মাষা, তৈল ৩ মাষা, সৈন্ধবলবণ ২।৩ রতি, কাঞ্জিক এক নিকুঞ্চ, এই সকল দ্রব্য তাম্রপাত্রে রাখিয়া তাহা কড়ি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। উহা ঘন হইলে চক্ষুতে তাহার অঞ্জন দিবে (বৃদ্ধেরা এইরূপ উপদেশ দেন)। ইহাতে কফজ অক্ষিশূল নষ্ট হইয়া থাকে।

স্নিগ্ধৈরুষ্ণৈশ্চ বাতোত্থঃ পিত্তজো মৃদুশীতলৈঃ। তীক্ষ্ণৈরুক্ষোষ্ণবিশদৈঃ প্রশাম্যতি কফাত্মকঃ। তীক্ষ্ণোষ্ণমৃদুশীতানাং ব্যত্যাসাৎ সান্নিপাতিকঃ॥
বাতিক নেত্ররোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া, পিত্তজ নেত্ররোগে মৃদু ও শীতল ক্রিয়া, শ্লেষ্মজ নেত্ররোগে তীক্ষ্ণ রুক্ষ উষ্ণ ও বিশদ ক্রিয়া এবং ত্রিদোষপ্রধান নেত্ররোগে তীক্ষ্ণ উষ্ণ মৃদু ও শীতল ক্রিয়া ব্যত্যাসভাবে করিবে।

দার্ব্বী পটোলং মধুকং সনিম্বং পদ্মকোৎপলম্। প্রপৌণ্ডরীকঞ্চৈতানি পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে॥ বিপাচ্য পাদশেষন্তু তৎ পুনঃ কুড়বং পচেৎ। শীতীভূতে তত্র মধু দদ্যাৎ পাদাংশিকং ততঃ॥ রসক্রিয়ৈষা দাহাশ্রু-রাগশোথরুজাপহা॥
দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, নিমছাল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল ও পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ সমভাগে মিলিত অর্দ্ধ সের, পাকার্থ জল দুই সের, অবশিষ্ট অর্দ্ধ সের থাকিতে নামাইবে এবং ছাঁকিয়া

ক্বাথজল পুনর্ব্বার পাক করিবে ; ঘনীভূত ও শীতল হইলে আট তোলা মধু তাহাতে মিশ্রিত করিবে। ইহার প্রলেপ দিলে চক্ষুর্দাহ, অশ্রুপাত, চক্ষুর রক্তবর্ণতা ও বেদনা নিবারিত হয়।

শিগ্রুপল্লবনির্য্যাসঃ সংঘৃষ্টস্তাম্রসংপুটে। ঘৃতেন ধূপিতো হন্তি শোথঘর্ষাস্রবেদনাঃ॥
শজিনাপত্রের রস তাম্রপাত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত ও ঈষদুষ্ণ করত চক্ষুতে প্রলেপ দিলে শোথ, ঘর্ষ (কর্‌করানি), অশ্রুপাত ও বেদনা নিবারিত হয়।

তিক্তস্য সর্পিষঃ পানং বহুশশ্চ বিরেচনম্। অক্ষ্ণোরপি সমন্তাচ্চ পাতনন্তু জলৌকসঃ। পিত্তাভিষ্যন্দশমনো বিধিশ্চাপ্যুপপাদিতঃ॥
চক্ষুরোগে পটোলপত্রাদি তিক্তদ্রব্যের সহিত সাধিত বক্ষ্যমাণ পটোলাদ্য ঘৃতপান, ষড়ঙ্গাদি বিরেচক ঔষধ সেবন দ্বারা পুনঃপুনঃ বিরেচন, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে জোঁক বসান এবং পিত্তাভিষ্যন্দ নাশক ক্রিয়াসকল প্রশস্ত।

পিষ্টৈর্নিম্বস্য পত্রৈরতিবিমলতরৈর্জাতিসিন্ধুত্থমিশ্রৈরন্তর্গর্ভং দধানা পটুতরগুড়িকা পিষ্টলোধ্রেণ ভৃষ্টা। তূর্ণৈঃ সৌবীরসান্দ্রৈরতিশয়মৃদুভির্বেষ্টিতা সা সমন্তাচ্চক্ষুঃকোপপ্রশান্তিং চিরমুপরিদৃশোর্ভ্রাম্যমাণা করোতি॥

নিম্বপত্র, জাতীপত্র ও সৈন্ধবলবণ পেষণ করিয়া তন্মধ্যে লোধপিণ্ড স্থাপিত করিবে। পরে এই সমুদায় একত্র ঘৃতে অল্প ভর্জ্জন করিয়া উপযুক্ত কাঁজির সহিত মিশাইয়া পোট্টলীবদ্ধ করিবে। ঐ পোট্টলী চক্ষুর উপরে বুলাইলে চক্ষুঃ-প্রকোপের শান্তি হয়।

বিল্বাঞ্জনম্

বিল্বপত্ররসঃ পূতঃ সৈন্ধবাজ্যসমন্বিতঃ। শুল্বে বরাটিকাঘৃষ্টো ধূপিতো গোময়াগ্নিনা॥
পয়সালোড়িতশ্চাক্ষ্ণোঃ পূরণাচ্ছোথশূলনুৎ। অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ স্রাবে রক্তে চ শস্যতে॥
বিল্বপত্ররস ৪ মাষা, সৈন্ধবলবণ ২ রতি, গব্যঘৃত ৪ বিন্দু, তাম্রপাত্রে এই সমুদায় রাখিয়া কড়ি দ্বারা ঘর্ষণ করিবে এবং ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে স্ত্রীদুগ্ধ দ্বারা ঐ সকল তরল করিয়া চক্ষুতে লাগাইলে চক্ষুর শোথ, রক্তস্রাব, বেদনা ও অভিষ্যন্দ প্রশমিত হয়।

বিল্বপত্ররসং সাম্লং নিঘৃষ্টং তাম্রভাজনে। সিন্ধুত্থকটুতৈলাক্তং কুর্য্যান্নেত্রস্রবাদিষু॥
বিল্বপত্ররস কাঁজির সহিত তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে সৈন্ধবলবণ এবং সরিষার তৈল মিশ্রিত করিবে। ইহা চক্ষুতে দিলে নেত্রস্রাব নিবারিত হইবে।

সলবণকটুতৈলং কাঞ্জিকং কাংস্যপাত্রে ঘনিতমুপলঘৃষ্টং ধূপিতং গোময়াগ্নৌ। সপবনকফকোপং ছাগদুগ্ধাবসিক্তং জয়তি নয়নশূলং স্রাবশোথং সরাগম্॥
সৈন্ধবলবণ ২ রতি, কটুতৈল ৪ বিন্দু ও কাঁজি ৪ মাষা একত্র কাঁসার পাত্রে শিলাখণ্ড দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ঘনীভূত করিবে। পরে ঘুঁটের আগুনে তপ্ত ও ছাগদুগ্ধে তরল করিয়া চক্ষুতে দিবে। ইহাতে বাতশ্লৈষ্মিক চক্ষুঃশূল, শোথ, জলস্রাব ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা দূরীভূত হইয়া থাকে।

তরুস্থবিদ্ধামলক-রসঃ সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ। পুরাণং সর্ব্বথা সর্পিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহম্॥
বৃক্ষস্থ আমলকী বিদ্ধ করিয়া তাহার রস লইবে, সেই রস চক্ষুতে দিলে অথবা পুরাতন পরিষ্কৃত ঘৃত চক্ষুতে দিলে চক্ষুঃস্থ বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

নয়নশোণাঞ্জনম্

কণা সলবণোষণা সহরসাঞ্জনা সাঞ্জনা সরিৎপতিকফঃ সিতা সিতপুনর্নবা শর্করা। রজন্যরুণচন্দনং মধু চ তুত্থপথ্যাশিলা অরিষ্টদলসাবরস্ফটিক শঙ্খনাভীন্দবঃ॥ ইমানি তু বিচূর্ণয়েন্নিবিড়বাসসা শোধয়েৎ তথায়সি বিমর্দ্দয়েন্মধুনা তাম্রখণ্ডেন তৎ। ইদং মুনিভিরীরিতঞ্চ নয়নশোণনামাঞ্জনং করোতি তিমিরক্ষয়ং পটলপুষ্পনাশং বলাৎ॥

পিপুল, সৈন্ধবলবণ, মরিচ, রসাঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, সমুদ্রফেন, মল্লিকাপুষ্প, শ্বেতপুনর্নবা, চিনি, হরিদ্রা, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, তুঁতে, হরীতকী, মনঃশিলা, নিম্বপত্র, সাবর লোধ, ফট্‌কিরি, শঙ্খনাভি ও কর্পূর, এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া ঘন বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া লইবে। পরে মধুসহ লৌহপাত্রে তাম্রখণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ইহার অঞ্জন লইবে। ইহার নাম নয়নশোণাঞ্জন। এই অঞ্জন ব্যবহারে তিমিররোগ ও পটলগত পুষ্পরোগ প্রশমিত হয়।

জলৌকঃপাতনং শস্তং নেত্রপাকে বিরেচনম্। শিরাভেদং প্রকুর্ব্বীত সেকলেপাংশ্চ শুক্রবৎ॥

নেত্রপাক রোগে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ, বিরেচন, শিরাবেধ এবং শুক্ররোগের ন্যায় সেক ও প্রলেপ হিতকর।

অয়মেব বিধিঃ সর্ব্বো মন্থাদিষ্বপি শস্যতে। অশান্তৌ সর্ব্বথা মন্থে ভ্রুবোরুপরি দাহয়েৎ॥

অধিমন্থাদি রোগে উল্লিখিত সকল চিকিৎসাই প্রশস্ত। চিকিৎসা দ্বারা অধিমন্থাদি রোগের শমতা না হইলে ভ্রূবয়ের উপরিভাগ দগ্ধ করিয়া দিবে।

ষড়ঙ্গগুগ্‌গুলুঃ

বিভীতকশিবাধাত্রী-পটোলারিষ্টবাসকৈঃ। ক্বাথো গুগ্‌গুলুনা পেয়ঃ শোথপাকাক্ষিশূলহা। পিষ্টপঞ্চ সব্রণং শুক্রং রাগাদীংশ্চাপি নাশয়েৎ॥

(বিভীতকাদিচূর্ণসমং গুগ্‌গুলুং গৃহীত্বা ঘৃতেন পিষ্ট্বা বটিকাং কুর্য্যাদিত্যুপদিশন্তি বৃদ্ধাঃ।)

বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল, ইহাদের ক্বাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলেও চক্ষুর শূল, শোথ ও রক্তবর্ণতাদি এবং পিষ্টক ও সব্রণ শুক্র বিনষ্ট হয়। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ বিভীতকাদি প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্বসমান গুগ্‌গুলু, একত্র ঘৃতে মিশ্রিত ও পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে উপদেশ দেন। (পিষ্টবৎ শুভ্রবর্ণ গোলাকার স্ফীত মাংসোন্নতিকে পিষ্টক কহে।)

এতৈশ্চাপি ঘৃতং পক্বং রোগাস্তাংশ্চ ব্যপোহতি॥

উপরি-উক্ত বহেড়া প্রভৃতি দ্রব্যসকলের ক্বাথে এবং গুগ্‌গুলুর কল্কে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলেও চক্ষুরোগসকল প্রশমিত হয়।

বাসকাদিঃ

অটরূষাভয়ানিম্ব-ধাত্রীমুস্তাক্ষকূলকৈঃ। রক্তস্রাবং কফং হন্তি চক্ষুষ্যং বাসকাদিকম্॥

বাসকছাল, হরীতকী, নিমছাল, আমলকী, মুতা, বহেড়া ও পটোলপত্র, ইহাদের ক্বাথ সেচনে (এবং বিরেচনার্থ গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে) চক্ষুর রক্তস্রাব ও কফ নিবারিত হইয়া চক্ষুর প্রসন্নতা জন্মায়।

বাসা ঘনং নিম্বপটোলপত্রং তিক্তামৃতাচন্দনবৎসকত্বক্। কলিঙ্গদার্ব্বীদহনানি শুণ্ঠী-ভূনিম্বধাত্র্যাবভয়া বিভীতম্॥ শ্যামা যবঃ ক্বাথমথাষ্টভাগং পিবেদিসংপর্ব্বদিনে কষায়ম্॥ তৈমির্য্যকণ্ডুপটলার্ব্বুদঞ্চ। নিহন্তি সর্ব্বান্ নয়নাময়াংশ্চ ভৃগূপদিষ্টং নয়নাময়েষু॥

বাসকছাল, মুতা, নিমছাল, পল্‌তা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঁঠ, চিরতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্যামালতা ও যব মিলিত ৪ তোলা, জল ১ সের, শেষ ২ ছটাক। এই ক্বাথ পূর্ব্বাহ্নে সেবন করিলে তিমির রোগ, কণ্ডু ও পটলার্ব্বুদ প্রভৃতি নেত্ররোগসকল বিনষ্ট হয়।

পথ্যাস্তিস্রো বিভীতক্যঃ ষড়্ ধাত্র্যো দ্বাদশৈব তু। প্রস্থার্দ্ধে সলিলে ক্বাথমষ্টভাগবশেষিতম্॥
পীত্বাভিষ্যন্দমাস্রাবং র্‌যগঞ্চ তিমিরং জয়েৎ। সংরম্ভরাগশূলাশ্রু-নাশনং দৃক্‌প্রসাদনম্॥

হরীতকী ৩টি, বহেড়া ৬টি, আমলকী ১২টি, এই সমুদায় ২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ (সায়ংকালে) পান করিলে অভিষ্যন্দ, নেত্রস্রাব, নয়নের রক্তবর্ণতা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

নেত্রে ত্বভিহতে কুর্য্যাচ্ছীতমাশ্চ্যোতনাদিকম্॥

নেত্র আহত হইলে শীতল আশ্চ্যোতনাদি ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

দৃষ্টেঃ প্রসাদজননং বিধিমাশু কুর্য্যাৎ স্নিগ্ধৈর্হিমৈশ্চ মধুরৈশ্চ তথা প্রয়োগৈঃ। স্বেদাগ্নিধূমভয়শোক-রুজাভিতাপৈ-রভ্যাহতামপি তথৈব ভিষক্ চিকিৎস্যেৎ॥

স্বেদ, অগ্নি, ধুম, ভয়, শোক ও রোগাদির অভিতাপে দৃষ্টি আহত হইলে, স্নিগ্ধ, শীতল ও মধুর প্রক্রিয়াদি দ্বারা দৃষ্টির প্রসাদন করিবে।

আগন্তুদোষং প্রসমীক্ষ্য কার্য্যং বস্ত্রোষ্মণা স্বেদিতমাদিতস্তু। আশ্চ্যোতনং স্ত্রীপয়সা চ সদ্যো যচ্চাপি পিত্তক্ষতজাপহং স্যাৎ॥ সূর্য্যোপরাগানলবিদ্যুদাদি-বিলোকনেনোপহতেক্ষণস্য। সন্তর্পণং স্নিগ্ধহিমাদি কার্য্যং সায়ং নিষেব্যাস্ত্রিফলাপ্রয়োগাঃ॥

আগন্তুক কারণে চক্ষুতে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইলে পোটলীবদ্ধ বস্ত্র দ্বারা স্বেদ দিবে এবং স্ত্রীদুগ্ধ দ্বারা আশ্চ্যোতন ও পিত্তজ রক্তজ চক্ষুরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সূর্য্যগ্রহণ, অগ্নি ও বিদ্যুদাদির দর্শন জন্য চক্ষুর বিকৃতি জন্মিলে সন্তর্পণাদি স্নিগ্ধ ও শৈত্য ক্রিয়াদি প্রশস্ত এবং ত্রিফলার ক্বাথ সায়ংকালে সেবন বিধেয়।

নিশাব্দত্রিফলাদার্ব্বী-সিতামধুকসংযুতম্। অভিঘাতাক্ষিশূলঘ্নং নারীক্ষীরেণ পূরণম্। ইৎকটাঙ্কুরজন্তদ্বৎ স্বরসো নেত্রপূরণম্॥

অভিঘাতজনিত চক্ষুঃশূলে হরিদ্রা, মুতা, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দারুহরিদ্রা, চিনি ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ নারীদুগ্ধে প্রক্ষেপ দিয়া চক্ষুতে পূরণ করিবে, অথবা ইকড় নামক তৃষাঙ্কুরের স্বরস চক্ষুতে পূরণ করিবে।

সৈন্ধবং দারু শুন্ঠী চ মাতুলুঙ্গরসো ঘৃতম্। স্তন্যোদকাভ্যাং কর্ত্তব্যং শুক্রপাকে তদঞ্জনম্॥

সৈন্ধবলবণ ২ মাষা, দেবদারু ও শুঁঠ প্রত্যেক ৪ মাষা, টাবালেবুর রস, ঘৃত, নারীদুগ্ধ এবং জল প্রত্যেক ১২ মাষা ; এই সমস্ত একত্র মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ঘন হইলে তদ্দ্বারা শুক্রপাক চক্ষুরোগে অঞ্জন দিবে।

আজং ঘৃতং ক্ষীরপাত্রং মধুকঞ্চোৎপলানি চ। জীবকর্ষভকৌ চাপি পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ। সর্ব্বনেত্রাভিঘাতেষু সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে॥

ছাগঘৃত ৪ সের, গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, উৎপল, জীবক, ঋষভক প্রত্যেক ২ পল। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে অভিঘাতজন্য সকল প্রকার চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

বাতাভিষ্যন্দবচ্চান্যদ্‌বাতে মারুতপর্য্যয়ে। পূর্ব্বভক্তং হিতং সর্পিঃ ক্ষীরঞ্চাপ্যথ ভোজনে॥
বাতাভিষ্যন্দে, বাতপর্য্যয়ে ও অন্যতোবাতরোগে ভোজনের পূর্ব্বে ঘৃত সেবন ও ভোজনের সঙ্গে দুগ্ধ পান হিতকর।

বৃক্ষাদন্যাং কপিত্থে চ পঞ্চমূলে মহত্যপি। সক্ষীরং কর্কটরসে সিদ্ধঞ্চাপি পিবেদ্ ঘৃতম্॥
বাঁদ্‌রা, কয়েৎবেল ও বৃহৎপঞ্চমূলের (বিল্বাদি পঞ্চমূলের) কল্কে এবং দুগ্ধ (ঘৃতের সমান) ও কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গীর রসে (ঘৃতের তিন গুণ) যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে আগন্তুক চক্ষুরোগ উপশমিত হয়।

অভিষ্যন্দমধীমন্থং রক্তোত্থমথবার্জ্জুনম্। শিরোৎপাতং শিরাহর্ষমন্যাংশ্চাক্ষিভবান্ গদান্। স্নিগ্ধ স্যাজ্জোন কৌম্ভেন শিরাবেধৈঃ শমং নয়েৎ॥ (কৌম্ভং সর্পির্দশাব্দিকম্।)
অভিষ্যন্দ, অধীমন্থ, রক্তজ অর্জ্জুন, শিরোৎপাত ও শিরাহর্ষ প্রভৃতি নেত্ররোগে পুরাতন ঘৃত দ্বারা স্নিগ্ধ করত শিরাবেধ করিয়া রোগনিবারণের চেষ্টা করিবে।
(অধিমন্থ রোগে চক্ষু ও মস্তকের অর্দ্ধভাগ যেন উৎপাটিত ও মথিত বলিয়া বোধ হয়। অর্জ্জুনরোগে শুক্ল ভাগে শশরক্তের ন্যায় রক্তবর্ণ একটি বিন্দুর উৎপত্তি হয়। শিরোৎপাত রোগে চক্ষুর শিরা-সকল অবেদন বা সবেদন হইয়া বারংবার তাম্রবর্ণ ও প্রকৃতবর্ণ হয়। শিরাহর্ষ রোগে তাম্রবর্ণ প্রগাঢ় অশ্রুনিগম ও দৃষ্টিক্ষীণতা হয়)।

অম্লাধ্যুষিতশান্ত্যর্থং কুর্য্যাল্লেপান্ সুশীতলান্। তৈন্দুকং ত্রৈফলং সর্পির্জীর্ণং বা কেবলং হিতম্। শিরাব্যধং বিনা কার্য্যঃ পিত্তস্যন্দহরো বিধিঃ॥
অম্লাধ্যুষিত-নেত্ররোগ-শান্তিজন্য সুশীতল প্রলেপ, তৈন্দুকঘৃত (সুশ্রুতে বাতব্যাধিতে উক্ত), ত্রৈফলঘৃত কিংবা কেবল পুরাতন ঘৃত প্রয়োগ করিবে এবং শিরাবেধ ব্যতীত পিত্তাভিষ্যন্দের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।
(অম্লাধ্যুষিত রোগে চক্ষুর মধ্যভাগ ঈষৎ নীলবর্ণ ও প্রান্তভাগ লোহিতবর্ণ হইয়া পাকে এবং দাহ, শোথ ও স্রাব বিদ্যমান থাকে)।

সর্পিঃক্ষৌদ্রাঞ্জনঞ্চ স্যাচ্ছিরোৎপাতস্য ভেষজম্। তদ্বৎ সৈন্ধবকাশীশং স্তন্যপিষ্টঞ্চ পূজিতম্॥
শিরোৎপাত রোগে ঘৃত ও মধুর সহিত সৌবীরাঞ্জন পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে। তদ্বৎ সৈন্ধব-লবণ ও হিরাকস নারীদুগ্ধে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিবে।

শিরাহর্ষেঽঞ্জন কুর্য্যাৎ ফাণিতং মধুসংযুতম্। মধুনা তার্ক্ষশৈলং বা কাশীশং বা সমাক্ষিকম্॥
শিরাহর্ষ নেত্ররোগে মাৎগুড় ও মধু কিংবা রসাঞ্জন ও মধু অথবা হিরাকস ও মধু দ্বারা অঞ্জন দিবে।

ব্রণশুক্রপ্রশান্ত্যর্থং ষড়ঙ্গং গুগ্‌গুলুং পিবেৎ॥
ব্রণশুক্র রোগে ষড়ঙ্গ গুগ্‌গুলু সেবন করিবে (চক্ষুর কৃষ্ণাংশে অত্যন্ত বেদনা, উষ্ণ স্রাবযুক্ত, সূচীবিদ্ধবৎ, গোলাকার, নিমগ্ন ও শুক্লবর্ণ আকৃতিবিশেষকে ব্রণশুক্র কহে)।

কতকস্য ফলং শঙ্খং তিন্দুকং রূপ্যমেব চ। কাংস্যে নিঘৃষ্টং স্তন্যেন ক্ষতশুক্রার্ত্তিরাগনুৎ॥
নির্ম্মলীফল (জলপ্রসাদন ফল), শঙ্খনাভি, গাবের আঁঠি ও রৌপ্য, এই সকল দ্রব্য স্তনদুগ্ধের সহিত কাংস্যপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে ব্রণশুক্র ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা বিনষ্ট হয়।

শিরয়া বা হরেদ্রক্তং জলৌকোভিশ্চ লোচনাৎ। অক্ষমজ্জাঞ্জনং সায়ং স্তন্যেন শুক্রনাশনম্॥
জোঁক দ্বারা চক্ষুঃশিরা হইতে রক্তমোক্ষণ করিলে অথবা বহেড়ামজ্জা নারীদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া সায়ংকালে অঞ্জন দিলে ব্রণশুক্র বিনষ্ট হইয়া থাকে।

একং বা পুণ্ডরীকঞ্চ ছাগীক্ষীরাবসেচিতম্। রাগাশ্রুবেদনাং হন্যাৎ ক্ষতপাকাত্যয়াজকাঃ॥
উৎকৃষ্ট পুণ্ডরীককাষ্ঠ পেষিত ও বস্ত্রখণ্ডে পোট্টলীবদ্ধ করিয়া ছাগদুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিবে। দুগ্ধ যখন পীতবর্ণ হইবে, তখন ঐ দুগ্ধ চক্ষুতে পরিষেচন করিবে। তাহাতে চক্ষুর রক্তবর্ণতা, অশ্রুপাত ও বেদনা এবং অক্ষিক্ষত, অক্ষিপাকাত্যয় ও অজকা বিনষ্ট হয়।
(সমুদায় কৃষ্ণমণ্ডল শুক্লাবৃত হইলে, তাহাকে অক্ষিপাকাত্যয় কহে। শুষ্ক ছাগবিষ্ঠার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতিশয় বেদনাযুক্ত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ মেদঃপদার্থ দ্বারা কৃষ্ণমণ্ডল আবৃত হইলে তাহাকে অজকা কহে)।

তুত্থকং বারিণা যুক্তং শুক্রং হন্ত্যক্ষিপূরণাৎ॥
শীতল জলে তুঁতে ঘষিয়া সেই জল চক্ষুতে দিলে শুক্ররোগ নষ্ট হয়।

সমুদ্রফেনদক্ষাণ্ড-ত্বক্‌সিন্ধূত্থৈঃ সমাক্ষিকৈঃ। শিগ্রুবীজযুতৈর্বর্ত্তিঃ শুক্রঘ্নী শিগ্রুবারিণা॥
সমুদ্রফেন, কুক্কুটডিম্বের খোসা, সৈন্ধবলবণ, মধু (কাহার মতে স্বর্ণমাক্ষিক) ও শজিনাবীজ, এই সকল দ্রব্য শজিনার রসে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি শুক্ররোগনাশিনী।

ধাত্রীফলং নিম্বকপিত্থপত্রং যষ্ট্যাহ্বলোধ্রং খদিরং তিলাশ্চ। ক্বাথঃ সুশীতো নয়নে নিষিক্তঃ সর্ব্বপ্রকারং বিনিহন্তি শুক্রম্॥
আমলকী, নিমপত্র, কয়েৎবেলের পত্র, যষ্টিমধু, লোধ, খদির ও তিল, ইহাদের ক্বাথ শীতলাবস্থায় নয়নে সেচন করিলে সর্ব্বপ্রকার শুক্র বিনষ্ট হয়।

ক্ষুণ্ণপুন্নাগপত্রেণ পরিভাবিতবারিণা। শ্যামাক্বাথাম্বুনা বাথ সেচনং কুসুমাপহম্॥
নাগকেশর-পত্র শিলায় কুট্টিত করিয়া তদ্দ্বারা জল ভাবিত করিবে। সেই জলে অথবা শ্যামালতার ক্বাথে চক্ষু সেচন করিলে কুসুম রোগ (শ্বেতবর্ণ চিহ্ন) বিনষ্ট হয়।

দক্ষাণ্ডত্বক্‌শিলাশঙ্খ-কাচচন্দনগৈরিকৈঃ। তুল্যৈরঞ্জনযোগোহয়ং পুষ্পার্ম্মাদিবিলেখনঃ॥
কুক্কুটডিম্বের ত্বক, মনছাল, শঙ্খনাভি, কাচ, চন্দন ও গেরিমাটী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার অঞ্জন দিলে কুসুম ও অর্ম্মাদি চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

শিরীষবীজমরিচ-পিপ্পলসৈন্ধবৈরপি। শুক্রে প্রঘর্ষণং কার্য্যমথবা সৈন্ধবেন চ॥
শিরীষবীজ, মরিচ, পিপুল ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ অথবা কেবল সৈন্ধবচূর্ণ, মধ্বাক্ত শলাকায় লাগাইয়া তাহা শুক্রে ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে শুক্র বিনষ্ট হইবে।

বহুশঃ পলাশকুসুমস্বরসৈঃ পরিভাবিতা জয়ত্যচিরাৎ। নক্তাহ্ববীজবর্ত্তিঃ কুসুমচয়ং দৃক্ষু চিরজমপি॥
করঞ্জার বীজচূর্ণ পলাশপুষ্পের স্বরসে ১ সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগে দীর্ঘকালোৎপন্ন কুসুম আশু বিনষ্ট হয়।

সৈন্ধবত্রিফলাকৃষ্ণা-কটুকাশঙ্খনাভয়ঃ। সতাম্ররজসো বর্ত্তিঃ পিষ্টা শুক্রবিনাশিনী॥
সৈন্ধবলবণ, ত্রিফলা, পিপুল, কট্‌কী, শঙ্খনাভি ও তাম্র, ইহাদের চূর্ণ পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জন ব্যবহারে শুক্ররোগ নষ্ট হয়।

চন্দনং সৈন্ধবং পথ্যা পলাশতরুশোণিতম্। ক্রমবৃদ্ধমিদং চূর্ণং শুক্রার্ম্মাদিবিলেখনম্॥
রক্তচন্দন ১ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, পলাশের আটা ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে শুক্ররোগ ও অর্ম্মাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

শঙ্খস্য ভাগাশ্চত্বারস্ততোহর্দ্ধেন মনঃশিলা। মনঃশিলার্দ্ধং মরিচং মরিচার্দ্ধেন সৈন্ধবম্। এতচ্চূর্ণাঞ্জনং শ্রেষ্ঠং শুক্রয়োস্তিমিরেষু চ॥
শঙ্খনাভি ৪ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, সৈন্ধবলবণ অর্দ্ধভাগ, এই সমুদায় একত্র চূর্ণ করিবে। পরে মধুসিক্ত শলাকা দ্বারা এই চূর্ণ সব্রণ কিংবা অব্রণ শুক্রে ঘর্ষণ করিবে (পরে ত্রিফলার ক্বাথে চক্ষু ধৌত করিবে)। ইহা নেত্ররোগের বিশেষ হিতকর।

তাপ্যং মধুকসারো বীজঞ্চাক্ষস্য সৈন্ধবম্। মধুনাঞ্জনযোগাঃ স্যুশ্চত্বারঃ উপশান্তয়ে॥
স্বর্ণমাক্ষিক, মৌলসার, বহেড়ার মজ্জা ও সৈন্ধবলবণ, এই চারিটি দ্রব্যের যে কোনটি মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে শুক্ররোগের শান্তি হয়।

বটক্ষীরেণ সংযুক্তং শ্লক্ষ্ণং কর্পূরজং রজঃ। ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি শুক্রঞ্চাপি ঘনোন্নতম্॥
সূক্ষ্ম কর্পূরচূর্ণ বটের আটার সহিত মিশাইয়া অঞ্জন দিলে ঘন এবং উন্নত শুক্ররোগ সত্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

ত্রিফলামজ্জমঙ্গলা মধুকং রক্তচন্দনম্। পূরণং মধুসংমিশ্রং ক্ষতশুক্রাজকাশ্রনুৎ॥
ত্রিফলার মজ্জা, গোরোচনা, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, এই সমুদায় মধুর সহিত পেষণ করিয়া চক্ষুতে পূরণ করিলে ক্ষতশুক্র, অজকা ও অশ্রু প্রশমিত হয়।

তালস্য নারিকেলস্য তথৈবারুষ্করস্য বা। করীরস্য চ বংশানাং কৃত্বা ক্ষারং পরিস্রুতম্॥ করভাস্থিকৃতং চূর্ণং ক্ষারেণ পরিভাবিতম্। সপ্তকৃত্বোহষ্টকৃত্বো বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু কারয়েৎ॥ এতচ্ছুক্লেষ্বসাধ্যেষু কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্। যানি শুক্রাণি সাধ্যানি তেষাং পরমমঞ্জনম্॥
তালজটা, নারিকেল মালা, ভেলা ও বংশকরীর (বাঁশের কোঁড়), ইহাদের ভস্ম ভাব্য দ্রব্য সমান গ্রহণ করিয়া আট গুণ বা ষোল গুণ জলে পাক করিবে। অর্দ্ধাবশেষ বা চতুর্থাংশাবশেষ থাকিতে নামাইয়া ২১ বার ছাঁকিয়া পরিস্রুত জল গ্রহণ করিবে। সেই জলে উষ্ট্রাস্থিচূর্ণ ৭।৮ বার ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। অসাধ্য শুক্র স্বাভাবিক কৃষ্ণ করিবার জন্য এবং সাধ্য শুক্র উপশমের জন্য এই চূর্ণ শ্রেষ্ঠ জানিবে।

ব্রণশুক্রহরী বর্ত্তিঃ

চন্দনং গৈরিকং লাক্ষা মালতীকলিকা সমা। ব্রণশুক্রহরী বর্ত্তিঃ শোণিতস্য প্রসাদনী॥
রক্তচন্দন, গেরিমাটী, লাক্ষা, মালতীকলিকা, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া আকাশ-জলে বা শীতলজলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ব্রণশুক্র বিনষ্ট এবং রক্ত পরিষ্কৃত হয়।

পুষ্পহরী বর্ত্তিঃ

পলাশপুষ্পস্বরসৈর্বহুশঃ পরিভাবিতম্। করঞ্জবী[illegible] তদ্বর্ত্তির্দৃষ্টেঃ পুষ্পং বিনাশয়েৎ॥
করঞ্জবীজ, পলাশপুষ্পের স্বরসে ৭ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে নেত্রপুষ্প (সাদা চিহ্ন) প্রশমিত হয়।

দন্তবর্ত্তিঃ

দন্তৈর্হস্তিবরাহোষ্ট্র-গবাশ্বাজখরেন্তবৈঃ সশঙ্খমৌক্তিকাম্ভোধি-ফেনৈর্মরিচপাদিকৈঃ। ক্ষতশুক্রমপি ব্যাধিং দন্তবর্ত্তির্নিবর্ত্তয়েৎ॥

হস্তী, শূকর, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, ছাগ ও গর্দ্দভ ইহাদের দন্ত, শঙ্খনাভি, মুক্তা এবং সমুদ্রফেন প্রত্যেক সমভাগ ; সর্ব্বসমষ্টির চতুর্থাংশ মরিচ। এই সমুদায় চূর্ণ জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগ করিলে ক্ষতশুক্র উপশমিত হয়।

সুখাবতী বর্ত্তিঃ

কতকস্য ফলং শঙ্খং ত্র্যূষণং সৈন্ধবং সিতা। ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা॥ কুক্কুটাণ্ডকপালানি বর্ত্তিরেষা ব্যপোহতি। তিমিরং পটলং কাচমর্ম্ম শুক্রং তথৈব চ। কণ্ডুক্লেদার্ব্বুদং হন্তি মলঞ্চাশু সুখাবতী॥

নির্ম্মলীফল, শঙ্খ, ত্রিকটু, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মনছাল ও কুক্কুটাণ্ডের ত্বক্ এই সমুদায় জলে বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করত মধু দ্বারা অঞ্জন দিলে চক্ষুর তিমির, পটল, কাচ, অর্ম্ম, অর্ব্বুদ ও মল প্রভৃতি আশু দূরীভূত হয়। (ইহা পিত্তান্বয় তিমিরে প্রশস্ত)।

চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ

হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ। বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভির্মনঃশিলা॥ সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য ছাগক্ষীরেণ পেষয়েৎ। নাশয়েৎ তিমিরং কণ্ডুং পটলান্যর্ব্বুদানি চ॥ অধিকানি চ মাংসানি যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি। অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন নশ্যতি। বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া নাম নৃণাং দৃষ্টিপ্রসাদনী॥

হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনছাল, এই সমদায় ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে চক্ষুর কণ্ডু, তিমির, পটল, অর্ব্বুদ, অধিমাংস, কুসুম ও রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতির নিবারণ এবং দৃষ্টির প্রসন্নতা হয়।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ

রসাঞ্জনমথৈলা চ* কুঙ্কুমং সমনঃশিলম্। শঙ্খনাভিঃ শিগ্রুবীজং শর্করা চাত্র সপ্তমী॥ এষা চন্দ্রোদয়া নাম বর্ত্তিশ্চক্ষুঃপ্রসাদনী। হন্যাৎ পিচ্ছঞ্চ কণ্ডুঞ্চ তিমিরঞ্চাপর্যতি॥

রসাঞ্জন, এলাইচ (পাঠান্তরে—শৈলজ), কুঙ্কুম, মনছাল, শঙ্খনাভি, শজিনাবীজ ও চিনি, এই সমুদায় দ্রব্যে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে দিলে চক্ষুঃ প্রসন্ন এবং পিচ্ছ ও তিমির প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

হরীতক্যাদিবর্ত্তিঃ

হরীতকী হরিদ্রা চ পিপ্পল্যো লবণানি চ। কণ্ডুতিমিরজিদ্বর্ত্তির্ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে॥

হরীতকী, হরিদ্রা, পিপুল ও পঞ্চলবণ, এই সমুদায়ের বর্ত্তি দ্বারা চক্ষুর কণ্ডু ও তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

কুমারিকা বর্ত্তিঃ

অশীতিস্তিলপুষ্পাণি ষষ্টিঃ পিপ্পলিতণ্ডুলাঃ জাতীপুষ্পাণি পঞ্চাশন্মরিচানি চ ষোড়শ। এষা কুসুমিকা বর্ত্তির্গতং চক্ষুর্নিবর্ত্তয়েৎ॥

* রসাঞ্জনং সশৈলেয়মিতি যোগরত্নাকরধৃতঃ পাঠঃ।

তিলফুল ৮০টি, পিপুলের দানা ৬০টি, জাতীফল ৫০টি ও মরিচ ১৬টি, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা নষ্ট চক্ষুও পুনর্ব্বার লব্ধ হয়।

দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিঃ

ত্রিফলা কুক্কুটাণ্ডত্বক্ কাশীসময়সো রজঃ। নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি ফেনঞ্চ সরিতাং পতেঃ॥ আজেন পয়সা পিষ্ট্বা ভাবয়েৎ তাম্রভাজনে। সপ্তরাত্রস্থিতং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ বর্ত্তয়েৎ। এষা দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিরন্ধস্যাভিন্নচক্ষুষঃ॥

ত্রিফলা, কুক্কুটাণ্ডত্বক্, হীরাকস, লৌহচূর্ণ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন, এই সমুদায় তাম্রপাত্রে পেষণ ও ছাগদুগ্ধে সাত দিন ভাবনা দিয়া পুনর্ব্বার ছাগদুগ্ধ মিশ্রিত করত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা অন্ধেরও দৃষ্টিপ্রদ।

চন্দনাদ্যা বর্ত্তিঃ

চন্দনত্রিফলাপূগ-পলাশতরুশোণিতৈঃ। জলপিষ্টৈরিয়ং বর্ত্তিরশেষতিমিরাপহা॥ পলাশতরুশোণিতং পলাশপুষ্পস্বরস ইতি শ্রীকণ্ঠঃ।

রক্তচন্দন, ত্রিফলা, সুপারি ও পলাশপুষ্পের রস, এই সমুদায় জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার প্রয়োগে সকল প্রকার তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

ত্র্যষণাদ্যা বর্ত্তিঃ

ত্র্যষণং ত্রিফলা বক্তুং সৈন্ধবালমনঃশিলাঃ। ক্লেদোপদেহকণ্ডুঘ্নী বর্ত্তিঃ শস্তা কফাপহা॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, তগরপাদুকা, সৈন্ধব, হরিতাল ও মনছাল, এই সমুদায়ের বর্ত্তি দ্বারা চক্ষুর ক্লেদাদি দূরীকৃত হয়।

নয়নসুখা বর্ত্তিঃ

একগুণা মাগধিকা দ্বিগুণা চ হরীতকী সলিলাপিষ্টা। বর্ত্তিরিয়ং নয়নসুখা তিমিরার্ম্মপটলকাচাশ্রুহরী॥

পিপুল ১ ভাগ ও হরীতকী ২ ভাগ একত্রে জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার দ্বারা তিমির, অর্ম্ম ও অশ্রুপাতাদি রোগ নিবারিত হয়।

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তিঃ

অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলী মধুযষ্টিকা। বিভীতকস্য মধ্যন্তু শঙ্খনাভিমনঃশিলা॥ এতানি সমভাগানি অজাক্ষীরেণ পেষয়েৎ। ছায়াশুষ্কাং কৃতাং বর্ত্তিং নেত্রেষু চ প্রযোজয়েৎ॥ অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাম্। অধিমাংসার্ম্মণী চৈব যশ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি। বর্ত্তিশ্চন্দ্রপ্রভা নাম জাতান্ধ্যমপি নাশয়েৎ॥

রসাঞ্জন, শজিনার বীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ার মজ্জা, শঙ্খনাভি ও মনছাল, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া ও ছায়ায় শুকাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা চক্ষের অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, রক্তরাজিকা, অধিমাংস, অর্ম্ম ও রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয়। (চক্ষুর উপরে পর্দ্দার মত যে মাংস জন্মে, তাহার নাম অর্ম্ম। অধিমাংসার্ম্মে সেই মাংস স্থূল, মৃদুস্পর্শ ও যকৃৎখণ্ডের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয়। একেবারে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইলে তাহাকে তিমির, কাচ, নীলিকা বা লিঙ্গনাশ কহে)।

পঞ্চশতিকা বর্ত্তিঃ

নীলোৎপলপত্রশতং মুদ্গশতং যবশতঞ্চ নিস্তুষং গ্রাহ্যম্। মালত্যাঃ কুসুমশতং পিপ্পলীতণ্ডুলশতঞ্চ॥ পঞ্চশতৈর্বর্ত্তির্বিহিতাঞ্জনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বাত্মকে নয়নে। তিমিরাশ্রুকাচপটলানাং নাস্ত্যপরঃ সাধনোপায়ঃ॥

নীলোৎপলপত্র ১০০টি, মুগ ১০০টি, নিস্তুষ যব ১০০টি, মালতীফুল ১০০টি ও পিপুলের চাউল ১০০টি, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহার অঞ্জনে তিমিরাদি নানারোগ নষ্ট হয়।

ব্যোষাদ্যা বর্ত্তিঃ

ব্যোষোৎপলাভয়াকুষ্ঠ-তার্ক্ষ্যৈর্বর্ত্তিঃ কৃতা হরেৎ। অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরার্ম্মাশ্রুনিস্রুতিম্॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নীলোৎপল, হরীতকী, কুড় ও রসাঞ্জন, ইহাদের দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অঞ্জন দিলে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, অর্ম্ম, অশ্রুপাত প্রভৃতি নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

পিপ্পল্যাদ্যা বর্ত্তিঃ

পিপ্পলীং সতগরোৎপলপত্রাং বর্ত্তয়েৎ সমধুকাং সহরিদ্রাম্। এতয়া সততমঞ্জয়িতব্যং যঃ সুপর্ণসমমিচ্ছতি চক্ষুঃ॥

পিপুল, তগরপাদুকা, নীলোৎপলপত্র, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা, ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সর্ব্বদা অঞ্জন দিলে গরুড়ের ন্যায় দৃষ্টিশক্তি হয়।

তারকাদ্যা বর্ত্তিঃ

তারং তাম্রং রসং নাগং কর্পূরং খর্পরং তথা। রসাঞ্জনং কাংস্যশঙ্খং হংসপাদ্যা দ্রবৈর্দিনম্। বর্ত্তিং কৃত্বাঞ্জনাদ্ধন্তি সমস্তং নেত্রজাময়ম্॥

রৌপ্য, তাম্র, পারদ, সীসা, কর্পূর, খর্পর, রসাঞ্জন, কাঁসা ও শঙ্খ, এই সকল দ্রব্য গোয়ালেলতার রসে মর্দ্দন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি দ্বারা অঞ্জন দিলে সমস্ত নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

কোকিলা বর্ত্তিঃ

ব্যোষায়শ্চূর্ণসিন্ধূত্থ-ত্রিফলাঞ্জনসংযুতা। বর্ত্তিকা জলপিষ্টেয়ং কোকিলা তিমিরাপহা॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, লৌহচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী ও সৌবীরাঞ্জন, ইহাদের বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া জলের সহিত পেষণ করত অঞ্জন দিলে তিমির রোগ প্রশমিত হয়।

সৌগতাঞ্জনম্

নিশাদ্বয়াভয়ামাংসী-কুষ্ঠকৃষ্ণা বিচূর্ণিতাঃ। সর্ব্বনেত্রাময়ান্ হন্যাদেতৎ সৌগতমঞ্জনম্॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, জটামাংসী, কুড় ও পিপুল ইহাদের চূর্ণ করিবে। ইহার অঞ্জনে চক্ষুরোগ নিবারিত হয়।

ত্রীণি কটূনি করঞ্জফলানি দ্বে রজনা সহসৈন্ধবকঞ্চ। বিল্বতরোর্বরুণস্য চ মূলং বারিচরং দশম্ প্রবদন্তি॥ হন্তি তমস্তিমিরং পটলঞ্চ পিচ্চিটশুক্রমথার্জ্জুনকঞ্চ। অঞ্জনকং জনরঞ্জনকঞ্চ দৃক্ চ না নশ্যতি বর্ষশতঞ্চ॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, করঞ্জা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, বেলমূল, বরুণমূল ও শঙ্খনাভি, এই সকল দ্রব্যের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে তিমির, পটল, পিচুটিকাটা প্রভৃতি নেত্ররোগ নিবারিত হয়। পরন্তু ইহাদের অঞ্জনে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দৃষ্টি অব্যাহত থাকে।

নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি পিপ্পলী রক্তচন্দনম্। অঞ্জনং সৈন্ধবঞ্চৈব সদ্যস্তিমিরনাশনম্॥

নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ, পিপুল, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের দ্বারা অঞ্জন লইলে সদ্যই তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

পত্রগৈরিককর্পূর-যষ্টিনীলোৎপলাঞ্জনম্। নাগকেশরসংযুক্তমশেষতিমিরাপহম্॥

তেজপত্র, গেরিমাটি, কর্পূর, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, রসাঞ্জন ও নাগেশ্বর, ইহাদের অঞ্জনে সর্ব্বপ্রকার তিমিররোগ নিবারিত হয়।

নাগার্জ্জুনা বর্ত্তিঃ

ত্রিফলাব্যোষসিন্ধূত্থ-যষ্টিতুত্থরসাঞ্জনম্। প্রপৌণ্ডরীকং জন্তুঘ্নং লোধ্রং তাম্রং চতুর্দ্দশ॥ দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বর্ত্তিঃ কার্য্যা নতাম্বুনা। নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে॥ নাশিনী তিমিরামাঞ্চ পটলানাং বিশেষতঃ। সদ্যঃ প্রকোপং স্তন্যেন স্ত্রিয়া বিজয়তে ধ্রুবম্॥ কিংশুকস্বরসেনাথ পৈষ্ট্যং পুষ্পঞ্চ রক্ততাম্। অঞ্জনাল্লোধ্রতোয়েন আসন্নতিমিরং জয়েৎ॥ চিরমাচ্ছাদিতে নেত্রে বস্তমূত্রেণ সংযুতা। উন্মীলয়ত্যকৃচ্ছ্রেণ প্রসাদঞ্চাধিগচ্ছতি॥ নভোঽম্বুনেতি বা পাঠঃ।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, সৈন্ধব লবণ, যষ্টিমধু, তুঁতে, রসাঞ্জন, পুণ্ডরিয়া, বিড়ঙ্গ, লোধ ও জারিত তাম্র, এই চতুর্দ্দশটি দ্রব্যের চূর্ণ তগরপাদুকার ক্বাথে (পাঠান্তরে—শিশিরজলে) পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। নারীদুগ্ধে পেষণ করিয়া ইহার অঞ্জন প্রয়োগ করিলে চক্ষুর প্রকোপ, পটল ও তিমির রোগ ; কিংশুক পুষ্পের স্বরসে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পিষ্ট পুষ্প (ফুলপড়া) ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা ; লোধের ক্বাথে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে আসন্ন তিমির এবং ছাগমূত্রে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে দীর্ঘকালের ছানিপড়া নিবারিত হয়।

ত্রিফলাঘৃতমধুযবাঃ পাদাভ্যঙ্গঃ শতাবরী মুদ্গাঃ। চক্ষুষ্যঃ সংক্ষেপাদ্বর্গঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিরয়ম্॥

ত্রিফলা, পুরাতন ঘৃত, মধু, যব, পাদাভ্যঙ্গ, শতমূলী ও মুগ, এইগুলিকে বৈদ্যগণ সাধারণতঃ চক্ষুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

লিহ্যাৎ সদা বা ত্রিফলাং সুচূর্ণিতাং ঘৃতপ্রগাঢ়াং তিমিরেঽথ পিত্তজে। সমীরণে তৈলযুতাং কফাত্মকে মধুপ্রগাঢ়াং বিদধীত যুক্তিতঃ॥

পৈত্তিক ও রক্তজ তিমির রোগে অধিক পরিমিত ঘৃতের সহিত, বাতিক তিমির রোগে তৈলের সহিত এবং শ্লৈষ্মিক তিমির রোগে অধিক পরিমিত মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ সেবন করিবে।

কল্কঃ ক্বাথোঽথবা চূর্ণং ত্রিফলায়া নিষেবিতম্। মধুনা সর্পিষা বাপি সমস্ততিমিরাপহম্॥

ত্রিফলার ক্বাথ, কল্ক অথবা ত্রিফলার চূর্ণ মধু বা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

যস্ত্রৈফলং চূর্ণমপথ্যবর্জ্জী সায়ং সমশ্নাতি হবির্মধুভ্যাম্। স মুচ্যতে নেত্রগতৈর্বিকারৈর্ভৃত্যৈর্যথা ক্ষীণধনো মনুষ্যঃ॥

কুপথ্য ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি প্রত্যহ সায়ংকালে ঘৃত মধুর সহিত ত্রিফলা সেবন করে, সে চক্ষুরোগ হইতে বিমুক্ত হয়।

সঘৃতং বা বরাক্বাথং শীলয়েৎ তিমিরাময়ী॥

তিমিররোগী ঘৃতের সহিত ত্রিফলার ক্বাথ পান করিতে অভ্যাস করিবে।

জাতা রোগা বিনশ্যন্তি ন ভবন্তি কদাচন। ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ প্রাতর্নয়নধাবনাৎ॥
প্রতিদিন প্রাতঃকালে ত্রিফলার ক্বাথে চক্ষু ধৌত করিলে উৎপন্ন চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতেও কোন চক্ষুরোগ হয় না।

জলগণ্ডূষৈঃ প্রাতর্বহুশোঽম্ভোভিঃ প্রপূর্য্য মুখরন্ধ্রম্। নির্দ্দয়মুক্ষন্নক্ষি ক্ষপয়তি তিমিরাণি না সদ্যঃ॥
প্রাতঃকালে জলগণ্ডূষ দ্বারা বারংবার মুখরন্ধ্র পূর্ণ করিয়া সেই গণ্ডূষ জল দ্বারা উত্তমরূপে চক্ষু ধৌত করিলে শীঘ্র তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষোর্যৎ প্রদীয়তে। অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি॥
ভোজনানন্তর আচমন করিয়া হস্তের জল না মুছিয়া সেই হস্তসংলগ্ন জল চক্ষুতে দিলে তিমির রোগ প্রশমিত হয়।

কৃষ্ণাদ্যং তৈলম্

কৃষ্ণাবিড়ঙ্গমধুযষ্টিকসিন্ধুজন্মবিশ্বৌষধৈঃ পয়সি সিদ্ধমিদং ছপল্যাঃ। তৈলং নৃণাং তিমিরশুক্র-শিরোঽক্ষিশূলপাকাত্যয়ান্ জয়তি নস্যবিধৌ প্রযুক্তম্॥
তিলতৈল ১ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈলের নস্য তিমির, শুক্র, শিরঃশূল, অক্ষিশূল ও চক্ষুঃপাক প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে।

পটোলাদ্যং ঘৃতম্

পটোলং কটুকাং দার্ব্বীং নিম্বং বাসাং ফলত্রিকম্। দুরালভাং পর্পটকং ত্রায়ন্তীঞ্চ পলোন্মিতাম্॥ প্রস্থমামলকানাঞ্চ ক্বাথয়েল্লন্বণেঽম্ভসি। পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ কল্কৈর্ভূনিম্বকুটজ-মুস্তযষ্ট্যাহ্বচন্দনৈঃ। সপিপ্পলীকৈস্তৎ সিদ্ধং চক্ষুষ্যং শুক্রয়োর্হিতম্॥ ঘ্রাণকর্ণাক্ষিবর্ত্মত্বঙ্মুখরোগব্রণাপহম্। কামলাকুষ্ঠবীসর্প-গণ্ডমালাপহং পরম্॥
ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—পটোলপত্র, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকছাল, ত্রিফলা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া ও বলাডুমুর প্রত্যেক ১ পল, আমলকী ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—চিরতা, কুড়্‌চিছাল, মুতা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও পিপুল মিলিত ১ সের। ইহা দ্বারা চক্ষের শুক্রাদি রোগ নষ্ট হয় এবং নাসা, কর্ণ, অক্ষিবর্ত্ম, ত্বক্ ও মুখরোগাদিতে অনেক উপকার দর্শে।

অজকাং পার্শ্বতো বিদ্ধা সূচ্যা বিস্রাব্য চোদকম্। ব্রণং গোময়চূর্ণেন পূরয়েৎ সর্পিষা সহ॥
অজকা রোগে পার্শ্বদেশ সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রস নির্গত করিয়া ফেলিবে। পরে গোময়চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা ব্রণপূরণ করিবে।

সৈন্ধবং বাজিপাদঞ্চ গোরোচনসমন্বিতম্। শেলুত্বগ্রসসংযুক্তং পূরণঞ্চাজকাপহম্॥
(বাজিপাদোঽশ্বখুরঃ, অশ্বগন্ধামূলমিতি কেচিৎ, ব্যবহারস্তু পূর্ব্বেণৈবেতি চক্রটীকা।)
সৈন্ধবলবণ, অশ্বের খুর (কাহার মতে অশ্বগন্ধামূল) ও গোরোচনা, চাল্‌তাত্বকের রসসহ পেষণ করিয়া চক্ষুতে পূরণ করিলে অজকা নামক রোগের শান্তি হয়।

শশকাদ্যং ঘৃতম্

শশকস্য কষায়ে চ সর্পিষঃ কুড়বং পচেৎ। যষ্টিপ্রপৌণ্ডরীকস্য কল্কেন পয়সা সমম্। ছাগল্যাঃ পূরণাচ্ছুক্র-ক্ষতপাকাত্যয়াজকাঃ। হন্তি ব্রূশঙ্খশূলঞ্চ দাহরাগানশেষতঃ॥

ঘৃত ।।০ সের। ক্বাথার্থ—শশকমাংস ১ সের (চক্রদত্তর মতে, শশক একটি)। জল ৮ সের, শেষ ২ সের, ছাগদুগ্ধ ২ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ও পুণ্ডরিয়া প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা চক্ষে পূরণ করিলে শুক্র, চক্ষুঃক্ষত, চক্ষুঃপাকাত্যয় ও অজকা প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়।

হরিদ্রা নিম্বপত্রাণি পিপ্পল্যো মরিচানি চ। ভদ্রমুস্তং বিড়ঙ্গানি সপ্তমং বিশ্বভেষজম্॥ গোমূত্রেণ গুড়ী কার্য্যা ছাগমূত্রেণ চাঞ্জনম্। জ্বরাংশ্চ নিখিলান্ হন্তি ভূতাবেশং তথৈব চ॥ বারিণা তিমিরং হন্তি মধুনা পটলং তথা। নক্তান্ধ্যং ভৃঙ্গরাজেন নারীক্ষীরেণ পুষ্পকম্। শিশিরেণ পরিস্রাবমঞ্জ্রষং পিচ্চিটং তথা॥

হরিদ্রা, নিম্বপত্র, পিপুল, মরিচ, নাগরমুতা, বিড়ঙ্গ ও শুঁঠ, এই সমুদায় দ্রব্য গোমূত্রে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুড়িকা ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও ভূতাবেশ, জলের সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে তিমিররোগ, মধুর সহিত পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পটলরোগ, ভৃঙ্গরাজের রসে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রাত্র্যান্ধ্যরোগ, নারীদুগ্ধে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পুষ্পকরোগ, শিশিরবিন্দুতে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে নেত্রস্রাব, অধ্রুষ ও পিচুটি-কাটা নিবারিত হয়।

সংগৃহ্যোপরতানলক্তকরসেনামৃজ্য গণ্ডূপদান্লাক্ষারঞ্জিততূলবর্ত্তিনিহিতান্ যষ্টীমধুন্মিশ্রিতান্। প্রজ্বাল্যোত্তমসর্পিষানলশিখাসন্তপজং কজ্জলং দূরাসন্ননিশান্ধ্যসর্ব্বতিমিরপ্রধ্বংসকৃচ্চোদিতম্॥

মৃত কিঞ্চুলুক (কেঁচো) আল্তার জলে ভাবিত ও সূর্য্যতাপে পরিশুষ্ক করিয়া তাহা চূর্ণীকৃত করিবে। পরে ঐ চূর্ণ ও তৎসম যষ্টিমধুচূর্ণ একখানি অলক্তপত্রে (আল্তাপাতে) নিহিত করিয়া (এবং সূত্র দ্বারা বান্ধিয়া) বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তি গব্যঘৃতে আপ্লুত করিয়া প্রজ্বালিত করিবে। পরে সেই বর্ত্তির অগ্নিশিখার উপর নির্ম্মল কাচাদি পাত্র ধরিলে তাহাতে যে কজ্জল পড়িবে, তাহা দ্বারা অঞ্জন দান করিলে তিমিরাদি নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

ভূমৌ নিঘর্ষয়াঙ্গুল্যা অঞ্জনং শমনং তয়োঃ। তিমিরকাচার্ম্মহরং ধূমিকায়াশ্চ্যনাশনম্॥

ভূমিতে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে তিমিরাদি রোগসকল বিনষ্ট এবং ধূমদর্শন নিবারিত হয়।

ত্রিফলাভৃঙ্গমহৌষধমধ্বাজ্যচ্ছাগপয়সি গোমূত্রে। নাগং সপ্তনিষিক্তং করোতি গরুড়োপমং চক্ষুঃ॥

অগ্নিদুগ্ধ সীসক ত্রিফলার ক্বাথে, ভৃঙ্গরাজের রসে, শুঁঠের ক্বাথে, মধুতে, ঘৃতে, ছাগদুগ্ধে ও গোমূত্রে যথাক্রমে প্রত্যেকটিতে ৭ বার নিষিক্ত করিয়া ঐ সীসকের শলাকা প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ শলাকা প্রস্তরখণ্ডে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন করিলে গরুড়সদৃশ দৃষ্টিশক্তি হয়।

ত্রিফলসলিলযোগে ভৃঙ্গরাজদ্রবে চ হবিষি চ বিষকল্কে ক্ষীর আজে মধুগ্রে। প্রতিদিনমথ তপ্তং সপ্তধা সীসমেকং প্রণিহিতমথ পশ্চাৎ কারয়েৎ তচ্ছলাকাম্॥ সবিতুরুদয়কালে সাঞ্জনা ব্যঞ্জনা বা করকরিকসমেতানর্ম্মপৈচ্চিট্যরোগান্। অসিতসিতসমুত্থান্ সন্ধিবর্ত্মাভিজাতান্ হরতি নয়নরোগান্ সেব্যমানা শলাকা॥

(বিষং মারকদ্রব্যং কল্করূপং যত্র তাদৃশি হবিষীতি শিবদাসঃ।)

ত্রিফলাক্বাথ, ভৃঙ্গরাজের রস, বিষকল্কসাধিত ঘৃত, ছাগদুগ্ধ ও মধু, এই সমুদায়ের প্রত্যেকটিতে একখণ্ড উত্তপ্ত সীসক ৭ বার করিয়া নিষিক্ত করিয়া তদ্দ্বারা একটি শলাকা প্রস্তুত করিবে। ঐ শলাকা ঘর্ষণ করিয়া সূর্য্যোদয়কালে রসাঞ্জনের সহিত অথবা কেবল তাহারই অঞ্জন দিলে চক্ষুর শ্বেতস্থ বা কৃষ্ণস্থ রোগ, সন্ধি এবং বর্ত্মগত রোগ ও কর্‌করানি নিবারিত হয়।

চিঞ্চাপত্ররসং নিধায় বিমলে চৌডুম্বরে ভাজনে মূলং তত্র নিঘৃষ্টসৈন্ধবযুতং গৌঞ্জং বিশোষ্যাতপে।
তচ্চূর্ণং বিমলাঞ্জনেন সহিতং নেত্রাঞ্জনে শস্যতে কাচার্ম্মার্জ্জুনপিচ্চিটে সতিমিরে স্রাবঞ্চ নির্ব্বাপয়েৎ॥
একটি তাম্রপাত্রে তেঁতুলপাতার রস রাখিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত গুঞ্জামূল পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। সম্পূর্ণ শুষ্ক হইলে উহা চূর্ণ করিয়া সৌবীরাঞ্জনের সহিত অঞ্জন প্রয়োগ করিলে কাচাদি নেত্ররোগের শান্তি হয় এবং নেত্রস্রাব নিবারিত হয়।

চিত্রামষষ্ঠীযোগে সৈন্ধবমমলং বিচূর্ণ্য তেনাক্ষি। সমমঞ্জনেন তিমিরং গচ্ছতি বর্ষাদসাধ্যমপি॥
চিত্রানক্ষত্রযুক্ত ষষ্ঠীতিথিতে সৈন্ধবলবণ চূর্ণ করিয়া অঞ্জন প্রয়োগ করিলে বৎসরাতীত তিমির রোগও প্রশমিত হয়।

দদ্যাদুশীরনির্য্যূহে চূর্ণিতং কণাসৈন্ধবম্। তৎ স্রুতং সঘৃতং ভূয়ঃ পচেৎ ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেদ্ঘনে। শীতে
তস্মিন্ হিতমিদং সর্ব্বজে তিমিরেঽঞ্জনম্॥
বেণার মূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া বস্ত্রপূত করিয়া লইবে। সেই ক্বাথের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিয়া ঘন করিবে। শীতল হইলে তাহাতে মধুমিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

ধাত্রীরসাঞ্জনক্ষৌদ্র-সর্পির্ভিস্তু রসক্রিয়া। পিত্তানিলাক্ষিরোগঘ্নী তৈমির্য্যপটলাপহা॥
আমলকীর ক্বাথে রসাঞ্জন ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঘনীভূত হওয়া পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার পাক করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া রসক্রিয়া করিবে। ইহাতে পিত্তজ ও বাতজ চক্ষুরোগ এবং তিমির ও পটলরোগ নিবৃত্ত হয়।

শৃঙ্গবেরং ভৃঙ্গরাজং যষ্টিতৈলেন মিশ্রিতম্। নস্যমেতেন দাতব্যং মহাপটলনাশনম্॥
শুঁঠ ও ভৃঙ্গরাজচূর্ণ যষ্টিমধুসাধিত তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে মহাপটল নিবারিত হয়।

লিঙ্গনাশে কফোদ্ভূতে যথাবদ্বিধিপূর্ব্বকম্। বিদ্ধা দৈবকৃতে ছিদ্রে নেত্রং স্তন্যেন পূরয়েৎ॥ ততো দৃষ্টেষু রূপেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ। নয়নং সর্পিষাভ্যজ্য বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ॥ ততো গৃহে নিরাবাধে শয়ীতোত্তান এব চ। উদগারকাসক্ষব থু-ষ্ঠীবনোৎকম্পনানি চ॥ তৎকালং নাচরেদূর্দ্ধং যন্ত্রণা স্নেহপীতবৎ। ত্র্যহাৎ ত্র্যহাদ্ধাবয়েৎ তৎ কষায়ৈরনিলাপহৈঃ॥ বায়োর্ভয়াৎ ত্র্যহাদূর্দ্ধং স্বেদয়েদক্ষি পূর্ব্ববৎ। দশরাত্রন্তু সংযম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনম্॥ পশ্চাৎ কর্ম্ম চ সেবেত লঘ্বন্নঞ্চাপি মাত্রয়া। রাগশ্চোষোঽর্ব্বুদং শোথো বুদ্বুদং কেকরাক্ষতা॥ অধিমন্থাদয়শ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্দুষ্টবেধজাঃ। অহিতাচারতো বাপি যথাস্বং তানুপাচরেৎ। রুজায়ামক্ষিরাগে বা ভূয়ো যোগান্ নিবোধ মে॥
কফজন্য লিঙ্গনাশে দৈবকৃতচ্ছিদ্রে যথাবিধি শলাকা প্রবেশ করাইয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা নেত্র পূরণ করিবে। অনন্তর রূপদর্শন হইলে অল্পে অল্পে শলাকা উদ্ধৃত করিয়া চক্ষু ঘৃতাক্ত ও বস্ত্রের পটী দ্বারা বদ্ধ করিয়া রোগিকে নির্জ্জন ও নিরুৎপাত গৃহে উত্তানভাবে শয়ন করাইয়া রাখিবে। তৎকালে (সপ্তাহকাল) উদ্গার, কাসি, হাঁচি, থুতুফেলা ও কম্পনাদি যাহাতে না হয় এরূপ সাবধানে থাকিবে এবং স্নেহ পীত ব্যক্তি যেরূপ আহারাচারাদির নিয়ম পালন করে সেইরূপ করিতে হইবে। তিন তিন দিন অন্তর বায়ুনাশক কষায় দ্বারা নেত্র ধৌত করিবে এবং বাতশ্লেষ্ম নাশার্থ নেত্রে স্বেদ দিবে। দশ দিনের পর দৃষ্টিপ্রসাদক মৃদু ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে। পথ্য—লঘু

অন্ন। দুষ্টবেধজন্য চক্ষুতে রক্তবর্ণতা, চোষ, অর্ব্বুদ, শোথ, বুদ্বুদ, কেকরাক্ষতা (টেরা চোখ্) ও অধিমন্থাদি অন্য রোগ উৎপন্ন হয়। অহিতাচারজন্যও এ সকল রোগ জন্মিয়া থাকে। যথাবিধি তাহাদের চিকিৎসা করিবে। নেত্রের বেদনা বা লৌহিত্য নিবারণার্থ কতিপয় যোগ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কল্কিতাঃ সঘৃতা দূর্ব্বা-যবগৈরিকশারিবাঃ। সুখা লেপাঃ প্রযোক্তব্যা রুজারাগোপশান্তয়ে॥
দূর্ব্বাঘাস, যব, গেরিমাটী ও অনন্তমূল, এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুঃশূল ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা নিবারিত হয়।

পয়স্যাশারিবাপত্র-মঞ্জিষ্ঠামধুকৈরপি। অজাক্ষীরান্বিতৈর্লেপঃ সুখোষ্ণঃ পথ্য উচ্যতে॥
ক্ষীরকাকোলী, অনন্তমূল, তেজপত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু, এই সমুদায় ছাগদুগ্ধে বাটিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া নেত্ররোগে প্রলেপ দিবে। তাহাতে নেত্র নিরাময় হয়।

বাতঘ্নসিদ্ধে পয়সি সিদ্ধং সাপশ্চতুর্গুণে। কাকোল্যাদিপতীরাপং প্রযুঞ্জ্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥ শাম্যত্যেবং ন চেচ্ছূলং স্নিগ্ধস্বিন্নস্য মোক্ষয়েৎ। ততঃ শিরাং দহেচ্চাপি মতিমান্ কীর্ত্তিতং যথা॥ দৃষ্টেরতঃ প্রসাদার্থমঞ্জনে শৃণু মে শুভে॥ মেষশৃঙ্গ্যয পত্রাণি শিরীষধবয়োরপি। মালত্যাশ্চাপি তুলানি মুক্তাবৈদূর্য্যমেব চ অজাক্ষীরেণ সংপিষ্য তাম্রে সপ্তাহমাবপেৎ। প্রণিধায় তু তদ্বর্ত্তিং যোজয়েদঞ্জনং ভিষক্॥

ভদ্রদার্ব্বাদি বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত যথাবিধানে দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধের ও কাকোল্যাদি গণের কল্কের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। সেই ঘৃত নস্য ও পানাদি সকল কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু যদি ঘৃত প্রয়োগ দ্বারা বেদনার শান্তি না হয়, তাহা হইলে স্নেহ ও স্বেদ দ্বারা রোগিকে স্নিগ্ধ ও স্বিন্ন করিয়া তাহার ললাটস্থিত শিরা বিদ্ধ বা দগ্ধ করিবে। তৎপরে দৃষ্টিপ্রসাদনার্থ মেষশৃঙ্গীপত্র, শিরীষপত্র, ধবপত্র, মালতীপত্র, মুক্তা ও বৈদূর্য্য, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করত তাম্রপাত্রে ৭ দিন রাখিবে। পরে তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিবে।

স্রোতোজং বিদ্রুমং ফেনং সাগরস্য মনঃশিলা। মরিচানি চ তদ্বর্ত্তিং কারয়েদ্বাপি পূর্ব্ববৎ॥
স্রোতোঞ্জন, প্রবাল, সমুদ্রফেন, মনঃশিলা ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ ছাগদুগ্ধে পেষণ ও ১ সপ্তাহ তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিরও অঞ্জন প্রযোজ্য।

রসাঞ্জনং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং তালীশং স্বর্ণগৈরিকম্। গোশকৃদ্রসসংযুক্তং পিত্তোপহতদৃষ্টয়ে॥
রসাঞ্জন, ঘৃত, মধু, তালীশপত্র ও স্বর্ণগৈরিক, এই সকল দ্রব্য গোময়রসে পেষণ করিয়া তাহার বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। সেই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে পৈত্তিক দৃষ্টিনাশ নিবারিত হয়।

নলিনোৎপলকিঞ্জল্কং গোশকৃদ্রসসংযুতম্। গুড়িকাঞ্জনমেতৎ স্যাদ্ দিনরাত্র্যন্ধয়োর্হিতম্॥
পদ্মের ও নীলোৎপলের কেশর গোময়রসে পেষণ করিয়া গুড়িকা করিবে। সেই গুড়িকা ঘর্ষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে দিবান্ধ্য রাত্র্যান্ধ্য প্রশমিত হয়।

নদীজশঙ্খত্রিকটুন্যথাঞ্জনং মনঃশিলা দ্বে চ নিশেহগবাং শকৃৎ*। সচন্দনেয়ং গুড়িকাথবাঞ্জনে প্রশস্যতে রাত্রিদিনেষ্বপশ্যতাম্॥

(নদীজং সৈন্ধবম্। শঙ্খং শঙ্খনাভিঃ। অঞ্জনং রসাঞ্জনম্।)

---

* শকৃদিত্যপি পাঠঃ।

সৈন্ধব (কেহ বলেন, স্রোতোহঞ্জন), শঙ্খনাভি, ত্রিকটু, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ছাগাদির যকৃৎ (পাঠান্তরে—উহাদের বিষ্ঠা) ও রক্তচন্দন, এই সমুদায় দ্রব্য পেষণ করিয়া গুড়িকা করিবে। এই গুড়িকার অঞ্জনও রাত্র্যান্ধ্য-দিবান্ধ্যনাশক।

কণা ছাগযকৃন্মধ্যে পক্কা তদ্রসপেষিতা। অচিরাদ্ধন্তি নক্তান্ধ্যং তদ্বৎ সক্ষৌদ্রমূষণম্॥
ছাগলের যকৃৎখণ্ডের মধ্যে পিপুল স্থাপন করিয়া জলে উৎস্বিন্ন করিবে। পরে উহা উৎস্বেদাবশিষ্ট রসে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্ত্তির অঞ্জন রাত্র্যান্ধ্য-নিবারক। ঐরূপে পক্ব মরিচও মধুর সহিত অঞ্জনরূপে প্রযোজিত হইলে রাত্র্যান্ধ্য নষ্ট হইয়া থাকে।

পচেৎ তু গৌধং হি যকৃৎ প্রকল্পিতং প্রপূরিতং মাগধিকাভিরগ্নিনা। নিষেবিতং তদ্ যকৃদঞ্জনেন চ নিহন্তি নক্তান্ধ্যমসংশয়ং খলু॥
গোসাপের যকৃতের মধ্যে পিপুল নিহিত করিয়া পাক করিবে। ঐ যকৃৎ ভক্ষণ করিলে এবং ঐ পিপুলের অঞ্জন দিলে নিশ্চয় রাত্র্যান্ধ্য নিবারিত হয়।

দধ্না নিঘৃষ্টং মরিচং রাত্র্যান্ধ্যাঞ্জনমুত্তমম্। তাম্বূলযুক্তং খদ্যোত-ভক্ষণঞ্চ তদর্থকৃৎ॥
দধির সহিত মরিচ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রাত্র্যান্ধ্য রোগ নিবারিত হয়। পানের সহিত জোনাকীপোকা সেবন করিলে রাত্র্যান্ধ্য নিবারিত হইয়া থাকে।

শফরীমৎস্যক্ষারো নক্তান্ধ্যমঞ্জনতো নিহন্তি। তদ্বদ্রামঠটঙ্কণকর্ণমলশ্চৈকশোহঞ্জনান্মধুনা॥
পুঁটিমাছের (অন্তর্ধূমে দগ্ধ) ক্ষার মধুর সহিত অঞ্জন দিলে তদ্বৎ হিঙ্গু, সোহাগা ও কর্ণমল প্রত্যেক মধুর সহিত অঞ্জন দিলে রাত্র্যান্ধ্য রোগ প্রশমিত হয়।

কেশরাজান্বিতং সিদ্ধং মৎস্যাণ্ডং হন্তি ভক্ষিতম্। নক্তান্ধ্যং নিয়তং নৃণাং সপ্তাহাৎ পথ্যসেবিনাম্॥
কেশুরিয়া ও রোহিতমৎস্যের ডিম্ব কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে এবং সপ্তাহকাল যথারীতি পথ্য সেবন করিলে রাত্র্যান্ধ্য রোগ নিবারিত হয়।

ভৃঙ্গরাজতৈলম্

ভৃঙ্গরাজরসপ্রস্থে যষ্টীমধুপলেন চ। তৈলস্য কুড়বঃ পকঃ সদ্যো দৃষ্টিং প্রসাদয়েৎ। নস্যাদ্বলীপলিতঘ্নং মাসেনৈতন্ন সংশয়ঃ॥
তিলতৈল ৪ পল। ভৃঙ্গরাজরস ১ সের। কল্ক—যষ্টিমধু ১ পল। এই তৈলের নস্যে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়।

গোময়তৈলম্

গবাং শকৃৎক্বাথবিপক্কমুত্তমং হিতঞ্চ তৈলং তিমিরেষু নস্ততঃ॥
তিমির রোগে গোময়ের ক্বাথে পক্ক তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে উপকার হয়।

অভিজিতং তৈলম্

তৈলস্য পচেৎ কুড়বং মধুকস্য পলেন কল্কপিষ্টেন। আমলকরসপ্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থেন সংযুতং কৃত্বা॥
অভিজিতং নাম্না তৈলং তিমিরং হন্যান্মুনিপ্রোক্তম্। বিমলাং কুরুতে দৃষ্টিং নষ্টামপ্যানয়েৎ তদ্বৎ॥
(দৃষ্টিজেষু।)
তিলতৈল ১ সের। আমলকীর রস ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ১ পল। এই তৈল ব্যবহারে তিমিরাদি রোগ নষ্ট হইয়া দৃষ্টি পরিষ্কৃত হয়।

নৃপবল্লভং তৈলং ঘৃতঞ্চ

জীবকর্ষভকৌ মেদে দ্রাক্ষাংশুমতী নিদিগ্ধিকা বৃহতী। মধুকং বলা বিড়ঙ্গং মঞ্জিষ্ঠা শর্করা রাস্না॥ নীলোৎপলং শ্বদংষ্ট্রা প্রপৌণ্ডরীকং পুনর্নবা লবণম্। পিপ্পল্যঃ সর্ব্বেষাং ভাগৈরক্ষাংশিকৈঃ পিষ্টৈঃ॥ তৈলং বা যদি বা সর্পির্দত্ত্বা ক্ষীরং চতুর্গুণং পক্বম্। আত্রেয়নির্ম্মিতমিদং তৈলং নৃপবল্লভং সিদ্ধম্॥ তিমিরং পটলং কাচং নক্তান্ধ্যঞ্চার্ব্বুদং দিবান্ধ্যঞ্চ। শ্বেতঞ্চ লিঙ্গনাশং নাশয়তি চ নীলিকা-ব্যঙ্গম্॥ মুখনাসাদৌর্গন্ধ্যং পলিতঞ্চাকালজং হনুস্তম্ভম্। শ্বাসং কাসং শোষং হিক্কাং তথাত্যয়ং নেত্রে॥ মুখশৈজেন্ম্যমর্দ্ধভেদং রোগং বাহুগ্রহং শিরঃস্তম্ভম্। রোগানথোর্দ্ধজত্রোঃ সর্ব্বানচিরেণ নাশয়তি॥

পক্তব্যং কুড়বং তৈলং নস্যার্থং নৃপবল্লভে। অক্ষাংশৈঃ শাণিকৈঃ কল্কৈরন্যে ভৃঙ্গাদিতৈলবৎ॥

তিলতৈল বা গব্য ঘৃত ১ সের। দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, দ্রাক্ষা, শালপানি, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনি, রাস্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, পুনর্নবা, সৈন্ধব ও পিপুল প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা। এই তৈলের বা ঘৃতের নস্যে তিমির, পটল, রাত্র্যন্ধতা, কাচ ও দিবান্ধ্য প্রভৃতি নেত্ররোগ, নীলিকা, ব্যঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্ররোগ এবং শ্বাস, কাস প্রভৃতি নানা রোগ নিবারিত হয়।

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্

ত্রিফলাক্কাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতম্। তিমিরাণ্যচিরান্হন্তি পীতমেতন্নিশামুখে॥

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ—মিলিত ত্রিফলা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, গব্যদুগ্ধ ৪ সের। কল্ক—মিলিত ত্রিফলা ১ সের। সন্ধ্যার সময় এই ঘৃত পান করিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

মহাত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্

ত্রিফলায়া রসপ্রস্থং প্রস্থং ভৃঙ্গরসস্য চ। বৃষস্য চ রসপ্রস্থং শতাবর্য্যাশ্চ তৎসমম্॥ অজাক্ষীরং গুড়ূচ্যাশ্চ আমলক্যা রসং তথা। প্রস্থং প্রস্থং সমাহৃত্য সর্ব্বৈরেভির্ঘৃতং পচেৎ॥ কল্কঃ কণা সিতা দ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্। মধুকং ক্ষীরকাকোলী মধুপর্ণী নিদিগ্ধিকা॥ তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। ঊর্দ্ধপানমধঃপানং মধ্যে পানঞ্চ শস্যতে॥ যাবন্তো নেত্ররোগাস্তান্ পানাদেবাপকর্ষতি। রক্তজে রক্তদুষ্টে চ রক্তে চাতিস্রুতেঽপি চ॥ নক্তান্ধ্যে তিমিরে কাচে নীলিকাপটলার্ব্বুদে। অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পক্ষ্মকোপে সুদারুণে॥ নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্তকফেষু চ। অদৃষ্টিং মন্দদৃষ্টিঞ্চ কফবাতপ্রদূষিতাম্॥ স্রবতো বাতপিত্তাভ্যাং সকণ্ডূাসন্নদূরদৃক্। গৃধ্রদৃষ্টিকরং সদ্যো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্। সর্ব্বনেত্রময়ং হন্যাৎ ত্রিফলাদ্যং মহদ্ ঘৃতম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ—মিলিত ত্রিফলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের ; ভৃঙ্গরাজরস ৪ সের, বাসকপাতার রস ৪ সের (অথবা বাসকমূল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের), শতমূলীর রস ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের, গুলঞ্চরস ৪ সের (অথবা পূর্ব্ববৎ ক্কাথ ৪ সের), আমলকীর রস ৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, চিনি, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী এই সমুদায় মিলিত ১ সের। এই ঘৃত, ভোজনের পূর্ব্বে মধ্যে ও ভোজনান্তে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ আশু বিনষ্ট হয়। ইহা নেত্ররোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং বল বর্ণ ও অগ্নির বর্দ্ধক।

ত্রৈফলং ঘৃতম্

ত্রিফলা ত্র্যূষণং দ্রাক্ষা মধুকং কটুরোহিণী। প্রপৌণ্ডরীকং সূক্ষ্মৈলা বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্॥ নীলোৎপলং শারিবে দ্বে চন্দনং রজনীদ্বয়ম্। কার্ষিকৈঃ পয়সা তুল্যং ত্রিগুণং ত্রিফলারসম্॥ ঘৃতপ্রস্থং পচেদেতৎ

সর্ব্বনেত্ররুজাপহম্। তিমিরং দোষমাস্রাবং কামলাং কাচমর্ব্বুদম্॥ বিসর্পং প্রদরং কণ্ডুং রক্তং স্বয়থুমেব চ। খালিত্যং পলিতঞ্চৈব কেশানাং পতনং তথা॥ বিষমজ্বরমর্ম্মাণি শুকঞ্চাশু ব্যপোহতি। অন্যে চ বহবো রোগা নেত্রজা যে চ বর্ত্মজাঃ॥ তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা। নচৈতস্মাৎ পরং কিঞ্চিদৃষিভিঃ কাশ্যপাদিভিঃ। দৃষ্টিপ্রসাদনং দৃষ্টং যথা স্যাৎ ত্রৈফলং ঘৃতম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—ত্রিফলা প্রত্যেক ২ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ১২ সের; দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—ত্রিফলা, ত্রিকটু, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, ছোটএলাইচ, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহাতে তিমির, আস্রাব ও কাচাদি সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ এবং কামলা, বিসর্প, প্রদর ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ এবং কেশের খালিত্য ও পক্কতা প্রভৃতি নিবারিত হয়। এই ঘৃত অপেক্ষা দৃষ্টিপ্রসাদক ঔষধ অতীব বিরল।

ত্রিফলাঘৃতম্

ফলত্রিকাভীরুকষায়সিদ্ধং কল্কেন যষ্টীমধুকস্য যুক্তম্। সর্পিঃ সমং ক্ষৌদ্রচতুর্থভাগং হন্যাৎ ত্রিদোষং তিমিরং প্রবৃদ্ধম্॥

ঘৃত ৪ সের। ত্রিফলার ক্বাথ ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের। কল্ক—যষ্টিমধু ১ সের। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। ইহাতে ত্রিদোষজ তিমির বিনষ্ট হয়।

পিপ্পলী ত্রিফলা দ্রাক্ষা লৌহচূর্ণং সসৈন্ধবম্। ভৃঙ্গরাজরসে পিষ্টং গুড়িকাঞ্জনমিষ্যতে॥ অর্ম্ম সতিমিরং কাচং কণ্ডুং শুক্রং তদর্জ্জুনম্। অজকাং নেত্ররোগাংশ্চ হন্যান্নিরবশেষতঃ॥

পিপুল, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, লৌহচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ, এই সমুদায় ভৃঙ্গরাজের রসে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুড়িকার অঞ্জনে অর্ম্মাদি নেত্ররোগসকল নিঃশেষরূপে দূরীভূত হয়।

পুষ্পাখ্যতার্ক্ষ্যজসিতোদধিফেনশঙ্খ-সিন্ধূত্থগৈরিকশিলামরিচৈঃ সমাংশৈঃ। পিষ্টৈশ্চ মাক্ষিকরসেন রসক্রিয়েয়ং হন্ত্যর্ম্মকাচতিমিরার্জ্জুনবর্ত্মরোগান্॥

পুষ্পকাশীস, রসাঞ্জন, চিনি, সমুদ্রফেন, শঙ্খনাভি, সৈন্ধবলবণ, গেরিমাটী, মনঃশিলা ও মরিচ, মধুর সহিত এই সমুদায় পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে অর্ম্মাদি চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

কৌম্ভস্য সর্পিষঃ পানৈর্বিরেকালেপসেচনৈঃ। স্বাদুশীতৈঃ প্রশময়েচ্ছুক্তিকামঞ্জনৈস্তথা॥

কৌম্ভঘৃত (দশ বর্ষের পুরাতন ঘৃত) পান, বিরেচন, আলেপন ও অবসেচন রূপে ব্যবহার করিলে কিংবা সুস্বাদু অথচ শীতল অঞ্জন প্রয়োগ করিলে শুক্তিকা নেত্ররোগ নিবারিত হয়। (শুক্লমণ্ডলে শ্যাববর্ণ কিংবা মাংস বা ঝিনুকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিন্দুসমূহ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে শুক্তিকা কহে।)

প্রবালমুক্তাবৈদুর্য্য-শঙ্খস্ফটিকচন্দনম্। সুবর্ণরজতং ক্ষৌদ্রমঞ্জনং শুক্তিকাপহম্॥

প্রবাল, মুক্তা, বৈদুর্য্য, শঙ্খনাভি, ফট্‌কিরি, রক্তচন্দন, স্বর্ণ ও রৌপ্য, এই সমুদায় মধুর সহিত একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে শুক্তিকা নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

শঙ্খঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তঃ কতকং সৈন্ধবেন বা। সিতয়ার্ণবফেনো বা পৃথগঞ্জনমর্জ্জুনে॥

মধুর সহিত শঙ্খনাভি, সৈন্ধবলবণের সহিত নির্ম্মলীফল বা চিনির সহিত সমুদ্রফেন পেষণ করিয়া অর্জ্জুনরোগে অঞ্জন দিবে।

পৈত্তং বিধিমশেষেণ কুর্য্যাদর্জ্জুনশান্তয়ে। বৈদেহী সিতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমম্। মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্টমঞ্জনং পিষ্টকাপহম্॥

অর্জ্জুন-রোগ শান্তির জন্য পিত্তাভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা করিবে। পিপুল, শজিনাবীজ, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ও টাবালেবুর রসে পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে পিষ্টক নামক নেত্ররোগের শান্তি হয়।

ভিত্ত্বোপনাহং কফজং পিপ্পলীমধুসৈন্ধবৈঃ। বিলিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ প্রচ্ছয়েদ্বা সমন্ততঃ॥

শ্লৈষ্মিক উপনাহ ব্রীহিমুখ অস্ত্র দ্বারা ভেদ করিয়া পিপুলচূর্ণ, মধু ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করত তাহা দ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে। (কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধিস্থানে অল্প বেদনা ও অল্প পাকযুক্ত কণ্ডূবহুল যে গ্রন্থি জন্মে, তাহার নাম উপনাহ।)

পথ্যাক্ষধাত্রীফলমধ্যবীজৈস্ত্রিদ্ব্যেকভাগৈর্বিদধীত বর্ত্তিম্। তয়াঞ্জয়েদশ্রুগতিপ্রগাঢ়মক্ষ্ণোর্হরেৎ কণ্টমপি প্রকোপম্॥

হরীতকীমজ্জা তিন ভাগ, বহেড়ার মজ্জা দুই ভাগ, আমলকীর মজ্জা একভাগ, জলে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। মধুর সহিত সেই বর্ত্তি পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে চক্ষুর প্রগাঢ় অশ্রু ও কণ্টকের প্রকোপ প্রশমিত হয়।

স্রাবেষু ত্রিফলাক্বাথং যথাদোষং প্রযোজয়েৎ। ক্ষৌদ্রেণাজ্যেন পিপ্পল্যা মিশ্রং বিধ্যেচ্ছিরাং তথা॥

নেত্রস্রাবে দোষ বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ পিত্তরক্তপ্রধান দোষে মধুসহ, বাত পিত্ত ও রক্তপ্রধান দোষে ঘৃতসহ, কফপ্রধান দোষে পিপুলচূর্ণসহ, ত্রিফলার ক্বাথ সেবন করিতে দিবে। এই সকল ক্রিয়ায় প্রশমিত না হইলে শিরাবেধ করিবে।

ত্রিফলামূত্রকাশীস-সৈন্ধবৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ। রসক্রিয়া ক্রিমিগ্রন্থৌ ভিন্নে স্যাৎ প্রতিসারণম্॥

ক্রিমিগ্রন্থি রোগে ৪ পল (মিলিত) ত্রিফলার ক্বাথ ও গোমূত্রে, মিলিত ১ পল হিরাকস সৈন্ধবলবণ ও রসাঞ্জন প্রক্ষেপ দিয়া পুনঃপাকে ঘন হইলে তদ্দ্বারা রসক্রিয়া করিবে। ক্রিমিগ্রন্থি ভিন্ন হইলে রসাঞ্জন ও মধু দ্বারা প্রতিসারণ করিবে। (যে রোগে বর্ত্ম ও পক্ষ্মমণ্ডলের সন্ধিতে নানাপ্রকার ক্রিমি জন্মিয়া ঐ স্থানে কণ্ডূ উৎপাদন এবং ক্রমশঃ বর্ত্ম ও শুক্লমণ্ডলের অন্তর্গত সন্ধিমধ্যে প্রবেশ করিয়া চক্ষুকে দূষিত করে, তাহার নাম ক্রিমিগ্রন্থি।)

নিমেষে নাসয়া পেয়ং সর্পিস্তেন চ পূরণম্। স্বেদয়িত্বা বিসগ্রন্থিং ছিদ্রাণ্যস্য নিরাশ্রয়ম্। পক্কং ভিত্ত্বা তু শস্ত্রেণ সৈন্ধবেনাববচূর্ণয়েৎ॥

(সর্পিস্ত্রিফলাসিদ্ধমিতি কেচিদন্যে দ্বপক্কমিত্যাহঃ। ইতি চক্রটীকা।)

নিমেষরোগী নাসিকা দ্বারা ত্রিফলাসিদ্ধ ঘৃত বা কেবল ঘৃত পান ও চক্ষুতে ঘৃত পূরণ করিবে। পক্কবিসগ্রন্থিতে স্বেদ প্রদান করিয়া অস্ত্র দ্বারা নিরবশেষ ছেদন করিবে ও সৈন্ধবচূর্ণ দ্বারা ছিদ্রমুখ পূরণ করিবে। (যে রোগে চক্ষুর পাতা ঘন ঘন সঞ্চালিত হয়, তাহার নাম নিমেষ। অক্ষিবর্ত্মের বহির্দ্দিকে শোথ ও ভিতরদিকে সূক্ষ্মমুখবিশিষ্ট স্রাবযুক্ত বহুসংখ্যক ছিদ্র উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বিসবর্ত্ম বা বিসগ্রন্থি কহে।)

বর্ত্মাবলেখং বহুশস্তদ্বচ্ছোণিতমোক্ষণম্। পুনঃপুনর্বিরেকঞ্চ পিল্বরোগাতুরো ভজেৎ॥ পিল্বী স্নিগ্ধো বমেৎ পূর্ব্বং শিরাব্যধং স্রুতেঽসৃজি। শিলারসাঞ্জনব্যোষ-গোপিত্তৈশ্চক্ষুরঞ্জয়েৎ॥

(গোপিত্তস্যাপ্রাপ্তৌ গোরোচনয়া সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ)।

পিল্বরোগে (ক্লিন্নবর্ত্মে) কর্কশ পত্রাদি দ্বারা বর্ত্মদ্বয় ঘর্ষণ করিয়া শোণিত মোক্ষণ করিবে এবং মাঝে মাঝে বিরেচক ঔষধ সেবন করিবে। পিল্বরোগিকে প্রথমতঃ স্নেহ ও স্বেদ প্রদানানন্তর বমন করাইয়া পরে শিরাবেধ করিবে। রক্তমোক্ষণানন্তর মনঃশিলা, রসাঞ্জন, ত্রিকটু ও গোপিত্ত (অভাবে গোরোচনা) এই সমুদায় দ্বারা অঞ্জন দিবে।

হরিতালবচাদারু-সুরসারসপেষিতম্। অভয়ারসপিষ্টং বা তগরং পিল্বনাশনম্॥
হরিতাল, বচ ও দেবদারু তুলসীর রসে পেষণ করিয়া কিংবা হরীতকীর ক্বাথে তগরপাদুকা পেষণ করিয়া প্রতিসারণ করিলে পিল্বরোগ নষ্ট হয়।

ভাবিতং বস্তমুত্রেণ সস্নেহং দেবদারু চ। কাকমাচীফলৈকেন ঘৃতযুক্তেন বুদ্ধিমান্। ধূপয়েৎ পিল্বরোগার্ত্তং পতন্তি ক্রিময়োঽচিরাৎ॥
ঘৃতাক্ত দেবদারুচূর্ণ ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া প্রতিসারণ (ঘর্ষণ) করিলে, অথবা বস্ত্রাচ্ছাদিত চক্ষুতে ঘৃতলিপ্ত একটি কাকমাচীফলের ধূপ প্রদান করিলে, ক্রিমিসকল শীঘ্র পতিত হইয়া পিল্বরোগ নিবারিত হয়।

রসাঞ্জনং সর্জ্জরসো জাতীপুষ্পং মনঃশিলা। সমুদ্রফেনো লবণং গৈরিকং মরিচানি চ॥ এতৎ সমাংশং মধুনা পিষ্টং প্রক্লিন্নবর্ত্মনি। অঞ্জনং ক্লেদকণ্ডুঘ্নং পক্ষ্মণাঞ্চ প্ররোহণম্॥
রসাঞ্জন, ধূনা, জাতীপুষ্প, মনঃশিলা, সমুদ্রফেন, সৈন্ধবলবণ, গেরিমাটী ও মরিচ, এই সমুদায় মধুর সহিত পেষণ করিয়া প্রক্লিন্নবর্ত্ম রোগে অঞ্জন দিলে ক্লেদ ও কণ্ডু নিবারিত এবং পক্ষ্মসকল অঙ্কুরিত হয়। (চক্ষুর পাতার বহির্দিক অল্প বেদনা ও শোথযুক্ত এবং ভিতরদিক অত্যন্ত ক্লিন্ন হইলে, তাহাকে প্রক্লিন্নবর্ত্ম কহে।)

মস্তকাস্থি চুলুক্যাস্তু তুষোদলবণান্বিতম্। তাম্রপাত্রেঽঞ্জনং ঘৃষ্টং পিল্বে প্রক্লিন্নবর্ত্মনি॥
শুশুক নামক জলজন্তুর মস্তকাস্থি, কাঁজি ও সৈন্ধবলবণ, একত্র তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে প্রক্লিন্নবর্ত্ম পিল্বরোগ প্রশমিত হয়।

তাম্রপাত্রে গুহামূলং সিন্ধুত্থমরিচান্বিতম্। আরনালেন সংঘৃষ্টমঞ্জনং পিল্বনাশনম্॥
চাকুলের মূল, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য তাম্রপাত্রে কাঁজির সহিত সপ্তাহকাল ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে পিল্বরোগ বিনষ্ট হয়।

হরিদ্রে ত্রিফলা লোধ্রং মধুকং রক্তচন্দনম্। ভৃঙ্গরাজরসে পিষ্টা ঘর্ষয়েল্লৌহভাজনে॥ তথা তাম্রে চ সপ্তাহং কৃত্বা বর্ত্তিং রজোঽথবা। পিচ্চিটী ধূমদর্শী চ তিমিরোপহতেক্ষণঃ। প্রাতর্নিশ্যঞ্জয়েন্নিত্যং সর্ব্বনেত্রাময়াপহম্॥
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, লোধ, যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য ভীমরাজের রসে লৌহপাত্রে ৭ দিন ও তাম্রপাত্রে ৭ দিন (কাহার মতে লৌহপাত্রে বা তাম্রপাত্রে ৭ দিন) ঘর্ষণ করিয়া বর্ত্তি অথবা চূর্ণ করিবে। প্রতিদিন প্রাতঃ ও রাত্রিকালে এই বর্ত্তি বা চূর্ণের অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

মঞ্জিষ্ঠামধুকোৎপলোদধিকফত্বকসেব্যগোরোচনামাংসীচন্দনশঙ্খপত্রগিরিমৃত্তালাশপুষ্পাঞ্জনৈঃ। সর্ব্বৈরেব সমাংশমঞ্জনমিদং শস্তং সদা চক্ষুষোঃ কণ্ডুক্লেদমলাশ্রুশোণিতরুজাপিল্বার্ম্মশুক্রাপহম্॥
(বর্ত্তিরিয়ং চূর্ণাঞ্জনং বা)।

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, সমুদ্রফেন, দারুচিনি, বেণার মূল, গোরোচনা, জটামাংসী, রক্তচন্দন, শঙ্খনাভি, তমালপত্র (কাহার মতে তেজপত্র), গেরিমাটী, তালীশপত্র ও পুষ্পাঞ্জন, এই সমুদায় দ্রব্য সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে কণ্ডু, ক্লেদ, মল, অশ্রুপাত প্রভৃতি নেত্ররোগসকল নিবারিত হয়। এই অঞ্জন চক্ষুরোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তুত্থকস্য পলং শ্বেত-মরিচানি চ বিংশতিঃ। ত্রিংশতা কাঞ্জিকপলৈঃ পিষ্টা তাম্রে নিধাপয়েৎ॥
পিল্বানপিল্বান্ কুরুতে বহুবর্ষোত্থিতানপি। তৎসেকেনোপদেহাশ্রু-কণ্ডূশোথাংশ্চ নাশয়েৎ॥

তুঁতে ১ পল (অর্থাৎ ৮ তোলা), শ্বেতমরিচ (শজিনাবীজ) ২০টি ও কাঁজি ৩০ পল একত্র পেষণ করিয়া তাম্রপাত্রে রাখিয়া দিবে। ইহার অঞ্জন দিলে বহুবর্ষোত্থিত পিল্বরোগ অপিল্বরূপে পরিণত হয় এবং ইহা দ্বারা সেক দিলে উপদেহ (পিচুটি), অশ্রু, কণ্ডূ, শোথ প্রভৃতি নেত্ররোগ-সকল নিবারিত হয়।

যাপ্যঃ পক্ষ্মোপরোধশ্চ রোমোদ্ধরমলেখনৈঃ। বর্ত্মন্যুপচিতং লেখ্যং স্রাব্যমুৎক্লিষ্টশোণিতম্॥
প্রবৃদ্ধান্তর্ম্মুখং রোম সহিষ্ণোরুদ্ধরেচ্ছনৈঃ। সংদংশেনোদ্ধরেদ্দৃষ্ট্যাং পক্ষ্মরোমাণি বুদ্ধিমান্॥ রক্ষন্নক্ষি দহেৎ পক্ষ্ম তপ্তহেমশলাকয়া। পক্ষ্মরোগে পুনর্নৈবং কদাচিদ্রোমসম্ভবঃ॥

রোমোৎপাটন ও লেখনক্রিয়া দ্বারা পক্ষ্মগত পীড়া যাপ্য রাখিতে চেষ্টা করিবে। বর্ত্মে রোম উপচিত হইলে লেখনক্রিয়া করিয়া, উৎক্লিষ্ট শোণিত মোক্ষণ করিবে। সহিষ্ণু ব্যক্তির অন্তর্ম্মুখ প্রবৃদ্ধ রোমসকলকে আস্তে আস্তে উৎপাটন করিবে এবং পক্ষ্মরোমসকল চক্ষুতে পতিত হইলে সন্না দ্বারা উদ্ধার করিবে। পীড়িত পক্ষ্ম সতর্কতার সহিত তপ্ত স্বর্ণশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে, তাহা হইলে পক্ষ্মরোগে কখনও রোমোদ্ভব হইবে না।

উৎসঙ্গিনী বহুলকর্দ্দমবর্ত্মনী চ শ্যাবঞ্চ যচ্চ পঠিতস্ত্বিহ বদ্ধবর্ত্ম। ক্লিন্নঞ্চ পোথকিযুতস্ত্বিহ বর্ত্ম যচ্চ কুম্ভীকিনী চ সহ শর্করয়াবলেখ্যা॥ শ্লেষ্মোপনাহনগণৌ চ বিসঞ্চ ভেদ্যো গ্রন্থিশ্চ যঃ ক্রিমিকৃতোঽঞ্জননামিকা চ॥

উৎসঙ্গপিড়কা, বহুলবর্ত্ম, কর্দ্দমবর্ত্ম, শ্যাববর্ত্ম, বদ্ধবর্ত্ম, ক্লিন্নবর্ত্ম, পোথকিযুক্তবর্ত্ম, কুম্ভীকিনী ও শর্করা ইহারা লেখন করার যোগ্য এবং শ্লেষ্মোপনাহ, নগণ, বিসগ্রন্থি, ক্রিমিগ্রন্থি ও অঞ্জন ইহারা ভেদনীয়।

(চক্ষুর নীচের পাতায় স্থূল, তাম্রবর্ণ ও কণ্ডুযুক্ত পিড়কা হইলে তাহাকে উৎসঙ্গপিড়কা কহে। বহুলবর্ত্ম রোগে চক্ষুর পাতা ত্বক্সমবর্ণ কঠিন পিড়কা ব্যাপ্ত হয়। চক্ষুর পাতা দুইটি অকস্মাৎ তাম্র বা রক্তবর্ণ হইয়া কোমল, বেদনাযুক্ত ও ক্লিন্ন হইলে তাহাকে কর্দ্দমবর্ত্ম কহে। বর্ত্মের ভিতর বাহির দুই দিক্ শ্যাববর্ণ এবং ব্যথা ও শূলনিযুক্ত হইলে তাহাকে শ্যাববর্ত্ম কহে। চক্ষুর পাতায় কন্ডু ও অল্পবেদনাযুক্ত শোথ হওয়ায় যদি চক্ষু সম্যক্‌রূপে নিমীলন করা না যায়, তাহাকে বদ্ধবর্ত্ম কহে। চক্ষুর পাতার বহির্দ্দিক্ অল্প বেদনা ও শোথযুক্ত এবং ভিতরদিক্ অত্যন্ত ক্লিন্ন হইলে তাহাকে প্রক্লিন্নবর্ত্ম বলা যায়। চক্ষুর পাতায় স্রাব ও কণ্ডুযুক্ত, গুরুভারবিশিষ্ট, সবেদন, রক্তসর্ষপের ন্যায় পিড়কা হইলে তাহার নাম পোথকী। বর্ত্মের প্রান্তভাগে যে পিড়কা জন্মিয়া বিদীর্ণ হইয়া রসাদি স্রাব করে এবং আবার পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নাম কুম্ভিকা। চক্ষুর পাতায় উৎপন্ন স্থূল ও খরস্পর্শ যে পিড়কা জন্মিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু পিড়কা দ্বারা আকীর্ণ হয় তাহাকে বর্ত্মশর্করা কহে। নেত্রবর্ত্মে অপাকী, কঠিন, স্থূল, অল্পবেদন, কণ্ডুযুক্ত, পিচ্ছিল ও কুল

আঁঠির মত যে গ্রন্থি জন্মে, তাহার নাম নগণ। নেত্রবর্ম্মে দাহ ও তোদবিশিষ্ট তাম্রবর্ণ, কোমল এবং অল্প বেদনাযুক্ত সূক্ষ্ম পিড়কা জন্মিলে তাহাকে অঞ্জন কহে।)

ঘৃতসৈন্ধবচূর্ণেন কফানাহং পুনঃপুনঃ। বিলিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ প্রচ্ছয়েদ্বা সমন্ততঃ॥

কফানাহ রোগে ঘৃতের সহিত সৈন্ধবচূর্ণ ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে লেখনক্রিয়া করিবে অথবা মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা চক্ষুর উপর প্রচ্ছন করিবে।

পটোলামলকক্কাথৈরাশ্চোতনবিধির্হিতঃ। ফণিজ্ঝকরসোনস্য রসৈঃ পোথকিনাশনঃ॥

পটোলপত্র ও আমলকীর ক্কাথে অথবা তুলসীপত্র ও রসুনের রসে পেষণ করিয়া আশ্চোতন করিলে পোথকি নামক নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

আনাহপিড়কাং স্বিন্নাং তির্য্যগভিত্বাগ্নিনা দহেৎ। অর্শস্তথা বর্ত্মনাম্না শুষ্কার্শোঽর্ব্বুদমেব চ। মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণেণ মূলে ছিন্দ্যাদ্ভিষক্ শনৈঃ॥

আনাহ পিড়কাকে স্বিন্ন করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে ছেদন ও অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। নেত্রার্শঃ, বর্ত্মরোগ, শুষ্কার্শঃ ও নেত্রার্ব্বুদ প্রভৃতি নেত্ররোগসকল তীক্ষ্ণ মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা আস্তে আস্তে সমূলে ছেদন করিবে।

(নেত্রবর্ম্মে কাঁকুড়বীজসদৃশ, অল্প বেদনাযুক্ত, মসৃণ ও তীক্ষ্ণাগ্র পিড়কার নাম অর্শোবর্ত্ম বা নেত্রার্শঃ। শুষ্কার্শঃ রোগে চক্ষুর পাতার ভিতর দিকে কর্কশ, স্রাবশূন্য ও অতি কঠিন দীর্ঘাকার মাংসাঙ্কুর জন্মে।)

সিন্ধূত্থপিপ্পলকুষ্ঠ-পর্ণিনীত্রিফলারসৈঃ। সুরামণ্ডেন বর্ত্তিঃ স্যাৎ শ্লেষ্মাভিষ্যন্দনাশিনী। পোথকিবর্ত্মোপ-রোধক্রিমিগ্রন্থিকতৃণকে॥

সৈন্ধবলবণ, পিপুল, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি ও মাষাণি, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ত্রিফলার রসে ভাবনা দিয়া সুরামণ্ডের সহিত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তিতে শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ, পোথকী ও ক্রিমিগ্রন্থি প্রভৃতি নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

ক্ষতশুক্রহরো গুগ্‌গুলুঃ

অয়ঃসযষ্টিত্রিফলাকণানাং চূর্ণানি তুল্যানি পুরেণ নিত্যম্। সর্পির্মধুভ্যাং সহ ভক্ষিতানি শুক্লানি কাচানি নিহন্তি শীঘ্রম্॥

(পুরেণ গুগ্‌গুলুনা, স চ সর্ব্বসমঃ।)

লৌহ, যষ্টিমধু, ত্রিপলা ও পিপুল এই সকলের চূর্ণ সমভাগ, সকল চূর্ণের সমান গুগ্‌গুলু; একত্র করিয়া মধু ও ঘৃতসহ সেবনে শুক্ল কাচাদি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

নয়নামৃতম্

রসেন্দ্রভুজগৌ তুল্যৌ তয়োর্দ্বিগুণমঞ্জনম্। সূততুর্য্যাংশকর্পূরমঞ্জনং নয়নামৃতম্॥ তিমিরং পটলং কাচং শুক্রমর্ম্মার্জ্জুনানি চ। ক্রমাৎ পথ্যাশিনো হন্তি তথান্যানপি দৃগ্‌গদান্॥

পারদভস্ম ৪ ভাগ, সীসকভস্ম ৪ ভাগ, রসাঞ্জন ৮ ভাগ, কর্পূর ১ ভাগ, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে তিমির, পটল প্রভৃতি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

সপ্তামৃতলৌহম্

ত্রিফলারজ আয়সঞ্চ চূর্ণং সহযষ্টীমধুকং সমাংশযুক্তম্। মধুনা সহ সর্পিষা দিনান্তে পুরুষো নিষ্পরিহারমাদদীত॥ তিমিরক্ষতরক্তরাজিকণ্ডূ-ক্ষণদান্ধ্যার্ব্বুদতোয়দাহশূলান্। পটলং সহরক্তকাচপিল্বং

শময়ত্যেব নিষেবিতঃ প্রয়োগঃ॥ নচ কেবলমেব লোচনানাং বিহিতো রোগনিবর্হণায় পুংসাম্। দশনশ্রবণোর্দ্ধকণ্ঠজানাং প্রশমে হেতুরয়ং মহাগদানাম্॥ পলিতানি বিনাশয়েত্তথাগ্নিং চিরনষ্টং কুরুতে রবিপ্রচণ্ডম্। দয়িতাভুজপঞ্জরোপগূঢ়ঃ স্ফুটচন্দ্রাভরণাসু যামিনীষু॥ সুরতানি চিরং নিষেবতেঽসৌ পুরুষো যোগবরং নিষেবমাণঃ। মুখেন নীলোৎপলচারুগন্ধিনা শিরোরুহৈরঞ্জনমেচকপ্রভৈঃ। ভবেচ্চ গৃধ্রস্য সমঞ্চ লোচনং সুখৈর্নরো বর্ষশতঞ্চ জীবতি॥ (সংগ্রহবৃন্দধৃতম্।)

ত্রিফলা, যষ্টিমধু প্রত্যেক ১ ভাগ, লৌহ ৪ ভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত সায়ংকালে সেবন করিলে তিমির, ক্ষত, কণ্ডূ, রাত্র্যন্ধতা, পটল ও কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ, দন্তরোগ ও কর্ণরোগ এবং অন্যান্য বিবিধ পীড়া নিবারিত হইয়া বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি, মুখ সুগন্ধি ও লোচন গৃধ্রের ন্যায় তেজস্কর হয়।

নয়নচন্দ্রলৌহম্

ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী শটী রাস্না মহৌষধম্। দ্রাক্ষানীলোৎপলঞ্চৈব কাকোলী মধুযষ্টিকা॥ বাট্যালকং কেশরঞ্চ কণ্টকারীদ্বয়ং তথা। লৌহাভ্রয়োঃ পলং দত্ত্বা ভাবয়েদ্ বক্ষ্যমাণজৈঃ॥ ত্রিফলাক্বাথতৈলেন ভৃঙ্গরাজরসেন চ। ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা বদরাস্থিমিতা শুভা। যাবন্তো নেত্ররোগাশ্চ তান্ নিহন্তি ন সংশয়॥

(অত্র সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহাভ্রম্।)

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, শটী, রাস্না, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, শ্বেতবেড়েলা, নাগেশ্বর, বৃহতী ও কণ্টকারী মিলিত ২ পল, লৌহ ১ পল, অভ্র ১ পল ; এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে ত্রিফলার ক্বাথে, তিলতৈলে ও ভীমরাজের রসে ভাবনা দিয়া কুল আঁটির ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

নেত্রাশনিরসঃ

অভ্রং তাম্রং তথা লৌহং মাক্ষিকঞ্চ রসাঞ্জনম্। পাতনাযন্ত্রসংশুদ্ধং গন্ধকং নবনীতকম্॥ পলপ্রমাণং প্রত্যেকং গৃহ্নীয়াচ্চ বিধানবিৎ। সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং বৈদ্যৈঃ কুশলকর্ম্মভিঃ॥ ততস্তু ভাবনা কার্য্যা ত্রিফলাভৃঙ্গরাজকৈঃ। ততঃ প্রক্ষেপচূর্ণঞ্চ পিপ্পলীমূলযষ্টিকা॥ এলা পুনর্নবা দারু পাঠা ভৃঙ্গশঠী বচা। নীলোৎপলং চন্দনঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণঞ্চ দাপয়েৎ॥ মাষমেকং প্রদাতব্যং ঘৃতশ্রীমধুমর্দ্দিতম্। মর্দ্দনং লৌহদণ্ডেন পাত্রে লৌহময়ে দৃঢ়ে॥ অনুপানং প্রযোক্তব্যমুষ্ণেন বারিণা তথা। তাবতো নেত্ররোগাংশ্চ পানাদেব বিনাশয়েৎ॥ সরক্তে রক্তপিত্তে চ রক্তে চক্ষুঃস্রুতেঽপি চ। নক্তান্ধ্যে তিমিরে কাচে নীলিকাপটলার্ব্বুদে॥ অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পিষ্টে চৈব চিরন্তনে। নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্তকফেষু চ। সর্ব্বনেত্রময়ং হন্যাদ্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥

অভ্র, তাম্র, লৌহ, মাক্ষিক ও রসাঞ্জন এবং পাতনযন্ত্রে শোধিত নবনীতাখ্য গন্ধক প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র চূর্ণ করিবে। পরে ঐ চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবনা দিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ, ঘৃত লবঙ্গ ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে তাহাতে মিশ্রিত করিবে। পিপুলমুল, যষ্টিমধু, এলাইচ, পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, আক্নাদি, ভীমরাজ, শঠী, বচ, নীলপদ্ম ও চন্দন, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহখলে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে। অনুপান—উষ্ণজল। ইহা পান মাত্রেই সকল প্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হয়। রাত্র্যান্ধ্য, নেত্রে জলপড়া এবং বাত, পিত্ত, কফজাত সকল প্রকার নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

নেত্ররোগে পথ্যানি

আশ্চ্যোতনং লঙ্ঘনমঞ্জনঞ্চ স্বেদো বিরেকঃ প্রতিসারণঞ্চ। প্রপূরণং নস্যমসৃগ্বিমোক্ষঃ শস্ত্রক্রিয়া লেপনমাজ্যপানম্॥ সেকো মনোনির্ব্বৃতিরঙ্ঘ্রিপূজা মুদ্‌গা যবা লোহিতশালয়শ্চ। লাবো ময়ূরো বনকুক্কুটশ্চ কূর্ম্মঃ কুলিঙ্গোঽপি কপিঞ্জলশ্চ॥ কৌম্ভং হবির্বন্যকুলত্থযূষঃ পেয়া বিলেপী লশুনং পটোলম্। বার্ত্তাকুকর্কোটককারবেল্লং নবীনমোচং নবমূলকঞ্চ॥ পুনর্নবামার্কবকাকমাচী-পত্তূরশাকানি কুমারিকা চ। দ্রাক্ষা চ কুস্তুম্বুরু মাণিমন্থং লোধ্রং বরা ক্ষৌদ্রমুপানহশ্চ॥ নারীপয়শ্চন্দনমিন্দুখণ্ডং তিক্তানি সর্ব্বাণি লঘূনি চাপি। বিজানতা পথ্যমিদং প্রযুক্তং যথামলং নেত্রগদান্ নিহন্তি॥

আশ্চ্যোতন, উপবাস, অঞ্জন, স্বেদ, বিরেচন, প্রতিসারণ, অক্ষিপূরণ, নস্য, রক্তমোক্ষণ, শস্ত্রক্রিয়া, প্রলেপন, ঘৃতপান, পরিষেচন, মনের স্থিরতা, পাদদ্বয়ের সেবা অর্থাৎ পাদদ্বয়কে পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখা, মুগ, যব, রক্তশালি ; লাবপাখী, ময়ূর, বন্যকুক্কুট, কচ্ছপ, ফিঙ্গা, কপিঞ্জল ইহাদের মাংস ; দশবৎসরের পুরাতন ঘৃত, বন্যকুলত্থকলায়ের যূষ, পেয়া, বিলেপী, রশুন, পটোল, বেগুণ, কাঁক্‌রোল, করলা, অচিরজাত মোচা, কচি মূলা, পুনর্নবা, ভৃঙ্গরাজ, কাকমাচী, শালিঞ্চশাক, ঘৃতকুমারী, দ্রাক্ষা, ধনে, সৈন্ধবলবণ, লোধ, ত্রিফলা, মধু, পাদুকা ব্যবহার, নারীদুগ্ধ, রক্তচন্দন, কর্পূর, সমস্ত তিক্তদ্রব্য ও লঘুদ্রব্য, এই সমস্ত নেত্ররোগে হিতকর।

নেত্ররোগেঽপথ্যানি

ক্রোধং শুচং মৈথুনমশ্রুবায়ুবিন্মূত্রনিদ্রাবমিবেগরোধান্। সূক্ষ্মেক্ষণং দন্তবিঘর্ষণঞ্চ স্নানং নিশাভোজনমাতপঞ্চ॥ দ্রবং রজোধূমনিষেবণঞ্চ দৃক্‌স্বেদনঞ্চাপি বিরুদ্ধমন্নম্। প্রজল্পনং ছর্দ্দনমম্বুপানং মধূকপুষ্পং দধি পত্রশাকম্॥ কালিন্দাপর্য্যাকবিরূঢ়কানি মৎস্যং সুরাং মাংসমজাঙ্গলঞ্চ। তাম্বূলমম্লং লবণং বিদাহি তীক্ষ্ণং কটূষ্ণং গুরু চান্নপানম্॥ নরো ন সেবেত হিতাভিলাষী রোগেষু সর্ব্বেষু দৃগাশ্রয়েষু॥

ক্রোধ, শোক, স্ত্রীপ্রসঙ্গ, অশ্রুবেগ বায়ুবেগ মলবেগ মূত্রবেগ নিদ্রাবেগ ও বমিবেগ ধারণ, সূক্ষ্মবস্তু দর্শন, দন্তমার্জ্জন, স্নান, রাত্রিকালে ভোজন, রৌদ্রসেবন, তরলদ্রব্য, ধূলি ও ধূমসেবন, চক্ষুঃস্বেদ, বিরুদ্ধভোজন, অধিক বাক্যকথন, বমন, অধিক জলপান, মৌলফুল, দধি, পত্রশাক, তরমুজ, তিলকল্ক, অঙ্কুরিত ধান্যাদিজনিত অন্ন, মৎস্য, সুরা, জাঙ্গলমাংস ভিন্ন অপর মাংস, তাম্বুল, অম্লদ্রব্য, লবণরসযুক্ত দ্রব্য, বিদাহিদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, কটুদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য এবং গুরুপাক অন্নপানীয়, আরোগ্যার্থী ব্যক্তি চক্ষুরোগে এই সমস্ত কদাচ ব্যবহার করিবেন না।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে নেত্ররোগাধিকারঃ।

শিরোরোগাধিকার

শিরোরোগ-নিদানম্

শিরোরোগাস্তু জায়ন্তে বাতপিত্তকফৈস্ত্রিভিঃ। সন্নিপাতেন রক্তেন ক্ষয়েণ ক্রিমিভিস্তথা। সূর্য্যাবর্ত্তানন্তবাতার্দ্ধাবভেদকশঙ্খকৈঃ॥ যস্যানিমিত্তং শিরসো রুজশ্চ ভবন্তি তীব্রা নিশি চাতিমাত্রম্। বন্ধোপতাপৈশ্চ ভবেদ্বিশেষঃ শিরোঽভিতাপঃ স সমীরণেন॥ যস্যোষ্ণমঙ্গারচিতং যথৈব ভবেচ্ছিরো ধূপ্যতি চাক্ষিনাসম। শীতেন রাত্রৌ চ ভবেদ্বিশেষ শিরোঽভিতাপঃ স তু পিত্তকোপাৎ॥ শিরো ভবেদ্যস্য কফোপদিগ্ধং গুরু প্রতিষ্টব্ধমতো হিমঞ্চ। শূনাক্ষিকূটং বদনঞ্চ যস্য শিরোঽভিতাপঃ স কফপ্রকোপাৎ॥ শিরোঽভিতাপে ত্রিতয়প্রবৃত্তে সর্ব্বাণি লিঙ্গানি সমুদ্ভবন্তি। রক্তাত্মকঃ পিত্তসমানলিঙ্গঃ স্পর্শাসহত্বং শিরসো ভবেচ্চ॥ অসৃগ্বসাশ্লেষ্মসমীরণানাং শিরোগতানামিহ সংক্ষয়েণ। ক্ষয়প্রবৃত্তঃ শিরসোঽভিতাপঃ কষ্টো ভবেদুগ্ররুজাতিমাত্রম্॥ সংস্বেদনচ্ছর্দ্দনধূমনস্যৈ-রসৃগ্বিমোক্ষৈশ্চ বিবৃদ্ধিমেতি॥ নিস্তুদ্যতে যস্য শিরোঽতিমাত্রং সংভক্ষ্যমাণং স্ফুরতীব চান্তঃ। ঘ্রাণাচ্চ গচ্ছেৎ সলিলং সপূযং শিরোঽভিতাপঃ ক্রিমিভিঃ স ঘোরঃ॥ সূর্য্যোদয়ং যা প্রতি মন্দমন্দমক্ষিভ্রুবং রুক্ সমুপৈতি গাঢ়ম্। বিবর্দ্ধতে চাংশুমতা সহৈব সূর্য্যাপবৃত্তৌ বিনিবর্ত্ততে চ॥ সর্ব্বাত্মকং কষ্টতম্ বিকারং সূর্য্যাপবর্ত্তং তমুদাহরন্তি॥ দোষাস্তু দুষ্টাস্ত্রয় এব মন্যাং সংপীড্য ঘাটাসু রুজাং সুতীব্রাম্। কুর্ব্বন্তি যোঽক্ষিভ্রুবি শঙ্খদেশে স্থিতিং করোত্যাশু বিশেষতস্তু॥ গণ্ডস্য পার্শ্বে তু করোতি কম্পং হনুগ্রহং লোচনজাংশ্চ রোগান্। অনন্তবাতং তমুদাহরন্তি দোষত্রয়োত্থং শিরসো বিকারম্॥ রুক্ষাশনাধ্যশনপ্রাগ্বাতাবশ্যায়-মৈথুনৈঃ। বেগসন্ধারণায়াস-ব্যায়ামৈঃ কুপিতোঽনিলঃ॥ কেবলঃ সকফো বার্দ্ধং গৃহীত্বা শিরসো বলী। মন্যাভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষি-ললাটার্দ্ধেঽতিবেদনাম্॥ শস্ত্রারণিনিভাং কুর্য্যাৎ তীব্রাং সোঽর্দ্ধাবভেদকঃ। নয়নং বাথবা শ্রোত্রমতিবৃদ্ধো বিনাশয়েৎ॥ রক্তপিত্তানিলা দুষ্টাঃ শঙ্খদেশে বিমূর্চ্ছিতাঃ। তীব্ররুগ্দাহরাগং হি শোথং কুর্ব্বন্তি দারুণম্॥ স শিরো বিষবদ্বেগী নিরুধ্যাশু গলং তথা। ত্রিরাত্রাজ্জীবিতং হন্তি শঙ্খকো নামতঃ পরম্। ত্র্যহাজ্জীবতি ভৈষজ্যং প্রত্যাখ্যায় সমাচরেৎ॥

শিরোরোগ একাদশ প্রকার, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, রক্তজ, ধাতুক্ষয়জ ও ক্রিমিজ এবং সূর্য্যাবর্ত্ত, অনন্তবাত, অর্দ্ধাবভেদক ও শঙ্খক। এই স্থলে শিরোরোগ শব্দে শিরোগত শূলরূপ পীড়া বুঝিতে হইবে।

বাতজ শিরোরোগে হঠাৎ মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়। সেই বেদনা রাত্রিকালে বাড়ে। বস্ত্রাদি দ্বারা শিরোবন্ধন বা মস্তকে স্নেহস্বেদাদি প্রয়োগ করিলে বেদনার কতক উপশম হয়।

পিত্তজ শিরোরোগে বোধ হয়, যেন মস্তক প্রজ্বলিত অঙ্গারের দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং চক্ষু ও নাসিকা দিয়া ধূম নির্গত হইতেছে। শৈত্যক্রিয়ায় এবং রাত্রিকালে ইহার বিশেষ উপশম হয়।

কফজ শিরোরোগে মস্তক কফলিপ্ত, ভারাক্রান্ত, বদ্ধবৎ ও হিমস্পর্শ হয়। এই রোগে অক্ষিকূটে শোথ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক শিরোরোগে, উল্লিখিত বাতজাদি ত্রিবিধ শিরোরোগেরই লক্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে।

রক্তজ শিরোরোগে, পিত্তজ শিরোরোগের সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয় এবং উগ্র বেদনায় মস্তক স্পর্শাসহ হইয়া থাকে।

মস্তকস্থ রক্ত বসা শ্লেষ্মা ও বায়ুর অতিক্ষয় হেতু ক্ষয়জ শিরোরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা দারুণ যন্ত্রণাদায়ক ও কষ্টসাধ্য। স্বেদপ্রয়োগ, বমনকার্য্য, ধূম ও নস্য গ্রহণ এবং রক্তমোক্ষণ করিলে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ক্রিমিজ শিরোরোগে মস্তকে সূচীবেধবৎ অতি যন্ত্রণা, ক্রিমির কামড়ানি, ভিতরে দপ্‌দপানি এবং নাসিকা দিয়া সপূয জলস্রাব, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহা অতীব কষ্টদায়ক।

সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগে সূর্য্যোদয়কালে চক্ষুঃ ও ভ্রূতে অল্প অল্প বেদনা আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য যত উপরে উঠিতে থাকে, বেদনাও তত বর্দ্ধিত হয়। এইরূপে মধ্যাহ্নকালে বেদনার অতি প্রাবল্য হইয়া থাকে এবং সূর্য্য পশ্চিমে যত নামিতে আরম্ভ করে, তদনুসারে বেদনাও ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া সায়ংকালে নিবৃত্তি পায়। এই রোগ ত্রিদোষজ ও অতি কষ্টসাধ্য।

অনন্তবাত নামক শিরোরোগে বাতাদি দোষত্রয় মন্যা নামক গ্রীবাদেশস্থ শিরাদ্বয়কে পীড়িত করিয়া গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগে অতি তীব্র বেদনা উৎপাদন করে এবং সেই বেদনা শীঘ্রই অক্ষি, ভ্রূ ও শঙ্খদেশে বিশেষরূপে অবস্থিতি করে। ইহাতে গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হনুগ্রহ ও নানাবিধ নেত্ররোগ উপস্থিত হয়। ইহাও ত্রিদোষোদ্ভব ব্যাধি।

রুক্ষ ভোজন, অধ্যশন, পূর্ব্ববায়ু ও হিমসেবন, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগধারণ, পরিশ্রম ও ব্যায়াম, এই সকল কারণে কুপিত ও বলবান্ বায়ু স্বয়ং অথবা কফসহায় হইয়া মস্তকের অর্দ্ধাংশ আশ্রয় করত এক পার্শ্বের মন্যা ভ্রূ শঙ্খ কর্ণ অক্ষি ও ললাটে তীব্রবেদনা উৎপাদন করে। এই রোগকে অর্দ্ধাবভেদক (আধ্‌কপালে) কহে। ইহার বেদনা অগ্ন্যুৎপাদক অরণিকাষ্ঠের ঘর্ষণবৎ বা শস্ত্রাঘাততুল্য তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে। ইহা প্রবৃদ্ধ হইলে চক্ষুঃ অথবা কর্ণকে নষ্ট করে।

শঙ্খক নামক ভয়ঙ্কর শিরোরোগে রক্ত পিত্ত এবং বায়ু (ইহাতে কফেরও অনুবন্ধ থাকে) কুপিত ও পরস্পর মিলিত হইয়া শঙ্খদেশে অতি দারুণ বেদনা ও দাহযুক্ত রক্তবর্ণ শোথ উৎপাদন করে। সেই শোথ বিষবৎ বেগবান্ হইয়া শীঘ্র মস্তক ও কণ্ঠকে নিরুদ্ধ করিয়া তিন দিনের মধ্যে

রোগির জীবন নাশ করে। কিন্তু যদি কুশল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া রোগী তিন দিন জীবিত থাকে, তাহা হইলে রক্ষা পাইতেও পারে।

শিরোরোগ-চিকিৎসা

বাতিকে শিরসো রোগে স্নেহস্বেদান্ সনাবনান্। পানান্নমুপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতামযাপহান্॥

বাতপ্রধান শিরোরোগে প্রথমতঃ বাতনাশক স্নেহ, স্বেদ, নস্য, পান, আহার ও উপনাহ প্রদান করিবে।

কুষ্ঠমেরণ্ডমূলঞ্চ লেপাৎ কাঞ্জিকপেষিতম্। শিরোঽর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্॥

কুড় ও এরণ্ডমূল একত্র কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা পেষিত মুচুকুন্দপুষ্প দ্বারা প্রলেপ দিলে সত্বরই শিরোরোগ নিবারিত হয়।

পঞ্চমূলীশৃতং ক্ষীরং নস্যং দদ্যাচ্ছিরোগদে॥

বাতপৈত্তিক শিরোরোগে স্বল্পপঞ্চমূলসিদ্ধ দুগ্ধ এবং বাতশ্লৈষ্মিক শিরোরোগে বৃহৎপঞ্চমূলসিদ্ধ দুগ্ধের নস্য গ্রহণ করিবে।

শিরোবস্তিঃ

আশিরো ব্যায়তং চর্ম্ম কৃত্বাষ্টাঙ্গুলমূর্চ্ছিতম্। তেনাবেষ্ট্য শিরোঽধস্তান্মাষকল্কেন লেপয়েৎ॥
নিশ্চলস্যোপবিষ্টস্য তৈলৈঃ কোষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ। ধারয়েদারুজঃ শান্তের্যামং যামার্দ্ধমেব বা॥
শিরোবস্তির্জয়ত্যেষ শিরোরোগং মরুদ্ভবম্। হনুমন্যাক্ষিকর্ণার্ত্তিমর্দ্দিতং মূর্দ্ধকম্পনম্॥
(তৈলৈরিতি যথাবিধিসাধিতৈরিতি চক্রটীকা।)

মস্তকবেষ্টনযোগ্য আয়ত (যে পরিমিত চর্ম্মে মস্তক বেষ্টন করা যায়, তৎপরিমিত) ৮ অঙ্গুলি উন্নত একটি চর্ম্মবেষ্টন দ্বারা রোগির মস্তক বেষ্টিত করিয়া চর্ম্মবেষ্টনের অধোভাগ মাষকলাইয়ের কল্ক দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। পরে রোগিকে স্থিরভাবে বসাইয়া ঈষদুষ্ণ যথাবিধি সাধিত তৈল দ্বারা মস্তক প্রপূরিত করিবে। বাতিক শিরোরোগে যে পর্য্যন্ত পীড়ার শান্তি না হয় সে পর্য্যন্ত, পৈত্তিকে এক প্রহর এবং কফজে অর্দ্ধপ্রহর মস্তকে তৈল ধারণ করাইবে। এই শিরোবস্তি দ্বারা বাতিক শিরঃপীড়া, মস্তককম্পন এবং হনু (চোয়াল), মন্যা (গ্রীবার পশ্চাদ্বর্ত্তী শিরাদ্বয়), চক্ষু ও কর্ণের পীড়া প্রশমিত হয়।

পৈত্তে ঘৃতং পয়ঃ সেকাঃ শীতা লেপাঃ সনাবনাঃ। জীবনীয়ানি সর্পীংষি পানান্নঞ্চাপি পিত্তনুৎ॥
পিত্তাত্মকে শিরোরোগে স্নিগ্ধং সম্যগ্বিরেচয়েৎ। মৃদ্বীকাত্রিফলেক্ষুণাং রসৈঃ ক্ষীরৈর্ঘৃতৈরপি॥

পৈত্তিক শিরোরোগে ঘৃতসেবন, দুগ্ধপান, শীতল সেক ও প্রলেপ, নস্য, জীবনীয়-গণ-সাধিত ঘৃত ও পিত্তনাশক পানান্ন হিতকর। পৈত্তিক শিরোরোগে প্রথমতঃ রোগিকে স্নিগ্ধ করিয়া পরে কিস্‌মিস্ ও ইক্ষুর ক্বাথে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া তাহা এবং ত্রিফলার ক্বাথ বিরেচনার্থ সেবন করাইবে। তদ্বৎ তেউড়ীসিদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন করাইয়া বিরেচন করাইবে।

শতধৌতঘৃতাভ্যঙ্গঃ শীতবাতাদিসেবনম্। শীতস্পর্শাশ্চ সংসেব্যাঃ সদা দাহার্ত্তিশান্তয়ে॥

শিরোরোগে দাহ থাকিলে শতধৌত ঘৃত মর্দ্দন ও শীতল বায়ু সেবন করিবে এবং কুমুদ ও উৎপলাদি শীতস্পর্শ দ্রব্যসকল দ্বারা প্রলেপ দিবে।

চন্দনোশীরযষ্ট্যাহ্ব-বলাব্যাঘ্রনখোৎপলৈঃ। ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রদেহঃ স্যাচ্ছৃতৈর্বা পরিষেচনম্॥
(শৃতৈরিতি চন্দনাদিক্বাথৈঃ। অন্যে তু চন্দনাদিশৃতৈঃ ক্ষীরৈরিত্যাহুঃ। চক্রটীকা।)

রক্তচন্দন, বেণার মূল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, ব্যাঘ্রনখী ও নীলোৎপল, এই সমুদায় দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা উপরি-উক্ত চন্দনাদি ক্বাথ (মতান্তরে চন্দনাদিশৃত দুগ্ধ) দ্বারা পরিষেচন করিলে শিরোরোগের শান্তি হয়।

মৃণালবিসশালুক-চন্দনোৎপলকেশরৈঃ। স্নিগ্ধশীতৈঃ শিরো দিহ্যাৎ তদ্বদামলকোৎপলৈঃ॥

পদ্মমূল, কচি মৃণাল, শালুক, রক্তচন্দন ও পদ্মকেশর, এই সমুদায় ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া শিরোদেশে প্রলেপ দিলে অথবা আমলকী ও নীলোৎপল বাটিয়া ঘৃতসহ প্রলেপ দিলে শিরোরোগ নিবারিত হয়।

যষ্ট্যাহ্বচন্দনানন্তা-ক্ষীরসিদ্ধং ঘৃতং হিতম্। নাবনং শর্করা-দ্রাক্ষামধুকৈর্বাপি পিত্তজে॥

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, অনন্তমূল, ইহাদের কল্কে এবং চতুর্গুণ দুগ্ধে সাধিত ঘৃত দ্বারা অথবা শর্করা, দ্রাক্ষা ও যষ্টিমধুর কল্কে এবং চতুর্গুণ দুগ্ধে সাধিত ঘৃত দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে পিত্তজ শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

ত্বক্‌পত্রশর্করারাস্না-নাবনং তণ্ডুলাম্বুনা। ক্ষীরসর্পির্হিতং নস্যং রসা বা জাঙ্গলাঃ শুভাঃ॥

তেজপত্র, শর্করা ও রাস্না তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া নস্য লইলে অথবা ক্ষীরোত্থ ঘৃতের নস্য কিংবা জাঙ্গল মাংসরসের নস্য লইলে শিরোরোগের শান্তি হয়।

রক্তজে পিত্তবৎ সর্ব্বং ভোজনালেপসেচনম্। শীতোষ্ণয়োশ্চ ব্যত্যাসো বিশেষো রক্তমোক্ষণম্॥

রক্তজ শিরোরোগে পিত্তজন্য শিরোরোগের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শীতক্রিয়ার পর উষ্ণক্রিয়া এবং উষ্ণক্রিয়ার পর শীতক্রিয়া ও রক্তমোক্ষণ অবশ্যকরণীয়।

কফজে লঙ্ঘনং স্বেদো রুক্ষোষ্ণৈঃ পাচনাত্মকৈঃ। তীক্ষ্ণাবপীড়া ধূমাশ্চ তীক্ষ্ণাশ্চ কবড়া হিতাঃ॥
অচ্ছঞ্চ পায়য়েৎ সর্পিঃ পুরাণং স্বেদয়েৎ ততঃ। মধুকসারেণ শিরঃ স্বিন্নঞ্চাস্য বিরেচয়েৎ॥

শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে লঙ্ঘন, স্বেদ এবং রুক্ষ উষ্ণ ও আমকফপাচক দশমূলাদির স্বেদ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের নস্য, ধূম ও কবল এই সকল হিতকর। ইহাতে পুরাণ ঘৃত পান ও স্বেদপ্রয়োগ ব্যবস্থেয়। স্বেদান্তে মৌলকাষ্ঠচূর্ণ উষ্ণজলে আলোড়িত করিয়া তাহার নস্য প্রয়োগ করিবে।

কৃষ্ণাব্দশুণ্ঠীমধুক-শতাহ্বোৎপলপাকলৈঃ। জলপিষ্টৈঃ শিরোলেপঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ॥

পিপুল, মুতা, শুঁঠ, যষ্টিমধু, শুলফা, নীলোৎপল ও কুড়, এই সমুদায় জলে পেষণ করিয়া শিরোদেশে প্রলেপ দিলে সদ্যই শূল বিনষ্ট হয়।

দেবদারু নতং কুষ্ঠং নলদং বিশ্বভেষজম্। লেপঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টস্তৈলযুক্তঃ শিরোঽর্ত্তিনুৎ॥

দেবদারু, তগরপাদুকা, কুড়, জটামাংসী ও শুঁঠ, এই সমুদায় কাঁজির সহিত পেষণ করত তৈলাক্ত করিয়া প্রলেপ দিলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

সন্নিপাতভবে কার্য্যা দোষত্রয়হরী ক্রিয়া। সর্পিঃপানং বিশেষেণ পুরাণস্থাদিশন্তি হি॥

সান্নিপাতিক শিরোরোগে ত্রিদোষঘ্ন ক্রিয়া করিবে। পরন্তু রোগিকে পুরাতন ঘৃত সেবন করিতে দিবে।

ত্রিকটুকপুষ্করবজনীজীবকতুরঙ্গমগন্ধানাম। ক্বাথঃ শিরোঽর্ত্তিজালং নাসাপীতো নিবারয়তি॥

ত্রিকটু, কুড়, হরিদ্রা, জীবক ও অশ্বগন্ধা, ইহাদের ক্বাথ নাসিকা দ্বারা পান করিলে সকল প্রকার শিরোরোগ নিবারিত হয়।

নাগরকল্কমিশ্রং ক্ষীরং নস্যেন যোজিতং পুংসাম্। নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোরুজাং হন্তি তীব্রতরাম্॥
শুঁঠচূর্ণ ৩ মাষা ও দুগ্ধ ১ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে সর্ব্বদোষোত্থিত শিরোরোগ নিবারিত হয়।

নতোৎপলং চন্দনকুষ্ঠযুক্তং শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহঃ। প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারু কুষ্ঠং যষ্ট্যাহ্বমেলা কমলোৎপলে চ॥ শিরোরুজায়াং সঘৃতঃ প্রদেহো লৌহৈরকাপদ্মকচোরকৈশ্চ॥
তগরপাদুকা, নীলোৎপল, রক্তচন্দন ও কুড়, এই সমুদায় একত্র পেষণ করত ঘৃতাক্ত করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, দেবদারু, কুড়, যষ্টিমধু, এলাইচ, পদ্ম, নীলোৎপল, অগুরু, হোগলা, পদ্মকাষ্ঠ ও চোরপুষ্পী, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত প্রলেপ দিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

শারিবাদিলেপঃ

শারিবোৎপলকুষ্ঠানি মধুকঞ্চাম্লপেষিতম্। সর্পিস্তৈলযুতো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ॥
অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু কাঁজিতে পেষণ করিয়া ঘৃত ও তৈলের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিবে। ইহাতে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং তদ্রসেন সুপেষিতম্। বেদনানাশনো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তর্দ্ধভেদয়োঃ॥
হুড়হুড়ের বীজ হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন ও পেষণ করিয়া শিরোদেশ প্রলিপ্ত করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও আধ্‌কপালে উপশমিত হয়।

সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্যকর্ম্মাদি ভেষজম্। পায়য়েৎ সগুড়ং সর্পির্ঘৃতপূরাংশ্চ ভোজয়েৎ॥
সূর্য্যাবর্ত্তে নস্যাদি ঔষধ এবং গুড়ের সহিত ঘৃত ও ঘৃতপূর (খাদ্যবিশেষ) পথ্য প্রদান করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্তে শিরাবেধো নাবনং ক্ষীরসর্পিষা। হিতং ক্ষীরঘৃতাভ্যাসস্তাভ্যাঞ্চৈব বিরেচনম্॥
(কিংবা বিরেচনমিহ শিরোবিরেচনম্।)

সূর্য্যাবর্ত্তরোগে শিরাবেধ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে ও দুগ্ধোত্থ ঘৃত দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিবে। প্রত্যহ দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন এবং বিরেচক দ্রব্য সহ দুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা বিরেচন (অথবা শিরোবিরেচন) দিবে।

কৃতমালপল্লবরসে খরমঞ্জরি-কল্কসিদ্ধনবনীতম্। নস্যেন জয়তি নিত্যং সূর্য্যাবর্ত্তং সুদুর্ব্বারম্॥
সোন্দালপত্রের রস ৪ সের, আপাঙ্গবীজ ২ পল, নবনীত ১ সের, একত্র পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে দুর্নিবার সূর্য্যাবর্ত্তরোগ প্রশমিত হয়।

দশমূলীকষায়স্তু সর্পিঃসৈন্ধবসংযুতঃ। নস্যমর্দ্ধাবভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্তশিরোঽর্ত্তিজিৎ॥
দশমূলের ১ পল ক্বাথে ঘৃত ৭ মাষা এবং সৈন্ধবলবণ ১ মাষা প্রক্ষেপ দিয়া নস্য লইলে অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

শিরীষমূলকবীজৈরবপীড়ঞ্চ যোজয়েৎ। অবপীড়ো হিতো বা স্যাদ্বচাপিপ্পলিভিঃ কৃতঃ॥
শিরীষবল্কল ও মূলার বীজ পেষণ করিয়া বস্ত্রে নিষ্পীড়ন করত রস গ্রহণ করিবে, সেই রসের নস্য লইলে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়। এইরূপে বচ ও পিপুলচূর্ণের নস্য লইলেও শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

ভৃঙ্গরাজরসচ্ছাগ-ক্ষীরাস্তরোহর্কতাপিতঃ। সূর্য্যাবর্ত্তং নিহন্ত্যাশু নস্যেনৈব প্রয়োগরাট্॥
ভৃঙ্গরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে লইয়া সূর্য্যাতপে প্রতপ্ত করিবে। উষ্ণাবস্থায় ইহার নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগের সত্বর শান্তি হয়।

জাঙ্গলানি চ মাংসানি কারয়েদুপনাহকম্। তেনাস্য শাম্যতি ব্যাধিঃ সূর্য্যাবর্ত্তঃ সুদারুণঃ॥

(অত্র বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাদ্ বাতহরদ্রব্যৈর্মাংসমুৎস্বিদ্য সৈন্ধবং তৈলঞ্চ দত্ত্বা উষ্ণো লেপঃ কার্য্যঃ। চক্রটীকা।)

বাতহর দ্রব্যসহ জাঙ্গলমাংস সিদ্ধ করিয়া তৈল ও সৈন্ধবলবণের সহিত উষ্ণ প্রলেপ দিলে সুদারুণ সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

এষ এব বিধিঃ সম্যক্ কার্য্যশ্চাদ্ধাবভেদকে॥

অর্দ্ধাবভেদক (আধ্‌কপালিয়া) রোগেও পূর্ব্বোক্তরূপ চিকিৎসা করিবে।

ক্ষীরপিষ্টৈস্তিলৈঃ স্বেদো জীবনীয়ৈশ্চ শস্যতে॥

দুগ্ধের সহিত তিল অথবা জীবনীয় গণ পেষণ করিয়া স্বেদ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ নিবারিত হয়।

সশর্করং কুঙ্কুমমাজ্যভৃষ্টং নস্যং বিধেয়ং পবনাসৃগুত্থে। ভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিশিরোঽর্দ্ধশূলে দিনাভিবৃদ্ধিপ্রভবে চ রোগে॥

৪ মাষা চিনি ও ৪ মাষা কুঙ্কুম, ৪ তোলা ঘৃতে ভাজিয়া পুনর্ব্বার ঘৃতে পেষণ করিবে। ঈষদুষ্ণ করিয়া উহার নস্য লইলে বাতজ, রক্তজ প্রভৃতি শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

পিবেৎ সশর্করং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্। সুশীতং বাপি পানীয়ং সর্পির্বা নস্ততস্তয়োঃ॥

চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ, নারিকেলজল, শীতল জল বা ঘৃত, ইহাদের কাহারও নস্য নইলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক শিরঃপীড়া প্রশমিত হইয়া থাকে।

তিলাৎ কল্কং সনলদং সক্ষৌদ্রলবণান্বিতম্। তেনাস্য লেপয়েচ্ছীর্ষমর্দ্ধভেদমপোহতি॥

নিস্তুষ কৃষ্ণতিল ও বেণার মূল পেষিত এবং মধু ও সৈন্ধবলবণের সহিত মিলিত করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক নিবারিত হয়।

সবিড়ঙ্গং তিলং কৃষ্ণ সমং কৃত্বা প্রপেষয়েৎ। নস্যকর্ম্মনি দাতব্যমর্দ্ধভেদং বিনাশয়েৎ॥

সমপরিমিত বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে আধ্‌কপালে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দগ্ধচুল্লীমৃত্তিকাচূর্ণ-মরিচচূর্ণয়োঃ সমাংশং মিলিতং কুর্য্যাৎ নস্যম্॥

দগ্ধ চুল্লীর মৃত্তিকা ও মরিচচূর্ণ সমান অংশে মিলিত করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিবে।

অনন্তবাতে কর্ত্তব্যঃ সূর্য্যাবর্ত্তহিতো বিধিঃ। শিরাবেধশ্চ কর্ত্তব্যোঽনন্তবাতপ্রশান্তয়ে। আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্তবিনাশনঃ॥

অনন্তবাতে সূর্য্যাবর্ত্তের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে শিরাবেধ এবং বাতপিত্তনাশক আহার হিতকর।

সূর্য্যাবর্ত্তে হিতং যৎ তচ্ছঙ্খকে স্বেদবর্জ্জিতম্। ক্ষীরসর্পিঃ প্রশংসন্তি নস্তঃপানঞ্চ শঙ্খকে॥

(নস্তঃপানং নাসিকয়া পানং কিংবা নস্যং পানঞ্চ॥)

শঙ্খক নামক শিরোরোগে স্বেদক্রিয়া ভিন্ন সূর্য্যাবর্ত্তোক্ত সমস্ত চিকিৎসা করিবে। ইহাতে দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃতের নাসাপান (নাসিকা দ্বারা পান) কিংবা নস্য ও পান প্রশস্ত।

দার্ব্বীহরিদ্রামঞ্জিষ্ঠা-সনিম্বোশীরপদ্মকম্। এতৎ প্রলেপনং কুর্য্যাচ্ছঙ্খকস্য প্রশান্তয়ে॥

দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, নিম্বপত্র, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ, এই সমুদায় জলে পেষণ করিয়া শঙ্খদেশে প্রলেপ দিলে তৎস্থানের বেদনা নিবারিত হয়।

শতাবরীং কৃষ্ণতিলান্ মধুকং নীলমুৎপলম্। দূর্ব্বাং পুনর্নবাঞ্চাপি লেপং সাধ্ববচারয়েৎ। শীততোয়াবসেকাংশ্চ ক্ষীরসেকাংশ্চ শীতলান্॥

শতমূলী, নিস্তুষ কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দুর্ব্বা ও পুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে এবং শীতল জলের বা ছাগদুগ্ধের পরিষেক করিলে শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

কল্কৈশ্চ ক্ষীরিবৃক্ষাণাং শঙ্খকস্য প্রলেপনম্॥

বট ও অশ্বত্থাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ছাল বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শঙ্খক রোগের উপশম হইয়া থাকে।

ক্রৌঞ্চকাদম্বহংসানাং শরাব্যাঃ কচ্ছপস্য চ। রসৈঃ সংবৃংহণস্যাথ তস্য শঙ্খকসন্ধিজাঃ। উর্দ্ধাস্তিস্রঃ শিরাঃ প্রাজ্ঞো ভিন্দ্যাদেব ন তাড়য়েৎ॥

বক, কলহংস, হংস, শরাইপক্ষী ও কচ্ছপ, ইহাদের মাংসের রসপান দ্বারা রোগিকে পরিপুষ্ট করিয়া তাহার শঙ্খসন্ধির উর্দ্ধস্থ শিরাত্রয় সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ করিবে। কিন্তু কুঠারিকা দ্বারা পীড়ন করিবে না।

গিরিকর্ণীফলরসো মূলঞ্চ নস্যমাচরেৎ। মূলং বা বন্ধয়েৎ কর্ণে শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্॥

অপরাজিতার ফলের বা মূলের রসের নস্য লইলে অথবা উহার মূল কর্ণে বান্ধিলে শিরঃপীড়া আশু প্রশমিত হয়।

গুঞ্জাকরঞ্জবীজঞ্চ তয়োঃ কল্কো জলে কৃতঃ। মরিচৈর্ভৃঙ্গরাজৈশ্চ শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্॥

কুঁচ ও করঞ্জবীজ জলে পেষণ করিয়া তাহার নস্য লইলে শীঘ্র শিরঃপীড়া প্রশমিত হয়। মরিচ ও ভীমরাজের নস্যেও উপকার হইয়া থাকে।

শিরঃকম্পেহমৃতারাস্না-বলাস্নেহসুগন্ধিভিঃ। স্নেহস্বেদাদি বাতঘ্নং শিরোবস্তিশ্চ শস্যতে॥

শিরঃকম্প রোগে গুলঞ্চ, রাস্না, বেড়েলা, ঘৃত ও অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ এবং বাতঘ্ন স্নেহ স্বেদাদি ও শিরোবস্তি প্রশস্ত।

ক্ষয়জে ক্ষয়নাশায় কর্ত্তব্যো বৃংহণে বিধিঃ। পানে নস্যে চ সর্পিঃ স্যাদ্বাতঘ্নৈর্মধুরৈঃ শৃতম্॥

ক্ষয়জনিত শিরোরোগে বৃংহণ (পুষ্টিকারক) বিধি ব্যবস্থেয়। বাতঘ্ন মধুরগণের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেই ঘৃত পান ও তাহার নস্য ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমিজে ব্যোষনক্তাহ্ব-শিগ্রুবীজৈশ্চ নাবনম্। অজামূত্রযুতং নস্যং কর্ত্তব্যং ক্রিমিনুৎ পরম্॥

ক্রিমিজনিত শিরোরোগে ত্রিকটু, করঞ্জবীজ ও শজিনাবীজ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া নস্য লইবে।

আর্দ্রং যচ্ছুক্তিকাচূর্ণং চূর্ণিতং নরসারকম্। উভয়ে যোজিতং তস্য গন্ধান্নশ্যতি শীর্ষরুক্॥

আর্দ্র শুক্তিচূর্ণ (পাঁকিচূর্ণ) ও নিশাদল একত্র মিলিত করিলে যে উগ্র গন্ধ হয়, সেই গন্ধের আঘ্রাণ লইলে শিরঃপীড়া বিনষ্ট হয়।

পথ্যাক্ষধাত্রীরজনীগুড়ূচী-ভূনিম্বনিম্বৈঃ সগুড়ঃ কষায়ঃ। ভ্রূশঙ্খকর্ণাক্ষিশিরোহর্দ্ধশূলং নিহন্তি নাসানিহিতঃ ক্ষণেন॥

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিম্বপত্র, ইহাদের ক্বাথে গুড় প্রক্ষেপ দিয়া নাসাপান করিলে ভ্রূ, শঙ্খ, কর্ণ, নেত্র ও শিরোহর্দ্ধশূল (অর্দ্ধাবভেদক) বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যষ্টীমধুকং মাষঃ স্যাৎ তুর্য্যাংশস্তু বিষং ভবেৎ। তয়োশ্চূর্ণং সুসূক্ষ্মং স্যাৎ তচ্চূর্ণং সর্ষপোন্মিতম্॥ নাসিকাভ্যন্তরে ন্যস্তং সর্ব্বাং শীর্ষব্যথাং হরেৎ। দৃষ্টপ্রয়োগো যোগোঽয়মনুভাবিভিরাদৃতঃ॥

সূক্ষ্মচূর্ণ যষ্টিমধু ২ আনা, সূক্ষ্মচূর্ণিত বিষ ১০ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া একসর্ষপ পরিমাণে নস্য লইবে। এই নস্য ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

অর্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বরঃ

বরাটং টঙ্গণং শুদ্ধং পঞ্চভাগসমন্বিতম্। নবভাগং মরীচস্য বিষভাগত্রয়ং মতম্॥ স্তন্যেন বটিকাং কৃত্বা নস্যং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ। শিরোবিকারান্ বিবিধান্ হন্তি শ্লেষ্মোত্তরানপি॥

কড়িভস্ম ২।।০ তোলা, সোহাগার খৈ ২।।০ তোলা, মরিচ ৪।।০ তোলা ও বিষ ১।।০ তোলা, এই সমুদায় দ্রব্য স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। ইহার নস্যে শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররসঃ

পলং রসং পলং গন্ধং পলং লৌহং পলং ত্রিবৃৎ। গুগ্‌গুলোঃ পলচত্বারি তদৰ্দ্ধং ত্রিফলারজঃ॥ কুষ্ঠং মধু কণা শুণ্ঠী গোক্ষুরং ক্রিমিনাশনম্। দশমূলঞ্চ প্রত্যেকং তোলকং বস্ত্রশোধিতম্॥ ক্বাথেন দশমূল্যাশ্চ যথাস্বং পরিভাবয়েৎ। ঘৃতযোগাৎ প্রকর্ত্তব্যা মাষিকা বটিকা শুভা॥ ছাগীদুগ্ধানুপানেন পয়সা মধুনাথবা। শিরঃশূলাদ্রিবজ্রোঽয়ং চণ্ডনাথেন ভাষিতঃ॥ একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব ত্রিদোষজনিতং তথা। বাতিকং পৈত্তিকং সর্ব্বং শিরোরোগং বিনাশয়েৎ॥

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, লৌহ ১ পল, তেউড়ীমূল ১ পল, গুগ্‌গুলু ৪ পল, ত্রিফলাচূর্ণ ২ পল, কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, শুঁঠ, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া দশমূলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, জল বা মধু। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ নষ্ট হয়।

রসচন্দ্রিকা বটী

ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং বীজমুন্মত্তকস্য চ। কণ্টকারীবীজকঞ্চ হিজ্জলবীজমেব চ॥ বীজঞ্চ বৃদ্ধদারস্য সমৌ গন্ধকপারদৌ। আর্দ্রকৈর্বটিকা কার্য্যা কলায়পরিমাণতঃ॥ এষা তোয়ানুপানেন প্রাতঃ খাদ্যা হিতাশিনা। চিরজং সর্ব্বরোগঞ্চ সন্নিপাতং সুদারুণম্॥ আমবাতং শিরোরোগং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্। গ্রহণীং শ্লীপদং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধি ভগন্দরম্॥ কামলাং শোথপাণ্ডুত্বং পীনসার্শোগুদাময়ান্। বটিকা চন্দ্রিকা নাম বাসুদেবেন ভাষিতা॥

সিদ্ধিবীজ, ধুস্তূরবীজ, কণ্টকারীবীজ, হিজলবীজ, বৃদ্ধদারকের বীজ এবং তুল্যাংশ পারদ ও গন্ধক একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। পরে মটর পরিমিত বটিকা করিয়া উষ্ণজল অনুপানে প্রাতঃকালে সেবন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন রোগ, সন্নিপাত, আমবাত, শিরোরোগ ও গ্রহণী প্রভৃতি শ্লোকোক্ত রোগসকল বিনষ্ট হয়। এই বটিকা বাসুদেবের নির্ম্মিত।

চন্দ্রকান্তরসঃ

মৃতসূতাভ্রকং তীক্ষ্ণং তাম্রং গন্ধং সমং সমম্। স্নুহীক্ষীরৈর্দিনং মর্দ্দ্যং ভক্ষয়েন্মাষমাত্রকম্॥ মধুনা মর্দ্দিতং সেব্যং লৌহপাত্রে দিনে দিনে। সপ্তাহাৎ সূর্য্যাবর্ত্তাদীন্ শিরোরোগান্ বিনাশয়েৎ॥

রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, তাম্র ও গন্ধক, সমভাগে লইয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করত এক মাষা পরিমতি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মধুর সহিত লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া এক সপ্তাহ সেবন করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

মহালক্ষ্মীবিলাসঃ

লৌহমভ্রং বিষং মুস্তং ফলত্রয়কটুত্রয়ম্। ধুস্তূরং বৃদ্ধদারঞ্চ বীজমিন্দ্রাশনস্য চ॥ গোক্ষুরকদ্বয়ঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ। এতৎ সর্ব্বং সমং গ্রাহ্যং রসে ধুস্তূরকস্য চ॥ ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। মহালক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং শিরোরোগবিনাশকঃ॥

(গোক্ষুরদ্বয়মিতি স্বল্পপত্রবৃহৎপত্রভেদাদ্ গোক্ষুরদ্বয়ং গ্রাহ্যমিতি চক্রটীকা)।

লৌহ, অভ্র, বিষ, মুতা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ধুতুরাবীজ, বৃদ্ধদারক বীজ, সিদ্ধিবীজ, স্বল্পপত্র ও বৃহৎপত্র ভেদে দুই প্রকার গোক্ষুর ও পিপুলমূল, এই সকল দ্রব্য ধুতুরার রসে ভাবনা দিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা শিরোরোগ-বিনাশক।

যষ্ট্যাদ্যং ঘৃতম্

যষ্টীমধুবলারাস্না-দশমূলাম্বুসাধিতম্। মধুরৈশ্চ ঘৃতং সিদ্ধমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥

যষ্টিমধু, বেড়েলা, রাস্না, দশমূল, ইহাদের ক্বাথে এবং কাকোল্যাদি গণের কল্কে যথাবিধানে ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ নিবারিত হয়।

ময়ূরাদ্যং ঘৃতম্

দশমূলীবলারাস্না-মধুকৈস্ত্রিপলৈঃ*সহ। ময়ূরং পক্ষপিত্তান্ত্র-যকৃৎপাদাস্যবর্জ্জিতম্॥ জলে পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং তস্মিন্ ক্ষীরসমং পচেৎ। মধুরৈঃ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ শিরোরোগার্দ্দিতাপহম্॥ কর্ণনাসাক্ষিজিহ্বাস্য-গলরোগবিনাশনম্। ময়ূরাদ্যমিদং সর্পিরূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥ আখুভিঃ কুক্কুটৈর্হংসৈঃ শশৈশ্চাপি হি বুদ্ধিমান্। কল্কেনানেন বিপচেৎ সর্পিরূর্দ্ধগদাপহম্॥ দশমূলাদিনা তুল্যো ময়ূর ইহ গৃহ্যতে। অন্যে ত্বাকৃতিমানেন ময়ূরগ্রহণং বিদুঃ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল প্রত্যেক ৩ পল, বেড়েলা, রাস্না, যষ্টিমধু প্রত্যেক ৩ পল, ময়ূরের পক্ষ, পিত্ত, অন্ত্র, যকৃৎ, চরণ ও মুখ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট মাংস ৩৯ পল লইবে। এই সমস্ত দ্রব্য মোট ৭৮ পল, পাকার্থ জল ৭৮ সের, শেষ ১৯।।০ সের। কেহ কেহ বলেন, তরুণ ময়ূর ১টিতে যত মাংস থাকে, তাহাই গ্রাহ্য। পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের (বৃন্দ বলেন—দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, যষ্টিমধু, ত্রিফলা প্রত্যেক ৩ পল, ময়ূর ১টি, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের), দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী এই জীবনীয়দশক প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত পানে শিরোরোগ ও অর্দ্দিত প্রভৃতি নানা ব্যাধি নষ্ট হয়। ময়ূরাদ্য ঘৃতের নিয়মে ইন্দুর, কুক্কুট, হংস ও শশক ইহাদের মাংসেও ঘৃত পাক করা যায়। তত্তদ্‌ঘৃতও শিরোরোগাদি ঊর্দ্ধজত্রুগত পীড়ায় উপকার করে।

বৃহন্মায়ূরং ঘৃতম্

শতং ময়ূরমাংসস্য দশমূলবলাং তুলাম্। দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ক্ষুত্ত্বা তস্মিন্ পাদস্থিতে ততঃ॥ নিষিচ্য পয়সো দ্রোণং পচেৎ তত্র ঘৃতাঢ়কম্। প্রপৌণ্ডরীকবর্গোক্তৈর্জীবনীয়ৈশ্চ ভেষজৈঃ॥ মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকরমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্। মায়ূরমেতান্নির্দ্দিষ্টং সর্ব্বানিলহরং পরম্॥ মন্যাকর্ণশিরোনেত্র-রুজাপস্মারনাশনম্। বিষবাতাময়শ্বাস-বিষমজ্বরকাসনুৎ॥

(প্রপৌণ্ডরীকবর্গোক্তৈরিতি প্রপৌণ্ডরীকমধুকপিপ্পলী চন্দনোৎপলৈরিত্যর্থঃ। চক্রটীকা)।

ঘৃত ১৬ সের। ক্বাথার্থ—তরুণ-ময়ূরমাংস ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; দশমূল ও বেড়েলামূল মিলিত ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; দুগ্ধ ৬৪ সের।

* ত্রিফলৈরিতি বৃন্দধৃতঃ পাঠঃ।

কল্কার্থ—প্রপৌণ্ডরীক, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষাণী, মিলিত ৪ সের। ইহাতে শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও নেত্ররোগ প্রভৃতি নষ্ট এবং মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

শতাহ্বাদ্যং তৈলম্

শতাহ্বৈরণ্ডমূলোগ্র-বক্রব্যাঘ্রীফলৈঃ শৃতম্। তৈলং নস্যং মরুৎশ্লেষ্ম-তিমিরোর্দ্ধগদাপহম্॥
শুল্ফা, এরণ্ডমূল, বচ, তগরপাদুকা ও কণ্টকারীফল, এই সমুদায়ের কল্কে যথাবিধি তিলতৈল পাক করিয়া নস্য হইলে বাতিক ও শ্লৈষ্মিক তিমির এবং শিরোরোগের শান্তি হয়।

জীবকাদ্যং তৈলম্

জীবকর্ষভকদ্রাক্ষা-সিতাযষ্টিবলোৎপলৈঃ। তৈলং নস্যং পয়ঃপক্বং বাতপিত্তশিরোগদে॥
জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা, শর্করা, যষ্টিমধু, বেড়েলা ও নীলোৎপল ইহাদের কল্কে এবং চতুর্গুণ দুগ্ধে যথাবিধানে সুপাচিত তিলতৈল নস্যার্থ প্রয়োগ করিলে বাতিক ও পৈত্তিক শিরোরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহজ্জীবকাদ্যং তৈলম্

জীবকর্ষভকৌ দ্রাক্ষা মধুকং মধুকং বলা। নীলোৎপলং চন্দনঞ্চ বিদারী শর্করা তথা॥ তৈলপ্রস্থং পচেদেভিঃ শনৈঃ পয়সি ষড়্গুণে। জাঙ্গলস্য তু মাংসস্য তুলার্দ্ধস্য রসেন তু॥ সিদ্ধমেতত্তবেন্নস্যং তৈলমর্দ্ধাবভেদকম্। বাধির্য্যং কর্ণশূলঞ্চ তিমিরং গলশুণ্ঠিকাম্॥ বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শীর্ষরোগং নিযচ্ছতি। দন্তচালং শিরঃশূলমর্দ্দিতঞ্চাপকর্ষতি॥
তিলতৈল ৪ সের। জাঙ্গলমাংস ৬।০ সের। ক্বাথার্থ—জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। দুগ্ধ ২৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, দ্রাক্ষা, মৌল ফুল বা ফল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও চিনি মিলিত ১ সের। এই সকল দ্রব্যে যথাবিধি তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল নস্য রূপে ব্যবহার করিলে অর্দ্ধাবভেদক, বধিরতা, কর্ণশূল, তিমির, গলশুণ্ঠিকা, বাতিক ও পৈত্তিক শিরোরোগ, দন্তচাল, শিরঃশূল ও অর্দ্দিত প্রশমিত হয়।

অপামার্গ-তৈলম্

অপামার্গফলব্যোষ নিশাক্ষরফরামঠৈঃ। সবিড়ঙ্গং শৃতং মূত্রে তৈলং নস্যং ক্রিমিং জয়েৎ॥
অপামার্গবীজ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, হাঁচুটী, হিং ও বিড়ঙ্গ ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ গোমূত্রে যথারীতি তিলতৈল পাক করিয়া নস্য লইলে ক্রিমিজন্য শিরোরোগ নষ্ট হয়।

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং তৈলম্

প্রপৌণ্ডরীকমধুক-পিপ্পলীচন্দনোৎপলৈঃ। সিদ্ধং ধাত্রীরসে তৈলং নস্যেনাভ্যঞ্জনেন বা। সর্ব্বানূর্দ্ধগদান্ হন্তি পলিতানি চ শীলিতম্॥
পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ আমলকীর রসে তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে উর্দ্ধগত সমুদায় রোগ ও পলিতাদি নষ্ট হইয়া থাকে।

ষড়্বিন্দুতৈলম্

এরণ্ডমূলং তগরং শতাহ্বা জীবন্তিরাস্নাসহসৈন্ধবঞ্চ। ভৃঙ্গং বিড়ঙ্গং মধুযষ্টিকা চ বিশ্বৌষধং কৃষ্ণতিলস্য তৈলম্॥ আজং পয়স্তৈলবিমিশ্রিতঞ্চ চতুর্গুণে ভৃঙ্গরসে বিপক্বম্। ষড়্বিন্দবো নাসিকয়া বিধেয়া নিহন্তি শীঘ্রং শিরসো বিকারান্॥ চ্যুতাংশ্চ কেশান্ চলিতাংশ্চ দন্তান্ দুর্ব্বদ্ধমূলাংশ্চ দৃঢ়ীকরোতি। সুপর্ণদৃষ্টিপ্রতিমঞ্চ চক্ষুর্বাহ্বোর্বলঞ্চাপ্যধিকং দদাতি॥

তিলতৈল ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের, ভীমরাজের রস ১৬ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুল্‌ফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, গুড়ত্বক্, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ মিলিত ১ সের। এই সকল দ্রব্যে যথাবিধি তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ দূরীভূত এবং শিথিল কেশ ও দন্তাদি দৃঢ় হইয়া দৃষ্টিশক্তি ও বাহুবল বর্দ্ধিত হয়।

গুঞ্জাতৈলম্

বিশুদ্ধং তিলতৈলঞ্চ তৎসমং কাঞ্জিকং ভবেৎ। আরনালসমং ভৃঙ্গদ্রবং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ॥ মন্দাগ্নিনা ততঃ পাচ্যং যাবৎ তৈলস্থিতং ভবেৎ। তৈলমধ্যে প্রদাতব্যং পিষ্টা গুঞ্জাপলদ্বয়ম্॥ উত্তার্য্য তৈলশেষন্তু দিনৈকং তৎ তু রক্ষয়েৎ। শিরোরোগেষু দুষ্টেষু অৰ্দ্ধশীর্ষে সুদারুণে॥ ভ্রূশঙ্খকর্ণপীড়াশ্চ নশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ। গুঞ্জাতৈলমিতি খ্যাতং দত্তং হন্তি শিরোব্যথাম্॥

তিলতৈল ১ সের, কাঁজি ১ সের, ভীমরাজের রস ১ সের। কল্কার্থ—কুঁচফল ২ পল বাটিয়া প্রদান করিবে। ইহা দ্বারা শিরোরোগ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার উপশম হয়।

দশমূলতৈলম্

দশমূলক্কাথকল্কাভ্যাং নির্গুণ্ডীরসসংযুতম্। কটুতৈলং সমাদায় পচেৎ প্রস্থং ভিষগ্‌বরঃ॥ সন্নিপাতং হরেদেতচ্ছিরোরোগং তথৈব চ। অস্থিসন্ধিকফপ্রায়ান্ রোগান্ হন্তি না সংশয়ঃ॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; নিসিন্দাপত্র-রস ১৬ সের। কল্কার্থ—দশমূল ১ সের। ইহাতে শিরঃপীড়াদি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

দশমূলতৈলম্

দশমূলক্কাথকল্কাভ্যাং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। চতুর্গুণং পয়ো দত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥ দশমূলমিতি খ্যাতং শোথং হন্তি সুদারুণম্। নস্যেনাকালপলিতং জ্বরারোচকনাশনম্॥ অভ্যঙ্গেনৈব সর্ব্বঞ্চ শিরঃ-শূলং বিনাশয়েৎ॥

কটুতৈল ৪ সের। দশমূলের ক্বাথ ১৬ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—দশমূল ১ সের। ইহার নস্যে কেশের অকালপক্কতা নিবারণ এবং অভ্যঙ্গে শিরঃশূল ও জ্বর প্রভৃতি রোগের ধ্বংস হয়।

দশমূলতৈলম্

দশমূলীকষায়েণ অষ্টাঙ্গকল্কসংযুতম্। ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ শিরোঽৰ্ত্তিং নাশয়েদেতদ্ ভাস্করস্তিমিরং যথা। বাতশূলং পিত্তশূলং কফশূলং ত্রিদোষজম্॥ সূর্য্যাবর্ত্তমভিষ্যন্দং জলদোষঞ্চ নাশয়েৎ। দশমূলমিদং তৈলং শিরোরোগনিসূদনম্॥

কটুতৈল ৪ সের। দশমূলের ক্বাথ ১৬ সের, দুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ৮ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ শূল এবং সূর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি শিরোরোগ নষ্ট হয়।

স্বল্পদশমূলতৈলম্

দশমূলক্কাথকল্কাভ্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। সন্নিপাতজ্বরশ্বাস-কাসান্ হন্তি সুদারুণান্॥

কটুতৈল ৪ সের। দশমূলের ক্বাথ ১৬ সের। কল্কার্থ—দশমূল ১ সের। ইহাতে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্বাস ও কাসরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

মধ্যমদশমূলতৈলম্

দশমূলী করঞ্জশ্চ নির্গুণ্ডী চ জয়ন্তিকা। ধুস্তূরঃ ষট্‌পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥ পাদশেষে রসে তৈলং কটু প্রস্থং বিপাচয়েৎ। তৎকল্কান্ দাপয়েৎ তত্র ভাগান্ ষট্‌তোলকান্ পৃথক্।-

বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং শিরোরোগং ব্যপোহতি। কাসং পঞ্চবিধং শোথং জীর্ণজ্বরমপোহতি॥ দশমূলমিদং তৈলং শিরঃকর্ণাক্ষিরোগনুৎ। মন্যাস্তম্ভনস্ত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ বিনাশয়েৎ। দশমূলমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপত্র, জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র প্রত্যেক ৬ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—উক্ত ক্বাথ্যদ্রব্য সমস্ত প্রত্যেক ৬ তোলা লইবে। ইহাতে শিরোরোগ, কাস, শোথ, জীর্ণজ্বর, নেত্ররোগ ও কর্ণরোগ প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হয়।

বৃহদ্দশমূলতৈলম্

দশমূলীশতং গ্রাহ্যং তথা ধুস্তূরকস্য চ। শতং পুনর্নবায়াশ্চ নির্গুণ্ড্যাশ্চ শতং তথা॥ এতৈঃ কষায়ৈর্বিপচেৎ কটুতৈলাঢ়কং ভিষক্। বাসা বচা দেবদারু শঠী রাস্না সযষ্টিকা॥ মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী কারবী কট্‌ফলং তথা। করঞ্জশিগ্রুকুষ্ঠঞ্চ চিঞ্চা চ বনশিম্বিকা॥ চিত্রকঞ্চ পৃথক্ ভাগান্ দত্ত্বা চৈষাং পলোন্মিতান্। শ্লৈষ্মিকং সন্নিপাতোত্থং বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা॥ কর্ণশূলং শিরঃশূলং নেত্রশূলঞ্চ দারুণম্। নিহন্তি দশমূলাখ্যং তৈলমেতন্ন সংশয়ঃ॥

কটুতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; ধুতুরাপত্র ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; পুনর্নবা ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; নিসিন্দাপত্র ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শঠী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, কট্‌ফল, করঞ্জবীজ, শজিনাছাল, কুড়, তেঁতুলছাল, বনশিম ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্যে যথাবিধি তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে সর্ব্বদোযোদ্ভব কর্ণশূল, শিরঃশূল ও নেত্রশূল নিবারিত হয়।

বৃহদ্দশমূলতৈলম্

পঞ্চ পঞ্চ পলং নীত্বা পঞ্চমূলীযুগাৎ পৃথক্। বিপাচয়েজ্জলদ্রোণে চাষ্টভাগাবশেষিতম্॥ আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থং নির্গুণ্ড্যাস্তৎসমং ভবেৎ। ত্র্যষণং পঞ্চকোলঞ্চ জীরকদ্বয়সর্ষপম্॥ সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং ত্রিবৃতা চ নিশাদ্বয়ম্। তোয়ঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা কল্কমক্ষসমং বিদুঃ॥ সর্ব্বৈরেভিঃ পচেৎ তৈলং শিরোরোগং ব্যপোহতি। ঊর্দ্ধজত্রুজরোগঘ্নং বাতশ্লেষ্মগদাপহম্॥ একজে দ্বন্দ্বজে চৈব তথৈব সান্নিপাতিকে। অর্দ্ধাবভেদকে চৈব সূর্য্যাবর্ত্তে প্রশস্যতে। পানাভ্যঞ্জননস্যে চ কর্ণরোগে চ শস্যতে॥ (সিদ্ধফলমিদম্)।

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের ; আদার রস ৪ সের, নিসিন্দাপত্রের রস ৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, সৈন্ধব, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা প্রত্যেক ২ তোলা। পাকের জল ৮ সের। এই তেল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থ প্রযোজ্য। ইহাতে শিরোরোগ ও উর্দ্ধজত্রুগত নানা পীড়ার শান্তি হয়। ইহা প্রত্যক্ষ-ফলপ্রদ।

মহাদশমূল-তৈলম্

দশমূলপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। তেন পাদাবশেষেণ কটুতৈলাঢ়কং পচেৎ॥ জম্বীরার্দ্রকধুস্তূর-স্বরসং তৈলতুল্যতঃ। কল্কঃ কণামৃতা দার্ব্বী শতপুষ্পা পুনর্নবা॥ শিগ্রুঃ পিপ্পলিকা তিক্তা করঞ্জং কৃষ্ণজীরকম্। সিদ্ধার্থকং বচা শুণ্ঠী পিপ্পলী চিত্রকং শটী॥ দেবদারু বলা রাস্না সূর্য্যাবর্ত্তককটফলম্। নির্গুণ্ডী চবিকা গৈরী গ্রন্থিকং শুষ্কমূলকম্॥ যমানী জীরকং কুষ্ঠমজমোদা চ তাড়কাম্। এতেষাং

পলিকৈর্ভাগৈর্বিপচেন্মতিমান্ ভিষক্॥ হন্তি শ্লেষ্মাণমভ্যঙ্গাৎ পানাৎ কাসং ব্যপোহতি। নিহন্তি বিবিধান্ ব্যাধীন্ কফবাতসমুদ্ভবান্। শিরোমধ্যগতান্ রোগান্ শোথান্ হন্তি ব্রণানপি॥
(দ্বিতীয়পিপ্পলীশব্দেন পিপ্পলীমূলং গ্রাহ্যমিতি রত্নাবলীকারঃ)।

কটুতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; গোঁড়ালেবুর রস ১৬ সের, আদার রস ১৬ সের, ধুতূরার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল (২ ভাগ), গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা, শুল্‌ফা, পুনর্নবা, শজিনাছাল, কট্‌কী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসর্ষপ, বচ, শুঁঠ, চিতামূল, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হুড়হুড়ে, কট্‌ফল, নিসিন্দাপত্র, চই, গেরিমাটী, পিপুলমূল (২ ভাগ), শুষ্কমূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও বিদ্ধড়কমূল প্রত্যেক ১ পল। এই তৈল ব্যবহারে কফ, কাস ও শিরোরোগ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হইয়া থাকে।

ধুস্তুরতৈলম্

ধুস্তুরক্বাথকল্কাভ্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ। সন্নিপাতজ্বরশ্লেষ্ম-শোথশীর্ষার্ত্তিদাহনুৎ। কর্ণগ্রহহরঞ্চাস্থি-সন্ধিগ্রহবিনাশনম্॥

কটুতৈল ৪ সের। ধুতূরাপত্রের ক্বাথ বা রস ১৬ সের। কল্কার্থ—ধুতূরাপত্র ১ সের। ইহা ব্যবহারে সান্নিপাতিক জ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ, শিরোরোগ, দাহ ও কর্ণরোগ প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

কনকতৈলম্

কনকার্কবলাদূর্ব্বা বাসকৌ বৈজয়ন্তিকা॥ নির্গুণ্ডীপূতিকাভার্গী-নিকোঠকপুনর্নবাঃ॥ বদরী বিজয়াপত্রং শ্রীফলং বৃহতী তথা। চিত্রকঞ্চ স্নুহীমূলমগ্নিমন্থো ব্যড়ম্বকম্॥ ত্রিবৃদ্গুণ্ডী গোমঠী চ পত্রমারগ্বধস্য চ। প্রত্যেকং দ্বিপলৈশ্চৈষাং গৃহ্নীয়াৎ তৎক্ষণাদপি॥ জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্। প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য পাচয়েৎ তীব্রবহ্নিনা॥ দ্রব্যাণ্যেতানি সর্ব্বাণি কল্কিতানি প্রদাপয়েৎ। চক্ষুঃশূলং শিরঃশূলং শ্লীপদং মাংসরক্তজম্॥ আমবাতঞ্চ হৃচ্ছূলং বৃদ্ধিঞ্চ গলগণ্ডকম্। শোথং বাধির্য্যমুদরং কাসং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ দূর্ব্বায়াং পতিতে বিন্দৌ শুষ্কতাং যাতি তৎক্ষণাৎ। কনকাখ্যমিদং তৈলং কফরোগকুলান্তকম্॥
(কটুতৈলস্যেত্যত্র তিলতৈলস্যেতি সুখবোধসংগ্রহধৃতঃ পাঠঃ)।

কটুতৈল (মতান্তরে তিলতৈল) ৪ সের। ক্বাথার্থ—কনকধুতূরা, আকন্দমূল, বেড়েলা, দূর্ব্বা, বাসকছাল, জয়ন্তী, নিসিন্দাপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, বামুনহাটী, আঁকোড়ছাল, পুনর্নবা, কুলপত্র, সিদ্ধিপত্র, বিল্বমূল, বৃহতী, চিতামূল, সিজমূল, গণিয়ারীমূল, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, মঞ্জিষ্ঠা, রামবেগুণ, সোন্দালপত্র প্রত্যেক ২ পল ; পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—উক্ত ক্বাথ্যদ্রব্য সমস্ত মিলিত ১ সের। ইহা দ্বারা চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল, রক্তজ ও মাংসজ শ্লীপদ, আমবাত, হৃচ্ছূল, শোথ এবং বাধির্য্য প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

মহাকনকতৈলম্

কনকস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বর্ষাভুবস্তথা। নির্গুণ্ডীস্বরসপ্রস্থং দশমূলরসস্য চ॥ পারিভদ্ররসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকস্য চ। তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্ যত্নাদ্ বিপাচয়েৎ॥ কল্কৈরর্দ্ধপলৈরেতৈঃ শুণ্ঠীমরিচ-সৈন্ধবৈঃ। পুনর্নবাকর্কটক-শেলুত্বক্‌পিপ্পলীযুগৈঃ॥ তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে পাত্রে নিধাপয়েৎ। বাতশ্লেষ্মকৃতং সর্ব্বমামবাতং ভগন্দরম্॥ সন্নিপাতভবং রোগং শোথমাশু বিনাশয়েৎ। যে কেচিদ্‌ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লৈষ্মিকাঃ সান্নিপাতিকাঃ। তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥

কটুতৈল ৪ সের। ধুতূরাপত্রের রস ৪ সের, পুনর্নবার রস ৪ সের, নিসিন্দাপত্রের রস ৪ সের, দশমূলের ক্বাথ ৪ সের, পালিধার রস ৪ সের, বরুণছালের রস ৪ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধব, পুনর্নবা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বহুবার-ছাল, পিপুল ও গজপিপুল প্রত্যেক ৪ তোলা। ইহা দ্বারা আমবাত, ভগন্দর, শোথ ও শিরঃশূল প্রভৃতি নানা পীড়ার উপশম হয়।

রুদ্রতৈলম্

জৈপালদ্রোণধুস্তূর-শিগ্রুশক্রাশনস্য চ। সূর্য্যাবর্ত্তস্য সূর্য্যস্য পত্রাণাং স্বরসং পৃথক্॥ জম্বীর*-শৃঙ্গবেরস্য রসং দত্ত্বা সমং সমম্। কটুতৈলস্য পাত্রন্তু শোধয়িত্বা পচেদ্ ভিষক্॥ রজনীদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা কট্ফলং কৃষ্ণজীরকম্। ত্রিকটু পিপ্পলীমূলং শারিবে দ্বে বিড়ঙ্গকম্॥ রাস্না দারুবলা নিম্বং মুস্তকং চন্দনং তথা। পরশু দৌ স্নুহীমূলং মূর্ব্বাপামার্গমূলকম্॥ স্বরসদ্রব্যমেতেষাং কল্কং দত্ত্বা তু পাদিকম্। মৃৎপাত্রে সুদৃঢ়ে চৈব পাচয়েৎ তীব্রবহ্নিনা॥ বলাসমূর্দ্ধগঞ্চৈব নাশয়েৎ ত্রিদিনাদ্ ধ্রুবম্। মুখনাসাক্ষিরোগাংশ্চ কফশোণিতসংস্রবান্॥ শিরোরোগং সন্নিপাতং শ্লীপদং গলগণ্ডকম্। অভ্যঙ্গান্নাশয়েদেতান্ পানাৎ কাসং ব্যাপোহতি॥ রুদ্রকালাগ্নিনা প্রোক্তং রুদ্রতৈলমিদং পুরা॥

কটুতৈল ১৬ সের। জয়পাল, ঘলঘসিয়া, ধুতূরা, শজিনা, সিদ্ধি, হুড়হুড়ে ও আকন্দ প্রত্যেকের পত্রের রস ১৬ সের; গোঁড়ালেবুর রস ১৬ সের (পাঠান্তরে জয়ন্তীপত্রের) ও আদার রস ১৬ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কট্ফল, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, পিপুলমূল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মুতা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া, কুড়লিয়া, সিজমূল, মূর্ব্বামূল, আপাঙ্গমূল, শুষ্কমূলা, জয়পালপত্র, ঘলঘসিয়াপত্র, ধুতূরাপত্র, শজিনাপত্র, সিদ্ধি, হুড়হুড়েপত্র ও আকন্দপত্র মিলিত ৪ সের। ইহার অভ্যঙ্গে শিরোরোগ, মুখরোগ, নাসারোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতি বিবিধ পীড়া এবং পানে শ্বাস ও কাস রোগ নষ্ট হয়।

তপ্তরাজতৈলম্

ধুস্তূরং পূতিকং পীতা জয়ন্তী সিন্ধুবারকম্। শিরীষং হিজ্জলং শিগ্রুর্দশমূলং সমং ভবেৎ॥ প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় কটুতৈলং সমাংশকম্। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদবশেষিতম্॥ গোমূত্রঞ্চাঢ়কং দত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। মদনং ত্র্যষণং কুষ্ঠমজাজী বিশ্বভেষজম্॥ কট্ফলং বরুণং মুস্তং হিজ্জলং বিল্বমেব চ। হরিতালজবাপুষ্পমমৃতং কুনটী তথা॥ কর্কটং চন্দনং শিগ্রুর্যমানী ব্যাঘ্রপাদপি। এতেষাং কার্ষিকের্ভাগৈঃ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ॥ তপ্তরাজমিতি খ্যাতং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্। সন্নিপাতং মহাঘোরং শিরোরোগং মহোত্ত্বরম্॥ শিরঃশূলং নেত্ররোগং কর্ণশূলঞ্চ দারুণম্। জ্বরং দাহং মহাঘোরং স্বেদঞ্চৈব মহোত্তরম্॥ কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমপীনসম্। ত্রয়োদশসন্নিপাতং হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ॥

কটুতৈল ৪ সের। গোমূত্র ১৬ সের। ক্বাথার্থ—ধুতূরা, ডহরকরঞ্জ, ঝাঁটী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরীষ, হিজল, শজিনা ও মিলিত দশমূল প্রত্যেক ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—মদনফল, ত্রিকটু, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, কট্ফল, বরুণছাল, মুতা, হিজল, বেলশুঁঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনছাল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন, শজিনাছাল, যমানী, বৈঁচমূল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা দ্বারা শিরঃশূল, নেত্ররোগ, জ্বর, দাহ, কর্ণশূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়া নিবারিত হয়।

তপ্তরাজতৈলম্

লবলীনাং রসপ্রস্থং শিগ্রুধুস্তূরয়োস্তথা। বাসকস্য রসপ্রস্থং তথা নির্গুণ্ডিকার্কয়োঃ॥ দশমূলং রসপ্রস্থং করঞ্জবলয়োস্তথা। পৃথগেতৈঃ পচেদ্ধীমাংস্তৈলপ্রস্থঞ্চ সার্ষপম্॥ কল্কঃ কণা বলা শুণ্ঠী

* জম্বীরেত্যত্র জয়ন্তীতি পাঠান্তরম্।

পিপ্পলীমূলচিত্রকম্। কট্ফলং কনকং চব্যং জীরকং শতপুষ্পিকা॥ পুনর্নবা হরিদ্রা চ দেবদারু চ লাঙ্গলী। শুষ্কমূলককুষ্ঠঞ্চ যাসকং কৃষ্ণজীরকম্॥ স্নুহ্যর্কক্ষীরজৈপাল-মূলং নাগদলং তথা। বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং ক্ষারং চন্দনং শিগ্রুরুৎপলম্॥ মরিচং মধুকং রাস্না শৃঙ্গী ব্যাঘ্রী বরুণকম্। এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্বিপচেৎ পাকবিদ্ ভিষক্॥ অভ্যঙ্গাৎ শ্লৈষ্মিকং হন্তি পানাৎ কাসং ব্যপোহতি। শ্বয়থুঞ্চোদরং শূলং শিরোরোগং সুদুস্তরম্॥ শিরঃশূলং নেত্রশূলং কর্ণশূলঞ্চ দারুণম্। ত্রয়োদশ সন্নিপাতান্ বাতশ্লেষ্মগলগ্রহান্॥ একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্। সর্ব্বং শোথং নিহন্ত্যেব জ্বরং প্লীহানমেব চ॥ শ্লেষ্মরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা। তপ্তরাজমিদং তৈলমূর্দ্ধ-জত্রুগদাপহম্॥

সর্ষপতৈল ৪ সের। নোয়াড়, শজিনা, ধুতুরা, বাসক, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমূল, করঞ্জ ও বেড়েলা প্রত্যেকের রস বা ক্বাথ ৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, বেড়েলা, শুঁঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, কট্ফল, ধুতুরাবীজ, চই, জীরা, শুল্ফা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈশ্‌লাঙ্গলা, শুষ্কমূলা, কুড়, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, সিজ আঠা, আকন্দ আঠা, জয়পালমূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন, শজিনামূল, নীলসুঁদি, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণছাল প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা ব্যবহারে শ্লেষ্মজ রোগ, কাস, শোথ, উদর, শূল, উৎকট শিরোরোগ, নেত্রশূল ও কর্ণশূল প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার উপশম হয়।

বৃহৎ কিঙ্কিণীতৈলম্

কিঙ্কিণীপ্রস্থমেকঞ্চ প্রস্থং সহচরস্য চ। কৃষ্ণধুস্তুরকপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ সিন্ধুবারকম্॥ পচেৎ পাত্রং জলং দত্ত্বা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ। তৈলপ্রস্থং বিপক্তব্যং দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ॥ যষ্টী কণা পয়োদঞ্চ গন্ধকং কুষ্ঠমেব চ। সমুদ্রান্তা তথা শৃঙ্গী কিঙ্কিণীবীজস্বর্ণকম্॥ রাস্না মধুরিকা ঝিণ্টী-মূলমীশ্বরমেব চ। বিষমাধুকমঞ্জিষ্ঠা-শোভাঞ্জনত্বচং তথা॥ এষাং কর্ষদ্বয়ঞ্চৈব পিষ্ট্বা চাত্র সমাবপেৎ। নিহন্তি পূতিকর্ণঞ্চ কর্ণস্রাবং সকণ্ডুকম্॥ কর্ণনাদং কর্ণশোথং বাধির্য্যং দারুণং তথা। শিরোরোগং নেত্ররোগং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্। এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রশনির্যথা॥

কটুতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ—হুড়হুড়ে ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের ; ঝাঁটী ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের ; কালধুতুরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের ; নিসিন্দা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, পিপুল, মুতা, গন্ধক, কুড়, দুরালভা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, হুড়হুড়েবীজ, ধুতুরাবীজ, রাস্না, মৌরি, ঝাঁটীমূল, ঈশ্‌লাঙ্গলামূল, বিষ, মৌলফল, মঞ্জিষ্ঠা ও শজিনাছাল প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে পূতিকর্ণ, কর্ণস্রাব, কর্ণনাদ, কর্ণশোথ, বধিরতা ও শিরোরোগ প্রভৃতি অনেক পীড়ার শান্তি হয়।

কুমারীতৈলম্

কুমার্য্যাঃ স্বরসে প্রস্থে ধুস্তুরস্য রসে তথা॥ ভৃঙ্গরাজস্য চ রসে প্রস্থদ্বয়সমাযুতে॥ চতুঃপ্রস্থমিতে ক্ষীরে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। কল্কৈর্মধুকহ্রীবের-মঞ্জিষ্ঠাভদ্রমুস্তকৈঃ॥ নখকর্পূরভৃঙ্গৈলা-জীবন্তীপদ্মকুষ্ঠকৈঃ। মার্কবাসকতালীশ-সর্জ্জনির্য্যাসপত্রকৈঃ॥ বিড়ঙ্গশতপুষ্পাশ্ব-গন্ধাগন্ধর্ব্বহস্তকৈঃ। শোকহৃন্নারিকেলাভ্যাং কর্ষমানৈর্বিপাচিতে॥ উত্তার্য্য বস্ত্রপূতন্তু শুভ ভাণ্ডে সুধূপিতে। ত্রিরাত্রমথ গুপ্তঞ্চ ধারয়েদ্ বিধিবদ্ভিষক্॥ ততস্তু তৈলমভ্যঙ্গে মূর্দ্ধ্নিক্ষেপে নিযোজয়েৎ। শময়েদর্দ্দিতং গাঢ়মন্যাস্তম্ভশিরোগদান্॥ তালুনাসাক্ষিজাতন্তু শোষমূর্চ্ছাহলীমকম্। হনুগ্রহগদন্তং বা বাধির্য্যং কর্ণবেদনম্॥

তিলতৈল ৪ সের। ঘৃতকুমারীর স্বরস ৪ সের, ধুতুরার রস ৪ সের, ভৃঙ্গরাজের স্বরস ৮ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, নাগরমুতা, নখী, কর্পূর, দারুচিনি, এলাইচ, জীবন্তী, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, ভৃঙ্গরাজ, বাসক, তালীশপত্র, ধুনা, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, শুল্‌ফা, অশ্বগন্ধা, এরণ্ডমূল, অশোক, নারিকেল, প্রত্যেক ২ তোলা। যথারীতি পাক সমাধা করিয়া ছাঁকিয়া, পরিষ্কৃত ও ধূপিত মৃৎপাত্রে মাটির নীচে ত্রিরাত্র পুঁতিয়া রাখিবে। এই তৈল নস্যরূপে ব্যবহার করিলে শিরোরোগ প্রভৃতি উর্দ্ধজত্রুগত বহুবিধ রোগের শান্তি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

শিরোরোগে পথ্যানি

স্বেদো নস্যং ধূমপানং বিরেকো লেপশ্ছর্দ্দির্লঙ্ঘনং শীর্ষবস্তিঃ। রক্তোন্মুক্তির্বহ্নিকর্ম্মোপনাহো জীর্ণং সর্পিঃ শালয়ঃ ষষ্টিকাশ্চ॥ যূষো দুগ্ধং ধন্বমাংসং পটোলং শিগ্রুর্দ্রাক্ষা বাস্তুকং কারবেল্লম্। আম্রং ধাত্রী দাড়িমং মাতুলুঙ্গং তৈলং তক্রং কাঞ্জিকং নারিকেলম্॥ পথ্যা কুষ্ঠং ভৃঙ্গরাজঃ কুমারী মুস্তোশীরং চন্দ্রিকা গন্ধসারঃ। কর্পূরঞ্চ খ্যাতিমানেষ বর্গঃ সেব্যো মর্ত্ত্যৈঃ শীর্ষরোগে যথাস্বম্॥

স্বেদ, নস্য, ধূমপান, বিরেচন, প্রলেপন, বমন, উপবাস, শিরোবস্তি, রক্তমোক্ষণ, অগ্নিকর্ম্ম, মস্তকে প্রলেপ ব্যবহার, পুরাতন ঘৃত, শালিধান্য ও ষষ্টিকধান্য, মুদ্‌গাদিযূষ, দুগ্ধ, ধন্বদেশজ মাংস, পটোল, শজিনা, দ্রাক্ষা, বেতোশাক, করলা, আম্র, আমলকী, দাড়িম, ছোলঙ্গ লেবু, তৈল, তক্র, কাঁজী, নারিকেল, হরীতকী, কুড়, ভৃঙ্গরাজ, ঘৃতকুমারী, মুতা, বেণার মূল, এলাইচ, শ্বেতচন্দন ও কর্পূর, এই সকল শিরোরোগিগণকে দোষানুসারে প্রয়োগ করিবে।

শিরোরোগেঽপথ্যানি

ক্ষবজৃম্ভামূত্রবাষ্প-নিদ্রাবিড়্‌বেগমঞ্জনম্। দুষ্টনীরং বিরুদ্ধান্নং সহ্যবিন্ধ্যসরিজ্জলম্। দন্তকাষ্ঠং দিবানিদ্রাং শিরোরোগী পরিত্যজেৎ॥

হাঁচিবেগ, জৃম্ভণবেগ (হাই), মূত্রবেগ, অশ্রুবেগ, নিদ্রাবেগ এবং মলের বেগ ধারণ, অঞ্জন ব্যবহার, দূষিত জল, বিরুদ্ধদ্রব্য, সহ্যগিরি ও বিন্ধ্যগিরি সমুদ্ভূত নদীর জল, দন্তধাবন এবং দিবানিদ্রা, এই সকল শিরোরোগী পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শিরোরোগাধিকারঃ।

অসৃগ্দররোগাধিকার

অসৃগ্দররোগ-নিদানম্

বিরুদ্ধমদ্যাধ্যশনাদজীর্ণাদ্ গর্ভপ্রপাতাদতিমৈথুনাচ্চ। যানাধ্বশোকাদতিকর্ষণাচ্চ ভারাভিঘাতাচ্ছয়নাদ্দিবা চ॥ অসৃগ্দরো ভবেৎ সর্ব্বঃ সাঙ্গমর্দ্দঃ সবেদনঃ। তস্যাতিবৃত্তৌ দৌর্ব্বল্যং ভ্রমো মূর্চ্ছা মদস্ত্রৃষা। দাহঃ প্রলাপঃ পাণ্ডুত্বং তন্দ্রা রোগাশ্চ বাতজাঃ॥ তং শ্লেষ্মপিত্তানিলসন্নিপাতৈশ্চতুষ্প্রকারং প্রদরং বদন্তি। আমং সপিচ্ছাপ্রতিমং সপাণ্ডু পুলাকতোয়প্রতিমং কফাৎ তু। সপীতনীলাসিতরক্তমুষ্ণং পিত্তার্ত্তিযুক্তং ভৃশবেগি পিত্তাৎ॥ রুক্ষারুণং ফেনিলমল্পমল্পং বাতার্ত্তি বাতাৎ পিশিতোদকাভম্। সক্ষৌদ্রসর্পির্হরিতালবর্ণং মজ্জপ্রকাশং কুণপং ত্রিদোষাৎ। তঞ্চাপ্যসাধ্যং প্রবদন্তি-তজ্জ্ঞা ন তত্র কুর্ব্বীত ভিষক্ চিকিৎসাম্॥

মিলিত ক্ষীর মৎস্যাদি বিরুদ্ধ ভোজন, মদ্যপান, অধ্যশন, অপক্কভোজন, গর্ভপাত, অতিমৈথুন, যানাবরোহণ, পথপর্য্যটন, শোক ও উপবাসাদি দ্বারা অতিকর্ষণ, ভারবহন, অভিঘাত ও দিবানিদ্রা, এই সকল কারণে প্রদর রোগ উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার প্রদরেই অঙ্গমর্দ্দন ও বেদনার সহিত স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে।

স্রাবের আধিক্য হইলে দৌর্ব্বল্য ভ্রম মূর্চ্ছা মত্ততা তৃষ্ণা দাহ প্রলাপ দেহের পাণ্ডুতা তন্দ্রা ও আক্ষেপকাদি বাতজ পীড়াসকল উপস্থিত হয়।

প্রদর চারি প্রকার। যথা—কফজ, পিত্তজ, বাতজ ও ত্রিদোষজ।

কফজ প্রদরে অপক্করসযুক্ত পিচ্ছিল পাণ্ডুবর্ণ ও মাংসধাবন-জলসদৃশ স্রাব নির্গত হয়।

পৈত্তিক প্রদরে পীত নীল কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ উষ্ণস্রাব, দাহ ও চিম্‌চিমাদি বেদনার সহিত প্রবলবেগে নিঃসৃত হয়।

বাতিক প্রদরে রুক্ষ অরুণবর্ণ ফেনযুক্ত ও মাংসধাবন-জলতুল্য স্রাব, তোদাদি বাতবেদনার সহিত অল্প অল্প নিঃসৃত হয়।

সান্নিপাতিক প্রদরে মধু ঘৃত বা হরিতালবৎ বর্ণবিশিষ্ট অথবা মজ্জাভ ও শবদুর্গন্ধী স্রাব নির্গত হয়। ইহা অসাধ্য, সুতরাং চিকিৎসায় ফললাভ হয় না।

অসৃগ্দররোগ-চিকিৎসা

দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজী মধুকং নীলমুৎপলম্। পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরপীড়িতা॥

বাতাসৃগ্দর-পীড়িতা নারীকে দধি ৬ তোলা, সৌবর্চ্চল ১ মাষা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, নীলোৎপল প্রত্যেক ।০ আনা, মধু ।।০ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

পিবেদৈণেয়কং রক্তং শর্করামধুসংযুতম্। বাসকস্বরসং পৈত্তে গুড়ূচ্যা রসমেব বা॥

পিত্তজ রক্তপ্রদরে হরিণরক্ত (দশমূলের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া) চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিবে। অথবা বাসকের স্বরস কিংবা গুলঞ্চের স্বরস চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিবে।

রোহিতকান্মূলকল্কং পাণ্ডুরেঽসৃগ্দরে পিবেৎ। জলেনামলকাদ্বীজ-কল্কং বা সসিতামধু॥
ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রং বা আমলক্যা মধুদ্রবম্। কাকজানুকমূলং বা মূলং কার্পাসমেব বা। পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থং পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥

পাণ্ডুপ্রদরে নিম্নোক্ত কয়েকটি যোগ প্রয়োগ করিবে। রোহিতক-(রয়না)-বৃক্ষের মূল জলে পেষণ করিয়া মধু ও চিনিসহ, আমলকীর বীজ জলে পেষণ করিয়া মধু ও চিনিসহ, ধাইফুল কল্ক ২ তোলা মধুসহ, আমলকীর কল্ক ২ তোলা মধুসহ, কাকজঙ্ঘার মূল অথবা কার্পাসমূল তণ্ডুলোদকসহ সেবনীয়।

রসাঞ্জনং তণ্ডুলিয়স্য মূলং ক্ষৌদ্রান্বিতং তণ্ডুলতোয়পীতম্। অসৃগ্দরং সর্ব্বভবং নিহন্তি শ্বাসঞ্চ ভার্গী সহ নাগরেণ॥

রসাঞ্জন ও লালনটের মূল পৃথক্ পৃথক্ বা একত্র মধু ও তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তপ্রদর প্রশমিত হয়। রক্তপ্রদরে শ্বাস উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই যোগের সহিত বামুনহাটী ও শুঁঠ মিশ্রিত করিবে।

কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পেষয়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা। এতৎ পীত্বা ত্র্যহান্নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে॥

কুশমূল তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া পান করাইলে তিন দিবসের মধ্যে প্রদর হইতে রোগিণী মুক্তিলাভ করিবে।

ক্ষৌদ্রযুতং ফলরসং কাষ্ঠোডুম্বরজং পিবেৎ। অসৃগ্দরবিনাশায় সশর্করপয়োঽন্নভুক্॥

মধুর সহিত কাঠডুমুরের রস সেবন করিয়া চিনির সহিত দুগ্ধান্ন পথ্য করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয়।

প্রদরং হন্তি বলায়া মূলং দুগ্ধেন সংযুতং পীতম্। কুশবাট্যালকমূলং তণ্ডুলসলিলেন রক্তাখ্যম্॥

ছাগদুগ্ধের সহিত বেড়েলার মূল অথবা কুশমূল ও বেড়েলার মূল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তপ্রদর নিবারিত হয়।

গুড়েন বদরীচূর্ণং মোচমামং তথা পয়ঃ। পীতা লাক্ষা চ সঘৃতা পৃথক্ প্রদরনাশনম্॥

গুড়ের সহিত কুলশুঁঠচূর্ণ কিংবা কেবল দুগ্ধ বা কাঁচাকলাচূর্ণ অথবা ঘৃতের সহিত লাক্ষারস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্রদররোগ প্রশমিত হয়।

ভূম্যামলকচূর্ণন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা। দিনত্রয়ান্তরেণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েদ্ধ্রবম্॥
ভূম্যামলকীর চূর্ণ তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে তিন দিবসের মধ্যে স্ত্রীরোগসকল প্রশমিত হয়।

শর্করা মধুকং শুণ্ঠী তৈলং দধি চ তৎসমম্। খজেন মথিতং পীতং হন্যাদ্বাতোত্থিতং রজঃ॥
চিনি, যষ্টিমধু, শুঁঠ, তৈল ও দধি, এই সকল দ্রব্য একত্র মথিত করিয়া পান করিলে বাতজ প্রদর বিনষ্ট হয়।

মধুকং কর্ষমেকন্তু কর্ষৈকাঞ্চ সিতা তথা। তণ্ডুলোদকসম্পিষ্টাং লোহিতেপ্রদরে পিবেৎ॥
যষ্টিমধু ২ তোলা ও চিনি ২ তোলা তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তপ্রদর নিবারিত হয়।

বলা কঙ্কতিকাখ্যা যা তস্যা মূলং সুচূর্ণিতম্। লোহিতপ্রদরে খাদেচ্ছর্করামধুসংযুতা॥
কঙ্কতিকাখ্য বেড়েলার (গোরক্ষচাকুলের) মূল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে রক্তপ্রদর উপশমিত হয়।

শুচিস্থানে ব্যাঘ্রনখ্যা মূলমুত্তরদিগ্ ভবম্॥ নীতমুত্তরফল্গুন্যাং কটীবদ্ধং হরেদসৃক্॥
উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে বিশুদ্ধ স্থান হইতে উত্তরদিগ্জাত ব্যাঘ্রনখীর মূল উঠাইয়া অসৃগ্দরপীড়িতা নারীর কটীদেশে বন্ধন করিয়া দিলে রক্তপ্রদর প্রশমিত থাকে।

অশোকবল্কলক্কাথ-শৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্। যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দরনাশনম্॥
(ষড়ঙ্গ-পরিভাষয়ার্দ্ধশৃতমশোকবল্কলক্কাথং গৃহীত্বা তেন চতুর্গুণেন ক্ষীরং সাধ্যমিত্যর্থঃ। বৃদ্ধাস্তু ক্কাথমকৃত্বৈব ক্ষীরসাধনপরিভাষয়া ব্যবহরন্তীতি চক্রটীকা)।
অশোকছাল ২ তোলা, জল ৪ সের, অবশিষ্ট ।।০ সের থাকিতে ।।০ সের দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ পাকে দুগ্ধাবশেষ রাখিবে (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ক্ষীরসাধন পরিভাষানুসারে অশোকছাল ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ১ সের ; দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে ; ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন)। রোগির বলানুসারে মাত্রা স্থির করিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা তীব্র রক্তপ্রদর প্রশমিত থাকে।

রক্তপিত্তবিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ। রক্তাতিসারবচ্চাথ রক্তার্শোবৎ তথৈবচ। অসৃগ্দরে বিশেষেণ কুটজাষ্টক ইষ্যতে॥
(রক্তপিত্তবিধানেনেতি অধোগতরক্তপিত্তবিধানেন ইতি চক্রটীকা)।
রক্তপ্রদর রোগে অধোগ রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার ও রক্তার্শের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ইহাতে কুটজাষ্টক বিশেষ উপকারী।

অলাবুফলচূর্ণস্য শর্করাসহিতস্য চ। মধুনা মোদকং কৃত্বা খাদেৎ প্রদরশান্তয়ে॥
তিতলাউয়ের বীজচূর্ণ ও চিনি সমভাগে লইয়া মধুসহ মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে প্রদরের শান্তি হয়।

বাসাকষায়সহিতং রসভস্ম প্রযোজিতম্। প্রদরং হন্তি বেগেন সক্ষৌদ্রং নাত্র সংশয়ঃ॥
বাসকের ক্কাথ ও মধুসহ রসসিন্দূর সেবন করিলে অতিসত্বর প্রদর নষ্ট হয়।

মূলঞ্চ শরপুঙ্খায়াঃ পেষয়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা। পীত্বা চ কর্ষমাত্রন্তু অতিরক্তং প্রশাময়েৎ॥
শরপুঙ্খার (বননীলের) মূল তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া ২ তোলা মাত্রায় পান করিলে অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

দার্ব্ব্যাদি-ক্বাথঃ

দার্ব্বীরসাঞ্জনবৃষাব্দকিরাতবিল্বভল্লাতকৈরবকৃতো মধুনা কষায়ঃ। পীতো জয়ত্যতিবলং প্রদরং সশূলং পীতং সিতারুণবিলোহিতনীলশুক্লম্॥

দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসক, মুতা, চিরতা, বেলশুঁঠ ও ভল্লাতক (কেহ বলেন, কুমুদপুষ্প ১ ভাগ), ইহাদের ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে শ্বেত রক্ত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার সশূল প্রদর নষ্ট হয়।

উৎপলাদিঃ

কন্দং রক্তোৎপলস্যাথ রক্তকার্পাসমূলকম্। করবীরস্য মূলানি তথা লক্তৌড্রমূলকম্॥ বকুলস্য তথা মূলং গন্ধমাতৃকজীরকৌ। রক্তচন্দনকঞ্চৈব সমভাগঞ্চ কারয়েৎ॥ তণ্ডুলোদকসংপিষ্টং রক্তমূত্রায় দাপয়েৎ। যোনিশূলহরঃ প্রোক্ত উৎপলাদির্ন সংশয়ঃ॥

(তণ্ডুলোদকেন গোলয়িত্বা পেয়ঃ)।

রক্তোৎপল, লালকার্পাস, করবী, জবা ও বকুল ইহাদের মূল, গন্ধমাত্রা, জীরা ও রক্তচন্দন, এই সমুদায় সমভাগে তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তমূত্র প্রভৃতি বহুবিধ স্ত্রীরোগের শান্তি হয়।

চন্দনাদিচূর্ণম্

চন্দনং নলদং লোধ্রমুশীরং পদ্মকেশরম্। নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্রমুস্তঞ্চ শর্করা॥ হ্রীবেরঞ্চৈব পাঠা চ কুটজস্য ফলত্বচম্। শৃঙ্গবেরং সাতিবিষা ধাতকী চ রসাঞ্জনম্॥ আম্রাস্থিজম্বুসারাস্থি তথা মোচরসোঽপি চ। নীলোৎপলং সমঙ্গা চ সূক্ষ্মৈলা দাড়িমোদ্ভবম্॥ চতুর্ব্বিংশতিমেতানি সমভাগানি কারয়েৎ। তণ্ডুলোদকসংযুক্তং মধুনা সহ যোজয়েৎ॥ চতুষ্প্রকারং প্রদরং রক্তাতীসারমুল্বণম্। রক্তার্শাংসি নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা। অশ্বিনোঃ সম্মতো যোগো রক্তপিত্তনিবর্হণঃ॥

(এতানি চূর্ণানি সমভাগানি একীকৃত্য মাষকচতুষ্টয়ং তণ্ডুলোদকেন মধুনা চ সহ যোজয়েৎ)।

রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণার মূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, নাগরমুতা, চিনি, বালা, আক্‌নাদি, ইন্দ্রযব, কুড়চির ছাল, শুঁঠ, আতইচ, ধাইফুল, রসাঞ্জন, আম্রকেশী, জামের আঁটি, মোচরস, নীলোৎপল, বরাহক্রান্তা, ছোট এলাইচ ও দাড়িমফলের ছাল, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা ; একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা—৪ মাষা। অনুপান—মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহা সেবন করিলে চারিপ্রকার প্রদর, উৎকট রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত ও রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

পুষ্যানুগং চূর্ণম্

পাঠা জম্বাম্রয়োর্মধ্যং শিলাভেদং রসাঞ্জনম্। অম্বষ্ঠকী মোচরসঃ সমঙ্গা পদ্মকেশরম্॥ বাহ্লীকাতিবিষা মুস্তং বিল্বং লোধ্রং সগৈরিকম্। ত্রিফলং মরিচং শুণ্ঠী মৃদ্বীকা রক্তচন্দনম্॥ কট্‌ফঙ্গবৎসকানন্তা ধাতকী মধুকার্জ্জুনম্। পুষ্যেণোদ্ধৃত্য তুল্যানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥ তানি ক্ষৌদ্রেণ সংযোজ্য পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা॥ অসৃগ্দরাতিসারেষু রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে। দোষাগন্তুকৃতা যে চ বালানাং তাংশ্চ নাশয়েৎ॥ যোনিদোষং রজোদোষং শ্বেতং নীলং সপীতকম্। স্ত্রীণাং শ্যাবারুণং যচ্চ তৎ প্রসহ্য নিবর্ত্তয়েৎ॥ চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রেয়পূজিতম্। অম্বষ্ঠা দক্ষিণে খ্যাতা গৃহ্নন্ত্যন্যে তু লক্ষ্মণাম্॥

আক্নাদি, জাম আঁটির শস্য, আম আঁটির শস্য, পাষাণভেদী, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠকী (দক্ষিণাপথে খ্যাত তরুবিশেষ, অভাবে লক্ষ্মণা, তদভাবে আক্নাদি গ্রহণ করিবে), মোচরস, বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইচ, মুতা, বেলশুঁঠ, লোধ, গেরিমাটী, ত্রিফলা, মরিচ, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, শোনাছাল, কুড়চিছাল, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল, এই সমুদায় দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া সমভাগে চূর্ণ ও মিশ্রিত করিবে। মাত্রা যথোপযুক্ত (১ মাষা হইতে ২ মাষা পর্য্যন্ত)। অনুপান—মধু ও তণ্ডুলোদক। ইহাতে অসৃগ্দর, অতিসার, যোনিদোষ ও রজোদোষ প্রশমিত হয়।

পুষ্করলেহঃ

রসাঞ্জনং শুভা শৃঙ্গী চিত্রকং মধুযষ্টিকম্। ধান্যতালীশগায়ত্রী দ্বিজীরং ত্রিবৃতা বলা॥ দন্তীত্র্যষণকঞ্চাপি পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। চতুষ্পলং মাক্ষিকস্যামলস্য চ ক্ষিপেৎ ততঃ॥ জাতীকোষলবঙ্গঞ্চ কক্কোলং মৃদ্বীকাপি চ। চাতুর্জ্জাতকখর্জ্জূরং কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্॥ প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা চ স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। এষ লেহবরঃ শ্রীদঃ সর্ব্বরোগকুলান্তকঃ॥ যত্র যত্র প্রযোজ্যঃ স্যাৎ তত্তদাময়নাশনঃ। অনুপানং প্রযোক্তব্যং দেশকালানুসারতঃ॥ সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং প্রদরং সর্ব্বসম্ভবম্। দ্বন্দ্বজং চিরজঞ্চৈব রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ। কাসশ্বাসাম্লপিত্তঞ্চ ক্ষয়রোগমথাপি বা॥ সর্ব্বরোগপ্রশমনো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ। পুষ্করাখ্যো লেহবরঃ সর্ব্বত্রৈবোপযুজ্যতে॥

রসাঞ্জন, বংশলোচন, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, চিতা, যষ্টিমধু, ধনে, তালীশপত্র, খদির, জীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, বেড়েলা, দন্তী ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৪ তোলা ; উৎকৃষ্ট মধু ৩২ তোলা ; জৈত্রী, লবঙ্গ, কক্কোল, দ্রাক্ষা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও খর্জ্জূর প্রত্যেক ২ তোলা ; একত্র মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। এই লেহ সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বরোগের বিনাশক। দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া অনুপান প্রয়োগ করিবে। ইহাতে সকল প্রকার উপদ্রব সংযুক্ত প্রদর, দ্বন্দ্বজ ও চিরজ রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অম্লপিত্ত ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এবং ইহা বল, বর্ণ ও অগ্নির বর্দ্ধক। সকল স্থানেই এই পুষ্করলেহ প্রয়োগ করা যায়।

মধুকাদ্যবলেহঃ

মধুকং চন্দনং লাক্ষা রক্তোৎপলরসাঞ্জনম্। কুশবীরণয়োর্ম্মূলং বলাবাসকয়োস্তথা॥ কোলমজ্জাম্বুদং বিল্বং পিচ্ছা দার্ব্বী চ ধাতকী। অশোকবল্কলং দ্রাক্ষা জবাকুসুমমস্ফুটম্॥ আম্রজম্বুকিশলয়ং কোমলং নলিনীদলম্। শতমূলী বিদারী চ রজতং লৌহমভ্রকম্॥ এষাং কোলমিতং চূর্ণং দ্বিগুণা সিতশর্করা। বরীরসস্য প্রস্থার্দ্ধে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা॥ ঘনীভূতে ক্ষিপেচ্চূর্ণং শীতীভূতে পলং মধু। মধুকাদ্যবলেহোঽয়ং মহাদেবেন ভাষিতঃ॥ দুস্তরং প্রদরং হন্তি নানাবর্ণং সবেদনম্। যোনিশূলং কুক্ষিশূলং বস্তিশূলং সুদুঃসহম্॥ রক্তাতিসারং রক্তার্শো রক্তপিত্তং চিরোদ্ভবম্। মূত্ররোগানশেষাংশ্চ দাহং মোহং বমিং ভ্রমম্। নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

চিনি ৫২ তোলা ও শতমূলীর রস ২ সের একত্র পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাক্ষা, রক্তোৎপলের মূল, রসাঞ্জন, কুশমূল, বেণার মূল, বেড়েলার মূল, বাসকমূল, কুল আঁটির শস্য, মুতা, বেলশুঁঠ, মোচরস, দারুহরিদ্রা, ধাইফুল, অশোকছাল, দ্রাক্ষা, জবাফুলের কুঁড়ি, কচি আমপত্র, কচি জামপত্র, কোমল পদ্মপত্র, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, রৌপ্য, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ২ তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ১ পল মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন করিলে নানারূপ প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, রক্তাতিসার ও রক্তামাশয় প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

প্রদরারি-লৌহঃ

বৎসকস্য তুলাং সম্যগ্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ। অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥ বস্ত্রপূতে ঘনীভূতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ। সমঙ্গা শাল্মলং পাঠা বিল্বং মুস্তঞ্চ ধাতকী॥ অরুণা ব্যোমকং লৌহং প্রত্যেকন্তু পলং পলম্। কোলমাত্রং প্রযুঞ্জীত কুশমূলং পয়ো হ্যনু॥ শ্বেতং রক্তং তথা নীলং পীতং প্রদরদুস্তরম্। কুক্ষিশূলং কটীশূলং দেহশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥ প্রদরারিরয়ং লৌহো হন্তি রোগান্ সুদুস্তরান্ আয়ুঃপুষ্টিকরশ্চৈব বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

কুড়চিছাল ১২।।০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্যসকল প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ দ্রব্য যথা—বরাহক্রান্তা, মোচরস, আক্নাদি, বেলশুঁঠ, মুতা, ধাইফুল, আতইচ, অভ্র ও লৌহ প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল। মাত্রা—১ তোলা। কুশমূল বাটিয়া জলে গুলিয়া তাহার সহিত এই ঔষধ সেব্য। ইহাতে নানাবিধ প্রদর, কুক্ষিশূল ও কটীশূল প্রভৃতি নিবারিত হয়।

প্রদরান্তক লৌহম্

লৌহং তাম্রং হরীতালং বঙ্গমভ্রং বরাটিকা। ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্॥ চবিকা পিপ্পলী শঙ্খং বচা হবুষপালকম্। শটী পাঠা দেবদারু এলা চ বৃদ্ধদারকম্॥ এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য বটিকাং কুরু। শর্করামধুসংযুক্তাং ঘৃতেন ভক্ষয়েৎ পুনঃ॥ রক্তং শ্বেতং তথা পীতং নীলং প্রদরদুস্তরম্। কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥ মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুং কৃচ্ছ্রশ্বাসঞ্চ কাসনুৎ। আয়ুঃপুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণপ্রসাদনম্॥

(পালকং কুষ্ঠম্।)

লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, অভ্র, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম, বচ, হবুষ, কুড়, শঠী, আক্নাদি, দেবদারু, এলাইচ ও বৃদ্ধদারক, এই সকলের সমভাগ চূর্ণে বটী প্রস্তুত করিয়া ঘৃত, মধু ও চিনিসহ সেবন করিলে রক্ত, শ্বেত, নীল ও পীত প্রভৃতি সুদুস্তর প্রদর, কুক্ষিশূল, যোনিশূল, মন্দাগ্নি, অরুচি ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্ণ প্রসাদক।

লক্ষ্মণালৌহম্

লক্ষ্মণায়াঃ পলশত ক্বাথয়িত্বা যথাবিধি। ক্বাথে পূতে পুনঃ পক্বে ঘনীভূতে চ নিক্ষিপেৎ॥ অশোকং কুশমূলঞ্চ মধুকম্মধুকং বলাম্। পাঠাং বিল্বং পলোন্মানং লৌহং সর্ব্বসমং তথা॥ লক্ষ্মণালৌহনামেদং ভেষজং স্ত্রীগদাপহম্॥ জগতামুপকারায় দস্রাভ্যাং পরিনির্ম্মিতম্॥

লক্ষ্মণামূল ১২।।০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে অশোকমূলের ছাল, কুশমূল, মৌলফুল, যষ্টিমধু, বেড়েলা, আক্নাদি ও বেলশুঁঠ প্রত্যেক ১ পল এবং লৌহ ৭ পল, এই সমুদায় প্রক্ষেপ দিয়া যথাবিধি পাক সমাপ্ত করিবে। অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ বা জলের সহিত সেবনীয়। এই লক্ষ্মণালৌহ সেবন করিলে বিবিধ স্ত্রীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

প্রদরান্তকরসঃ

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং শুদ্ধবঙ্গকরূপ্যকম্। খর্পরঞ্চ বরাটঞ্চ শাণমানং পৃথক্ পৃথক্॥ তৃতীয়তোলকঞ্চৈব লৌহচূর্ণং ক্ষিপেৎ সুধীঃ। কন্যানীরেণ সংমর্দ্দ্য দিনমেকং ভিষগ্বরঃ। অসাধ্যং প্রদরং হন্তি ভক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ॥

(শুদ্ধবঙ্গকরূপ্যকমিত্যত্র গন্ধতুল্যঞ্চ রূপ্যকমিতি বা পাঠঃ।)

পারদ, গন্ধক, বঙ্গ, রৌপ্য, খর্পর ও কড়িভস্ম প্রত্যেক ।।০ তোলা, লৌহ ৩ তোলা, এই সমুদায় ১ দিন ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রদররোগ প্রশমিত হয়।

চন্দ্রাংশুরসঃ

রসমভ্রময়ো বঙ্গং গন্ধকং কন্যকাম্বুনা। মর্দ্দয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদ্ গুঞ্জাদ্বন্দ্বপ্রমাণতঃ॥ জীরক্বাথেন পীতোঽয়ং রসশ্চন্দ্রাংশুসংজ্ঞকঃ। জরায়ুদোষানখিলান্ যোনিশূলং সুদারুণম্॥ যোনিকণ্ডুং স্মরোন্মাদং যোনিবিক্ষেপং তথা। নিরাকরোতি সন্তাপং চন্দ্রাংশুর্দেহিনো যথা॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, লৌহ ও বঙ্গ, এই সমুদায় সমান সমান লইয়া ঘৃতকুমারীর রসসহ মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—জীরার ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে জরায়ুদোষ, যোনিশূল, যোনিকণ্ডূ ও স্মরোন্মাদ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হয়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ

গগনং শোধিতং গ্রাহ্যং পলৈকমিষ্টকাসমম্। টঙ্গণং স্যাচ্চতুর্থাংশং শাণার্দ্ধং ত্রিসুগন্ধিকম্॥ কর্পূরং নলদঞ্চৈব জাতীকোষং জলং ঘনম্। নাগেশ্বরলবঙ্গঞ্চ কুষ্ঠং সত্রিফলং তথা॥ জলেন বটিকা কার্য্যা ছায়য়া শোষয়েৎ তু তাম্। প্রদরং নাশয়েৎ সর্ব্বং সাঙ্গমর্দ্দং সবেদনম্॥ অশীতির্বাতজান্ রোগান্ মন্দাগ্নিমতিদারুণম্। সজ্বরগ্রহণীঞ্চৈব রক্তপিত্তমরোচিকম্। কাসান্ পঞ্চ প্রতিশ্যায়ং শ্বাসং হৃদ্রোগমেব চ॥

ইষ্টকের ন্যায় বর্ণযুক্ত শোধিত অভ্র ১ পল, সোহাগার খৈ ২ তোলা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, কর্পূর, বেণার মূল, জৈত্রী, বালা, মুতা, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, কুড় ও ত্রিফলা প্রত্যেক চারি আনা পরিমিত। জলসহ মর্দ্দন করিয়া (২ রতি মাত্রায়) বটিকা প্রস্তুত করত ছায়ায় শুষ্ক করিবে। ইহা সেবনে অঙ্গমর্দ্দ ও বেদনার সহিত সর্ব্বপ্রকার প্রদর, বাতজ রোগ, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও কাস প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শিলাজতুবটিকা

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং রক্তোৎপলদলদ্রবৈঃ। কৌটজেনাম্ভসা চাপি মর্দ্দয়েদ্ দিবসদ্বয়ম্॥ শিলাজতুপলান্যষ্টৌ তাবতী সিতশর্করা। ত্বক্ক্ষীরী পিপ্পলী ধাত্রী কর্কটাখ্যা পলোন্মিতা॥ নিদিগ্ধিকাফলমূলাভ্যাং পলং যুঞ্জ্যাৎ ত্রিজাতকম্। মধুনঃ পলসংযুক্তং কুর্য্যাদক্ষসমান্ গুড়ান্॥ দাড়িমাম্বুপয়ঃপক্ষি-রসতোয়সুবাসনান্। তাং ভক্ষয়িত্বাত্র পিবেন্নিরন্নো ভুক্ত এব বা॥ পাণ্ডুকুষ্ঠজ্বরপ্লীহ-তমকার্শোভগন্দরান্। পূতিবিন্মূত্রশুক্রাদি-দোষমেহমহোদরম্॥ কাসাসৃগ্রক্তপিত্তঞ্চ প্রদরং রক্তসম্ভবম্। তান্ সর্ব্বান সুতরাং হন্তি সর্ব্বদোষহরা শিবা॥

(চন্দ্রপ্রভোক্তং শিলাজতুশোধনং কার্য্যম্।)

পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা, রক্তোৎপলপত্রের ও কুড়চিছালের রসে দুই দিন মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত শিলাজতু ৮ পল, চিনি ৮ পল, বংশলোচন, পিপুল, আমলা, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারীর ফল ও মূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ এবং মধু প্রত্যেক ১ পল মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—দাড়িমের রস, দুগ্ধ, পক্ষিমাংসরস ও সুবাসিত জল। ইহাতে পাণ্ডু, অর্শঃ, ভগন্দর ও প্রদর প্রভৃতি বহু রোগের শান্তি হয়।

রত্নপ্রভা বটিকা

স্বর্ণং মৌক্তিকমভ্রঞ্চ নাগং বঙ্গঞ্চ পিত্তলম্। মাক্ষিকং রজতং বজ্রং লৌহং তালঞ্চ খর্পরম্॥ কদল্যাঃ কাকমাচ্যাশ্চ বাসকস্যোৎপলস্য চ। স্বরসেন জয়ন্ত্যাশ্চ কর্পূরসলিলেন চ॥ ভাবয়িত্বা যথাশাস্ত্রমহোরাত্রমতঃপরম্। সংমর্দ্দ্যাতন্দ্রিতঃ কূর্য্যাদ্ভিষগ্ গুঞ্জামিতা বটীঃ॥ একৈকাঞ্চ প্রযুঞ্জীত প্রাতরাশং বলাম্বুনা। উষ্ণেন পয়সা বাপি কেশরাজরসেন বা॥ ইয়ং রত্নপ্রভানাম্নী বটিকা সর্ব্বসিদ্ধিদা। সর্ব্বস্ত্রীরোগহন্ত্রী চ বল্যা বৃষ্যা রসায়নী॥

স্বর্ণ, মুক্তা, অভ্র, সীসা, বঙ্গ, পিত্তল, স্বর্ণমাক্ষিক, রৌপ্য, হীরক, লৌহ, হরিতাল ও খর্পর প্রত্যেক সমভাগে লইয়া কদলীমূল, কাকমাচী, বাসকছাল, সুঁদিফুল ও জয়ন্তীর রসে এবং কর্পূরের জলে যথাবিধি ভাবনা দিয়া এক দিবারাত্র অনবরত মর্দ্দন করত ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। বেড়েলার ক্বাথ, উষ্ণদুগ্ধ অথবা কেশুরিয়ার রসের সহিত প্রাতঃকালে সেব্য। এই বটিকা সেবনে সমস্ত স্ত্রীরোগের নাশ এবং বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

অশোক-ঘৃতম্

অশোকবল্কলপ্রস্থং তোয়াঢ়কবিপাচিতম্। পাদশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং জীরকক্বাথসংযুতম॥ তণ্ডুলাম্বু ত্বজাক্ষীরং ঘৃততুল্যং প্রদাপয়েৎ। তথৈব কেশরাজস্য প্রস্থমেকং ভিষগ্বরঃ॥ জীবনীয়ৈঃ পিয়ালৈস্তু পারুষৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ। ষষ্ট্যাহ্বাশোকমূলঞ্চ মৃদ্বীকা চ শতাবরী॥ তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ কল্কৈরেভিঃ পলার্দ্ধকৈঃ। শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ॥ পুষ্যাযোগেন তৎ সর্পিঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। পীতমেতদ্ ঘৃতং হন্তি সর্ব্বদোষসমুদ্ভবম্॥ শ্বেতং নীলং তথা কৃষ্ণং প্রদরং হন্তি দুস্তরম্। কুক্ষিশূলং কটীশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥ মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুং কৃশতাং শ্বাসকামলাম্। আয়ুঃপুষ্টিকরং বৃষ্যং বলবর্ণপ্রসাদনম্। দেয়মেতং পরং সর্পির্বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—অশোকমূলের ছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। জীরা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। শালিতণ্ডুলোদক ৪ সের। ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কেশুরিয়ার রস ৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালসার (অথবা পিয়ালবীজ), ফল্‌সাফল, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অশোকমূল, দ্রাক্ষা, শতমূলী ও লালনটের মূল প্রত্যেক ৪ তোলা। পুষ্যানক্ষত্রে এই ঘৃত পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি ১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার দোষজাত শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রদর ও তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব, কুক্ষিশূল, কটীশূল, যোনিশূল ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি প্রশমিত হয়। ইহা আয়ুবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বর্ণপ্রসাদক।

ন্যগ্রোধাদ্যং ঘৃতম্

ন্যগ্রোধাশ্বত্থপার্থামৃতবৃষকটুকাপ্লক্ষজম্বুপিয়ালাঃ শ্যোনাকোডুম্বরাখ্যামধুকতরুবলাবেতসং কেন্দুনীপৌ। রোহীতং পীতসারং বিধিবিহিতহৃতং সর্ব্বমেষাং তরূণাং প্রত্যেকং বল্কলং তদ্‌যুগপলমখিলং ক্ষোদয়িত্বা ভিষগ্‌ভিঃ॥ ক্বাথং দ্রোণাম্ভসা তদ্‌দৃঢ়বিমলকটাহেঽপি পাদাবশেষং সর্পিঃপ্রস্থন্তু পাচ্যং পচনকুশলিনা মন্দমন্দানলেন। প্রস্থং ধাত্রীরসানাং বিধিবিহিতজলপ্রস্থমেকঞ্চ শালের্দত্ত্বা ত্র্যক্ষস্তু কল্কং মধুকমপি মধোঃ পুষ্পখর্জ্জুরদার্ব্বী॥ জীবন্তীকাশ্মরীণাং ফলমপি যুগলং ক্ষীরকাকোলিযুগ্মং রক্তাখ্যং চন্দনং যৎ তদপরমমলঞ্চাঞ্জনং শারিবা চ॥ ন্যগ্রোধাদ্যং ঘৃতং হ্যেতদ্ দেহং প্রাপ্যামৃতায়তে। দুস্তরং প্রদরং হন্তি নীলং রক্তং সিতাসিতম্॥ যোনিশূলং কুক্ষিশূলং বস্তিশূলং সুদুঃসহম্। অঙ্গদাহং যোনিদাহমক্ষিকুক্ষিভবঞ্চ যম্। মন্দদৃষ্টিমশ্রুপাতং তিমিরং বাতসম্ভবম্। আধ্মনানাহশূলঘ্নং বাতপিত্তপ্রকোপজিৎ॥ অম্লপিত্তঞ্চ পিত্তঞ্চ যোনিরোগং বিনাশয়েৎ। দৃষ্টিপ্রসাদজননং বলবর্ণাগ্নিকারকম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—বট, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন, গুলঞ্চ, বাসক, কটুকী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, শোনা, যজ্ঞডুমুর, মৌল, বেড়েলা, বেত, গাব, কদম, রোহীতক ও পীতশাল ইহাদের প্রত্যেক ছাল ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। শালিতণ্ডুল ধৌত করিয়া সেই জল ৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মৌলফুল, পিণ্ডখর্জ্জুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তীফল, গাম্ভারীফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রসাঞ্জন ও অনন্তমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। একত্র মন্দাগ্নিতে পাক করিবে। ইহা পান করিলে নানাবিধ প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, গাত্রদাহ ও যোনিদাহ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া দৃষ্টি প্রসন্ন এবং বল বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

সিতকল্যাণকং ঘৃতম্

কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমো রক্তশালয়ঃ। মুদ্গাপর্ণী পয়স্যা চ কাশ্মরী মধুযষ্টিকা॥ বলাতিবলয়োর্মূলমুৎপলং তালমস্তকম্। বিদারী শতপুত্রী চ শালপর্ণী সজীরকা॥ ফলং ত্রপুষবীজানি প্রত্যগ্রং কদলীফলম্। এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্॥ পানীয়ং দ্বিগুণং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। প্রদরে রক্তগুল্মে চ রক্তপিত্তে হলীমকে॥ বহুরূপঞ্চ যৎ পিত্তং কামলায়াঞ্চ শোণিতে। অরোচকে জ্বরে জীর্ণে পাণ্ডুরোগে মদে ভ্রমে॥ তরুণী যাল্পপুষ্পা চ যা চ গর্ভং ন বিন্দতি। অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং ভবতি প্রীতিবর্দ্ধনম্॥

ঘৃত ৪ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, গোধূম, রক্তশালি (দাউদখানি), মুগানী, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, নীলসুঁদি, তালের মাথী, ভুমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপাণি, জীরা, ত্রিফলা, কাঁকুড়বীজ ও কাঁচাকলা প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকার্থ জল ৮ সের। এই ঘৃত পানে প্রদর, রক্তগুল্ম, রক্তপিত্ত, অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট এবং পুষ্পহীনা যুবতী ঋতুমতী হইয়া থাকে।

বিশ্ববল্লভং ঘৃতম্

কেশরাজস্য নির্গুণ্ড্যাঃ শতাবর্য্যাঃ কুশস্য চ। বিদার্য্যাঃ স্বরসেনাপি চ্ছাগনে পয়সা তথা॥ কল্কৈর্দাড়িমবিল্বাব্দৈর্লবঙ্গৈলাফলত্রিকৈঃ। মহতা পঞ্চমূলেন দ্রাক্ষাচন্দনচম্পকৈঃ॥ নিশাদারুনিশাভ্যাঞ্চ বহ্নিনা লবণৈরপি। তোয়পিষ্টৈঃ পচেৎ সর্পিঃ পাত্রে মৃৎপরিনির্ম্মিতে॥ বিশ্ববল্লভনামেদং ঘৃতং স্ত্রীগদসূদনম্। বল্যং রসায়নং বৃষ্যং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্॥

গব্যঘৃত ৪ সের। কেশুরিয়া, নিসিন্দা, শতমূলী, কুশ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের স্বরস প্রত্যেক ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—দাড়িমফলের খোলা, বেলশুঁঠ, মুতা, লবঙ্গ, এলাইচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেলছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারীছাল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, চাঁপাছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিতামূল ও পঞ্চলবণ মিলিত ১ সের। মৃৎপাত্রে যথাবিধি পাক করিবে। ।।০ তোলা হইতে ১ তোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবনীয়। এই ঘৃত বলকর, রসায়ন, বৃষ্য, বালকদিগের অঙ্গপোষক এবং বিবিধ স্ত্রীরোগনাশক।

মুদ্গাদ্যং ঘৃতম্

মুদ্গামাষস্য নির্য্যূহে রাস্নাচিত্রকনাগরৈঃ। সিদ্ধং সপিপ্পলীবিল্বৈঃ সর্পিঃ শ্রেষ্ঠমসৃগ্দরে॥

মুগ ও মাষকলাইয়ের ক্বাথ এবং রাস্না, চিতা, শুঁঠ, পিপুল ও বেলশুঁঠ, ইহাদের কল্ক সহ যথাবিধানে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত অসৃগ্দরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বৃহচ্ছতাবরীঘৃতম্

শতাবরীরসপ্রস্থং ক্ষোদয়িত্বাবপীড়য়েৎ। ঘৃতপ্রস্থসমাযুক্তং ক্ষীরং দ্বিগুণিতং ভিষক্॥ অত্র কল্কানিমান্ দদ্যাৎ স্থূলোডুম্বরসম্মিতান্। জীবনীয়ানি যান্যষ্টৌ যষ্টিপদ্মকচন্দনৈঃ॥ শ্বদংষ্ট্রা চাত্মগুপ্তা চ বলা নাগবলা তথা। শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বিদারী শারিবাদ্বয়ম্॥ শর্করা চ সমা দেয়া কাশ্মর্য্যাশ্চ ফলানি চ। সম্যক্‌সিদ্ধন্তু বিজ্ঞায় তদ্‌ঘৃতঞ্চাবতারয়েৎ॥ রক্তপিত্তবিকারেষু বাতপিত্তকৃতেষু চ। বাতরক্তং ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাং কাসঞ্চ দুস্তরম্॥ অহৃগদাহং শিরোদাহং রক্তপিত্তসমুদ্ভবম্ অসৃগ্‌দরং সর্ব্বভবং মূত্রকৃচ্ছ্রং সুদারুণম্॥ এতান্ রোগান্ শময়তি ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

(স্থূলোডুম্বরসম্মিতানিতি প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতান্ ইত্যর্থঃ। চক্রটীকা।)

ঘৃত ৪ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। দুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, গোক্ষুর, আল্‌কুশীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, শালপাণি, চাকুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, শ্যামালতা, গাম্ভারীফল ও চিনি প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত যথাবিধানে পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদর, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, কাস, হিক্কা ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

হয়মারাদি তৈলম্

হয়মারামৃতাব্যোষ-সিন্ধুত্থৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ। ত্রিবৃদ্দন্তীনিশাভিশ্চ পথ্যাকট্‌ফলমুস্তকৈঃ॥ ইন্দ্রবারুণিকাপাঠা-নাগকেশরচিত্রকৈঃ। সিদ্ধং তৈলং নিহন্ত্যাশু যোনিকণ্ডুং সুদারুণাম্॥ ভগাঙ্কুরস্য সংবৃদ্ধিং স্মরোন্মাদঞ্চ যোষিতাম্। যোনিব্রণঞ্চ তৎক্লেদং তদর্শাংসি চ সর্ব্বথা॥

(তৈলমত্র সার্ষপং বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ।)

সর্ষপ তৈল ৪ সের। কল্কার্থ—করবীর মূল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, রসাঞ্জন, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হরিদ্রা, হরীতকী, কট্‌ফল, মুতা, রাখালশশার মূল, আক্‌নাদি, নাগেশ্বর ও চিতামূল মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল যোনিতে মর্দ্দন করিলে যোনিকণ্ডূ, ভগাঙ্কুরবৃদ্ধি, স্মরোন্মাদ, যোনিক্ষত, যোনিক্লেদ ও যোন্যর্শঃ প্রশমিত হয়।

প্রিয়ঙ্গ্বাদি তৈলম্

প্রিয়ঙ্গ্বুৎপলযষ্ট্যাহ্ব-ফলত্রিকরসাঞ্জনৈঃ। চন্দনদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা-শতাহ্বাসর্জ্জসৈন্ধবৈঃ॥ মুস্তমোচরসানন্তা-বায়সীবিল্ববালকৈঃ। কল্কৈঃ করিকণাকৃষ্ণা-কাকোলীযুগলৈস্তথা॥ গন্ধদ্রব্যৈশ্চ নিখিলৈশ্ছাগীক্ষীরেণ মস্তুনা। দার্ব্বীক্বাথেন চ পচেৎ তৈলং তিলসমুদ্ভবম্॥ প্রিয়ঙ্গ্বাদ্যমিদং তৈলং প্রদরং যোনিজান্ গদান্। গ্রহণীমতিসারঞ্চ হন্যাদ্ গর্ভস্য রক্ষণম্॥

তিলতৈল ৪ সের। ছাগদুগ্ধ, দধির মাত ও দারুহরিদ্রার ক্বাথ প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ—প্রিয়ঙ্গু, সুঁদিমূল, যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, শুল্‌ফা, ধূনা, সৈন্ধব, মুতা, মোচরস, অনন্তমূল, কাকমাচী, বেলশুঁঠ, বালা, গজপিপুল, পিপুল, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী মিলিত ১ সের। কল্ক পাক করিয়া যথাবিধি গন্ধদ্রব্য পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে প্রদর, যোনিব্যাপৎ, গ্রহণী ও অতিসার রোগের শান্তি হয়। ইহা উত্তম গর্ভসংস্থাপক।

হিঙ্গ্বাদি তৈলম্

হিঙ্গুকাশীসসিন্ধূত্থৈঃ শুণ্ঠীপত্রকচিত্রকৈঃ। সহাসারাহ্বিফেনেন্দু-ক্ষারত্রয়নিশাযুগৈঃ॥ বিপক্বং সার্ষপং তৈলং পুষ্পসংজননং পরম্। রজঃকৃচ্ছ্রহরঞ্চাপি যোনিশূলনিসূদনম্॥

সর্ষপতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—হিং, হিরাকস্, সৈন্ধবলবণ, শুঁঠ, তেজপত্র, চিতামূল, মুসব্বর, সমুদ্রফেন, কর্পূর, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত ১ সের। যথানিয়মে পাক করিবে। এই তৈল রজঃপ্রবর্ত্তক, রজঃকৃচ্ছ্রতানাশক ও যোনিশূল নিবারক। ইহা যোনিতে মর্দ্দনীয়।

সুধাকরতৈলম্

বলায়াঃ কেশরাজস্য দুর্ব্বায়াশ্চ ধবস্য চ। পারিভদ্রস্য পদ্মস্য স্বরসেন চ মস্তুনা॥ তণ্ডুলস্য চ তোয়েন লাক্ষায়াঃ সলিলেন চ। কাঞ্জিকেন তথা কল্কৈর্ধাত্রীধান্যকমুস্তকৈঃ॥ কাকোলীক্ষীরকাকোলী-জীবকর্ষভকোৎপলৈঃ। বাজিগন্ধাতুগাক্ষীরী-শিলাজতুরসাঞ্জনৈঃ॥ যষ্টীমধুকমঞ্জিষ্ঠা-মুরামাংসীষবাসকৈঃ। গন্ধদ্রব্যৈশ্চ নিখিলৈঃ পচেৎ তৈলং তিলোদ্ভবম্॥ সুধাকরাভিধং তৈলমেতৎ স্ত্রীগদসূদনম্। বল্যং রসায়নং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্মরদীপনম্॥

তিলতৈল ৪ সের। বেড়েলা, কেশুরিয়া, দূর্ব্বা, ধাওয়া, পালিধা ও পদ্ম ইহাদের প্রত্যেকের রস ৪ সের, দধির মাত, তণ্ডুলজল, লাক্ষার জল ও কাঁজি প্রত্যেক ৪ সের। কল্কার্থ—আমলা, ধনে, মুতা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, সুঁদিফুল, অশ্বগন্ধা, বংশলোচন, শিলাজতু, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, মুরামাংসী, জটামাংসী ও দুরালভা, মিলিত ১ সের। পাকশেষে গন্ধপাক করিবে। এই তৈল বিবিধ স্ত্রীরোগনাশক, বলকর, রসায়ন, বাজীকারক, আয়ুষ্কর ও কামোদ্দীপক।

লক্ষ্মণারিষ্টঃ

লক্ষ্মণায়াঃ পলশতং চতুর্দ্রোণজলে পচেৎ। পাদশেষে কষায়েঽস্মিন্ ক্ষিপেদ্ গুড়তুলাদ্বয়ম্॥ ধাতকীং ষোড়শপলাং মুস্তকং মধুকং বলাম্। ফলত্রয়ং নিশাদ্বন্দ্বং জীরকং চন্দনদ্বয়ম্॥ অজমোদাং যমানীঞ্চ বিল্বঞ্চ পলমানতঃ। মাসাদূর্দ্ধন্তু সিদ্ধোঽয়মরিষ্টঃ স্ত্রীগদান্তকৃৎ॥

লক্ষ্মণামূল ১২।।০ সের। পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথে গুড় ২৫ সের গুলিয়া তাহাতে ধাইফুল ২ সের এবং মুতা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বনযমানী, যমানী ও বেলশুঁঠ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া আবদ্ধমুখ মৃৎপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে কল্কাংশ ছাঁকিয়া ফেলিলেই অরিষ্ট প্রস্তুত হইবে। এই অরিষ্ট বিবিধ স্ত্রীরোগনাশক।

অশোকারিষ্টঃ

অশোকস্য তুলামেকাং চতুর্দ্রোণে জলে পচেৎ। পাদশেষে রসে পূতে সীতে পলশতদ্বয়ম্। দদ্যাদ্ গুড়স্য ধাতক্যাঃ পলষোড়শিকং মতম্। অজাজীং মুস্তকং শুণ্ঠীং দার্ব্ব্যুৎপলফলত্রিকম্॥ আম্রাস্থি জীরকং বাসাং চন্দনঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ। চূর্ণয়িত্বা পলাংশেন ততো ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥ মাসাদূর্দ্ধঞ্চ পীত্বৈনমসৃগ্দররুজাং জয়েৎ। জ্বরঞ্চ রক্তপিত্তার্শো মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্। মেহশোথা-রুচিহরস্ত্বশোকারিষ্টসংজ্ঞিতঃ॥

অশোকছাল ১২।।০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে গুড় ২৫ সের গুলিয়া দিয়া তাহাতে ধাইফুল ১৬ পল, কৃষ্ণজীরা, মুতা, শুণ্ঠী, দারুহরিদ্রা, রক্তোৎপলের মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, আমের আঁটির শস্য, জীরা, বাসকমূলের ছাল ও রক্তচন্দন, ইহাদের প্রত্যেক ১ পল চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। ভাণ্ডের মুখ বদ্ধ করিয়া ১ মাস

রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া উপযুক্ত (।৷০ পল) মাত্রায় দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলে রক্তপ্রদর, রক্তপিত্ত ও রক্তার্শঃ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

পত্রাঙ্গাসবঃ

পত্রাঙ্গং খদিরং বাসা শাল্মলীকুসুমং বলা। ভল্লাতকং সারিবে দ্বে জবাকুসুমমস্ফুটম্॥ আম্রাস্থি দার্ব্বী ভূনিম্ব আফুকফলজীরকম্। লৌহং রসাঞ্জনং বিল্বং কেশরাজস্ত্বচং তথা॥ কুঙ্কুমং দেবকুসুমং প্রত্যেকং পলসম্মিতম্॥ সর্ব্বং সুচুর্ণিতং কৃত্বা দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্॥ ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ। শর্করায়াস্তুলাং দত্ত্বা ক্ষৌদ্রস্যার্দ্ধতুলাংতথা॥ একীকৃত্য ক্ষিপেদ্ভাণ্ডে নিদধ্যান্মাসমাত্রকম্।
হন্ত্যুগ্রং প্রদরং সর্ব্বং শ্বেতারুণং সবেদনম্। জ্বরং পাণ্ডুং তথা শোথং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥

বকমকাষ্ঠ, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, শিমুলপুষ্প, বেড়েলা, ভেলার মুটি, শ্যামালতা, অনন্তমূল, জবাপুষ্পের কুঁড়ী, আমের আঁটীর শস্য, দারুহরিদ্রা, চিরতা, পোস্ত-ঢেঁড়ী, জীরা, লৌহ, রসাঞ্জন, বেলশুঁঠ, কেশুরিয়া, গুড়ত্বক্, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২।৷০ সের, মধু ৬।০ সের, জল ১২৮ সের। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র আবদ্ধমুখ পাত্রে এক মাস রাখিবে। উপযুক্ত মাত্রায় (২ তোলা) দিবসে ২।৩ বার প্রযোজ্য। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রদর, বিশেষতঃ শ্বেত ও রক্তপ্রদর এবং তৎসংযুক্ত বেদনা, জ্বর, পাণ্ডু, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি উপশমিত হইয়া থাকে।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ রক্তপিত্তেষু কীর্ত্তিতম্। প্রদরেঽপি যথাদোষং তৎ তন্নারী ভজেৎ ত্যজেৎ॥

রক্তপিত্ত অধিকারে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য বর্ণিত হইয়াছে, প্রদররোগাক্রান্ত রমণীগণ দোষানুসারে ঐসকল পথ্য সেবন এবং অপথ্য পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেঽসৃগ্দররোগাধিকারঃ।

যোনিব্যাপদধিকার

যোনিব্যাপন্নিদানম্

বিংশতির্ব্যাপদো যোনের্নির্দ্দিষ্টা রোগসংগ্রহে। মিথ্যাচারেণ তাঃ স্ত্রীণাং প্রদুষ্টেনার্ত্তবেন চ। জায়ন্তে বীজদোষাচ্চ দৈবাচ্চ শৃণু তাঃ পৃথক্॥

অনুপযুক্ত আহার-বিহার, দুষ্টরজঃ, বীজদোষ ও প্রাক্তনকর্ম্মবশতঃ স্ত্রীলোকদিগের যোনিরোগ হয়। যোনিরোগ ২০ প্রকার।

যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা

যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্যতে কর্ম্ম বাতজিৎ। বস্ত্যভ্যঙ্গপরীষেক-প্রলেপাঃ পিচুধারণম্॥

যোনিব্যাপদ্‌রোগে বায়ুনাশক চিকিৎসা, উত্তরবস্তি, অভ্যঙ্গ, পরিষেক, প্রলেপ ও পিচুধারণ (যোনিতে উপযুক্ত-তৈলাদিসিক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড ধারণ) হিতকর।

বচোপকুঞ্চিকাজাজী-কৃষ্ণাবৃষকসৈন্ধবম্। অজমোদাং যবক্ষারং চিত্রকং শর্করান্বিতম্॥ পিষ্টা প্রসন্নয়ালোড্য খাদেৎ তদ্ ঘৃতভর্জ্জিতম্। যোনিব্যাপত্তিহৃদ্রোগ-গুল্মার্শোবিনিবৃত্তয়ে॥

বচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, বাসকমূল, সৈন্ধব, যমানী, যবক্ষার, চিতামূল ও শর্করা, ইহাদের প্রত্যেক পেষিত ২ তোলা, ১ পোয়া প্রসন্নাতে (মদ্যবিশেষে) আলোড়িত করিয়া, ২ তোলা ঘৃতে সন্তলন করিবে। ইহা সেবন করিলে যোনিব্যাপৎ, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শঃ অচিরে নিবৃত্ত হয়।

হিংস্রাকল্কস্তু বাতার্ত্তা কোষ্ণমভ্যজ্য ধারয়েৎ। পঞ্চবল্কস্য পিত্তার্ত্তা শ্যামাদীনাং কফোত্তরা॥

বাতজ যোনিরোগে কেলেকড়ার কল্ক ঘৃতে ভাজিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিবে। পিত্তপ্রধান যোনিরোগে পঞ্চবল্কলের কল্ক ও কফজ যোনিরোগে শ্যামাদির কল্ক ধারণ করিবে।

গুড়ুচীত্রিফলাদন্তী-ক্বাথৈশ্চ পরিষেচনম্। নতবার্ত্তাকিনীকুষ্ঠ-সৈন্ধবামরদারুভিঃ॥ তৈলাৎ প্রসাধিতাদ্ধার্য্যঃ পিচুর্যোনৌ রুজাপহঃ। পিত্তলানাস্তু যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গপিচুক্রিয়াঃ। শীতাঃ পিত্তহরাঃ কার্য্যাঃ স্নেহনার্থং ঘৃতানি চ॥

গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও দন্তী ইহাদের ক্বাথে যোনি সেচন করিবে। তগরপাদুকা, বার্ত্তাকু, কুড়, সৈন্ধব ও দেবদারু, ইহাদের কল্কে তৈল পাক করিয়া যোনিতে ঐ তৈলাক্ত পিচু ধারণ করিলে যোনিশূল নিবারিত হয়। পিত্তপ্রধান যোনিরোগে পিত্তনাশক সুশীতল পরিষেক, অভ্যঙ্গ ও পিচুক্রিয়া বিধান করিবে এবং ঘৃত দ্বারা যোনি স্নিগ্ধ রাখিবে।

যোন্যাং বলাসদুষ্টায়াং সর্ব্বং রুক্ষোষ্ণমৌষধম্। পিপ্পল্যা মরিচৈর্মাষৈঃ শতাহ্বাকুষ্ঠসৈন্ধবৈঃ। বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা ধার্য্যা যোনিবিশোধিনী॥

কফদুষ্ট যোনিরোগে রুক্ষ ও উষ্ণবীর্য্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিপুল, মরিচ, মাষকলাই, শুল্‌ফা, কুড় ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলীর ন্যায় বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি যোনিতে ধারণ করিলে যোনি বিশোধিত হয়।

মূষিকমাংসসংযুক্তং তৈলমাতপভাবিতম্। অভ্যঙ্গাদ্ধন্তি যোন্যর্শঃ স্বেদস্তন্মাংসসৈন্ধবৈঃ॥

ইন্দুরের মাংস (তৈলের চতুর্থাংশ) সংযুক্ত তৈল সপ্তাহকাল রৌদ্রে ভাবিত করিয়া যোনিতে মর্দ্দন করিলে কিংবা ইন্দুরের মাংস ও সৈন্ধবলবণ এরণ্ডপত্রে স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিলে যোনি-অর্শ বিনষ্ট হয়।

গোপিত্তে মৎস্যপিত্তে বা ক্ষৌমং সপ্তাহভাবিতম্। স্রোতসাং শোধনং কণ্ডু-ক্লেদশোথহরঞ্চ তৎ॥

গোপিত্তে অথবা মৎস্যপিত্তে সূক্ষ্ম মসৃণ পট্টবস্ত্র সপ্তাহকাল ভাবিত করিয়া যোনিতে ধারণ করিবে। ইহা স্রোতঃশোধক, কণ্ডু, ক্লেদ ও শোথ নাশক।

বামিন্যাঃ পূতিযোন্যাশ্চ কর্ত্তব্যঃ স্বেদনো বিধিঃ। ক্রমঃ কার্য্যস্ততঃ স্নেহ-পিচুভিস্তর্পণং ভবেৎ॥

বামিনী ও পূতিযোনিতে (বিপ্লুতা ও পরিপ্লুতা যোনিতে) স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর ক্রমশঃ স্নেহ-পিচু দ্বারা সন্তর্পণ ক্রিয়া করিবে। (যে যোনিরোগে বায়ুর সহিত রক্তমিশ্রিত শুক্র নিঃসৃত হয়, তাহার নাম বামিনী। বিপ্লুতা যোনিতে সর্ব্বদা বেদনা থাকে। পরিপ্লুতা যোনিতে মৈথুনকালে বেদনা বোধ হয়।)

শল্লকীজিঙ্গিনীজম্বু-ধবত্বক্‌পঞ্চবল্কলৈঃ। কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহঃ পিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ॥

শল্লকী, জিঙ্গিনী, জাম এবং ধববৃক্ষ এই সমুদায়ের বল্কল ও পঞ্চবল্কল, ইহাদের চর্তুগুণ ক্বাথ-সাধিত তৈল দ্বারা পিচু ধারণ করিলে বিপ্লুতাখ্য যোনিরোগ বিনষ্ট হয়।

কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা কুষ্ঠ-পিপ্পল্যর্কাগ্রসৈন্ধবৈঃ। বস্তমূত্রকৃতা ধার্য্যা সর্ব্বঞ্চ শ্লেষ্মনুদ্ধিতম্॥ ত্রৈবৃতং স্নেহনং স্বেদ উদাবর্ত্তানিলার্ত্তিষু। তদেব চ মহাযোন্যাং স্রস্তায়াঞ্চ বিধীয়তে॥

কুড়, পিপুল, আকন্দ-পল্লব ও সৈন্ধব ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি কর্ণিনীনামক যোনিরোগ বিনষ্ট করিয়া থাকে। শ্লেষ্মনাশক ঔষধেও উক্ত রোগের শান্তি হয়। উদাবর্ত্তাখ্য যোনিরোগে ও বাতজ যোনিরোগে ত্রিবৃৎমিশ্রিত স্নেহ (অনুবাসন ও উত্তরবস্তিরূপে) ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে। মহাযোনিতে এবং স্রস্তযোনিতেও উপরোক্ত ক্রিয়া কর্ত্তব্য। (কফ ও রক্ত দ্বারা যোনিতে মাংসকন্দের ন্যায় গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কর্ণিনী কহে। উদাবর্ত্ত যোনিরোগে ফেনযুক্ত রজঃ অতিকষ্টে নির্গত হয়। অতিবিস্তৃত যোনিকে মহাযোনি কহে)।

আখোর্মাংসং সপদি বহুধা খণ্ডখণ্ডীকৃতং যৎ তৈলে পাচ্যং দ্রবতি নিয়তং যাবদেতন্ন সম্যক্। তত্তৈলাক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা হন্তি ব্রীড়াকরভগফলং মাত্র সন্দেহবুদ্ধিঃ॥

(এতন্মাংসং যাবদিতি খরত্বমাসাদ্য ন-দ্রব্যতি দ্রবতাং ন গচ্ছতি তাবদেব গালনীয়মিত্যর্থঃ। চক্রটীকা)।

ইন্দুরের সদ্যোমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তিলতৈলে পাক করিবে। মাংসসকল সম্যক্‌রূপে গলিয়া গেলে পাকশেষ করিবে। এই তৈলে বস্ত্র সিক্ত করিয়া যোনিতে সর্ব্বদা ধারণ করিলে লজ্জাজনক যোনিকন্দ (প্যাঁদ্) নিবারিত হয়।

গৈরিকাম্রাস্থিজম্ভঘ্নং রজন্যঞ্জনকট্‌ফলম্। পূরয়েদ্ যোনিমেতেষাং চূর্ণৈঃ ক্ষৌদ্রসমন্বিতৈঃ॥ ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ সক্ষৌদ্রেণ চ সেচয়েৎ। প্রমদা যোনিকন্দেন ব্যাধিনা পরিমুচ্যতে॥

গেরিমাটী, আম্রকেশী, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল, এই সমুদায়ের চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া যোনিপূরণ করিলে অথবা ত্রিফলার ক্বাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া যোনি প্রক্ষালন করিলে যোনিকন্দ বিনষ্ট হয়।

শতপুষ্পাতৈললেপাদ্বদরীদলজাৎ তথা। পেটিকামূললেপাচ্চ যোনির্ভিন্না প্রশাম্যতি॥

শুল্‌ফা কিংবা বদরীপত্র তিলতৈলসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা পেটিকামূল (পেটারীমূল) পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিদীর্ণযোনি প্রশমিত হয়।

সুষবীমূললেপেন প্রবিষ্টান্তর্বহির্ভবেৎ। যোনির্মূষবসাভ্যঙ্গান্নিঃসৃতা প্রবিশেদপি॥

করলার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয় এবং ইন্দুরের বসা মর্দ্দন করিলে বহির্গত যোনি স্বস্থানস্থ হইয়া থাকে।

লোধ্রতুম্বীফলালেপো যোনিদার্ঢ্যং করোতি চ। বেতসমূলনিঃক্বাথ-ক্ষালনেন তথৈব চ। মূষিকাবাগুলিবসা-ম্রক্ষণং যোনিদার্ঢ্যদম্॥

লোধ ও তিতলাউবীজ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা বেতমূলের ক্বাথে প্রক্ষালন করিলে কিংবা ইন্দুরের ও বাদুড়ের বসা মর্দ্দন করিলে যোনির দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

বচা নীলোৎপলং কুষ্ঠং মরিচানি তথৈব চ। অশ্বগন্ধা হরিদ্রা চ গাঢ়ীকরণমুত্তমম্॥

বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা, ইহাদিগকে সমভাগে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বা ইহাদের চূর্ণ দ্বারা অবচূর্ণন করিলে যোনির দৃঢ়তা সম্পাদন হয়।

পলাশোড়ুম্বরফলং তিলতৈলসমন্বিতম্। মধুনা যোনিমালিপ্য গাঢ়ীকরণমুত্তমম্॥

পলাশফল ও যজ্ঞডুমুর, তিলতৈল এবং মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে যোনির দৃঢ়তা হয়।

মদফলমধুকর্পূরপ্রপূরিতং ভবতি কামিনীজনস্য। চিরগলিতযৌবনস্য চ বরাঙ্গমতিগাঢ়ং সুকুমারম্॥

কস্তুরী, জায়ফল ও কর্পূর কিংবা ময়নাফল ও কর্পূর মধুর সহিত পেষণ করিয়া যোনিতে পূরণ করিলে চিরবিগলিতযৌবনা রমণীদেরও যোনি দৃঢ় ও সুকোমল হয়।

পঞ্চপল্লবযষ্ট্যাহ্ব-মালতীকুসুমৈর্ঘৃতম্। রবিপক্কমন্যথা বা যোনিগন্ধবিনাশনম্॥

পঞ্চপল্লব (আম, জাম, কদ্‌বেল, টাবালেবু ও বিল্ব ইহাদের কচিপাতা), যষ্টিমধু ও মালতীর ফুল, ইহাদের কল্কে যথোচিত মাত্রায় ঘৃত রৌদ্রসন্তাপে কিংবা অগ্নিসন্তাপে (চতুর্গুণ জল সহ) যথারীতি পাক করিয়া যোনিমধ্যে ধারণ করিলে যোনির দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

ইক্ষ্বাকুবীজদন্তীচপলাগুড়মদনকিণ্বযষ্ট্যাহ্বৈঃ। সস্নুক্‌ক্ষীরৈর্বর্ত্তির্যোনিগতা কুসুমসঞ্জননী॥
তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, ময়নাফল, সুরাবীজ ও যষ্টিমধু মিলিত ৮ মাষা, মনসা সিজের আঠা ৮ মাষা, এই সমুদায় অগ্নিতে পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি যোনিতে প্রবেশ করাইলে রজঃপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

সকাঞ্জিকং জবাপুষ্পং ভৃষ্টং জ্যোতিষ্মতীদলম্। দূর্ব্বায়াঃ পিষ্টকং প্রাশ্য বনিতা ত্বার্ত্তবং লভেৎ॥
কাঁজির সহিত পেষিত জবাপুষ্প, অথবা ঘৃতভৃষ্ট লতাফট্‌কীর পাতা, কিংবা দূর্ব্বা ও তণ্ডুলকৃত পিষ্টক সেবন করিলে স্ত্রীলোকদের রজঃপ্রবৃত্তি হয়।

পীতং জ্যোতিষ্মতীপুষ্প-স্বর্জ্জিকোগ্রাসনং ত্র্যহম্। শীতেন পয়সা পিষ্টং কুসুমং জনয়েদ্ ধ্রুবম্॥
লতাফট্‌কীর পুষ্প, স্বর্জ্জিকাক্ষার, বচ ও পীতশাল, এই সমুদায় শীতল দুগ্ধে পেষণ করিয়া ৬ দিবস সেবন করিলে আর্ত্তব নিঃসৃত হয়।

নষ্টপুষ্পান্তকো রসঃ

রসেন্দ্রগন্ধকং লৌহ-বঙ্গং সৌভাগ্যমেব চ। রজতঞ্চাভ্রতাম্রঞ্চ। প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্॥ গুড়ূচী ত্রিফলা দন্তী শেফালী কণ্টকারিকা। দারুসৈন্ধবকুষ্ঠঞ্চ বৃহতী কাকমাচিকা॥ নতং তালীশবেত্রাগ্রং শ্বদংষ্ট্রা বৃষকং বলা। এতেষাং স্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিবারঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥ জীবন্তীং মধুকং দন্তীং লবঙ্গং বংশলোচনাম্। রাস্নাং গোক্ষুরবীজঞ্চ শাণমানং বিচূর্ণয়েৎ॥ সর্ব্বমেকীকৃতং পেষ্যং জয়ন্তী-তুলসীরসৈঃ। মর্দ্দয়িত্বা বটীং কুর্য্যান্নষ্টপুষ্পকযোষিতে॥ নষ্টপুষ্পে নষ্টশুক্রে যোনিশূলে চ শস্যতে। ঋতুশূলে ক্লেদযোন্যাং বিশেষে চামমারুতে। এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, সোহাগার খৈ, রৌপ্য, অভ্র, তাম্র প্রত্যেক ১ পল। এই সকল দ্রব্য গুলঞ্চ, ত্রিফলা, দন্তী, শেফালীপত্র, কণ্টকারী, দেবদারু, সৈন্ধবলবণ, কুড়, বৃহতী, কাকমাচী, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, বেতাগ্র, গোক্ষুর, বাসক ও বেড়েলা ইহাদের যথাসম্ভব ক্বাথে বা স্বরসে পৃথক্ ৩ বার ভাবনা দিবে। পরে জীবন্তী, যষ্টিমধু, দন্তী, লবঙ্গ, বংশলোচন, রাস্না ও গোক্ষুরবীজ ইহাদের প্রত্যেক ।।০ তোলা পরিমিত চূর্ণ ইহার সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া পুনশ্চ জয়ন্তী ও তুলসীর স্বরসে ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। ইহা নষ্টপুষ্প, নষ্টশুক্র ও যোনিশূল প্রভৃতির মহৌষধ।

ফলঘৃতম্

ত্রিফলাং দ্বে সহচরে গুড়ূচীং সপুনর্নবাম্। শুকনাসাং হরিদ্রে দ্বে রাস্নাং মেদাং শতাবরীম্॥ কল্কীকৃত্য ঘৃতপ্রস্থং পচেৎ ক্ষীরচতুর্গুণম্। তৎ সিদ্ধং প্রপিবেন্নারী যোনিশূলনিপীড়িতা॥ পিণ্ডিতা চলিতা যা চ নিঃসৃতা বিবৃতা চ যা। পিত্তযোনিশ্চ বিস্রস্তা ষণ্ডযোনিশ্চ যা স্মৃতা॥ প্রপদ্যন্তে তু তাঃ স্থানং গর্ভং গৃহ্ণন্তি চাসকৃৎ। এতৎ ফলঘৃতং নাম যোনিদোষহরং পরম্॥
(শুকনাসা চর্ম্মকারপুটক ইতি চক্রটীকা।)

ত্রিফলা, নীলঝিণ্টী, পীতঝিণ্টী, গুলঞ্চ, পুনর্নবা, চর্ম্মকার পুটক, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, রাস্না, মেদ ও শতমূলী ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ দুগ্ধে ৪ সের ঘৃত যথাবিধানে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে যোনিশূল নিবারিত হয়। পরন্তু পিণ্ডিতা, চলিতা, বহির্গতা, অভ্যন্তরগতা, পিত্তলা, শিথিলা যোনি ও ষণ্ডযোনি স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয় এবং গর্ভোৎপত্তির ব্যাঘাত দূরীভূত হইয়া থাকে। (যে স্ত্রীর ঋতু হয় না, স্তন অতি অল্প উঠে, এবং মৈথুনকালে যোনি খরস্পর্শ বোধ হয়, তাহার যোনিকে ষণ্ডযোনি কহে।)

ফলকল্যাণ-ঘৃতম

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলা শর্করা বলা। মেদা পয়স্যা কাকোলী মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্॥ অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গুকং কটুরোহিণী। উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকোলীচন্দনদ্বয়ম্॥ এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। শতাবরীরসক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ং চতুর্গুণম্॥ সর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষু বৃষায়তে। পুত্রান্ সঞ্জনয়েন্নারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্॥ যা চৈবাস্থিরগর্ভা স্যাদ্ যা চ বা জনয়েন্মৃতম্। অল্পায়ুষং বা জনয়েদ্ যা চ কন্যাং প্রসূয়তে॥ যোনিদোষে রজোদোষে পরিস্রাবে চ শস্যতে। প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্॥ নাম্না ফলঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্।॥ অনুক্তং লক্ষ্মণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ॥ জীবদ্বৎসৈকবর্ণায়া ঘৃতমত্র তু গৃহ্যতে। আরণ্যগোময়েনাপি বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে॥

জীবদ্বৎসা গাভীর দুগ্ধজাত ঘৃত ৪ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, ত্রিফলা, চিনি, বেড়েলামূল, মেদা, ক্ষীরবিদারী (কাল ভূঁইকুমড়া), ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধামূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিঙ্গু, কট্‌কী, রক্তোৎপল, কুমুদ, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ও লক্ষ্মণামূল প্রত্যেক ২ তোলা। বনঘুঁটের আগুনে যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত পান করিলে পুরুষের বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয় এবং স্ত্রীলোকের যোনিদোষ ও গর্ভদোষ নিরাকৃত হইয়া আয়ুঃশালী, বলবান্ ও রূপবান্ পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

সোমঘৃতম্

সিদ্ধার্থকং বচা ব্রহ্মী শঙ্খপুষ্পী পুনর্নবা। পয়স্যামযষ্ট্যাহ্বং কটুকা চ ফলত্রয়ম্॥ শারিবে রজনী পাঠা ভৃঙ্গদারুসুবর্চ্চলাঃ। মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্যামা বৃষপুষ্পং সগৈরিকম্॥ ধীমান্ পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং সম্যঙ্ মন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্। দ্বিমাসগর্ভিণীং নারীং ষণ্মাসানুপযোজয়েৎ॥ যোনিদুষ্টাশ্চ বা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ। স্ত্রীণাং পুংসাং দোষহরং ঘৃতমেতদনুত্তমম্॥ বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমানিনম্। জড়গদ্গদমূকত্বং পানাদেবাপকর্ষতি॥ সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ নরঃ শ্রুতিধরো ভবেৎ। নাগ্নির্দহতি তদ্বেশ্ম ন বজ্রমুপহন্তি চ। ন তত্র ম্রিয়তে বালো যত্রাস্তে সোমসংজ্ঞিতম্॥

(কটুকা চ ফলত্রয়মিত্যত্র কটুকৈলাফলত্রয়মিতি পাঠঃ প্রাচীনসম্মতঃ। অত্র ফলত্রয়ং দ্রাক্ষা-কাশ্মরী-পরুষকাণি। শ্যামা প্রিয়ঙ্গুঃ শেষং সুবোধম্। কল্কার্থং প্রতি ২ তোলা ৩ মাষকম্। মন্ত্রশ্চ গায়ত্রী। যদাহ সুশ্রুতঃ—যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেষু যেষু সাধনৈঃ। সর্ব্বত্র গদিতা তত্র গায়ত্রী ফলসিদ্ধিদা॥)

গব্যঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—শ্বেতসর্ষপ, বচ, ব্রহ্মীশাক, শঙ্খপুষ্পী, পুনর্নবা, ক্ষীরকাকোলী, কুড়, যষ্টিমধু, কট্‌কী, দ্রাক্ষা, গাম্ভারীফল, ফল্‌সাফল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, আক্‌নাদি, গুড়ত্বক্, দেবদারু, সচললবণ, মঞ্জিষ্ঠা, ত্রিফলা, প্রিয়ঙ্গু, বাসকপুষ্প ও গেরিমাটী, মিলিত ১ সের। গর্ভসঞ্চারের দ্বিতীয় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়মাস পর্য্যন্ত সেব্য। ইহা সেবনে গর্ভের সমস্ত দোষ ও যোনিদোষ নিরাকৃত হইয়া বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

নীলোৎপলাদ্যং ঘৃতম্

নীলোৎপলোশীরমধুকযষ্টি-দ্রাক্ষাবিদারীকুশপঞ্চমূলৈঃ। স্যাজ্জীবনীয়ৈশ্চ ঘৃতং বিপক্বং শতাবরীকারস-দুগ্ধমিশ্রম্॥ তচ্ছর্করাপাদযুতং প্রশস্তমসৃগ্দরে মারুতরক্তপিত্তে। ক্ষীণে বলে রেতসি সংপ্রদুষ্টে কৃচ্ছ্রে চ পিত্তপ্রভবে চ গুল্মে॥

নীলোৎপল, বেণার মূল, মৌলফুল, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কুশাদি পঞ্চমূল ও জীবনীয়গণ, এই সমুদায়ের কল্কে, শতমূলীর স্বরসে এবং যথোপযুক্ত দুগ্ধে যথাবিধি ঘৃত পাক করিবে।

পাকান্তে ঘৃতের চতুর্থাংশ চিনি ঘৃতসহ মিশ্রিত করিবে। রক্তপ্রদর, বাতাধিক্য, রক্তপিত্ত, ক্ষীণবল প্রদুষ্ট শুক্র ও কষ্টসাধ্য পিত্তগুল্মে এই ঘৃত অতি প্রশস্ত।

বৃহচ্ছতাবরীঘৃতম্

শতাবরীমূলতুলাশ্চতস্রঃ সম্প্রপীড়য়েৎ। রসেন ক্ষীরতুল্যেন পচেৎ তেন ঘৃতাঢ়কম্॥ জীবনীয়ৈঃ শতাবর্য্যা মৃদ্বীকাভিঃ পরূষকৈঃ। পিষ্টৈঃ পিয়ালৈশ্চাক্ষাংশৈর্দ্বিযষ্টীমধুকৈর্ভিষক্॥ সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ পিপ্পল্যাশ্চ পলাষ্টকম্। দত্ত্বা দশপলঞ্চাত্র সিতায়াস্তদ্বিমিশ্রিতম্॥ ব্রাহ্মণান্ প্রাশয়েৎ পূর্ব্বং লিহ্যাৎ পাণিতলং ততঃ। যোন্যসৃক্‌শুক্রদোষঘ্নং বৃষ্যং পুংসবনঞ্চ তৎ॥ ক্ষতক্ষয়ং রক্তপিত্তং কাসং শ্বাসং হলীমকম্। কামলাং বাতরক্তঞ্চ বিসর্পং হৃচ্ছিরোগ্রহম্। উন্মাদাদীনপস্মারান্ বাতপিত্তাত্মকান্ জয়েৎ॥

৫০ সের শতমূলী নিষ্পীড়িত করিয়া তাহার স্বরস ও তৎসমান দুগ্ধ এবং জীবনীয়দশক, শতমূলী, দ্রাক্ষা, ফল্‌সা ও পিয়াল প্রত্যেক ২ তোলা ও যষ্টিমধু (কেহ বলেন, স্থলজ জলজভেদে দ্বিবিধ যষ্টিমধু) ৪ তোলা এই সকল কল্ক, ইহাদের সহিত ১৬ সের ঘৃত যথাবিধি পাক করিবে। পাক শেষ হইলে নামাইয়া ঘৃত বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে, শীতল হইলে তাহাতে ৮ পল মধু, ৮ পল পিপুলচূর্ণ ও ১০ পল চিনি মিশ্রিত করিবে। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, পরে ২ তোলা পরিমাণে ঐ ঘৃত রোগিকে পান করিতে দিবে। ইহা রজোদুষ্টি ও শুক্রদোষনাশক এবং শুক্রকর এবং পুত্রপ্রদ। ইহা দ্বারা ক্ষত, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, হলীমক, কামলা, বাতরক্ত, বিসর্প, হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, উন্মাদ ও অপস্মারাদির নিবারক হয়।

বন্ধ্যা-নিদানম্

ভেদা বন্ধ্যাবলানাং হি নবধা পরিকীর্ত্তিতঃ। তত্রাদিবন্ধ্যা প্রথমা পাপকর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ॥ রক্তেন চ পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈঃ পঞ্চধা ভবেৎ। ভূতদেবোপচারৈশ্চ ত্রিধা বন্ধ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। পুমানপি ভবেদ্‌বন্ধ্যো দোষৈরেতৈশ্চ শুক্রতঃ॥

বায়ু, পিত্ত, কফ, ত্রিদোষ, রক্তদোষ, ভূতগ্রহ, দেবগ্রহ, উপচার ও পাপকর্ম্মবশতঃ স্ত্রীলোকদিগের বন্ধ্যরোগ জন্মে। বন্ধ্যরোগ নয় প্রকার। এই সকল কারণে এবং শুক্রদোষবশতঃ পুরুষদিগেরও বন্ধ্যরোগ হয়।

বন্ধ্যাচিকিৎসা

পুষ্যোদ্ধৃতং লক্ষ্মণায়াশ্চক্রাঙ্গায়াস্তু কন্যায়া। পিষ্টং মূলং দুগ্ধঘৃত-পীতমৃতৌ তু পুত্রদম্॥

পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত চক্রাঙ্গলক্ষ্মণার মূল ও ঘৃতকুমারীর মূল পেষণ করিয়া দুগ্ধ কিংবা ঘৃতের সহিত ঋতুস্নানান্তর তিন দিবস সেবন করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

ক্বাথেন হয়গন্ধায়াঃ সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ। ঋতুস্নাতাবলা পীত্বা ধত্তে গর্ভং ন সংশয়ঃ॥

অশ্বগন্ধার ক্বাথে দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ঘৃত প্রক্ষেপ দিবে, ঋতুস্নানান্তে ইহা সেবন করিলে নিশ্চয়ই গর্ভধারণ হয়।

পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং কেশরং তথা। ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্॥

পিপুল, শুঁঠ, মরিচ ও নাগেশ্বর, এই সমুদায় পেষণ করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যা স্ত্রী-ও পুত্র প্রসব করে।

সুবর্ণস্য রূপ্যকস্য চূর্ণে তাম্রস্য চাজ্যসংমিশ্রে। পীতে শুদ্ধে ক্ষেত্রে ভেষজযোগাদ্ভবেদ্ গর্ভঃ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ইহাদের প্রত্যেকের ১ মাষা চূর্ণ ২ তোলা ঘৃতসহ সেবন করিলে গর্ভাশয় বিশুদ্ধ হইয়া গর্ভসঞ্চার হয়।

বলা সিতাঢ্যা মধুকং বলা চ শুঙ্গং বটোত্থং গজকেশরঞ্চ। এতন্মধুক্ষীরঘৃতৈর্নিপীতং বন্ধ্যা সুপুত্রং নিয়তং প্রসূতে॥

বেড়েলা, চিনি, যষ্টিমধু, রক্তবেড়েলা, বটের শুঙ্গ, নাগকেশর, এই সমুদায় মধুতে পেষণ করিয়া দুগ্ধ ও ঘৃতসহ সেবন করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীদেরও পুত্র হইয়া থাকে।

কুরণ্টমূলং ধাতক্যাঃ কুসুমানি বটাঙ্কুরাঃ। নীলোৎপলং পয়োযুক্তমেতদ্ গর্ভপ্রদং ধ্রুবম্॥

পীতঝিণ্টীর মূল, ধাইফুল, বটাঙ্কুর ও নীলোৎপল, এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া দুগ্ধসহ সেবন করিলে নিশ্চয়ই রমণীদের গর্ভসঞ্চার হয়।

যাঽবলা পিবতি পার্শ্বপিপ্পলং জীরকেণ সহিতং হিতাশিনী। শ্বেতয়া বিশিখপুঙ্খয়া যুতং সা সুতং জনয়তীহ নান্যথা॥

যে অবলা হরীতকী (বা পরেশ-পিপুল), জীরা ও শ্বেতপুষ্প-শরপুঙ্খা, এই সমুদায় দ্রব্য পেষণ করিয়া সেবন এবং হিতকর পথ্য ভোজন করে, তাহার নিশ্চয়ই সন্তান জন্মিয়া থাকে।

পত্রমেকং পলাশস্য পিষ্টা দুগ্ধেন গর্ভিণী। পীত্বা পুত্রমবাপ্নোতি বীর্য্যবন্তং ন সংশয়ঃ॥ শূকশিম্বীমূলং মধ্যং বা দধিফলস্য সপয়স্কম্। পীত্বাথো ভবলিঙ্গীবীজং কন্যাং ন সূতে স্ত্রী॥

পলাশের একটি পাতা দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেবন করিলে বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপন্ন হয়। শূকশিম্বীমূল, কয়েৎবেলের মজ্জা ও ভবলিঙ্গীবীজ একত্র দুগ্ধে পেষণ করিয়া সেবন করিলে রমণীদের গর্ভে কন্যা না জন্মিয়া কেবল পুত্রই জন্মিয়া থাকে।

কৃত্বা শুদ্ধৌ স্নানং বিলঙ্ঘ্য দিবসান্তরে ততঃ প্রাতঃ। স্নাত্বা দ্বিজায় দত্ত্বা ভক্ত্যা সংপূজ্য লোকনাথেশম্॥ শ্বেতবলাঙ্ঘ্রি যষ্টিং কর্ষং কর্ষং পলন্তু শর্করায়াঃ। পিষ্টৈকবর্ণজীবদ্বৎসায়া গোস্তু দুগ্ধেন॥ সমধিকঘৃতেন পীতং নাত্র দিনে দেয়মন্নমন্যচ্চ। ক্ষুধিতে সদুগ্ধমন্নং দদ্যাদা পুরুষসন্নিধেস্তস্যাঃ॥ সমদিবসে শুভযোগে দক্ষিণপার্শ্বাবলম্বিনী ধীরা। ত্যক্তস্ত্র্যন্তরসঙ্গপ্রহৃষ্টমনসোঽতিবৃদ্ধধাতোঃ॥ পুরুষস্য সঙ্গমাত্রাল্লভতে পুত্রং ততো নিয়তম্॥

যোনিদোষরহিতা নারী ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান ও উপবাস করিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে স্নানান্তে সূর্য্যের পূজা ও ব্রাহ্মণকে দান করিয়া শ্বেতবেড়েলা মূল ২ তোলা, যষ্টিমধু ২ তোলা ও চিনি ৮ তোলা একবর্ণা ও জীবিতবৎসা গাভীর দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রচুর ঘৃতের সহিত তাহা পান করিবেন, অন্য কিছু আহার করিবেন না। পরে স্বামিসহবাসের দিবস পর্য্যন্ত অল্পপরিমাণে কেবল দুগ্ধ ও অন্নমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবেন। পরে প্রশস্ত যুগ্মদিবসে পবিত্রাচার ও শুক্রবান্ স্বামীর সহিত সঙ্গত হইলে গর্ভোৎপত্তি হইবে।

গোষ্ঠজাতবটস্য প্রাগুত্তরশাখজে শুভে। শুঙ্গে মাষৌ তথা গৌরসর্ষপৌ দধিযোজিতৌ। পুষ্যপীতৌ দ্রুতাপন্নগর্ভায়াঃ পুত্রকারকৌ॥

(দ্রুতাপন্নগর্ভায়া ইতি যাবৎ স্ত্রীত্বং পুংস্বং বা গর্ভস্য ন ব্যক্তীভূতমস্তি তাবদেব ইদং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। অঙ্গাভিব্যক্তিস্তু তৃতীয় মাসে ভবতীতি মাসদ্বয়ং যাবৎ পুংসবনকর্ম্ম কুর্য্যাদিতি ভাবঃ। ইদং কর্ম্ম লিঙ্গপরাবৃত্তিকারকং ভবতীতি জ্ঞাপনার্থং দ্রুতাপন্নগর্ভায়া ইত্যুক্তমিতি চক্রটীকা।)

পুষ্যানক্ষত্রে গোষ্ঠজাত বটবৃক্ষের ঈশান কোণের শাখাস্থ শুঙ্গাদ্বয়, দুইটি মাষকলাই, দুইটি শ্বেতসর্ষপ ও দধির সহিত ভক্ষণ করিলে পুত্র উৎপন্ন হয়।

লক্ষ্মণালৌহম্

লক্ষ্মণাহস্তিকর্ণাভ্যাং ত্রিকত্রয়সমন্বয়াৎ। অশ্বগন্ধাসমাযোগাল্লৌহং পুংসবনং মতম্॥ পুত্রোৎপত্তিকরং বৃষ্যং কন্যাসূতিনিবর্ত্তকম্। কৃশস্য বলদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বাময়হরং পরম্॥

লক্ষ্মণামূল, হস্তিকর্ণপলাশমূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ (বিড়ঙ্গ, চিতামূল, মুতা) ও অশ্বগন্ধামূল, প্রত্যেক ১ তোলা এবং লৌহ ১২ তোলা, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিবে (ঘৃত ও মধুর সহিত সেব্য। ঔষধসেবনান্তে চিনির সহিত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য)। ইহা সেবন করিলে কন্যাপ্রসব নিবৃত্ত হইয়া পুত্র উৎপন্ন হয়। ইহা বিশেষ বলকারক।

কুমারকল্পদ্রুমং ঘৃতম্

পঞ্চাশচ্ছাগমাংসস্য দশমূল্যাস্তথৈব চ। জলমষ্টগুণং দত্ত্বা ক্বাথেন মৃদুনাগ্নিনা॥ চতুর্ভাগাবশেষঞ্চ ক্বাথং গৃহ্যাৎ প্রযত্নতঃ। গব্যং প্রস্থদ্বয়ং সর্পির্গৃহ্ণীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥ ক্ষীরং ঘৃতসমং দদ্যান্নারায়ণ্যা রসং তথা। তাম্রে বা মৃন্ময়ে পাত্রে তদেকত্র পচেচ্ছনৈঃ॥ কুষ্ঠং শঠী চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভকৌ তথা। প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা দারু পত্রমেলা শতাবরী॥ কাশ্মরী মধুকং ক্ষীরকাকোলী মুস্তমুৎপলম্। জীবন্তী চন্দনঞ্চৈব কাকোলী শারিবাযুগম্॥ শ্বেতবাট্যালজং মূলং মূলঞ্চ শরপুঙ্খজম্। বিদারীদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা পর্ণিনীদ্বয়মেব চ॥ নাগপুষ্পং তথা দারুহরিদ্রা রেণুকং তথা। জ্যোতিষ্মতীভবং মূলং শঙ্খিনী নীলিনী বচা॥ অগুরুত্বগ্‌লবঙ্গঞ্চ কুঙ্কুমং নিক্ষিপেৎ ততঃ। এতেষাং কার্ষিকং কল্কং দত্ত্বা শুভদিনে সুধীঃ॥ শুভনক্ষত্রযোগে চ সংপূজ্য গণনায়কম্। শঙ্করঞ্চ মৃড়ানীঞ্চ নমস্কৃত্যাতিভক্তিতঃ॥ পাকং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন বিজানন্ মন্ত্রপূর্ব্বকম্। সিদ্ধশীতে ক্ষিপেৎ তত্র পারদং পরিনির্ম্মলম্॥ সুজীর্ণং শোধিতঞ্চাভ্রং গন্ধকং কার্ষিকং ন্যসেৎ। ততঃ পুষ্পরসং তত্র প্রস্থার্দ্ধঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ॥ কাচসম্পুটকে বান্য-পাত্রে বা স্থাপয়েৎ সুধীঃ। পরাশরমুনিঃ প্রীতি-করুণাবারিধির্মুদা॥ বন্ধ্যাময়বিনাশায় শিশুকল্পদ্রুমং ঘৃতম্। চকারাস্য প্রসাদেন জন্মবন্ধ্যা লভেৎ সুতম্॥ খাদেৎ কর্ষদ্বয়ং সর্পির্দত্ত্বা বিপ্রায় সাদরম্। অনুপানং প্রকুর্ব্বীত পয়শ্ছাগং বিশেষতঃ॥ গব্যং বাপি পিবেৎ ক্ষীরং শীতং পলযুগং তথা। ঘৃতস্যাস্য সুসিদ্ধস্য গুণান্ শৃণু সমাহিতঃ॥ অস্য প্রসাদাৎ ষণ্ডোঽপি বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতান্। রজোদোষেণ যা দুষ্টা শুক্রদোষেণ যাপি চ॥ স্ত্রীভগস্থগদৈর্নৈব পীড়িতা যা চ সর্ব্বদা। যা চ পুষ্পং ন বিন্দেত ঋতুনা পীড়িতা চ যা॥ ভূত্বা ভূত্বা চ নশ্যন্তি সুতা যাসাং মুহুর্ম্মুহুঃ। অনেকৌষধযোগেণ মন্ত্রযোগেণ বা পুনঃ॥ অনেকব্রতযোগেন যাসাং পুত্রো ন জায়তে। তাসাং কামসমাঃ পুত্রা জায়ন্তে চিরজীবিনঃ॥

গব্য ঘৃত ৮ সের। ক্বাথার্থ—ছাগমাংস ৬।০ সের, দশমূল ৬।০ সের, পাকার্থ জল ১০০ সের, শেষ ২৫ সের। দুগ্ধ ৮ সের, শতমূলীর রস ৮ সের। কল্কার্থ—কুড়, শঠী, মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, ত্রিফলা, দেবদারু, তেজপত্র, এলাচ, শতমূলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী, মুতা, নীলসুঁদি, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাকোলী, শ্যামালতা, অনন্তমুল, শ্বেতবেড়েলার মূল, শরপুঙ্খমূল, দ্বিবিধ ভূমিকুষ্মাণ্ড, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুলে, শালপাণি, নাগেশ্বর, দারুহরিদ্রা, রেণুক, লতাফট্‌কীমূল, শঙ্খপুষ্পী, নীলবৃক্ষ, বচ, অগুরু, গুড়ত্বক্, লবঙ্গ ও কুঙ্কুম প্রত্যেক ২ তোলা। শুভদিনে দেবদেবীর পূজা করিয়া তাম্রময় বা মৃন্ময় পাত্রে ইহা পাক করিবে। পাকান্তে শীতল হইলে পারদ, অভ্র ও গন্ধক প্রত্যেক ২ তোলা এবং মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, অভাবে গব্যদুগ্ধ এক পোয়া। এই ঘৃত পান করিলে জন্মবন্ধ্যা স্ত্রী পুত্রবতী হয়। যাহারা রজোদোষ, শুক্রদোষ অথবা যোনিরোগে পীড়িত, একবারেই যাহাদের রজঃ হয় না, বা রজঃকালীন অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, কিংবা বারংবার সন্তান হইয়া বিনষ্ট হয় এবং

অনেক ঔষধ, মন্ত্র ও ব্রতযোগে যাহাদের পুত্র না জন্মে, এই ঘৃত পানে তাহাদের নানাবিধ স্ত্রীরোগ ও গর্ভদোষ নিবারিত হইয়া দীর্ঘজীবী, কন্দর্পতুল্য ও বলবীর্য্যাদিসম্পন্ন পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

গর্ভাজ্ঞনকভেষজমাহ

পিপ্পলীবিড়ঙ্গটঙ্গণসমচূর্ণং যা পিবেৎ পয়সা। ঋতুসময়ে ন হি তস্যা গর্ভঃ সঞ্জায়তে ক্বাপি॥
পিপুল, বিড়ঙ্গ ও সোহাগা, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ ঋতুকালীন দুগ্ধসহ সেবন করিলে রমণীদের গর্ভোৎপাদিকা শক্তি বিনষ্ট হয়।

আরনালপরিপেষিতং ত্র্যহং যা জয়াকুসুমমত্তি পুষ্পিণী। সৎপুরাণগুড়মুষ্টিসেবিনী সন্দধাতি ন হি গর্ভমঙ্গনা।
ঋতুমতী কামিনীদিগকে কাঁজি দ্বারা পেষিত জয়াপুষ্প পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করাইলে তাহারা কখনও গর্ভধারণ করে না।

পাঠাপত্রং ঋতুস্নাতা পীত্বা গর্ভং ন ধারয়েৎ॥
ঋতুস্নান করিয়া আক্‌নাদির পাতা জলে মর্দ্দন করত সেবন করিলে রমণীদের গর্ভোৎপত্তিভয় থাকে না।

ধাত্র্যর্জ্জুনাভয়াচূর্ণং তোয়পীতং রজো হরেৎ। শেলুচ্ছদমিশ্রপিষ্ট-ভক্ষণঞ্চ তদর্থকৃৎ॥
আমলকী, অর্জ্জুনছাল ও হরীতকী, ইহাদের চূর্ণ জলের সহিত ঋতুকালে সেবন করিলে অথবা চাল্‌তের পাতা-মিশ্রিত পিষ্টক সেবন করিলে রজোলোপ হয়, সুতরাং গর্ভোৎপত্তি হয় না।

রসাঞ্জনং হৈমবতী বয়ঃস্থা চূর্ণীকৃতং শীতজলেন পীতম্। রজোবিনাশং নিয়তং করোতি শঙ্কাত্র কা গর্ভসমাগসম্য॥
রসাঞ্জন, হরীতকী ও আমলকী, এই তিনটি দ্রব্য চূর্ণ করিয়া শীতল জলসহ সেবন করিলে নিয়তই রজোবিনষ্ট হয়, সুতরাং গর্ভোৎপত্তির আর সম্ভাবনা কি?

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

পৃথক্ সর্ব্বমলোত্থাসু যোনিব্যাপৎসু বিংশতৌ। বাতে পিত্তে কফে চোর্দ্ধং বিধেয়ানি পৃথক পৃথক্॥
যানি পথ্যান্যপথ্যানি তানি তানি যথামলম্। যোজয়েদ্বর্জ্জয়েচ্চাপি ক্রমেণ মতিমান্ ভিষক্॥
বায়ু, পিত্ত ও কফের পৃথক্ পৃথক্ রূপে যে সকল পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক পৃথক্ পৃথক্ দোষজাত বিংশতি প্রকার যোনিরোগে দোষানুসারে সেই সেই পথ্য সেবন এবং অপত্য বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে যোনিরোগাধিকারঃ।

গর্ভিণীরোগাধিকার

গর্ভিণ্যা গর্ভতো রক্তং স্রবেদ্ যদি মুহুর্মুহুঃ। তন্নিরোধায় সা দুগ্ধমুৎপলাদিশৃতং পিবেৎ॥
গর্ভিণীর গর্ভ হইতে বারংবার রক্তস্রাব হইলে তাহা নিবারণার্থ উৎপলাদিগণের কল্কে দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে।

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ। অশ্মন্তকঃ কৃষ্ণতিলাস্তাম্রবল্লী শতাবরী॥ বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ তথৈবোৎপলশারিবা। অনন্তশারিবা রাস্না পদ্মা মধুকমেব চ॥ বৃহতীদ্বয়কাশ্মর্য্য-ক্ষীরিশুঙ্গস্ত্বচো ঘৃতম্। পৃথক্‌পর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা মধুযষ্টিকা॥ শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকং সিতা। মাসেষু সপ্ত যোগাঃ স্যুরর্দ্ধশ্লোকাস্তু সপ্তসু। যথাক্রমং প্রযোক্তব্যা রক্তস্রাবে পয়োযুতাঃ॥
গর্ভিণীর প্রথম মাসে রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাকোলী ও দেবদারু (১); দ্বিতীয় মাসে রক্তস্রাব হইলে আমরুল, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী (২); তৃতীয় মাসে পরগাছা, ক্ষীরকাকোলী, উৎপল ও অনন্তমূল (৩); চতুর্থমাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামুনহাটী ও যষ্টিমধু (৪); পঞ্চম মাসে বৃহতী, কন্টকারী, গাম্ভারীফল, বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের বল্কল ও শুঙ্গা এবং ঘৃত (৫); ষষ্ঠ মাসে চাকুলে বেড়েলা, শজিনাবীজ, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু (৬); সপ্তম মাসে পানিফল, মৃণাল, কিস্‌মিস্, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি (৭); এই সমুদায়ের কল্ক দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

কপিত্থবিল্ববৃহতী-পটোলেক্ষুনিদিগ্ধিকাঃ। মূলানি ক্ষীরসিদ্ধানি দাপয়েদ্ ভিষগষ্টমে॥
অষ্টম মাসে রক্তস্রাব হইলে কদ্‌বেল, বেল, বৃহতী, ইক্ষু ও কন্টকারী ইহাদের মূল এবং পল্‌তা, দুগ্ধসহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে।

নবমে মধুকানন্তা-পয়স্যাশারিবাঃ পিবেৎ। পয়স্তু দশমে শুণ্ঠ্যা শৃতশীতং প্রশস্যতে॥
নবম মাসে রক্তস্রাব হইলে যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী ও শ্যামালতা, এই সমুদায় দুগ্ধসহ পাক করিয়া সেবন করিতে দিবে। দশম মাসে শুণ্ঠীসিদ্ধ শীতল দুগ্ধ সেবন করাইবে।

সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং দেবদারু চ। এবমাপ্যায়তে গর্ভস্তীব্রা রুক্ চোপশাম্যতি॥
কুশকাশোরুবুকাণাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ। শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলনুৎ পরম্॥

শুঁঠ, যষ্টিমধু ও দেবদারুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ গর্ভিণী সেবন করিলে গর্ভস্থ শিশুর বলসঞ্চয় এবং গর্ভিণীর তীব্র বেদনার শান্তি হয়। কুশমূল, কেশেমূল, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর, এই সমুদায়ের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া চিনিসহ সেবন করিলে গর্ভিণীর বেদনার শান্তি হয়।

প্রথমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা। চন্দনং শতপুষ্পা চ শর্করা মদয়ন্তিকা॥ এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা। পায়য়েৎ পয়সালোড্য গর্ভিণীং মাত্রয়া ভিষক্॥ তথা তিলান্ পদ্মকঞ্চ শালূকং শালিতণ্ডুলান্। ক্ষীরেণ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ সিতাক্ষৌদ্রান্বিতেন চ॥ আলোড্য পায়য়েন্নারীং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। তস্মিন্ সুজীর্ণে দাতব্যং ভোজনং ক্ষীরসংযুতম্॥

গর্ভের প্রথম মাসে গর্ভে বেদনা উপস্থিত হইলে শ্বেতচন্দন, শুল্‌ফা, চিনি ও ময়নাফল সমান পরিমাণে লইয়া তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া দুগ্ধে গুলিয়া গর্ভিণীকে পান করাইবে। অথবা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল, এই সমুদায় দ্রব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া চিনি, মধু ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করত পান করিতে দিবে, ইহা জীর্ণ হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করাইবে।

দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা। তদোৎপলস্য কল্কস্তু শৃঙ্গাটককশেরুকম্॥ তণ্ডুলোদকপিষ্টস্তু পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা। নিবার্য্য গর্ভশূলঞ্চ স্থিরং গর্ভং করোতি চ॥

দ্বিতীয় মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে পদ্ম, পানিফল ও কেশুর তণ্ডুলোদকে পেষণ করিয়া তণ্ডুলজলেরই সহিত সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয়ে ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যামলকীফলম্। পিষ্টমুষ্ণোদকেনৈতৎ পায়য়েৎ গর্ভিণীং ভিষক্॥ শাল্যন্নং পয়সা জীর্ণে ভোজয়েদনু গর্ভিণীম্। তথা পদ্মোৎপলং কুষ্ঠং শালূকঞ্চ সমাংশিকম্॥ সিতোদকেন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। তেন শূলং নিবর্ত্তেত ন গর্ভো ব্যথতে ধ্রুবম্॥

তৃতীয় মাসে ক্ষীরকাকোলী, কাকোলী ও আমলকী একত্র পেষণ করিয়া উষ্ণজলের সহিত গর্ভিণীকে পান করাইবে, ক্ষুধাকালে দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিতে দিবে। তদ্রূপ পদ্ম, নীলোৎপল, কুড় ও শালুক চিনির জলের সহিত পেষিত ও দুগ্ধে আলোড়িত করিয়া পান করাইবে। ইহা দ্বারা গর্ভশূল নিবারিত এবং গর্ভ ব্যথারহিত হয়।

চতুর্থে তু বিধানজ্ঞঃ পায়য়েদিদমৌষধম্। পিষ্টোৎপলঞ্চ শালূকং কণ্টকারী ত্রিকণ্টকম্॥ যথাগ্নিমাত্রয়া কালে গর্ভিণীং পয়সা সহ। তথা গোক্ষুরকং সিংহী বালকং নীলমুৎপলম্। পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্॥

চতুর্থ মাসে উৎপল, শালুক, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদায় অথবা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল, এইগুলি দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

পঞ্চমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা। তত্র নীলোৎপলং বীরাং পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ পাচনম্॥ ঘৃতক্ষৌদ্রান্বিতং পীত্বা গর্ভস্য চ রুজাং হরেৎ। তথা নীলোৎপলং নারীং কাকোলীং সমভাগিকম্॥ শীততোয়েন পিষ্ট্বা চ ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। অনেন বিধিনা গর্ভঃ স্থিরঃ স্যাদ রুক প্রশাম্যতি॥

পঞ্চম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল ও ক্ষীরকাঁক্‌লা দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া দুগ্ধ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করিতে দিবে। অথবা নীলোৎপল, ঘৃতকুমারী ও কাকোলী

সমভাগে শীতল জলে পেষণ ও দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করিয়া পান করাইবে। ইহাতে বেদনাদি নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

ষষ্ঠে মাসি যদা গর্ভে বেদনা জায়তে তদা। মাতুলুঙ্গস্য বীজানি প্রিয়ঙ্গু চন্দনোৎপলম্॥ ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্॥ তথা পিয়ালবীজানি মৃদ্বীকালাজশক্তবঃ। এতৎ সুশীতলং কালে পীত্বা চ সুখমশ্নুতে॥

ষষ্ঠ মাসে গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন ও উৎপল দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। অথবা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা ও খৈ-চূর্ণ সুশীতল জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে ব্যথা নিবারণ হয়।

সপ্তমে শতপুত্রাঞ্চ মৃণালসহিতাং পিবেৎ। পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ শূলার্ত্তা গর্ভিণী বা সুখার্থিনী॥ কপিথক্রমুকামূলং সলাজং শর্করাযুতম্। শীততোয়েন সংপিষ্টং ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। পীত্বা হন্ত্যবলা শীঘ্রং শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্॥

সপ্তম মাসে শতমূলী ও পদ্মফুল বাটিয়া দুগ্ধের সহিত পান করাইবে, কিংবা কয়েৎবেল, সুপারি-মূল, খৈ ও চিনি শীতল জলের সহিত বাটিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে সত্বর গর্ভশূল নিবারিত হয়।

অষ্টমে তু যদা মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা। তদা পিষ্ট্বা তু ধন্যাকং পায়য়েৎ তণ্ডুলাম্বুনা। শূলং নিবর্ত্ততে তেন গর্ভঃ সংধার্য্যতে স্ত্রিয়া॥ এবং পলাশস্য দলং সুপিষ্টং সংপীয় তোয়েন সুশীতলেন। অত্যন্তঘোরাষ্টমমাসগর্ভ-ব্যথাতুরা যান্তি সুখং তরুণ্যঃ॥

অষ্টম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে তণ্ডুলোদকের সহিত ধনে বাটিয়া সেবন করাইবে। অথবা সুশীতল জলে পলাশপত্র বাটিয়া পান করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভবেদনা দূরীকৃত হইবে।

গর্ভিণ্যা নবমে মাসি যদা ভবতি বেদনা। এরণ্ডমূলং কাকোলীং পিষ্ট্বা শীতোদকেন চ॥ পীত্বা শূলাদ্বিমুচ্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ॥ তথা পলাশবীজঞ্চ সকাকোলীকুরুণ্টকম্। ভুক্তেন বারিণা পিষ্ট্বা গর্ভশূলং ব্যপোহতি॥

নবম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে এরণ্ডমূল ও কাকোলী শীতল জলের সহিত অথবা পলাশবীজ, কাকোলী ও ঝাঁটিমূল কাঁজির সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে নিশ্চয় গর্ভশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

অথবা দশমে মাসি বেদনা জায়তে যদা। তদা নীলোৎপলং যষ্টীমধুকং মুদ্গসংযুতম্॥ সসিতাঞ্চাম্ভসা পিষ্ট্বা ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। দোষঞ্চ নাশয়েদেব শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্॥

দশম মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি জলে বাটিয়া দুগ্ধের সহিত ভোজন করাইবে, ইহাতে গর্ভের দোষ ও বেদনা নিবারিত হয়।

তথা চৈকাদশে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা। মধুকং পদ্মকঞ্চৈব মৃণালং নীলমুৎপলম্॥ শীততোয়েন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ। তেনৈব বেদনাতীব নাশমায়াতি সত্বরম্॥ ক্ষীরিকামুৎপলং কুষ্ঠং সমঙ্গামূলকং সিতা। পিবেদেকাদশে মাসি গর্ভিণী শূলশান্তয়ে॥

একাদশ মাসে বেদনা উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল অথবা ভুমিকুষ্মাণ্ড, উৎপল, কুড়, বরাহক্রান্তামূল ও চিনি, এই সমুদায় শীতল জলে বাটিয়া দুগ্ধে গুলিয়া সেবন করিতে দিবে।

সিতা বিদারী কাকোলী তথা ক্ষীরবিদারিকা। গর্ভিণী দ্বাদশে মাসি পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্॥
দ্বাদশ মাসে চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী, এই সমুদায় বাটিয়া খাইলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

কশেরুশৃঙ্গাটকজীবনীয়-পদ্মোৎপলৈরণ্ডশতাবরীভিঃ। সিদ্ধং পয়ঃ শর্করয়া বিমিশ্রং সংস্থাপয়েদ্গর্ভ-মুদীর্ণশূলম্॥
কেশুর, পানিফল, জীবনীয়-দশক, পদ্ম, নীলোৎপল, এরণ্ডমূল ও শতমূলী, এই সমুদায়ের কল্কে দুগ্ধ পাক করিয়া চিনির সহিত সেবন করাইলে গর্ভ স্থির হয় এবং গর্ভিণীর শূল বিনষ্ট হয়।

কশেরুশৃঙ্গাটকপদ্মমুৎপলং সমুদ্গপর্ণীমধুকং সশর্করম্। সশূলগর্ভস্রুতিপীড়িতাঙ্গনা পয়োবিমিশ্রং পয়সান্নভূক পিবেৎ॥
কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, মুগানী ও যষ্টিমধু, এই সমুদায় দ্রব্যের কল্কে সিদ্ধ দুগ্ধ চিনির সহিত সেবন করিলে সশূল-গর্ভস্রাব-পীড়িতা রমণীগণের রোগশান্তি হয়। রোগিণীকে দুগ্ধান্ন পথ্য করিতে দিবে।

মধুনা চ্ছাগদুগ্ধেন কুলালকরকর্দ্দমঃ। অবশ্যং স্থাপয়েদ্গর্ভং চলিতং পানযোগতঃ॥
হণ্ডিকা (হাঁড়ি) নির্মিত্ত কুম্ভকারের করমর্দ্দিত মৃত্তিকা আধতোলা, ১ পোয়া ছাগদুগ্ধ ও ।০ আনা মধুসহ সেবন করিলে চলিত গর্ভ স্বস্থানস্থ হয়।

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্। সিতামধুককাশ্মর্য্যৈর্হিতমুত্থাপনে পয়ঃ॥ গর্ভশোষে ত্বামগর্ভাঃ প্রসহাশ্চ সদা হিতাঃ॥
(আমগর্ভা ইতি হংসকূর্ম্মাদীনামণ্ডানীতি শিবদাসঃ।)
বায়ু দ্বারা গর্ভ ও গর্ভিণী শুষ্ক হইতে থাকিলে পুষ্টির জন্য যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফলসহ দুগ্ধ পাক করিয়া চিনির সহিত সেবন করিতে দিবে এবং হংসাদির ডিম্ব ও কুক্কুটাদির মাংস পথ্য করিতে দিবে।

রোমরাজী ভবেদ্ যশ্যা বামপার্শ্বে সমুচ্ছ্রিতা। কন্যাং তস্যা বিজানীয়াদ্ দক্ষিণেন তথা সুতম্॥
গর্ভিণীর বামপার্শ্বে রোমরাজি উত্থিত হইলে কন্যা এবং দক্ষিণপার্শ্বে হইলে পুত্র জন্মে।
মধুকচন্দনোশীর-শারিবাপদ্মপত্রকৈঃ। শর্করামধুসংযুক্তৈঃ কষায়ো গর্ভিণীজ্বরে॥
যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণার মূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ ও তেজপত্র, ইহাদের ক্বাথে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর শান্ত হয়।

চন্দনং শারিবা লোধ্রং মৃদ্বীকা শর্করান্বিতম্। ক্বাথং কৃত্বা প্রদদ্যাচ্চ গর্ভিণীজ্বরশান্তয়ে॥
রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও দ্রাক্ষা, ইহাদের ক্বাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর নিবারিত হয়।

এরণ্ডাদিঃ

এরণ্ডমূলমমৃতা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্। দারুপদ্মযুতঃ ক্বাথো গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনঃ॥
এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর নিবারিত হয়।

আম্রজম্বুত্বচঃ ক্বাথং লেহয়েল্লাজশক্তুভিঃ। অনেন লীঢ়মাত্রেণ গর্ভিণী গ্রহণীং জয়েৎ॥
আমছাল ও জামছালের ক্বাথে খৈ-চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ গর্ব্ভিণীর গ্রহণী নিবারিত হয়।

পাঠালাঙ্গালসিংহাস্য-ময়ূরকজটৈঃ পৃথক্। নাভিবস্তিভগালোপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে॥
(লাঙ্গলীত্যত্র সুরসেতি বা পাঠঃ।)॥
আক্‌নাদি, বিষলাঙ্গলী (পাঠান্তরে নিসিন্দা), বাসক ও অপামার্গ, ইহাদের কোন একটির মূল পেষণ করিয়া নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে নারীগণ সুখে প্রসব করে।

পরূষকস্থিরামূল-লেপস্তদ্বৎ পৃথক্ পৃথক্। বাসামূলে ধ্রুবং তদ্বৎ কটীবদ্ধে সূতে দ্রুতম্॥
পরূষকফল বা শালপাণিমূল পেষণ করিয়া নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে অথবা বাসকের মূল কটিতে বন্ধন করিলে স্ত্রীগণ বিনাকষ্টে প্রসব করিয়া থাকে।

পাঠায়াস্তু শিফা যোনৌ যা নারী সংপ্রধারয়েৎ। উরঃ প্রসবকালে তু সা সুখেন প্রসূয়তে॥
তুষাম্বুপরিপিষ্টেন মূলেন পরিলেপয়েৎ। লাঙ্গল্যাশ্চরণৌ সূতে ক্ষিপ্রমেতেন গর্ভিণী॥
প্রসবোন্মুখা স্ত্রী আক্‌নাদির মূল যোনিতে ধারণ করিলে নিরাপদে প্রসব করিয়া থাকে। অথবা কাঞ্জিক-পেষিত ঈশ্‌লাঙ্গলার মূল গর্ব্ভিণীর পাদদ্বয়ে লেপন করিলে সত্বর প্রসবকার্য্য সমাধা হয়।

অটরূষকমূলেন নাভিবস্তিভগালেপঃ কর্ত্তব্যঃ। গৃহাম্বুণা গেহধূমপানং গর্ভাপকর্ষণম্॥
বাসকের মূল পেষণ করিয়া নাভি, বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে কিংবা কাঁজির সহিত গৃহধূম সেবন করিলে সহজে প্রসব হয়।

মাতুলঙ্গস্য মূলানি মধুকং মধুসংযতম্। ঘৃতেন সহ পাতব্যং সুখং নারী প্রসূয়তে॥
ছোলঙ্গ লেবুর মূল ও যষ্টিমধু, মধুর সহিত পেষণ করিয়া ঘৃতসহ সেবন করিলে গর্ব্ভিণী অনায়াসে প্রসব করিয়া থাকে।

পুটদগ্ধসর্পকঞ্চুকমসৃণমসীকুসুমসারসহিতাঞ্জিতাক্ষী। ঝটিতি বিশল্যা জায়তে গর্ভবতী মূঢ়গর্ভাপি॥
পুটদগ্ধ সর্পখোলস সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া মধুসহ অঞ্জন দিলে অতি সত্বর মূঢ়গর্ভা গর্ব্ভিণীরও প্রসব হয়।

পোতকীমূলকল্কেন তিলতৈলযুতেন বা। যোনেরভ্যন্তরং লিপ্তা সুখং নারী প্রসূয়তে॥
পুঁইশাকের মূলের কল্ক তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া যোনির অভ্যন্তর লিপ্ত করিলে গর্ব্ভিণী নিরাপদে প্রসব করিয়া থাকে।

স্নুহীক্ষীরং তথা স্তোকং গর্ভিণ্যাঃ শিরসি ক্ষিপেৎ। মৃতগর্ভং তদা সূতে গর্ভিণী রমণী দ্রুতম্॥
গর্ব্ভিণীর মস্তকে অল্প মাত্রায় সিজের আঁটা প্রদান করিলে গর্ভস্থ মৃত সন্তান প্রসব হয়।
করিদমনদহনমূলং পিষ্টং সলিলেন পাতনং সদ্যঃ। চিরমচিরজং গর্ভং মৃতমমৃতং বা নিপাতয়তি॥
নাগদনার মূল ও চিতামূল সমভাগে পেষণ করিয়া ।০ আনা মাত্রায় সেবন করিলে চিরজ, অচিরজ, মৃত বা জীবিত গর্ভ নিঃসৃত হয়।

বাতেন গর্ভসঙ্কোচাৎ প্রসূতিসময়েঽপি বা। গর্ভং ন জনয়েন্নারী তস্যাঃ শৃণু চিকিৎসিতম্॥
কুট্টয়েন্মুষলৈনৈষা কৃত্বা ধান্যমুদূখলে। বিষমঞ্চাশন পানং সেবেত প্রসবার্থিনী॥
বায়ু দ্বারা গর্ভের সঙ্কোচহেতু নির্দ্দিষ্টকালে প্রসব না হইলে গর্ব্ভিণীকে উদূখলে মুষল দ্বারা ধান্য কুট্টিত করিতে দিবে এবং বিষমাশন ব্যবস্থা করিবে।

প্রসবস্য বিলম্বে তু ধূপয়েদভিতো ভগম্। কৃষ্ণসর্পস্য নির্ম্মোকৈস্তথা পিণ্ডীতকেন বা॥
প্রসবকাল অতীত হইতে থাকিলে কৃষ্ণ-সর্পের (কেউটে সাপের) খোলস দ্বারা অথবা ময়নাফল দ্বারা যোনির চতুষ্পার্শ্বে ধূম প্রয়োগ করিবে।

কৃষ্ণা বচা চাপি জলেন পিষ্টা সৈরণ্ডতৈলা খলু নাভিলেপাৎ। সুখং প্রসূতিং কুরুতেঽঙ্গনানাং নিপীড়িতানাং বহুভিঃ প্রমাদৈঃ ॥
বহুবিধ প্রমাদে (মূঢ়গর্ভাদি) নিপীড়িতা গর্ভিণী, পিপুল এবং বচ জলে পেষণ করিয়া এরণ্ড-তৈলের সহিত নাভিতে প্রলেপ দিলে অনায়াসে প্রসব করিয়া থাকে।

কটুতুম্ব্যাহিনির্ম্মোক-কৃতবেধনসর্ষপৈঃ। কটুতৈলান্বিতো ধূমো যোনেঃ পাতয়তেঽমরাম্ ॥
তিতলাউ, সর্পখোলস, ঘোষালতা, সর্ষপ ও কটুতৈল, এই সমুদায় দ্রব্যের ধূম যোনিতে প্রদান করিলে অমরা (ফুল) নিপতিত হয়।

কচবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা ঘৃষ্টে কণ্ঠে সুখং পতত্যমরা॥ মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ সংলিপ্তে পাণিপাদে চ। অমরাপাতনং মদ্যৈঃ পিপ্পল্যাদিরজঃ পিবেৎ॥
কেশবেষ্টিত অঙ্গুলি দ্বারা কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিলে অথবা বিষলাঙ্গলীর মূল হস্তপদে লেপন করিলে নিরাপদে ফুল পতিত হয়। পিপ্পল্যাদি গণের চূর্ণ মদ্যসহ সেবন করিলেও অমরা (ফুল) নিপতিত হয়।

সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তি-শূলং মক্কল্লসংজ্ঞকম্। যবক্ষারং পিবেৎ তত্র সর্পিষোষ্ণোদকেন বা। পিপ্পল্যাদিগণক্বাথং পিবেদ্বা লবণান্বিতম্ ॥
প্রসবান্তে প্রসূতির বস্তিতে ও শিরোদেশে ভয়ানক বেদনা হইলে তাহাকে মক্কল্লশূল কহে। এই মক্কল্লশূলে ঘৃত বা উষ্ণজলের সহিত যবক্ষার সেবন করিলে কিংবা সৈন্ধবের সহিত পিপ্পল্যাদি গণের ক্বাথ পান করিলে ঐ শূলের শান্তি হয়।

পারাবতশকৃৎ পীতং শালিতণ্ডুলবারিণা। গর্ভপাতান্তরোধে তু রক্তস্রাবনিবারণম্॥
শালিতণ্ডুলোদকের সহিত পায়রার বিষ্ঠা সেবন করিলে প্রসবান্তে অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাতিবিষামুস্তা-মোচশক্রৈঃ শৃতং জলম্। দদ্যাদ্গর্ভে প্রচলিতে প্রদরে কুক্ষিরুজ্যপি॥
বালা, আতইচ, মুতা, মোচরস ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে প্রবিচলিত গর্ভ স্থিতিশীল হয় এবং কুক্ষিশূল নিবারিত হয়।

ইন্দুশেখররসঃ

শিলাজত্বভ্রসিন্দূর-প্রবালায়োরজাংসি চ। মাক্ষিকঞ্চ তথা তালং সমভাগানি মর্দ্দয়েৎ॥ ভৃঙ্গরাজস্য পার্থস্য নির্গুণ্ড্যা বাসকস্য চ। স্থলপদ্মস্য পদ্মস্য কুটজস্য চ বারিণা॥ ভবেয়িত্বা বটীঃ কৃত্বা কলায়পরিমাণতঃ। যথাদোষানুপানেন গর্ভিণীষু প্রযোজয়েৎ॥ গর্ভিণীনাং জ্বরং ঘোরং শ্বাসং কাসং শিরোরুজম্। রক্তাতিসারং গ্রহণীং বান্তিং বহ্নেশ্চ মন্দতাম্॥ আলস্যমপি দৌর্ব্বল্যং হন্যাদেব ন সংশয়ঃ। কলেরাদৌ সসর্জ্জেমং ভগবানিন্দুশেখরঃ॥
শিলাজতু, অভ্র, রসসিন্দূর, প্রবাল, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগে একত্র মর্দ্দন করিয়া ভৃঙ্গরাজ, অর্জ্জুনছাল, নিসিন্দা, বাসক, স্থলপদ্ম, পদ্ম ও কুড়চিছালের রসে ভাবনা দিয়া

মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বর, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, রক্তাতিসার, গ্রহণী, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, আলস্য ও দৌর্ব্বল্য নিরাকৃত হয়।

লবঙ্গাদিচূর্ণম্

লবঙ্গং টঙ্গণং মুস্তং ধাতকী বিল্বধান্যকম্। জাতীফলং সর্জ্জকঞ্চ শতাহ্বা দাড়িমং তথা॥ জীরকং সৈন্ধবং মোচং নীলোৎপলরসাঞ্জনম্। অভ্রকং বঙ্গকঞ্চৈব সমঙ্গা রক্তচন্দনম্॥ বিশ্বঞ্চাতিবিষা শৃঙ্গী খদিরং বালকং সমম্। ভৃঙ্গরাজরসৈঃ প্লাব্যং ভাবয়িত্বা দিনত্রয়ম্॥ ছাগীদুগ্ধেন মতিমান্ গর্ভিণীমনুপানতঃ। এতচ্চূর্ণং প্রদাপয়েৎ সংগ্রহগ্রহণীহরম্॥ নানাবর্ণমতীসারং জ্বরঞ্চৈব নিযচ্ছতি। আমরক্তাতিসারঘ্নং শূলশোথনিসূদনম্॥

লবঙ্গ, সোহাগার খৈ, মুতা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, জায়ফল, শ্বেতধুনা, শুল্‌ফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীলসুঁদিমূল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঁঠ, আতইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির ও বালা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ভীমরাজের রসে আপ্লুত করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। গর্ভাবস্থায় সংগ্রহগ্রহণী, অতিসার ও আমরক্ত প্রভৃতি পীড়া হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

গর্ভচিন্তামণিরসঃ

রসং তারং তথা লৌহং প্রত্যেকং কর্ষমাত্রকম্॥ কর্ষদ্বয়ং তথা চাভ্রং কর্পূরং বঙ্গতাম্রকম্॥ জাতীফলং তথা কোষং গোক্ষুরঞ্চ শতাবরী। বলাতিবলয়োর্মূলং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্॥ বারিণা বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু স্ত্রীণাঞ্চৈব বিশেষতঃ। গর্ভিণ্যা জ্বরদাহঞ্চ প্রদরং সূতিকাময়ম্॥

রসসিন্দূর, রৌপ্য, লৌহ প্রত্যেক ২ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জৈত্রী, গোক্ষুরবীজ, শতমূলী ও বেড়েলা এবং শ্বেতবেড়েলা মূল প্রত্যেক ১ তোলা। জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গর্ভবতী স্ত্রীর জ্বর, দাহ এবং প্রদর ও সূতিকারোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

গর্ভবিলাসো রসঃ

রসগন্ধকতুত্থঞ্চ ত্র্যহং জম্বীরমর্দ্দিতম্। ত্রিভাবিতং ত্রিকটুনা দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্॥ গর্ভিণ্যাঃ শূলবিষ্টম্ভ-জ্বরাজীর্ণেষু কেবলম্। তুত্থস্থানে যদি স্বর্ণং চিন্তামণিরসঃ স্মৃতঃ॥

পারা, গন্ধক ও তুঁতে প্রত্যেক সমভাগ, গোঁড়ালেবুর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া ত্রিকটুর ক্বাথে ৩ বার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা গর্ভিণীর জ্বর, অজীর্ণ ও শূলাদি রোগে প্রযোজ্য। এই ঔষধ যদি তুঁতিয়ার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ দিয়া প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে ইহাকে গর্ভচিন্তামণি রস কহে।

গর্ভবিনোদরসঃ

দেয়ং ত্রিভাগং ত্রিকটু চতুর্ভাগঞ্চ হিঙ্গুলম্। জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্॥ সুবর্ণমাক্ষিকঞ্চৈব পলার্দ্ধং প্রক্ষিপেদ্‌বুধঃ। জলেন মর্দ্দয়িত্বাথ চণমাত্রা বটী কৃতা। নিহন্তি গর্ভিণীরোগং ভাস্করস্তিমিরং যথা॥

ত্রিকটু ৬ তোলা, হিঙ্গুল ৮ তোলা, জৈত্রী, লবঙ্গ প্রত্যেক ৬ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা, এই সমুদায় জলে মর্দ্দন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহাতে গর্ভিণীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গর্ভপীযূষবল্লীরসঃ

সূতং গন্ধকং তথা স্বর্ণং লৌহং রজতমাক্ষিকে*। হরিতালং বঙ্গভস্মাপ্যভ্রকং সমভাগিকম্ ॥ ভাবনা খলু দাতব্যা রসৈরেষাং পৃথক্ পৃথক্। ব্রহ্মী বাসা ভৃঙ্গরাজ-পর্পটং দশমূলকম্ ॥ সপ্তধা ভাবয়েদ্বৈদ্যো গুঞ্জামানাং বটীং চরেৎ। গর্ভপীযূষবল্ল্যাখ্যো গর্ভিণীরোগহৃৎ পরঃ ॥

পারা, গন্ধক, স্বর্ণ, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক (পাঠান্তরে রৌপ্যমাক্ষিক), হরিতাল, বঙ্গ ও অভ্র প্রত্যেক সমভাগে লইয়া ব্রহ্মী, বাসক, ভৃঙ্গরাজ, ক্ষেতপাপ্‌ড়া ও দশমূল, ইহাদের রসে ৭ বার করিয়া পৃথক্ ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে গর্ভিণীর জ্বরাদি রোগ নষ্ট হয়।

গর্ভবিলাস-তৈলম্

বিদারী দাড়িমং পত্রং রজনী চ ফলত্রয়ম্। শৃঙ্গাটকস্য পত্রঞ্চ জাতীকুসুমমেব চ॥ বরী নীলোৎপলং পদ্মং তৈলমেতৈঃ পচেৎ সুধীঃ। এতদ্ গর্ভবিলাসাখ্যং গর্ভসংস্থাপনং পরম্ ॥ নিহন্তি গর্ভশূলঞ্চ শোণিতস্রুতিসংহরম্। পরং বৃষ্যতরং হ্যেতৎ কাশিরাজেন নির্ম্মিতম্ ॥

তিলতৈল ১ সের। কল্কার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, দাড়িমপত্র, কাঁচা হরিদ্রা, ত্রিফলা, পানিফলপত্র, জাতীপুষ্প, শতমূলী, নীলোৎপল ও পদ্মপুষ্প মিলিত ১৬ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে গর্ভশূল ও রক্তস্রাবাদি নিবারিত হইয়া পতনোম্মুখ গর্ভও স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

গর্ভিণীরোগে পথ্যানি

শালয়ঃ ষষ্টিকা মুদ্গা গোধূমলাজশক্তবঃ। নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং রসালা মধুশর্করা॥ পনসং কদলং ধাত্রী দ্রাক্ষাম্রং স্বাদু শীতলম্। কস্তুরীচন্দনং মাল্যং কর্পূরমনুলেপনম্ ॥ চন্দ্রিকা স্নানমভ্যঙ্গো মৃদুশয্যা হিমানিলঃ। সন্তর্পণং প্রিয়া বাচো বিহারাশ্চ মনোরমাঃ। প্রিয়ঙ্করঞ্চান্নপানং গর্ভিণীভ্যো হিতং ভবেৎ ॥

শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, মুগ, গোধূম, খৈয়ের ছাতু, মাখন, ঘৃত, দুগ্ধ, রসালা, মধু, চিনি, কাঁটাল, কদলী, আমলকী, কিস্‌মিস্, আম্র, মধুরদ্রব্য, শীতলদ্রব্য, কস্তুরী, চন্দন, মাল্যধারণ, কর্পূর, চন্দনাদি অনুলেপন, জ্যোৎস্না-সেবন, স্নান, অভ্যঙ্গ, কোমল শয্যায় শয়ন, শীতল বায়ুসেবন, সন্তর্পণক্রিয়া, প্রিয়বাক্য, মনোজ্ঞবিহার ও হৃদ্য অন্নপান, এই সমস্ত গর্ভিণীগণের হিতজনক।

গর্ভিণীরোগেঽপথ্যানি

স্বেদনং বমনং ক্ষারং কলহং বিষমাশনম্। অসাত্ম্যং নক্তসঞ্চারং চৌর্য্যঞ্চাপ্রিয়দর্শনম্॥ অতিব্যবায়মায়াসং ভারং প্রাবরণং গুরু। অকালজাগরস্বপ্নং কঠিনোৎকটকাসনম্॥ শোকক্রোধভয়োদ্বেগ বেগশ্রদ্ধাবিধারণম্। উপবাসাদ্ধতীক্ষ্ণোষ্ণ-গুরুবিষ্টম্ভিভোজনম্॥ নক্তং নিরশনং শ্বভ্র-কূপেক্ষাং মদ্যমামিষম্। উত্তানশয়নং যচ্চ স্ত্রিয়ো নেচ্ছন্তি তৎ ত্যজেৎ ॥

স্বেদন, বমন, ক্ষারসেবন, বিবাদ, বিষমভোজন, অসাত্ম্যসেবন, রাত্রিতে বিচরণ, চৌর্য্যাচরণ, অপ্রিয় দর্শন, অতিশয় মৈথুন, ব্যায়াম, ভারবহন, অতিশয় স্থূলবস্ত্র পরিধান, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, কঠিন স্থানে অথবা উৎকটভাবে উপবেশন, শোক, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ, মলমূত্রাদির বেগধারণ,

* রজতমাক্ষিকমিতি বা পাঠঃ।

অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি, উপবাস, পথশ্রম, তীক্ষ্ণদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, গুরুদ্রব্য ও বিষ্টম্ভিদ্রব্য ভোজন, রাত্রিতে অভোজন, ছিদ্র ও কূপদর্শন, মদ্যপান, মাংসভক্ষণ, চিৎ হইয়া শয়ন এবং যাহা নারীগণের অনীপ্সিত, সেই সমস্ত বিষয় গর্ভিণী স্ত্রীগণ পরিত্যাগ করিবেন।

অষ্টমমাসমারভ্য গর্ভিণ্যা অপথ্যম্

রক্তশ্রুতিস্তথা শুদ্ধির্বস্তিরা মাসতোঽষ্টমাৎ। এভির্গর্ভঃ স্রবেদামঃ কক্ষৌ শুষ্যেম্ম্রিয়েত বা।

গর্ভের অষ্টম মাস হইতে রক্তস্রাব, বমন বিরেচনাদি দ্বারা শোধন ও বস্তিক্রিয়া প্রয়োগ করিলে অপূর্ণ অবস্থাতে গর্ভস্রাব হইয়া যায়, অথবা গর্ভাশয়মধ্যে গর্ভ শুষ্ক কিংবা নষ্ট হয়। অতএব ঐ সকল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ধন্বন্তরিমতেনৈব সাধ্বাজ্ঞাতশ্চ শাস্ত্রবিৎ। সম্প্রাপ্তে চাষ্টমে মাসি মৈথুনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ যদি গচ্ছতি দুর্ম্মেধাঃ কামমোহাদচেতনঃ। বিপদ্যতে তদা গর্ভো গর্ভিণী চ বিনশ্যতি। অন্ধমূকাদিবধিরো জায়তে কুব্জ এব বা॥

অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে তদবধি মৈথুন পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা গর্ভ নষ্ট ও গর্ভিণীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। অথবা অন্ধ, মূক, বধির বা কুব্জ সন্তান উৎপন্ন হইতে পারে।

ভজেন্ন নিত্যং তিক্তাম্ল-পটুষণকষায়কান্ ॥

তিক্তদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, লবণরসযুক্ত দ্রব্য, কটুদ্রব্য এবং কষায়দ্রব্যও প্রত্যহ সেবন নিষিদ্ধ।

বাতলৈশ্চ ভবেদ্গর্ভঃ কুব্জান্ধজড়বামনঃ। পিত্তলৈঃ খালতী পিঙ্গঃ শ্বিত্রী পাণ্ডুঃ কফাত্মভিঃ। অপথ্যমিদুদ্দিষ্টং গর্ভিণীনাং মহর্ষিভিঃ ॥

বায়ুকারক দ্রব্য সেবন করিলে গর্ভস্থ সন্তান কুব্জ, অন্ধ, জড় ও বামন হয়। পিত্তকারক দ্রব্য সেবন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান ইন্দ্রলুপ্ত রোগযুক্ত এবং কপিলবর্ণ হয়। কফকারক দ্রব্য সেবন দ্বারা গর্ভস্থ সন্তান শ্বিত্র ও পাণ্ডুরোগযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব গর্ভিণীগণ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে গর্ভিণীরোগাধিকারঃ।

সূতিকারোগাধিকার

সূতিকারোগ-নিদানম্

বায়ু প্রকুপিতঃ কুর্য্যাৎ সংরুধ্য রুধিরং স্রুতম্। সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তি-শূলং মক্কল্লসংজ্ঞকম্॥ অঙ্গমর্দ্দো জ্বরঃ কম্পঃ পিপাসা গুরুগাত্রতা। শোথঃ সূলাতিসারৌ চ সূতিকারোগলক্ষণম্॥ মিথ্যোপচারাৎ সংক্লেষাৎ বিষমাজ্জীর্ণ ভাজনাৎ। সূতিকায়াশ্চ যে রোগা জায়ন্তে দারুণাঃ স্মৃতাঃ॥ জ্বরাতিসারশোথাশ্চ শূলানাহবলক্ষয়াঃ। তন্দ্রারুচিপ্রসেকাদ্যাঃ কফবাতাময়োদ্ভবাঃ ॥ কৃচ্ছ্রসাধ্যা হি তে রোগাঃ ক্ষীণমাংসবলাশ্রিতাঃ॥ তে সর্ব্বে সূতিকানাম্না রোগাস্তে চাপ্যুপদ্রবাঃ॥

প্রকুপিত বায়ু, নবপ্রসূতা স্ত্রীর স্রুতরক্তকে রুদ্ধ করিয়া হৃদয় মস্তক ও বস্তিদেশে মক্কল্ল নামক শূল-বেদনা উৎপাদন করে। অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, কম্প, পিপাসা, গাত্রগৌরব, শোথ, শূল ও অতিসার, এইগুলিকে সূতিকা রোগ বলিয়া জানিবে।

অনুচিত আচরণ এবং যাহাতে বাতাদি দোষসকল উৎক্লিষ্ট হয় এরূপ কার্য্যকরণ, বিষমাশন ও অপক্ক ভোজন বা অজীর্ণ সত্ত্বে ভোজন, এই সকল কারণে প্রসূতার যে সকল রোগ জন্মে, তাহা অতি ভয়ানক জানিবে। তাহাদের জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, বলক্ষয় এবং বাতশ্লেষ্মোদ্ভব তন্দ্রা, অরুচি ও কফপ্রসেকাদি উপদ্রবসকল উপস্থিত হয়। জ্বরাদি ঐ সমস্ত রোগ সূতিকা ক্ষেত্রোৎপন্ন বলিয়া উহারা সূতিকারোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রসূতার বল ও মাংস ক্ষীণ হইলে, এই সকল রোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত রোগসকলকে সূতিকারোগের উপদ্রবও বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ উহারা আপনাদের মধ্যে কোনটিকে প্রধানীভূত করিয়া আপনারা তাহার উপদ্রবস্বরূপ হয়।

সূতিকারোগ-চিকিৎসা

সূতিকারোগশান্ত্যর্থং কুর্য্যাদ্বাতহরীং ক্রিয়াম্। দশমূলকৃতক্কাথং কোষ্ণং দদ্যাদ্ঘৃতান্বিতম্॥

সূতিকারোগে প্রধানতঃ বাতনাশক ক্রিয়া ব্যবস্থা করিবে। ঈষদুষ্ণ দশমূলের ক্বাথ, ঘৃত প্রক্ষেপে সেবন করিতে দিবে।

বৃহদ্হ্রীবেরাদি

হ্রীবেরারলুরক্তচন্দনবলাধন্যাকবৎসাদনী-মুস্তোশীরযবাসপর্পটবিষাক্বাথং পিবেৎ গর্ভিণী। নানাদোষযুতাতিসারকগদে রক্তস্রুতৌ বা জ্বরে যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতঃ সূত্যাময়ে শস্যতে॥

বালা, সোন্দাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণার মূল, দুরালভা, ক্ষেতপাপ্‌ড়া ও আতইচ, এই সমুদায়ের যথানিয়মে প্রস্তুত ক্বাথ সেবন করিলে নানাদোষজ অতিসার, রক্তস্রাব, জ্বর ও সূতিকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অমৃতাদি

অমৃতানাগরসহচরভদ্রোৎকটপঞ্চমূলজলশৃতম্। শীতং মধুসংযুক্তং নিবারয়তি সূতিকাতঙ্কম্॥

গুলঞ্চ, শুঁঠ, ঝিন্টী, কৈবর্ত্ত মুতা, ইকড়মূল, স্বল্প পঞ্চমূল ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন করিলে সূতিকারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সহচরাদি

সহচরপুষ্করবেতসমূলং বৈকঙ্কতদারুকুলত্থসমম্। জলমত্র সসৈন্ধবহিঙ্গুযুতং সদ্যোজ্বরসূতিকারোগহরম্॥

ঝিন্টী, কুড়, বেতসমূল, বঁইচমূল, দেবদারু ও কুলত্থকলায়, ইহাদের ক্বাথে সৈন্ধবলবণ ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদ্যই সূতিকা ও তজ্জাত জ্বর নিবারিত হয়।

সূতিকাদশমূলম্

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্। দাসী প্রসারণী বিশ্ব-গুড়ূচী মুস্তকং তথা। নিহন্তি সূতিকারোগং জ্বরদাহসমন্বিতম্॥

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝিণ্টী, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে জ্বর ও দাহসংযুক্ত সূতিকারোগ উপশমিত হয়।

সহচরাদি

সহচরমুস্তগুড়ুচীভদ্রোৎকটবিশ্ববালকৈঃ ক্বথিতম্। পেয়মিদং মধুমিশ্রং সদ্যোজ্বরশূলনুৎ সূত্যাঃ॥

ঝিন্টীমূল, মুতা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ ও বালা, ইহাদের ক্বাথ মধু প্রক্ষেপে সেবন করিলে সূতিকারোগিণীর জ্বর ও শূল নষ্ট হয়।

সহচরকৃতাক্বাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ। দীপনো জ্বরদোষাম-সূতিকারোগনাশনঃ॥

ঝিন্টীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সূতিকারোগ নিবারিত হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়।

পীতকুরণ্টকক্বথিতং রজনীপর্য্যুষিতং পীতমপহরতি। সূতিকারোগান্ সহস্রং তন্মূলং চর্ব্বিতং তদ্বৎ॥

সন্ধ্যার সময় পীতঝিন্টীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পরদিন প্রাতে সেবন করিলে অথবা পীতঝিণ্টীর মূল চর্ব্বণ করিয়া রসপান করিলে সূতিকারোগ নিবারিত হয়।

দেবদার্ব্বাদিক্বাথ

দেবদারু বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্। ভূনিম্বকট্‌ফলং মুস্তং তিক্তা ধান্যা হরীতকী॥ গজকৃষ্ণা সদুঃস্পর্শা গোক্ষুরো ধন্বযাসকঃ। বৃহত্যতিবিষা ছিন্না কর্কটঃ কৃষ্ণজীরকঃ॥ সমভাগান্বিতৈরেতৈঃ সিন্ধুরামঠসংযুতম্। ক্বাথমষ্টাবশেষন্তু প্রসূতাং পায়য়েৎ স্ত্রিয়ম্॥ শূলকাসজ্বরশ্বাস-মূর্চ্ছাকম্পশিরো-

হর্দিভিঃ। যুক্তং প্রলাপতৃড়্দাহ-তন্দ্রাতীসারবান্তিভিঃ ॥ নিহন্তি সূতিকারোগং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্।
কষায়ো দেবদার্ব্বাদিঃ সূতায়াঃ পরমৌষধম্ ॥

দেবদারু, বচ, কুড়, পিপুল, শুঁঠ, চিরতা, কট্‌ফল, মুতা, কট্‌কী, ধনে, হরীতকী, গজপিপুল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, দুরালভা, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী ও কালজীরা, ইহাদের ক্বাথ করিবে। অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সৈন্ধব ও হিং প্রক্ষেপে সেবন করিলে সর্ব্বদোষজ এবং শূল কাসাদি নানাপ্রকার উপদ্রবযুক্ত সূতিকা এবং অন্যান্য রোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যং শুণ্ঠী যমানিকা। জীরকে দ্বে হরিদ্রে দ্বে বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা॥ এতৈরেবৌষধৈঃ পিষ্টৈরারনালং বিপাচয়েৎ। আমবাতহরং বৃষ্যং কফঘ্নং বহ্নিদীপনম্॥ কাঞ্জিকং বজ্রকং নাম স্ত্রীণামগ্নিবিবর্দ্ধনম্। মক্কল্লশূলশমনং পরং ক্ষীরাভিবর্দ্ধনম্। ক্ষীরপাকবিধানেন কাঞ্জিকস্যাপি সাধনম্॥
(পিপ্পল্যাদিদ্রব্যস্য মিলিত্বা কর্ষত্রয়ং, কাঞ্জিকস্য শরাব একঃ, পানীয়মপ্যল্পমেবং প্রায়শো ব্যবহরন্তি বৃদ্ধাঃ।)

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, শুঁঠ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌ ও সচললবণ, এই সকল দ্রব্যের কল্কের সহিত দুগ্ধপাকের নিয়মানুসারে কাঁজি পাক করিবে, অর্থাৎ ১ সের কাঁজি, উক্ত পিপ্পল্যাদির কল্ক (মিলিত ৬ তোলা) সহ ৪ সের জলে পাক করিয়া ১ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে (চক্রপাণি ক্ষীরপাকবিধানানুসারে পাক করিতে বলেন)। ইহা আমহর, বাতনাশক বৃষ্য, কফঘ্ন, অগ্ন্যুদ্দীপক, মক্কল্লশূলনাশক এবং সূতিকা নারীর অগ্নি ও স্তন্য বর্দ্ধক। সূতিকারোগ নাশে বজ্রতুল্য বলিয়া ইহা বজ্রকাঞ্জিক নামে অভিহিত। সকল্ক কাঞ্জিক সেব্য।

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ

ভদ্রোৎকটতুলাক্বাথে পাদশেষে বিনিক্ষিপেৎ। শর্করায়াঃ পলত্রিংশচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ॥ বৎসকং ধান্যকং মুস্তমুশীরং বিল্বমেব চ। শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব পিপ্পলী মরিচানি চ॥ বলা চাতিবলা মাংসী হ্রীবেরং সদুরালভম। এষাঞ্চ পলিকৈর্ভাগৈশ্চূর্ণৈরেনং সমাচরেৎ॥ সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাঞ্চ সুদুস্তরাম্। বহ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং শূলানাহবিবন্ধনুৎ॥

গন্ধভাদুলে ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথে চিনি ৩ সের ৩ পোয়া এবং ইন্দ্রযব, ধনে, মুতা, বেণার মূল, বেলশুঁঠ, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, জটামাংসী, বালা ও দুরালভা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেক ১ পল করিয়া প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবনে সংগ্রহগ্রহণী, শূল, আনাহ ও সূতিকাদি রোগ নষ্ট হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

পঞ্চজীরকগুড়ঃ

জীরকং হবুষা ধান্যং শতাহ্বা বদরাণি চ। যমানী ত্র্যষ্টকং হিঙ্গু পত্রিকা কাসমর্দ্দকম্॥ পিপ্পলী পিপ্পলীমূলমজমোদাথ বাষ্পিকা। চিত্রকঞ্চ পলাংশানি তথান্যচ্চ চতুষ্পলম্ ॥ কশেরুকং নাগরঞ্চ কুষ্ঠং দীপ্যকমেব চ। গুড়স্য চ শতং দদ্যাদ্ ঘৃতপ্রস্থং তথৈব চ ॥ ক্ষীরদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং শনৈর্মৃদ্বাগ্নিনা পচেৎ। পঞ্চজীরক ইত্যেষ সূতিকানাং প্রশস্যতে॥ গর্ভার্থিনীনাং নারীণাং বৃংহণীয়ে সমারুতে। বিংশতির্ব্যাপদো যোনেঃ কাসং শ্বাসং জ্বরং ক্ষয়ম্ ॥ হলীমকং পাণ্ডুরোগং দৌর্গন্ধ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রতাম্। হন্তি পীনোন্নতকুচাঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণাঃ। উপযোগাৎ স্ত্রিয়ো নিত্যমলক্ষ্মীমলবর্জ্জিতাঃ॥
(ত্র্যষ্টকং রাজিকা।)

গুড় ১২।।০ সের, ঘৃত ৪ সের ও দুগ্ধ ৮ সের। এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া ঘনীভূত করিবে, পরে ছোট কালজীরা, হবুষা, ধনে, শুল্‌ফা, বদরী, যমানী, রাইসর্ষপ, বংশপত্রী, কালকাসুন্দে, পিপুল, পিপুলমূল, বনযমানী, সর্ষপ ও চিতামূল প্রত্যেক ১ পল এবং কেশুর, শুঁঠ, কুড় ও জীরা এই সকল প্রত্যেক ৪ পল ; ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। ইহা ব্যবহারে বিংশতি প্রকার যোনিব্যাপদ্, কাস, শ্বাস, জ্বর, ক্ষয়, হলীমক, পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গাত্রদৌর্গন্ধ্য নিবারিত এবং অলক্ষ্মী ও শরীরের মল বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা সূতিকারোগ ও গর্ভার্থিনী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এবং বাতোপদ্রুত গর্ভে প্রশস্ত।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী

- কশেরুশৃঙ্গাটবরাটমুস্তং দ্বিজীরকং জাতিফলং সকোষম্। লবঙ্গশৈলেয়কনাগপুষ্পং পত্রং বরাঙ্গং শটী ধাতকী চ॥ এলা শতাহ্বা ধনিকেভকৃষ্ণা সপিপ্পলী সোষণকা সভীরুঃ। প্রত্যেকমেষামিহ কর্ষযুগ্মং মহৌষধীচূর্ণপলানি চাষ্টৌ॥ পলানি ত্রিংশৎ সিতশর্করায়াঃ পলানি চাষ্টাবপি সর্পিষশ্চ। প্রস্থদ্বয়ং ক্ষীরমিহ প্রযুক্তং পচেদ্বিধিজ্ঞঃ পরমাদরেণ॥ খাদেদিদং কর্ষমথার্দ্ধকর্ষং কর্ষদ্বয়ং বাপি সমীক্ষ্য শক্তম্। সৌভাগ্যশুণ্ঠী কথিতা ভিষগ্‌ভিরগ্নিপ্রদা সূতিগদাপহা চ॥

কেশুর, পানিফল, পদ্মবীজকোষ, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, শটী, ধাইফুল, এলাইচ, শুল্‌ফা, ধনে, গজপিপ্পলী, পিপ্পলী, মরিচ ও শতমূলী প্রত্যেক ৪ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ১ সের, মিছরি ৩০ পল, ঘৃত ১ সের, গব্যদুগ্ধ ৮ সের; যথানিয়মে পাক করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগ নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

সৌভাগ্যশুণ্ঠী (মতান্তরে)

ত্রিকটু ত্রিফলাজাজী চাতুর্জ্জাতকমুস্তকম্। জাতীকোষফলং ধান্যং লবঙ্গং শতপুষ্পিকা॥ নালিকা মাদনফলং যমানীদ্বয়ধাতকী। শতাবরী তালমূলী লোধ্রং বারণপিপ্পলী ॥ পিয়ালবীজমমৃতা কর্পূরং চন্দনদ্বয়ম্। কর্ষপ্রমাণান্যেতেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ ॥ নাগরস্য চ চূর্ণস্য প্রস্থদ্বয়মিতং ক্ষিপেৎ। ঘৃতমষ্টপলং দদ্যাৎ ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ং তথা ॥ সার্দ্ধপ্রস্থদ্বয়ঞ্চাত্র শর্করায়াস্ততঃ ক্ষিপেৎ। দৃঢ়ে চ মৃন্ময়ে পাত্রে বিপচেন্মৃদুনাগ্নিনা ॥ জ্ঞাত্বা পাকং ভিষক্ তেষাং গুড়িকাং কারয়েৎ ততঃ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় অজাক্ষীরং পিবেদনু ॥ আমবাতং নিহন্ত্যাশু কাসং শ্বাসং সপীনসম্। গ্রহণীমম্লপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং ক্ষয়ং ক্ষতম্॥ স্ত্রীরোগান্ বিংশতিঞ্চৈব তৎক্ষণাদেব নাশয়েৎ। অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং স্তনদার্ঢ্যকরং পরম্। সৌভাগ্যজননং স্ত্রীণাং পুষ্টিদং ধাতুবর্দ্ধনম্ ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, লবঙ্গ, শুল্‌ফা নালুকা, ময়নাফল, যমানী, বনযমানী, ধাইফুল, শতমূলী, তালমূলী, লোধ, গজপিপ্পলী, পিয়ালবীজ, গুলঞ্চ, কর্পূর, চন্দন ও রক্তচন্দন প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৪ সের, ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৫ সের। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে আমবাত, কাস, শ্বাস, পীনস, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, ক্ষয়, ক্ষত এবং স্ত্রীলোকদিগের বিংশতিপ্রকার যোনিব্যাপদ্ প্রশমিত হয়। ইঁহাতে স্ত্রীলোকের স্তন দৃঢ়, পুষ্ট এবং ধাতু বর্দ্ধিত হয়।

বৃহৎসৌভাগ্যশুণ্ঠী

বৃহচ্ছুণ্ঠীং সমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিধানতঃ। পলষোড়শিকাং নীত্বা ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ ॥ ক্রমেণ পাকশুদ্ধিঃ স্যাদ্ ঘৃতপ্রস্থে চ ভর্জ্জয়েৎ। লঘুপাকঃ প্রকর্ত্তব্যো না খরো মোদকেষ্বপি ॥ শতাবরী বিদারী চ মুষলী

গোক্ষুরো বলা। ছিন্নাসত্ত্বং শতাহ্বা চ জীরকৌ ব্যোষচিত্রকৌ ॥ ত্রিসুগন্ধি যমানী চ তালীশং কারবী মিষিঃ। রাস্না পুষ্করমূলঞ্চ বাংশী দারু শতাহ্বয়ম্ ॥ শঠী মাংসী বচা মোচত্বক্ পত্রং নাগকেশরম্। জীবন্তী মেথিকা যষ্টী চন্দনং রক্তচন্দনম্ ॥ ক্রিমিঘ্নং তোয়সিংহাস্য-ধন্যাকং কট্‌ফলং ঘনম্। কর্ষদ্বয়মিতং ভাগং প্রত্যেকং পট্টঘর্ষিতম্ ॥ সর্ব্বচূর্ণাদ্ দ্বিগুণিতা প্রদেয়া সিতশর্করা। যুক্ত্যা পাকবিধানজ্ঞো মোদকং পরিকল্পয়েৎ ॥ শুদ্ধে ভাণ্ডে নিধায়াথ খাদেন্নিত্যং যথাবলম্। বীক্ষ্যাগ্নিবলকোষ্ঠঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ক্ষৌদ্রানুপানতঃ প্রাতর্গুরুদেবাম্ সমর্চ্চয়েৎ। তদ্‌বর্ণ্যং বল্যমায়ুষ্যং বলীপলিতনাশনম্ ॥ বয়সঃ স্থাপনং প্রোক্তমগ্নিদীপ্তিকরং পরম্। বৃষ্যাণামতিবৃষ্যঞ্চ রসায়নমিদং শুভম্ ॥ বিশেষাৎ স্ত্রীগদে প্রোক্তং প্রসূতানাং যথামৃতম্। বিংশতির্ব্যাপদো যোনেঃ প্রদরং পঞ্চধাপি চ॥ যোনিদোষহরং স্ত্রীণাং রজোদোষহরং তথা। পাপসংসর্গজং দোষং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ আমবাতহরঞ্চৈব শিরঃশূলনিবারণম্। সর্ব্বশূলহরঞ্চৈব বিশেষাৎ কটিশূলনুৎ ॥ বীর্য্যবৃদ্ধিকরং পুংসাং সূতিকাতঙ্কনাশনম্। বাতপিত্তকফোদ্ভূতান্ দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতজান্॥ হন্তি সর্ব্বগদানেষা শুণ্ঠী সৌভাগ্যদায়িনী। সৌভাগ্যদায়িনী স্ত্রীণামতঃ সৌভাগ্যশুণ্ঠিকা।

বড় শুঁঠের চূর্ণ ২ সের, অর্দ্ধমণ দুগ্ধে পাক করিয়া পাকান্তে ৪ সের ঘৃতে ভাজিবে। পাক যেন খর না হয়। তদনন্তর উহার সহিত নিম্নলিখিত চূর্ণসকল মিশ্রিত করিবে। যথা—শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গুলঞ্চের চিনি, শুল্‌ফা, সূক্ষ্ম জীরা, স্থূল জীরা, ত্রিকটু, চিতা, এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, যমানী, তালীশপত্র, কৃষ্ণজীরা, মৌরী, রাস্না, পুষ্করমূল, বংশলোচন, দেবদারু, শুল্‌ফা, শঠী, জটামাংসী, বচ, মোচরস, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগকেশর, জীবন্তী, মেথি, যষ্টিমধু, চন্দন, রক্তচন্দন, বিড়ঙ্গ, বালা, বাসক, ধনে, কট্‌ফল, মুতা প্রত্যেক দ্রব্য ৪ তোলা। সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। যথাবিধানে মোদক প্রস্তুত করিয়া পরিষ্কৃত ভাণ্ডে রাখিবে এবং যথোপযুক্ত মধুসহ প্রয়োগ করিবে। ইহা সূতিকাদি বিবিধ রোগনাশক, বর্ণকারক, বলকর, আয়ুষ্কর, বলীপলিতনাশক, বয়ঃস্থাপক, বৃষ্য ও রসায়ন।

জীরকাদ্য-মোদক

জীরকস্য পলান্যষ্টৌ শুণ্ঠী ধান্যং পলত্রয়ম্। শতপুষ্পা যমানী চ কৃষ্ণজীরং পলং পলম্॥ ক্ষীরং দ্বিপ্রস্থসংযুক্তং খণ্ডস্যার্দ্ধশতং পলম্। ঘৃতস্যাপি পলান্যষ্টৌ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥ ব্যোষং ত্রিজাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকম্। মুস্তকঞ্চ লবঙ্গঞ্চ পলাংশং সংপ্রকল্পয়েৎ॥ মন্দেন বহ্নিনা পক্ত্বা মোদকং কারয়েদ্ ভিষক্। সর্ব্বযোষিদ্বিকারাণাং নাশনং বহ্নিদীপনম্। সূতিকারোগশমনং বিশেষাদ্ গ্রহণীহরম্॥

জীরা ৮ পল, শুঁঠ ৩ পল, ধনে ৩ পল, শুল্‌ফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল, দুগ্ধ ৮ সের, চিনি ৬ সের, ঘৃত ৮ পল। মৃদু অগ্নিসন্তাপে যথাবিধি পাক করিবে। প্রক্ষেপার্থ—ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুতা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল। ইহা সেবনে সূতিকা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ ও গ্রহণী নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

সূতিকারিরস

রসং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তুল্যকম্। চূর্ণিতং মর্দ্দয়েদ্ যত্নাত্তেককপর্ণীরসেন চ ॥ ছায়াশুষ্কা গুড়ী কার্য্যা কলায়সদৃশী ততঃ। মাত্রয়া কটুনা দেয়া সূতিকাতঙ্কনাশিনী। জ্বরতৃষ্ণারুচিহরা শোথঘ্নী বহ্নিদীপনী॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র এই সমুদায় সমভাগে লইয়া থুলকুড়ির রসে মর্দ্দন করত ছায়ায় শুকাইয়া মটরপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—আদার রস প্রভৃতি। ইহা সেবনে সূতিকারোগ, জ্বর, অরুচি ও শোথাদি নষ্ট হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয়।

সূতিকারিরস (মতান্তরে)

টঙ্গণং মূর্চ্ছিতং সূতং গন্ধকং হেম তারকম্। জাতীফলং তথা কোষং লবঙ্গৈলা চ ধাতকী॥ বৎসকেন্দ্রযবঃ পাঠা শৃঙ্গী বিশ্বাজমোদিকা। গুড়ী প্রসারণীরসৈশ্চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণতঃ॥ ভক্ষয়েৎ তদ্রসৈঃ প্রাতঃ সূতিকাতঙ্কশান্তয়ে। জীর্ণজ্বরং তথা শোথং গ্রহণীপ্লীহকাসনুৎ॥

সোহাগার খৈ, মূর্চ্ছিত পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, এলাইচ, ধাইফুল, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ ও বনযমানী, ইহাদিগকে সমভাগে চূর্ণ করিয়া গন্ধভাদুলিয়ার রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—৪ রতি। প্রাতঃকালে গন্ধভাদুলিয়ার রস অনুপানে সেবনীয়। ইহা দ্বারা সূতিকা, জীর্ণজ্বর, শোথ, গ্রহণী, প্লীহা ও কাস রোগ নিবারিত হয়।

সূতিকাঘ্নো রস

রসগন্ধকলৌহাভ্রং জাতীকোষং সুবর্চ্চলম্। সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে চ্ছাগীদুগ্ধেন পেষয়েৎ॥ গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন সূতিকাতঙ্কনাশনঃ। জ্বরাতিসাররোগঘ্নঃ কাসশ্বাসাতিসারনুৎ। সূতিকাঘ্নো রসো নাম ব্রহ্মণা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, জৈত্রী ও সচললবণ, সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ রতি। ইহাতে সূতিকা, জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও অতিসার রোগ উপশমিত হয়।

বৃহৎ সূতিকাবল্লভো রস

সূতং গন্ধং মাক্ষিকঞ্চ ব্যোমেন্দুং হেম তালকম্। রজতং ফণিফেনঞ্চ জাতীকোষফলে তথা॥ মুস্তকস্য বলায়াশ্চ শাল্মল্যাঃ স্বরসেন চ। ভাবয়িত্বা বটীঃ কুর্য্যাদ্ দ্বিগুঞ্জাপরিমাণতঃ ॥ সূতিকাবল্লভো নাম প্রযুক্তোঽয়ং মহান্ রসঃ। নিহন্যাৎ সূতিকারোগান্ দুর্ব্বারং গ্রহণীগদম্ ॥ অতীসারং সুঘোরঞ্চ দৌর্ব্বল্যং বহ্নিমন্দতাম্। জনয়েদাশু পুষ্টিঞ্চ কান্তিং মেধাং ধৃতিং তথা ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, কর্পূর, স্বর্ণ, হরিতাল, রৌপ্য, অহিফেন, জৈত্রী ও জায়ফল, এই সমুদায় সমভাগে লইয়া, মুতা, বেড়েলা ও শিমুলমূলের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রযোজ্য। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগ, গ্রহণী, অতিসার, দৌর্ব্বল্য ও অগ্নিমান্দ্য এই সকলের নিবৃত্তি এবং দেহের পুষ্টিসাধনাদি হইয়া থাকে।

বৃহৎ সূতিকাবিনোদরস

শুণ্ঠ্যা ভাগো ভবেদেকো দ্বৌ ভাগৌ মরিচস্য চ। পিপ্পল্যাশ্চ ত্রিভাগঃ স্যাদর্দ্ধভাগঞ্চ রোমকম্॥ জাতীকোষস্য ভাগৌ দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ তুত্থকস্য চ। সিন্ধুবারজলৈনৈব মর্দ্দয়েদেকযামতঃ। মধুনা সহ ভোক্তব্যঃ সূতিকাতঙ্কনাশনঃ॥

শুঁঠ ১ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, পাংশু লবণ অৰ্দ্ধ ভাগ, জৈত্রী ২ ভাগ ও তুঁতে ২ ভাগ, এই সমুদায় একত্র নিসিন্দার রসে বা ক্বাথে ১ প্রহর মর্দ্দন করিবে। মধুর সহিত সেব্য। ইহা দ্বারা সূতিকারোগ প্রশমিত হয়।

সূতিকান্তকো রস

রসাভ্রগন্ধকং ব্যোষং সুবর্ণমাক্ষিকং বিষম্। সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং খাদেদ্রক্তিচতুষ্টয়ম্॥ সূতিকাগ্রহণীরোগং বহ্নিমান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ। অতীসারঞ্চ সময়েদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্। কাসশ্বাসাতিসারঘ্নো বাজীকরণ উত্তমঃ।

পারদ, গন্ধক, অভ্র, ত্রিকটু, স্বর্ণমাক্ষিক ও বিষ সমভাগে ইহাদের চূর্ণ ৪ রতি পরিমাণে সেবন করিলে সূতিকা, গ্রহণী ও কাস প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। ইহা উত্তম বাজীকরণ ঔষধ।

সূতিকাহরো রস

হিঙ্গুলং হরিতালঞ্চ শঙ্খভস্মায়সো রজঃ। খর্পরং ধূর্ত্তবীজঞ্চ যবক্ষারঞ্চ টঙ্গণম্॥ বিভীতককষায়েণ ভাবয়িত্বা বিধানতঃ। মর্দ্দয়িত্বা বিদধ্যাচ্চ কলায়সদৃশীর্বটীঃ॥ যথাদোষাণুপানেন প্রযুক্তোঽয়ং রসোত্তমঃ। নিহন্যাৎ সূতিকাতঙ্কান্ বহ্নিস্তৃণগণানিব॥

হিঙ্গুল, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, লৌহ, খর্পর, ধুতুরাবীজ, যবক্ষার ও সোহাগার খৈ, এই সমুদায় সমানভাগে লইয়া বহেড়ার ক্বাথে ভাবনা দিয়া মটরপ্রমাণ বটিকা করিবে। যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রযোজ্য। ইহা সেবন করিলে সমস্ত সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

সূতিকাহরো রস

লবঙ্গং রসগন্ধৌ চ যবক্ষারং তথাভ্রকম্। লৌহং তাম্রং সীসকঞ্চ পলমানং সমাহরেৎ॥ জাতীফলং কেশরাজং বরা ভৃঙ্গৈলামুস্তকম্। ধাতকীন্দ্রযবঃ পাঠা শৃঙ্গী বিল্বঞ্চ বালকম্॥ কর্ষমানঞ্চ সংচূর্ণ্য সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ। বদরাস্থি প্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥ গন্ধালিকাপত্ররসৈরনুপানং প্রদাপয়েৎ। সর্ব্বাতিসারশমনঃ সর্ব্বশূলনিবারণঃ। সূতিকাহরনামায়ং সূতিকাং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্॥

লবঙ্গ, পারদ, গন্ধক, যবক্ষার, অভ্র, লৌহ, তাম্র ও সীসক প্রত্যেক ৮ তোলা, জায়ফল, কেশুর্ত্তে, ত্রিফলা, ভীমরাজ, এলাইচ, মুতা, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, বেল ও বালা প্রত্যেক ২ তোলা পরিমিত, একত্র চূর্ণ করিয়া কুলের আঁটির মত বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—গন্ধভাদুলিয়া পত্রের রস। ইহাতে সকল প্রকার অতিসার, শূল ও সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

মহাভ্রবটী

মৃতমভ্রঞ্চ লৌহঞ্চ কুনটী তাম্রকং তথা। রসগন্ধকটঙ্গঞ্চ যবক্ষারফলত্রিকম্॥ প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যমূষণং পঞ্চতোলকম্। সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং প্রত্যেকেন বিভাবয়েৎ॥ গ্রীষ্মসুন্দরসিংহাস্য-নাগবল্ল্যা রসেন চ। চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্। যোজয়েৎ সর্ব্বথা বৈদ্যঃ সূতিকারোগশান্তয়ে॥

জারিত অভ্র, লৌহ, মনঃশিলা, তাম্র, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, যবক্ষার, ত্রিফলা, প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৫ তোলা; ইহাদিগকে গিমেশাক, বাসক ও পানের রসে পৃথক ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে সূতিকারোগ নিবারিত হয়।

রসশার্দ্দূল

অভ্রং তাম্রং তথা লৌহং রাজপট্টং রসস্তথা। গন্ধটঙ্গমরীচঞ্চ যবক্ষারং সমাংশকম্॥ তথাত্র তালকঞ্চৈব ত্রিফলায়াশ্চ তোলকম্। তোলকঞ্চামৃতঞ্চৈব ষড়্গুঞ্জাপ্রমিতা বটী॥ গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাপি নাগবল্ল্যা রসেন চ। ভাবয়েৎ সপ্তধা হন্তি জ্বরকাসাঙ্গসংগ্রহম্। সূতিকাতঙ্কশোথাদি-স্ত্রীরোগঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

অভ্র, তাম্র, লৌহ, রাজপট্ট (বিরাটদেশীয় হীরক), পারদ, গন্ধক, সোহাগা, মরিচ, যবক্ষার, হরিতাল, ত্রিফলা ও বিষ প্রত্যেক ১ তোলা পরিমাণে লইয়া গিমেশাক ও পানের রসে ৭ বার মর্দ্দন করিবে। পরিমাণ—৬ রতি। ইহাতে কাস, জ্বর, অঙ্গবেদনা ও সূতিকা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয়।

মহারসশার্দ্দূল

অভ্রকং পুটিতং তাম্রং স্বর্ণং গন্ধঞ্চ পারদম্। শিলা টঙ্গং যবক্ষারং ত্রিফলায়াঃ পলং পলম্॥ গরলস্য তথা গ্রাহ্যমর্দ্ধতোলকসম্মিতম্। ত্বগেলা পত্রকঞ্চৈব জাতীকোষলবঙ্গকম্॥ মাংসী তালীশপত্রঞ্চ মাক্ষিকঞ্চ রসাঞ্জনম্। এষাং দ্বিকার্ষিকং ভাগং দেয়ঞ্চাপি বিচক্ষণৈঃ॥ দ্রবে কিঞ্চিৎ স্থিতে চূর্ণং

মরিচস্য পলং ক্ষিপেৎ। ভাবনা চ প্রদাতব্যা পূর্ব্বোক্তেন রসেন চ॥ নিহন্তি বিবিধান্ রোগান্ জ্বরান্ দাহান্ বমিং ভ্রমিম্। তথাতিসারকঞ্চৈব বহ্নিমান্দ্যমরোচকম্। বিশেষাদ্ গর্ভিণীরোগং নাশয়েদচিরেণ চ॥

অভ্র, পুটিত তাম্র, স্বর্ণ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগা, যবক্ষার ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১ পল, বিষ অর্দ্ধতোলা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, জয়িত্রী, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, স্বর্ণমাক্ষিক ও রসাঞ্জন প্রত্যেক ৪ তোলা গ্রহণ করিয়া গিমেশাক ও পানের রসে ভাবনা দিবে। এই সমস্ত দ্রব্য কিঞ্চিৎ দ্রব থাকিতে থাকিতে ৮ তোলা মরিচচূর্ণ তাহাতে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনে বিবিধ রোগ, জ্বর, দাহ, বমি, ভ্রম, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য ও অরোচক রোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ গর্ভিণীরোগ ইহা দ্বারা অতি সত্বর উৎকৃষ্টরূপে উপশমিত হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্যং ঘৃতম্

সমূলপত্রশাখস্ত শতং ভদ্রোৎকটস্য চ। বারিদ্রোণেন সংসাধ্যং স্থাপ্যং পাদাবশেষিতম্॥ ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং গর্ভং দত্ত্বা তু কার্ষিকম্। সব্যোষং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং জীরকং তথা ॥ পঞ্চমূলং কনিষ্ঠঞ্চ রাস্নৈরগুসমন্বিতম্। বলাসিন্ধুযবক্ষার-স্বর্জ্জিকাকৃষ্ণজীরকম্ ॥ সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যো নিহন্যাৎ সূতিকাময়ান্। গ্রহণীং পাণ্ডুরোগঞ্চ অর্শাংসি বিবিধানি চ। অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং স্ত্রীণাং স্তন্যবিশোধনম্॥

ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ—মূল, পত্র ও শাখার সহিত গন্ধভাদুলিয়া ১২।।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—ত্রিকটু, পিপুলমূল, চিতামূল, জীরা, স্বল্প পঞ্চমূল, রাস্না, এরগুমূল, বেড়েলামূল, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, স্বর্জ্জিকাক্ষার ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে সূতিকারোগ, গ্রহণী, পাণ্ডু ও অর্শঃ নিরাকৃত হইয়া অগ্নি দীপ্ত ও স্তন্য বিশোধিত হয়।

ধাতক্যাদি তৈলম্

ধাতকীধবধন্যাক-ধাত্রীধুস্তূরধূপনৈঃ। নীলীনীপনতৈর্নিম্ব-নিম্বুনীরদনাগরৈঃ॥ পথ্যাপদ্মপৃথাপুত্রৈঃ পত্রপত্রোর্ণপূতিকৈঃ। ফণিজ্ঝকফলেন্দ্রাভ্যাং ফঞ্জিকাফনফেনিলৈঃ॥ কল্কৈঃ কোলকপিত্থাভ্যাং কৃষ্ণাকন্যাকশেরুভিঃ। পিষ্টৈঃ পচেৎ পয়স্বিন্যাঃ পয়সা পাকপণ্ডিতঃ॥ তৈলং তিলভবং তিষ্যে তিষ্যাতোয়েন তন্মনাঃ। পূজয়িত্বা পরানন্দাং প্রযতঃ পরমেশ্বরীম্ ॥ সুরসূনুদিতমিদং সূতিকাময়সূদনম্। সেবেত সততং সূতা সুখদং সুখসেবিনী॥

(সুখসেবিনী পথ্যসেবিনী)।

তিলতৈল ৪ সের। আমলকীর রস ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—ধাইফুল, ধাওয়াছাল, ধনে, আমলা, ধুতুরাফল, ধুনা, নীলমূল, কদমছাল, তগরাপাদুকা, নিমছাল, পাতিলেবুর মূল, মুতা, শুঁঠ, হরীতকী, পদ্মফুল, অর্জ্জুনছাল, তেজপত্র, শোনাছাল, করঞ্জবীজ, তুলসীপত্র, জামছাল, বামুনহাটী, সমুদ্রফেন, রিঠা, কুলশুঁঠ, কয়েৎবেল, পিপুল, ঘৃতকুমারী ও কেশুর মিলিত ১ সের। পুষ্যা নক্ষত্রে যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সূতিকারোগের শান্তি হয়।

জীরকাদ্যরিষ্ট

জীরকস্য তুলাদ্বন্দ্বং চতুর্দ্রোণজলে পচেৎ। দ্রোণশেষে ক্ষিপেৎ তত্র তুলাত্রয়মিতং গুড়ম্॥ ধাতকীং ষোড়শপলাং শুণ্ঠীঞ্চ দ্বিপলোম্মিতাম্। জাতীফলং মুস্তকঞ্চ চাতুর্জ্জাতং যমানিকাম্॥ কক্কোলং দেবপুষ্পঞ্চ পলমানেন নিক্ষিপেৎ। মাসং সংস্থাপ্য ভাণ্ডে চ মৃত্তিকাপরিনির্ম্মিতে॥ ততঃ কল্কান্ বিনির্হৃত্য পায়য়েৎ কর্ষমাত্রয়া। অরিষ্টো জীরকাদ্যোঽয়ং নিহন্যাৎ সূতিকাময়ান্। গ্রহণীমতিসারঞ্চ

তথা বহ্নেশ্চ বৈকৃতম্॥

জীরা ২৫ সের, পাকার্থ জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথে গুড় ৩৭।।০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, শুঁঠ ২ পল ও জায়ফল, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, যমানী, কাঁক্‌লা ও লবঙ্গ প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষিপ্ত করিয়া আবৃত মৃৎপাত্রে একমাস রাখিবে। পরে কল্কসকল ছাঁকিয়া ফেলিবে। এই অরিষ্টের মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবন করিলে সমস্ত সূতিকারোগ, গ্রহণীরোগ, অতিসার ও অগ্নিদোষ নিরাকৃত হয়।

সূতিকাকালনিবৃত্তিলক্ষণম্

প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে। সূতিকানামহীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরের্মতম্ ॥

প্রসবের পর দেড়মাস অতীত হইলে অথবা পুনর্ব্বার ঋতুদর্শন হইলে সূতিকাকাল অতীত হইয়াছে বুঝিবে।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

সূতিকাখ্যেষু রোগেষু বাতশ্লেষ্মোচিতানি চ। তত্তদ্‌রোগানুকূল্যেন পথ্যাপথ্যানি নির্দ্দিশেৎ॥

সূতিকারোগে বাতিক এবং শ্লৈষ্মিক অধিকারোক্ত পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, যেহেতু সূতিকারোগ বায়ু ও শ্লেষ্মার অনুবন্ধী হইয়া উৎপন্ন হয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে সূতিকারোগাধিকারঃ।

স্তনরোগাধিকার

স্তনরোগ-নিদানম্

সক্ষীরৌ বাপ্যদুগ্ধৌ বা প্রাপ্য দোষঃ স্তনৌ স্ত্রিয়াঃ। প্রদূষ্য মাংসরুধিরং স্তনরোগায় কল্পতে॥ পঞ্চানামপি তেষাং হি রক্তজং বিদ্রধিং বিনা। লক্ষণানি সমানানি বাহ্যবিদ্রধিলক্ষণৈঃ॥

বাতাদি দোষ, সদুগ্ধ বা অদুগ্ধ স্তনকে আশ্রয় এবং রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া স্তনরোগ উৎপাদন করে। পূর্ব্বে যে ছয় প্রকার বিদ্রধি উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে রক্তজ বিদ্রধি ভিন্ন অপর পাঁচ প্রকার অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও আগন্তুক বিদ্রধি, স্তনে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের লক্ষণ পূর্ব্বলিখিত বাহ্যবিদ্রধিসকলের লক্ষণের ন্যায় জানিবে।

স্তনরোগ-চিকিৎসা

শোথং স্তনোত্থিতমবেক্ষ্য ভিষগ্বিদধ্যাদ্ যদ্বিদ্রধাবভিহিতং বহুধা বিধানম্। আমে বিদহ্যতি তথৈব গতে চ পাকং তস্যাঃ স্তনৌ সততমেব হি নির্দুহীত॥

স্তনোত্থিত শোথে অপক্ক, পচ্যমান ও পক্কাবস্থা লক্ষ্য করিয়া বিদ্রধির ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পরন্তু স্তনদ্বয় হইতে সর্ব্বদাই দুগ্ধ গালিয়া ফেলিবে।

পিত্তঘ্নানি তু শীতানি দ্রব্যাণ্যত্র প্রযোজয়েৎ। জলৌকাভির্হরেদ্রক্তং ন স্তনাবুপনাহয়েৎ॥

স্তনরোগে শীতবীর্য্য পিত্তঘ্ন দ্রব্য প্রয়োগ এবং জলৌকাযোগে রক্তমোক্ষণ বিধেয়, কিন্তু স্তনদ্বয়ে কদাচ স্বেদ প্রদান করিবে না।

লেপো বিশালামূলেন হন্তি পীড়াং স্তনোত্থিতাম্। নিশাকনকফলাভ্যাং লেপশ্চাপি স্তনার্ত্তিহা॥
(কনকস্য ধুস্তূরস্য পত্রমিতি ভাবমিশ্রঃ। চক্রমতে ফলম্।)

রাখালশশার মূল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্তনোত্থিত পীড়া এবং হরিদ্রা ও ধুতূরার কল্কে প্রলেপ দিলে স্তনরোগ নষ্ট হয়।

লেপো নিহন্তি মূলং বন্ধ্যাকর্কোটীভবং শীঘ্রম্। নির্ব্বাপ্য তপ্তলৌহং সলিলে তদ্বা পিবেৎতত্র ॥
বন্ধ্যাকর্কোটীমূল পেষণ করিয়া লেপ দিলে অথবা প্রতপ্তলৌহ জলে ডুবাইয়া সেই জল পান করিলে স্তনরোগ নিবৃত্ত হয়।

কুক্কুরমেঞ্চুকামূলং চর্ব্বিতমাস্যে বিধারিতং জয়তি। সপ্তাহাৎ স্তনকীলং স্তন্যঞ্চৈকান্ততঃ কুরুতে ॥
গোরক্ষচাকুলের মূল চর্ব্বণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে স্তন্যকীলক (স্তনবিদ্রধি) নষ্ট এবং স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

মূষিকবসয়া শূকরগজমহিষমাংসচূর্ণসংযুতয়া। অভ্যঙ্গমর্দ্দনাভ্যাং কঠিনপীনস্তনৌ ভবতঃ ॥
শূকর, হস্তী, মহিষ, ইহাদের মাংসচূর্ণ ইন্দুরের বসাসহ মিশ্রিত করিয়া (প্রথম ঋতুকালে) অভ্যঙ্গ ও মর্দ্দন করিলে রমণীদের স্তনযুগল কঠিন ও স্থূল হইয়া থাকে।

মহিষীভবনবনীতং ব্যাধিবলোগ্রা তথৈব নাগবলা। পিষ্টা মর্দ্দনযোগাৎ পীনং কঠিনং স্তনং কুরুতে ॥
মহিষী নবনীত, কুড়, বেড়েলামূল, বচ ও গোরক্ষচাকুলের মূল পেষণ করিয়া স্তনে মর্দ্দন করিলে স্তনদ্বয় কঠিন ও স্থূল হইয়া থাকে।

শ্রীপর্ণীতৈলম্

শ্রীপর্ণীরসকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং তিলোদ্ভবম্। তূলকেনৈব তৎ তৈলং স্তনস্যোপরি ধারয়েৎ।
পতিতাবুত্থিতৌ স্ত্রীণাং ভবেতাঞ্চ পয়োধরৌ॥

গাম্ভারীর স্বরসে ও কল্কে যথারীতি তিলতৈল পাক করিবে। উক্ত তৈলে তূলা ভিজাইয়া স্তনদ্বয়ের উপর ধারণ করিলে পতিত স্তন উত্থিত হয়।

কাশীশাদ্যং তৈলম্

কাশীশতুরগগন্ধাশাবরগজপিপ্পলীবিপক্কেন। তৈলেন যান্তি বৃদ্ধিং স্তনকর্ণবরাঙ্গলিঙ্গানি॥

হিরাকস, অশ্বগন্ধা, লোধ ও গজপিপ্পলী, ইহাদের কল্কে ও চতুর্গুণ জলে যথানিয়মে তিলতৈল পাক করিবে। ইহা মর্দ্দন করিলে স্তনদ্বয়, কর্ণ, স্ত্রীলিঙ্গ ও পুরুষাঙ্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রথমর্ত্তৌ তণ্ডুলাম্ভো-নস্যং কুর্য্যাৎ স্তনৌ স্থিরৌ ॥

কামিনীগণ প্রথম ঋতুতে তণ্ডুলোদকের নস্য লইলে কদাপি স্তনদ্বয় পতিত হয় না।

গোমহিষীঘৃতসহিতং তৈলং শ্যামাকৃতাঞ্জলিবচাভিঃ। সত্রিকটুনিশাভিঃ সিদ্ধং নস্যং স্তনোত্থাপনং পরম্॥
গব্যঘৃত ।।০ সের, মাহিষঘৃত ।।০ সের, তিলতৈল ১ সের। কল্কার্থ—প্রিয়ঙ্গু, লজ্জাবতী, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রা, জল চতুর্গুণ; যথাবিধানে পাক করিয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিবে। ইহা স্তন উত্থাপনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

স্তন্যদুষ্টি-নিদানম্

গুরুভির্বিবিধৈরন্নৈর্দুষ্টৈর্দোষৈঃ প্রদূষিতম্। ক্ষীরং মাতুঃ কুমারস্য নানারোগায় কল্পতে॥ কষায়ং সলিলপ্লাবি স্তন্যং মারুতদূষিতম্। কট্বম্ললবণং পীত-রাজীমৎ পিত্তসংজ্ঞিতম্ ॥ কফদুষ্টং ঘনং তোয়ে নিমজ্জতি সুপিচ্ছলম্ ॥ দ্বিলিঙ্গং দ্বন্দ্বজং বিদ্যাৎ সর্ব্বলিঙ্গং ত্রিদোষজম্ ॥ অদুষ্টঞ্চাম্বুনিক্ষিপ্তমেকীভবতি পাণ্ডুরম্।
মধুরঞ্চাবিবর্ণঞ্চ প্রসন্নং তৎ প্রশস্যতে ॥

বিবিধ গুরুপাক অন্ন আহারহেতু দোষসকল প্রকুপিত হইয়া প্রসূতার স্তনদুগ্ধ দূষিত করিয়া স্তন্যপায়ী বালকের নানা রোগ জন্মাইয়া থাকে।

বাতদূষিত স্তন্যদুগ্ধ কষায়রসবিশিষ্ট হয় এবং জলে ভাসে। পিত্তদুষ্ট স্তনদুগ্ধ কটু, অম্ল বা লবণাস্বাদ এবং পীতবর্ণ রেখাযুক্ত হয়। কফদুষ্ট দুগ্ধ ঘন ও পিচ্ছিল, ইহা জলে ডুবিয়া যায়।

দুই দোষের লক্ষণ দেখিলে দ্বিদোষজ ও তিন দোষের লক্ষণ দেখিলে ত্রিদোষজ জানিবে। যে দুগ্ধ জলে নিমগ্ন হইলে জলের সহিত একীভূত হইয়া যায় এবং যাহা পাণ্ডুবর্ণ, মধুর, নির্ম্মল ও স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট, তাহা নির্দ্দোষ ও প্রশংসনীয়।

স্তন্যদুষ্টি চিকিৎসা

বনকার্পাসিকেক্ষুণাং মূলং সৌবীরকেণ বা। বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্॥ দুগ্ধেন শালিতণ্ডুল-চূর্ণপানং বিবর্দ্ধয়েৎ। স্তন্যং সপ্তাহতঃ ক্ষীর-সেবিন্যাস্তু ন সংশয়ঃ ॥

বনকার্পাসের মূল ও ইক্ষুমূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ড মদ্যের সহিত পান করিলে স্তন্যবৃদ্ধি হয়। দুগ্ধপথ্যা হইয়া কামিনীগণ শালিতণ্ডুলের চূর্ণ দুগ্ধসহ সপ্তাহকাল সেবন করিলে নিশ্চয়ই স্তন্যবৃদ্ধি হইবে।

হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেৎ স্তন্যস্য বৃদ্ধয়ে ॥

হরিদ্রাদির (হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু) ক্বাথ অথবা বচাদির (বচ, মুতা, আতইচ, দেবদারু, শুঁঠ, শতমূলী ও অনন্তমূল) ক্বাথ পান করিলে স্তন্যবৃদ্ধি হয়।

তত্র বাতাত্মকে স্তন্যে দশমূলীজলং পিবেৎ ॥

বায়ুকর্ত্তৃক স্তন্যদুগ্ধ দূষিত হইলে দশমূলের ক্বাথ রমণীদিগকে সেবন করিতে দিবে।

পিত্তদুষ্টেঽমৃতাভীরু-পটোলং নিম্বচন্দনম্। ধাত্রী কুমারশ্চ পিবেৎ ক্বাথয়িত্বা সশারিবম্ ॥ (সশারিবমিত্যত্র সশর্করমিতি বা পাঠঃ)।

পিত্তকর্ত্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমপত্র, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল, ইহাদের ক্বাথ ধাত্রীকে (স্তন্যদাত্রীকে) ও শিশুকে সেবন করাইবে। (মতান্তরে অনন্তমূলের পরিবর্ত্তে শর্করা ব্যবহৃত হয়।)

কফে বা ত্রিফলা-মুস্তা-ভূনিম্বং কটুরোহিণীম্। ভার্গীদারুবচাপাঠাঃ পিবেৎ সাতিবিষাঃ শৃতাঃ। ধাত্রী স্তন্যবিশুদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষরসাশিনী॥

কফকর্ত্তৃক স্তন্য দূষিত হইলে ত্রিফলা, মুতা, চিরতা, কট্‌কী, বামুনহাটী, দেবদারু, বচ, আক্‌নাদি ও আতইচ, ইহাদের ক্বাথ ধাত্রীকে পান করাইবে এবং মুদ্গযূষ পথ্য দিবে।

প্রসঙ্গাদ্বিষয়ান্তরমাহ

সুতনুকরোতি মধ্যং পীতং মথিতেন মাধবীমূলম্। শববহনস্থিতবন্ধনরজ্জ্বা সন্তাড়নাদ্ধি দয়িতেন॥ নশ্যত্যবলাদ্বেষঃ পত্যৌ সহজঃ কৃতোঽথবা যোগৈঃ। দত্ত্বৈব দুগ্ধভক্তং বিপ্রায়োৎপাট্য সিতবলামূলম্। পুষ্যে কন্যাপিষ্টং দত্তমনিচ্ছাহরং ভক্ষ্যে॥

মাধবীলতার মূল ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কামিনীগণের মধ্যদেশ (কটীদেশ) ক্ষীণ হয়। স্বামিকর্ত্তৃক শববন্ধনরজ্জু দ্বারা বিতাড়িত কামিনীগণের স্বাভাবিক অথবা অন্যকৃত পতিবিদ্বেষ বিদূরিত হয়।

ব্রাহ্মণদিগকে দুগ্ধান্ন প্রদান করিয়া পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল উৎপাটন করিবে। পরে সেই মূল ঘৃতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত স্বামীকে সেবন করাইলে স্বামীর বিদ্বেষ দূরীভূত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

স্তন্যদুষ্টিতে বাতাদি দোষ বিবেচনাপূর্ব্বক তত্তদ্দোষনাশক পথ্যাপথ্য এবং স্তনবিদ্রধি প্রভৃতি রোগে বিদ্রধি প্রভৃতি পীড়ার ন্যায় পথ্যাপথ্য বিধান করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে স্তনরোগাধিকারঃ।

বালরোগাধিকার

বালরোগ-নিদানম্

বাতদুষ্টং শিশুঃ স্তন্যং পিবন্ বাতগদাতুরঃ। ক্ষামস্বরঃ কৃশাঙ্গঃ স্যাদ্বদ্ধবিণ্মূত্রমারুতঃ ॥ স্বিন্নো ভিন্নমলো বালঃ কামলাপিত্তরোগবান্। তৃষ্ণালুরুষ্ণসর্ব্বাঙ্গঃ পিত্তদুষ্টং পয়ঃ পিবন্ ॥ কফদুষ্টং পিবন্ ক্ষীরং লালালুঃ শ্লেষ্মরোগবান্। নিদ্রান্বিতো জড়ঃ শূন-বক্ত্রাক্ষশ্ছর্দ্দনঃ শিশুঃ ॥ দ্বন্দ্বজে দ্বন্দ্বজং রূপং সর্ব্বজে সর্ব্বলক্ষণম্। শিশোস্তীব্রামতীব্রাঞ্চ রোদনাল্লক্ষয়েদ্রুজম্ ॥ কুকূণকঃ ক্ষীরদোষাচ্ছিশূনামক্ষিবর্ত্মনি। জায়তে তেন তন্নেত্রং কণ্ডূরঞ্চ স্রবেন্মুহুঃ ॥ শিশুঃ কুর্য্যাল্ললাটাক্ষি-কূটনাসাবঘর্ষণম্। শক্তো নার্কপ্রভাং দ্রষ্টুং ন বর্ত্মোন্মীলনক্ষমঃ ॥ মাতুঃ কুমারো গর্ভিণ্যাঃ স্তন্যং প্রায়ঃ পিবন্নপি। কাসাগ্নিসাদবমথু-তন্দ্রাকার্শ্যারুচিভ্রমৈঃ ॥ যুজ্যতে কোষ্ঠবৃদ্ধ্যা চ তমাহুঃ পারিগর্ভিকম্। রোগং পরিভবাখ্যঞ্চ যুঞ্জ্যাৎ তত্রাগ্নিদীপনম্ ॥ তালুমাংসে কফঃ ক্রুদ্ধঃ কুরুতে তালুকণ্টকম্। তেন তালুপ্রদেশস্য নিম্নতা মূর্দ্ধ্নি জায়তে ॥ তালুপাতঃ স্তনদ্বেষঃ কৃচ্ছ্রাৎ পানং শকৃদ্ দ্রবম্। তৃড়ক্ষিকণ্ঠাস্যরুজা গ্রীবাদুর্ব্বহতা বমিঃ ॥ বিসর্পস্তু শিশোঃ প্রাণ-নাশনো বস্তিশীর্ষজঃ। পদ্মবর্ণো মহাপদ্ম-নামা দোষত্রয়োদ্ভবঃ ॥ শঙ্খাভ্যাং হৃদয়ং যাতি হৃদয়াদ্বা গুদং ব্রজেৎ। ক্ষুদ্ররোগে চ কথিতে ত্বজগল্ল্যহিপূতনে ॥ জ্বরাদ্যা ব্যাধয়ঃ সর্ব্বে মহান্তো যে পুরেরিতাঃ। বালদেহেহপি তে তদ্বদ্বিজ্ঞেয়াঃ কুশলৈঃ সদা ॥ ক্ষণাদুদ্বিজতে বালঃ ক্ষণাৎ ত্রস্যতি রোদিতি। নখৈর্দন্তৈর্দারয়তি ধাত্রীমাত্মানমেব বা ॥ ঊর্দ্ধং নিরীক্ষতে দন্তান্ খাদেৎ কূজতি জৃম্ভতে। ভ্রূবৌ ক্ষিপতি দন্তৌষ্ঠং ফেনং বমতি চাসকৃৎ ॥ ক্ষামোহতি নিশি জাগর্ত্তি শূনাক্ষো ভিন্নবিট্স্বরঃ। মাংসশোণিতগন্ধিশ্চ ন চাশ্নাতি যথা পুরা। সামান্যং গ্রহদুষ্টানাং লক্ষণং সমুদাহৃতম্ ॥

শিশু, বাতদুষ্ট স্তন্য পান করিলে বাতরোগাক্রান্ত, ক্ষীণস্বর ও কৃশাঙ্গ হয় এবং তাহার মল মূত্র ও অধোবায়ু নির্গমনে কৃচ্ছ্রতা হইয়া থাকে। পিত্তদুষ্ট দুগ্ধ পান করিলে ঘর্ম্ম, মলভেদ, তৃষ্ণা, গাত্রসন্তাপ, কামলা ও অন্যান্য পৈত্তিক রোগ উৎপন্ন হয়। কফদুষ্ট দুগ্ধ পান করিলে লালাস্রাব, শ্লৈষ্মিক পীড়া, নিদ্রা, জড়তা, দুধতোলা এবং মুখ ও চক্ষুর স্ফীততা হয়। দ্বিদোষদুষ্ট দুগ্ধপানে

দুই দোষের এবং ত্রিদোষদুষ্ট দুগ্ধপানে তিন দোষের লক্ষণ উপস্থিত হয়। বালকেরা কথা কহিয়া রোগের অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব তাহাদের ক্রন্দন অনুসারে রোগের আধিক্য বা অল্পতা লক্ষ্য করিবে।

বিকৃত দুগ্ধপানহেতু শিশুর চক্ষুর পাতায় কুকূণক (কোথ) নামক রোগ উৎপন্ন হয়, ইহাতে নেত্রকণ্ডূ ও মুহুর্ম্মুহুঃ স্রাব হয়। বালক কপাল, চক্ষু ও নাসিকা ঘর্ষণ করে, রৌদ্রের দিকে চাহিতে বা চক্ষুর পাতা উন্মীলন করিতে পারে না। গর্ভবতী জননীর স্তন্য অধিক পান করিলে কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি, ভ্রম ও উদরবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম পারিগর্ভিক বা পরিভব, চলিত ভাষায় ইহাকে এঁড়েলাগা কহে। এই রোগে অগ্নিবৃদ্ধিকর ঔষধ প্রযোজ্য।

শিশুর তালুমাংসে কফ ক্রুদ্ধ হইয়া তালুকণ্টক রোগ উৎপাদন করে। ইহাতে মস্তকের তালুপ্রদেশ বসিয়া যায় এবং অভ্যন্তরভাগে তালুর অধঃপতনহেতু স্তন্যপানে দ্বেষ ও অতিকষ্টে স্তন্যপান হয়। তদ্ব্যতীত তরল মলভেদ, পিপাসা, চক্ষু কণ্ঠ ও মুখে বেদনা, দুধ্‌তোলা ও ঘাড় নুইয়া পড়া, এই সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শিশুদিগের মস্তকে ও বস্তিদেশে রক্তপদ্মাকৃতি মহাপদ্ম নামক এক প্রকার সান্নিপাতিক বিসর্পরোগ উৎপন্ন হয়, তাহা প্রাণনাশক। মস্তকজাত বিসর্প শঙ্খদেশ দিয়া হৃদয়ে এবং হৃদয় হইতে গুহ্যে আইসে। এইরূপ বস্তিজাত বিসর্পও গুহ্যদেশে, গুহ্যদেশ হইতে হৃদয়ে ও হৃদয় হইতে মস্তকে গমন করে। শিশুদিগের অজগল্লী ও অহিপূতন নামে আর দুইটি রোগ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে জ্বরাদি যে সকল প্রবল ব্যাধি উল্লিখিত হইয়াছে, বালকদেহেও সেই সকল হইয়া থাকে, তাহাদের লক্ষণও তদ্বৎ।

শৌচভ্রংশাদি কারণে স্কন্দাদি নয় প্রকার গ্রহ বালকদিগকে আশ্রয় করিয়া থাকে। গ্রহপীড়িত বালক কখন উদ্বিগ্ন হয়, কখন ভয় পায়, কখন ক্রন্দন করে, কখন দন্ত নখাদি দ্বারা ধাত্রীকে বা আপনাকেই কামড়ায়, কখন ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া থাকে, কখন দাঁত কিড়িমিড়ি করে, কখন কোঁতায়, কখন হাই তোলে, কখন ভ্রূভঙ্গ করে, কখন বা দন্ত ও ওষ্ঠ কামড়ায় এবং বারংবার ফেন বমন করে, অতি ক্ষীণ হয়, রাত্রিতে ঘুমায় না, তাহার চক্ষু স্ফীত, মল ভাঙ্গা ও স্বর ভগ্ন হয়, গাত্র দিয়া রক্ত ও মাংসের গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় আর আহার করিতে পারে না। এইগুলি গ্রহপীড়িত বালকের সাধারণ লক্ষণ।

বালরোগ-চিকিৎসা

ত্রিবিধঃ কথিতো বালঃ ক্ষীরান্নোভয়বর্ত্তকঃ। স্বাস্থ্যং তাভ্যামদুষ্টমভ্যাং দুষ্টাভ্যাং রোগসম্ভবঃ॥
ক্ষীরপস্যৌষধং ধাত্র্যাঃ ক্ষীরান্নাদস্য চোভয়োঃ। অন্নেন বা শিশৌ দেয়ং ভেষজং ভিষজা সদা॥

বালক ত্রিবিধ—দুগ্ধজীবী, দুগ্ধান্নজীবী ও অন্নজীবী। দূষিত দুগ্ধান্নে বালকের পীড়া হয় এবং নির্দ্দোষ দুগ্ধান্নে বালকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। দুগ্ধজীবী বালকের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ধাত্রীকে এবং দুগ্ধান্নজীবী বালকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইলে শিশুকে ও ধাত্রীকে আর অন্নভোজী বালকের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হইলে কেবলমাত্র বালককে ঔষধ সেবন করাইতে হইবে।

মাত্রয়া লঙ্ঘয়েদ্ধাত্রীং শিশোর্নেষ্টং বিশোধনম্। সর্ব্বং নিবার্য্যতে বালে স্তন্যস্তু ন নিবার্য্যতে॥

আবশ্যক বোধে ধাত্রীকে ইচ্ছামত লঙ্ঘন দেওয়াইতে পারা যায়, কিন্তু শিশুর পক্ষে লঙ্ঘনাদি অনিষ্টকর। বিশেষতঃ শিশুর অপর সমস্ত নিষেধ করা যাইতে পারে, কিন্তু স্তন্য কদাচ বারণ করিতে পারা যায় না।

সৌবর্ণং সুকৃতং চূর্ণং কুষ্ঠং মধু ঘৃতং বচা। মৎস্যাক্ষকং শঙ্খপুষ্পী মধুসর্পিঃ সকাঞ্চনম্ ॥ অর্কপুষ্পী মধু ঘৃতং চূর্ণিতং কনকং বচা। সহেমচূর্ণং কৈটর্য্যং শ্বেতা দূর্ব্বা ঘৃতং মধু ॥ চত্বারোঽভিহিতাঃ প্রাশা অর্দ্ধশ্লোকসমাপকাঃ। কুমারাণাং বপুর্মেধা বলপুষ্টিকরাঃ স্মৃতাঃ ॥

কুড়, মধু, ঘৃত, বচ ও স্বর্ণভস্ম (১), সোমলতা (কাহার মতে ব্রহ্মীশাক), শঙ্খপুষ্পী, মধু, ঘৃত ও স্বর্ণভস্ম (২), অর্কপুষ্পী, বচ, মধু, ঘৃত ও স্বর্ণভস্ম (৩), কট্‌ফল, শ্বেতদূর্ব্বা, মধু, ঘৃত ও স্বর্ণভস্ম (৪), এই চারিটি যোগ যথানিয়মে বালককে লেহন করাইলে তাহার শরীর, বল, পুষ্টি ও মেধা বৃদ্ধি হয়।

যো বালোঽচিরজাতঃ স্তন্যং ন গৃহ্ণাতি তস্য সহসৈব। ধাত্রীমধুঘৃতপথ্যাকল্কেনাঘর্ষয়েজ্জিহ্বাম্ ॥
অল্পকালোৎপন্ন বালক স্তন্য পান না করিলে আমলকী ও হরীতকীর চূর্ণ ঘৃত এবং মধুতে মিশ্রিত করিয়া বালকের জিহ্বায় ঘর্ষণ করিয়া দিলে স্তন্য পান করে।

স্তন্যাভাবে পয়চ্ছাগং গব্যং বা তদ্‌গুণং পিবেৎ। হ্রস্বেন পঞ্চমূলেন স্থিরয়া বা সিতাযুতম্ ॥
স্তন্যদুগ্ধের অভাব হইলে ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিবে। স্বল্প পঞ্চমূলের কিংবা শালপাণির সহিত গব্যদুগ্ধ সিদ্ধ এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ চিনি সংযুক্ত করিয়া বালককে সেবন করাইবে। ইহাও স্তন্যদুগ্ধের ন্যায় গুণকারক।

মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোষ্মণা। স্বেদয়েদুত্থিতাং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি ॥
বালকের নাভি উত্থিত হইলে (নাই উঠিলে) একখণ্ড মৃৎপিণ্ড অগ্নিতে সন্তপ্ত এবং তাহা দুগ্ধে নিষিক্ত করিয়া সেই দুগ্ধসিক্ত উষ্মান্বিত মৃৎপিণ্ড দ্বারা নাভিতে স্বেদ দিবে, তাহাতে নাভিশোথ প্রশমিত হইবে।

নাভিপাকে নিশালোধ্র-প্রিয়ঙ্গুমধুকৈঃ শৃতম্। তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমেভির্বাপ্যবচূর্ণনম্ ॥
বালকদের নাভিপাকে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু, ইহাদের কল্কে তৈল পাক করিয়া নাভিতে লাগাইবে অথবা উক্ত দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাভিদেশ পরিব্যাপ্ত করিবে।

ব্যোষশিবোগ্রারজনী-কল্কং বা পীতমথ পয়সা। উল্বং নিঃশেষং কুরুতে পটুতাং বালস্য চাত্যন্তম্ ॥
ত্রিকটু, হরীতকী, বচ ও হরিদ্রা, ইহাদের কল্ক দুগ্ধসহ সেবন করিলে বালকের কণ্ঠস্থ শ্লেষ্মা নিঃশেষিত হয় এবং বালকের শরীরের পটুতা জন্মে।

সোমগ্রহণে বিধিবৎ কোকশিখামূলমুদ্ধৃতং বদ্ধম্। জঘনেঽথ কন্ধরায়াং ক্ষপয়ত্যহিতুণ্ডিকাং নিয়তম্ ॥
চন্দ্রগ্রহণকালে মুক্তশিখ হইয়া (শিখা খুলিয়া) অপামার্গমূল উদ্ধৃত করত তাহা বালকের কটীতে বা গলদেশে বন্ধন করিয়া দিবে। তদ্দ্বারা অহিতুণ্ডিকা (এঁড়েলাগা) রোগ প্রশমিত হইবে।

সপ্তদলপুষ্পমরিচং পিষ্টং গোরোচনাসহিতম্। পীতং তদ্বৎ তণ্ডুলভক্তকৃতো দগ্ধপিষ্টকপ্রাশঃ ॥
ছাতিমের পুষ্প, মরিচ ও গোরোচনা পেষণ করিয়া বালককে সেবন করাইলে অথবা পেষিত তণ্ডুল ও ভাত পত্র দ্বারা বেষ্টন ও কুশের দ্বারা বন্ধন এবং তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেবন করাইলে অহিতুণ্ডিকা (এঁড়েলাগা) রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অনামকে ঘুর্ঘুরিকা-বুক্কামরিচরোচনাঃ। নবনীতঞ্চ সংমিশ্র্য খাদেৎ তদ্রোগনাশনম্ ॥
ঘুর্ঘুরাকীটের বুক্ক, মরিচ, গোরোচনা ও নবনীত, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে বালকের অনামক (নিনামা) রোগ বিনষ্ট হয়।

তৈলাক্তশিরস্তালুনি সপ্তদলার্কস্নুহীভবং ক্ষীরম্। দত্ত্বা রজনীচূর্ণে দত্তে নশ্যেদনামকাখ্যঃ ॥
বালকের মস্তকের তালু তৈলাক্ত করিয়া ছাতিম, আকন্দ ও সিজের আঠায় লিপ্ত করিবে, পরে হরিদ্রাচূর্ণ প্রদান করিবে, এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অনামক বিনষ্ট হয়।

লেহয়েচ্চ শুনা বালং নবনীতেন লেপিতম্। স্ফুটকপত্রজরসেনোদ্বর্ত্তনঞ্চ তদ্ধিতম্ ॥
বালকের গাত্রে নবনীত মাখাইয়া কুক্কুর দ্বারা লেহন করাইবে এবং পরে পুটকীপত্রের রস দ্বারা শরীর মর্দ্দন করিয়া দিবে।

তৈলস্য ভাগমেকং মূত্রস্য দ্বৌ চ শিম্বিদলরসস্য। গব্যং পয়শ্চতুর্গুণমেবং দত্ত্বা পচেৎ তৈলম্।
তেনাভ্যঙ্গঃ সততং রোগমনামকাখ্যমুপহরতি ॥
তৈল ১ ভাগ, গোমূত্র ২ ভাগ, শিম্বীপত্ররস ২ ভাগ, গব্যদুগ্ধ ৪ ভাগ, একত্র পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে শিশুর অনামক রোগ প্রশমিত হয়।

আর্কং তূলকমাবিকরোমাণ্যাদায় কেশরাজস্য। স্বরসেনাক্তে বস্ত্রে কৃত্বা বর্ত্তিঞ্চ তৈলাক্তাম্।
তজ্জাতকজ্জলাঞ্জিতলোচনযুগলোঽপ্যলঙ্কৃতো বালঃ। কষ্টমনামকরোগং ক্ষপয়তি ভূতাদিকঞ্চাপি চ॥
কেশুরের স্বরসে বস্ত্রখণ্ড রঞ্জিত করিয়া সেই বস্ত্রখণ্ডে আকন্দ তূলা ও মেষরোম রাখিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ বর্ত্তি তৈলাক্ত এবং প্রজ্বালিত করিয়া অগ্নিতে যথা নিয়মে কজ্জল করিবে। এই কজ্জলের অঞ্জন দিলে শিশুদিগের অনামক বিনষ্ট হইবে এবং ভূতাবেশাদি দূরীভূত হইবে।

ভৈষজ্যং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাং যজ্জ্বরাদিষু। কার্য্যং তদেব বালানাং মাত্রা চাত্র কনীয়সী॥
জ্বরাদি রোগে যে সমস্ত ঔষধ কথিত হইয়াছে, বালকদিগকেও সেই সেই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে, কিন্তু মাত্রা অতি অল্প হওয়া অবশ্যক।

প্রথমে মাসি জাতস্য শিশোর্ভৈষজরক্তিকা। অবলেহ্যা তু কর্ত্তব্যা মধুক্ষীরসিতাঘৃতৈঃ॥ একৈকাং
বর্দ্ধয়েৎ তাবদ্ যাবৎ সংবৎসরো ভবেৎ। তদূর্দ্ধং মাষবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ যাবদাষোড়শাব্দিকাৎ॥
একমাস বয়স্ক বালকের ঔষধের মাত্রা ১ রতি। তদূর্দ্ধ ১ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসে এক এক রতি বৃদ্ধি করিবে, অর্থাৎ ১ মাসে ১ রতি, ২ মাসে ২ রতি ইত্যাদি। মধু, দুগ্ধ, শর্করা ও ঘৃত ইহাদের সহিত অবলেহরূপে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ১ বৎসর বয়সের পর ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরে এক এক মাষা করিয়া ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে।

ভদ্রমুস্তাদি

ভদ্রমুস্তাভয়ানিম্ব-পটোলমধুকৈঃ কৃতঃ। ক্বাথঃ কোষ্ণঃ শিশোরেষ নিঃশেষজ্বরনাশনঃ॥
নাগরমুতা, হরীতকী, নিম্ব, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, ইহাদের ক্বাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করাইলে বালকদের জ্বর নিঃশেষে দূর হয়।

হরিদ্রাদি

হরিদ্রাদ্বয়যষ্ট্যাহ্ব-সিংহীশক্রযবৈঃ কৃতঃ। শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নঃ কষায়ঃ স্তন্যদোষনুৎ॥
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শিশুর জ্বর ও অতিসার বিনষ্ট হয়। ইহা স্তন্যদোষনাশক।

ধাতক্যাদি

ধাতকীবিল্বধন্যাক-লোধ্রেন্দ্রযববালকৈঃ। লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতিসারবান্তিজিৎ॥

ধাইফুল, বেলশুঁঠ, ধনে, লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা, এই সমুদায়ের চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত লেহন করাইলে বালকের জ্বরাতিসার ও বমন নিবারিত হয়।

কর্কটাদি

কর্কটাতিবিষাশুণ্ঠী-ধাতকীবিল্ববালকম্। মুস্তং মজ্জা চ কোলস্য মধুনা সহ লেহয়েৎ॥ হন্তি জ্বরমতীসারং দুর্ব্বারং গ্রহণীগদম্। ছর্দ্দিং রক্তস্রুতিং কাসং শ্বাসং পশ্চারুজং তথা॥

কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, আতইচ, শুঁঠ, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, বালা, মুতা, কুলের আঁটির মজ্জা, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ মধুসহ বালককে অবলেহন করাইলে জ্বর, অতিসার, দুর্নিবার্য্য গ্রহণী, বমন, রক্তস্রাব, কাস, শ্বাস ও পশ্চারুজ রোগ নিবারিত হয়।

বালচতুর্ভদ্রিকা

ঘনকৃষ্ণারুণাশৃঙ্গী-চূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্। শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নং শ্বাসকাসবমীহরম্॥

মুতা, পিপুল, আতইচ ও কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করাইলে বালকের জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস ও বমন দূরীভূত হয়।

রজন্যাদিচূর্ণম্

রজনী দারু সরলং শ্রেয়সী বৃহতীদ্বয়ম্। পৃশ্নিপর্ণী শতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিকসর্পিষা॥ গ্রহণীদীপনং হন্তি মারুতার্ত্তিং সকামলাম্। জ্বরাতীসারপাণ্ডুঘ্নং বালানাং সর্ব্বরোগজিৎ॥

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপ্পলী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে, শুল্‌ফা, এই সমুদায় চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইলে গ্রহণীর কার্য্যকারিতা শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং জ্বরাতিসার ও পাণ্ডু প্রভৃতি যাবতীয় বালরোগ বিনষ্ট হয়।

মিষিকৃষ্ণাঞ্জনং লাজা-শৃঙ্গীমরিচমাক্ষিকৈঃ। লেহঃ শিশোর্বিধাতব্যশ্ছর্দ্দিকাসজ্বরাপহঃ॥

মৌরি, পিপুল, রসাঞ্জন, খৈ, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী ও মরিচ, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে বালকের বমি, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

শৃঙ্গীং সমুস্তাতিবিষাং বিচূর্ণ্য লেহং বিদধ্যান্মধুনা শিশূনাম। কাসজ্বরচ্ছর্দ্দিভিরর্দ্দিতানাং সমাক্ষিকাং বাতিবিষামথৈকাম্॥

কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, মুতা ও আতইচ, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে অথবা একমাত্র আতইচ-চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে শিশুদের কাস, জ্বর ও ছর্দ্দি রোগ প্রশমিত হয়।

পিপ্পলীমরিচানাঞ্চ চূর্ণং সমধুশর্করম্। রসেন মাতুলুঙ্গস্য হিক্কাচ্ছর্দ্দিনিবারণম্॥

পিপুল ও মরিচচূর্ণ, চিনি মধু ও ছোলঙ্গ লেবুর রসসহ সেবন করাইলে বালকের হিক্কা ও বমনরোগ নিবারিত হয়।

পীতং পীতং বমেদ্ যস্তু স্তন্যং তন্মধুসর্পিষা। দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ॥

যে শিশু স্তন্যপানজন্য বমন করিয়া থাকে, তাহাকে বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস অথবা পঞ্চকোলচূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করাইবে।

আম্রাস্থিলাজসিন্ধুখৈর্লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ ছর্দ্দিনুৎ॥

আমের আঁটির মজ্জা, খৈ ও সৈন্ধব একত্র মধুসহ লেহন করিলে বমন নিবারিত হয়।

পেটীপাঠামূলাজ্জম্বাঃ সহকারবল্কলতঃ কল্কঃ। ইত্যেকশশ্চ পিণ্ডো বিধৃতো হৃন্নাভিমধ্য তাল্বাদৌ॥
ছর্দ্দ্যতিসারজবেগং প্রবলং ধত্তে তদেব চ নিয়মেন॥

পেটারীমূল, আকনাদিমূল, জামছাল, আমছাল, এই সমুদায় পেষণ করিয়া প্রত্যেকটির এক একটি পিণ্ডাকার করিবে, এই পিণ্ডসকল হৃদয়ে, নাভিতে, হাত-পায়ে ও মস্তকের তালুতে ধারণ করিবে। ইহাতে বমন ও অতিসারজন্য রোগসকল নিরাকৃত হয়।

বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাং জলং সলোধ্রং গজপিপ্পলী চ। ক্বাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ বালেষু যোজ্যাবতিসারিতেষু॥

বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপ্পলী ইহাদের ক্বাথ কিংবা চূর্ণ মধুসহ সেবন করাইলে বালকদের অতিসার উপশমিত হয়।

সমঙ্গাধাতকীলোধ্র-শারিবাভিঃ শৃতং জলম্। দুর্দ্ধরেঽপি শিশোর্দেয়মতীসারে সমাক্ষিকম্॥

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল, ইহাদের কাথ মধুসহ পান করাইলে বালকদের দুর্নিবার অতিসার নিবারিত হয়।

নাগরাতিবিষামুস্ত-বালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্। কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥

শুঁঠ, আতইচ, মুতা, বালা ও ইন্দ্রযব, ইহাদের ক্বাথ প্রভাতে পান করাইলে বালকের সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হয়।

বিল্বচূতকষায়েণ লাজাশ্চৈব সশর্করাঃ। আলোড্য পায়য়েদ্বালং ছর্দ্দ্যতীসারনাশিনীঃ॥

বেলশুঁঠ ও আমের আঁটির মজ্জার অর্দ্ধশৃত ক্বাথে চিনি ও খৈ আলোড়ন করিয়া বালককে পান করাইলে বমন ও অতিসার নিবৃত্ত হয়।

স্তন্যপস্য কুমারস্য সর্ব্বস্যামাতিসারিণঃ। ধাত্রীং বিলঙ্ঘয়েদ্ধীমান্ দেহদোষাদ্যপেক্ষয়া।
পঞ্চকোলকসিদ্ধং বা পেয়াদিঞ্চ প্রযোজয়েৎ॥

আমাতীসারগ্রস্ত স্তন্যপায়ী শিশুর ধাত্রীকে দোষাদির বলাবল বিবেচনা করিয়া লঙ্ঘন দিবে অথবা পঞ্চকোলসিদ্ধ পেয়াদি সেবন করিতে দিবে।

ক্ষীরাদস্য শিশোরামং শুষ্কং দৃষ্টা তু দারুণম্। মাষযূষং পিবেদ্ধাত্রী পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্ ॥

স্তন্যপায়ী শিশুর আমাতিসার শুষ্ক হইলে ধাত্রীকে পিপুলচূর্ণসহ মাষকলায়ের যূষ সেবন করিতে দিবে।

পত্রৈর্ব্বদরচাঙ্গেরী-কাকমাচীকপিত্থজৈঃ। শিশো রুগ্বম্যতীসার-নাশনং মূর্দ্ধলেপনম্।

কুল, আমরুল, কাকমাচী, কয়েৎবেল, ইহাদের পত্র পেষণ করিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শিশুদের বমন ও অতিসার বিনষ্ট হয়।

সমঙ্গা ধাতকী পদ্মং বয়ঃস্থা কচ্ছুরা তথা। পিষ্টেরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদতীসারবিনাশিনী ॥

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ ও শূকশিম্বীমূল, ইহাদের কল্কসহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে বালকদের অতিসার নিবৃত্ত হয়।

কল্কঃ প্রিয়ঙ্গুকোলাস্থি-মধ্যমুস্তরসাঞ্জনৈঃ। ক্ষৌদ্রলীঢ়ঃ কুমারস্য ছর্দ্দিতৃষ্ণাতিসারনুৎ ॥ মোচরসঃ সমঙ্গা চ ধাতকী পদ্মকেশরম্। পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদ্রক্তাতিসারনাশিনী ॥

প্রিয়ঙ্গু, কুল আঁটীর মজ্জা, মুতা ও রসাঞ্জন, ইহাদের কল্ক মধুর সহিত লেহন করাইলে বালকদের বমন, পিপাসা ও অতিসার নিবৃত্ত হয়। মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও পদ্মকেশর, ইহাদের কল্কসহ যবাগূ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে বালকদের রক্তাতিসার নিবারিত হয়।

লেহস্তৈলসিতাক্ষৌদ্র-তিলযষ্ট্যাহ্বকল্কিতঃ। বালস্য রুদ্ধ্যান্নিয়তং রক্তস্রাবপ্রবহিকাম্ ॥

তিল ও যষ্টিমধুর কল্কে তিলতৈল, চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া লেহন করাইলে বালকদিগের রক্তাতিসার (রক্ত আমাশয়) দূরীভূত হইয়া থাকে।

লাজা সযষ্টিমধুকং শর্করাক্ষৌদ্রমেব চ। তণ্ডুলোদকসংযুক্তং ক্ষিপ্রং হন্তি প্রবাহিকাম্ ॥

খৈচূর্ণ, যষ্টিমধুচূর্ণ, চিনি ও মধু, এই সমুদায় তণ্ডুলোদকের সহিত পান করাইলে বালকদিগের প্রবাহিকারোগ প্রশমিত হয়।

অঙ্কোঠমূলমথবা তণ্ডুলসলিলেন বটজমূলং বা। পীতং হন্ত্যতীসারং গ্রহণীরোগঞ্চ দুর্ব্বারম্ ॥

আঁকোড় গাছের অথবা বটের মূল পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে বালকের দুর্ব্বার অতিসার ও গ্রহণী রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

সিতজীরকসর্জ্জচূর্ণং বিল্বদলোত্থাম্বুমিশ্রিতং পীতম্। হন্ত্যামরক্তশূলং গুড়সহিতঃ শ্বেতসর্জ্জো বা। মরিচমহৌষধকুটজং দ্বিগুণীকৃতমুত্তরোত্তরং ক্রমশঃ। গুড়তক্রযুতমেতদ্ গ্রহণীরোগং নিহন্ত্যাশু ॥

শ্বেতজীরা ও ধূনাচূর্ণ বিল্বপত্রের রসের সহিত, অথবা শ্বেতধূনার চূর্ণ গুড়ের সহিত সেবন করিলে, বালকদিগের আমরক্তজনিত বেদনা নিবারিত হয়। মরিচ ১ ভাগ, শুঁঠ ২ ভাগ ও কুড়চির ছাল ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য গুড় ও তক্রের সহিত পান করিলে শিশুদিগের গ্রহণীরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

বিল্বশক্রাম্বুমোচাব্দ-সিদ্ধমাজং পয়ঃ শিশোঃ। সমাংসরক্তাং গ্রহণীং পীতং হন্যাৎ ত্রিরাত্রতঃ ॥

বেলশুঁঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুতা এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১ পোয়া ও জল ১ সের, শেষ দুগ্ধমাত্র অর্থাৎ ১ পোয়া। ইহা পান করিলে তিনদিনে বালকের মাংস ও রক্তসংযুক্ত গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

তদ্বজাক্ষীরসমো জম্বুত্বগুদ্ভবো রসঃ॥

ছাগদুগ্ধ ও জামছালের রস সমভাগে মিশ্রিত করিয়া শিশুকে পান করাইলেও পূর্ব্ববৎ গুণ দর্শে।

গুহ্যপাকে তু বালানাং পিত্তঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্। রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্ ॥

শিশুদিগের গুহ্যদেশ পাকিলে পিত্তঘ্ন ক্রিয়া করিবে। ইহাতে রসাঞ্জনের প্রলেপ ও রসাঞ্জন পান বিশেষ হিতকর।

আম্রাতকাম্রজম্বূনাং ত্বচমাদায় চূর্ণয়েৎ। মধুনা লেহয়েদ্বালমতীসারবিনাশনম্ ॥

আমড়াছাল, আমছাল ও জামছাল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত লেহন করাইলে বালকদিগের অতিসার বিনষ্ট হয়।

কণোষণসিতাক্ষৌদ্র-সূক্ষ্মৈলাসৈন্ধবৈঃ কৃতঃ। মূত্রগ্রহে প্রযোক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ॥

পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাইচ ও সৈন্ধব, ইহাদের লেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে বালকদের মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

ঘৃতেন সিন্ধুবিল্বৈ-(শৈ)-লা-হিঙ্গুভার্গীরজো লিহন্। আনাহং বাতিকং শূলং জয়েৎ তোয়েন বা শিশুঃ ॥

সৈন্ধব, বেলশুঁঠ, এলাইচ, হিঙ্গু, বামুনহাটী, ইহাদের চূর্ণ ঘৃতসহ লেহন করাইলে অথবা জলের সহিত পান করাইলে বালকদিগের আনাহ ও বাতিকশূল নিবারিত হয়।

হরীতকীবচাকুষ্ঠং কল্কং মাক্ষিকসংযুতম্। পীত্বা কুমারঃ স্তন্যেন মুচ্যতে তালুপাতনাৎ ॥

হরীতকী, বচ ও কুড়, ইহাদের কল্ক মধুযুক্ত করিয়া স্তন্যদুগ্ধের সহিত পান করাইলে বালকগণ তালুপাতন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

মুখপাকে তু বালানাং সাম্রসারময়োরজঃ। গৈরিকং ক্ষৌদ্রসংযুক্তং ভেষজং সরসাঞ্জনম্ ॥

(আম্রসার আম্রসদৃশপত্রঃ স্বনামখ্যাতঃ। অন্যে তু আম্রফলাস্থিমজ্জেত্যাহুঃ। চক্রটীকা।)

শিশুদের মুখপাকে আম্রসার, লৌহচূর্ণ, গেরিমাটী ও রসাঞ্জন, এই সমুদায় মধুসহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে।

অশ্বত্থত্বগ্দলক্ষৌদ্রৈর্মুখপাকে প্রলেপনম্। দার্ব্বীযষ্ঠ্যভয়াজাতী-পত্রক্ষৌদ্রৈস্তথাপরম্ ॥

অশ্বত্থ বল্কল ও পত্র পেষণ করিয়া মধুসহ প্রলেপ দিলে অথবা দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, হরীতকী ও জাতীপত্র পেষণ করিয়া মধুসহ প্রলেপ দিলে বালকদের মুখপাক নিবারিত হইয়া থাকে।

সহ জম্বীররসেন স্নুগদলরসঘর্ষণং সদ্যঃ। কৃতমুপহন্তি হি পাকং মুখজং বালস্য চাশ্বেব ॥

(জম্বীরঃ পর্ণাসভেদঃ।)

পুটপাকবিধানে পক্ক ক্ষুদ্রতুলসীরস ও সিজপত্ররস একত্র করিয়া মুখপাকে ঘর্ষণ করিলে সত্বরই শিশুদের মুখপাক বিনষ্ট হয়।

লাবতিত্তিরিবল্লূর-রজঃ পুষ্পরসান্বিতম্। দ্রুতং করোতি বালানাং দন্তকেশরবন্মুখম্ ॥

লাব ও তিত্তিরি পক্ষির মাংসচূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা দন্তের মাড়ি অল্পে অল্পে ঘর্ষণ করিলে অতি সুন্দর দন্ত উদ্ভিন্ন হয়।

দন্তোদ্ভেদোত্থরোগেষু ন বালমতিযন্ত্রয়েৎ। স্বয়মেবোপশাম্যন্তি জাতদন্তস্য তে গদাঃ ॥

দন্তোদ্ভেদকালীন বালকদের যে সমস্ত রোগ হয়, তন্নিবারণার্থ বালকদিগকে আহারাদি বিষয়ে কোনরকম যন্ত্রণা দেওয়া বিধেয় নহে, যেহেতু দন্তোদ্ভেদ হইলে ঐসকল রোগ স্বয়ংই নিবৃত্ত হয়।

পঞ্চমূলীকষায়েণ সঘৃতেন পয়ঃ শৃতম্। সশৃঙ্গবেরং সগুড়ং শীতং হিক্কার্দ্দিতঃ পিবেৎ ॥

(অত্র ক্বাথাৎ পাদিকং ঘৃতমষ্টমাংশং বেতি চক্রটীকা।)

মহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ ১ সের, দুগ্ধ ১ পোয়া, ঘৃত অর্দ্ধ পোয়া (২ তোলা) একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। ইহাতে যথোচিত শুঁঠচূর্ণ ও গুড় প্রক্ষেপ দিয়া যথামাত্রায় বালককে পান করাইলে হিক্কারোগ নষ্ট হয়।

সুবর্ণ-গৈরিকস্যাপি চূর্ণানি মধুনা সহ। লীঢ়া সুখমবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দ্দিতঃ শিশুঃ ॥

অত্যন্ত লোহিতবর্ণ গেরিমাটীচূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে হিক্কারোগে পীড়িত বালক সত্বর সুখলাভ করে।

চিত্রকং শৃঙ্গবেরঞ্চ তথা দন্তী গবাক্ষ্যপি। চূর্ণং কৃত্বা তু সর্ব্বেষাং সুখোষ্ণেনাম্বুনা পিবেৎ। শ্বাসং কাসমথো হিক্কাং কুমারাণাং প্রণাশয়েৎ॥

(সবিবন্ধে বাতে কফেঽয়ং যোগঃ ইতি চক্রটীকা)।

চিতামূল, শুঁঠ, দন্তীমূল ও গোরক্ষকর্কটী, এই সমুদায়ের চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জলসহ পান করাইলে বালকদের শ্বাস, কাস ও হিক্কা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

দ্রাক্ষাযাসাভয়াকৃষ্ণ-চূর্ণং সক্ষৌদ্রসর্পিষা। লীঢ়ং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু কাসঞ্চ তমকং তথা ॥

দ্রাক্ষা, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ ঘৃত ও মধুসহ লেহন করাইলে বালকদের কাস, শ্বাস, হিক্কা ও তমকশ্বাস সত্বর প্রশমিত হয়।

পুষ্করাদিচূর্ণম্

পুষ্করাতিবিষাশৃঙ্গী-মাগধীধন্বযাসকৈঃ। তচ্চূর্ণং মধুনা লীঢ়ং শিশূনাং পঞ্চকাসনুৎ॥

কুড়, আতইচ, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা, ইহাদের চূর্ণ মধুসহ লেহন করাইলে বালকদের পঞ্চপ্রকার কাস নিবারিত হয়।

দাড়িমস্য চ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্। চূর্ণিতং শর্করাক্ষৌদ্র-লীঢ়ং তৃষ্ণানিবারণম্ ॥

দাড়িমের বীজ, জীরা ও নাগকেশর, ইহাদের চূর্ণ চিনি ও মধুসহ লেহন করাইলে বালকদের পিপাসার শান্তি হয়।

মায়ূরপক্ষভস্মব্যুষিতং জলং তেন ভাবিতং পেয়ম্। তৃষ্ণাঘ্নং বটকাষ্ঠজভস্মজলং বক্ত্রশোষজিদ্ধৃতং বক্ত্রে॥

১ পল ময়ুর-পক্ষভস্ম ৬ পল জলে ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ ছাঁকিয়া পর্য্যুষিত করিবে। পরে সেই জলে ষষ্ঠাংশ বটকাষ্ঠভস্ম প্রক্ষেপ দিয়া ও বারংবার ছাঁকিয়া সেই জল পান বা মুখে ধারণ করাইলে পিপাসার নিবৃত্তি হয়।

পিষ্টৈশ্ছাগেন পয়সা দার্ব্বীমুস্তকগৈরিকৈঃ। বহিরালেপনং শস্তং শিশোর্নেত্রামরাপহম্ ॥

দারুহরিদ্রা, মুতা ও গেরিমাটী ছাগদুগ্ধসহ পেষণ করিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে বালকের চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়।

মনঃশিলা শঙ্খনাভিং পিপ্পল্যোঽথ রসাঞ্জনম্। বর্ত্তিঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তা বালে সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ ॥

মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, পিপুল ও রসাঞ্জন, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। মধুসহ ঘর্ষণ করিয়া এই বর্ত্তির অঞ্জন দিলে বালকদের সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ নিবারিত হয়।

মাতুঃ স্তন্যকটুস্নেহ-কাঞ্জিকৈর্ভাবিতো জয়েৎ। স্বেদাদ্দীপশিখোত্তপ্তো নেত্রাময়মলক্তকঃ ॥

মাতার স্তনদুগ্ধ, কটুতৈল ও কাঞ্জিক, ইহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা সপ্তাহকাল যথাক্রমে একখানি আল্‌তা ভাবনা দিয়া ও দীপশিখায় উত্তপ্ত করিয়া চক্ষুতে স্বেদ দিলে বালকদের চক্ষুরোগ উপশমিত হয়।

শুণ্ঠীভৃঙ্গনিশাকল্কঃ পুটপাকঃ সসৈন্ধবঃ। কুকুণকেঽক্ষিরোগেষু ভদ্রমাশ্চ্যোতনং হিতম্ ॥

শুঁঠ, ভৃঙ্গরাজ ও হরিদ্রা প্রত্যেক ।০ আনা, সৈন্ধব ৫ রতি ; একত্র মর্দ্দন করিয়া তুষাগ্নিতে পুটপাক বিধানে পাক করিবে। পরে একখানি বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ করিয়া চক্ষুতে আশ্চ্যোতন করিবে। তাহাতে কুকূণক ও অন্যান্য নেত্র রোগ নিবারিত হয়।

ক্রিমিঘ্নালশিলাদার্ব্বী-লাক্ষাকাঞ্চনগৈরিকৈঃ। চূর্ণাঞ্জনং কুকূণে স্যাচ্ছিশূনাং পোথকীষু চ।
সুদর্শনামূলচূর্ণাদঞ্জনং স্যাৎ কুকূণকে ॥

(কুকূলক ইতি পাঠে কুকূলকস্তুষাগ্নিঃ, এতস্মিন্ পুটপাকে ইত্যর্থঃ চক্রটীকা।)

বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনঃশিলা, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা ও স্বর্ণগৈরিক, ইহাদের সূক্ষ্মচূর্ণ শলাকা দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে বালকদের কুকূণক ও পোথকী রোগ বিনষ্ট হয়। সুদর্শনামূলচূর্ণের অঞ্জন দিলেও কুকূণক রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

গৃহধূমনিশাকুষ্ঠ-রাজিকেন্দ্রযবৈঃ শিশোঃ। লেপস্তক্রেণ হন্ত্যাশু সিধ্মপামাবিচর্চ্চিকাঃ ॥

ঝুল, হরিদ্রা, কুড়, শ্বেতসর্ষপ ও ইন্দ্রযব, এই সমুদায় তক্রের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শিশুদের সিধ্ম, পামা ও বিচর্চ্চিকা প্রশমিত হয়।

পটোলাদি

পটোলত্রিফলারিষ্ট-হরিদ্রাকথিতং পিবেৎ। ক্ষতবীসর্পবিস্ফোট-জ্বরাণাং শান্তয়ে শিশোঃ ॥

পটোলপত্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, নিম্ব ও হরিদ্রা, ইহাদের ক্বাথ পান করাইলে বালকদের ক্ষত, বিসর্প, বিস্ফোট ও জ্বরের শান্তি হয়।

সারিবাদি

সারিবাতিললোধ্রাণাং কষায়ো মধুকস্য চ। সংস্রাবিণি মুখে শস্তো ধাবনার্থং শিশোঃ সদা ॥

অনন্তমূল, তিল, লোধ ও যষ্টিমধু, ইহাদের ক্বাথে মুখ প্রক্ষালন করাইলে বালকদের মুখস্রাব (লালপড়া) নিবারিত হয়।

দুষ্টমন্নাদিভির্মাতুঃ স্তন্যং সংপিবতঃ শিশোঃ। যদা প্রকুপিতং পিত্তং গুদং সমভিধাবতি ॥ তদা সংজায়তে তত্র জলৌকোদরসন্নিভঃ। ব্রণঃ সদাহো ব্যক্তোষ্মা তদাস্য স্যাজ্জ্বরঃ পরঃ॥ হরিতং পীতকং বাপি বর্চ্চস্তেন ভবেদ্ ধ্রুবম্। ব্রণঃ পশ্চারুজো নাম ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ॥

কুৎসিত অন্নাদি ভোজন দ্বারা বিকৃত মাতৃস্তন্য পান করিলে শিশুর দেহস্থ পিত্ত প্রকুপিত হইয়া গুহ্যদেশে উপস্থিত হয়। তদ্দ্বারা ঐ স্থানে জোঁকের উদরসদৃশ ব্রণ উৎপন্ন হয়। ইহাতে দাহ, উত্তাপ ও প্রবল জ্বর হয় এবং মল হরিত বা পীতবর্ণ হইয়া থাকে। এই পীড়ার নাম পশ্চারুজ। ইহা অতি কষ্টদায়ক।

চন্দনং শারিবে দ্বে চ শঙ্খিনীতি সমাযুতৈঃ। পশ্চারুজে প্রলেপোঽয়মবলেহস্তু শস্যতে ॥

পশ্চারুজ রোগে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্যামালতা ও শঙ্খপুষ্পী, ইহাদের প্রলেপ ও অবলেহ প্রশস্ত।

লবঙ্গচতুঃসমম্

জাতীফলং ত্রিদশপুষ্পসমন্বিতঞ্চ জীরঞ্চ টঙ্গণযুতং চরকৈঃ (?) প্রযুক্তম্। চূর্ণানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া সামাতিসারমখিলং গুরু হন্তি শূলম্॥

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খৈ, ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে আমাতিসার ও তজ্জনিত শূলের শান্তি হয়।

দাড়িম্ব চতুঃসমম্

এতদ্দ্রব্যচতুষ্কঞ্চেদ্ দাড়িমীফলমধ্যগম্। পুটপক্বং পয়ঃপিষ্টং তদ্ দাড়িম্বচতুঃসমম্॥
(পয়োঽত্র ছাগ্যাঃ, তস্যাতিসারনাশকত্বাৎ। পয়ঃশব্দোঽত্র জলবাচকমিতি কেচিৎ।)

জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা ও সোহাগার খৈ, এই চারিটি দ্রব্য দাড়িমফলের মধ্যে পুরিয়া ও তাহা পুটপক্ক করিয়া ছাগদুগ্ধে কিংবা জলে পেষণ করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ। ইহা বয়স, অগ্নি ও বল বিবেচনা করিয়া ।।০ রতি হইতে ২ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে।

বালকুটজাবলেহঃ

মূলত্বচং বৎসকস্য পলমেকং সুকুট্টিতম্। অষ্টভাগং জলং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥ অতিবিষা চ পাঠা চ জীরকং বিল্বমেব চ। আম্রাস্থি শতপুষ্পা চ ধাতকী মুস্তকং তথা॥ জাতীফলঞ্চ সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ তত্র যত্নতঃ। বালানামামশূলঘ্নো রক্তস্রাবং সুদারুণম্। অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তং জয়েদেতন্ন সংশয়ঃ॥

কুড়্চিমূলের ছাল ৮ তোলা, জল ১ সের, শেষ ১ পোয়া। আতইচ, আক্নাদি, জীরা, বেলশুঁঠ, আমের আঁটির শস্য, শুল্ফা, ধাইফুল, মুতা ও জায়ফল প্রত্যেক চূর্ণ।০ আনা পরিমাণে তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে। ইহাতে শিশুদিগের আমশূল ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

শিবামোদকম্

শিবা তামলকী মূর্ব্বা শতপুষ্পা নিশাদ্বয়ম্। আত্মগুপ্তা বলা বিল্বং দেবপুষ্পং শতাবরী॥ মুরা মধুরিকা মাংসী বিদারী বিশ্বভেষজম্। অনন্তামলকী শ্যামা ভার্গী করিকণা কণা। চাতুর্জ্জাতং চতুর্বীজং চন্দনং রক্তচন্দনম্। মুশলী বাজিগন্ধা চ বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্॥ সংমর্দ্দ্য মোদকান্ কৃত্বা মাষকপ্রমিতান্ ভিষক্। একৈকমেষাং পয়সা প্রাতঃ প্রাতঃ প্রযোজয়েৎ॥ বালানাং সর্ব্বরোগঘ্নং পুষ্টিকৃদ্ বলবর্দ্ধনম্। পরং বহ্নিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং গ্রহদোষহৃৎ॥ ভগবত্যৈ সমুদিতং শিবায়ৈ লোকমঙ্গলম্। এতন্মোদকমীশেন যুগে ভগবতা কৃতে॥

হরীতকী, ভুঁইআমলা, মুর্ব্বামূল, শুল্ফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আলকুশীবীজ, বেড়েলামূল, বেলশুঁঠ, লবঙ্গ, শতমূলী, মুরামাংসী, মৌরি, জটামাংসী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুঁঠ, অনন্তমূল, আমলকী, শ্যামালতা, বামুনহাটী, গজপিপ্পলী, পিপ্পলী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, মেথী, চন্দ্রশূর (হালিম্), কৃষ্ণজীরা, যমানী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, তালমূলী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুরবীজ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান দ্রাক্ষা এবং দ্রাক্ষার সমান চিনি। এই সমুদায় মধুর সহিত মাড়িয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—১ মাষা। প্রাতঃকালে দুগ্ধের সহিত এক এক মাত্রা সেব্য। ইহা সেবনে বালকদের সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট, শরীর পুষ্ট, বল বর্দ্ধিত ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। ইহা মেধ্য, আয়ুষ্য ও গ্রহদোষনাশক।

দন্তোদ্ভেদগদান্তক

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ। অজমোদাযমানীভ্যাং নিশয়া মধুকেন চ॥ দারুদার্ব্বীবিড়ঙ্গৈলা-নাগকেশরনীরদৈঃ। শটীশৃঙ্গীবিড়ৈর্ব্যোম্না শঙ্খায়োহেমমাক্ষিকৈঃ॥ বিধায় পয়সা পিষ্টৈর্বটিকা বল্লসম্মিতাঃ। দন্তঘর্ষেঽভ্যবহৃতৌ যোজয়েচ্চ প্রয়োগবিৎ॥ প্রয়োগাদস্য দন্তানাং ত্বরয়োদ্গমতো গদাঃ। জ্বরাক্ষেপতিসারাদ্যা নিবর্ত্তন্তে ন সংশয়ঃ॥

পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল, শুঁঠ, বনযমানী, যমানী, হরিদ্রা, যষ্টিমধু, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুতা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিট্লবণ, অভ্র, শঙ্খভস্ম, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক, সমভাগে ইহাদের চূর্ণ জল দিয়া মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে বালকদিগের দন্তোদ্গম শীঘ্র হওয়ায় জ্বরাতিসার প্রভৃতি যাবতীয় পীড়া প্রশমিত হয়।

কুমারকল্যাণো রস

সিন্দূরং মৌক্তিকং হেম ব্যোমায়ো হেমমাক্ষিকম্। কন্যাতোয়েন সংমর্দ্দ্য কুর্য্যান্মুদগমিতা বটীঃ॥
রক্তিকাং রক্তিকার্দ্ধং বা বয়োঽবস্থাং বিবিচ্য চ। ক্ষীরেণ সিতয়া সার্দ্ধং বালেষু বিনিযোজয়েৎ॥
কুমারাণাং জ্বরং শ্বাসং বমনং পারিগর্ভিকম্। গ্রহদোষাংশ্চ নিখিলান্ স্তন্যস্যাগ্রহণং তথা॥
কামলামতিসারঞ্চ কৃশতাং বহ্নিবৈকৃতম্। রসঃ কুমারকল্যাণো নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

সিন্দুর, মুক্তা, স্বর্ণ, অভ্র, লৌহ ও স্বর্ণমাক্ষিক, ইহাদিগকে ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। বয়স ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া এক রতি কিংবা অর্দ্ধরতি দুগ্ধ ও চিনি-সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কুমারদিগের জ্বর, শ্বাস, বমন, পারিগর্ভিক রোগ (এঁড়েলাগা), স্তন্যাগ্রহণ, অতিসার, কার্শ্য ও অগ্নিবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হয়।

বালরোগান্তকো রস

(রামেশ্বররস)

শাণং সূতস্য শুদ্ধস্য গন্ধকস্য চ তৎসমম্। সুবর্ণমাক্ষিকস্যাপি চার্দ্ধভাগং বিনিক্ষিপেৎ॥ ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহপাত্রে দৃঢ়ে নবে। কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাঃ পত্রসম্ভবম্॥ স্বরসং কাকমাচ্যাশ্চ গ্রীষ্মসুন্দরকস্য চ। সূর্য্যাবর্ত্তকশালিঞ্চ-ভেকপর্ণীরসং তথা॥ শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ মূলং দদ্যাৎ বিচক্ষণঃ। দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং মরিচসম্ভবম্॥ শুভে শিলাময়ে পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ। শুদ্ধামাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥ প্রমাণং সর্ষপস্যেব বালানাং বিনিযোজয়েৎ। হন্তি ত্রিদোষকঞ্চৈব জ্বরমামং সুদারুণম্॥ কাসং পঞ্চবিধঞ্চাপি সর্ব্বরোগং নিহন্তি চ। শিশূনাং রোগনাশায় নির্ম্মিতোঽয়ং মহারসঃ॥

পারা, গন্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ মাষা। উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাকমাচী, গিমা, হুড়্‌হুড়ে, শালিঞ্চ ও থুলকুড়ি এই সমুদায়ের রসে ভাবনা দিয়া শ্বেত অপরাজিতার মূল ২ মাষা ও মরিচ ২ মাষা উহার সহিত মিশাইবে, পরে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। ইহাতে বালকদের জ্বর, আম ও কাস প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়।

অশ্বগন্ধাঘৃতম্

পাদকল্কেঽশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ। ঘৃতং পেয়ং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনম্॥

ঘৃত ৪ সের, দুগ্ধ ১ মণ। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা ১ সের। এই ঘৃত পানে বালকের দেহ পুষ্ট ও বল বর্দ্ধিত হয়।

বালচাঙ্গেরীঘৃতম্

চাঙ্গেরীস্বরসে সর্পিশ্চাগক্ষীরসমে পচেৎ। কপিত্থব্যোষসিন্ধুত্থ-সমঙ্গোৎপলবালকৈঃ॥
সবিল্বধাতকীমোচৈঃ সিদ্ধং সর্ব্বাতিসারনুৎ। গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি বালানান্তু বিশেষতঃ॥
(অজাক্ষীরচাঙ্গেরীস্বরসৌ প্রত্যেকং ঘৃতাদ্দ্বিগুণৌ, পাকসাধনত্বেন চতুর্গুণদ্রবস্যোৎসর্গসিদ্ধত্বাৎ ইতি শিবদাসঃ।)

ঘৃত ৪ সের, আমরুলের রস ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ—কয়েদ্‌বেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাহক্রান্তা, নীলোৎপল, বালা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস মিলিত ১ সের। এই ঘৃত পানে বালকের অতিসার ও গ্রহণী রোগ প্রশমিত হয়।

অষ্টমঙ্গলঘৃতম্

বচা কুষ্ঠং তথা ব্রহ্মী সিদ্ধার্থকমথাপি চ। শারিবা সৈন্ধবঞ্চৈব পিপ্পলী ঘৃতমষ্টমম্॥ মেধ্যং ঘৃতমিদং সিদ্ধং পাতব্যঞ্চ দিনে দিনে॥ দৃঢ়স্মৃতিঃ ক্ষিপ্রমেধাঃ কুমারো বুদ্ধিমান্ ভবেৎ॥ ন পিশাচা ন রক্ষাংসি ন ভূতা ন চ মাতরঃ। প্রভবন্তি কুমারাণাং পিবতামষ্টমঙ্গলম্॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—বচ, কুড়, ব্রহ্মী, শ্বেতসর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব ও পিপ্পলী মিলিত ১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। এই ঘৃত পানে পিশাচ ও রাক্ষস প্রভৃতি নানাবিধ দৈব উৎপাত নিবারিত হয় এবং বালকের বুদ্ধি ও মেধা প্রভৃতি সংবৰ্দ্ধিত হয়।

কুমারকল্যাণঘৃতম্

শঙ্খপুষ্পী বচা ব্রহ্মী কুষ্ঠং ত্রিফলয়া সহ। দ্রাক্ষা সশর্করা শুণ্ঠী জীবন্তী জীবকং বলা॥ শটী দুরালভা বিল্বং দাড়িমং সুরসা স্থিরা। মুস্তং পুষ্করমূলঞ্চ সূক্ষ্মৈলা গজপিপ্পলী॥ এষাং কর্ষসমৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ। কষায়ে কন্টকার্য্যাশ্চ ক্ষীরে তস্মিংশ্চতুর্গুণে॥ এতৎ কুমারকল্যাণং ঘৃতরত্নং সুখপ্রদম্। বলবর্ণকরং ধন্যমগ্নিপুষ্টিবিবৰ্দ্ধনম্॥ ছায়াসর্ব্বগ্রহালক্ষ্মী-ক্রিমিদন্তগদাপহম্। সর্ব্ববালাময়হরং দন্তোদ্ভেদং বিশেষতঃ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্কাথার্থ—কন্টকারী ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রহ্মী, কুড়, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, শুঁঠ, জীবন্তী, জীবক, বেড়েলা, শটী, দুরালভা, বেলশুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, তুলসী, শালপাণি, মুতা, পুষ্করমূল, ছোট এলাইচ ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ২ তোলা। প্রক্ষেপ—চিনি ২ তোলা। ইহা পানে বালকের দৈহিক পুষ্টি, বর্ণোজ্জ্বলতা, অগ্নির দীপ্তি, বলের বৃদ্ধি এবং দন্তোদ্ভেদজনিত পীড়ার ও অন্যান্য ব্যাধির প্রশান্তি হয়।

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতম্

পিপ্পলীধাতকীপুষ্প-ধাত্রীফলকশেরুভিঃ। বচামূর্ব্বামৃতাপাঠা-কটুকাতিবিষাঘনৈঃ॥ জীবনীয়ৈর্ঘৃতং সিদ্ধং শস্তং দশনজন্মনি। সুখোষ্ণেন যথামাত্রং পয়সৈতৎ প্রপায়য়েৎ॥

ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, ধাইফুল, আমলকী, কেশুর, বচ, মূর্ব্বামূল, গুলঞ্চ, আক্‌নাদি, কট্‌কী, আতইচ, মুতা, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী, মাষাণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত এই ঘৃত দন্তোদ্‌গমকালে শিশুদিগকে পান করাইলে দন্তোদ্ভেদজনিত সমস্ত পীড়ার শান্তি হয়।

কন্টকারীঘৃতম্

কণ্টকার্য্যা বৃহত্যাশ্চ ভার্গীবাসকয়োরপি। স্বরসেন তথা ছাগী-ক্ষীরেণ বিপচেদ্ ঘৃতম্॥ কল্কৈঃ করিকণাকৃষ্ণা-মরিচৈর্মধুকেন চ। বচাগ্রন্থিকমাংসীভিশ্চব্যচিত্রকচন্দনৈঃ॥ মুস্তামৃতামলয়জৈর্যমান্যা জীরকেণ চ। বলাবিশ্বৌষধাভ্যাঞ্চ দ্রাক্ষাদাড়িমদারুভিঃ॥ সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যঃ শিশূনাং শ্বাসকাসহৃৎ। জ্বরারোচকশূলঘ্নং কফনুদ্ বলবহ্নিকৃৎ॥

ঘৃত ৪ সের। কন্টকারী, বৃহতী, বামনহাটী ও বাসকছাল প্রত্যেকের স্বরস বা ক্কাথ ৪ সের। ছাগীদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—গজপিপ্পলী, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, বচ, পিপুলমূল, জটামাংসী, চৈ, চিতামূল, রক্তচন্দন, মুতা, গুলঞ্চ, শ্বেতচন্দন, যমানী, জীরা, বেড়েলা, শুঁঠ, দ্রাক্ষা, দাড়িমফলের ত্বক্ ও দেবদারু মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ বালককে পান করাইলে শিশুর শ্বাস, কাস, জ্বর, শূল ও কফ প্রভৃতি নষ্ট এবং বল ও অগ্নি বৰ্দ্ধিত হয়।

লাক্ষাদিতৈলম্

লাক্ষারসসমং সিদ্ধং তৈলং মস্তু চতুর্গুণম্। রাস্নাচন্দনকুষ্ঠাব্দ-বাজিগন্ধানিশাযুগৈঃ॥ শতাহ্বাদারুযষ্ট্যাহ্ব-মূর্ব্বাতিক্তাহরেণুভিঃ। বালানাং জ্বররক্ষোঘ্নমভ্যঙ্গাদ্বলবর্ণকৃৎ ॥

তিলতৈল ৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ৪ সের, দধির মাত ১৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুতা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, কট্‌কী, রেণুক মিলিত ১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বালকের জ্বরাদির উপশম ও বল বর্ণের বৃদ্ধি হয়।

ব্যাঘ্রী-তৈলম্

ব্যাঘ্রীবাসকবিল্বানাং কেশরাজস্য চাম্বুনা। কাঞ্জিকেন তথা কল্কৈর্মুস্তমোচরসাঞ্জনৈঃ॥ শতাহ্বাদারুযষ্ট্যাহ্ব-বলারাস্নানিশাযুগৈঃ। চন্দনদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা-প্রিয়ঙ্গুৎপলকেশরৈঃ ॥ শালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণী-চাতুর্জ্জাতকবালকৈঃ। মৃদঃ পাত্রে পচেৎ তৈলমরিষ্টেন্ধনবহ্নিনা॥ শ্বাসং কাসঞ্চ বালানাং জ্বরং বহ্নেশ্চ বৈকৃতম্। ব্যাঘ্রীতৈলমিদং হন্যাৎ ত্বগ্‌গদান্ নিখিলানপি।

তিলতৈল ৫ সের। কন্টকারী, বাসক, বেলছাল ও কেশুরিয়া ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ ৪ সের, কাঁজি ৪ সের। কল্কার্থ—মুতা, মোচরস, রসাঞ্জন, শুল্‌ফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, বেড়েলা, রাস্না, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন মঞ্জিষ্ঠা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, পদ্মকেশর, শালপাণি, চাকুলে, পৃশ্নিপর্ণী, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও বালা মিলিত ১ সের। নিমকাঠের অগ্নিতে মৃত্তিকাপাত্রে এই তৈল যথাবিধি পাক করিয়া তাহা মর্দ্দন করিলে জ্বর, অগ্নিবিকৃতি, ত্বগ্‌রোগ, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি নিবারিত হয়।

শঙ্খপুষ্পী-তৈলম্

শঙ্খপুষ্পীমহানিম্ব-বাসানামর্জ্জুনস্য চ। স্বরসেনারনালেন লাক্ষাতোয়েন মস্তুনা॥ কল্কৈশ্চ দাড়িমীদারু-নিশাযুগফলত্রিকৈঃ। চন্দনোশীরবালৈশ্চ শ্রীখণ্ডমধুকাম্বুদৈঃ॥ শ্যামাশৈবালশেফালী-রক্তোৎপলরসাঞ্জনৈঃ। গন্ধদ্রব্যৈশ্চ নিখিলৈঃ পচেৎ তৈলং তিলোদ্ভবম্॥ প্রয়োগাদস্য নশ্যন্তি বালানামখিলা গদাঃ। কান্তির্মেধা ধৃতিঃ পুষ্টির্বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ॥ কল্যাণায় কুমারাণাং কপর্দ্দী করুণাকরঃ। সসর্জ্জেদং শঙ্খপুষ্পী তৈলং ভুবনমঙ্গলম্ ॥

তিলতৈল ৪ সের। শঙ্খপুষ্পী, ঘোড়ানিম, বাসক ও অর্জ্জুন ইহাদের রস বা ক্বাথ প্রত্যেক ৪ সের। কাঁজি ৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ৪ সের, দধির মাত ৪ সের। কল্কার্থ—দাড়িমফলের ত্বক্, দেবদারু, দরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, বালা, শ্বেতচন্দন, যষ্টিমধু, মুতা, শ্যামালতা, শৈবাল, শেফালিকা-ছাল, রক্তোৎপলের মূল ও রসাঞ্জন মিলিত ১ সের। পরিশেষে গন্ধপাক করিবে। ইহাতে বালকদিগের সমস্ত পীড়া বিনষ্ট এবং কান্তি, মেধা ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়।

অরবিন্দাসবঃ

অরবিন্দমুশীরঞ্চ কাশ্মরীং নীলমুৎপলম্। মঞ্জিষ্ঠৈলাবলামাংসীরম্বুদং শারিবাং শিবাম্॥ বিভীতকবচাধাত্রীঃ শঠীং শ্যামাং সনীলিনীম্। পটোলং পর্পটং পার্থং মধুকং মধুকং মুরাম্ ॥ পলমানেন সংগৃহ্য দ্রাক্ষায়াঃ পলবিংশতিম্। ধাতকীং ষোড়শপলাং জলদ্রোণদ্বয়ে ক্ষিপেৎ ॥ শর্করায়াস্তুলাং তত্র তুলার্দ্ধং মাক্ষিকস্য চ। মাসং সংস্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে মৃত্তিকাপরিনির্ম্মিতে। বালানাং সর্ব্বরোগঘ্নো বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনঃ। অরবিন্দাসবঃ প্রোক্ত আয়ুষ্যো গ্রহদোষহৃৎ ॥

পদ্ম, বেণামূল, গাম্ভারীছাল, নীলোৎপল, মঞ্জিষ্ঠা, এলাইচ, বেড়েলামূল, জটামাংসী, মুতা, অনন্তমূল, হরীতকী, বহেড়া, বচ, আমলকী, শঠী, শ্যামালতা, নীলমূল, পটোলপত্র, ক্ষেতপাপ্‌ড়া,

অর্জ্জুনছাল, মৌলফুল, যষ্টিমধু ও মুরামাংসী প্রত্যেক ১ পল, দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২৷৷০ সের, মধু ৬ সের, জল ১২৮ সের। এই সমুদয় আবৃত মৃত্তিকাপাত্রে এক মাস রাখিয়া কল্কগুলি ছাঁকিয়া ফেলিবে। ইহাতে বালকদের নানা রোগের শান্তি এবং বল, পুষ্টি, অগ্নি ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়। ইহা গ্রহদোষবিনাশক।

সর্ব্বৌষধিস্নানম্

মুরামাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ম্। শটী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥ সর্ব্বৌষধ্যম্বুনা স্নানং বালানাং গদনাশনম্। গ্রহরক্ষঃপ্রশমনমায়ুষ্যং কান্তিবর্দ্ধনম্॥

মুরামাংসী (একাঙ্গী), জটামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শঠী, চম্পকপুষ্প ও মুতা, এই কয়েকটি দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধিগণ বলে। সর্ব্বৌষধির জলে স্নান করাইলে বালকের ব্যাধিনিবৃত্তি, গ্রহাদির শান্তি, আয়ুর্বৃদ্ধি ও কান্তিবৃদ্ধি হয়।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

যৎ পথ্যং যদপথ্যঞ্চ নৃণামুক্তং জ্বরাদিষু। তত্তদ্‌বিধেয়মৌচিত্যাদ্বালানাং তেষু জানতা। পূর্ব্বং পথ্যমপথ্যঞ্চ মন্দাগ্নৌ যৎ প্রকীর্ত্তিতম্। ঔচিত্যাৎ তে ভবেতাং হি বালানাং পারিগর্ভিকে॥ আগন্তুন্মাদিনাং পথ্যমপথ্যঞ্চ যদীরিতম্। ঔচিত্যাদ্ যোজয়েৎ তত্তদ্বালেষু গ্রহরোগিষু॥

মানবগণের জ্বর অতিসার প্রভৃতি রোগে যে সমস্ত পথ্যাপথ্য লিখিত হইয়াছে, বালকেরও জ্বর অতিসার প্রভৃতি সমস্ত রোগে জ্ঞানী বৈদ্য সেই সেই পথ্য ও অপথ্য উচিত মাত্রায় প্রয়োগ করিবেন। বালকের পারিগর্ভিক রোগ উপস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্ত মন্দাগ্নি অধিকারোক্ত পথ্যাপথ্য উচিত মাত্রায় প্রয়োগ করিবেন। গ্রহদুষ্ট বালকগণকে আগন্তুক উন্মাদোক্ত পথ্য ও অপথ্য উচিত মাত্রায় দিবেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বালরোগাধিকারঃ।

বিষাধিকার

বিষ-নিদানম্

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে। মূলাদ্যাত্মকমাদ্যং স্যাৎ পরং সর্পাদিসম্ভবম্ ॥ নিদ্রাং তন্দ্রাং ক্লমং দাহমপাকং লোমহর্ষণম্। শোথঞ্চৈবাতিসারঞ্চ জঙ্গমং কুরুতে বিষম্ ॥ স্থাবরঞ্চ জ্বরং হিক্কাং দন্তহর্ষং গলগ্রহম্। ফেনচ্ছর্দ্দ্যরুচিশ্বাসং মূর্চ্ছাঞ্চ কুরুতে বিষম্ ॥

বিষ দ্বিবিধ—স্থাবর ও জঙ্গম। মূলাদি বিষকে স্থাবর এবং সর্পাদিসম্ভূত বিষকে জঙ্গম বিষ বলে। নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, অপাক, রোমাঞ্চ, শোথ ও অতিসার, এইগুলি জঙ্গম বিষের সাধারণ কার্য্য।

স্থাবর বিষে সামান্যতঃ জ্বর, হিক্কা, দন্তহর্ষ, গলগ্রহ, ফেনোদ্‌গম বমন, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

বিষ-চিকিৎসা

স্থাবরেণ বিষেণার্ত্তং নরং যত্নেন বাময়েৎ। বমনেন সমং নাস্তি যতস্তস্য চিকিৎসিতম্ ॥ বিষমত্যর্থমুষ্ণঞ্চ তীক্ষ্ণঞ্চ কথিতং যতঃ। অতঃ সর্ব্ববিষে যুক্তঃ পরিষেকস্তু শীতলঃ ॥ ঔষ্ণ্যাৎ তৈক্ষ্ণ্যাদ্ বিশেষেণ বিষং পিত্তং প্রকোপয়েৎ। বমিতং সেচয়েৎ তস্মাচ্ছীতলেন জলেন চ ॥ পায়য়েন্মধুসর্পির্ভ্যাং বিষঘ্নং ভেষজং দ্রুতম্ ॥ ভোক্তুমম্লরসং দদ্যাৎ সিতয়া চ সমন্বিতম্ ॥

স্থাবর বিষে পীড়িত ব্যক্তিকে বমন করাইবে। বমনের মত স্থাবর বিষ-নিবারক চিকিৎসা আর দ্বিতীয় নাই। বিষ স্বভাবতঃ অতি উষ্ণ ও তীক্ষ্ণবীর্য্য, অতএব সর্ব্বত্র শীতল পরিষেক করা কর্ত্তব্য। বিষ উষ্ণতা এবং তীক্ষ্ণতাগুণ দ্বারা পিত্তকে প্রকুপিত করে, অতএব বমনান্তে শীতল জলের পরিষেক করিবে। বিষার্ত্ত রোগীকে ঘৃত ও মধুর সহিত বিষঘ্ন ঔষধ শীঘ্র সেবন করাইবে এবং চিনিসংযুক্ত অম্লরস খাইতে দিবে।

যস্য যস্য চ দোষস্য পশ্যেল্লিঙ্গানি ভূরিশঃ। তস্য তস্যৌষধৈঃ কুর্য্যাদ্ বিপরীতগুণৈঃ ক্রিয়াম্॥
বিষার্ত্ত রোগীর বাতাদি যে যে দোষের লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, সেই সেই দোষের বিপরীত গুণান্বিত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

সর্ব্বৈরেবাদিতঃ সর্পৈঃ শাখাদষ্টস্য দেহিনঃ। দংশস্যোপরি বধ্নীয়াদরিষ্টাশ্চতুরঙ্গুলে॥ ন গচ্ছতি বিষং দেহমরিষ্টাভির্নিবারিতম্। দহেদ্দংশমথোৎকৃত্য যত্র বন্ধো ন জায়তে ॥
সর্প যদি হস্তে বা পদে দংশন করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দষ্টস্থানের চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে রজ্জু বা বস্ত্রাদি দ্বারা তাগা বান্ধিবে। তাহাতে বিষ দেহব্যাপী হইতে পারিবে না। যে স্থানে তাগা বান্ধিবার উপায় নাই, তথায় দষ্টস্থান অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া দাহ করিয়া দিবে।

পঞ্চাঙ্গস্তু শিরীষঃ স্যান্মূত্রপিষ্টো বিষার্দ্দনঃ।
শিরীষের মূল ছাল পত্র পুষ্প ও বীজ, একত্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিষ নষ্ট হয়।

মূলং তণ্ডুলবারিণা পিবতি যঃ প্রত্যঙ্গিরাসম্ভবম্ নিষ্পিষ্টং শুচিভদ্রযোগদিবসে তস্যাহিভীতিঃ কুতঃ। দর্পাদেব ফণী যদা দশতি তং মোহান্বিতো মূলপম্ স্থানে তত্র স এব যাতি নিয়তং বক্ত্রং যমস্যাচিরাৎ॥
আষাঢ় মাসের শুভযোগ ও শুভনক্ষত্রাদি (পুষ্যাদি) যুক্ত দিনে কাঁটা শিরীষের মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া পান করিলে সর্পভয় নিবারিত হয়। যদিও সর্প দর্পান্বিত হইয়া কখন তাহাকে দংশন করে, তাহা হইলে সেই স্থানেই অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মসূরং নিম্বপত্রাভ্যাং যোঽত্তি মেষগতে রবৌ। অব্দমেকং ন ভীতিঃ স্যাদ্বিষাৎ তস্য ন সংশয়ঃ॥
বৈশাখ মাসে একটি মসূরকলাই দুইটি নিম্বপত্রের সহিত ভক্ষণ করিলে এক বৎসর কাল সর্পভয় থাকে না।

ধবলপুনর্নবজটয়া তণ্ডুলজলপীতয়া চ পুষ্যক্ষে। অপসরতি খলু বিষধরোপদ্রব আসংবৎসরং পুংসাম্॥
পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতপুনর্নবামূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া খাইলে এক বৎসর সর্পভয় থাকে না।

গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্। অপি বাসুকিনা দষ্ট পিবেৎ দধিঘৃতাপ্লুতম্॥
ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মূলসহ কাঁটানটে তণ্ডুলোদকে বাটিয়া তাহা দধি ও ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

কুলিকামূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি॥
তণ্ডুলজলের সহিত কালিয়াকড়ার মূলের নস্য লইলে কালসর্পদষ্ট রোগীও রক্ষা পায়।

শিরীষপুষ্পস্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতম্। সপ্তাহং সর্পদষ্টানাং নস্যাপানাঞ্জনে হিতম্॥
শজিনার বীজ শিরীষপুষ্পের রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া তাহার নস্য পান ও অভ্যঞ্জন করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

শ্লেষ্মণঃ কর্ণগূথস্য বামানামিকয়া কৃতঃ। লেপো হন্যাদ্ বিষং ঘোরং নৃমূত্রসেচনং তথা॥
বাম হস্তের অনামিকা দ্বারা মুখের শ্লেষ্মা অথবা কর্ণের মল সর্পদষ্ট স্থানে লেপন করিলে কিংবা উহাতে নিজমূত্র সেচন করিলে বিষ নষ্ট হয়।

সৈন্ধবং মরিচং তুল্যং নিম্ববীজং সমীকৃতম্। মধুসর্পির্যুতং হন্তি বিষং স্থাবরজঙ্গমম্॥

সমভাগ সৈন্ধব, মরিচ ও নিমবীজচূর্ণ ঘৃত মধুসহ সেবন করিলে স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিধ বিষ নষ্ট হয়।

দ্বিপলং নতকুষ্ঠানাং ঘৃতক্ষৌদ্রং চতুষ্পলম্। অপি তক্ষকদষ্টানাং পানমেতৎ সুখাবহম্॥
তগরাপাদুকা ও কুড় প্রত্যেক ১ পল, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক ২ পল, এই সমুদয় সেবন করিলে তক্ষকদষ্ট ব্যক্তিও স্বাস্থ্যলাভ করে।

বন্ধ্যাকর্কোটজং মূলং ছাগমূত্রেণ ভাবিতম্। নস্যং কাঞ্জিকসংযুক্তং বিষোপহতচেতসঃ॥
নিষ্ফল কাঁকরোলের মূল ছাগমূত্রে ভাবিত এবং কাঞ্জিতে পেষিত করিয়া সর্পদষ্ট অচেতন ব্যক্তিকে তাহার নস্য দিবে।

অপরাজিতামূলন্তু ঘৃতেন ত্বগ্গতং বিষম্। পয়সাসৃগ্গতং হন্তি মাংসগং কুষ্ঠচূর্ণতঃ॥ অস্থিগং রজনীযুক্তং মেদোগং কাকোলীযুতম্। মজ্জগং পিপ্পলীযুক্তং চণ্ডালীকন্দসংযুতম্। শুক্রগং হন্তি লৌহিত্যং তস্মাদ্দেয়াপরাজিতা॥
অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত সেবনে ত্বগ্গত বিষ, দুগ্ধসহ সেবনে রক্তগত বিষ, কুড়চূর্ণের সহিত ভক্ষণে মাংসগত বিষ, হরিদ্রাচূর্ণসহ সেবনে অস্থিগত বিষ, কাকোলীচূর্ণের সহিত সেবনে মেদোগত বিষ, পিপুলচূর্ণের সহিত সেবনে মজ্জাগত বিষ এবং চণ্ডালীকন্দের সহিত সেবনে শুক্রগত ও রক্তগত বিষ নষ্ট হয়। অতএব সর্ব্বপ্রকার দংশনেই অপরাজিতা মূল সেবন করিবে।

দ্বে হরিদ্রে শিলা তালং কুঙ্কুমং মুস্তকং জলৈঃ। গুটিকা লেপমাত্রেণ বিষং হন্তি মহাদ্ভুতম্॥
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মনঃশিলা, হরিতাল, কুঙ্কুম ও মুতা, এই সমুদয় দ্রব্য জলে পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। এই গুটিকা লেপন করিলে তৎক্ষণাৎ বিষদোষ নষ্ট হয়।

ঘৃতমধুনবনীতং পিপ্পলীশৃঙ্গবেরং মরিচমপি তু দদ্যাৎ সপ্তমং সৈন্ধবেন। যদি ভবতি সরোষৈস্তক্ষকৈর্বাপি দষ্টোঽগদমিহ খলু পীত্বা নির্ব্বিষস্তৎক্ষণেন॥
ঘৃত, মধু, নবনীত, পিপ্পলী, শুঁঠ, মরিচ ও সৈন্ধব, এই সাতটি দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে তক্ষকদষ্ট ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিষ হইয়া থাকে।

নক্তমালফলং ব্যোষং বিল্বমূলং নিশাদ্বয়ম্। সৌরসং পুষ্পমাজং বা মূত্রং বোধনমঞ্জনম্॥
ডহরকরঞ্জ, ত্রিকটু, বিল্বমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও তুলসীমঞ্জরী, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া তাহার অঞ্জন দিলে সর্পদষ্ট সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির সংজ্ঞালাভ হয়।

জলেন লাঙ্গলীকন্দ-নস্যং সর্পবিষাপহম্। বারিণা টঙ্গণং পীতমথবার্কস্য মূলকম্॥
জলপিষ্ট ঈশ্‌লাঙ্গলামূলের নস্য হইলে অথবা সোহাগার খৈ বা আকন্দের মূল জলে পেষণ করিয়া পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

সাতলাফলেন নেত্রাঞ্জনং কৃতং সর্পবিষং নশ্যতি।
চর্ম্মকষার ফল ঘষিয়া নেত্রে অঞ্জন দিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বিষহরী বর্ত্তি

জয়পালস্য মজ্জানং ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ। একবিংশতিবারন্তু ততো বর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ॥ মনুষ্যলালয়া ঘৃষ্ট্বা ততো নেত্রে প্রদাপয়েৎ। সর্পদষ্টবিষং জিত্বা সঞ্জীবয়তি মানবম্॥
জয়পালবীজের মজ্জা, কাগ্‌জীলেবুর রসে একুশবার ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি মুখের লালাতে ঘর্ষণ করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির চক্ষে অঞ্জন দিলে বিষ নষ্ট হয়। (ইহা দৃষ্টফল ঔষধ।)

পীতে বিষে স্যাদ্ বমনঞ্চ ত্বক্স্থে প্রদেহসেকাদি সুশীতলঞ্চ॥
যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়াছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে। বিষ ত্বগ্‌গত হইলে শীতল প্রলেপ ও শীতল পরিষেক প্রয়োগ করিবে।

আগারধূমমঞ্জিষ্ঠা-রজনীলবণোত্তমৈঃ। লেপো জয়ত্যাখুবিষং শোণিতস্রাবণং তথা॥
ঝুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব, ইহাদের প্রলেপ দিলে এবং রক্তমোক্ষণ করিলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয়।

সোমবল্কোঽশ্বকর্ণশ্চ গোজিহ্বা হংসপদ্যপি। রজন্যৌ গৈরিকং লেপো নখদন্তবিষাপহঃ॥
(অশ্বকর্ণঃ শালভেদো গর্দ্দভাণ্ডো বা।)
কট্‌ফল, অশ্বকর্ণ (শালবিশেষ বা গর্দ্দভাণ্ড), গোজিয়া, গোয়ালিয়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গিরিমাটী, এই সমুদায়ের প্রলেপে নখবিষ ও দন্তবিষ বিনষ্ট হয়।

বিষে পক্বাশয়গতে পিপ্পলীরজনীদ্বয়ম্। মঞ্জিষ্ঠাঞ্চ সমং পিষ্ট্বা চোদকেন নরঃ পিবেৎ॥
পীতবিষ পক্বাশয়গত হইলে পিপুল, গজপিপ্পলী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিবে।

যঃ কাসমর্দ্দনেত্রং বদনে নিক্ষিপ্য কর্ণে ফুৎকারম্। মনুজো দদাতি শীঘ্রং জয়তি বিষং বৃশ্চিকানাং সঃ॥
কালকাসুন্দার মূল চিবাইয়া রোগির কর্ণে ফুৎকার দিলে বৃশ্চিকবিষ শীঘ্র নিবারিত হয়।

উষ্ণং গব্যঘৃতঞ্চাপি সৈন্ধবেন সমন্বিতম্। বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি লেপনাৎ পর্ব্বতাত্মজে॥
উষ্ণ গব্যঘৃত সৈন্ধবযুক্ত করিয়া দষ্টস্থানে লেপন করিলে বৃশ্চিকবিষ নষ্ট হয়।

দংশে ভ্রামণবিধিনা বৃশ্চিকবিষহৃৎ কুঠেরপাদগুড়িকাঃ। পুরধূপপূর্ব্বমর্কচ্ছদমিব পিষ্ট্বা কৃতো লেপঃ॥
তুলসীর মূল বাটিয়া গুড়িকা করিবে। সেই গুড়িকা বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে বুলাইলে বিষ নষ্ট হয় এবং বৃশ্চিকদষ্ট স্থানে অগ্রে গুগ্‌গুলুর ধূম লাগাইয়া পরে তাহাতে আকন্দপাতার প্রলেপ দিলেও বিষ বিনষ্ট হয়।

কুঙ্কুমকুনটীকর্কটপললহতিালৈঃ কুসুম্ভসম্মিলিতৈঃ। কৃতগুড়িকাভ্রামণতো বিদষ্টগোধাশরটাদিবিষজিৎ॥
কুঙ্কুম, মনঃশিলা, কাঁক্‌ড়ার মাংস, হরিতাল ও কুসুমফুল, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা দষ্টস্থানে বুলাইলে গোধা ও কৃকলাস প্রভৃতির বিষ বিনষ্ট হয়।

জীরকস্য কৃতঃ কল্কো ঘৃতসৈন্ধবসংযুতঃ। সুখোষ্ণো বৃশ্চিকার্ত্তানাং প্রলেপো বেদনাপহঃ॥
ঘৃত ও সৈন্ধব সংযুক্ত জীরকের কল্ক ঈষদুষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকদংশের বেদনা নিবৃত্ত হয়।

লেপ ইব ভেকগরলং শিরীষবীজৈঃ স্নুহীপয়ঃসিক্তৈঃ। হরতি গরলং ত্র্যহমশিতা অঙ্কোঠজটা কুষ্ঠসম্মিলিতা॥
শিরীষবীজের চূর্ণ মনসাসিজের আঠায় আপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিলে অথবা আঁকোড়মূল ও কুড়ের ক্বাথ বা কল্ক তিন দিন খাইলে ভেকের বিষ নষ্ট হয়।

মরিচমহৌষধবালকনাগাহ্বৈর্মক্ষিকাবিষে লেপঃ।
মরিচ, শুঁঠ, বালা ও নাগকেশর, ইহাদের প্রলেপ দিলে মক্ষিকাবিষ নষ্ট হয়।

লালাবিষমপনয়তো মূলে মিলিতে পটোলনীলিকয়োঃ।

পটোল ও নীলের মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে লালাবিষ নিবারিত হয়।

বচাহিঙ্গুবিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্পলী। পাঠা প্রতিবিষা ব্যোষং কাশ্যপেন বিনির্ম্মিতম্। দশাঙ্গমগদং পীত্বা সর্ব্বকীটবিষং জয়েৎ॥

বচ, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, আক্‌নাদি, আতইচ ও ত্রিকটু, এই দশাঙ্গের ক্বাথ বা কল্ক সেবনে সকল কীটবিষ নষ্ট হয়।

কীটদষ্টক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সমানাঃ স্যুর্জলৌকসাম্।

কীটদষ্ট বিষের চিকিৎসার ন্যায় জলৌকাবিষেরও চিকিৎসা জানিবে।

শিরীষস্য তু বীজং বৈ সুহীক্ষীরেণ ঘর্ষিতম্ তল্লেপেন মহাদেবি নশ্যেৎ কুক্কুরজং বিষম্॥

সীজের আঠায় শিরীষবীজ ঘষিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে কুকুরের বিষ বিনষ্ট হয়।

পিষ্টতণ্ডুলমধ্যস্থং ভক্ষিতং মেষলোমকম্। কুক্কুরস্য বিষং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

তণ্ডুল বাটিয়া তাহার মধ্যে মেষের লোম পূরিয়া ভক্ষণ করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

ধুস্তূরস্য শিফা পেয়া ক্ষীরেণ পরিপেষিতা। অঙ্কোটস্য শিফা চাপি শ্ববিষঘ্নী প্রকীর্ত্তিতা॥

ধুতুরা বা অঙ্কোটের মূল দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

রজনীযুগ্মপত্তঙ্গ-মঞ্জিষ্ঠানাগকেশরৈঃ। শীতাম্বুপিষ্টৈরালেপঃ সদ্যো লূতাবিষং হরেৎ॥

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বকমকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও নাগেশ্বর, এই সমুদয় দ্রব্য শীতল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মাকড়যার বিষ নষ্ট হয়।

অজিতাগদ

বিড়ঙ্গপাঠা ত্রিফলাজমোদাহিঙ্গূনি বক্রং ত্রিকটূনি চৈব। তথৈব বর্গো লবণস্য সূক্ষ্মঃ সচিত্রকঃ ক্ষৌদ্রযুতো নিধেয়ঃ॥ শৃঙ্গে গবাং শৃঙ্গময়েণ চৈব প্রচ্ছাদিতঃ পক্ষমুপেক্ষিতশ্চ। এষোঽগদঃ স্থাবরজঙ্গমানাং জেতা বিষাণামজিতো হি নাম্না॥

বিড়ঙ্গ, আক্‌নাদি, ত্রিফলা, বনযমানী, হিঙ্গু, তগরপাদুকা, ত্রিকটু, পঞ্চলবণ ও চিতামুল প্রত্যেক সমভাগে লইয়া যথোপযুক্ত মধুর সহিত মাড়িয়া গোশৃঙ্গমধ্যে রাখিয়া অপর গোশৃঙ্গ দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। এইরূপে একপক্ষ রাখিলে অগদ প্রস্তুত হইবে। ইহা সেবনে স্থাবর ও জঙ্গম সর্ব্বপ্রকার বিষ নিরাকৃত হয়।

তার্ক্ষ্যাগদ

প্রপৌণ্ডরীকং সুরদারু মুস্তা কালানুসার্য্যা কটুরোহিণী চ। স্থৌণেয়কধ্যামকপদ্মকানি* পুন্নাগতালীশসুবর্চ্চিকাশ্চ॥ কুটন্নটৈলাসিতসিন্ধুবারাঃ শৈলেয়কুষ্ঠে তগরং প্রিয়ঙ্গু। লোধ্রং জলং কাঞ্চনগৈরিকঞ্চ সমাগধং চন্দনসৈন্ধবঞ্চ॥ সূক্ষ্মাণি চূর্ণানি সমানি কৃত্বা শৃঙ্গে নিদধ্যান্মধুসংযুতানি। এষোঽগদস্তার্ক্ষ্য ইতি প্রদিষ্টো বিষং নিহন্যাদপি তক্ষকস্য॥

পুণ্ডরিয়াকাষ্ঠ, দেবদারু, মুতা, কালানুসারিবা, কট্‌কী, গেঁটেলা, গন্ধতৃণ, পদ্মকাষ্ঠ (পাঠান্তরে গুগ্‌গুলু), নাগেশ্বর, তালীশপত্র, সাচিক্ষার, শোনাছাল, এলাইচ, শ্বেত নিসিন্দে, শৈলজ, কুড়,

* পদ্মকানীত্যত্র গুগ্‌গুলূনীতি পাঠভেদঃ।

তগরপাদুকা, প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বালা, স্বর্ণগিরিমাটী, শুক্লজীরা, রক্তচন্দন ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্ববৎ গোশৃঙ্গমধ্যে ১৫ দিন রাখিবে (মাত্রা ব্যবহার ১ তোলা)। ইহাতে বিষদোষ নষ্ট হয়।

মৃতসঞ্জীবনোঽগদ

পৃক্কাপ্লবস্থৌণেয়কাক্ষীশৈলেয়রোচনাতগরম্। ধ্যামককুঙ্কুমংমাংসীসুরসাগ্রেলালকুষ্ঠঘ্নম্॥ বৃহতীশিরীষ-পুষ্পশ্রীবেষ্টপদ্মচারটীবিশালাঃ। সুরদারুপদ্মকেশরসাবরকমনঃশিলাকৌন্ত্যঃ॥ জাত্যর্কপুষ্পরস-রজনীদ্বয়হিঙ্গুপিপ্পলীলাক্ষাঃ। জলমুদগপর্ণীচন্দনমদনমধুকসিন্ধুবারাশ্চ॥ শম্পাকলোধ্রময়ূরক-গন্ধফলীনাকুলীবিড়ঙ্গাশ্চ। পুষ্যে সংহৃত্য সমং পিষ্টা গুড়িকা বিধেয়াঃ স্যুঃ॥ সর্ব্ববিষঘ্নো জয়কৃদ্ বিষমৃতসঞ্জীবনো জ্বরনিহন্তা। ঘ্রেয়বিলেপনধারণধূমগ্রহণৈর্গৃহস্থশ্চ॥ ভূতবিষজন্তুলক্ষ্মীকার্ম্মণ-মন্ত্রাগ্ন্যশন্যরীন্ হন্যাৎ। দুঃস্বপ্নস্ত্রীদোষানকালমরণাম্বুচৌরভয়ম্॥ ধনধান্যকার্য্যসিদ্ধিশ্রীপুষ্ট্যায়ুর্বিবর্দ্ধনো ধন্যঃ। মৃতসঞ্জীবন এষ প্রাগমৃতাদ্ ব্রহ্মণাভিহিতঃ॥ (কুষ্ঠঘ্নমেড়গজেতি গঙ্গাধরঃ, চক্রস্তু খদিরমাহ।)

পিড়িংশাক, কৈবর্ত্তমুতা, গেঁটেলা, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, শৈলজ, গোরোচনা, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নিসিন্দামঞ্জরী, বড় এলাইচ, হরিতাল, চাকুন্দেবীজ (খদির), বৃহতী, শিরীষপুষ্প, নবনীতখোটী, কুমারিয়া লতা, রাখালশশা, দেবদারু, পদ্মকেশর, শ্বেতলোধ, মনঃশিলা, রেণুক, জাতী ও আকন্দের পুষ্পরস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, পিপুল, লাক্ষা, বালা, মুগানী, যষ্টিমধু, ময়নাফল, নিসিন্দা, সোন্দাল, লোধ, অপামার্গ, প্রিয়ঙ্গু, রাস্না ও বিড়ঙ্গ, এই সমুদয় দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে সংগ্রহ ও সমভাগে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষনাশক। আঘ্রাণ, নস্য, লেপন, ধারণ ও ধূমগ্রহণ রূপে ইহা ব্যবহার্য্য।

কুলিকাদিবটিকা

কুলিকং সপ্তপর্ণঞ্চ কুষ্ঠং তোলকসম্মিতম্। মাষমানং তথা দারু মর্দ্দয়েদর্কবারিণা॥ সর্ষপাভাং বটীং কৃত্বা যোজয়েৎ পয়সা সহ। অপি তক্ষকদষ্টঞ্চ মৃতকল্পং হতস্বরম্॥ পুনঃ সঞ্জীবয়েদাশু সর্ব্বক্ষ্বেড়বিনাশিনী। কুলিকাদির্বটী হন্তি জ্বরাংশ্চ বিষমাংস্তথা॥

কালিয়াকড়ার মূল, ছাতিমমূলের ছাল এবং কুড় প্রত্যেক ১ তোলা, দারুমুজ ১ মাষা, এই সমস্ত আকন্দমূলের ক্বাথে মাড়িয়া সর্ষপের ন্যায় বটিকা করিবে। দুগ্ধসহ সেবনে বিষে মৃতকল্প ব্যক্তিও পুনর্জ্জীবিত হয়। ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষ ও বিষমজ্বর বিনাশক।

ভীমরুদ্রো রস

সূতরাজস্য তৌলৈকং গন্ধকস্য তথৈব চ। অভ্রাৎ কর্ষং ততো দেয়ং তৌলৈকং কান্তলৌহকম্॥ পরোক্তেনৌষধৈনৈব ভাবয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্। বিশালাবৃহতীব্রহ্মী-সৌগন্ধিকসুদাড়িমৈঃ॥ মর্কট্যাশ্চাম্বুগুপ্তায়াঃ স্বরসেন পৃথক পৃথক্। একরক্তিকমানেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥ বটীমেকাং ভক্ষয়িত্বা পিবেচ্ছীতজলং ততঃ॥ ভীমরুদ্রো রসো নাম চাসাধ্যমপি সাধয়েৎ। কুক্কুরস্য শৃগালস্য বিষং হন্তি সুদুস্তরম্।

পারদ, গন্ধক, কান্তলৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যকে রাখালশশা, বৃহতী, ব্রহ্মী, নীলোৎপল, দাড়িম, ইহাদের রসে পৃথক্ পৃথক্ এবং আলকুশীবীজের ক্বাথে দুইবার ভাবনা দিয়া এক রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ঔষধ সেবনের পর শীতল জল পান করিবে। ইহা কুকুর ও শৃগাল প্রভৃতির বিষ নষ্ট করে।

ভীমরুদ্রো রস

(মতান্তরে)

মনঃশিলালমরিচৈর্দারুণা দরদেন চ। অপামার্গস্য হেম্নশ্চ হয়মারশিরীষয়োঃ॥ মূলৈরুদ্রাক্ষতোয়েন বিষ্ণুক্রান্তাম্বুনা ততঃ। শতধাভাবিতৈঃ কুর্য্যাদ্ বটিকা মুদগসম্মিতাঃ॥ ব্যালদষ্টং পীতবিষং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্। পুনঃ সঞ্জীবয়েদেষ ভীমরুদ্রাভিধো রসঃ॥

মনছাল, হরিতাল, মরিচ, দারুমুজ, হিঙ্গুল, আপাঙ্গমূল, ধুতূরামূল, করবীমূল ও শিরীষমূল প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ ; ইহাদিগকে রুদ্রাক্ষ ও অপরাজিতার স্বরসে ১০০ বার ভাবনা দিয়া মুগের ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। সর্পদষ্টকে কিংবা বিষপান করিয়া বিকৃতেন্দ্রিয় ও অচেতন ব্যক্তিকে এই ঔষধ সেবন করাইলে তাহার পুনর্জ্জীবন লাভ হয়।

বিষবজ্রপাতো রস

নিশাং সটঙ্কঞ্চ সজাতিকোষং তুত্থং সমাংশং কুরু দেবদাল্যাঃ। রসেন পিষ্টা বিষবজ্রপাতো রসো ভবেৎ সর্ব্ববিষাপহন্তা॥ নিষ্কোহস্য সঞ্জীবয়তি প্রযুক্তো নৃমূত্রযোগেণ চ কালদষ্টম্॥

হরিদ্রা, সোহাগা, জয়িত্রী ও তুঁতে, ইহাদিগকে ঘোষালতার রসে পেষণ করিয়া ৪ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা মনুষ্যের মূত্র অনুপানে সেবন করিলে কালদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত হয়।

তণ্ডুলীয়কঘৃতম্

তণ্ডুলীয়কমূলেন গৃহধূমেন চৈকতঃ। ক্ষীরেণ চ ঘৃতং সিদ্ধং সমস্তবিষরোগনুৎ॥

গব্যঘৃত ১ সের। দুগ্ধ ৪ সের। চাঁপানটের মূল অর্দ্ধ পোয়া ও ঝুল অর্দ্ধ পোয়া কল্কসহ যথাবিধি পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সমস্ত বিষরোগ নিবারিত হয়।

শিখরিঘৃতম্

শিখরিস্বরসেনৈব কল্কান্ দত্ত্বা চ দাড়িমম্। কুষ্ঠমেলাদ্বয়ং শৃঙ্গীং শিরীষমমৃতং বচাম্॥ পরশু পারিভদ্রঞ্চ চন্দনং তগরং মুরাম্। পচেৎ সর্পিস্ত্বসলিলং মন্দমন্দেন বহ্নিনা॥ ঘৃতমেতন্নিহন্ত্যাশু নিখিলান্ বিষজান্ গদান্। সন্নিপাতজ্বরং ঘোরং জ্বরাংশ্চ বিষমাংস্তথা॥

ঘৃত ১ সের। অপামার্গের রস ৪ সের। কল্কার্থ—দাড়িমফলের খোলা, কুড়, ছোট ও বড় এলাইচ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শিরীষমূলের ছাল, মিঠা বচ, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, পাল্‌ধিমাদারের ছাল, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও মুরামাংসী মিলিত এক পোয়া। জল না দিয়া যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত সেবন করিলে সমস্ত বিষরোগ এবং সান্নিপাতিক ও সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর নিবারিত হয়।

মৃত্যুপাশচ্ছেদি ঘৃতম্

অভয়াং রোচনাং কুষ্ঠমর্কপত্রং তথোৎপলম্। নলবেতসমূলানি গরং সুরসাং তথা॥ সকলিঙ্গাং সমঞ্জিষ্ঠামনন্তাঞ্চ শতাবরীম্। শৃঙ্গাটকং সমঙ্গাঞ্চ পদ্মকেশরমিত্যপি॥ কল্কীকৃত্য পচেৎ সর্পিঃ পয়ো দদ্যাচ্চতুর্গুণম্। সম্যক্‌পক্কেঽবতীর্ণে চ শীতে তস্মিন্ বিনিক্ষিপেৎ॥ সর্পিস্তুল্যং ভিষক্ ক্ষৌদ্রং কৃতরক্ষং নিধাপয়েৎ। বিষাণি হন্তি দুর্গাণি গরদোষকৃতানি চ॥ স্পর্শাদ্ধন্তি বিষং সর্ব্বং গরৈরুপহতাং ত্বচম্। যোগজং তমকং কণ্ডূং মাংসসাদং বিসংজ্ঞতাম্॥ নাশয়ত্যঞ্জনাভ্যঙ্গ-পানবস্তিষু যোজিতম্। সর্পকীটাখুলূতাদি-দষ্টানাং বিষহৃৎ পরম্॥

ঘৃত ৪ সের। দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—হরীতকী, গোরোচনা, কুড়, আকন্দপত্র, সুঁদিফুল, খাগ্‌ড়ামূল, বেতসমূল, মিঠা, তুলসীপত্র, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, শতমূলী, পানিফল, বরাহক্রান্তা ও পদ্মকেশর মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া কল্কগুলি ছাঁকিবে। শীতল হইলে ঘৃততুল্য মধু মিশাইবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষরোগ বিনষ্ট হয়।

শিরীষারিষ্টম্

পচেৎ তুলার্দ্ধং দ্বিদ্রোণে শিরীষস্য জলে সুধীঃ। পাদশেষে কষায়েঽস্মিন্ ক্ষিপেদ্ গুড়তুলাদ্বয়ম্॥ কৃষ্ণাপ্রিয়ঙ্গুকুষ্ঠৈলা নীলিনীং নাগকেশরম্। রজন্যৌ পলমানেন দদ্যাদত্র চ নাগরম্॥ মাসাদূর্দ্ধং জাতরসং যথামাত্রং প্রযোজয়েৎ। শিরীষারিষ্টমিত্যেতদ্ বিষব্যাপদ্বিনাশনম্॥

শিরীষছাল ৬।০ সের। পাকার্থ জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। এই ক্বাথে ২৫ সের গুড় এবং পিপুল, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, এলাইচ, নীলমূল, নাগেশ্বর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও শুঁঠ প্রত্যেক ১ পল পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আবৃত পাত্রে ১ মাস রাখিবে। এই অরিষ্ট বিষদোষ-নিবারক।

বিষোজ্‌ঝিতস্য লক্ষণম্

প্রসন্নদোষং প্রকৃতিস্থধাতুমন্নাভিকামং সমমূত্রবিট্‌কম্। প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়চিত্তচেষ্টং বৈদ্যোঽবগচ্ছেদবিষং মনুষ্যম্॥

রোগির বাতাদি দোষ ও রসাদি ধাতুসকল প্রকৃতিস্থ, আহারে অভিলাষ, যথাযথভাবে মলমূত্রত্যাগ এবং বর্ণ, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রসন্নতা হইলে বিষ অপগত হইয়াছে বুঝিবে।

পথ্যাপথ্যবিধিঃ

বিষরোগে পথ্যানি

অরিষ্টাবন্ধনং মন্ত্র-ক্রিয়া ছর্দ্দির্বিরেচনম্। কর্ষণং শোণিতাকৃষ্টিঃ পরিষেকোঽবগাহনম্॥ হৃদয়াবরণং নস্যমঞ্জনং প্রতিসারণম্। উদ্বর্ত্তনং প্রধমনং প্রলেপো বহ্নিকর্ম্ম চ॥ উপাধানং প্রতিবিষং ধূপঃ সংজ্ঞাপ্রবোধনম্। শালয়ঃ ষষ্টিকাশ্চাপি কোরদূষাঃ প্রিয়ঙ্গবঃ॥ মুদ্‌গা হরেণবস্তৈলং সর্পির্জীর্ণং নবং তথা। শিখিতিত্তিরিলাবৈণ-গোধাখুশ্বাবিদামিষম্॥ বার্ত্তাকুঃ কুলকো ধাত্রী নিষ্পাবং তণ্ডুলীয়কম্। মণ্ডূকপর্ণী জীবন্তী সুনিষণ্ণোঽপ্যুপোদিকা॥ কালশাকং সলশুনং দাড়িমঞ্চ বিকঙ্কতম্। প্রাচীনামলকং পথ্যা কপিত্থং নাগকেশরম্॥ গোচ্ছাগনরমূত্রাণি তক্রং শীতাম্বু শর্করা। অবিদাহীনি চান্নানি সৈন্ধবং মধু কুঙ্কুমম্॥ পশ্চিমোত্তরবাতাশ্চ হরিদ্রা সিতচন্দনম্। মুস্তং শিরীষঃ কস্তূরী তিক্তানি মধুরাণি চ॥ হেমচূর্ণঞ্চ বর্গোঽয়ং যথাবস্থং যথাবিষম্। বিষরোগেষু সর্ব্বেষু প্রযোক্তব্যো বিজানতা॥

অরিষ্টাবন্ধন, বিষনাশক মন্ত্রক্রিয়া, বমন, বিরেচন, বিষাকর্ষণ, রক্তাকর্ষণ, পরিষেচন, অবগাহন স্নান, হৃদয় আবরণ, নস্য, নেত্রাঞ্জন, প্রতিসারণ, উদ্বর্ত্তন, প্রধমন, প্রলেপন, দাহক্রিয়া, উপাধান, বিপরীত বিষসেবন অর্থাৎ স্থাবর বিষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে জঙ্গম বিষ সেবন এবং জঙ্গম বিষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে স্থাবর বিষ সেবন, ধূপ; চেতনার উত্তেজক কার্য্য, শালিধান্য, ষষ্টিকধান্য, কোদ্রব, কাঙ্গনিধান্য, মুগ, মটরকলায়, তৈল, পুরাতন ও নূতন ঘৃত, ময়ূর, তিত্তিরি, লাব, এণ (কৃষ্ণসার), গোসাপ, ইন্দুর, সজারুমাংস, বেগুণ, পল্‌তা, আমলকী, রাজমাষ (বরবটী), নটেশাক, ব্রাহ্মী, জীবন্তী, সুষুণিশাক, পুঁইশাক, কালশাক, লশুন, দাড়িম, বিকঙ্কত (বঁইচি), পুরাতন আমলকী, হরীতকী, কয়েতবেল, নাগকেশর, গোমূত্র, ছাগমূত্র, নরমূত্র, তক্র, শীতাম্বু, চিনি, অবিদাহি দ্রব্য,

সৈন্ধব, মধু, কুঙ্কুম, পশ্চিম ও উত্তরের বাতাস, হরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, মুতা, শিরীষ, কস্তুরী, তিক্তদ্রব্য, মধুরদ্রব্য ও জারিত স্বর্ণ, জ্ঞানী বৈদ্য এই সমস্ত দ্রব্য অবস্থানুসারে ও বিষভেদে সকল প্রকার বিষরোগেই প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

বিষরোগেঽপথ্যানি

ক্রোধং বিরুদ্ধাধ্যশনং ব্যবায়ং তাম্বূলমায়াসমপি প্রবাতম্। অম্লঞ্চ সর্ব্বং লবণঞ্চ সর্ব্বং স্বেদঞ্চ নানাবিধমাসুতানি॥ নিদ্রাং ভয়ং ধূমবিধিং ক্ষুধাঞ্চ বিষাতুরো নৈব ভজেৎ কদাচিৎ॥

ক্রোধ, বিরুদ্ধভোজন, অধ্যশন, মৈথুন, তাম্বূল, ব্যায়াম, পূর্ব্বদিকের বায়ু ও অত্যন্ত-বায়ু সেবন, অম্লদ্রব্য, লবণরসযুক্তদ্রব্য, স্বেদ ও বিবিধ বাসিদ্রব্য বিষরোগে অহিতজনক। দিবানিদ্রা, ভয়, ধূমপান এবং ক্ষুধায় অনাহার, এই সমস্ত বিষরোগীর বর্জ্জনীয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বিষাধিকারঃ।

রসায়নাধিকার

যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি বয়ঃস্তম্ভকরং তথা। চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং ভেষজং তদ্রসায়নম্॥

যে ঔষধ জরারূপ ব্যাধির নাশক (যাহা সেবন করিলে শরীরে জরা উৎপন্ন হইতে পারে না), বয়ঃস্তম্ভক, নেত্রের হিতকর, শরীরের উপযাচক ও শুক্রের জনক, তাহাকেই রসায়ন কহে।

দীর্ঘমায়ুঃ স্মৃতিং মেধামারোগ্যং তরুণং বয়ঃ। দেহেন্দ্রিয়বলং কান্তিং নরো বিন্দেদ্রসায়নাৎ॥

রসায়ন সেবন করিলে মনুষ্য দীর্ঘ আয়ুঃ, স্মৃতি, মেধা, আরোগ্য, যৌবন, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বল এবং কান্তি লাভ করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধকায়ঃ সমাচরেৎ। নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রাসায়নো বিধিঃ। ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ॥

(পূর্ব্ব ইতি যৌবনপ্রবেশ এব। মধ্য ইতি যৌবনশেষে। বালবৃদ্ধৌ তু রসায়নাবিষয়ৌ ভেষজবীর্য্যাসহত্বাৎ জরাপক্বশরীরত্বাচ্চ। চক্রটীকা।)

পূর্ব্ব বয়সে (যৌবনের প্রারম্ভে) বা মধ্য বয়সে (যৌবনশেষে) রসায়ন সেবনীয়। রসায়ন সেবনের পূর্ব্বে বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধশরীর হওয়া আবশ্যক। যেরূপ মলিন বস্ত্রে রং দিলে তাহা সুরঞ্জিত হয় না, সেইরূপ সমল দেহে রসায়ন সেবন করিলেও কোন ফল হয় না।

গুড়েন মধুনা শুণ্ঠ্যা কৃষ্ণয়া লবণেন বা। দ্বে দ্বে খাদন্ সদা পথ্যে জীবেদ্ বর্ষশতং সুখী॥

গুড়, মধু, শুঁঠ, পিপুল বা লবণ, ইহাদের কাহারও সহিত প্রতিদিন ২টি করিয়া হরীতকী সেবন করিলে মনুষ্য পরম সুখে একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

জরণান্তেঽভয়ামেকাং প্রাগ্‌ভুক্তে দ্বে বিভীতকে। ভুক্ত্বা তু মধুসর্পির্ভ্যাং চত্বার্য্যামলকানি চ। প্রযোজয়েৎ সমামেকাং ত্রিফলায়া রসায়নম্। জীবেদ্ বর্ষশতং পূর্ণমজরোঽব্যাধিরেব চ॥

আহারের পরিপাকান্তে ১টি হরীতকী, আহারের পূর্ব্বে ২টি বহেড়া এবং আহারান্তে ৪টি আমলকী, ঘৃত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিবে। এই ত্রিফলা-রসায়ন ১ বৎসর কাল সেবন করিলে মনুষ্য অজর ও ব্যাধিহীন হইয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

ঋতুহরীতকী

সিন্ধূত্থশর্করাশুণ্ঠী-কণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ। বর্ষাদিষ্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা॥

(বর্ষাসু হরীতকী মা ৬, সৈন্ধব মা ২ গিলনীয়া ; শরদি হরীতকী মা ৫, শর্করা মা ৪ খাদ্যং, শীতলজলং পেয়ম্ ; হেমন্তে হরীতকী মা ৩, শুণ্ঠী মা ২, শিশিরে হরীতকী মা ৩, পিপ্পলী মা ২, তপ্তজলং পেয়ম্। ইতি চক্রটীকা।)

বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের সহিত, শীতকালে পিপুলের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত, গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত, হরীতকী সেবন করিবে ; ইহার নাম হরীতকীরসায়ন বা ঋতুহরীতকী।

দুর্নামশ্বাসকাসজ্বরবমথুতৃষাপাণ্ডুতানেত্ররোগান্ হিক্কাকুষ্ঠাতিসারভ্রমমদকসনাজীর্ণশূলপ্রমেহান্।
তৃষ্ণাশূলাস্রপিত্তজ্বরবিততজরারোচকানাহদাহান্ হন্যাদেতানবশ্যং মধুনি পরিগতা পূতনা চাস্নপিত্তম্॥

মধুর সহিত পূতনা হরীতকী (যাহার আঁটী বড়) সেবন করিলে অর্শঃ, শ্বাস, কাস, জ্বর, পাণ্ডু ও নেত্ররোগ প্রভৃতি শ্লোকোল্লিখিত পীড়া এবং জরা বিনষ্ট হয়।

যে মাসমেকং স্বরসং পিবন্তি দিনে দিনে ভৃঙ্গরজঃসমুত্থম্। ক্ষীরাশিনস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ সমাঃ শতং জীবিতমাপ্নুবন্তি॥

যে ব্যক্তি একমাস কাল ভীমরাজের স্বরস পান ও দুগ্ধ পথ্য করে, সে ব্যক্তি বলবর্ণযুক্ত হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকে।

মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃ ক্ষীরেণ যষ্টীমধুকস্য চূর্ণম্। রসো গুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্প্যাঃ॥ আয়ুঃ-প্রদান্যময়নাশনানি বলাগ্নিবর্ণস্বরবর্দ্ধনানি। মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি মেধ্যা বিশেষেণ তু শঙ্খপুষ্পী॥

থুলকুড়ীর রস (গঙ্গাধরের মতে—দন্তীমূলের ক্বাথ বা স্বরস), দুগ্ধের সহিত যষ্টিমধুচূর্ণ, মূল ও পুষ্পবিশিষ্ট গুলঞ্চের রস এবং মূল ও পুষ্প-বিশিষ্ট শঙ্খপুষ্পীর কল্ক, এই যোগচতুষ্টয় আয়ুঃপ্রদ, রোগনাশক, বল অগ্নি বর্ণ ও স্বর বর্দ্ধক, মেধাজনক এবং রসায়ন। ইহাদের মধ্যে শঙ্খপুষ্পী বিশেষ মেধ্য।

পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং ঘৃতেন তৈলে সুখাম্বুনা বা। কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ॥

(অশ্বগন্ধায়াশ্চূর্ণং পয়সা পিত্তে, ঘৃতেন বাতপিত্তে, তৈলেন বাতে, উষ্ণোদকেন বাতকফে ইত্যাহুরিতি শিবদাসঃ।)

পিত্তপ্রধান ধাতুতে দুগ্ধ, বাতপিত্তে ঘৃত, বাতে তৈল এবং বাতকফে ঈষদুষ্ণ জলসহ একপক্ষ কাল অশ্বগন্ধার চূর্ণ সেবন করিবে। ইহা কৃশ শরীরের পুষ্টিসাধক।

ধাত্রীতিলান্ ভৃঙ্গরজোবিমিশ্রান্ যে ভক্ষয়েয়ুর্মনুজাঃ ক্রমেণ। তে কৃষ্ণকেশা বিমলেন্দ্রিয়াশ্চ নির্ব্যাধয়ো বর্ষশতং ভবেয়ুঃ॥

আমলকী, কৃষ্ণতিল ও ভৃঙ্গরাজ, এই ৩টি দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া রসায়ননিয়মে সেবন করিলে কেশসকল কৃষ্ণবর্ণ ও ইন্দ্রিয়সকল বিমল হয় এবং রোগী নীরোগ হইয়া নিরাপদে শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে।

বৃদ্ধদারকমূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শতাবর্য্যা রসেনৈব সপ্তরাত্রাণি ভাবয়েৎ॥ অক্ষমাত্রন্তু তচ্চূর্ণং সর্পিষা সহ ভোজয়েৎ। মাসমাত্রোপযোগেন মতিমান্ জায়তে নরঃ। মেধাবী স্মৃতিমাংশ্চৈব বলীপলিতবর্জ্জিতঃ॥

বৃদ্ধদারকমূল সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া শতমূলীর রসে ৭ দিন ভাবনা দিবে, ঐ ভাবিত চূর্ণ ২ তোলা (ব্যবহার ১ তোলা) উপযুক্ত ঘৃতসহ এক মাস কাল সেবন করিলে বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত এবং বলী পলিত বিনষ্ট হয়।

হস্তিকর্ণরজঃ খাদেৎ প্রাতরুত্থায় সর্পিষা। যথেষ্টাহারচেষ্টোঽপি সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ॥ মেধাবী বলবান্ কামী স্ত্রীশতানি ব্রজত্যসৌ। মধুনা ত্বশ্ববেগঃ স্যাদ্বলিষ্ঠঃ স্ত্রীসহস্রগঃ॥

হস্তিকর্ণপলাশের মূলচূর্ণ প্রাতঃকালে ঘৃতসহ সেবন করিয়া স্বেচ্ছামতে আহারাদি করিলেও মেধাবী, দীর্ঘজীবী ও বলবান্ হইয়া শত স্ত্রীতে সঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। মধুসহ সেবন করিলে অশ্বের ন্যায় বলিষ্ঠ হইয়া সহস্র স্ত্রীতে রমণ করিতে পারে।

ধাত্রীচূর্ণস্য কংসং স্বরসপরিগতং ক্ষৌদ্রসর্পিঃ সমাংশং কৃষ্ণামাণীসিতাষ্টপ্রসৃতযুতমিদং স্থাপিতং ভস্মরাশৌ। বর্ষান্তে তৎ সমশ্নন্ ভবতি বিপলিতো রূপবর্ণপ্রতাপৈর্নির্ব্যাধির্বুদ্ধিমেধাস্মৃতিবচন-বলস্থৈর্য্যসত্ত্বৈরুপেতঃ॥

(স্বরসপরিগতমিতি আমলকফলসহস্রস্বরসেন ভাবিতম্ ভাবনা চ একবিংশতিবারম্। ক্ষৌদ্রসর্পিঃ সমাংশমিতি ধাত্রীচূর্ণাপেক্ষয়া প্রত্যেকং সমভাগমিত্যর্থঃ।)

আমলকীর চূর্ণ ৮ সের, আমলকীর স্বরসে একুশবার ভাবনা দিয়া, পরে তাহা মধু ৮ সের, ঘৃত ৮ সের, পিপুলচূর্ণ ১ সের, চিনি ২ সের সহ মিশ্রিত করত একটি মৃৎপাত্রে রাখিয়া বর্ষার প্রারম্ভে ধান্যরাশিতে স্থাপন করিবে এবং বর্ষান্তে উদ্ধৃত করিয়া যথামাত্রায় সেবন করিলে বলী পলিত ও ব্যাধিবিহীন হইয়া কান্তি, বর্ণ, মেধা, তেজঃ, ধীরতা, বাগ্মিতা ও সত্ত্বগুণে বিভূষিত হয়।

গুডূচ্যপামার্গবিড়ঙ্গশঙ্খিনীবচাভয়াকুষ্ঠশতাবরী সমা। ঘৃতেন লীঢ়া প্রকরোতি মানবম্ ত্রিভির্দিনৈঃ শ্লোকসহস্রধারিণম্॥

গুলঞ্চ, অপামার্গ, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, কুড় ও শতমূলী, এই সমুদায় সমাংশে ঘৃতের সহিত সেবন করিলে স্মৃতিশক্তি এত বৃদ্ধি হয় যে, তিন দিনে সহস্র শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে পারা যায়।

ব্যঙ্গবলীপলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্যকাসহরম্। রজনীক্ষয়েঽম্বুনস্যং রসায়নং দৃষ্টজননঞ্চ॥

প্রত্যূষে জলের নস্য হইলে মেচেতা, পীনস, স্বরবিকৃতি ও কাসরোগ প্রশমিত হয়। ইহা রসায়ন ও দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক।

অম্ভসঃ প্রসৃতান্যষ্টৌ রবাবনুদিতে পিবেৎ। বাতপিত্তগদান্ হত্বা জীবেদ্ বর্ষশতং নরঃ॥

সূর্য্যের অনুদয়ে ২ সের পর্য্যন্ত জল পান করিলে বাতিক ও পৈত্তিক রোগসকল নষ্ট হইয়া মনুষ্য শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে।

কাসশ্বাসাতিসারজ্বরপিড়ককটীকুষ্ঠকোঠপ্রমেহান্ মূত্রাঘাতোদরার্শঃশ্বয়থুগলশিরঃকর্ণশূলাক্ষিরোগান্। যে চান্যে বাতপিত্তক্ষতজকফকৃতা ব্যাধয়ঃ সন্তি জন্তোস্তাংস্তানভ্যাসযোগাদপনয়তি পয়ঃ পীতমন্তে নিশায়াঃ॥

ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ অথবা চতুর্গুণ-জলসিদ্ধ গব্যদুগ্ধ কিংবা জল অতি প্রত্যূষে পান করিলে কাস, শ্বাস, অতিসার, জ্বর, পিড়কা, কটীশূল, কুষ্ঠ, কোঠ, মূত্রাঘাত, উদরী, অর্শঃ, শোথ, গলরোগ, শিরঃপীড়া, কর্ণশূল, অক্ষিরোগ এবং অন্যান্য বাতজ, পিত্তজ, রক্তজ ও কফজ রোগসকল নিবারিত হয়।

লৌহগুগগুলু

অয়ঃ পলং গুগ্‌গুলুমত্র যোজ্যং পলত্রয়ং ব্যোষপলানি পঞ্চ। পলানি চাষ্টৌ ত্রিফলারজশ্চ কর্ষৌ লিহন্ যাত্যমরত্বমেব॥

লৌহ ১ পল, গুগ্‌গুলু ৩ পল, ত্রিকটু মিলিত ৫ পল ও ত্রিফলা মিলিত ৮ পল, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবন লাভ করে।

নির্গুণ্ডীকল্প

ওঁ সিদ্ধিঃ। পিঙ্গলাযোগিনীকথিতম্। নির্গুণ্ডীমূলচূর্ণমষ্টপলং গৃহীত্বা ষোড়শপলমধুমিশ্রিতং ঘৃতভাণ্ডে কৃত্বা শরাবেণ নিবিড়লেপনং দত্ত্বা মর্দ্দয়িত্বা মাসমেকং ধান্যমধ্যে স্থাপয়েৎ। তন্মাসমেকং ভক্ষণমাত্রেণ নরঃ কনকবর্ণো গৃধ্রদৃষ্টিঃ সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতো বলীপলিতবিহীনঃ। সম্বৎসরং খাদিতে চন্দ্রার্কং যাবজ্জীবেৎ, বদ্ধশুক্রঃ স্ত্রীশতং কাময়িতুং ক্ষমো ভবতি। শাকাম্লং বিহায় যথেচ্ছয়া ভোজ্যম্। তচ্চূর্ণং গোমূত্রেণ সহ যঃ পিবতি হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি পামাবিচর্চ্চিকাদীনি নাড়ীব্রণগুল্মশূলপ্লীহোদরাণি। তচ্চূর্ণং তক্রেণ যঃ পিবতি স সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিতো গৃধ্রদৃষ্টির্বরাহবলো বলীপলিতবর্জ্জিতঃ পবনবেগো দিব্যমূর্ত্তির্ভবতি, মাসদ্বয়প্রয়োগেণ পণ্ডিতশ্চ ন সংশয়ঃ।

নিসিন্দামূলের চূর্ণ ১ সের ও মধু ২ সের একত্র মিশ্রিত করিয়া একটি ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে এবং শরাব দ্বারা মুখ আবদ্ধ করিয়া গাঢ়রূপে লেপন করিবে। অনন্তর ঐ ভাণ্ড এক মাস কাল ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করত উদ্ধৃত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ গোমূত্র অথবা তক্রের সঙ্গে সেবন করিলে বহুবিধ রোগ ও বলী পলিত জরাদি দূরীভূত হইয়া বল, বীর্য্য ও আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয়।

ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণম্

শ্লক্ষ্ণীকৃতং ভৃঙ্গরজস্য চূর্ণং তিলার্দ্ধকঞ্চামলকার্দ্ধকঞ্চ। সশর্করং ভক্ষয়তো গুড়ৈর্বা ন তস্য রোগা ন জরা ন মৃত্যুঃ॥ অন্ধঃ পশ্যেদ্ গমনরহিতো মত্তমাতঙ্গগামী মূকো বাগ্মী শ্রবণরহিতো দূরশব্দানুসারী। নীরুঙ্মর্ত্ত্যো ভবতি পলিতী নীলজীমূতকেশো জীর্ণা দন্তাঃ পুনরপি নবাঃ ক্ষীরগৌরা ভবন্তি॥

ভৃঙ্গরাজচূর্ণ ১ ভাগ, তিল অর্দ্ধ ভাগ, আমলকী অর্দ্ধ ভাগ, এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া চিনি বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে জরা ও বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রোক্তামৃতবর্ত্তিকা

ত্রিফলা ত্রিকটু ব্রহ্মী গুড়ূচী রক্তচিত্রকঃ। নাগকেশরচূর্ণঞ্চ শৃঙ্গবেরং সমার্কবম্॥ সিন্ধুবারো হরিদ্রে দ্বে শক্রাশনগুড়ত্বচৌ। এলা মধুকপর্ণী চ বিড়ঙ্গঞ্চোগ্রগন্ধিকা॥ চূর্ণং প্রত্যেকমেতেষাং সমাদায় পলদ্বয়ম্। কামরূপসমুদ্ভূতৈর্গুড়ৈঃ পঞ্চাশতা পলৈঃ॥ সষষ্টিস্ত্রিশতী কার্য্যা বর্ত্তিস্তেন সমানতঃ। চন্দ্রতারাবিশুদ্ধৌ চ পূজয়িত্বেষ্টদেবতাম্॥ সুকৃতী প্রজ্ঞয়া প্রীতো বর্ত্তিমেকান্তু ভক্ষয়েৎ। অনুপানং প্রদাতব্যং সলিলঞ্চ সুশীতলম্॥ কট্বম্ললবণাংশ্চৈব নাতিমাত্রং কদাচন। যঃ প্রত্যহমিদং খাদেৎ কর্ষমানং নিরন্তরম্॥ ভোজনাদৌ প্রদোষে বা শৃণু যাদৃক্ ফলং ভবেৎ। নষ্টবহ্নিস্তু দীপ্তাগ্নির্বড়বানলসন্নিভঃ॥ ইষ্টাপি ভাস্বতী কান্তিশ্চন্দ্রিকেব নিশামুখে। কাশপুষ্পরুচঃ কেশাঃ শিখিকণ্ঠমনোরমাঃ॥ পটলাবহৃতং চক্ষুর্লক্ষযোজনদর্শনম্।

জরাবিশ্লথদেহোঽপি লেপনির্ম্মাণশাদ্বলঃ॥ নির্ব্যাধির্নির্জরঃ পঙ্গুর্বেগেনোচ্চৈঃশ্রবা ইব। দিনেশ ইব তেজস্বী কন্দর্প ইব রূপবান্॥ সহস্রায়ুর্মহাসত্ত্বো গন্ধার্ব্ব ইব গায়নঃ। স্ত্রীশতং রমতে নিত্যং নাবসাদং ব্রজত্যসৌ॥ ন ভজন্ত্যাপদঃ কাশ্চিৎ কামরূপী ভবেদসৌ। পদ্মগন্ধি বপুস্তস্য পুষ্পমিব সুকোমলম্॥ জরাচয়ৈঃ সুজীর্ণস্য নথকেশাদয়ো যথা। প্রভবন্তি বলাদুগ্রাদথ কন্দা ইবাম্বুদাৎ। হৃষ্টঃ পুষ্টশ্চ পাপঘ্নঃ শান্তো ভবতি মানবঃ॥ শ্রীঅমৃতবর্ত্তিকা নাম মৃত্যুঞ্জয়মুখোদিতা। রসায়নানাং শ্রেষ্ঠেয়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনী॥

ত্রিফলা, ত্রিকটু, ব্রহ্মী, গুলঞ্চ, রক্তচিতামূল, নাগেশ্বর, শুঁঠ, ভীমরাজ, নিসিন্দামূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সিদ্ধি, গুড়ত্বক্, এলাইচ, গাম্ভারীছাল, বিড়ঙ্গ ও বচ প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, কামরূপ দেশীয় গুড় ৫০ পল, এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩৬০টি বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। আহারের পূর্ব্বে বা সন্ধ্যার সময় এক-একটি ভক্ষণীয়। অনুপান— সুশীতল জল। অতিরিক্ত কটু অম্ল ও লবণ রস কদাচ সেবন করিবে না। এই ঔষধ সেবন করিলে বল, বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়।

শ্রীসিদ্ধ-মোদক

ত্রিকটোস্ত্রিপলং চূর্ণং ত্রিফলায়াঃ পলত্রয়ম্। গুড়ুচ্যাশ্চ বিড়ঙ্গানাং গ্রন্থিকগ্রন্থিপর্ণয়োঃ॥ রক্তচিত্রাঙ্ঘ্রিজং চূর্ণং গ্রাহ্যঞ্চাপি পৃথক্ পৃথক্। প্রত্যেকং দ্বিপলঞ্চৈষাং গৃহ্ণীয়ান্মতিমান্ নরঃ॥ কামরূপোদ্ভবা গ্রাহ্যা গুড়স্যার্দ্ধতুলা তথা। সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য সষষ্টিত্রিশতং শুভম্॥ মোদকং কারয়েদ্ধীমান্ সমভাগেন যত্নতঃ। প্রত্যহং প্রাতরেবৈতৎ পানীয়েনৈব ভক্ষয়েৎ॥ এবং নিরন্তরং কার্য্যং সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ। প্রথমে মাসি বাগ্‌যুক্তো দ্বিতীয়ে বলবর্ণবান্॥ তৃতীয়ে নাশয়েৎ কুষ্ঠং শ্বাসকাসৌ তুরীয়কে। পঞ্চমে স্ত্রীপ্রিয়ত্বঞ্চ ষষ্ঠে চ পলিতক্ষয়ঃ॥ সপ্তমে কান্তিযুক্তশ্চ অষ্টমে বলবান্ ভবেৎ। নবমে চ শতায়ুঃ স্যাদ্ দশমে চ স্বরান্বিতঃ। মহাবলস্ত্বেকাদশে অদৃশ্যো দ্বাদশে ভবেৎ। ইচ্ছাহারবিহারী স্যাৎ ততো দৈত্যরিপোঃ সমঃ॥ ষড়ূর্ম্মিরহিতো দেহী প্রাপ্নোতি কল্পজীবিতম্॥ যুবা নিরন্তরং তিষ্ঠেদ্ যাবৎকালঞ্চ জীবতি॥ ভবন্তি সিদ্ধয়োঽস্যাষ্টৌ যাশ্চাপি পরিকীর্ত্তিতাঃ। শ্রীসিদ্ধমোদকো হ্যেষ সিদ্ধাদিষু নিষেবিতঃ॥

ত্রিকটু ৩ পল, ত্রিফলা ৩ পল, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, গেঁটেলা, রক্তচিতামূল, প্রত্যেক চূর্ণ ২ পল, কামরূপ দেশীয় গুড় ৬।০ সের। এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া সমভাগে ৩৬০টি মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রাতঃকালে জলের সহিত সেব্য। ইহা এক বৎসর সেবন করিলে বিবিধ পীড়ার ধ্বংস এবং বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়।

অষ্টাবক্ররস

রসরাজস্য ভাগৈকং দ্বিভাগং গন্ধকস্য চ। ভাগমেকং সুবর্ণস্য ভাগার্দ্ধং রজতস্য চ॥ নাগং তাম্রং খর্পরঞ্চ বঙ্গঞ্চৈব সমাংশকম্। প্রত্যেকং রজতার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ॥ বটাঙ্কুররসৈর্যামং যামং কন্যারসৈঃ সহ। কূপ্যাভ্যন্তরে সংস্থাপ্য ত্রিদিনং পাচয়েৎ সুধীঃ॥ দাড়িমীকুসুমপ্রখ্যং জায়তে চাবিকল্পতঃ। বলীপলিতবিধ্বংসি বলপুষ্টিকরং মহৎ॥ আরোগ্যজননং মেধা-কান্তিকৃচ্ছুক্রবর্দ্ধনম্। মহৌষধবরঞ্চৈতদষ্টাবক্রেণ নির্ম্মিতম্॥

পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, স্বর্ণ ১ ভাগ, রৌপ্য অর্দ্ধভাগ, সীসা, তামা, খর্পর ও বঙ্গ প্রত্যেক সিকি ভাগ ; এই সমুদয় বটাঙ্কুরের রসে ১ প্রহর ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে পাক করিবে। ইহা পাকান্তে দাড়িমপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইবে (২ রতি মাত্রায় পানের রসের সহিত সেব্য)। ইহা দ্বারা বল বীর্য্যাদি বর্দ্ধিত এবং শরীর পুষ্ট হয়। ইহা পরীক্ষিত উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বসন্তকুসুমাকরো রস

প্রবালরসমৌক্তিকাম্বরমিদং চতুর্ভাগভাক্ পৃথক্ পৃথগথস্মৃতে রজতহেমতো দ্ব্যংশকে। অয়োভুজগবঙ্গকং ত্রিলবকং বিমর্দ্দ্যাখিলং শুভেঽহনি বিভাবয়েদ্ ভিষগিদং ধিয়া সপ্তশঃ॥ দ্রবৈর্বৃষনিশেক্ষুজৈঃ কমলমালতীপুষ্পজৈঃ পয়ঃকদলিকন্দজৈর্মলয়জৈণনাভ্যুত্তবৈঃ। বসন্তকুসুমাকরো রসপাত-দ্বিবল্লোঽশিতঃ। সমস্তগদহৃত্তবেৎ কিল নিজানুপানৈরয়ম্॥

প্রবাল, রসসিন্দুর, মুক্তা, অভ্র প্রত্যেক ৪ ভাগ, রৌপ্য, স্বর্ণ প্রত্যেক ২ ভাগ, লৌহ, সীসা, বঙ্গ প্রত্যেক ৩ ভাগ; এই সমুদয় একত্র করিয়া বাসক, হরিদ্রা, ইক্ষু, পদ্ম, মালতীপুষ্প ও কদলীমূলের রসে, দুগ্ধে, চন্দনক্কাথে এবং মৃগনাভিতে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান ব্যবস্থেয়। ইহা সেবন করিলে বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি

রসং ব্রজং হেম তারং তাম্রং তীক্ষ্ণং মৃতাভ্রকম্। মৌক্তিকং গন্ধকং শঙ্খং প্রবালং তালকং শিলা॥ শোধিতঞ্চ সমং সর্ব্বং সপ্তাহং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্। বহ্নিমূলকষায়েণ ভানুদুগ্ধে দিনত্রয়ম্॥ নির্গুণ্ডীশূরণদ্রাবৈর্বজ্রীদুগ্ধৈর্দিনত্রয়ম্। অনেন পূরয়েদ্গর্ভং পীতবর্ণবরাটিকাম্॥ টঙ্কণং রবিদুগ্ধেন পিষ্টা তস্য মুখং লিপেৎ। রুদ্ধা ভাণ্ডমুখং পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণয়েৎ॥ চূর্ণতুল্যং মৃতং সূতং বৈক্রান্তং সূতপাদিকম্। শোভাঞ্জনদ্রবৈঃ সর্ব্বং সপ্ত বারান্ বিভাবয়েৎ॥ বহ্নিমূলকষায়েণ ভাবনাদ্বয়মীহতে। এবং সংশুদ্ধসূতেন্দ্রঃ সর্ব্বব্যাধিকুলান্তকঃ। মাষার্দ্ধেন নিহন্ত্যাশু জরামৃত্যুং ন সংশয়ঃ॥ বাতং বিদ্রধিশূলপাণ্ডুগ্রহণীরক্তাতিসারান্ জয়েৎ মেহপ্লীহজলোদরাশ্মরিতৃষাশোথং হলীমোদরম্। মূত্রাঘাতভগন্দরজ্বরগণান্ সর্ব্বাণি কুষ্ঠান্যপি সাধ্যাসাধ্যভবান্ গদান্ বহুতরান্ সংসাধয়েদ্ যোগতঃ॥

পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খ, প্রবাল, হরিতাল, মনছাল প্রত্যেক সমভাগ, চিতামূলের রসে ৭ দিন এবং আকন্দের আঠা, নিসিন্দার রস, ওলের রস ও সীজের আঠায় ৩ দিন ভাবনা দিয়া তাহা পীতবর্ণ কড়ির অভ্যন্তরস্থ করিবে। অনন্তর আকন্দের আঠায় সোহাগা মাড়িয়া তদ্দ্বারা কড়ির মুখ লিপ্ত করিবে। পরে ঐ কড়িসকল ভাণ্ডমধ্যে স্থাপিত ও ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া উহার সহিত চূর্ণতুল্য রসসিন্দুর ও রসসিন্দুরের সিকি বৈক্রান্ত মিশ্রিত করিয়া শজিনামূলের রসে ৭ বার ও চিতামূলের রসে ২ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা—৬ রতি পর্য্যন্ত। ইহা সেবন করিলে বিবিধ বাতজ রোগ এবং বিদ্রধি, শূল, গ্রহণী, রক্তাতিসার ও মেহ প্রভৃতি অনেক রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎপূর্ণচন্দ্ররস

দ্বিকর্ষং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্। লৌহভস্ম পলঞ্চৈকং জারিতাভ্রং পলাংশিকম্॥ দ্বিতোলং রজতঞ্চৈব বঙ্গভস্ম দ্বিকার্ষিকম্। সুবর্ণং তোলকঞ্চৈব তাম্রং কাংস্যঞ্চ তৎসমম্॥ জাতীফলঞ্চেন্দ্রপুষ্পমেলা ভৃঙ্গঞ্চ জীরকম্। কর্পূরং বনিতা মুস্তং কর্ষং কর্ষং পৃথক্ পৃথক্॥ সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যারসবিমর্দ্দিতম্। ভাবয়িত্বা বরাতোয়ৈঃ রুবুকাণাং রসৈস্তথা॥ এরণ্ডপত্রৈঃ সংবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্। উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়িত্বা তু বটিকাং চণকপ্রমাণ॥ খাদেচ্চ বটিকামেকাং পর্ণখণ্ডেন সংযুতাম্। সর্ব্বব্যাধিবিনাশায় কাশিরাজেন নির্ম্মিতা॥ বল্যা রসায়নী বৃষ্যা বাজীকরণমুত্তমম্। অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ গ্রহণীং চিরজামপি॥ আমবাতমম্লপিত্তং জীর্ণজ্বরমরোচিকম্। আমশূলং কটীশূলং হৃচ্ছূলং পক্তিশূলকম্॥ কামশোকোদ্ভবং রোগং প্রমেহং বহুমূত্রকম্। বায়ুং বহুবিধং হন্তি ধ্বজভঙ্গং

বিশেষতঃ॥ মেধাঞ্চ লভতে বাগ্মী তুষ্টিপুষ্টিসমন্বিতাম্। বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী স্ত্রীষু চাপি বৃষায়তে। দৃষ্টঃ সিদ্ধফলো হ্যেষ রসায়নবরঃ স্মৃতঃ॥

পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রূপা ২ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, স্বর্ণ, তাম্র, কাঁসা প্রত্যেক ১ তোলা, জায়ফল, লবঙ্গ, এলাইচ, গুড়ত্বক্, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, মুতা প্রত্যেক ২ তোলা; এই সমুদয় একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ত্রিফলা ও এরণ্ডের রসে ভাবনা দিবে। অনন্তর ইহা এরণ্ডপত্রে বেষ্টিত করিয়া ৩ দিন ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে; পরে তুলিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। পানের সহিত সেব্য। এই ঔষধ বলকারক, রসায়ন ও উৎকৃষ্ট বাজীকরণ। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, গ্রহণী, আমবাত ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়।

শ্রীমহালক্ষ্মীবিলাসরস

পলং বজ্রাভ্রচূর্ণস্য তদৰ্দ্ধৌ গন্ধপারদৌ। তদৰ্দ্ধং বঙ্গভস্মাপি তদৰ্দ্ধং তারকং তথা॥ তৎসমং মাক্ষিকঞ্চৈব তদৰ্দ্ধং তাম্রভস্মকম্। রসতুল্যঞ্চ কর্পূরং জাতীকোষফলে তথা॥ বৃদ্ধদারকবীজঞ্চ বীজং স্বর্ণফলস্য চ। প্রত্যেকং কার্ষিকং ভাগং মৃতস্বর্ণং দ্বিশাণকম্॥* নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ। নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণান্॥ গলোত্থানন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ তথাতীসারমেব চ। কুষ্ঠমষ্টাদশবিধং প্রমেহান্ বিংশতিং তথা॥ শ্লীপদং কফবাতোত্থং চিরজং কুলজং তথা। নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং গুদাময়ভগন্দরম্॥ আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্। উদরং কর্ণনাসাক্ষি-মুখবৈরস্যমেব চ॥ সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনঃ। কাসপীনসযক্ষ্মঘ্নঃ স্থৌল্যদৌর্গন্ধ্যরক্তনুৎ॥ বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্। অনুপানমিহ প্রোক্তং মাংসপিষ্টং পয়ো দধি॥ বারিভক্তসুরাসীধু-সেবনাৎ কামরূপধৃক্। বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥ ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশানাঞ্চ পক্বতা। নিত্যং গচ্ছেচ্ছতং স্ত্রীণাং মত্তবারণবিক্রমঃ॥ দ্বিলক্ষযোজনী দৃষ্টির্জায়তে পৌষ্টিকস্তথা। প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা॥ রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং বাসুদেবেন নির্ম্মিতঃ। অভ্যাসাদস্য ভলবাঁল্লক্ষনারীষু বল্লভঃ॥

অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, পারা ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রূপা ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, তাম্র ।।০ তোলা, কর্পূর, জৈত্রী ও জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, ধুতূরাবীজ প্রত্যেক ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা (পাঠান্তরে—অৰ্দ্ধ তোলা); এই সমুদয় (পানের রসে) মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, কুষ্ঠ ও প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি এবং বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়। অনুপান—মাংসরস, দুগ্ধ ও দধি প্রভৃতি।

কার্শ্যহরলৌহম্

শ্বেতাপুনর্নবাদন্তী-বাজীগন্ধাত্রিকত্রয়ৈঃ। শতমূলীবলাযুক্তৈরেভির্লৌহং প্রসাধিতম্॥ নিহন্তি নিয়তং কার্শ্যমপি ভৃঙ্গরসৈঃ সহ। নাত্যানেন সমং লৌহং সর্ব্বরোগান্তকং মতম্। দীপনং বলবর্ণাগ্নে-বৃষ্যদঞ্চোত্তমোত্তমম্॥

শ্বেত পুনর্নবা, দন্তী, অশ্বগন্ধা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, শতমূলী ও বেড়েলা দ্বারা লৌহকে পুট দিবে। সেই লৌহ ভীমরাজের রসসহ সেবন করিলে কার্শ্যনাশ এবং বল, অগ্নি ও বর্ণের দীপ্তি হয়। ইহা রোগবিনাশক উত্তম ঔষধ ও বৃষ্য।

* স্বর্ণভস্ম শাণমানং নাগবল্লীদ্রবৈর্দিনমিতি সারাবলীধৃতঃ পাঠঃ।

অমৃতার্ণবো রস

সূতভস্ম চতুর্ভাগং লৌহভস্ম তথাষ্টকম্। অভ্রভস্ম চ ষড়্ভাগং গন্ধকস্য চ পঞ্চমম্॥ ভাবয়েৎ ত্রিফলাক্বাথেস্তৎসর্ব্বং ভৃঙ্গজৈর্দ্রবৈঃ। শিগ্রুবহ্নিকটুক্বাথৈর্ভাবয়েৎ সপ্তধা পৃথক্॥ সর্ব্বতুল্যা কণা যোজ্যা গুড়ৈর্মিশ্রং পুরাতনৈঃ। নিষ্কমাত্রং সদা খাদেজ্জরামৃত্যুনিবারণম্॥ ব্রহ্মায়ুঃ স্যাচ্চতুর্মাসে রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ। কৌরণ্টকস্য পত্রাণি গুড়েন ভক্ষয়েদনু॥

রসসিন্দূর ৪ ভাগ, লৌহভস্ম ৮ ভাগ, অভ্রভস্ম ৬ ভাগ, গন্ধক ৫ ভাগ, ইহাদিগকে ত্রিফলা, শজনে, চিতামূল ও কট্‌কীর ক্বাথে এবং ভৃঙ্গরাজরসে পৃথক্ ৭ বার ভাবনা দিয়া সকলের সমান পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ তোলা। পীতঝিণ্টীপত্রের রস ও গুড়সহ এই অমৃতার্ণব সেবনে জরা ও মৃত্যু নিবারিত হয়।

মকরধ্বজো রসায়নঃ

স্বর্ণস্য ভাগৌ বঙ্গঞ্চ মৌক্তিকং কান্তলৌহকম্। জাতীকোষফলে রূপ্যং কাংস্যকং রসসিন্দূরম্॥ প্রবালং কস্তুরী চন্দ্রমভ্রকঞ্চৈকভাগিকম্। স্বর্ণসিন্দূরতো ভাগাশ্চত্বারঃ কল্পয়েদ্ বুধঃ। নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বরোগনিসূদনঃ। সর্ব্বলোকহিতার্থায় শিবেন পরিকীর্ত্তিতঃ॥

স্বর্ণ ২ ভাগ, বঙ্গ, মুক্তা, কান্তলৌহ, জায়ফল, জৈত্রী, রৌপ্য, কাংস্য, রসসিন্দূর, প্রবাল, কস্তুরী, কর্পূর ও অভ্র প্রত্যেক ১ ভাগ, স্বর্ণসিন্দূর ৪ ভাগ; এই সমস্ত একত্র করিয়া খলে মাড়িবে। সমস্ত রোগ নাশ করিতে ইহার তুল্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই।

নীলকণ্ঠো রস

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষং চিত্রকপদ্মকম্। বরাঙ্গরেণুকামুস্ত-গ্রন্থ্যেলানাগকেশরম্॥ ত্রিকত্রয়ঞ্চ ত্রিফলা শুল্বভস্ম তথৈব চ। এতানি সমভাগানি দ্বিগুণো গুড় উচ্যতে॥ সংমর্দ্দ্য বটকং কৃত্বা ভক্ষয়েচ্চণকোন্মিতম্। কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে গুল্মে প্রমেহে বিষমজ্বরে॥ হিক্কায়াং গ্রহণীদোষে শোথে পাণ্ড্বাময়ে তথা। মূত্রকৃচ্ছ্রে মূঢ়গর্ভে বাতরোগে চ দারুণে॥ নীলকণ্ঠো রসো নাম ব্রহ্মণা নির্ম্মিতঃ পুরা। অনুপানবিশেষেণ সর্ব্বরোগহরো ভবেৎ॥*

পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, চিতামূল, পদ্মকাষ্ঠ, দারুচিনি, রেণুকা, মুতা, পিপুল, এলাইচ, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, ত্রিফলা ও তাম্রভস্ম এই সকল দ্রব্য সমভাগ, দ্বিগুণ গুড়; ইহাদিগকে একত্র মর্দ্দন করিয়া ছোলার ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানা রোগ বিনষ্ট হয়।

মহানীলকণ্ঠো রস

পলৈকং নাগভস্মাথ ভাবয়েৎ তিমিপিত্ততঃ। তন্নাগং সুমৃতং তোলৈকং বাপি মিশ্রয়েৎ॥ দ্বিপলং ভস্মসূতস্য ত্রিপলং মৃতমভ্রকম্। ত্রিপলং লৌহভস্মাথ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ॥ ভাবয়েচ্চ পৃথক্ কন্যা ব্রহ্মী নির্গুণ্ডিকা শমী। মুণ্ডী শতাবরীচ্ছিন্না কোকিলাক্ষস্য বীজকৈঃ॥ মুষলী বৃদ্ধদারোঽগ্নিদ্রবৈরেভির্বিষগ্বরঃ। ততঃ সংচূর্ণয়েৎ সর্ব্বং তুল্যমেকাদশাভিধম্॥ বরাব্যোষাব্দবহ্ন্যেলা-জাতীফললবঙ্গকম্। পূজয়েদ্ বৃষপুষ্পাদ্যৈর্নীলকণ্ঠঃ মহেশ্বরম্॥ দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েদস্য মৃত্যুঞ্জয়মনুস্মরন্। ক্ষয়মেকাদশবিধং গ্রহণীং রক্তপিত্তকম্॥ বিবিধান্ বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্। হন্তি সর্ব্বাময়ানেব কামিনীনাং শতং জয়েৎ॥ একবিংশতিরাত্রার্দ্ধং পরিহার্য্যং ত্যজেদিহ। যথেষ্টাহারচেষ্টো হি কন্দর্পসদৃশো নরঃ॥ মেধাবী বলবান্ প্রাজ্ঞো বহ্বাশী ভীমবিক্রমঃ। পুত্রার্থিনী তথা নারী সৈব পুত্রং প্রসূয়তে। অস্য সূতস্য মাহাত্ম্যং বেত্তি শম্ভুর্নচাপরঃ॥

---

* ত্রিকত্রয়ঞ্চ ত্রিফলা ইত্যত্র "ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব" ইতি রসেন্দ্রধৃতঃ পাঠঃ।

১ পল সীসাভস্ম তিমিমৎস্যের পিত্তে ভাবিত করিয়া তাহার সহিত ১ তোলা জারিত স্বর্ণ মিশ্রিত করিবে। রসসিন্দুর ২ পল, অভ্র ৩ পল, লৌহ ৩ পল, এইসকল দ্রব্যকে একত্র করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির রসে ভাবনা দিবে। যথা—ঘৃতকুমারী, ব্রহ্মী, নিসিন্দা, শমী, মুণ্ডিরী (মুড়্মুড়ে), শতমূলী, গুলঞ্চ, কুলেখাড়ার বীজ, তালমূলী, বীজতাড়ক ও চিতা। পরে ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, চিতা, এলাইচ, জায়ফল ও লবঙ্গ এই ১১টি দ্রব্যকে সমভাগে চূর্ণ করিয়া উক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিবে। বাসকপুষ্প দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে একাদশবিধ ক্ষয়, গ্রহণী, রক্তপিত্ত এবং সর্ব্বপ্রকার বাতিক ও পৈত্তিক রোগ বিনষ্ট হয়। তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপথ্য সমস্ত ত্যাগ করিবে, পরে যথেচ্ছ আহার ও বিহারাদি করিবে। এইরূপে মানব মেধাবী, বলবান্, প্রাজ্ঞ, বহ্বাশী ও ভীমপরাক্রম হয় এবং নারী পুত্রবতী হইয়া থাকে।

অমৃতসারলৌহম্

সাধ্যসাধনপরিমাণম্

নাগার্জ্জুনো মুনীন্দ্রঃ শশাস যল্লৌহশাস্ত্রমতিগহনম্। তস্যার্থস্য স্মৃতয়ে বয়মেতদ্বিশদাক্ষরৈর্ব্রূমঃ॥ মেনে মুনিঃ স্বতন্ত্রেঽয়ঃপাকং ন পলপঞ্চকাদর্ব্বাক্। সুবহ্গপ্রয়োগদোষাদূর্দ্ধঞ্চ পলত্রয়োদশকাৎ॥ তত্রায়সি পচনীয়ে পঞ্চপলাদৌ ত্রয়োদশপলকান্তে। লৌহাৎ ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা ষড়্ভিঃ পলৈরধিকা॥ মারণপুটনস্থালীপাকাস্ত্রিফলকভাগসম্পাদ্যঃ। ত্রিফলায়া ভাগদ্বিতয়ং গ্রহণীয়ং লৌহপাকার্থম্॥ সর্ব্বত্রায়ঃপুটনাদ্যার্থৈকাংশে শরাবসংখ্যাতম্। প্রতিপলমেব ত্রিগুণং পাথঃ ক্বাথার্থমাদেয়ম্॥ সপ্তপলাদৌ ভাগে পঞ্চদশান্তেঽম্ভসাং শরাবৈশ্চ। আদ্যৈকদশকান্তৈরধিকং তদ্বারি কর্ত্তব্যম্॥ তত্রাষ্টমো ভাগঃ শেষঃ ক্বাথস্য যত্নতঃ স্থাপ্যঃ। তেন হি মারণপুটনস্থালীপাকা ভবিষ্যন্তি॥

মুনীন্দ্র নাগার্জ্জুন অতি জটিল লৌহশাস্ত্রের যে উপদেশ দিয়াছেন, স্মরণ রাখিবার জন্য তাহাই বিশদরূপে বর্ণন করিতেছি। নাগার্জ্জুন মুনি নিজ তন্ত্রে পাঁচ পলের ন্যূন এবং তের পলের অধিক লৌহ পাকের বিধান করেন নাই। তন্মধ্যে পাঁচ পল হইতে তের পল পর্য্যন্ত যত লৌহ পাক করিতে হইবে, তাহার (লৌহের) ত্রিগুণ এবং অতিরিক্ত ছয় পল ত্রিফলা গ্রহণ করিবে। এই ষট্পলাধিক ত্রিগুণিত ত্রিফলা তিন ভাগ করিয়া মারণ-স্থালীপাক-পুটপাকের জন্য এক ভাগ রাখিবে (যথা—৫ পল লৌহ পাকার্থ স্থাপিত এক-তৃতীয়াংশ ত্রিফলার পরিমাণ ৭ পল ; ৬ পল লৌহ পাকার্থ স্থাপিত এক-তৃতীয়াংশ ত্রিফলার পরিমাণ ৮ পল ইত্যাদি)। উক্ত এক-তৃতীয়াংশ ত্রিফলা পাকের জন্য প্রতি পলে তিনি সের করিয়া জল দিবে, কিন্তু ৭ পল হইতে পঞ্চদশ পল পর্য্যন্ত প্রতি পলে উক্ত তিন সের ছাড়া আরও তিন সের হইতে ১১ সের পর্য্যন্ত অধিক জল দিতে হইবে। ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অষ্টম ভাগ অবশিষ্ট রাখিবে। উক্ত অষ্টভাগাবশিষ্ট ক্বাথ দ্বারা লৌহের মারণাদি কার্য্য করিবে।*

* পত্রী—লৌহ ৫ পল, মারণাদিকর্ম্মত্রয়ার্থ স্থাপিত এক-তৃতীয়াংশ ত্রিফলা ৭ পল, জল ২১ সের, অধিক জল ৩ সের ; মোট ২৪ সের ; শেষ ৩ সের। লৌহ ৬ পল, এক-তৃতীয়াংশ ত্রিফলা ৮ পল, জল ২৪ সের, অধিক জল ৪ সের, মোট ২৮ সের, শেষ ৩।।০ সের। লৌহ ৭ পল, ত্রিফলা ৯ পল, জল ২৭ সের, অধিক জল ৫ সের, মোট ৩২ সের, শেষ ৪ সের। লৌহ ৮ পল, ত্রিফলা ১০ পল, জল ৩০ সের, অধিক জল ৬ সের, মোট ৩৬ সের, শেষ ৪।।০ সের। লৌহ ৯ পল, ত্রিফলা ১১ পল, জল ৩৩ সের, অধিক জল ৭ সের, মোট ৪০ সের, শেষ ৫ সের। লৌহ ১০ পল, ত্রিফলা ১২ পল, জল ৩৬ সের, অধিক জল ৮ সের, মোট ৪৪ সের, শেষ ৫।।০ সের। লৌহ ১১ পল, ত্রিফলা ১৩ পল, জল ৩৯ সের, অধিক জল ৯ সের, মোট ৪৮ সের, শেষ ৬ সের। লৌহ ১২ পল, ত্রিফলা ১৪ পল, জল ৪২ সের, অধিক জল ১০ সের, মোট ৫২ সের, শেষ ৬।।০ সের। লৌহ ১৩ পল, ত্রিফলা ১৫ পল, জল ৪৫ সের, অধিক জল ১০ সের, মোট ৫৬ সের, শেষ ৭ সের।

পাকার্থে তু ত্রিফলাভাগদ্বিতয়ে শরাবসংখ্যাতম্। প্রতিপলমম্বুসমং স্যাদধিকং দ্বাভ্যাং শরাবাভ্যাম্॥
তত্র চতুর্থো ভাগঃ শেষো নিপুণৈঃ প্রযত্নতো গ্রাহ্যঃ। অয়সঃ পাকার্থ ত্বাৎ স চ সর্ব্বস্মাৎ
প্রধানতমঃ ॥ পাকার্থমশ্মসারে পঞ্চপলাদৌ ত্রয়োদশপলান্তে। দুগ্ধশরাবদ্বিতয়ং পাদৈরেকাদিকৈরধিকম্॥
ত্রিফলা তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ দ্বারা মারণ পুটন ও স্থালীপাক করিতে বলা হইয়াছে এবং দুই ভাগ প্রধান পাকার্থ রাখিতে বলা হইয়াছে। প্রধান পাকার্থ স্থাপিত উক্ত দুই ভাগ ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তুত করিবার জন্য প্রতি পলে ২ সের জল দিবে, কিন্তু মোটের উপর ২ সের অধিক জল দিবে, চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট রাখিবে। লৌহের পাকার্থ ইহাই প্রধান ক্বাথ (যথা— ৫ পল লৌহের প্রধান পাকার্থ স্থাপিত ত্রিফলা দুই ভাগের পরিমাণ ১৪ পল, জল ১৪ সের, অধিক ২ সের, মোট ১৬ সের, শেষ ৪ সের ইত্যাদি)। এই প্রধান পাক নিষ্পত্তির জন্য যেমন লৌহে ত্রিফলার ক্বাথ দিবার বিধি আছে, তেমনি দুগ্ধ দিবার নিয়মও বলা হইতেছে। ৫ পল হইতে ১৩ পল পর্য্যন্ত লৌহের পাকার্থ প্রতি পলে ২ সের এবং যথাক্রমে এক পোয়া করিয়া অধিক দুগ্ধ দিবে (যথা—লৌহ ৫ পল, দুগ্ধ ২ সের ১ পোয়া। লৌহ ৬ পল, দুগ্ধ ২।।০ সের। লৌহ ৭ পল, দুগ্ধ ২ সের ৩ পোয়া ইত্যাদি)।

পঞ্চপলাদির্মাত্রা তদভাবে তদনুসারতো গ্রাহ্যম্। চতুরাদিকমেকান্তং শক্তাবধিকং ত্রয়োদশকাৎ॥
পঞ্চ পল হইতে ত্রয়োদশ পল পর্য্যন্ত লৌহ পাক করিবার এই সাধারণ বিধি। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে পাঁচ পলের ন্যূন (অর্থাৎ এক পল হইতে চারি পল পর্য্যন্ত) এবং ত্রয়োদশ পলের অধিক লৌহও পাক করিতে পারা যায় (যথা—লৌহ ১ পল, ত্রিফলা ৩ পল, জল ৯ সের, অধিক ১ সের, মোট ১০ সের, শেষ ১ সের ১ পোয়া। লৌহ ২ পল, ত্রিফলা ৪ পল, জল ১২ সের, অধিক দেড় সের, মোট ১৩।।০ সের, শেষ এক সের এগার ছটাক। লৌহ ৩ পল, ত্রিফলা ৫ পল, জল ১৫ সের, অধিক ২ সের মোট ১৭ সের, শেষ দুই সের অর্দ্ধ পোয়া। লৌহ ৪ পল, ত্রিফলা ৬ পল, জল ১৮ সের, অধিক ২।।০ সের, মোট সাড়ে কুড়ি সের, শেষ দুই সের নয় ছটাক)। ইঁহাদের প্রধান পাক পুর্ব্বোক্ত বিধানে অর্থাৎ লৌহ ১ পল, ত্রিফলা ৬ পল, জল ৬ সের, অধিক ২ সের, মোট ৮ সের, শেষ ২ সের ইত্যাদি। দুগ্ধ পাকের নিয়ম—এক পল লৌহে দুগ্ধ ১ সের ১ পোয়া, দুই পলে ১।।০ সের ইত্যাদি। আর ত্রয়োদশ পলের অধিক অর্থাৎ চর্তুদশ পল হইতে সাধারণ বিধি অনুসারে (পঞ্চ পল হইতে ত্রয়োদশ পল পর্য্যন্ত পাকার্থ যে বিধি উক্ত হইয়াছে, তদনুসারে) পাক করিবে।

ত্রিফলাত্রিকটুকাচিত্রককান্তক্রামকবিড়ঙ্গচূর্ণানি। জাতীফলস্যজাতীকোষৈলাকক্কোললবঙ্গানাম্॥
সিতকৃষ্ণজীরকয়োরপি চূর্ণান্যয়সা সমানি স্যুঃ। ত্রিফলাত্রিকটুবিড়ঙ্গা নিয়তা অন্যে তে যথাপ্রকৃতি॥
কালায়সদোষহৃতের্জাতীফলাদের্লবঙ্গকান্তস্য। ক্ষেপঃপ্রাপ্তানুরূপঃ সর্ব্বস্যোনস্য চৈকাদ্যৈঃ॥
কান্তক্রামকমেকং নিঃশেষং দোষমপহরত্যয়সঃ। দ্বিগুণত্রিগুণচতুর্গুণমাজ্যং গ্রাহ্যং যথাপ্রকৃতি। যদি
ভেষজভূয়স্ত্বং স্তোকত্বং বা তথাপি চূর্ণানাম্। অয়সা সাম্যং সংখ্যাভূয়োঽল্পত্বেন ভূয়োঽল্পা॥ এবং
ধাত্বনুসারাৎ তৎ কথিতৌষধস্য বাধেন। সর্ব্বত্রৈব বিধেয়স্তত্তদকথিতসৌষধস্যোহঃ॥
বক্ষ্যমণি বিধি অনুসারে লৌহ পাক করিয়া অবতরণপূর্ব্বক পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যসকলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্যদ্রব্য যথা—ত্রিফলা, ত্রিকটু, চিতা, কান্তক্রামক (মুতাবিশেষ), বিড়ঙ্গ, জায়ফল, জৈত্রী, এলাইচ, কক্কোল, লবঙ্গ, শাদাজীরা, কালজীরা, এই সকলের মিলিত চূর্ণ লৌহের সমান দিবে। ইহাদের মধ্যে ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ অবশ্য প্রক্ষেপ্য। অন্যান্য দ্রব্যের চূর্ণ রোগির

বাতাদি প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া প্রক্ষেপ দেওয়া যাইতে পারে। ত্রিফলা, ত্রিকটু ও বিড়ঙ্গ কাল-লৌহের দোষ নাশ করে। আর জায়ফল, জৈত্রী, এলাইচ, কঙ্কোল ও লবঙ্গের মধ্যে সকল দ্রব্যগুলি পাইলে সকল দ্রব্যেরই প্রক্ষেপ দিবে। যদি কোন দ্রব্য পাওয়া না যায়, তবে তৎপরিবর্ত্তে লব্ধদ্রব্যগুলিরই কোন একটির বা সকলগুলির চূর্ণ (লৌহের সমান) প্রক্ষেপ দিবে। এক কান্তক্রামকই লৌহের সমস্ত দোষ নষ্ট করিয়া থাকে। প্রধান পাকার্থ—বাতপ্রকৃতিতে লৌহের চর্তুগুণ ঘৃত, পিত্তপ্রকৃতিতে তিনগুণ এবং কফপ্রকৃতিতে দ্বিগুণ ঘৃত দিবে। প্রক্ষেপ্য দ্রব্যের মধ্যে সমস্তগুলিই পাওয়া যাউক বা কতকগুলিই পাওয়া যাউক, মোট চূর্ণ লৌহের সমান হওয়া উচিত। রোগির ধাতু অনুসারে উক্ত প্রক্ষেপ্য ঔষধগুলির মধ্যে যাহা অনুপযোগী, তাহা দিবে না ; পক্ষান্তরে—যাহা উপযোগী, তাহা অনুক্ত হইলেও প্রক্ষেপ দিতে পারা যায়।

(ইতি সাধ্য-সাধন-পরিমাণ-বিধিঃ।)

লৌহমারণ-বিধি

কান্তাদিলৌহমারণবিধানসর্ব্বস্বমুচ্যতে তাবৎ। যস্য কৃতে তল্লৌহং পক্তব্যং তস্য শুভদিবসে॥ সমৃদঙ্গারকরালিতনতভূভাগে শিবং সমর্ভ্যর্চ্চ্য। বৈদিকবিধিনা বহ্নিং নিধায় হুত্বাহুতীস্তত্র॥ ধর্ম্মাৎ সিধ্যতি সর্ব্বং শ্রেয়স্তদ্ধর্ম্মসিদ্ধয়ে কিমপি চ। শক্ত্যনুরূপং দদ্যাদ্ দ্বিজায় সন্তোষিণে গুণিনে। সন্তোষ্য কর্ম্মকারং প্রসাদপূগাদিদানসম্মানৈঃ। আদৌ তদশ্মসারং নির্ম্মলমেকান্ততঃ কুর্য্যাৎ॥ তদনু কুঠারচ্ছিন্নত্রিফলাগিরিকর্ণিকাস্থিসংহারৈঃ। করিকর্ণচ্ছদমূলশতাবরীকেশরাজাখ্যৈঃ॥ শালিঞ্চমূলকাশীমূল-প্রাবৃজ্জভৃঙ্গরাজৈশ্চ। লিপ্ত্বা দগ্ধব্যং তদ্দৃষ্টক্রিয়লৌহকারেণ॥ চিরজলভাবিতনির্ম্মলশালাঙ্গারেণ পরিত আচ্ছাদ্য। কুশলাধ্মাপিতভস্ত্রানবরতমুক্তেন পবনেন॥ বহ্নের্বাহ্যজ্বালা বোদ্ধব্যা জাতু নৈব কুঞ্চিকয়া। মৃল্লবণসলিলভাজা কিন্তু স্বচ্ছাম্বুসংপ্লুতয়া॥ দ্রব্যান্তরসংযোগাৎ স্বাং শক্তিং ভেষজানি মুঞ্চন্তি। মলধূলীমৎ সর্ব্বং সর্ব্বত্র বিবর্জ্জয়েৎ তস্মাৎ॥ সন্দংশেন গৃহীত্বান্তঃ প্রজ্বালিতাগ্নিমধ্যমুপনীয়। গলতি যথাযথমগ্রে তথৈব মৃদু বর্দ্ধয়েন্নিপুণঃ॥ তলনিহিতোর্দ্ধমুখাঙ্কুশলগ্নং ত্রিফলাজলে বিনিক্ষিপ্য। নির্ব্বাপয়েদশেষং শেষং ত্রিফলাম্বু রক্ষেচ্চ॥ যল্লৌহং ন মৃতং তৎ পুনরপি পক্তব্যমুক্তমার্গেণ। যন্ন মৃতং তথাপি তৎ ত্যক্তব্যমলৌহমেব তৎ॥ তদনু ঘনলৌহপাত্রে কালায়সমুদ্গরেণ সঞ্চূর্ণ্য। দত্ত্বা বহুশঃ সলিলং প্রক্ষাল্যাঙ্গারমুদ্ধৃত্য॥ তদয়ঃ কেবলমগ্নৌ শুষ্কীকৃত্যাথবাতপে পশ্চাৎ। লৌহশিলায়াং পিংষ্যাদসিতেঽশ্মনি বা তদপ্রাপ্তৌ॥

অতঃপর কান্তাদি লৌহের মারণবিধি বলা যাইতেছে। যাহার জন্য লৌহ পাক করা হইবে, তাহার রাশি অনুসারে শুভদিন স্থির করিয়া লৌহের মারণযোগ্য স্থান, মৃত্তিকা ও অঙ্গারচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করত তদ্দ্বারা লিপ্ত করিবে। পরে শিবদাতা শিবকে অর্চ্চনা করিয়া বৈদিক বিধানানুসারে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক আহুতি দিবে। ধর্ম্ম হইতে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হয়, অতএব ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য গুণী সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দান এবং কর্ম্মকারকে প্রসাদস্বরূপ পুগাদি দানে সম্মানিত ও সন্তুষ্ট করিয়া প্রথমে একখণ্ড পরিষ্কৃত লৌহ পূর্ব্বোক্ত ভূভাগের এক প্রান্তে স্থাপন করিবে। পরে সেই লৌহ, কুঠারিকা (কোদালে কুড়ুলে), ত্রিফলা, শ্বেতাপরাজিতা, হাড়যোড়া, হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, শতমূলী, কেশরাজ (কেশুর্ত্তে), শালিঞ্চমূল, কাশমূল, পুনর্নবা, ভীমরাজা এই সকল দ্রব্যের কল্কে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দৃষ্টকর্ম্মা কর্ম্মকার দ্বারা দগ্ধ করাইবে। (এক্ষণে কিরূপ অগ্নির জ্বাল দিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে) শালকাষ্ঠের কয়লা কিছুদিন (একপক্ষ বা

একমাস) জলে রাখিয়া পরিষ্কৃত করিয়া লইবে। পরে সেইসকল কয়লা লৌহের চতুর্দ্দিকে স্থাপনপূর্ব্বক প্রজ্বালিত করিবে এবং এই সময় সুদক্ষ কর্ম্মকার স্থির ও অনলসভাবে ভস্ত্রা-(জাঁতা)-ধ্মাপিত বায়ু দ্বারা জ্বাল দিবে। মাটি, লবণ ও জলযুক্ত কঞ্চি (বংশশাখা) দ্বারা কদাচ জ্বাল দিবে না, তবে পরিষ্কৃত জল দ্বারা ধৌত ও শুষ্ক কঞ্চি দ্বারা জ্বাল দিতে পারা যায়। দ্রব্যান্তরের সংযোগ থাকিলে ঔষধসকলের শক্তির হ্রাস হয়। অতএব মলধূলিযুক্ত দ্রব্যসকল সর্ব্বত্র সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে।

তদনন্তর সাঁড়াশী দ্বারা উক্ত লৌহখণ্ডের অগ্রভাগ অগ্নিমধ্যে স্থাপন করিবে। যেমন যেমন গলিতে থাকিবে, তেমনি তেমনি একটু একটু আগাইয়া দিবে, আর গলিত লৌহের তলদেশে একটি উর্দ্ধমুখ অঙ্কুশ স্থাপন করিয়া তাহা গ্রহণ করিবে এবং পূর্ব্বনিয়মে প্রস্তুতীকৃত ত্রিফলাক্কাথে নির্ব্বাপিত করিয়া অবশিষ্ট ক্কাথ স্থালীপাক ও পুটপাকের জন্য রাখিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ায় লৌহ মৃত না হইলে তাহা পুনর্ব্বার উক্ত রীতিতে মারণ করিবে। এইরূপ পুনর্ব্বার করিলেও যদি মৃত না হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, উহা লৌহ নহে। তদনন্তর দৃঢ় লৌহপাত্রে (হামাম্‌দিস্তায়) লৌহদণ্ড দ্বারা মুগের ন্যায় ছোট ছোট চূর্ণ করিয়া বারংবার জলে ধৌত করিবে ও অঙ্গারসকল ত্যাগ করিবে। পরে অগ্নি বা সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া লৌহনির্ম্মিত খলে বা শিলায়, অভাবে কৃষ্ণ প্রস্তরে (যে প্রস্তরের গুঁড়া না উঠে) মর্দ্দন করিবে।

(ইতি লৌহমারণবিধিঃ।)

স্থালীপাকবিধি

অথ কৃত্বায়োভাণ্ডে দত্ত্বা ত্রিফলাম্বু শেষমন্যদ্বা। প্রথমং স্থালীপাকং দদ্যাৎ তৎক্ষয়াৎ তদনু॥
গজকর্ণপত্রমূলশতাবরীভৃঙ্গকেশরাজরসৈঃ। প্রাগ্বৎ স্থালীপাকং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকমেকং বা॥

অনন্তর লৌহভাণ্ডে (কড়ায় বা লোহার হাঁড়িতে) লৌহ ও নির্ব্বাপণাবশিষ্ট ত্রিফলার ক্কাথ (নির্ব্বাপণ সময়ে ক্কাথ কোন প্রকারে যদি নষ্ট হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে অর্থাৎ লৌহ ৫ পল, ত্রিফলা ৭ পল, জল ২৪ সের, শেষ ৩ সের ক্কাথ করিয়া লইবে) একত্র পাক করিবে। পাক করিতে করিতে ক্কাথ নিঃশেষ হইলে বুঝিবে, পাক শেষ হইয়াছে। সেই সময় হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ ও কেশুর্ত্তে, ইহাদের প্রত্যেকের বা সমস্তের স্বরসে পুনঃ পাক করিবে। এই স্বরসের মাত্রা ত্রিফলাক্কাথের সমান এবং রস শেষ হইলেই পাক হইয়াছে জানিবে। উক্ত হস্তিকর্ণ পলাশাদি দ্রব্যসকলের মধ্যে যদি কাহারও স্বরস পাওয়া না যায়, তবে উক্ত ত্রিফলাক্কাথ বিধি অনুসারে ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে।

(ইতি স্থালীপাকবিধি।)

পুটপাকবিধি

হস্তপ্রমাণবদনং শ্বভ্রং হস্তৈকখাতসমমধ্যম্। কৃত্বা কটাহসদৃশং তত্র করীষং তুষঞ্চ কাষ্ঠঞ্চ॥
অন্তর্ঘনতরমর্দ্ধং শুষিরং পরিপূর্য্য দহনমাযোজ্যম্। পশ্চাদয়সশ্চূর্ণং শ্লক্ষ্ণং পঙ্কোপমং কুর্য্যাৎ॥
ত্রিফলাম্বুভৃঙ্গকেশরশতাবরীকন্দমাণসহজরসৈঃ। ভল্লাতককরিকর্ণচ্ছদমূলপুনর্নবাস্বরসৈঃ॥ ক্ষিপ্ত্বাথ লৌহপাত্রে মার্দ্দে বা লৌহমার্দ্দপাত্রাভ্যাম্। তুল্যাভ্যাং পৃষ্ঠেনাচ্ছাদ্যান্তে রন্ধ্রমালিপ্য॥ তৎপুটপাত্রং তত্র শ্বভ্রজ্বলনে নিধায় ভূয়োভিঃ। কাষ্ঠকরীষতুষৈস্তৎ সংছাদ্যাহর্নিশং দহেৎ প্রাজ্ঞঃ॥ এবং

নবভিরমীভির্ভিষজরাজৈঃ পচেৎ তু পুটপাকম্। প্রত্যেকমেকমেভির্মিলিতৈর্বা ত্রিচতুরান্ বারান্॥ প্রতিপুটনং তৎ পিংষ্যাৎ স্থালীপাকং বিধায় তথৈব তৎ। তাদৃশি দৃশদি ন পিংষ্যাদ্ বিগলদ্রজসা তু যুজ্যতে যত্র॥ তদয়শ্চূর্ণং পিষ্টং ঘৃষ্টং ঘনসূক্ষ্মবাসসি শ্লক্ষ্ম্। যদি রজসা সদৃশং স্যাৎ কেতক্যাস্তর্হি তত্তদ্রম্॥ পুটনে স্থালীপাকেঽধিকৃতপুরুষে স্বভাবরুগধিগমাৎ। কথিতমপি হেয়মৌষধ-মুচিতমুপাদেয়মন্যদপি॥

এক হস্ত গভীর, এক হস্ত মধ্যভাগ এবং এক হস্ত পরিমিত মুখভাগ (মুখ বর্ত্তুলাকার হইবে) এরূপ একটি গর্ত্ত খনন করিবে। সেই গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ বনঘুঁটে, তুষ ও কাষ্ঠ দ্বারা উত্তমরূপে পূর্ণ করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া দিবে। পশ্চাৎ লৌহচূর্ণসকল ত্রিফলার ক্বাথ এবং ভৃঙ্গরাজ, কেশুর্ত্তে, শতমূলী, ওল, মাণ, ভেলার ক্বাথ (অসহ্য হইলে রক্তচন্দন), হস্তিকর্ণ পলাশমূল ও পুনর্নবা, ইহাদের স্বরসে পঙ্কের মত তরল করিয়া লৌহ বা মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে এবং একখানি শরা বা লৌহপাত্র দ্বারা ঢাকিয়া যোড়ের মুখ তুষ, পাট ও ছিন্নবস্ত্র-মিশ্রিত কর্দ্দম দ্বারা আলিপ্ত করিবে। পরে উহা সেই গর্ত্তের মধ্যে স্থাপন করিয়া তদুপরি বনঘুঁটে ও তুষাদি দিয়া গর্ত্ত পূরণ করিবে এবং অগ্নিসংযোগ করিবে। এইরূপে দিবায় বা রাত্রিতে ৪ প্রহর কাল রাখিলেই পুটপাক হয়। ত্রিফলা (ক্বাথ), ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের প্রত্যেকটির বা সমুদায়ের যথাবিধি প্রস্তুত স্বরস বা ক্বাথ দ্বারা এক এক বার পুট দিবে। এইরূপ ৩।৪ বার পুট দিতে হইবে। প্রত্যেক পুটের পরই পূর্ব্বকথিত প্রকারে স্থালীপাক করিয়া পেষণ করিবে। কিন্তু এরূপ পাত্রে মর্দ্দন করিবে, যাহা হইতে ঘর্ষণহেতু রজঃ (গুঁড়া) উত্থিত না হয়। সেই লৌহচূর্ণ পেষণ করিয়া ঘন অথচ সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। যদি কেতকীপুষ্পের রেণুসদৃশ হয়, তাহা,হইলে সেই লৌহ উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে। চিকিৎসকের ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে রোগির জন্য লৌহ পাক করিতে হইবে, তাহার প্রকৃতি এবং রোগের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্থালীপাকার্থ ও পুটপাকার্থ ভেষজ দ্রব্য-সকল গ্রহণ করতে হইবে। স্থালীপাক-পুটপাকার্থ কথিত ভেষজ দ্রব্যসকলের মধ্যে সমস্ত বা আংশিক দ্রব্য যদি রোগ ও রোগির প্রকৃতির অনুপযোগী হয়, তবে তাহা ত্যাগ করিতে হইবে এবং কথিত না হইলেও যাহা উপযোগী বোধ হইবে, তাহা গ্রহণ করিবে।

(ইতি পুটপাকবিধিঃ।)

পাকবিধি

অভ্যস্তকর্ম্মবিধিভির্বালকুশাগ্রীয়বুদ্ধিভিরলক্ষ্যম্। লৌহস্য পাকমধুনা নাগার্জ্জুনশিষ্টমভিদধ্মঃ॥ লৌহারকূটতাম্রকটাহে দৃঢ়মৃন্ময়ে প্রণম্য শিবম্। তদয়ঃ পচেদচপলঃ কাষ্ঠেন্ধনেন বহ্নিনা মৃদুনা॥ নিক্ষিপ্য ত্রিফলাজলমুদিতং যৎ তদঘৃতঞ্চ দুগ্ধঞ্চ॥ সঞ্চাল্য লৌহময্যা দর্ব্যা লগ্নং সমুৎপাট্য॥ মৃদুমধ্যখরভাবৈঃ পাকস্ত্রিবিধোঽত্র বক্ষ্যতে পুংসাম্। পিত্তসমীরণশ্লেষ্মপ্রকৃতীনাং মধ্যমস্তু সমঃ॥ অভ্যক্তদর্ব্বি লৌহং সুখদুঃখস্খলনযোগি মৃদু মধ্যম্। উজ্ঝিতদর্ব্বি খরং পরিভাষন্তে কেচিদাচার্য্যাঃ॥ অন্যে বিহীনদর্ব্বীপ্রলেপমাখুৎকরাকৃতি ব্রুবতে। মৃদুমধ্যমর্দ্ধচূর্ণং সিকতাপুঞ্জোপমস্তু খরম্॥ ত্রিবিধোঽপি পাক ঈদৃক্ সর্ব্বেষাং গুণকৃদেব ন তু বিফলঃ। প্রকৃতিবিশেষে সূক্ষ্মৌ গুণদোষৌ জনয়তীত্যল্পম্॥ বিজ্ঞায় পাকমেবং দ্রাগবতার্য্য ক্ষিতৌ ক্ষণান্ কিয়তঃ। বিশ্রাম্য তত্র লৌহে ত্রিফলাদেঃ প্রক্ষিপেচ্চূর্ণম্॥ যদি কর্পূরপ্রাপ্তির্ভবতি ততো বিগলিতে তদুষ্ণত্বে। চূর্ণীকৃতমনুরূপং ক্ষিপেন্ন বা ন যদি তল্লাভঃ॥ পক্কং তদশ্মসারং সুচিরঘৃতস্থিত্যভাবিরুক্ষত্বে। গোদোহনাদিভাণ্ডে লৌহভাণ্ডাভাবে সতি স্থাপ্যম্॥ যদি তু পরিপ্লুতিহেতোর্ঘৃতমীক্ষেতাধিকং ততোঽন্যস্মিন্। ভাণ্ডে নিধায় রক্ষেদ্ভাব্যুপযোগো হ্যনেন

মহান্॥ অয়সি বিরুক্ষীভূতে স্নেহস্ত্রিফলাঘৃতেন সম্পাদ্যঃ। এতৎ ততো গুণোত্তরমিত্যমুনা স্নেহনীয়ং তৎ॥ অত্যন্তকফ-প্রকৃতের্ভক্ষণময়সোঽমুনৈব শংসন্তি। কেবলমপীদমশিতং জনয়ত্যয়সো গুণান্ কিয়তঃ। অথবা বক্তব্যবিধিসংস্কৃতকৃষ্ণাভ্রকচূর্ণমাদায়। লৌহচতুর্থার্দ্ধসমদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চগুণভাগম্॥ প্রক্ষিপ্যায়ঃ প্রাগ্বৎ পচেদুভাভ্যাং ভবেদ্রজো যাবৎ। তাবন্মানানুস্মৃতেঃ স্যাৎ ত্রিফলাদিদ্রব্যপরিমাণম্॥ ইদমাপ্যায়কমিদমতিপিত্তনুদিদমেব কান্তিবলজননম্। স্তভ্নাতি তৃট্‌ক্ষুধৌ পরমধিকাকিমাত্রয়া ক্ষিপ্তম্॥

মুনীন্দ্র নাগার্জ্জুন কথিত এবং বহুদর্শী, কৃতকর্ম্মা, সূক্ষ্মবুদ্ধি মানবগণেরও অগম্য লৌহপাকবিধি বলিতেছি। শিবকে প্রণাম করিয়া লৌহ, পিত্তল বা তাম্র নির্ম্মিত অথবা দৃঢ় মৃন্ময় পাত্রে কাষ্ঠের মৃদু অগ্নি দ্বারা উক্ত পুটিত লৌহ স্থিরভাবে পাক করিবে। প্রথমে পূর্ব্বপরিমিত ঘৃতসহ লৌহ আলোড়িত করিয়া যথাপরিমিত দুগ্ধ ও ত্রিফলাক্কাথ দিবে এবং লৌহদর্ব্বী (হাতা) দ্বারা নাড়িতে থাকিবে। পাত্রে ঔষধ লাগিয়া গেলে তাহা হাতা দিয়া উঠাইয়া লইবে। মৃদু, মধ্য ও খরত্ব ভেদে লৌহের শেষ পাক তিন প্রকার। মৃদুপাক বায়ুর, মধ্যপাক পিত্তের এবং খরপাক কফের পক্ষে হিতকর। অপিচ, মধ্যপাক লৌহ সকল ধাতুর পক্ষেই উপযোগী। আচার্য্যগণ বলেন—যে লৌহ হাতাতে কর্দ্দমের ন্যায় লাগিয়া থাকে, তাহা মৃদুপাক ; যাহা কখন হাতায় লাগে, কখনও বা লাগে না, তাহা মধ্যপাক ; আর যাহা একেবারেই হাতায় লাগে না, তাহা খরপাক। মতান্তরে—যে লৌহ দর্ব্বীপ্রলেপ ত্যাগ করে এবং ইঁদুরমাটির মত হয়, তাহা মৃদুপাক ; অর্দ্ধচূর্ণ, অর্দ্ধ ইঁদুর-মাটির সদৃশ হইলে মধ্যপাক এবং বালুকারাশির ন্যায় হইলে খরপাক হয়। যাহা হউক, এই ত্রিবিধ পাকই গুণকর, কখনও বিফল হয় না। প্রকৃতিভেদে অতি অল্পই গুণদোষের তারতম্য হয়। এইরূপে পাক সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র ভূমিতলে নামাইবে এবং কিছুক্ষণ পরে অর্থাৎ ঈষদুষ্ণাবস্থায় পূর্ব্বপরিমিত ত্রিফলাদির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। যদি উৎকৃষ্ট কর্পূর পাওয়া যায়, তবে লৌহ শীতল হইলে সুগন্ধার্থ ও কান্তক্রামকের দোষহরণার্থ উপযুক্ত পরিমাণে তাহা মিশাইয়া লইবে। পাওয়া না যাইলে ঔষধের গুণের কোন হানি হইবে না। এই পক্ক লৌহ কান্তলৌহ-নির্ম্মিত ভাণ্ডে রাখিবে। অভাবে পুরাতন ঘৃতভাণ্ডে বা দধি দুগ্ধাদির ভাণ্ডে রাখিবে। তাহা হইলে লৌহের ঘৃত শুকাইবে না, সুতরাং উহার রুক্ষতাও হইবে না। যদি ভাঁড় হইতে ঘৃত উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া যাইবার মত হয়, তবে সেই উচ্ছলিত অধিক ঘৃত অপর কোন ঘৃতভাবিত ভাণ্ডে রাখিবে। পরে ইহা দ্বারা উপকার হইতে পারে। যদি লৌহ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে। কিন্তু যদি স্নেহাভাবে লৌহ রুক্ষ হয়, অথচ পাত্রোচ্ছলিত ঘৃত পাওয়া না যায়, তবে ত্রিফলার ক্বাথ ও কল্ক দ্বারা অপর ঘৃত প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা লৌহ স্নিগ্ধ করিবে। তবে, এই ত্রিফলা ঘৃত অপেক্ষা লৌহপাকোচ্ছলিত ঘৃতই প্রশস্ত। ইহা দ্বারাই লৌহ স্নেহনীয়। পরন্তু কফপ্রধান ধাতুর পক্ষে উক্ত পাত্রোচ্ছলিত ঘৃতসহ লৌহের লেহন অতীব উপকারক। অধিক কি, কেবলমাত্র এই ঘৃত সেবনেই লৌহসেবনের কতক ফল পাওয়া যায়।

অতঃপর লৌহ ও অভ্র একত্র পাক করিবার বিধি বলা হইতেছে অথবা শেষ পাককালে লৌহের চতুর্থাংশ, অর্দ্ধাংশ, সমান, দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বা পঞ্চগুণ বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে সংস্কৃত অভ্রচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্ববৎ পাক সমাধা করিবে। লৌহ ও অভ্র একত্র মিশ্রিত করিয়া মোট যত হইবে, তাহা কেবল লৌহ মনে করিয়া তৎপরিমাণানুসারে যথাবিধি ত্রিফলাদির চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। এইরূপ মিলিত স্নিগ্ধ লৌহ আপ্যায়ক, পিত্তদুষ্টিনাশক, কান্তিজনক ও বলবর্দ্ধক। ইহাতে তৃষ্ণা এবং ক্ষুধাজনিত বাধা নিবারিত হয়।

(ইতি পাকবিধিঃ।)

অভ্রক-বিধি

কৃষ্ণাভ্রমভেকবপুর্বজ্রাখ্যৈকৈকপত্রকং কৃত্বা। কাষ্ঠময়োদূখলকে চূর্ণং মুষলেন কুর্ব্বীত॥ ভূয়ো দৃশদি চ পিষ্টং বাসঃসূক্ষ্মাবকাশতলগলিতম্। মণ্ডূকপর্ণিকায়াঃ প্রচুররসে স্থাপয়েৎ ত্রিদিনম্॥ উদ্ধৃত্য তদ্রসাদথ পিংষ্যাদ্ধৈমন্তিকধান্যভক্তস্য। অক্ষোদাত্যন্তাম্লস্বচ্ছজলেন প্রযত্নেন॥ মণ্ডূকপর্ণিকায়াঃ পূর্ব্বরসেনৈব মোদকং কুর্য্যাৎ। স্থালীপাকং পুটনঞ্চাদ্যৈরপি ভৃঙ্গরাজাদ্যৈঃ॥ তাড়াদিপত্রমধ্যে কৃত্বা পিণ্ডং নিধায় ভস্ত্রাগ্নৌ। তাবদ্দহেন্ন যাবন্নীলোঽগ্নির্দৃশ্যতে সুচিরম্॥ নির্ব্বাপয়েচ্চ দুগ্ধেন দুগ্ধং প্রক্ষাল্য বারিণা তদনু। পিষ্ট্বা ঘৃষ্ট্বা বস্ত্রে চূর্ণং নিশ্চন্দ্রিকং কুর্য্যাৎ॥

যে অভ্র কৃষ্ণবর্ণ এবং অভেকবপুঃ (অর্থাৎ অভ্রের কোন স্থান ভেকের বর্ণের মত হরিত পীতাদি বর্ণবিশিষ্ট নহে) তাহাকে বজ্রাভ্র কহে। এক একখানি করিয়া স্তরগুলি খুলিয়া কাষ্ঠময় উদূখলে মুষল দ্বারা (ঢেঁকিতে) কুট্টিত করিবে। পরে শিলায় পুনঃ পেষণ করিয়া ঘন অথচ সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাঁকিবে এবং ঐ চূর্ণ মণ্ডূকপর্ণীর (থুলকুড়ির) প্রচুর রসে তিন দিন ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর উক্ত রস হইতে অভ্র উদ্ধৃত করিয়া হৈমন্তিক-ধান্য-ভক্তের নির্ম্মল স্বচ্ছ অম্ল জল (কাঁজি) দ্বারা যত্নপূর্ব্বক মর্দ্দন করত পুনর্ব্বার মণ্ডূকপর্ণীর পূর্ব্বরস দ্বারা মোদক (লাড়ুর মত) করিবে। শুষ্ক হইলে লৌহপাকবিধি অনুসারে পূর্ব্বোক্ত ভৃঙ্গরাজ কেশরাজাদি দ্রব্য দ্বারা স্থালীপাক ও পুটপাক করিবে। এইরূপে পুটাদি-শোধিত অভ্রপিণ্ড তাড়িয়া (তেড়েতা) বা কেবুক (কেঁউ) পত্রের মধ্যে স্থাপিত করিয়া ভস্ত্রাগ্নিতে (জাঁতা দ্বারা) ততক্ষণ দগ্ধ করিবে, যতক্ষণ অগ্নি নীলবর্ণ দৃষ্ট না হয়। দগ্ধ করণানন্তর দুগ্ধে নির্ব্বাপিত করিয়া জল দ্বারা দুগ্ধ প্রক্ষালন করিবে। পরে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া উহা নিশ্চন্দ্রক করিয়া লইবে। (ইত্যভ্রকবিধিঃ।)

লৌহভক্ষণবিধি

নানাবিধরুক্‌শান্ত্যৈ পুষ্ট্যৈ কান্ত্যৈ শিবং সমভ্যর্চ্চ্য। সুবিশুদ্ধেঽহনি পুণ্যে তদমৃতমাদায় লৌহাখ্যম্॥ দশকৃষ্ণলপরিমাণং শক্তিবয়োভেদমাকলয্য পুনঃ। ইয়দধিকং তদধিকতরমিয়দেব ন মাতৃমোদকবৎ॥ সমমসৃণামলপাত্রে লৌহে লৌহেন মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ম্। দত্ত্বা মধ্বনুরূপং তদনুং ঘৃতং যোজয়েদধিকম্। বদ্ধং গৃহ্লাতি যথা মধ্বপৃথক্ত্বেন পঙ্কমবিশিংষৎ। ইদমিহ দৃষ্টোপকরণমেতদদৃষ্টন্তু মন্ত্রেণ॥ স্বাহান্তেন বিমর্দ্দো ভবতি ফড়ন্তেন লৌহবলরক্ষা। সনমস্কারেণ বলির্ভক্ষণময়সো হূঁমন্তেন॥ ওঁ অমৃতোদ্ভবায় স্বাহা। ওঁ অমৃতে হূং ফট্। ওঁ নমশ্চণ্ডবজ্রপাণয়ে মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে সুরগুরুবিদ্যামহাবলায় স্বাহা। ওঁ অমৃতে হূং॥

নানাবিধ রোগের শান্তি এবং দেহের পুষ্টি ও কান্তির জন্য শুভদিনে শিবপূজা করিয়া লৌহরূপ অমৃত সেবন করিবে। সাধারণ মাত্রা—১০ রতি। কিন্তু বয়োবলাদি ভেদে এতদপেক্ষা অধিকতর বা ন্যূন মাত্রায়ও সেবন করা যাইতে পারে। মাতৃমোদকবৎ সেবনের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। সমতল মসৃণ নির্ম্মল লৌহপাত্রে উক্তবিধ লৌহভস্ম রাখিয়া তাহার অনুরূপ মধু এবং অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক ঘৃত দিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা পুনঃপুনঃ এরূপভাবে মাড়িবে, যেন উক্ত লৌহ মধুর সহিত মিশ্রিত হইয়া পঙ্কের মত হয়। এইরূপে দৃষ্ট উপকরণসকল বলা হইল। এক্ষণে অদৃষ্ট উপকরণ মন্ত্রসকল বর্ণন করিব। লৌহ মর্দ্দনকালে 'ওঁ' ইত্যাদি 'স্বাহা' পর্য্যন্ত, লৌহের বলরক্ষার্থ 'ওঁ' ইত্যাদি 'ফট্' পর্য্যন্ত, পূজার্থ 'ওঁ' ইত্যাদি 'স্বাহা' পর্য্যন্ত এবং লৌহ সেবনকালে 'ওঁ' ইত্যাদি 'হূং' পর্য্যন্ত মূলমন্ত্র পাঠ করিবে।

জগ্ধ্বা তদমৃতসারং নীরং বা ক্ষীরমেবানুপিবেৎ। কান্তক্রামকমমলং সঞ্চর্ব্ব্য রসং পিবেদ্ দিনে ন তু তৎ॥ আচম্য চ তাম্বূলং লাভে ঘনসারসহিতমুপযোজ্যম্। নাত্যুপবিষ্টো নাত্যতিভাষী নাতিস্তেতস্তিষ্ঠেৎ॥ অত্যন্তবাতশীতাতপযানস্নানবেগরোধাদীন্। জহ্যাচ্চ দিবানিদ্রামহিতঞ্চাকালভুক্তঞ্চ॥ বাতকৃতঃ পিত্তকৃতঃ সর্ব্বান্ কটুম্লতিক্তকষায়কান্। তৎক্ষণবিনাশহেতুন্ মৈথুনকোপশ্রমান্ দূরে॥

এইরূপে উক্ত 'অমৃতসার' (উক্তভাবে প্রস্তুত লৌহকে অমৃতসার কহে) নামক লৌহ সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ নির্ম্মল জল বা দুগ্ধ পান করিবে। অনন্তর লৌহের দোষনাশার্থ খোসাহীন কান্তক্রামক মুতা চর্ব্বণ করিয়া তাহার রস পান করিবে, কিন্তু মুতা খাইবে না। তাহার পর শৃত-শীতল জল বা হংসোদক দ্বারা আচমন করিয়া কর্পূরের সহিত পান খাইবে। লৌহসেবির অধিকক্ষণ উপবেশন, অতিভাষণ, অধিকক্ষণ দাঁড়ান, অত্যন্ত বায়ু আতপ ও শৈত্যের সেবা, অভিযান, স্নান, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, অহিত আহার, অকালভোজন, বাত ও পিত্ত প্রকোপক আহার বিহার এবং কটু অম্ল তিক্ত ও কষায় রস অহিতকর। লৌহ-সেবন কালে মৈথুন, কোপ ও পরিশ্রম বিশেষরূপে ত্যজ্য।

অশিতং তদয়ঃ পশ্চাৎ পততু নবা পাটবং ছড়ুপ্রথতাম্।॥* আৰ্ত্তিৰ্ভবতু ন বাস্ত্রে কূজতি ভোক্তব্যম-ব্যাজকম্॥ (* পাটবন্তুরুপ্রথতামিতি বা পাঠঃ।)

লৌহ-সেবনান্তর মলদ্বার দিয়া (অধিক সেবনে) তাহা নিঃসৃত হউক বা না হউক এবং ক্ষুধার উদ্রেক হউক বা নাই হউক, যদি শরীর আলস্যাদিরহিত অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ বোধ হয় এবং অন্ত্রকূজন হয়, তাহা হইলে নিঃশঙ্কচিত্তে লৌহ সেবন করিবে।

প্রথমং পীত্বা দুগ্ধং শাল্যন্নং বিশদসিদ্ধমক্লিন্নম্। ঘৃতসংপ্লুতমশ্নীয়ান্মাংসৈর্বৈহঙ্গমৈঃ প্রায়ঃ। উত্তমমূষরভূচরবিষ্কিরমাংসং ততাজমৈণাদিকম্। অন্যদপি জলচরাণাং পৃথুরোমাপেক্ষয়া জ্যায়ঃ। মাংসালাভে মৎস্যা অদোষলাঃ স্থূলসদ্‌গুণা গ্রাহ্যাঃ। মদ্‌গুররোহিতশকুলা দগ্ধাস্তু পললান্ম-নাঙ্‌ন্যূনাঃ॥ শৃঙ্গাটকফলকশেরুকদলীফলতালনারিকেলাদি। অন্যদপি যচ্চ বৃষ্যং মধুরং পনসাদিকং জ্যায়ঃ॥ কেবুকতাড়ককরীরান্ বার্ত্তাকুপটোলফলদলশমঠান্। মুদ্গামসূরেক্ষুরসান্ শংসন্তি নিরামিষেষ্বেতান্॥ শাকং প্রহেয়মখিলং স্তোকং রুচয়ে তু বাস্তুকং দদ্যাৎ। বিহিতনিষিদ্ধা-দন্যন্মধ্যমকোটিস্থিতং বিদ্যাৎ॥

(অতঃপর লৌহ-সেবির ভোজনবিধি বলা যাইতেছে) লৌহ-সেবনানন্তর প্রথমে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া শুভ্র, পরস্পর অসংলগ্ন, সুসিদ্ধ, সঘৃত, শাল্যন্ন, বৈহঙ্গম (শূন্যে যাহারা উড়িয়া বেড়ায়) পক্ষিমাংসের সহিত ভোজন করিবে। বৈহঙ্গম পক্ষিমাংস ব্যতীত উৎকৃষ্ট অর্থাৎ বাল-স্থবির-ব্যাধিতাদি বর্জ্জিত ঊষর-ভূচর (লাব, তিত্তির, শশক প্রভৃতি) ও বিষ্কির (কুক্কুটাদি) মাংস এবং ছাগ ও হরিণাদির মাংস ভোজনীয়। মৎস্য অপেক্ষা জলচর পক্ষির (হংস প্রভৃতির) মাংস উৎকৃষ্ট। মাংস না পাইলে (বা মাংসাহার অভ্যস্ত না থাকিলে) মাগুর, রুই, কই, শোল প্রভৃতি নির্দ্দোষ, বৃহৎ ও গুণবিশিষ্ট মৎস্যসকলও ভোজন করা যাইতে পারে। রুই, মাগুর প্রভৃতি মৎস্য দগ্ধ করিয়া ভোজন করিলে প্রায় মাংসভোজনেরই ফল হয়। উক্ত দগ্ধ মৎস্য-সকল গুণে মাংস অপেক্ষা অতি অল্পই ন্যূন হয়। পানিফল, কেশুর, কদলী, তাল, নারিকেল এবং আম, কাঁটাল প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য মধুররস ও শুক্রবর্দ্ধক, তাহা হিতকর। নিরামিষ

ব্যঞ্জনার্থ—কেবুক, তাড়কের (তাড়িয়াতের) অঙ্কুর, বার্ত্তাকু, পটোল, পল্‌তা, শমঠ এবং মুগ, মসুর ও ইক্ষুরস প্রশস্ত। শাকমাত্রই লৌহ-সেবির পরিত্যাজ্য, তবে রুচিবর্দ্ধনার্থ অল্প পরিমাণে বেতো শাক খাইতে পারে। এইরূপে যে সকল দ্রব্যের বিধান ও নিষেধ করা হইল, তদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যসকল মধ্যমরূপে অর্থাৎ অধিকও নহে, অল্পও নহে, এরূপভাবে ভোজন করিবে।

তপ্তদুগ্ধানুপানং প্রায়ঃ সারয়তি বদ্ধকোষ্ঠস্য। অনুপীতমম্বু যদ্বা কোমলশস্যনারিকেলস্য॥ যস্য চ ন তথা সরতি সযবক্ষারং জলং পিবেৎ কোষ্ণম্। কোষ্ণং ত্রিফলাক্বাথসনাথং ক্ষারং ততোঽপ্যধিকম্॥
লৌহ সেবন করিতে করিতে কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে উষ্ণ দুগ্ধ পানেই প্রায় দাস্ত পরিষ্কার হয়। কিংবা কোমলশস্য নারিকেলের জল পান করিলেও কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এইরূপে মৃদু ক্রিয়ায় কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে ঈষদুষ্ণ জলে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া তাহা সেবন করিবে। ঈষদুষ্ণ ত্রিফলাক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আরও সহজে বিরেচন হয়।

ত্রীণি দিনানি সমং স্যাদহ্নি চতুর্থে তু বর্দ্ধয়েৎ ক্রমশঃ। যাবচ্চাষ্টমমাষং ন বর্দ্ধয়েৎ পুনরিতোঽপ্যধিকম্॥
আদৌ রক্তিদ্বিতয়ং দ্বিতীয়বৃদ্ধৌ তু রক্তিকাত্রিতয়ম্। রক্তিপঞ্চকং পঞ্চকমত ঊর্দ্ধং বর্দ্ধয়েন্নিয়তম্॥
বাৎসরিককল্পলক্ষে দিনানি যাবন্তি বর্দ্ধিতং প্রথমম্। তাবন্তি বর্ষশেষে প্রতিলোমং হ্রাসয়েৎ তদয়ঃ॥
তেষ্বষ্টমাষকেষু প্রাতর্মাষকত্রয়মশ্নীয়াৎ। সায়ঞ্চ তাবদহ্নো মধ্যে মাষদ্বয়ং শেষম্। এবং তদমৃতমশ্নন্ কান্তিং লভতে চিরস্থিরং দেহম্। সপ্তাহত্রয়মাত্রাৎ সর্ব্বরুজো হন্তি কিং বহুনা॥
লৌহসেবনের প্রথম তিন দিন সমান মাত্রায় (২ রতি) সেবন করিবে। চতুর্থ দিবস হইতে ষষ্ঠ দিবস পর্য্যন্ত ২ রতি বৃদ্ধি। এইরূপে ৩ দিন অন্তর এক এক রতি বাড়াইয়া ৮ মাষা পর্য্যন্ত করিবে। প্রথম বৃদ্ধির দিবস ২ রতি, দ্বিতীয় বৃদ্ধির দিবস ৩ রতি বৃদ্ধি করিবে। ইহার পর পাঁচ পাঁচ রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। এক বৎসর কাল লৌহ সেবন করিতে হইলে প্রথমে যেরূপ ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া ৮ মাষা পর্য্যন্ত করা হইয়াছে, বৎসর শেষেও প্রতিলোমভাবে সেইরূপ মাত্রায় ক্রমশঃ কমাইবে। যে সময় ৮ মাষা মাত্রায় লৌহসেবন করা হইবে, সে সময় একবারে সমস্ত না খাইয়া প্রাতঃকালে ৩ মাষা, সায়াহ্নে ৩ মাষা এবং মধ্যাহ্নে ২ মাষা সেবন করিবে। এইরূপে অমৃতসার লৌহ সেবন করিলে কান্তি এবং দেহের চিরস্থৈর্য্য হয়। অধিক কি, তিন সপ্তাহ মাত্র সেবনেই সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারিত হয়।

আর্য্যাভিরিহ নবত্যা সপ্তবিধিনা যথাবদাখ্যাতম্। অমতিবিপর্য্যয়সংশয়শূন্যমনুষ্ঠানমুন্নীতম্॥
মুনিরচিতশাস্ত্রপারং গত্বা সারং ততঃ সমুদ্ধৃত্য। নিববন্ধ বান্ধবানামুপকৃতয়ে কোঽপি ষট্‌কর্ম্মা॥
বন্ধুবর্গের উপকারার্থ কোন অজ্ঞাতনামা সুবিজ্ঞ (ষট্‌কর্ম্মা) চিকিৎসক কর্ত্তৃক মুনীন্দ্র নাগার্জ্জুনকৃত শাস্ত্রের সারসঙ্কলনপূর্ব্বক এই সাতপ্রকার লৌহ-পাকবিধি নব্বইটি আর্য্যাশ্লোকে অভ্রান্ত এবং অপ্রমত্তভাবে যথাবৎ লিখিত হইল।

(ইতি লৌহভক্ষণবিধিঃ।)

শিলাজতু-রসায়নম্

হেমাদ্যাঃ সূর্য্যসন্তপ্তাঃ স্রবন্তি গিরিধাতবঃ। জত্বাভং মৃদু মৃৎস্নাচ্ছং যন্মলং তচ্ছিলাজতু॥ অনম্লঞ্চ কষায়ঞ্চ কটুপাকি শিলাজতু। নাত্যুষ্ণশীতং ধাতুভ্যশ্চতুর্ভ্যস্তস্য সম্ভবঃ॥ হেম্নোঽথ রজতাৎ তাম্রাদ বরং কৃষ্ণায়সাদপি। মধুরঞ্চ সতিক্তঞ্চ জবাপুষ্পনিভঞ্চ যৎ॥ বিপাকে কটুতিক্তঞ্চ তৎ সুবর্ণস্য

নিস্রবম্। রাজতং কটুকং শ্বেতং স্বাদু শীতং বিপচ্যতে॥ তাম্রাদ্বর্হিণকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণোষ্ণং পচ্যতে কটু। যৎ তু গুগ্‌গুলুসঙ্কাশং তিক্তকং লবণান্বিতম্॥ বিপাকে কটু শীতঞ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠং তদায়সম্। গোমূত্রগন্ধঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু যোগিকঃ॥ রসায়ন-প্রয়োগেষু পশ্চিমস্তু বিশিষ্যতে। যথাক্রমং বাতপিত্তে শ্লেষ্মপিত্তে কফে ত্রিষু। বিশেষেণ প্রশস্যন্তে মলা হেমাদিধাতুজাঃ॥

স্বর্ণাদি পার্ব্বত্য ধাতুসকল সূর্য্যসন্তাপে গলিত হইয়া স্রুত হয়। তাহা হইতে লাক্ষাসদৃশ, মৃদু, মসৃণ ও স্বচ্ছ যে মল পদার্থ বহির্গত হয়, তাহাকে শিলাজতু কহে। শিলাজতু অনম্ল, অকষায়, কটুবিপাক এবং নাত্যুষ্ণ ও নাতিশীতল। ইহা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ এই চারি ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণলৌহজাত শিলাজতুই উৎকৃষ্ট। যে শিলাজতু মধুর, ঈষৎ-তিক্ত, জবাপুষ্পসদৃশ এবং কটু-তিক্ত-বিপাক, তাহা সুবর্ণনিঃস্রুত। রৌপ্যনিঃস্রুত শিলাজতু কটু, শ্বেতবর্ণ, মধুরবিপাক ও শীতবীর্য্য। তাম্রনিঃস্রুত শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠাভ, তীক্ষ্ণোষ্ণ (মতান্তরে তিক্তোষ্ণ) ও কটুবিপাক। আর যে শিলাজতু গুগ্‌গুলুসদৃশ, তিক্ত, লবণান্বিত, কটুবিপাক ও শীতল, তাহা লৌহনিঃস্রুত। শিলাজতুই গোমূত্রগন্ধ এবং সর্ব্বকার্য্যে বিহিত, কিন্তু রসায়নকার্য্যে লৌহজাত শিলাজতুই প্রশস্ত। স্বর্ণাদিজাত চারিপ্রকার শিলাজতু যথাক্রমে বাতপিত্তে, শ্লেষ্মপিত্তে, কফে ও ত্রিদোষে প্রশস্ত অর্থাৎ বাতপিত্তে সুবর্ণজাত, শ্লেষ্মপিত্তে রৌপ্যজাত, কফে তাম্রজাত এবং সন্নিপাতে লৌহজাত শিলাজতু উৎকৃষ্ট।

লৌহকিট্টায়তে বহ্নৌ বিধূমং দহ্যতেঽম্ভসি। তৃণাত্যগ্রে কৃতং সর্ব্বমধো গলতি তন্তুবৎ॥ মলিনং যদ্‌ভবেৎ তচ্চ ক্ষালয়েৎ কেবলাম্ভসা। লৌহপাত্রেষু বিধিনা উর্দ্ধীভূতঞ্চ সংহরেৎ॥ বাতপিত্তকফঘ্নৈস্তু নির্য্যূহৈস্তং সুভাবিতম্। বীর্য্যোৎকর্ষং পরং যাতি সর্ব্বৈরেকৈকশোঽপি বা॥ প্রক্ষিপ্যোদ্ধৃতমাবানং পুনস্তৎ প্রক্ষিপেদ্রসে। কোষ্ণে সপ্তাহমেতেন বিধিনা তস্য ভাবনা॥ তুল্যং গিরিজেন জলে চতুর্গুণে ভাবনৌষধং ক্বাথ্যম্। ততঃ ক্বাথে পাদাংশে পূতোষ্ণো প্রক্ষিপেদ্‌গিরিজম্ তৎ সমরসতাং যাতং সংশুষ্কং প্রক্ষিপেদ্রসে ভূয়ঃ॥ পূর্ব্বোক্তেন বিধানেন লৌহৈশ্চূর্ণীকৃতৈঃ সহ। তৎ পীতং পয়সা দদ্যাদ্ দীর্ঘমায়ুঃ সুখান্বিতম্॥ জরাব্যাধিপ্রশমনং দেহদার্ঢ্যকরং পরম্। মেধাস্মৃতিকরং ধন্যং ক্ষীরাশী তৎ প্রয়োজয়েৎ॥

(শিলাজতুর পরীক্ষাবিধি বলা হইতেছে) অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত যে শিলাজতু নির্ধূমভাবে দগ্ধ হইয়া লৌহমলের ন্যায় হয় কিংবা জলে ফেলিলে যাহা প্রথমে ভাসে ও ক্রমশঃ সূতার মত গলিয়া নীচে পড়ে, তাহাই উৎকৃষ্ট। (শিলাজতুর শোধনবিধি) মলিন শিলাজতু উষ্ণোদকে প্রক্ষালিত করিয়া যথাবিধি লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক উর্দ্ধস্থ পদার্থ সংগ্রহ করিবে। যথাবিধি অর্থাৎ প্রথমে শিলাজতু কেবল জলে ধুইয়া অগুরু, অড়হরপাতা, নিমপাতা, যব, গুলঞ্চ ও গব্যঘৃত দ্বারা ধূপ দিবে, পরে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক দশমূলের ক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ বা কেবলমাত্র উষ্ণোদকসহ গুলিয়া প্রখর রৌদ্রে রাখিবে। রৌদ্রে রাখিলে উহার উপরে সরের ন্যায় যে পদার্থ উঠিবে, তাহাই অন্য একটি পাত্রে রাখিবে। এইরূপে শিলাজতু শোধনীয়। বাতঘ্ন, পিত্তঘ্ন ও কফঘ্ন দ্রব্যের প্রত্যেকটির বা সকলের ক্বাথে সপ্তাহকাল ভাবনা দিলে শিলাজতুর বীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। (ভাবনা দিবার নিয়ম) শিলাজতু ঈষদুষ্ণ ক্বাথে প্রক্ষিপ্ত করিবে এবং ক্বাথ শুষ্ক হইলে পুনঃ অপর ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ সাত দিবস করিলেই ভাবনা দেওয়া হয়। (ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম) শিলাজতুর সমান ক্বাথ্যদ্রব্য চতুর্গুণ (দ্রবদ্বৈগুণ্যহেতু অষ্টগুণ)

জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিবে। উষ্ণাবস্থায় তাহাতে শিলাজতু প্রক্ষেপ ও আলোড়নপূর্ব্বক শুষ্ক করিবে এবং পুনশ্চ উক্তরূপে প্রস্তুত ক্বাথে প্রক্ষেপ করিবে। এইরূপ সপ্তাহকাল করিবে। এইরূপে বিশুদ্ধ শিলাজতু ও চরকোক্ত-বিধানে জারিত লৌহচূর্ণ (শিলাজতুর চতুর্থাংশ লৌহভস্ম, গঙ্গাধর মতে শিলাজতুর সমান লৌহভস্ম) একত্র দুগ্ধসহ সেবন করিলে সুখকর দীর্ঘজীবন লাভ হয়। ইহা জরাব্যাধিবিনাশক, দেহের উৎকৃষ্ট দৃঢ়তাসম্পাদক, মেধা ও স্মৃতিশক্তির বর্দ্ধক এবং ধন্য। এই ঔষধ সেবন কালে দুগ্ধ-প্রধান আহার করিবে।

প্রয়োগঃ সপ্ত সপ্তাহস্ত্রয়শ্চৈকশ্চ সপ্তকঃ। নির্দ্দিষ্টস্ত্রিবিধস্তস্য পরো মধ্যোঽবরস্তথা। মাত্রা পলন্ত্বর্দ্ধপলং স্যাৎ কর্ষস্তু কনীয়সী॥ শিলাজতুপ্রয়োগেষু বিদাহীনি গুরূণি চ। বর্জ্জয়েৎ সর্ব্বকালঞ্চ কুলত্থান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ পয়াংসি শুক্তানি রসাঃ সযূষা-স্তোয়ং সমূত্রং বিবিধাঃ কষায়াঃ। আলোড়নার্থে গিরিজস্য শস্তাঃ তে তে প্রযোজ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্॥ (চরকোক্তশিলাজতুবিধানং সোপস্কারমেতৎ॥)

শিলাজতুর তিনপ্রকার সেবনকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—৭ সপ্তাহ উৎকৃষ্ট প্রয়োগ, ৩ সপ্তাহ মধ্যম প্রয়োগ এবং ১ সপ্তাহ অধম প্রয়োগ। ইহার মাত্রাও ত্রিবিধ। যথা—এক পল উত্তম মাত্রা, অর্দ্ধপল মধ্যম মাত্রা এবং এক কর্ষ অধম মাত্রা। শিলাজতু-সেবনকালে বিদাহী ও গুরুপাক দ্রব্য এবং কুলত্থকলায় (বাগ্‌ভটমতে কাকমাচী এবং কপোত পরিত্যজ্য) ত্যাগ কিরবে। দুগ্ধ, শুক্ত (কাঁজি), মাংসরস, যূষ, জল, গোমূত্র এবং নানাবিধ কষায়সহ শিলাজতু আলোড়িত করিয়া সেবন করিবে।

শিবাগুড়িকা

কালে তু রবিতাপাঢ্যে কৃষ্ণায়সজং শিলাজতুপ্রবরম্। ত্রিফলারসসংযুক্তং ত্র্যহঞ্চ শুষ্কং পুনঃ শুষ্কম্॥ দশমূলস্য গুড়ুচ্যা রসে বলায়াস্তথা পটোলস্য। মধুকরসৈঃ গোমূত্রে ত্র্যহং ত্র্যহং ভাবয়েৎ ক্রমশঃ॥ একাহং ক্ষীরেণ তু তৎ পুনর্ভাবয়েচ্ছুষ্কম্। সপ্তাহং ভাব্যং স্যাৎ ক্বাথৈনৈষাং যথালাভম্॥ কাকোল্যৌ দ্বে মেদে বিদারীযুগ্মং শতাবরী দ্রাক্ষা। ঋদ্ধিযুগর্ষভবীরা মুণ্ডিতিকা জীরকেঽংশুমত্যৌ চ॥ রাস্নাপুষ্করচিত্রকদন্তীভকণাকলিঙ্গচব্যাব্দাঃ। কটুকা শৃঙ্গীপাঠে তানি পলাংশিকানি কার্য্যাণি॥ অব্‌দ্রোণে সাধিতানাং রসেন পাদাংশিকেন ভাব্যানি। গিরিজস্যৈবং ভাবিতশুদ্ধস্য পলানি দশ ষট্ চ॥ দ্বিপলঞ্চ বিশ্বমাগধিকাকটুককর্কটাখ্যমরিচানাম্॥ চূর্ণং পলঞ্চ বিদার্য্যাস্তালীশপলানি চত্বারি॥ ষোড়শ সিতাপলানি চত্বারি ঘৃতস্য মাক্ষিকস্যাষ্টৌ। তিলতৈলস্য দ্বিপলং চূর্ণার্দ্ধপলানি পঞ্চানাম্॥ ত্বক্‌ক্ষীরিপত্রত্বঙ্‌নাগৈলানাং মিশ্রয়িত্বা তু। গিরিজস্য ষোড়শপলৈর্গুড়িকাঃ কার্য্যাস্ততোঽক্ষসমাঃ॥ তাঃ শুষ্কা নবকুম্ভে জাতীপুষ্পাধিবাসিতে স্থাপ্যাঃ। তাসামেকা কালে ভক্ষ্যা পেয়াপি বা সততম্॥ ক্ষীররসদাড়িমরসাঃ সুরাসবং মধু চ শিশিরতোয়ানি। আলোড়নানি তাসামনুপানে বা প্রশস্যন্তে॥ জীর্ণে লঘ্বন্নপয়োজাঙ্গলীনির্য্যূহযূষভোজী স্যাৎ। সপ্তাহং যাবদতঃ পরং ভবেৎ সর্ব্বং সামান্যম্॥ ভুক্ত্বাপি ভক্ষিতেয়ং যদৃচ্ছয়া নাবহেত্ত্বয়ং কিঞ্চিৎ। নিরুপদ্রবা প্রযুক্তা সুকুমারৈঃ কামিভিশ্চৈব॥ সংবৎসরপ্রযুক্তা হন্ত্যেষা বাতশোণিতং প্রবলম্। বহুবার্ষিকমপি গাঢ়ং যক্ষ্মাণঞ্চাঢ্যবাতঞ্চ॥ জ্বরযোনিশুক্রদোষপ্লীহার্শঃ পাণ্ডুহৃদগ্রহণীরোগান্। ব্রধ্নবমিগুল্মপীনসহিক্কাকাসারুচিশ্বাসান্॥ জ্বরং শ্বিত্রং কুষ্ঠং ষাণ্ড্যং মদং ক্ষয়ং শোষম্। উন্মাদাপস্মারৌ বদনাক্ষিশিরোগদান্ সর্ব্বান্॥ আনাহমতীসারং সাসৃগদরং কামলাপ্রমেহাংশ্চ। যকৃদবর্ব্বুদানি বিদ্রধিভগন্দরং রক্তপিত্তঞ্চ॥ অতিকার্শ্যমতিস্থৌল্যং স্বেদমথ শ্লীপদঞ্চ বিনিহন্তি। দ্রংষ্ট্রাবিষং সমৌলং গরাণি চ বহুপ্রকারাণি॥ মন্ত্রৌষধিযোগান্ বিপ্রযুক্তান্ ভৌতিকাংস্তথা

ভাবান্। পাপালক্ষ্ম্যো চেয়ং শময়েদ্ গুড়িকা শিবা নাম্না॥ বল্যা বৃষ্যা ধন্যা কান্তিযশঃশ্রীপ্রজাকরী চেয়ম্। দদ্যান্নৃপবল্লভতাং জয়ং বিবাদে মুখস্থা চ॥ শ্রীমান্ প্রকৃষ্টমেধাস্মৃতিবুদ্ধিবলান্বিতোঽতুল-শরীরঃ। পুষ্ট্যোজোঽতিবিমলেন্দ্রিয়তেজোবলসম্পদুপেতঃ॥ বলীপলিতরোগরহিতো জীবেচ্ছরদাং শতদ্বয়ং পুরুষঃ। সংবৎসরপ্রয়োগাদ্ দ্বাভ্যাং শতানি চত্বারি। সর্ব্বাময়জিৎ কথিতং মুনিগণভক্ষ্যং রসায়নরহস্যম্॥ সমুদ্রভূবামৃতমন্থনোত্থঃ স্বেদঃ শিলাভ্যোঽমৃতবদ্‌গিরেঃ প্রাক্। যো মন্দরস্যাত্মভুবা হিতায় ন্যস্তঃ স শৈলেষু শিলাজরূপী॥ শিবাগুড়িকেতি রসায়নমুক্তং গিরীশেন গণপতয়ে। শিববদনবিনির্গতা যস্মান্নাম্না তস্মাচ্ছিবাগুড়িকেতি॥ (শৈবসিদ্ধান্তোক্তা শিবাগুড়িকেয়ম্।)

গ্রীষ্মকালে কৃষ্ণলৌহজাত ১৬ পল উৎকৃষ্ট শিলাজতু ত্রিফলার ক্বাথে (শিলাজতুর সমান ত্রিফলা, জল চতুর্গুণ, শেষ চতুর্থাংশ ; এইরূপে দশমূলাদিরও ক্বাথ করিবে), দশমূলের ক্বাথে, গুলঞ্চের ক্বাথে, বেড়েলার ক্বাথে, পল্‌তার ক্বাথে, যষ্টিমধুর ক্বাথে এবং গোমূত্রে তিন তিন দিন করিয়া ক্রমশঃ ভাবনা দিবে। তৎপরে কাকোল্যাদি গণ যথা—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মেদা, মহামেদা, বিদারী, ক্ষীরবিদারী (শুক্ল ও কৃষ্ণ ভুমিকুষ্মাণ্ড), শতমূলী, কিসমিস্, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, ঋষভক, জটামাংসী, মুণ্ডিরী, শাদাজীরা, কালজীরা, শালপানি, চাকুলে, রাস্না, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), চিতামূল, দন্তীমূল, গজপিপুল, ইন্দ্রযব, চৈ, মুতা, কট্‌কী, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, আক্‌নাদি, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ক্বাথ দ্বারা এক সপ্তাহ পূর্ব্বোক্ত ১৬ পল শিলাজতু ভাবনা দিবে। (এ স্থলে বক্তব্য এক দিনে উক্ত মাত্রায় সমস্ত ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে সাত দিনে তাহা পচিয়া নষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্য বৃদ্ধ বৈদ্যগণ প্রত্যহ ক্বাথ প্রস্তুত করিবার বিধি দেন। যথা—মিলিত কাকোল্যাদি ৪ পল (প্রত্যেক ৯ মাষা ২ রতি), জল ৯ সের ১ পল ৯ মাষা ১ রতি, শেষ ২ সের ১ কর্ষ ২ মাষা। এইরূপে প্রত্যহ ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ভাবনা দিবে।) এইরূপে ভাবিত ও শুদ্ধ শিলাজতু ১৬ পল, শুঁঠ, পিপুল, কট্‌কী, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মরিচ মিলিত ২ পল (বাগ্‌ভটের মতে শুঁঠ প্রভৃতি প্রত্যেক ১৬ তোলা), ভুমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ১ পল, তালীশপত্রচূর্ণ ৪ পল, চিনি ১৬ পল, ঘৃত ৪ পল, মধু ৮ পল, তিলতৈল ২ পল ; বংশলোচন, তেজপত্র, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও এলাইচ ইহাদের মিলিত অর্দ্ধ পল (বাগ্‌ভটের মতে বংশলোচনাদি প্রত্যেক অর্দ্ধ পল)। এই সমস্ত দ্রব্য এবং পূর্ব্বোক্ত শিলাজতু ১৬ পল একত্র মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। উহা শুষ্ক করিয়া জাতীপুষ্প দ্বারা অধিবাসিত নূতন কলসে স্থাপন করিবে। এই গুড়িকা এক একটি (উপযুক্ত মাত্রায়) দুগ্ধ, মাংসরস, দাড়িমরস, সুরা, আসব, মধু, শিশির জল (বরফ) সহ সেবন করিবে। অনুপানার্থ এই সকল দ্রব্য প্রশস্ত। ঔষধ জীর্ণ হইলে লঘু অন্ন, দুগ্ধ, জাঙ্গল মাংসরস ও মুদ্‌গাদিযূষ আহার করিবে। এইরূপ নিয়মে সপ্তাহকাল আহার করিয়া পরে সাধারণ নিয়মে আহার করিবে। আহারের পর এই ঔষধ সেবন করিলেও কোন অনিষ্ট হয় না। সুকুমার ও কামী পুরুষগণ নিঃশঙ্ক হইয়া ইহা সেবন করিতে পারেন। এক বৎসর শিবাগুড়িকা সেবন করিলে প্রবল বহুবার্ষিক বাতরক্ত, যক্ষ্মা, উরুস্তম্ভ, জ্বর, যোনিদোষ, শুক্রদোষ, প্লীহা, অর্শঃ, পাণ্ডু, গ্রহণীরোগ, ব্রধ্ন, বমি, গুল্ম, পীনস, হিক্কা, কাস, অরুচি, শ্বাস, জ্বর, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, ষণ্ডতা, মদরোগ, ক্ষয়, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ, আনাহ, অতিসার, রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই গুড়িকা সেবনে মানব শ্রী, স্মৃতি, বুদ্ধি, বল, অতুল শরীর, পুষ্টি, তেজঃ,

ওজঃ, অতি নির্ম্মলেন্দ্রিয়তা ও বলসম্পন্ন হয়। এক বৎসর সেবনে বলীপলিত রোগরহিত হইয়া দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। দুই বৎসর সেবনে চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। এই প্রকারে সর্ব্বরোগনাশক মুনিগণের সেবনীয় শিবাগুড়িকা রসায়নের বিবরণ কথিত হইল। পূর্ব্বে অমৃতমন্থনকালে পর্ব্বতের শিলাপ্রদেশ হইতে যে ঘর্ম্ম উদ্গত হইয়াছিল, ব্রহ্মা জগতের হিতার্থ তাহাই শিলাজতুরূপে পর্ব্বতসকলে স্থাপন করিয়াছিলেন। মহাদেব গণেশকে এই শিবাগুড়িকা রসায়ন বলিয়াছিলেন। শিবের বদন হইতে নির্গত হওয়ায় ইহার নাম শিবাগুড়িকা। শৈবসিদ্ধান্ত নামক গ্রন্থে এই শিবাগুড়িকা উক্ত হইয়াছে।

মহাচন্দনাদি তৈলম্

চন্দনং শালপর্ণী চ পৃশ্নিপর্ণী নিদিগ্ধিকা। বৃহতী গোক্ষুরশ্চৈব মুদ্গপর্ণী বিদারিকা॥ অশ্বগন্ধা মাষপর্ণী তথামলকমেব চ। শিরীষং পদ্মকোশীরং সরলং নাগকেশরম্॥ প্রসারণী তথা মূর্ব্বা প্রিয়ঙ্গুৎপলবালকম্। বাট্যালকঞ্চাতিবলা মৃণালং বিষশালূকম্॥ পঞ্চাশৎপলমেতেষাং শ্বেতবাট্যালকং তথা। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥ অজাক্ষীরং তৈলসমং শতমূলীরসাঢ়কে। লাক্ষারসং কাঞ্জিকঞ্চ দধিমস্তু তথৈব চ॥ হরিণচ্ছাগশশক-মাংসানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্। চতুঃপ্রস্থং বিনিঃক্কাথ্য তৈলাঢ়কং বিপাচয়েৎ॥ শ্রীখণ্ডাগুরুকক্কোলং নখং শৈলেয়কেশরম্। পত্রং চোচং মৃণালঞ্চ হরিদ্রে শারিবাদ্বয়ম্॥ রক্তোৎপলং নতং কুষ্ঠং ত্রিফলা চ পরূষকম্। মূর্ব্বা চ গ্রন্থিপর্ণী চ নলিকা দেবদারু চ॥ সরলং পদ্মকোশীরং ধাতকী বিল্বপেষিকা। রসাঞ্জনং মুস্তকঞ্চ শৈহ্লকঃ বালকং বচা॥ মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রমধূরী জীবনীয়ং প্রিয়ঙ্গুকম্। শট্যেলা কুঙ্কুমশ্চৈব খট্টাশী পদ্মকেশরম্॥ রাস্না চ জাতিকোষঞ্চ বিশ্বকং সধনীয়কম্। পলার্দ্ধমেষাং প্রত্যেকং পেষয়িত্বা বিনিঃক্ষিপেৎ। মহাসুগন্ধিতৈলস্য গন্ধশ্চাত্র প্রদীয়তে॥ কাশ্মীরমদচন্দ্রাংশ্চ সিদ্ধে পূতে বিনিঃক্ষিপেৎ॥ যথালাভং শুভে পাত্রে সংগোপেন নিধাপয়েৎ। বায়ুপিত্তহরং বৃষ্যং ধাতুপুষ্টিকরং পরম্। হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং রক্তপিত্তমুরঃক্ষতম্॥ যেষাং ভূরিপরিশ্রমাদনুদিনং নশ্যন্তি দেহা নৃণাং যে বা কামকলানুকূলতরুণীসঙ্গে চ নির্ধাতবঃ। যে বা ব্যাধিবিশীর্ণতামুপগতাস্তেষাং পরং ভেষজং বল্যং বৃষ্যতমং তনূপচয়কৃৎ শ্রীচন্দনাদ্যং মহৎ॥

তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ—রক্তচন্দন, শালপাণি, চাকুলে, কণ্টকারী, বৃহতী, গোক্ষুর, মুগানী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, মাষাণী, আমলকী, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাদুলে, মূর্ব্বামূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বালা, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, পদ্মমূল, মৃণাল, শালূক মিলিত ৫০ পল, শ্বেতবেড়েলা ৫০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের ; ছাগদুগ্ধ, শতমূলীর রস, লাক্ষারস, কাঁজি, দধির মাত প্রত্যেক ১৬ সের ; হরিণ, ছাগ ও শশক প্রত্যেকের মাংস ৮ সের, প্রত্যেকের পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের (পৃথক্ পৃথক্ ক্বাথ)। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, অগুরু, কাঁক্লা, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, মৃণাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাদুকা, কুড়, ত্রিফলা, ফল্সা, মূর্ব্বামূল, গেঁটেলা, নালুকা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, রসাঞ্জন, মুতা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মৌরী, জীবনীয়গণ, প্রিয়ঙ্গু, শটী, এলাইচ, কুঙ্কুম, খটাশী, পদ্মকেশর, রাস্না, জৈত্রী, শুঁঠ ও ধনে প্রত্যেক ৪ তোলা। মহাসুগন্ধি-লক্ষ্মীবিলাস (বাতরোগোক্ত) তৈলের গন্ধদ্রব্য দ্বারা এই তৈল পাক করিবে। পাকান্তে তৈল নামাইয়া ছাঁকিয়া কুঙ্কুম, মৃগনাভি ও কর্পূর কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত ও ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি নিবারিত হয়। ইহা বলপুষ্টিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

বলারিষ্ট

বলাশ্বগন্ধয়োর্গ্রাহ্যং পৃথক্ পলশতং শুভম্। চতুর্দ্রোণে জলে পক্ত্বা দ্রোণমেবাবশেষয়েৎ॥ শীতে তস্মিন্ রসে পূতে ক্ষিপেদ্ গুড়তুলাত্রয়ম্। ধাতকীং ষোড়শপলাং পয়স্যাং দ্বিপলাংশিকাম্॥ পঞ্চাঙ্গুলপলদ্বন্দ্বং রাস্নামেলাং প্রসারণীম্। দেবপুষ্পমুশীরঞ্চ শ্বদংষ্ট্রাঞ্চ পলাংশিকাম্॥ মাসং ভাণ্ডে স্থিতস্ত্বেষ বলারিষ্টো মহাফলঃ। হন্ত্যগ্রান্ বাতজান্ রোগান্ বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

বেড়েলামূল ১২।।০ সের, অশ্বগন্ধা ১২।।০ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। শীতল হইলে এই কাথের সহিত গুড় ৩৭।।০ সের, ধাইফুল ১৬ পল, ক্ষীরকাকোলী ২ পল, এরণ্ডমূল ২ পল, রাস্না, এলাইচ, গন্ধভাদুলে, লবঙ্গ, বেণামূল ও গোক্ষুর প্রত্যেক ১ পল মিশ্রিত করিয়া মৃন্ময় পাত্রে আবৃত করিয়া একমাস পরে ছাঁকিয়া লইবে। ইহা বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও প্রবল বাতব্যাধির বিনাশক।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রসায়নাধিকারঃ।

বাজীকরণাধিকার

যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজিবল্লভতে নরঃ। ব্রজেচ্চাভ্যধিকং যেন বাজীকরণমেব তৎ ॥
যাহা দ্বারা পুরুষ অশ্বের ন্যায় স্ত্রী-সম্ভোগে শক্তিলাভ করে ও অধিক প্রমাণে স্ত্রী-গমন করে, তাহাই বাজীকরণ নামে কথিত।

অন্যচ্চ

যদ্‌দ্রব্যং পুরুষং কুর্য্যাদ্ বাজীব সুরতক্ষমম্। তদ্বাজীকরমাখ্যাতং মুনিভির্ভিষজাং বরৈঃ ॥
যদ্দ্বারা পুরুষ রমণক্রিয়ায় অশ্বের ন্যায় সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ভিষক্‌শ্রেষ্ঠ মুনিগণ বাজীকরণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বাজীকরণস্যাবশ্যকতা

অতিব্যবায়শীলো যো ন চ বাজীক্রিয়ারতঃ। ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রভয়হেতুকম্ ॥
যাহারা বাজীকরণ ঔষধ সেবন করে না অথচ নিয়ত মৈথুনাসক্ত, তাহাদের অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়-হেতু ধ্বজভঙ্গ হয়।

জরয়া চিন্তয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ। ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবণাৎ॥
বার্দ্ধক্য, চিন্তা, ব্যাধি, অতিরিক্ত পরিশ্রম, উপবাস, অল্পাহার, কদাহার এবং অতিরিক্ত স্ত্রী-সম্ভোগজন্য শুক্রের ক্ষয় হয়।

অন্যচ্চ

গ্লানিঃ কম্পোঽবসাদস্তদনু চ কৃশতা ক্ষীণতা চেন্দ্রিয়াণাং শোষোচ্ছ্বাসোপদংশজ্বরগুদজগদাঃ ক্ষীণতা সর্ব্বধাতৌ। জায়ন্তে দুর্নিবারাঃ পবনপরিভবাঃ ক্লীবতা লিঙ্গভঙ্গো বামাবশ্যাতিযোগাদ্ ভজত ইহ সদা বাজিকর্ম্মচ্যুতস্য ॥

বাজীকরণবিহীন হইয়া অতিরিক্ত কামিনীসহবাস করিলে গ্লানি, কম্প, অবসন্নতা, কৃশতা, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শোষ, শ্বাস, উপদংশ, জ্বর, অর্শঃ, সর্ব্বধাতুক্ষয় এবং বাতজরোগসকল ও ধ্বজভঙ্গ হয়।

নরো বাজীকরান্ যোগান্ সম্যক্ শুদ্ধো নিরাময়ঃ। সপ্তত্যন্তং প্রকুর্ব্বীত বর্ষাদূর্দ্ধন্তু ষোড়শাৎ॥
ষোড়শ বৎসর হইতে সপ্ততি বৎসর মধ্যে সুস্থ শরীরে অথচ (বিরেচনাদি দ্বারা) শুদ্ধ দেহে বাজীকরণ করিলে মানব দীর্ঘায়ুঃ ও রতিশক্তিসম্পন্ন হয় এবং বহুস্ত্রীসঙ্গমে কৃতকার্য্য হইতে পারে।

নর্ত্তে বৈ ষোড়শাদ্বর্ষাৎ সপ্তত্যাঃ পরতো ন চ। আয়ুষ্কামো নরঃ স্ত্রীভিঃ সংযোগং কর্ত্তুমর্হতি॥
ষোল বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বালক এবং সপ্ততি বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বৃদ্ধ স্ত্রীসংযোগ করিবে না।

স্থবিরাণাং রিরংসূনাং স্ত্রীণাং বাল্লভ্যমিচ্ছতাম্। যোষিৎপ্রসঙ্গাৎ ক্ষীণানাং ক্লীবানামল্পরেতসাম্॥ বিলাসিনামর্থবতাং রূপযৌবনশালিনাম্। নৃণাঞ্চ বহুভার্য্যাণাং বিধির্বাজীকরো হিতঃ॥ হিতা বাজিকরা যোগাঃ প্রীণয়ন্তি বলপ্রদাঃ। এতেহপি পুষ্টদেহানাং সেব্যাঃ কালাদ্যপেক্ষয়া॥
রমণেচ্ছু বৃদ্ধ, নারীর প্রিয়ত্বাভিলাষী, অতিমৈথুনহেতু দুর্ব্বল, অল্পশুক্র, ক্লীব, বিলাসী, ধনাঢ্য, রূপযৌবনসম্পন্ন এবং বহুস্ত্রীসম্ভোগী, ইহাদের পক্ষেই বাজীকরণ ঔষধসমূহ বিশেষ হিতকারী, প্রীতিকর ও বলপ্রদ। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে সুস্থ শরীরেও বাজীকরণ ঔষধ সেব্য।

বাজীকরণানি

ভোজনানি বিচিত্রাণি পানানি বিবিধানি চ। বাচঃ শ্রোত্রানুগামিন্যস্ত্বচঃ স্পর্শসুখাস্তথা॥ যামিনী সেন্দুতিলকা কামিনী নবযৌবনা। গীতং শ্রোত্রমনোহারি তাম্বূলং মদিরাঃ স্রজঃ॥ গন্ধা মনোজ্ঞা রূপাণি চিত্রান্যুপবনানি চ। মনসশ্চাপ্রতীঘাতো বাজীকুর্ব্বন্তি মানবম্॥
বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, রসনাতৃপ্তিকারক আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্য সেবন, শ্রুতিসুখকর রমণীয় বাক্যালাপ, স্পর্শসুখ, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি, নবযৌবনা কামিনীসহবাস, শ্রুতিসুখদায়ক ও মনোহর সঙ্গীত, তাম্বূলসেবন এবং মদ্যপান, মনোরম গন্ধদ্রব্য ও মাল্যধারণ, বিচিত্র চিত্রদর্শন, উদ্যানকেলি ও মানসিক অপ্রতিঘাত বিষয়সকল বাজীকরণার্থ উৎকৃষ্ট।

যৎ কিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু। হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্‌বৃষ্যমুচ্যতে॥
যে কোন আহার্য্যদ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকর, গুরু ও মনের আহ্লাদজনক, তৎসমুদয়ই বৃষ্য।

পিপ্পলীলবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা। সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্॥
(ক্ষীরসর্পিষা ক্ষীরোত্থসর্পিষা ন তু ক্ষীরঞ্চ ঘৃতঞ্চেত্যেকবদ্ভাবঃ ক্ষীরপক্কেন লবণস্য সংযোগ-বিরুদ্ধত্বাদিতি চক্রটীকা।)
ছাগলের অণ্ডকোষদ্বয় অল্প পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবের সহিত দুগ্ধোত্থ ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে বহু কামিনীসঙ্গমে সমর্থ হয়।

বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতানসকৃৎ তিলান্। যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ॥
(অসকৃদিতি সপ্তধা, যদ্যপি বস্তমাংসস্য ক্ষীরেণ সহ বিরোধো দর্শিতস্তথাপি তৎ সামান্যবচনমিদং পুনরপবাদরূপং বিশিষ্টবস্তাণ্ডবিষয়তয়া ন বিরোধমাহুরিতি শিবদাসঃ।)

ছাগলের অণ্ডকোষের দ্বারা পক্ক দুগ্ধে তিলতণ্ডুল সাতবার ভাবনা দিয়া ভক্ষণ করিলে বহুস্ত্রীগমনে সামর্থ্য হয়।

ঘৃতভৃষ্টমাষবিদলং দুগ্ধসিদ্ধঞ্চ শর্করাবিমিশ্রম্। ভুক্ত্বা সদৈব কুরুতে তরুণীশতমৈথুনং পুরুষঃ॥
মাষকলাই ঘৃতে ভাজিয়া চিনির সহিত দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

শতাবরীশৃতং ক্ষীরং প্রপিবেৎ সিতয়া যুতম্। রমমাণস্য বিরতিং মৃদুতাং যাতি নেন্দ্রিয়ম্॥
শতমূলী ২ তোলা, দুগ্ধ ১ পোয়া, জল ১ সের, শেষ ১ পোয়া। ইহা চিনির সহিত পান করিলে রক্তিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

বৃদ্ধশাল্মলিমূলস্য রসং শর্করয়া সমম্। প্রয়োগাদস্য সপ্তাহাজ্জায়তে রেতসোঽম্বুধিঃ॥
প্রাচীন শিমুলবৃক্ষের মূলের রস সমপরিমিত চিনির সহিত সপ্তাহকাল সেবন করিলে অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হয়।

লঘুশাল্মলিমূলেন তালমূলীং সুচূর্ণিতাম্। সর্পিষা পয়সা পীত্বা রতৌ চটকবদ্ ভবেদ্॥
কচি-শিমুলের মূল ও তালমূলীর চূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে চটক পক্ষীর ন্যায় রমণসামর্থ্য জন্মে।

চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুকৃতং স্বরসেনৈব ভাবিতম্। সর্পিঃক্ষৌদ্রযুতং লীঢ্বা শতং গচ্ছেদ্ বরাঙ্গনাঃ॥
ভূমিকুষ্মাণ্ডের চূর্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ডের রসে সপ্তধা ভাবিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিল বহুস্ত্রীগমনের সামর্থ্য হয়।

এবমামলকং চূর্ণং স্বরসেনৈব ভাবিতম্। শর্করামধুসর্পির্ভির্যুক্তং লীঢ্বা পয়ঃ পিবেৎ। এতেনাশীতিবর্ষোঽপি যুবেব পরিহৃষ্যতে॥
ঐরূপ আমলকীচূর্ণ আমলকীর রসে সপ্তধা ভাবিত করিয়া ঘৃত, চিনি ও মধুর সহিত লেহন করিয়া অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধ পান করিবে। তাহাতে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধও তরুণস্পর্দ্ধী হয়।

বিদারীমূলকল্কন্তু ঘৃতেন পয়সা নরঃ। উড়ুম্বরসমং পীত্বা বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
উড়ুম্বর ফল পরিমাণ ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধসহ সেবন করিলে বৃদ্ধও যুবার ন্যায় সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়।

উচ্চটাচূর্ণমপ্যেবং ক্ষীরেণোত্তমমুচ্যতে। শতাবর্য্যুচ্চটাচূর্ণং পেয়মেব সুখার্থিনা॥
(উচ্চটা শ্বেতদূর্ব্বারিকা স্বল্পবিটপঃ প্রায়শো হিমবতি সরযূ নদীতীরে দৃশ্যতে। ইতি সুশ্রুত টীকায়াং ডল্লনাচার্য্যঃ। চিঃ ২৬ অঃ—)
শ্বেতকুঁচমূল (ডল্লন মতে শ্বেতদূর্ব্বারিকা) চূর্ণ অথবা শতমূলী ও শ্বেতকুঁচমূলচূর্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিলে স্ত্রী-সহবাসে যথেষ্ট সুখলাভ হয়।

স্বয়ং গুপ্তেক্ষুরকয়োর্বীজং সমধুশর্করম্। ধারোষ্ণেন নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ॥
আলকুশীবীজ ও কোকিলাক্ষবীজ চূর্ণ করিয়া মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত করত ধারোষ্ণ দুগ্ধ-সহ সেবন করিলে অত্যধিক স্ত্রীসঙ্গমেও শরীরের ক্ষয় হয় না।

কর্ষং মধুকচূর্ণস্য ঘৃতক্ষৌদ্রসমন্বিতম্। পয়োঽনুপানং যো লিহ্যান্নিত্যবেগঃ স না ভবেৎ॥
ঘৃত ও মধু মিশ্রিত ২ তোলা যষ্টিমধুচূর্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিলে অক্ষয় কামবেগ হয়।

গোক্ষুরকঃ ক্ষুরকঃ শতমূলী বানরিনাগবলাতিবলা চ। চূর্ণমিদং পয়সা নিশি পেয়ং যস্য গৃহে প্রমদাশতমস্তি॥

গোক্ষুর, কোকিলাক্ষবীজ, শতমূলী, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে ও পীতবেড়েলা, ইহাদের চূর্ণ দুগ্ধসহ রাত্রিতে সেবন করিলে বহু রমণীসঙ্গম করিতে সমর্থ হয়।

আর্দ্রাণি মৎস্যমাংসানি শফরীর্বা সুভর্জ্জিতাঃ। তপ্তে সর্পিষি যঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ স্ত্রীষু ন ক্ষয়ম্॥

সদ্যোমাংস ও মৎস্য, বিশেষতঃ পুঁটিমৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে প্রত্যহ স্ত্রীসম্ভোগ করিয়াও ক্ষীণশুক্র হয় না।

তাপিঞ্জধাতুমধুপারদলৌহচূর্ণং পথ্যাশিলাজতুবিড়ঙ্গঘৃতানি লিহ্যাৎ। একাগ্রবিংশতিদিনানি গদার্দ্দিতোঽপি সাশীতিকোঽপি রময়েৎ প্রমদাং যুবেব॥

একুশদিনব্যাপী স্বর্ণমাক্ষিক, পারদভস্ম, লৌহচূর্ণ ও মধু কিংবা হরীতকী, শিলাজতু ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের চূর্ণ ঘৃতসহ লেহন করিলে জরাগ্রস্তও যুবার মত স্ত্রীসম্ভোগে সমর্থ হয়।

অত্যন্তমুষ্ণকটুতিক্তকষায়মম্লং ক্ষারঞ্চ শাকমথবা লবণাধিকঞ্চ। কামী সদৈব রতিমান্ বনিতাভিলাষী নো ভক্ষয়েদিতি সমস্তজনপ্রসিদ্ধিঃ॥

যে ব্যক্তি কামী, বনিতাভিলাষী এবং সদা রতিমান্, তাহার পক্ষে অত্যন্ত উষ্ণ, কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল এবং ক্ষার, শাক ও অধিক লবণ ভোজন কর্ত্তব্য নহে।

নারসিংহ-চূর্ণম্

শতাবরীরজঃপ্রস্থং প্রস্থং গোক্ষুরকস্য চ। বারাহ্যা বিংশতিপলং গুড়ূচ্যাঃ পঞ্চবিংশতিঃ॥ ভল্লাতকানাং দ্বাত্রিংশচ্চিত্রকস্য দশৈব তু। তিলানাং শোধিতানাঞ্চ প্রস্থং দদ্যাৎ সুচূর্ণিতম্॥ ত্র্যূষণস্য পলান্যষ্টৌ শর্করায়াশ্চ সপ্ততিঃ। মাক্ষিকং শর্করার্দ্ধেন মাক্ষিকার্দ্ধেন বৈ ঘৃতম॥ শতাবরীসমং দেয়ং বিদারীকন্দজং রজঃ। এতদেকীকৃতং চূর্ণং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥ পলার্দ্ধমুপযুঞ্জীত যথেষ্টঞ্চাপি ভোজনম্। মাসৈকমুপযোগেন জরাং হন্তি রুজামপি॥ বলীপলিতখালিত্য-মেহপাণ্ড্বাঢ্যপীনসান্। হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি তথাষ্টাবুদরাণি চ॥ ভগন্দরং মূত্রকৃচ্ছ্রং গৃধ্রসীঞ্চ হলীমকম্। ক্ষয়ঞ্চৈব মহাশ্বাসান্ পঞ্চ কাসান্ সুদারুণান্॥ অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্। বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চাপি সংসৃষ্টান্ সান্নিপাতিকান্। সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ স কাঞ্চনাভো মৃগরাজবিক্রমস্তুরঙ্গমঞ্চাপ্যনুযাতি বেগতঃ। স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি সোঽতিরেকং প্রকৃষ্টদৃষ্টিশ্চ যথা বিহঙ্গঃ। পুত্রান্ সংজনয়েদ্ বীরান্ নরসিং-হনিভাংস্তথা নারসিংহমিদং চূর্ণং সর্ব্বরোগহরং নৃণাম্॥ বারাহীকন্দসংজ্ঞস্তু চর্ম্মকারালুকো মতঃ। পশ্চিমে ঘৃষ্টিশব্দাখ্যো বরাহলোমবানিব॥

শতমূলীচূর্ণ ২ সের, গোক্ষুরবীজ ২ সের, চুব্ড়ি আলু ২।।০ সের, গুলঞ্চ ২৫ পল, ভেলাচূর্ণ ৪ সের, চিতামূলচূর্ণ ১।০ সের, তিলতণ্ডুল ২ সের, ত্রিকটুচূর্ণ (মিলিত) ১ সের, চিনি ৮ সের ৩ পোয়া, মধু ৪ সের ৬ ছটাক, ঘৃত ২ সের ৩ ছটাক, ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ২ সের। এই সমুদয় একত্র করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—৪ তোলা। ইহা এক মাস সেবন করিলে অষ্টাদশবিধ কুষ্ঠ, ভগন্দর ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানাবিধ রোগ ও জরা বিনষ্ট হয় এবং বল, বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হয়।

গুড়কুষ্মাণ্ডকম্

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্। প্রস্থং ঘৃতস্য তৈলস্য তস্মিংস্তপ্তে নিধাপয়েৎ॥

ত্বক্‌পত্রধান্যকব্যোষ-জীরকৈলাদ্বয়ানলম্। গ্রন্থিকং চব্যমাতঙ্গ-পিপ্পলীবিশ্বভেষজম্॥ শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ প্রলম্বং তালমস্তকম্। চূর্ণীকৃতং পলাশঞ্চ গুড়স্য তুলয়া পচেৎ॥ শীতীভূতে পলান্যষ্টৌ মধুনঃ সংপ্রদাপয়েৎ। কফপিত্তানিলহরং মন্দাগ্নীনাঞ্চ শস্যতে॥ কৃশানাং বৃংহণং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমম্। প্রমদাসু প্রসক্তানাং যে চ স্যুঃ ক্ষীণরেতসঃ॥ ক্ষয়েণ চ গৃহীতানাং পরমেতদ্ ভিষগ্‌জিতম্। কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং হন্তি ছর্দ্দিমরোচকম্। গুড়কুষ্মাণ্ডকং খ্যাতমশ্বিভ্যাং সমুদাহৃতম্। খণ্ডকুষ্মাণ্ডবৎ পাত্রং স্বিন্নকুষ্মাণ্ডকদ্রবঃ॥

ত্বক্ ও বীজ রহিত সুপক্ক কুষ্মাণ্ডশস্য কিঞ্চিৎ জল দিয়া উৎস্বিন্ন ও বস্ত্রে নিপীড়ন করিবে। পরে রৌদ্রে শোষিত ও শিলায় পিষ্ট সেই কুষ্মাণ্ডশস্য ১২।।০ সের, ভর্জ্জনার্থ ঘৃত ২ সের, তিলতৈল ২ সের, পুরাতন গুড় ১২।।০ সের, কুষ্মাণ্ডজল ১৬ সের। প্রক্ষেপার্থ—গুড়ত্বক্, তেজপত্র, ধনে, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বড় এলাইচ, ছোট এলাইচ, চিতামুল, পিপুলমুল, চই, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, পানিফল, কেশুর, তালাঙ্কুর ও তালের মাতী প্রত্যেক ১ পল। শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ পুষ্টিকর, শুক্রজনক ও কাসাদি বিবিধ রোগনাশক।

বৃহচ্ছতাবরী-মোদক

শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা। মর্কটীক্ষুরবীজঞ্চ বিদারীকন্দজং রজঃ॥ এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ। তস্মাচ্চতুর্গুণং দেয়ং ত্রৈলোক্যবিজয়ারজঃ॥ এতদেকীকৃতং যাবৎ তদর্দ্ধং মাহিষং পয়ঃ। তাবন্মাত্রেণ দাতব্যঃ শতাবর্য্যা রসস্তথা॥ বিদার্য্যাঃ স্বরসপ্রস্থং সিতাপলশতদ্বয়ম্। গোলয়িত্বা সিতাঞ্চৈব পাত্রে তাম্রময়ে দৃঢ়ে॥ পাচয়েৎ পাকবিদ্বৈদ্যো মোদকং পরমং হিতম্। ত্র্যষণং ত্রিফলা দন্তী ত্রিজাতং সৈন্ধবং শটী॥ ধন্যাকং বালকং মুস্তং কস্তুরী গোস্তনী তুগা। জাতীকোষফলং মাংসী পত্রং বারেন্দ্রপত্রকম্॥ শতপুষ্পা চবী দারু প্রিয়ঙ্গু সলবঙ্গকম্। সরলং শৈলজং কুন্তী (কুষ্ঠং) জাতীপুষ্পং যমানিকা॥ কট্‌ফলং কেশরং মেথী মধুকং সুরদারু চ (দেবতাড়কম্)। মিষী তালীশপত্রঞ্চ খর্জ্জুরং রসগন্ধকৌ॥ চন্দনং তগরং ক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।* আলোড্য ত্রিসুগন্ধেন কর্পুরেণাধিবাসয়েৎ॥ কাঞ্চনে রাজতে পাত্রে স্থাপ্যমেতদ্ ভিষগ্বরৈঃ। কর্ষপ্রমাণঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরঞ্চানুপিবেৎ পলম্॥ প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েৎ তু বিচক্ষণঃ। ভজতে প্রমদাশতং ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥ ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যং শুক্রসংজননং পরম্। ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধিং পঞ্চকাসান্ সুদুস্তরান্॥ বাতজান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব কফজান্ সান্নিপাতিকান্। হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি বাতরক্তাদিকানি চ॥ প্রমেহং শ্লীপদং শোথং লক্ষ্মীকান্তিবিবর্দ্ধনম্। সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতানন্যান্ জনার্দ্দন ইবাসুরান্। নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে বাজিকর্ম্মসু॥ স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্। ক্লীবানামল্পশুক্রাণাং জীর্ণানামল্পতেজসাম্। ওজস্তেজস্করং বৃদ্ধিমায়ুঃ প্রাণং বিবর্দ্ধয়েৎ॥ (* কর্ষসম্মিত-মিত্যত্র কোলসম্মিতমিতি সুখবোধ-সংগ্রহধৃতঃ পাঠঃ।)

শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলামূল; গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়াবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেক চূর্ণ ১ পল, সিদ্ধিচূর্ণ ২৮ পল, মাহিষদুগ্ধ ১৭।।০ পল, শতমূলীর রস ১৭।।০ পল, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস ৪ সের, চিনি ২৫ সের। এই সকল তাম্রপাত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে পশ্চাল্লিখিত দ্রব্যসকল প্রক্ষেপ দিবে। প্রক্ষেপ্যদ্রব্য—ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, সৈন্ধব, শঠী, ধনে, বালা, মুতা, কস্তুরী, দ্রাক্ষা, বংশলোচন, জৈত্রী, জায়ফল, জটা-মাংসী, তেজপত্র, বারেন্দ্রপত্র (পচাপাতা) শুল্‌ফা, চৈ, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরলকাষ্ঠ, শৈলজ, গুগ্‌গুলু, জাতীপুষ্প, যমানী, কট্‌ফুল, নাগেশ্বর, মেথী, যষ্টিমধু, দেবদারু, মৌরী, তালীশপত্র,

পিণ্ডখর্জ্জুর, পারদ, গন্ধক, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও যবক্ষার প্রত্যেক ২ তোলা। পাক সম্পন্ন হইলে গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ এবং কর্পূর দ্বারা সুবাসিত করিবে। মাত্রা—২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—দুগ্ধ ১ পল। প্রাতঃকালে বা আহারের পুর্ব্বে সেবনীয়। ইহাতে শুক্রবৃদ্ধি, ধাতুপুষ্টি এবং কাস ক্ষয় কুষ্ঠ বাতরক্ত প্রমেহ প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়। ইহা কান্তিবর্দ্ধক এবং অনপত্য ও দুর্ব্বল, ক্লীব, অল্পশুক্র বা ক্ষীণতেজা ব্যক্তিদের বিশেষ উপকারক।

রতিবল্লভো মোদক

শক্রাশনস্য বীজানাং চূর্ণানি পলপঞ্চ চ। হবিষঃ কুড়বঞ্চৈকং সিতাপ্রস্থং প্রগৃহ্য চ॥ শতাবরীরসপ্রস্থং তথা শক্রাশনস্য চ। গব্যমাজং পয়ঃপ্রস্থং ততঃ প্রস্থদ্বয়ং পচেৎ॥ ধাত্রীদ্বিজীরকং মুস্তং ত্বগেলাপত্রকেশরম্। আত্মগুপ্তা চাতিবলা তালাঙ্কুরকশেরুকম্॥ শৃঙ্গাটকং ত্রিকটুকং ধান্যমভ্রঞ্চ বঙ্গকম্। পথ্যা দ্রাক্ষা চ কাকোল্যৌ খর্জ্জুরং ক্ষুরকং তথা॥ কটুকা মধুকং কুষ্ঠং লবঙ্গং সারসৈন্ধবম্। যমানী চাজমোদা চ জীবন্তী গজপিপ্পলী॥ প্রত্যেকং কর্ষমেকন্তু চুর্ণিতানি শুভানি চ। কুড়বার্দ্ধং পাকশেষে মধুনঃ প্রক্ষিপেৎ ততঃ॥ মৃগাণ্ডজং সকর্পূরং যথালাভং বিনিঃক্ষিপেৎ। রতিবল্লভনামায়ং সেব্যমানো মহারসঃ॥ পরমোজস্করো বল্যো বাতব্যাধিবিনাশনঃ। বাতপিত্তহরে বৃষ্যো দৃষ্টিসন্দীপনঃ পরঃ॥ পিত্তশ্লেষ্মাস্রপিত্তঘ্নো বিষগুল্মজ্বরাপহঃ। পাতব্য এষ মন্দাগ্নি-রোগাণাং ক্ষয়হেতুকঃ। ন ভবেল্লিঙ্গশৈথিল্যং বৃদ্ধানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥ যস্য গেহে সদা বহ্ব্যঃ পত্ন্যঃ স্যুঃ সুমনোহরাঃ। রসঃ সেব্যঃ সদৈবায়ং মোদকো রতিবল্লভঃ॥

সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৫ পল, ঘৃত ৪ পল, চিনি ২ সের, শতমূলীর রস ৪ সের, সিদ্ধির ক্বাথ ৪ সের, গব্যদুগ্ধ ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের। প্রক্ষেপার্থ—আমলা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুতা, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, তালের অঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, ত্রিকটু, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, দ্রাক্ষা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, পিণ্ডখর্জ্জুর, কুলেখাড়াবীজ, কট্‌কী, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপ্পলী প্রত্যেক ২ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে মধু ২ পল মিশ্রিত করিয়া মৃগনাভি ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা হইতে ১ তোলা। ইহা সেবন করিলে বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগের শান্তি এবং বল, বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়। ইহা বাতাদি দোষত্রয়নাশক, বৃষ্য ও দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক এবং বহুপত্নীকের বিশেষ আদরণীয়।

কামেশ্বরো মোদক (তন্ত্রান্তরে)

চূর্ণাংশং গগনং ঘনার্দ্ধবিমলং গন্ধঞ্চ কুষ্ঠামৃতা মেথী মোচরসো বিদারিমুষলী গোক্ষুরকঞ্চেক্ষুরঃ। ভীরুশ্চৈব কশেরুকং যমানিকা তালাঙ্কুরং ধান্যকম্ যষ্টী নাগবলা তিলা মধুরিকা জাতীফলং সৈন্ধবম্॥ ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকম্ চাতুর্জ্জাতং পুনর্নবা করিকণা দ্রাক্ষা শঠী কট্‌ফলম্। শাল্মল্যস্থিগ্র ফলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ চূর্ণার্দ্ধা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যমিশ্রন্তু তৎ॥ কর্ষার্দ্ধা গুড়িকাথকর্ষমথবা সেব্যা সতা সর্ব্বদা পেয়ং ক্ষীরমনু স্ববীর্য্যকরণে স্তম্ভেহপ্যয়ং কামিনাম্॥ (বামাবশ্যকর ইত্যাদি গুণাঃ সম্যঙ্মারিতমভ্রকমিত্যাদিনোক্তস্য কামেশ্বরস্য সমাঃ। অংশশ্চতুর্থো ভাগঃ কুষ্ঠাদিকবীজপর্য্যন্তচূর্ণানামংসমভ্রকম্। অভ্রার্দ্ধং গন্ধকং, বিমলং নির্ম্মলম্। চূর্ণার্দ্ধা বিজয়েতি অভ্রাদিসর্ব্বচূর্ণানামর্দ্ধা। ঘৃতমধু মোদকরণযোগ্যম্।)

কুড়, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়াবীজ, শতমূলী, কেশুর, যমানী, তালাঙ্কুর, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, তিলতণ্ডুল, মৌরি, জায়ফল, সৈন্ধব, বামুনহাটি,

কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপ্পলী, দ্রাক্ষা, শঠী, কট্ফল, শিমুলমূল, ত্রিফলা ও আলকুশীবীজ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, এই সমুদয় চূর্ণের সিকি অভ্র, অভ্রের অর্দ্ধেক গন্ধক। এই সকলের অর্দ্ধেক সিদ্ধি। সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ চিনি। উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহার মাত্রা—১।২ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে বীর্য্যবৃদ্ধি ও বীর্য্যস্তম্ভ হয়।

মোফরবা ইতি প্রসিদ্ধং

যবনকৃতমৌষধম্

জাতীপল্লবনাগকেশরকণাককোলমজ্জাফলং শ্যামাকট্ফলশারিবাগুরুবচামুস্তং শটী মস্তকী। মাংসী শাল্মলিধাতকী কটুলতাগোক্ষুরমেথী বরী বীজং বানরি কোকিলাক্ষি চ গুহা ধূর্ত্তঃ পরং পঙ্কজম্॥ কুষ্ঠং রোৎপলকেশরঞ্চ মধুকং শ্রীখণ্ডজাতীফলং চূর্ণং কন্দবিদারিমূষলিযুতা রম্ভা প্রিয়ঙ্গোঃ ফলম্। জীবদ্বন্দ্বসবিশ্বমূষণবরা এলা ত্বচো ধান্যকং চীনীচোপসমুদ্রশোষশিখরং চাকারকরভং কচম্॥ ইন্দুং কুঙ্কুমনাভিজং সগগনং চূর্ণং সমং কারয়েৎ স্বর্ণং তারভুজঙ্গবঙ্গময়সাবজ্রং তথা তাম্রকম্। মুক্তাশাম্ভবতালকানি বিধিনা শুদ্ধং মৃতং যোজয়েৎ তুর্য্যাংশং বিজয়াদলস্য বিমলং চূর্ণং ততো দাপয়েৎ॥ তেষামর্দ্ধাংশযুক্তা বিমলতরসিতা ক্ষৌদ্রমেবং সিতাংশং তোয়ং স্বল্পং প্রদেয়ং মৃদুতরদহনৈর্লেহ-সিদ্ধির্বিধেয়া। শীতে ক্ষিপ্তা চ চূর্ণং ঘৃতপরিলুলিতং ঘট্টয়েৎ তচ্চ দর্ব্যা ম্লেচ্ছেনোক্তঃ সুলেহো মুফর ইতি মতঃ সেব্যতাং সর্ব্বকালম্॥ কামাং বামাপ্রমোদং সকলগদহরং রাজযোগ্যং প্রদিষ্টম্॥

(অপরগুণা বৃহৎকামেশ্বরস্যেব। মজ্জফলং মাজুফলমিতি প্রসিদ্ধং বণিগ্দ্রব্যমেবং মস্তকীতি, গুহা বদরীফলশস্যং, ধূর্ত্তো ধুস্তূরবীজং, চীনীচোপঃ চোপচিনীতি প্রসিদ্ধং কাষ্ঠবন্মূলং সিংহলাদৌ প্রসিদ্ধং, সমুদ্রশোষঃ হিজ্জলবীজং, শিখরং লবঙ্গং, আকারকরভং আকরকরা ইতি খ্যাতম্, কচং বালা, ইন্দুঃ কর্পূরং, শাম্ভবো রসঃ।)

জাতীপত্র, নাগকেশর, পিপুল, কঙ্কোল, মাজুফল, শ্যামালতা, কট্ফল, অনন্তমূল, অগুরু, বচ, মুতা, শটী, রুমিমস্তকী, জটামাংসী, শিমুলমূল, ধাইফুল, কট্কী, গোক্ষুরবীজ, মেথী, শতমূলী, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়াবীজ, কুল আঁটির শস্য, ধুতুরাবীজ, পদ্ম, কুড়, পদ্মকেশর, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, জায়ফল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, কদলী, প্রিয়ঙ্গু, জীবক, ঋষভক, শুঁঠ, মরিচ, ত্রিফলা, এলাইচ, দারুচিনি, ধনে, তোপচিনি, হিজলবীজ, লবঙ্গ, আকরকরা, বালা, কর্পূর, কুঙ্কুম, মৃগনাভি, অভ্র, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসা, বঙ্গ, লৌহ, হীরা, তাম্র, মুক্তা, রসসিন্দূর ও হরিতাল প্রত্যেক সমভাগ, সিদ্ধিচূর্ণ সকল চূর্ণের সিকি, সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক চিনি, চিনির সমান মধু। অল্প জল দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। লেহবৎ হইলে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে বল, বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি এবং দেহের পুষ্টি হয়।

কামাগ্নিসন্দীপনো মোদক

কর্ষো রসো গন্ধকমভ্রকঞ্চ দ্বিক্ষারচিত্রে লবণানি পঞ্চ। শটী যমানীদ্বয়-কীটহারিতালীশপত্রাণ্যপরং দ্বিকর্ষম্॥ জীরং চতুর্জ্জাতলবঙ্গজাতীফলঞ্চ কর্ষত্রয়মেবমন্যৎ। সবৃদ্ধদারং কটুকত্রয়ঞ্চ তথা চতুষ্কর্ষমিতং নিবোধ॥ ধন্যাকযষ্টী মধুরী কশেরু কর্ষাঃ পৃথক্ পঞ্চ বরী বিদারী। বরেভকর্ণেভবলাত্মগুপ্তাবীজং তথা গোক্ষুরবীজযুক্তম্॥ সবীজপত্রেন্দ্ররজঃ সমানং সমা সিতা ক্ষৌদ্রঘৃতঞ্চ তুল্যম্। কর্ষৈকমিন্দোরথ মোদকং তৎ কামাগ্নিসন্দীপনমেতদুক্তম্॥ বৃষ্যস্ত্বতঃ পরতরং সততং ন দৃষ্টমেনং নিষেব্য মনুজঃ

প্রমদাসহস্রম্। গচ্ছন্ন লিঙ্গশিথিলত্বমবাপ্নয়াচ্চ নাগাধিপং বিজয়তে বলতঃ প্রমত্তম্॥ কান্ত্যা হুতাশনমপি স্বরতো ময়ূরান্ বাহং জবেন নয়নেন মহাবিহঙ্গম্। বাতানশীতিমথ পিত্তগদং সমগ্রং শ্লেষ্মোত্থবিংশতিরুজঃ পরমগ্নিমান্দ্যম্॥ দুর্নামকামলভগন্দরপাণ্ডুরোগমেহাতিসারক্রিমিহৃদ্‌গ্রহণীপ্রদোষান্। কাসজ্বরশ্বসনপীনসপার্শ্বশূলশূলাম্লপিত্তসহিতাংশ্চিরজান্ সমস্তান্॥ হত্বা গদানপি চ তৎ পুমপত্যকারি সর্ব্বর্ত্তুপথ্যমথ সর্ব্বসুখপ্রদায়ি। বৃষ্যং বলীপলিতহারি রসায়নং স্যাৎ শ্রীমূলদেবকথিতং পরম্ প্রশস্তম্॥

পারদ, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শঠী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, তালীশপত্র প্রত্যেক ২ তোলা, জীরা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, ত্রিকটু প্রত্যেক ৬ তোলা, ধনে, যষ্টিমধু, মৌরি, কেশুর প্রত্যেক ৮ তোলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ত্রিফলা, হস্তিকর্ণপলাশমূল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক ১০ তোলা, এই সমুদয় চূর্ণের সমান সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ। চিনি, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক সর্ব্বসমান মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিবে। মাত্রা—।।০ তোলা হইতে ১ তোলা। এরূপ বৃষ্য ঔষধ প্রায় দেখাই যায় না। ইহা সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, অর্শঃ ও মেহ প্রভৃতি রোগের ধ্বংস এবং বল, বীর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্রিয়শক্তি, কান্তি ও দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতির বিশেষ বৃদ্ধি হয়।

মদনমোদক

ত্রৈলোক্যবিজয়াপত্রং সবীজং ঘৃতভর্জ্জিতম্। সমে শিলাতলে পশ্চাচ্চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্॥ ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী কুষ্ঠং সৈন্ধবধান্যকম্। শঠী তালীশপত্রঞ্চ কট্‌ফলং নাগকেশরম্॥ যমানী চাজমোদা চ যষ্টিমধুকমেব চ। মেথী জীরকযুগ্মঞ্চ গৃহীত্বা স্বল্পভর্জ্জিতম্॥ যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তদৌষধম্। তাবত্যেব সিতা দেয়া যাবত্যা যাতি বন্ধনম্॥ ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকং পরিকল্পয়েৎ। ত্রিসুগন্ধিসমাযুক্তং কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥ স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাণ্ডে চ শ্রীমন্মদনমোদকম্। ভক্ষয়েদ্ প্রাতরুত্থায় বাতশ্লেষ্মনিবারণম্॥ কাসঘ্নং সর্ব্বশূলঘ্নমামবাতবিনাশনম্। সর্ব্বরোগহরঞ্চৈতৎ সংগ্রহগ্রহণীহরম্॥ এতস্য সততাভ্যাসাদ্ বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে। এতৎ কামস্য বৃদ্ধ্যর্থং নারদপ্রতিপাদিতম্॥ ব্রহ্মণঃ প্রমুখাৎ শ্রুত্বা বাসুদেবো জগৎপতিঃ। তেন লক্ষং বরস্ত্রীণাং রমতে যদুনন্দনঃ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, কুড়, সৈন্ধব, ধনে, শঠী, তালীশপত্র, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, যোয়ান, বন যোয়ান, যষ্টিমধু, মেথী, ঈষৎ ভর্জ্জিত জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক সমভাগ, সর্ব্বসমান ঘৃতভর্জ্জিত বীজসহিত সিদ্ধিচূর্ণ। উপযুক্ত পরিমাণে চিনি, ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। পরে গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও কর্পূর দ্বারা অধিবাসিত করিয়া প্রাতঃকালে ইহা সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মজ রোগ, কাস, শূল ও গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ রোগ নাশ ও বলবীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়।

খণ্ডাম্রকম্

পক্বচূতরসদ্রোণঃ পাত্রং স্যাচ্ছুদ্ধখণ্ডতঃ। ঘৃতমর্দ্ধং ততো গ্রাহ্যং চতুর্থাংশঞ্চ নাগরম্॥ তদর্দ্ধং মরিচং প্রোক্তং তদর্দ্ধা পিপ্পলী মতা। তোয়ং খণ্ডসমং দদ্যাৎ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্॥ বিপচেন্মৃন্ময়ে পাত্রে যদা দর্ব্বীপ্রলেপনম্। চূর্ণান্যেষাং ততে দদ্যাৎ পত্রং পলচতুষ্টয়ম্। গ্রন্থিকং চিত্রকং* মুস্তং ধন্যাকং জীরকদ্বয়ম্। ত্র্যূষণং জাতিতালীশং চূর্ণমেষাং পলং পলম্॥ ত্বগেলাকেশরাণাঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং

* চিত্রকমিত্যত্র চব্যমিতি বা পাঠঃ।

তথা। সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ প্রস্থং দত্ত্বা বিঘট্টয়েৎ॥ তৎ সর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ। ভোজনাদাবতঃ খাদেৎ পলমানং প্রমাণতঃ॥ গচ্ছেৎ কন্দর্পতুল্যাঙ্গো রাগবেগাকুলেন্দ্রিয়ঃ। শতং বাপি তদৰ্দ্ধং বা রমেৎ স্ত্রীণাং পুমানয়ম্॥ সংসেব্য ভেষজং হ্যেতদ্ বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতম্। বীরং সর্ব্বগুণোপেতং শতায়ুশ্চ ভবেদয়ম্॥ মৃতবৎসা চ যা নারী যা চ গর্ভোপঘাতিনী। সাপি সূতে সুতং সত্যং নারায়ণপরায়ণম্॥ বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে। তুরঙ্গ ইব সংহৃষ্টো মাতঙ্গ ইব বিক্রমী॥ সদা ভেষজসংসেবী ভবেন্মারুতবেগবান্। হন্তি সৰ্ব্বাময়ং ঘোরং কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা॥ দুর্নামাজীর্ণকঞ্চৈব অম্লপিত্তং সুদারুণম্। তৃষ্ণাং ছর্দ্দিঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ শূলমষ্টবিধং জয়েৎ॥ খণ্ডাম্রকমিদং প্রোক্তং ভার্গবেণ স্বয়ম্ভুবা। বয়স্যং মেধ্যমায়ুষং সর্ব্বপাপবিনাশনম্॥ গ্রহরক্ষঃ পিশাচঘ্নমপস্মারবিনাশনম্। পাণ্ডুরোগং প্রমেহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ॥ বশ্যা যোষিত্তবেৎ পুংসাং পুমান্ বশ্যশ্চ যোষিতাম্। দৃষ্টং বারসহস্রঞ্চ কথমত্র বিচারণা॥

সুপক্ক মধুরাম্র রস ৬৪ সের, চিনি ৮ সের, গব্যঘৃত ৪ সের, শুঁঠচূর্ণ ৮ পল, মরিচচূর্ণ ৪ পল, পিপুলচূর্ণ ২ পল, জল ৮ সের ; এই সমুদায় একত্র করিয়া বিধিপূর্ব্বক মৃৎপাত্রে পাক করিবে। পরে হাতায় লাগে এরূপ ঘন হইলে তেজপত্রচূর্ণ ৪ পল, গেঁটেলা, চিতামূল (পাঠান্তরে—চৈ), মুতা, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, জায়ফল, তালীশপত্র, গুড়ত্বক্, এলাইচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ পল প্রক্ষেপ দিবে। শীতল হইলে মধু ৪ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৮ তোলা (ব্যবহার ২ তোলা)। আহারের পূর্ব্বে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে শ্বাস, কাসাদি বিবিধ রোগ নষ্ট এবং বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়।

সুরসুন্দরীগুড়িকা

অভ্রকং মাক্ষিকং বজ্রং কান্তং হেম সমং সমম্। সর্ব্বাণি সমভাগ্যানি সূতযুক্তানি কারয়েৎ॥ গোলকঞ্চ ততঃ কৃত্বা পক্কং নিচুলবারিণা। ততস্তং পুটপাকেন স্তম্ভয়িত্বা প্রযত্নতঃ॥ বাহ্যে চাস্যাপি লিপ্ত্বা চ বক্ত্রস্থা গুড়িকোত্তমা স্তম্ভয়েচ্ছস্ত্রসংঘাতং বিষরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥ অব্দেনৈকেন বক্ত্রস্থা বয়ঃস্তম্ভং করোতি চ। বলীপলিতহন্ত্রীয়ং গুড়িকা সুরসুন্দরী॥

অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হীরক, লৌহ, স্বর্ণ ও পারদ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া হিজলের রসে মাড়িয়া পুটপাক করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে বলবীর্য্য বৰ্দ্ধিত এবং বয়ঃ স্তম্ভিত হয়।

বানরীবটিকা

বীজানি কপিকচ্ছূনাং কুড়বমিতানি স্বেদয়েচ্ছনকৈঃ। প্রস্থে গোভবদুগ্ধে তাবদ্যাবদ্ভবেদ্গাঢ়ম্॥ ত্বগ্রহিতানি চ কৃত্বা সূক্ষ্মং সম্পেষয়েৎ তানি। পিষ্টিকায়া লঘুবটিকাঃ কৃত্বা গব্যে পচেদাজ্যে॥ দ্বিগুণিতশর্করোপেতা বটিকাঃ শর্করয়া লেপ্যাঃ। বটিকা মাক্ষিকমধ্যে মজ্জনযোগ্যে বিরলাঃ স্থাপ্যাঃ॥ পঞ্চটঙ্কমিতাভাস্ত প্রাতঃ সায়ঞ্চ ভক্ষয়েৎ। অনেন শীঘ্রদ্রাবী যে যশ্চ স্যাৎ পতিতধ্বজঃ॥ সোঽপি প্রাপ্নোতি সুরতে সামর্থ্যমতিবাজিবৎ। নানেন সদৃশং কিঞ্চিদ্ দ্রব্যং বাজীকরং পরম্॥

আলকুশীবীজ অৰ্দ্ধসের ও গব্যদুগ্ধ ৪ সের একত্র পাক করিবে। গাঢ় হইলে নামাইয়া বীজগুলি খোসারহিত করিবে এবং উত্তমরূপে পেষণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটিকা করিবে। পরে ঐ বটিকা-সকল ঘৃতে ভাজিয়া দ্বিগুণ পরিমিত চিনিতে ফেলিবে, চিনি লিপ্ত করিয়া বটিকাসকল নিমজ্জনযোগ্য মধুপূর্ণ ভাণ্ডে রাখিবে। ইহার মাত্রা—২।।০ তোলা (ব্যবহার ১ তোলা), প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সেবনীয়। ইহা সেবনে স্ত্রীসহবাসে অশ্বসদৃশ সামর্থ্য হয় এবং ধ্বজভঙ্গ নিবারিত হয়।

মন্মথাভ্ররস

রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং কর্ষ-(পল)মেকং সুশোধিতম্। অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎ পলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ॥ কর্পূরং শাণকং * দদ্যাদ্ বঙ্গঞ্চ কোলসম্মিতম্। তাম্রং তোলার্দ্ধকং তত্র নিঃশেষমারিতং ক্ষিপেৎ॥ লৌহকর্ষং সুজীর্ণঞ্চ বৃদ্ধদারকজীরকম্। বিদারীং শতমূলীঞ্চ ক্ষুরবীজং বলাং তথা॥ মর্কট্যতিবলাঞ্চৈব জাতীকোষফলে তথা। লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেতসর্জ্জং যমানিকাম্॥ শাণভাগান্ গৃহীত্বৈতানেকীকৃত্যৈব পেষয়েৎ। গুঞ্জাদ্বয়স্তু ভোক্তব্যং কোষ্ণং ক্ষীরং পিবেদনু॥ গৃহে যস্য শতং নার্য্যো বিদ্যন্তেঽতিব্য-বায়িনঃ। ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যমৌষধস্যাস্য সেবনাৎ॥ ন চ শুক্রং ক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ। কামরূপী ভবেন্নিত্যং বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ॥ রসায়নবরো বল্যো বাজীকরণ উত্তমঃ। রসঃ শ্রীমন্মথাভ্রোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ॥ (* শাণকমিত্যত্র তোলকমিতি বা পঠ্যতে।)

কজ্জলী ও অভ্র প্রত্যেক ৪ তোলা, কর্পূর অর্দ্ধতোলা (পাঠান্তরে ১ তোলা), বঙ্গ ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বিদ্ধড়কবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, কুলেখাড়াবীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, আতইচ, জৈত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধূনা ও যমানী প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা। এই সমুদায় দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ। ইহা সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গাদি রোগের শান্তি হয় এবং বল, বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

মকরধ্বজো রস

স্বর্ণাদষ্টগুণং সূতং মর্দ্দয়েৎ ত্রিসুগন্ধকম্। রক্তকার্পাসকুসুমৈঃ কুমার্য্যাস্ত্রিবির্মর্দ্দয়েৎ॥ শুষ্কং কাচঘটীং রুদ্ধা বালুকাযন্ত্রগং হঠাৎ। ভস্ম কুর্য্যাদ্রসেন্দ্রস্য নবার্ককিরণোপমম্॥ ভাগোঽস্য ভাগাশ্চত্বারঃ কর্পূরস্য সুশোভনাঃ। লবঙ্গং মরিচং জাতীফলং কর্পূরমাত্রয়া॥ মেলয়েন্মৃগনাভিঞ্চ গদ্যাণকমিতং ততঃ। শ্লক্ষ্ণপিষ্টো রসো নাম জায়তে মকরধ্বজঃ॥ বল্লং বল্লদ্বয়ং বাথ তাম্বূলীদলসংযুতম্। ভক্ষয়েন্মধুরং স্নিগ্ধং মৃদুমাংসমবাতলম্॥ শৃতশীতং সিতাযুক্তং দুগ্ধং গোভবমাজ্যকম্। মধ্বাদ্যং পিষ্টমপরং মদ্যানি বিবিধানি চ॥ করোত্যগ্নিবলং পুংসাং বলীপলিতনাশনঃ। মেধায়ুঃকান্তিজননঃ কামোদ্দীপনকৃন্মহান্॥ অভ্যাসাৎ সাধকঃ স্ত্রীণাং শতং জয়তি নিত্যশঃ। রতিকালে রতান্তে চ পুনঃ সেব্যো রসোত্তমঃ॥ মানহানিং করোত্যেষ পরমদানাং সুনিশ্চিতম্। কৃত্রিমং স্থাবরবিষং জঙ্গমং বিষবারি চ॥ ন বিকারায় ভবতি সাধকানাঞ্চ বৎসরাৎ। মৃত্যুঞ্জয়ো যতাভ্যাসান্মৃত্যুং জয়তি দেহিনাম্। তথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণনাশনঃ॥

(অত্র গদ্যানকং ষণ্মাষকম্। বল্লং দ্বিগুঞ্জকম্।)

এতদর্থে পরিভাষামাহ—যবদ্বয়েন গুঞ্জা স্যাদ্ দ্বিগুঞ্জো বল্ল উচ্যতে। ধরণঃ স্যাচ্চতুর্মাষৈঃ ষড়্‌ভির্গদ্যানমুচ্যতে॥

শোধিত সূক্ষ্মস্বর্ণপত্র ১ পল, পারদ ৮ পল, গন্ধক ২৪ পল, এই সমস্ত রক্তবর্ণ কার্পাসপুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ধ্বজভঙ্গাধিকারোক্ত বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। বোতলের ঊর্দ্ধসংলগ্ন রস ১ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ ও জায়ফল প্রত্যেক ৪ তোলা, মৃগনাভি ৬ মাষা ; এই সমুদায় একত্র সুন্দররূপে মাড়িয়া ২ রতি হইতে ৪ রতি পর্য্যন্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। পানের সহিত সেব্য। পথ্য—সুস্নিগ্ধ মধুর দ্রব্য, কোমল মাংস, চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ ও গব্য ঘৃত প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অগ্নির বলবৃদ্ধি,

বলীপলিতাদির নিবারণ, স্মরণশক্তি এবং কান্তির বৃদ্ধি ও কামোদ্দীপন হয়। ইহা কামিনীগণের দর্পনাশের মহৌষধ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বিষদোষ নিবারিত হয়।

মহেশ্বররস

রসং ভস্মীকৃতং কোলং গন্ধকং শোধিতং সমম্। লৌহং কর্ষদ্বয়ং তাম্রমর্দ্ধকোলকসম্মিতম্॥ সুবর্ণং জারিতং দদ্যাচ্ছাণার্দ্ধং সুবিচক্ষণঃ। অভ্রং কর্ষদ্বয়ং দদ্যাচ্ছাণার্দ্ধং চন্দ্রচূর্ণকম্॥ শ্যামাবীজং বরীঞ্চৈব বলামতিবলাং তথা। এলাঞ্চ শঙ্খপুষ্পঞ্চ শাণমানং বিনিঃক্ষিপেৎ॥ জলেন বটিকাং কৃত্বা গুঞ্জামাত্রাং প্রদাপয়েৎ। সেবনাদস্য কন্দর্প-রূপো ভবতি মানবঃ॥ সহস্রং যাতি নারীণামুৎসাহো জায়তেঽধিকঃ। নিত্যং স্ত্রীসেবনাদ্ যস্তু ক্ষীণশুক্রো ভবেন্নরঃ॥ মহাশুক্রো ভবেৎ সোঽপি সেবনাদস্য নান্যথা। মহাবলো মহাবুদ্ধির্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥ স্থূলানাং কর্ষকঃ শ্রেষ্ঠঃ কৃশানাং পুষ্টিকারকঃ। রসো বিনাশয়েদ্রোগান্ সপ্তসপ্তাহভক্ষণাৎ॥

রসসিন্দূর ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, জারিত সুবর্ণ ২ মাষা, অভ্র ৪ তোলা, কর্পূর ২ মাষা, বৃদ্ধদারকবীজ, শতমূলী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, এলাইচ ও শঙ্খপুষ্পী (ডান্‌কুনী) প্রত্যেক ৪ মাষা ; একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মানব কন্দর্পসদৃশ হইয়া সহস্র রমণীর পরিতোষে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গমে ক্ষীণশুক্র হইয়াছে, ইহা সেবনে সে অতি বীর্য্যবান্ হইবে। ইহাতে মনুষ্য বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ হয়। এই ঔষধ সেবনে অত্যন্ত স্থূল ব্যক্তির শরীর স্বাভাবিক এবং কৃশ ব্যক্তির শরীর পুষ্ট হইয়া থাকে।

গন্ধামৃতরস

ভস্মসূতং দ্বিধাগন্ধং কন্যকাদ্ভির্বিমর্দ্দয়েৎ। রুদ্ধা লঘু পুটে পাচ্যমুদ্ধৃত্য মধুসর্পিষা॥ বল্লং খাদেজ্জরামৃত্যং হন্তি গন্ধামৃতো রসঃ। সমূলং ভৃঙ্গরাজঞ্চ ছায়াশুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥ তৎসমং ত্রিফলাচূর্ণং সর্ব্বতুল্যা সিতা ভবেৎ। পলৈকং ভক্ষয়েচ্চানু সেবনাচ্চ জরাপহঃ॥

পারদভস্ম ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ (অভাবে হিঙ্গুলোত্থ রস ১ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ২ ভাগ), একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া মূষামধ্যে স্থাপিত করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। ২ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনীয়। ঔষধসেবনান্তে ছায়াশুষ্ক সমূল ভৃঙ্গরাজচূর্ণ ১ ভাগ, ত্রিফলাচূর্ণ ১ ভাগ ও চিনি ২ ভাগ, এই সমুদয় একত্র মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবন করিলে জরা নিবারিত হইয়া থাকে।

পূর্ণচন্দ্রো রস

সূতাভ্রলৌহং সশিলাজতু স্যাদ্ বিড়ঙ্গতাপ্যং মধুনা ঘৃতেন। সংমর্দ্দ্য সর্ব্বং খলু পূর্ণচন্দ্রো মাষোঽস্য বৃষ্যো ভবতি প্রযুক্তঃ॥

সমভাগ রসসিন্দূর, অভ্র, লৌহ, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ ও স্বর্ণমাক্ষিক, ইহাদিগকে ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। ইহা বৃষ্য অর্থাৎ শুক্রবর্দ্ধক।

শ্রীকামদেবরস

কামদেবমথো সূতং কামিনাং কামদং সদা। যস্য প্রসাদতো বল্যো রম্যশ্চ রমতে স্ত্রিয়ম্॥ পারদং পলমেকং স্যাদ্‌দ্বিপলং শুদ্ধগন্ধকম্। রক্তকার্পাসতোয়েন ঘৃষ্টা কাচস্য কূপ্যতঃ॥ নিক্ষিপ্য টঙ্গণেনৈব মুখং তস্য নিরোধয়েৎ। বালুকাযন্ত্রমধ্যস্থং কূপ্যঞ্চ কুরু তদ্ দৃঢ়ম্॥ অহোরাত্রং পচেদগ্নৌ শাস্ত্রবিৎ

কুশলো ভিষক্। শীতে চাদায় পাত্রস্থং কূপিকান্তরলস্থিতম্॥ দরদেন সমং রক্তং সোজ্জ্বলং ভস্ম যত্নবেৎ। ভক্ষয়েন্মাষমেকঞ্চ ঘৃতেন মধুনা সহ॥ পশ্চাদ্ দুগ্ধং গুড়ঞ্চাজ্যং কৃষ্ণেক্ষুমপি শর্করাম্। দ্রাক্ষাখর্জ্জুরমধুক-প্রভৃতীনথ ভক্ষয়েৎ॥ ত্রিফলামধুনা শান্তিং যাতি পিত্তং চিরোত্তবম্। নির্গুণ্ডিকারসেনাত্র দুর্ব্বারবাতবেদনা। প্রশমং যাতি বেগেন নূতনঞ্চ বপুর্ভবেৎ॥ অর্দ্ধাবর্ত্তিতদুগ্ধেন গৃহ্যতে যদ্যয়ং রসঃ। বন্ধ্যাপি চ ভবত্যেব জীবদ্বৎসা সুপুত্রিকা॥

কামীর কামদায়ক কামদেব রস এখন বলিব, যাহার প্রসাদে মানব বলবান্, রমণীয় ও রতিশক্তিমান হয়।

শোধিত পারদ ১ পল, শোধিত গন্ধক ২ পল, রক্তকার্পাসের রসে মর্দ্দন করিয়া একটি কাচকূপীর ভিতরে পূরিবে। পরে সোহাগা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিবে। সমস্ত দিন ও রাত্রি অগ্নিতে পাক করিয়া শীতল হইলে উত্তোলন করত দেখিবে যে, তাহার মধ্যে হিঙ্গুলের ন্যায় রক্তবর্ণ ভস্ম রহিয়াছে। সেই ভস্মের ১ মাষা ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ, গুড়, ঘৃত, কাজ্লী ইক্ষু, চিনি, দ্রাক্ষা, খেজুর ও মৌলফল ভক্ষণ করিবে। যদি পিত্তাধিক্য থাকে, তাহা হইলে ত্রিফলা ও মধুর সহিত সেবন করিবে। বাতবেদনাতে নিসিন্দা পাতার রস অনুপান। ইহাতে অতি সত্বর সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইয়া শরীর নূতন হয়। একবল্কা দুগ্ধের সহিত এই রস পান করিলে বন্ধ্যাও জীবদ্বৎসা এবং সুপুত্রিকা হয়।

কামিনীমদভঞ্জন

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্র্যহং কহ্লারকদ্রবৈঃ। মর্দ্দিতং বালুকাযন্ত্রে যামং সংপুটকে পচেৎ॥ রক্তাঙ্গস্য দ্রবৈর্ভাব্যং দিনৈকন্তু সিতাযুতম্। যথেষ্টং ভক্ষয়েচ্চানু কাময়েৎ কামিনীশতম্॥

রসেন্দ্রসার সংগ্রহে—অনঙ্গসুন্দররসে রক্তাঙ্গস্য ইত্যত্র রক্তাগস্ত্য, সিতাযুতমিত্যত্র চ সিতাম্বুজৈরিতি পাঠভেদো দৃশ্যতে।

পারদ ১ পল ও গন্ধক ১ পল, এই উভয় দ্রব্য সুঁদিপুষ্পের রসে ৩ দিন মাড়িয়া পূর্ব্ববৎ বালুকাযন্ত্রে ১ প্রহর পাক করিবে। পরে ঔষধ বাহির করিয়া লইয়া কুঙ্কুমের জলে (পাঠান্তরে—রক্তাগস্ত্য পুষ্পের রসে ও শ্বেতপদ্মের রসে) এক দিন ভাবনা দিবে। উপযুক্ত মাত্রায় চিনির সহিত সেবনীয়। ইহাতে রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

হর-শশাঙ্ক

শাল্মল্যাস্ত্বচমাদায় শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ। শুদ্ধগন্ধকচূর্ণানি তদ্রসেনৈব ভাবয়েৎ॥ মাসমাত্রপ্রয়োগেণ শৃণু বক্ষ্যামি যে গুণাঃ। মকরধ্বজরূপোঽপি স্ত্রীশতানন্দবর্দ্ধনঃ॥ শতায়ুশ্চ ভবেদ্দেবি বলীপলিত-বর্জ্জিতঃ। তেজস্বী বলসম্পন্নো বেগেন তুরগোপমঃ। সততং ভক্ষয়েদ্ যস্তু তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে॥

শিমুলমূলের ছালচূর্ণ ও শোধিত গন্ধকচূর্ণ একত্র করিয়া শিমুলমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। ইহা উপযুক্ত (২ মাষা) মাত্রায়, ধৃত ও মধুর সহিত সেবনীয় (ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ ১ পল পেয়)। এই ঔষধ সেবন করিলে বলীপলিতাদি দূরীভূত ও রতিশক্তি সংবর্দ্ধিত হয় এবং ইহাতে মনুষ্য তেজস্বী, বলীয়ান্ ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

কামধেনু

গন্ধমামলকং চূর্ণং ধাত্রীরসবিভাবিতম্। সপ্তধা শাল্মলীতোয়ৈঃ শর্করামধুযোজিতম্॥ লীঢ়্বা চানু পয়ঃপানং প্রত্যহং কুরুতে তু যঃ। এতেনাশীতিবর্ষোঽপি শতধা রমতে স্ত্রিয়ঃ॥

শোধিত গন্ধকচূর্ণ ৫ পল, সুপক্ক আমলকীচূর্ণ ৫ পল একত্র করিয়া আমলকীর রসে ও শিমুলমুলের রসে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় (৪ মাষা পরিমাণে) চিনি ও মধুর সহিত সেবনীয়। ঔষধ সেবনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পেয়। ইহা দ্বারা রতিশক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

স্বর্ণসিন্দূরম

পলং রসেন্দ্রস্য চ গন্ধকস্য হেম্নোঽপি কর্ষং পরিগৃহ্য সম্যক্। বটপ্ররোহস্য রসেন যামং যামং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকায়াঃ॥ তৎ কাচকূপ্যাং নিহিতং প্রযত্নাৎ পচেদ্ বিধিজ্ঞঃ সিকতাখ্যযন্ত্রে। ততো রজশ্চোর্দ্ধগতং সুরম্যং প্রগৃহ্য যত্নাদরুণপ্রভং যৎ॥ তদ্ যোজয়েৎ সর্ব্বগদেষু বীক্ষ্য ধাতুং বলং বহ্নিমথো বয়শ্চ। রসায়নং বৃষ্যতরঞ্চ বল্যং মেধাগ্নিকান্তিস্মরবৰ্দ্ধনঞ্চ॥

শোধিত পারা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা। এই সমুদায় বটাঙ্কুরের রসে এক প্রহর ও ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর মাড়িয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। কাচকূপীর উৰ্দ্ধভাগগত লোহিতবর্ণ রজঃ সমস্ত গ্রহণীয়। ইহার নাম স্বর্ণসিন্দূর। অনুপান-বিশেষের সহিত ইহা সকল রোগেই রোগির অগ্নি, বল, বয়স ও ধাতু অনুসারে প্রয়োগ করা যায়। ইহা সেবন করিলে বল, বীর্য্য, অগ্নি, মেধা, কান্তি ও রতিশক্তি প্রভৃতি বৰ্দ্ধিত হয়। (মাত্রা—২ রতি)।

সিদ্ধমকরধ্বজ

পলমানং রসং সম্যক্ বহুসংস্কারসংস্কৃতং। তথা পলদ্বয়ং গন্ধং শুদ্ধং হেম দ্বিকার্ষিকম্॥ কৈলাসাচল সম্ভূতে সুদৃঢ়ে চ সুচিক্কণে। শোণপ্রস্তরজে খল্লে স্বর্ণং সংস্থাপ্য মিশ্রয়েৎ॥ মৰ্দ্দয়েদ্ যত্নতো বৈদ্যো যামানষ্টৌ নিরন্তরম্। রক্তকার্পাসপুষ্পস্য শ্বেতাঙ্কোঠভবস্য চ॥ কুমার্য্যাশ্চ রসৈঃ সম্যগ্ ভাবয়িত্বা পৃথক্ পৃথক্। স্থাপয়িত্বা কাচকূপীমধ্যে সর্ব্বং প্রযত্নতঃ॥ রক্তাঙ্গশালসরলখদিরশ্রীফলোদ্ভবাং। কাষ্ঠেনান্যতমেনৈব নীরসেন প্রতাপয়েৎ॥ মৃদুনানলযোগেন প্রাক্ যামদ্বিতয়ং পচেৎ। পুনর্যামদ্বয়ং পাচ্য মধ্যতাপেন বহ্নিনা॥ অগ্নিনা প্রখরেণৈব ততো যামদ্বয়ং পচেৎ। ভূয়ো মন্দাগ্নিনা পাচ্যমবশিষ্ট-দ্বিযামকং॥ সাঙ্গশীতমথোদ্ধৃত্য নবচূতদলোপমং। ভঙ্গুরং লোহিতং পিষ্টে দাড়িম্বকুসুমোপমং॥ ততোঽবতার্য্য গন্ধেন দ্বিগুণেন বিমৰ্দ্দয়েৎ। ভাবয়েৎ পূৰ্ব্ববদ্ভূয়ঃ পাচয়েচ্চ প্রযত্নতঃ॥ এবং বারদ্বয়ং কুর্য্যাৎ সম্যক্ ঔষধসিদ্ধয়ে। সন্নিপাতং জ্বরং ঘোরং মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥ আমশূলং কটিশূলং হৃচ্ছূলং পক্তিশূলকং। কাসং শ্বাসঞ্চ যক্ষ্মাণং শূলং কুষ্ঠমশেষতঃ॥ গলোত্থানন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ তথাতিসারমেব চ। শ্লীপদং কফবাতোত্থং চিরজং কুলজন্তথা॥ নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং তদাময়ং ভগন্দরম্। বায়ুং বহুবিধং হন্তি ধ্বজভঙ্গং বিশেষতঃ॥ সেবনাদস্য নশ্যন্তি সৰ্ব্বে রোগা ন সংশয়ঃ। করোত্যগ্নিং বলং বীর্য্যং বলীপলিতনাশনম্॥ বিধিবৎ সেবিতো হ্যেষ মুমূর্ষুমপি জীবয়েৎ। স্বেচ্ছাহারবিহারোঽপি ন কদাচিদ্ বিপদ্যতে॥ মেদায়ুঃকান্তিজননং কামোদ্দীপনকৃন্ মহান্। বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী স্ত্রীষু চাপি বৃষায়তে॥ সেবনাদস্য সম্রাজো গচ্ছন্তি প্রমদাশতম্। ত্রৈলোক্যশুভদং শ্রীমদ্ তদেব স্যাদ্ মহৌষধম্॥ মৃত্যুঞ্জয়ো যথাভ্যাসান্মৃত্যুং জয়তি দেহিনাং। তথায়ং সাধকেন্দ্রস্য জরামরণনাশনঃ॥ স্বয়ং ত্রৈলোক্যনাথেন ত্রৈলোক্যহিতমিচ্ছতা। সমৰ্পিতোঽয়ং সিদ্ধেভ্যঃ করুণার্দ্রেণ বৈ যতঃ॥ অতোঽয়ং ভুবনে খ্যাতঃ শ্রীসিদ্ধমকরধ্বজঃ। ভাস্বান্ যথা তমো হন্তি কেশরী করিণং যথা। তুলসঙ্ঘং যথা বহ্নিস্তথা রোগানসৌ হরেৎ॥

যথাবিধি পরিশোধিত পারদ ৮ তোলা, শোধিত গন্ধক ১৬ তোলা ও বিশুদ্ধ স্বর্ণভস্ম ৪ তোলা একত্রিত করিয়া কৈলাসগিরিসম্ভূত সুকঠিন সুচিক্কণ রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত খল্লে অষ্টপ্রহর মর্দ্দন করিয়া রক্তকার্পাসপুষ্প, শ্বেতবর্ণ অঙ্কোঠফলের রস ও ঘৃতকুমারীর রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া শুষ্ক ও চূর্ণিত করিয়া একটি বোতলের মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে রক্তচন্দন, শাল, সরল, খদির ও বিল্ব ইহাদের মধ্যে যে কোন শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা অনবরত আটপ্রহরকাল জ্বাল দিবে। প্রথম দুই প্রহর মৃদুজ্বাল, পরবর্ত্তী দুই প্রহর মধ্যজ্বাল, তৎপরবর্ত্তি দুইপ্রহর খরজ্বাল, শেষ দুই প্রহর পুনর্ব্বার মৃদুজ্বাল দিয়া নামাইবে (হাঁড়ির তলদেশ পর্য্যন্ত মৃদুজ্বাল, গলা পর্য্যন্ত ছাড়াইলে তাহাকে খরজ্বাল বলে)। পরে শীতল হইলে বোতলের মধ্য হইতে দাড়িম্বকুসুমের ন্যায় ঔষধ নিষ্কাশনপূর্ব্বক উহার সহিত দ্বিগুণ গন্ধক মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ যত্নের সহিত করিবে। এইরূপে দুইবার করিলে ঔষধ সিদ্ধ হয়। সন্নিপাত জ্বর, ঘোর মন্দাগ্নি, অরোচক, আমশূল, কটিশূল, হৃৎশূল, কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, অন্ত্রবৃদ্ধি, অতিসার, শ্লীপদ, কফবাত দোষ, নাড়ীব্রণ, কঠিন ব্রণ, ভগন্দর দূরীভূত হয়। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার রোগ দূরীভূত হয়। বলবীর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া ধ্বজভঙ্গ দূরীভূত হয় এবং ইহা বলিপলিতনাশক। মুমূর্ষ রোগীও বিধিবৎ সেবন করিলে পুণ্যর্জীবন লাভ করে। এই ঔষধসেবী স্বেচ্ছাবিহার করিলেও বিপদে পতিত হয় না। মেদ, আয়ু ও কান্তিজনক এই ঔষধ অত্যন্ত কামোদ্দীপক। বৃদ্ধও তরুণী মদগর্বি স্ত্রীলোকের গর্বনাশ করিতে সক্ষম হয়।

কামদেবঘৃতম্

অশ্বগন্ধপলশতং তদর্দ্ধং গোক্ষুরস্য চ। শতাবরী বিদারী চ শালপর্ণী বলা তথা॥ অশ্বত্থস্য চ শুঙ্গানি পদ্মবীজং পুনর্নবা। কাশ্মরীফলমেতৎ তু মাষবীজং তথৈব চ॥ পৃথগ্‌দশপলান্ ভাগংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ। চতুর্ভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥ মৃদ্বীকা পদ্মকং কুষ্ঠং পিপ্পলী রক্তচন্দনম্। বালকং নাগপুষ্পঞ্চ আত্মগুপ্তাফলং তথা॥ নীলোৎপলং শারিবে দ্বে জীবনীয়ং বিশেষতঃ। পৃথক্ কর্ষসমঞ্চৈব শর্করায়াঃ পলদ্বয়ম্॥ রসস্য পৌণ্ড্রকেক্ষুশামাঢ়কং তত্র দাপয়েৎ। চতুর্গুণেন পয়সা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষীণং কামলাং বাতশোণিতম্। হলীমকং তথা শোথং স্বরভেদং বলক্ষয়ম্॥ অরোচকং মূত্রকৃচ্ছ্রং পার্শ্বশূলঞ্চ নাশয়েৎ। এতদ্রাজ্ঞাং প্রযোক্তব্যং বহ্বন্তঃপুরচারিণাম্॥ স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্। ক্লীবানামল্পশুক্রাণাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্॥ শ্রেষ্ঠং বলকরং হৃদ্যং বৃষ্যং পেয়ং রসায়নম্। ওজস্তেজস্করঞ্চৈব আয়ুঃপ্রাণবিবর্দ্ধনম্॥ সংবর্দ্ধয়তি শুক্রঞ্চ পুরুষং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ম্। সর্ব্বরোগবিনির্ম্মুক্তস্তোয়সিক্তো যথা দ্রুমঃ। কামদেব ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বর্ত্তুষু চ শস্যতে॥

ঘৃত ৪ সের। অশ্বগন্ধা ১০০ পল, গোক্ষুর ৫০ পল, শতমূলী, ভুমিকুষ্মাণ্ড, শালপানি ও বেড়েলা প্রত্যেক ৫০ পল, অশ্বত্থের শুঙ্গা, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, গাম্ভারীফল ও মাষকলাই প্রত্যেক ১০ পল, এই সমস্ত ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইবে। কল্কার্থ — দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলোৎপল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ তোলা, চিনি ১৬ তোলা, ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের। যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত ও ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত এবং বল, বীর্য্য, অগ্নি, রতিশক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

গোধূমাদ্যং ঘৃতম্

গোধূমাৎ তু পলশতং নিঃক্বাথ্য সলিলাঢ়কে। পাদাবশেষে পূতে চ দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ ॥ গোধূমং যুঞ্জাতফলং মাষদ্রাক্ষাপরূষকম্। কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তীসশতাবরী ॥ অশ্বগন্ধা সখর্জ্জূরা মধুকং ত্র্যষণং সিতা। ভল্লাতকমাত্মগুপ্তা সমভাগানি কারয়েৎ ॥ ঘৃতপ্রস্থং পচেদেকং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্। মৃদ্বগ্নিনা চ সিদ্ধে তু দ্রব্যাণ্যেতানি নিক্ষিপেৎ ॥ ত্বগেলা পিপ্পলী ধান্য-কর্পূরং নাগকেশরম্। যথালাভং বিনিক্ষিপ্য সিতা-ক্ষৌদ্রং পলাষ্টকম্ ॥ দত্ত্বেক্ষুদণ্ডেনালোড্য বিধিবদ্ বিনিযোজয়েৎ। শাল্যোদনেন ভুঞ্জীত পিবেন্মাংসরসেন বা ॥ কেবলস্য পিবেদস্য পলমাত্রং প্রমাণতঃ। ন চাস্য শিশ্নশৈথিল্যং নচ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ ॥ বল্যং পরং বাতহরং শুক্রসংজননং পরম্। মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রশমনং বৃদ্ধানাঞ্চাপি শস্যতে ॥ পলদ্বয়ং তদশ্নীয়াদ্ দশরাত্রমতন্দ্রিতঃ। স্ত্রীণাং শতঞ্চ ভজতে পীত্বা চানুপিবেৎ পয়ঃ ॥ অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতঞ্চৈব গোধূমাদ্যং রসায়নম্। জলদ্রোণেঽত্র গোধূমক্বাথস্তচ্ছেষ আঢ়কঃ ॥ যুঞ্জাতকস্য স্থানে তু তদ্‌গুণং তালমস্তকম্। কল্কদ্রব্যসমং মানং ত্বগাদেঃ সাহচর্য্যতঃ ॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—গোধূম ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—গোধূম, যুঞ্জাত ফল (অভাবে তালের মাতী), মাষকলাই, দ্রাক্ষা, পরূষফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, পিণ্ডখর্জ্জুর, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, চিনি, ভেলার মুটী, আলকুশীর মূল বা বীজ প্রত্যেক সমভাগ (মিলিত ১ সের)। দুগ্ধ ১৬ সের। মৃদু অগ্নিতে ঘৃত পাক করিয়া পাকের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে কল্কদ্রব্য ছাঁকিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে গুড়ত্বক্, এলাইচ, পিপুল, ধনে, কর্পূর ও নাগেশ্বর কল্কদ্রব্যের মাত্রায় যথালাভ প্রক্ষেপ দিবে। পশ্চাৎ চিনি ।।০ সের ও মধু ॥০ সের প্রক্ষেপ দিয়া ইক্ষুদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে। মাত্রা—২ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ। পথ্য—শালিতণ্ডুলের অন্ন ও মাংসের যূষ প্রভৃতি। এই ঘৃত বলকারক, বায়ুনাশক, শুক্র ও রতিশক্তি বর্দ্ধক এবং মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক।

বৃহদশ্বগন্ধাঘৃতম্

অশ্বগন্ধাপলশতং শুভদেশসমুদ্ভবম্। পুণ্যেঽহনি সমাহৃত্য সাধয়েৎ শ্লক্ষ্ণকুট্টিতম্ ॥ দ্রোণেঽম্ভসি পচেৎ তাবদ্ যাবৎ পাদাবশেষিতম্। সর্পিঃপ্রস্থং পচেৎ তেন গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥ কষায়ং ছাগ-মাংসস্য দদ্যাচ্ছতদ্বয়স্য চ। কল্কানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কর্ষমানানি দাপয়েৎ ॥ কাকোলীযুগমৃদ্ধী দ্বে মেদে দ্বে চাথ জীবকম্। স্বয়ংগুপ্তামৃষভকমেলাং মধুকমেব চ ॥ মৃদ্বীকাং সূর্পপর্ণ্যৌ চ জীবন্তীং চপলাং বলাম্। নারায়ণীং বিদারীঞ্চ দত্ত্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ ॥ সিতামাক্ষিকয়োঃ শীতে গৃহ্লীয়াৎ কুড়বৌ পৃথক্। লীঢ়্বা পাণিতলং ভুঞ্জ্যাৎ পরিহারবিবর্জ্জিতম্ ॥ ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা বৃদ্ধা বালাস্তথাবলাঃ। হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রাশ্যেদং মাত্রয়া ঘৃতম্ ॥ ওজঃ স্বাস্থ্যঞ্চ তেজশ্চ প্রসাদমিন্দ্রিয়স্য চ। লভতে সূর্য্যসঙ্কাশো ভ্রাজতে বিগতজ্বরঃ ॥ বৃদ্ধো বৃষায়তে স্ত্রীষু নিত্যং ষোড়শবর্ষবৎ। নারীণাঞ্চ শতং গচ্ছেন্নচ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ। বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধাসমন্বিতম্। মাসমাত্রপ্রয়োগেণ বলীপলিতনাশনম্ ॥ খালিত্যং তিমিরিং ব্যাধীন্ বাতিকান্ কফপিত্তজান্। পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরম্। হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ শীঘ্রমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা ॥

(অত্র চ্ছাগমাংসশতদ্বয়ে জলদ্রোণদ্বয়ং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষঃ কার্য্যঃ, তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণ ইতি বচনাৎ।)

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—অশ্বগন্ধা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ছাগমাংস ২৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের; দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, আলকুশীবীজ, এলাইচ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, মুগানী,

মাষাণী, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড মিলিত ১ সের। পাকের কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতে কল্ক ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে। পাক সিদ্ধে শীতল হইলে চিনি ৷৷০ সের ও মধু ৷৷০ সের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ তোলা। ইহা পান করিলে বল, বীর্য্য ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতির অতিশয় বৃদ্ধি এবং কাস, ক্ষয় ও শ্বাস প্রভৃতি নানা পীড়ার শান্তি হয়। ইহা বলী-পলিতনাশক, মেধা ও রতিশক্তি বর্দ্ধক।

বৃহচ্ছতাবরীঘৃতম্

শতাবর্য্যাস্তু মূলানাং রসপ্রস্থদ্বয়ং মতম্। তৎসমঞ্চ ভবেৎ ক্ষীরং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥ জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা তথৈব চ। কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মৃদ্বীকা মধুকং তথা ॥ মুদ্গপর্ণী মাষপর্ণী বিদারী রক্তচন্দনম্। শর্করামধুসংযুক্তং সিদ্ধং বিস্রাবয়েদ্ভিষক্ ॥ রক্তপিত্তবিকারেষু বাতরক্তগদেষু চ। ক্ষীণশুক্রেষু দাতব্যং বাজীকরণমুত্তমম্। অঙ্গদাহং শিরোদাহং জ্বরং পিত্তসমুদ্ভবম্। যোনিশূলঞ্চ দাহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ পৈত্তিকম্ ॥ এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ছিন্নাভ্রাণীব মারুতঃ। শতাবরীসর্পিরিদং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥ স্নেহপাদঃ স্মৃতঃ কল্কঃ কল্কবন্মধুশর্করে। ইতি বাক্যবলাৎ স্নেহে প্রক্ষেপ্যং পাদিকং ভবেৎ ॥

ঘৃত ৪ সের। শতমূলীর রস ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, মুগানী, মাষাণী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও রক্তচন্দন মিলিত ১ সের। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি ও মধু মিলিত ১ সের প্রক্ষেপ দিবে। ইহা রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, অঙ্গদাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগনাশক, বল, বর্ণ ও অগ্নির বর্দ্ধক, শুক্রকারক এবং উৎকৃষ্ট বাজীকরণ।

কামদেবঘৃতম্

অশ্বগন্ধাপলশতং তদর্দ্ধং গোক্ষুরস্য চ। শতাবরী বিদারী চ শালপর্ণী বলা তথা ॥ অশ্বত্থস্য চ শুঙ্গানি পদ্মবীজং পুনর্নবা। কাশ্মরীফলমেতৎ তু মাষবীদং তথৈব চ ॥ পৃথগ্দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ। চতুর্ভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ ॥ মৃদ্বীকা পদ্মকং কুষ্ঠং পিপ্পলী রক্তচন্দনম্। বালকং নাগপুষ্পঞ্চ আত্মগুপ্তাফলং তথা ॥ নীলোৎপলং শারিবে দ্বে জীবনীয়ং বিশেষতঃ। পৃথক্ কর্ষসমঞ্চৈব শর্করায়াঃ পলদ্বয়ম্ ॥ রসস্য পৌণ্ড্রকেক্ষূণামাঢ়কং তত্র দাপয়েৎ। চতুর্গুণেন পয়সা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষীণং কামলাং বাতশোণিতম্। হলীকমং তথা শোথং স্বরভেদং বলক্ষয়ম্ ॥ অরোচকং মূত্রকৃচ্ছ্রং পার্শ্বশূলঞ্চ নাশয়েৎ। এতদ্রাজ্ঞাং প্রযোক্তব্যং বহ্বন্তঃপুরচারিণাম্ ॥ স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্। ক্লীবনামল্পশুক্রাণাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্ ॥ শ্রেষ্ঠং বলকরং হৃদ্যং বৃষ্যং পেয়ং রসায়নম্। ওজস্তেজস্করঞ্চৈব আয়ুঃপ্রাণবিবর্দ্ধনম্ ॥ সংবর্দ্ধয়তি শুক্রঞ্চ পুরুষং দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ম্। সর্ব্বরোগ-বিনির্ম্মুক্তস্তোয়সিক্তো যথা দ্রুমঃ। কামদেব ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বর্ত্তুষু চ শস্যতে ॥

ঘৃত ৪ সের। অশ্বগন্ধা ১০০ পল, গোক্ষুর ৫০ পল, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণি ও বেড়েলা প্রত্যেক ৫০ পল, অশ্বত্থের শুঙ্গা, পদ্মবীজ, পুনর্নবা, গাম্ভারীফল ও মাষকলাই প্রত্যেক ১০ পল, এই সমস্ত ২৫৬ সের জলে পাক করিয়া ৬৪ সের থাকিতে নামাইবে। কল্কার্থ—দ্রাক্ষা, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, বালা, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলোৎপল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ তোলা, চিনি ১৬ তোলা; ইক্ষুরস ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ সের; যথাবিধি পাক করিয়া এই ঘৃত ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত ও ক্ষতক্ষীণ প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত এবং বল, বীর্য্য, অগ্নি, রতিশক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। ইহা সকল ঋতুতেই সেবন করা যায়।

পল্লবসারতৈলম্

ত্রিফলায়া রসপ্রস্থং ভৃঙ্গরাজরসং তথা। শতাবরীরসং ক্ষীরং কুষ্মাণ্ডস্য রসং পৃথক্॥ প্রস্থৈকং তিলতৈলস্য পচেন্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্। লাক্ষারনালসিদ্ধাম্বু প্রস্থং প্রস্থং বিপাচয়েৎ॥ কল্কং কণা শিবা দ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্। মধুকং ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্॥ কর্পূরঞ্চ নখং গন্ধমগুজং বিরজা সমম্। জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ প্রতিকর্ষদ্বয়ং পচেৎ॥ মহাবাতহরং তৈলং মহাপিত্তবিনাশনম্। নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু অপস্মারেঽনিলাময়ে॥ বিদ্রধিব্রণশোথঘ্নং মেহদোষহরং পরম্। শূলরোগপ্রশমনমানাহ-কৃচ্ছ্রনাশনম্॥ গুল্মঘ্নং হৃদিশূলঘ্নং মূত্রাঘাতবিনাশনম্। প্রশস্তং গ্রহণীরোগে প্রমেহজ্বরনাশনম্। নাম্না পল্লবসারাখ্যং তৈলং বিদ্যাদ্ভিষগ্বরঃ॥

তিলতৈল ৪ সের। ত্রিফলার রস ৪ সের, অভাবে মিলিত ত্রিফলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। ভৃঙ্গরাজরস, শতমূলীর রস, দুগ্ধ, কুষ্মাণ্ডরস প্রত্যেক ৪ সের, লাক্ষা ৪ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, কাঁজি ৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, হরীতকী, দ্রাক্ষা, ত্রিফলা, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাকোলী প্রত্যেক ১ পল। গন্ধদ্রব্য—কর্পূর, নখী, অগুরুকাষ্ঠ, মৃগনাভি, গন্ধবিরজা, জৈত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বায়ু ও পিত্তজনিত বিবিধ পীড়ার শান্তি হয়। ইহা শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

মৃতসঞ্জীবনী সুরা

নবং গুড়ঞ্চ সংগৃহ্য শতমেকং পলং তথা। বাবরীত্বচমাদায় বদরীত্বচমেব চ॥ প্রস্থং প্রস্থং প্রদাতব্যং পূগং দেয়ং যথোচিতম্। লোধ্রঞ্চ কুড়বং দত্ত্বা আর্দ্রকঞ্চ পলদ্বয়ম্॥ তোয়মষ্টগুণং দত্ত্বা গুড়ং সংগোলয়েৎ সুধীঃ। প্রথমে চার্দ্রকং দদ্যাদ্ দ্বিতীয়ে বাবরীত্বচম্॥ তৃতীয়ে বদরীং দত্ত্বা গোলয়িত্বা ভিষগ্বরঃ। মুখে শরাবকং দত্ত্বা যত্নাৎ কৃত্বা চ বন্ধনম্॥ মুখসংবন্ধনং কৃত্বা স্থাপয়েদ্দিনবিংশতিম্। মৃন্ময়ে মোচ্ছিকাযন্ত্রে ময়ূরাখ্যেঽপি যন্ত্রকে॥ যথাবিধিপ্রকারেণ মন্দমন্দেন বহ্নিনা। চুল্লীমধ্যে বিধাতব্যং মৃত্তিকাদৃঢ়ভাজনে॥ তদৌষধঞ্চ তন্মধ্যে সমুদ্ধৃত্য বিনিক্ষিপেৎ। নলঞ্চ যুগলং দত্ত্বা কুম্ভৌ চ গজকুম্ভবৎ॥ কুম্ভমধ্যে নিধাতব্যং পূগঞ্চ সৈলবালুকম্। দেবদারু লবঙ্গঞ্চ পদ্মকোশীরচন্দনম্॥ শতপুষ্পা যমানী চ মরিচং জীরকদ্বয়ম্। শটী মাংসী ত্বগেলা চ জাতীফলং সমুস্তকম্॥ গ্রন্থিপর্ণী তথা শুণ্ঠী মিষী মেথী চ চন্দনম্। এষাঞ্চার্দ্ধপলান্ ভাগান্ কুট্টয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ॥ যথাবিধিপ্রকারেণ চালনং দাপয়েৎ সুধীঃ। বুদ্ধিমান্ সৌজনং কৃত্বা উদ্ধরেদ্ বিধিবৎ সুরাম্॥ এতন্মদ্যং পিবেন্নিত্যং যথাধাতুবয়ঃক্রমম্। আরোগ্যজননং দেহ-দার্ঢ্যকৃদ্ বলবর্দ্ধনম্॥ মেধাগ্নিস্মৃতিকৃদ্ বীর্য্য-শুক্রকৃদ্বাতনাশনম্। বলপুষ্টিকরঞ্চৈব কামসন্দীপনং পরম্॥ দশ স্ত্রিয়ো রমেন্নিত্যমানন্দ উপজায়তে। রণে তেজোময়ং সদ্যো যথা ভীমপরাক্রমঃ॥ নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ রণোৎসাহপ্রদং মহৎ। দেবাসুরৈর্যুদ্ধকালে শুক্রেণ পরিনির্ম্মিতম্॥

নূতন গুড় ১২।।০ সের। বাব্‌লাছাল, কুলছাল ও চিকি-সুপারি প্রত্যেক ২ সের, লোধ অর্দ্ধসের, আদা এক পোয়া, সমুদায়ের অষ্টগুণ জল। প্রথমে জলে গুড় গুলিয়া পরে যথাক্রমে আদা, বাবলাছাল ও কুলছাল উহাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। তৎপরে সুপারি ও লোধ প্রক্ষিপ্ত করিয়া শরার দ্বারা পাত্রের মুখ আচ্ছাদন ও উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া ২০ দিন তদবস্থায় রাখিবে। অনন্তর মৃন্ময় মোচ্ছিকাযন্ত্রে বা ময়ূরাখ্যযন্ত্রে মন্দ মন্দ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। পরে পাত্রমধ্যে সুপারি, এলবালুক, দেবদারু, লবঙ্গ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শুল্‌ফা, যমানী, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, জটামাংসী, গুড়ত্বক্, এলাইচ, জায়ফল, মুতা, গেঁটেলা, শুঁঠ, মেথী, মৌরি ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ৪ তোলা কুটিয়া প্রক্ষেপ করিবে। পরে যথাবিধি

চুয়াইয়া সুরা উদ্ধৃত করিয়া লইবে। ধাতু ও বয়ঃক্রম অনুসারে মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। ইহা সেবন করিলে বল, অগ্নি, পুষ্টি, বীর্য্য ও রতিশক্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত ও শরীর সুদৃঢ় হয়। ইহা অতিশয় রণোৎসাহপ্রদ। এই মদ্য বিবেচনা করিয়া বিবিধ রোগে প্রয়োগ করা যায়।

দশমূলারিষ্ট

পর্ণ্যৌ বৃহত্যৌ গোকণ্ট-বিল্বোহগ্নিমথনোহরলুঃ। পাটলা কাশ্মরী চেতি দশমূলমিহোচ্যতে॥ দশমূলানি কুর্ব্বীত ভাগৈঃ পঞ্চপলৈঃ পৃথক্। পঞ্চবিংশৎপলং কুর্য্যাচ্চিত্রকং পৌষ্করং তথা॥ কুর্য্যাদ্বিংশৎপলং লোধ্রং গুড়ুচী তৎসমা ভবেৎ। পলৈঃ ষোড়শর্ভিধাত্রী রবিসংখ্যৈর্দুরালভা॥ খদিরো বীজসারশ্চ পথ্যা চেতি পৃথক্ পলৈঃ। অষ্টাভির্গুণিতৈঃ কুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠা দেবদারু চ॥ বিড়ঙ্গং মধুকং ভার্গী কপিত্থোহক্ষঃ পুনর্নবা। চব্যং মাংসী প্রিয়ঙ্গুশ্চ সারিবা কৃষ্ণজীরকম্॥ ত্রিবৃতা রেণুকং রাস্না পিপ্পলী ক্রমুকঃ শঠী। হরিদ্রা শতপুষ্পা চ পদ্মকং নাগকেশরম্॥ মুস্তর্মিন্দ্রযবঃ শৃঙ্গী জীবকর্ষভকৌ তথা। মেদা চান্যা মহামেদা কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে॥ কুর্য্যাৎ পৃথগ্দ্বিপলিকান্ পচেদষ্টগুণে জলে। চতুর্থাংশশৃতং নীত্বা মৃত্ভাণ্ডে সন্নিধাপয়েৎ॥ ততঃ ষষ্টিপলাং দ্রাক্ষাং পচেন্নীরে চতুর্গুণে। ত্রিপাদশেষং শীতঞ্চ পূর্ব্বক্কাথে শৃতং ক্ষিপেৎ॥ দ্বাত্রিংশৎপলিকং ক্ষৌদ্রং দদ্যাদ্ গুড়চতুঃশতম্। ত্রিংশৎপলানি ধাতক্যাং কঙ্কোলং জলচন্দনম্॥ জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগেলাপত্রকেশরম্। পিপ্পলী চেতি সংচূর্ণ্য ভাগৈর্দ্বিপলিকৈঃ পৃথক্। শাণমাত্রাঞ্চ কস্তুরীং সর্ব্বমেকত্র নিক্ষিপেৎ। ভূমৌ নিখাতয়েদ্ ভাণ্ডং ততো জাতরসং পিবেৎ॥ কতকস্য ফলং ক্ষিপ্ত্বা রসং নির্ম্মলতাং নয়েৎ। গ্রহণীমরুচিং শূলং শ্বাসকাসভগন্দরান্॥ বাতব্যাধিং ক্ষয়ং ছর্দ্দিং পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্। কুষ্ঠান্যর্শাংসি মেহাংশ্চ মন্দাগ্নিমুদরাণি চ॥ শর্করামশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রং ধাতুক্ষয়ং জয়েৎ। কৃশানাং পুষ্টিজননো বন্ধ্যানাং পুত্রদঃ পরঃ। অরিষ্টো দশমূলাখ্যস্তেজঃশুক্রবলপ্রদঃ॥

দশমূল প্রত্যেক ৫ পল, চিতামূল ২৫ পল, কুড় ২৫ পল, লোধ ২০ পল, গুলঞ্চ ২০ পল, আমলা ১৬ পল, দুরালভা ১২ পল, খদির, বিড়ঙ্গ, হরীতকী প্রত্যেক ৮ পল, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, বামুনহাটী, কয়েদ্‌বেল, বহেড়া, পুনর্নবা, চই, জটামাংসী, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ী, রেণুক, রাস্না, পিপুল, সুপারি, শটী, হরিদ্রা, শুল্‌ফা, পদ্মকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, মুতা, ইন্দ্রযব, কাঁক্‌ড়াশৃঙ্গী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি প্রত্যেক ২ পল, পাকার্থ সমুদায়ের ৮ গুণ জল, শেষ চতুর্থাংশ (সিকি)। দ্রাক্ষা ৬০ পল, জল ৩০ সের, শেষ ২২।।০ সের। এই উভয় ক্কাথ একত্র করিয়া মৃন্ময় পাত্রে রাখিয়া তাহাতে মধু ৪ সের, গুড় ৫০ সের, ধাইফুল ৩০ পল, কাঁক্‌লা, বালা, রক্তচন্দন, জায়ফল, লবঙ্গ, গুড়ত্বক্, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পিপুল প্রত্যেক ২ পল ও মৃগনাভি ।।০ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঐ পাত্র এক মাস মাটিতে পুঁতিয়া রাখিবে। পরে উহা তুলিয়া প্রয়োজনমত নির্ম্মলীফল নিক্ষিপ্ত করিয়া রসকে নির্ম্মল করিবে। ইহা গ্রহণী, অরুচি, বাতব্যাধি, ধাতুক্ষয় ও মেহ প্রভৃতি মূলোক্ত রোগসমূহে প্রযোজ্য। ইহা অতিশয় পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বাজীকরণাধিকারঃ।

বীর্য্যস্তম্ভাধিকার

শূরণং তুলসীমূলং তাম্বূলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ। ন মুঞ্চতি নরো বীর্য্যমেকৈকেন ন সংশয়ঃ॥

ওল অথবা তুলসীর মূল পানের সহিত সেবন করিলে নিশ্চয় শুক্রস্তম্ভ হয়।

চটকাণ্ডন্ত সংগৃহ্য নবনীতেন পেষয়েৎ। তেন লেপয়তঃ পাদৌ শুক্রস্তম্ভঃ প্রজায়তে। যাবন্ন স্পৃশতে ভূমিং তাবদ্বীর্য্যং ন মুঞ্চতি॥

চড়ুই পাখীর ডিম্ব মাখনের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা পাদদ্বয় প্রলিপ্ত করিলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়। রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত না ভূমি স্পর্শ করিবে, সে পর্য্যন্ত বীর্য্য স্খলন হইবে না।

নীলোৎপলসিতপঙ্কজকেশরমধুশর্করাবলিপ্তেন। সুরতে সুচিরং রমতে দৃঢ়লিঙ্গো নাভিবিবরেণ॥

নীলোৎপল, শ্বেতপদ্মকেশর, মধু ও চিনি একত্র পেষণ করিয়া নাভিতে লেপন করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে বীর্য্যস্তম্ভ হয়, সুতরাং দীর্ঘকাল লিঙ্গ দৃঢ় থাকে।

আকারকরভঃ শুণ্ঠী লবঙ্গং কুঙ্কুমং কণা। জাতীফলং জাতীপুষ্পং চন্দনং কার্ষিকং পৃথক্॥ চূর্ণয়েদহিফেনস্তু তত্র দদ্যাৎ পলোন্মিতম্। সর্ব্বমেকীকৃতং মাষ-মাত্রং ক্ষৌদ্রেণ ভক্ষয়েৎ॥ শুক্রস্তম্ভকরং পুংসামিদমানন্দ-কারকম্। নারীণাং প্রীতিজননং সেবেত নিশি কামুকঃ॥

আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জাতীফল, জাতীপুষ্প ও রক্তচন্দন প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা, অহিফেন ৮ তোলা। একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ মাষা মাত্রায় মধুসহ প্রত্যহ রাত্রিকালে সেবন করিলে শুক্রস্তম্ভ হয় অর্থাৎ মৈথুনকালে সত্বর বীর্য্যস্খলন হয় না, সুতরাং এই ঔষধ সেবনে পুরুষগণ রমণীদের প্রিয়তম হইয়া থাকে।

মেদসা ক্ষৌদ্রযুক্তেন বরাহস্য প্রলেপিতম্। সম্যক্‌স্নিগ্ধং রতান্তেঽপি স্তব্ধতাং ন বিমুঞ্চতি॥

শূকরের মেদ মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লিঙ্গে উদ্বর্ত্তন করিলে সঙ্গমান্তেও লিঙ্গের দৃঢ়তা থাকে।

আজন্তুষ্ট্রীক্ষীরং গব্যঘৃতং চরণযুগলেপেন। স্তম্ভয়তি পুরুষবীজং যোগোঽয়ং যামিনীং সকলাম্॥
ছাগীদুগ্ধ, উষ্ট্রীদুগ্ধ ও গব্যঘৃত একত্র মিশ্রিত করত পাদদ্বয়ে মর্দ্দন করিয়া সমস্ত রাত্রি সঙ্গম করিলেও বীর্য্যচ্যুতি হইবে না।

সিদ্ধং কুসুম্ভতৈলং ভূমিলতাচূর্ণমিশ্রিতং কুরুতে। চরণাভ্যঙ্গেন রতেবীর্য্যস্তম্ভাদ্দৃঢ়ং লিঙ্গম্॥
ভূমিলতা (কেঁচো) শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, এই চূর্ণসহ কুসুম্ভ তৈল পাক করিয়া পাদদ্বয়ে মর্দ্দন করিলে রতিকালে বীর্য্যস্তম্ভ ও লিঙ্গের দৃঢ়তা হয়।

কৃষ্ণমার্জ্জারসব্যাঙ্ঘ্রি-সম্ভবাস্থি রতোদ্যমে। দক্ষিণে ধ্রিয়তে যেন তস্য বীর্য্যস্য ন চ্যুতিঃ॥
কালবিড়ালের বাম পায়ের হাড় দক্ষিণ অঙ্গে ধারণ করিয়া রতিক্রিয়া করিলে বীর্য্যচ্যুতি হয় না।

গোরেকোন্নতশৃঙ্গত্বগ্‌ভবচূর্ণেন ধূপিতং বস্ত্রম্। পরিধায় ভজতে ললনাং নৈকাণ্ডো ভবতি হর্ষার্ত্তঃ॥
(যঃ পুরুষো নিয়মেন একস্ত্রীগামী স্ত্র্যন্তরগমনে তু ধ্বজোত্থানং ন ভবতি স একাণ্ড উচ্যতে। শিবদাসঃ।)
যে গরুর একশৃঙ্গ উন্নত, তাহার সেই উন্নত শৃঙ্গের ত্বক্‌চূর্ণ দ্বারা বস্ত্র ধূপিত করিবে। সেই ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিয়া রতিক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে একাণ্ড ব্যক্তিরও বীর্য্যপাত হয় না। (যে পুরুষ এক স্ত্রীতেই উপগত হয়, অন্যস্ত্রীগমনে যাহার ধ্বজোত্থান না হয়, তাহাকে একাণ্ড কহে)।

নাগবল্ল্যাদ্যং চূর্ণম্

নাগবল্লী বলা মূর্ব্বা জাতীকোষফলে মুরা। অপামার্গস্য বীজঞ্চ কাকোলীযুগলং তথা॥
কক্কোলোশীরযষ্ট্যাহ্ব-বচাশ্চৈতানি মর্দ্দয়েৎ। বীর্য্যস্তম্ভকরং বৃষ্যং চূর্ণমেতদ্রসায়নম্॥
পানের মূল, বেড়েলামূল, মূর্ব্বামূল, জৈত্রী, জায়ফল, মুরামাংসী, আপাঙ্গবীজ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, কক্কোল, বেণার মূল, যষ্টিমধু ও বচ, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিলিত করিবে। এই ঔষধ বীর্য্যস্তম্ভকর, বৃষ্য ও রসায়ন।

অর্জ্জকাদিবটিকা

মূলমর্জ্জকশঙ্খিন্যোর্নির্গুণ্ডীকেশরাজয়োঃ। জাতীফলং দেবপুষ্পং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলীম্। চাতুর্জ্জাতং তুগাক্ষীরীমনন্তাং মুশলীং বরীম্। বিদারীং গোক্ষুরং বীজঞ্চাভাতোয়েন মর্দ্দয়েৎ॥ মাষমানাং বটীং কৃত্বা সুরামণ্ডেন যোজয়েৎ। বীর্য্যস্তম্ভকরী বৃষ্যা বটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা॥
বাবুইতুলসীর মূল, ডানকুনির মূল, নিসিন্দামূল, কেশুর্ত্তেমূল, জায়ফল, লবঙ্গ, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, অনন্তমূল, তালমূলী, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও গোক্ষুরবীজ, এই সমুদায় সমভাগে বাব্‌লার আঠায় মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—সুরামণ্ড। ইহা বীর্য্যস্তম্ভকর ও বৃষ্য।

শক্রবল্লভো রস

রসগন্ধকলৌহাভ্র-রৌপ্যহেমানি মাক্ষিকম্। শাণমানেন সংগৃহ্য তুগাক্ষীরীঞ্চ কার্ষিকীম্॥ পলপ্রমাণং বিজয়া-বীজঞ্চৈকত্র মর্দ্দয়েৎ। বিজয়াবারিণা পশ্চান্মাষমানাং বটীং চরেৎ॥ একৈকা ভক্ষণীয়েষা পেয়ঞ্চানু পয়ঃপলম্। শ্রীশক্রবল্লভো নাম রসো বাজীকরঃ পরঃ। বীর্য্যস্তম্ভকরোঽত্যর্থং প্রমদাদর্পনাশনঃ। গতো হ্যপ্সরসাং শক্রো বাল্লভ্যং যৎপ্রসাদতঃ॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা, বংশলোচন ২ তোলা এবং সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৮ তোলা; এই সমুদায় সিদ্ধির ক্বাথে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান—দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া। এই ঔষধ সেবন বীর্য্যস্তম্ভ ও রতিশক্তিবর্দ্ধন হয়।

কামিনীবিদ্রাবণো রসঃ

আকারকরভং শুণ্ঠীং লবঙ্গং কুঙ্কুমং কণাম্। জাতীফলঞ্চ তৎকোষং চন্দনং কার্ষিকং পৃথক্॥ হিঙ্গুলং গন্ধকং শাণং ফণিফেনং পলোন্মিতম্। গুঞ্জাত্রয়মিতাং কুর্য্যাৎ সংমর্দ্দ্য বটিকাং ভিষক্॥ পয়সা পরিপীতোঽয়ং শুক্রস্তম্ভকরো রসঃ। বিদ্রাবণঃ কামিনীনাং বশীকরণ এব চ॥

আকরকরা, শুঁঠ, লবঙ্গ, কুঙ্কুম, পিপুল, জায়ফল, জৈত্রী ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ তোলা, হিঙ্গুল, গন্ধক প্রত্যেক ।।০ তোলা এবং অহিফেন ৮ তোলা; এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী করিবে। শয়নের কিছু পূর্ব্বে দুগ্ধের সহিত একটি বটী সেবন করিবে। ইহা শুক্রস্তম্ভকর ও রতিশক্তিবর্দ্ধক।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে বীর্য্যস্তম্ভরোগাধিকারঃ।

ধ্বজভঙ্গাধিকার

ক্লৈব্যনিদানম্

ক্লীবঃ স্যাৎ সুরতাসক্তস্তদ্ভাবঃ ক্লৈব্যমুচ্যতে। তচ্চ সপ্তবিধং প্রোক্তং নিদানং তস্য কথ্যতে॥

মৈথুনাক্ষম পুরুষকে ক্লীব কহে। স্ত্রীসম্ভোগে অপারগতার নামই ক্লৈব্য। ক্লৈব্য সপ্তপ্রকার। নিম্নে প্রত্যেকের উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ লিখিত হইল।

তৈস্তৈর্ভাবৈরহৃদ্যৈশ্চ রিরংসোর্মনসি ক্ষতে। ধ্বজঃ পতত্যধো নৃণাং ক্লৈব্যং সমুপজায়তে। দ্বেষ্য-স্ত্রীসংপ্রয়োগাচ্চ ক্লৈব্যং তন্মানসং স্মৃতম্॥

ভয়-শোকাদি কারণে এবং অন্যান্য মানসিক অপ্রিয়তাহেতু সঙ্গমেচ্ছু পুরুষদের মনে আঘাত লাগিলে অথবা বিদ্বেষভাজন স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিলে লিঙ্গ পতিত হয়, অর্থাৎ লিঙ্গের উত্থানশক্তি রহিত হইয়া ক্লীবত্ব উপস্থিত হয়। (১)

কটুকাম্লোষ্ণলবণৈরতিমাত্রোপসেবিতৈঃ। পিত্তাচ্ছুক্রক্ষয়ো দৃষ্টঃ ক্লৈব্যং তস্মাৎ প্রজায়তে॥

অধিক মাত্রায় কটু, অম্ল, উষ্ণদ্রব্য ও লবণ সেবনে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া শুক্রক্ষয় এবং তজ্জন্য ক্লীবত্ব উপস্থিত হয়। (২)

অতিব্যবায়শীলো যো ন চ বাজীক্রিয়ারতঃ। ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রক্ষয়হেতুকম্॥

যে ব্যক্তি অতিরিক্ত মৈথুনাসক্ত অথচ বাজীকরণ ঔষধ সেবন করে না, তাহাদের অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়হেতু ধ্বজভঙ্গ হয়। (৩)

মহতা মেঢ্ররোগেণ চতুর্থী ক্লীবতা ভবেৎ॥

উৎকট লিঙ্গরোগে (উপদংশাদিতে) ধ্বজভঙ্গ হয়। (৪)

বীর্য্যবাহিশিরাচ্ছেদান্মেহনানুন্নতির্ভবেৎ॥

শিরা ছিন্না হইলে লিঙ্গের অনুন্নমন (ধ্বজভঙ্গ) হয়। (৫)

বলিনঃ ক্ষুব্ধমনসো নিরোধাদ্ব্রহ্মচর্য্যতঃ। ষষ্ঠং ক্লৈব্যং স্মৃতং তৎ তু শুক্রস্তম্ভনিমিত্তজম্॥
কামবেগে উত্তেজিত বলবান্ ব্যক্তি মৈথুন না করিলে শুক্রস্তম্ভবশতঃ ধ্বজভঙ্গ উপস্থিত হয়। (৬)

জন্মপ্রভৃতি যৎ ক্লৈব্যং সহজং তদ্ধি সপ্তমম্। অসাধ্যং সহজং ক্লৈব্যং মর্ম্মচ্ছেদাচ্চ যদ্ভবেৎ॥
(মর্ম্মচ্ছেদাদ্ বীর্য্যবাহিশিরাচ্ছেদাৎ।)
জন্মাবধি যে ব্যক্তি ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সহজ ক্লীব কহে। বীর্য্যবাহিনী শিরাচ্ছেদ হইতে উৎপন্ন ক্লীবতা এবং সহজ ক্লৈব্য অসাধ্য অর্থাৎ কিছুতেই ইহাদের প্রতিকার হয় না। (৭)

ক্লৈব্য-চিকিৎসা

ক্লৈব্যানামিহ সাধ্যানাং কার্য্যো হেতুবিপর্য্যয়ঃ। মুখ্যং চিকিৎসিতং যস্মান্নিদানপরিবর্জ্জনম্॥
সাধ্য ক্লীবত্বের চিকিৎসা করিতে হইলে প্রথমতঃ হেতু-বিপরীত ক্রিয়া অর্থাৎ যে কারণে যেরূপ ক্লীবতা উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিকূল ক্রিয়া কর্ত্তব্য। যেমন অতিরিক্ত মৈথুনে ধ্বজভঙ্গ হইলে মৈথুনত্যাগ ইত্যাদি।

সমতিলগোক্ষুরচূর্ণং ছাগীক্ষীরেণ সাধিতং সমধু। ভুক্তং ক্ষপয়তি ষাণ্ড্যং যজ্জনিতং কুপ্রয়োগেণ॥
সমপরিমিত নিস্তুষ কৃষ্ণতিল ও গোক্ষুরবীজচূর্ণ ছাগীদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া শীতল অবস্থায় উহা মধুর সহিত সেবন করিলে দুষ্ট ঔষধ প্রয়োগজনিত ক্লৈব্য নিবারিত হয়।

যোগজবরাঙ্গবন্ধং মথিতেন ক্ষালিতং হন্তি। উন্মুখগোশৃঙ্গোদ্ভবলেপো যোগজধ্বজভঙ্গহরঃ॥
দুষ্টলোক-প্রদত্ত ঔষধাদি দ্বারা ধ্বজোত্থান বন্ধ হইলে ঘোল দিয়া লিঙ্গ ধৌত করিবে অথবা গাভীর উন্নত শৃঙ্গের চূর্ণ দ্বারা লিঙ্গ প্রলিপ্ত করিবে, তাহাতে ধ্বজভঙ্গ নিবারিত হইবে।

সপ্তাহং ছাগসলিলসংস্থং করভবারুণীমূলম্। গাঢ়োদ্বর্ত্তনবিধিনা লিঙ্গস্তম্ভং সুরতে কুরুতে॥
রাখালশশার মূল ছাগমূত্রে সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া লিঙ্গে প্রলেপ দিলে রমণকালে লিঙ্গ দৃঢ় থাকে।

ভল্লাতকবৃহতীফলনলিনীদলসিন্ধুজন্মজলশূকৈঃ। মাহিষনবনীতেন করম্বিতৈঃ সপ্তদিনমুষিতৈঃ॥ মূলে হয়গন্ধায়া মহিষীমলমথিতং পূর্ব্বমথ লিঙ্গম্॥ ভবতি লঘুকৃতরাসভবল্লিঙ্গং ধ্রুবং পুংসাম্॥
ভেলা, বৃহতীফল, পদ্মপত্র, সৈন্ধবলবণ ও জলশূক (শেওলা), মাহিষ-নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা অশ্বগন্ধার মূলে বৃহৎ ছিদ্র করত সপ্তাহকাল তন্মধ্যে রাখিয়া দিবে। অনন্তর মহিষীবিষ্ঠা দ্বারা লিঙ্গ উদ্বর্ত্তন করিয়া অশ্বগন্ধামূলস্থ উক্ত ঔষধে প্রলেপ দিলে গর্দ্দভলিঙ্গসদৃশ লিঙ্গ দৃঢ় ও বৃহৎ হয়।

কনকরসমসৃণবর্ত্তিতহয়গন্ধামূলমিহ পর্য্যুষিতম্। মাহিষমিহ নবনীতং গতবীজে তচ্চ ফলমধ্যে॥
গোময়গাঢ়োদ্বর্ত্তিতং পূর্ব্বং পশ্চাদনেন সংলিপ্তম্। ভবতি হয়লিঙ্গসদৃশং লিঙ্গং কঠিনাঙ্গনাদয়িতম্॥
কনক ধুতূরার রসে উত্তমরূপে পেষিত অশ্বগন্ধামূল মাহিষ-নবনীতের সহিত মিশ্রিত করিবে। অনন্তর ধুতূরাফলের বীজরহিত খোসার মধ্যে ঐ অশ্বগন্ধার মূল পর্য্যুষিত করিয়া প্রথমতঃ সদ্যঃ গোময় দ্বারা লিঙ্গ উদ্বর্ত্তন করিয়া এই ঔষধ লেপন করিবে। ইহাতে লিঙ্গ কঠিনাঙ্গনাদের সুখকর ও অশ্বলিঙ্গসদৃশ হয়।

অমৃতপ্রাশঘৃতম্

ছাগমাংসতুলাঞ্চৈব বাজিগন্ধাং তথৈব চ। জলদ্রোণে বিপক্তব্যং কুর্য্যাৎ পাদাবশেষিতম্॥ তেন পচেদ্‌ঘৃতপ্রস্থমজাক্ষীরং চতুর্গুণম্। মূর্চ্ছনার্থে প্রদাতব্যং কুঙ্কুমঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্॥ বলামূলঞ্চ গোধূমঞ্চাশ্বগন্ধা তথামৃতা। গোক্ষুরঞ্চ কশেরুশ্চ ত্রিকটু চ সধান্যকম্। তালাঙ্কুরং ত্রৈফলঞ্চ কস্তুরীবীজবানরী। মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শটী॥ দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু মঞ্জিষ্ঠা নতং তালীশপত্রকম্। এলাপত্রত্বচং নাগং জাতীকুসুমরেণুকম্॥ সরলং জাতিকোষঞ্চ সূক্ষ্মৈলোৎপলসারিবা। মূলং বিম্বস্য জীবন্তী ঋদ্ধিবৃদ্ধী উড়ুম্বরঃ॥ প্রত্যেকং কর্ষমাত্রাণি পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ। বস্ত্রপূতে সুশীতে চ সিতাং দদ্যাচ্ছরাবকম্॥ কর্ষমাত্রং ততঃ খাদেদুষ্ণদুগ্ধানুপানতঃ। বৃংহণীয়ং বিশেষেণ বলপুষ্টিকরং সদা॥ প্রমেহান্ ধ্বজ-ভঙ্গাংশ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ। এতদ্ বৃষ্যকরং সর্পিঃ কাশিরাজেন নির্ম্মিতম্॥ দৃষ্টং সিদ্ধফলং হ্যেতদ্‌বাজীকরণমুত্তমম্। অমৃতপ্রাশনামেদং সর্ব্বাময়নিসূদনম্॥ শিরোরোগে নষ্টশুক্রে স্ত্রীষু নষ্টার্ত্তবাসু চ। ন চ শুক্রং ক্ষয়ং যাতি বলং হ্রাসং ন চ ব্রজেৎ॥ দশ স্ত্রীণাং রমেন্নিত্যমানন্দ উপজায়তে॥ কাসার্শ-আমশূলঘ্নং বদ্ধকোষ্ঠহরং পরম্। সিদ্ধঘৃতপ্রয়োগেণ স্থিরং ভবতি যৌবনম্॥

ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ—ছাগমাংস ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; অশ্বগন্ধা ১২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের; ছাগদুগ্ধ ১৬ সের, মূর্চ্ছার্থ কুঙ্কুম ৪ তোলা। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা-মূল, গোধূম, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গোক্ষুর, কেশুর, ত্রিকটু, ধনে, তালাঙ্কুর, ত্রিফলা, মৃগনাভি, আলকুশীবীজ, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, এলাইচ, তেজপত্র, গুড়ত্বক্, নাগেশ্বর, জাতীপুষ্প, রেণুক, সরলকাষ্ঠ, জৈত্রী, ছোট এলাইচ, উৎপল, অনন্তমূল, তেলাকুচার মূল, জীবন্তী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও যজ্ঞডুমুর প্রত্যেক ২ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে ঘৃতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ১ সের চিনি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—২ তোলা। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঘৃত বিশেষ পুষ্টিকর, ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ, শিরোরোগ, নষ্টশুক্রতা ও আর্ত্তবহীনতা প্রভৃতি পীড়ার শান্তি এবং বল, শুক্র ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

শ্রীমদনানন্দ-মোদকম্

সূতো গন্ধস্তথা লৌহং ত্রিসমং শুদ্ধমভ্রকম্। কর্পূরং সৈন্ধবং মাংসী ধাত্র্যেলা চ কটুত্রয়ম্॥ জাতীকোষফলং পত্রং লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্। যষ্টীমধু বচা কুষ্ঠং হরিদ্রা দেবদারুকম্॥ ঐজ্জলং টঙ্গণং ভার্গী নাগরং পুষ্পকেশরম্। শৃঙ্গী তালীশপত্রঞ্চ দ্রাক্ষাগ্নিদন্তিবীজকম্॥ বলা চাতীবলা চোচং ধনিকেভকণা শটী। সজলং জলদং গন্ধা বিদারী চ শতাবরী॥ অর্কবানরিবীজঞ্চ গোক্ষুরং বৃদ্ধদারকম্। ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং সমাংশং পেষয়েদ্ভিষক্॥ শতাবরীরসং দত্ত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণং সমাচরেৎ। শাল্মলীমূলচূর্ণন্তু চূর্ণাঙ্ঘ্রিসমমাহরেৎ॥ চূর্ণার্দ্ধং বিজয়াচূর্ণং বিশুদ্ধং তত্র দাপয়েৎ। সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য চ্ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥ মোদকার্থে সিতা দেয়া পাকযোগ্যা তথা মধু। নাতিবাহ্যঞ্চ ধূমান্তে পাচয়েন্মন্দবহ্নিনা॥ চাতুর্জ্জাতং সকর্পূরং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্। সংচূর্ণ্য চ ততো দেয়ং হব্যং কিঞ্চিন্নিধাপয়েৎ॥ পাকং জ্ঞাত্বা কর্ষমিতং মোদকং পরিকল্পয়েৎ। ভূতনাথে সুরপতৌ রতিনাথে তথৈব চ॥ হুতভুক্তে গণনাথে মোদকাগ্র্যং নিবেদয়েৎ। মূলমন্ত্রং* সমুচ্চার্য্য হুতাশনে সমর্পয়েৎ॥ কাঞ্চনে রাজতে কাচে মৃদ্ভাণ্ডে বা নিধাপয়েৎ। প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা হরগৌরীং প্রপূজয়েৎ॥ কালানলভবং বীজং সতিলং ঘৃত-

---

* ততোঽভিমন্ত্রিতম্। ওঁ হ্রীঁশ সঃ অমৃতং কুরু কুরু অমৃতে অমৃতোদ্ভবায় নমঃ হ্রীং অমৃতং কুরু কুরু অমৃতেশ্বরায় স্বাহা ওঁ স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা পাত্রান্তরে স্থাপয়েৎ।

সংযুতম্। গব্যক্ষীরং সিতাযুক্তমনুপেয়ঞ্চ পায়সম্॥ বিলাসার্থং প্রদোষে চ মোদকং পরিষেবয়েৎ। ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেণ কামান্ধো জায়তে নরঃ॥ কামজ্বরো ভবেৎ তাবদ্ যাবন্নারীং ন গচ্ছতি। স সহস্রং বরারোহা রময়ত্যপি সোদ্গমঃ॥ ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং বেগবীর্য্যং বিবর্দ্ধয়েৎ। প্রমদাপ্রাণবাহুল্যং মত্তবারণবিক্রমঃ॥ রামাবশ্যকরো রম্য উর্দ্ধরেতা ভবেন্নরঃ। কামতুল্যং ভবেদ্রূপং স্বরঃ পরভৃতোপমঃ। খগতুল্যা ভবেদ্দৃষ্টির্বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে। অষ্টোত্তরং ভজেদ্ যস্তু ভবেৎ তস্য সুধোপমম্॥ বীর্য্যবৃদ্ধিকরং শ্রেষ্ঠং জরামৃত্যুবিনাশনম্। অপস্মারজ্বরোন্মাদ-ক্ষয়ানিলগদাপহম্॥ কাসং শ্বাসং সশোথঞ্চ ভগন্দরগুদাময়ম্॥ অগ্নিমান্দ্যমতীসারং বিবিধং গ্রহণীগদম্॥ বহুমূত্রং প্রমেহঞ্চ শিরোরোগমরোচকম্। হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ ঘোরান্ বাতপিত্তবলাসজান্। বন্ধ্যা চ মৃতবৎসা চ নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ। বহুপুত্রা জীববৎসা ভবেদস্য নিষেবণাৎ॥ হরতে সূতিকারোগং বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা। মোদকং মদনানন্দং সর্ব্বরোগে মহৌষধম্। কথিতং দেবদেবেন রাবণস্য হিতার্থিনা॥

পারদ, গন্ধক, লৌহ প্রত্যেক ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব, জটামাংসী, আমলকী, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জৈত্রী, জায়ফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামুনহাটী, শুঁঠ, নাগেশ্বর, কাঁক্ড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, দ্রাক্ষা, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গুড়ত্বক্, ধনে, গজপিপ্পলী, শটী, বালা, মুতা, গন্ধভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দমূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বিদ্ধড়কবীজ, সিদ্ধিবীজ, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা। এই সমুদায় চূর্ণ শতমূলীর রসে মর্দ্দন করিয়া শুকাইয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে। পরে এই সমুদায় চূর্ণের এক-চতুর্থাংশ শিমুলমূলচূর্ণ এবং শিমুলমূল সহিত সমুদায় চূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ, এই সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে পেষণ করিবে। পরে সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পাক করিবে এবং যথাসময়ে উল্লিখিত চূর্ণ সমস্ত প্রক্ষেপ করিয়া মৃদু জ্বালে পাক সমাপ্ত করিবে। পশ্চাৎ গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধব, ত্রিকটু, এই সমুদায়ের কিঞ্চিৎ চূর্ণ এবং উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা পরিমাণে মোদক বান্ধিবে। অনুপান—গব্যদুগ্ধ ও চিনি। রতিক্রিয়ায় সম্যক্ চরিতার্থতার নিমিত্ত সন্ধ্যাকালে মোদক সেব্য। এই মোদক সেবন করিবে অপস্মার, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, প্রমেহ ও বহুমূত্র প্রভৃতি নানারোগের শান্তি, ইন্দ্রিয়শক্তির অতি বৃদ্ধি এবং বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, নষ্টার্ত্তব ও সূতিকা প্রভৃতি স্ত্রীলোকদের ব্যাধি বিনষ্ট হয়। ইহা রমণীরঞ্জনের মহৌষধ।

শুক্রজীবনং মোদকম্

বিদারীকন্দজং চূর্ণং চতুর্দ্দশপলান্বিতম্। শাখোটবীজং দ্বিপলং লাজাপলচতুষ্টয়ম্॥ সিতাপলশতং দেয়ং ক্ষীরং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ॥ জাতীফলং ত্রিজাতঞ্চ লবঙ্গং গ্রন্থিপর্ণ্যপি॥ যমানিকা তথা ব্যোষং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম্। সিদ্ধে পাকে ক্ষিপেৎ সর্ব্বং মোদকং শুক্রজীবনম্॥ সংবর্দ্ধয়তি বীর্য্যঞ্চ তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্। শুক্রস্তম্ভে বিশেষেণ শুক্রপাতে বলক্ষয়ে॥ নারীণাং যোনিদুষ্টানাং শস্তং-জরাবিনাশনম্। মেধাঞ্চ কুরুতে দীপ্তিং কামিনীপ্রিয়দর্শনম্॥

ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ১৪ পল, শেওড়াবীজ ২ পল, খৈ ৪ পল, চিনি ১০০ পল। এই সকল দ্রব্য একত্র উপযুক্ত দুগ্ধসহ পাক করিবে। ঘন হইলে আসন্ন পাকে জায়ফল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাতা, লবঙ্গ, গেটেলা, যমানী, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেক ১ পল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। ইহা সেবন করিলে শুক্রপাত, বলক্ষয়, জরা প্রভৃতি নিবারিত হইয়া বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ত্রিকন্টকাদ্যো মোদক

গোক্ষুরেক্ষুরবীজানি বাজিগন্ধা শতাবরী। মুষলী বানরীবীজং যষ্টী নাগবলা বলা॥ এষাং চূর্ণং দুগ্ধসিদ্ধং গব্যেনাজ্যেন ভর্জ্জিতম্। সিতয়া মোদকং কৃত্বা ভক্ষ্যং বাজীকরং পরম্। চূর্ণাদষ্টগুণং ক্ষীরং ঘৃতং চূর্ণসমং স্মৃতম্। সর্ব্বতো দ্বিগুণং খণ্ডং খাদেদগ্নিবলং যথা॥ বাজীকরাণি ভূরীণি সংগৃহ্য রচিতো যতঃ। তস্মাদ্ বহুষু যোগেষু যোগোঽয়ং প্রবরো মতঃ॥

গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়াবীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, আলকুশীবীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষ-চাকুলে ও বেড়েলা প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া ৮ গুণ দুগ্ধে সিদ্ধ ও তাহা চূর্ণ-পরিমিত ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া সকলের দ্বিগুণ পরিমিতি চিনির সহিত মিশাইয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া (২ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত) মাত্রা স্থির করিবে। ইহা বিশেষ বৃষ্যকর। সমস্ত বাজীকর ঔষধ হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ।

ভৈরবানন্দযোগ

চত্বারো ব্যোমভাগাস্তদনু নিগদিতং ভাগযুগ্মঞ্চ বঙ্গং ভাগৈকং শম্ভুবীজং ত্রিতয়মপি মৃতং তৎসমা সিদ্ধমূলী। চাতুর্জ্জাতং সজাতীফলমরিচকণা নাগরং দেবপুষ্পং জাতীপত্রঞ্চ ভাগদ্বিতয়মপি পৃথক্ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণ্যম্॥ সর্ব্বদ্ব্যংশা সিতা স্যাদ্‌ঘৃতমধুসহিতাং মোদকীকৃত্য চৈতৎ খাদেদগ্নিং সমীক্ষ্য প্রসভমভিনবানন্দসংবর্দ্ধনায়। যোগো বাজীকরাখ্যোঽয়মিহ নিগদিতো ভৈরবানন্দনামা নিঃশেষব্যাধিহন্তা দলিতবহুবধূদ্দামকন্দর্পদর্পঃ॥

অভ্র ৪ ভাগ, বঙ্গ ২ ভাগ, রসসিন্দুর ১ ভাগ, এই তিনের সমান কৃষ্ণধুস্তুরচূর্ণ, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, গুড়ত্বক্, জায়ফল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, লবঙ্গ ও জাতীপত্র প্রত্যেক ২ ভাগ, সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি। এই সমস্ত একত্র মিলিত করিয়া উপযুক্ত ঘৃত ও মধু দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্নিবলানুসারে ইহা সেবন করিলে বলবীর্য্যাদি ও রতিশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

রসালা

দধ্নোঽর্দ্ধাঢ়কমীষদম্লমধুরং খণ্ডস্য চন্দ্রদ্যুতেঃ প্রস্থং* ক্ষৌদ্রপলঞ্চ পঞ্চ হবিষঃ শুণ্ঠ্যাশ্চতুর্মাষকান্। এলামাষচতুষ্টয়ং মরিচতঃ কর্ষং লবঙ্গং তথা ধৃত্বা শুক্লপটে শনৈঃ করতলেনোন্মথ্য বিস্রাবয়েৎ॥ মৃদ্ভাণ্ডে মৃগনাভিচন্দনরসস্পৃষ্টেঽগুরূদ্ধূপিতে কর্পূরেণ সুগন্ধিকং তদখিলং সংলোড্য সংস্থাপয়েৎ। স্বস্যার্থে মথুরেশ্বরেণ রচিতা হ্যেষা রসালা স্বয়ং ভোক্তুর্মন্মথদীপনী সুখকরী কান্তেব নিত্যং প্রিয়া॥

ঈষদম্লমধুর দধি ৮ সের, চিনি ২ সের, মধু ১ পল, ঘৃত ৫ পল, শুঁঠ ৪ মাষা, এলাইচ ৪ মাষা, মরিচ ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, এই সমুদায় উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া মৃগনাভি ও চন্দনলেপিত এবং অগুরু দ্বারা ধূপিত মৃদ্ভাণ্ডে রাখিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর দ্বারা সৌগন্ধ্য সম্পন্ন করিবে। এই রসালা পান করিলে কামোদ্দীপন হয়।

কামিনীদর্পঘ্ন

কজ্জলীকৃতসুগন্ধকশম্ভোস্তুল্যমেব কনকস্য হি বীজম্। মর্দ্দয়েৎ কনকতৈলযুতং স্যাৎ কামিনীমদবিধূনন এষঃ॥ অস্য বল্লকমথো সিতয়াক্তং সেবিতং হরতি মেহগদৌঘান্। বীর্য্যদার্ঢ্যকরণং কমনীয়ং দ্রাবণং নিধুবনে বনিতানাম্॥

---

* প্রস্থং ক্ষৌদ্রপলং পলঞ্চ হবিষঃ শুণ্ঠ্যাশ্চ মাষাষ্টকম্। তদ্বন্মাষচতুষ্টয়মিতি পাঠান্তরম্।

গন্ধক ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, এই উভয় দ্রব্য মাড়িয়া উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত ধুতূরার বীজচূর্ণ ১ তোলা মিশ্রিত করত ধুতূরার তৈল দিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহার মাত্রা—২ রতি পর্যন্ত। চিনির সহিত সেব্য। ইহা সেবন করিলে মেহরোগের শান্তি, বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

স্বল্পচন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কর্পূরং মরিচং তথা। প্রত্যেকং তোলকং দত্ত্বা সুবর্ণস্য চ মাষকম্॥ অগুজং মাষমানঞ্চ সর্ব্বতুল্যমথেশ্বরম্। যত্নতো মর্দ্দয়েৎ খল্লে চতুর্গুঞ্জাং বটীং চরেৎ॥ এষ চন্দ্রোদয়ো নাম রসো বাজীকরঃ পরঃ। হন্তি রোগানশেষাংশ্চ বলবীর্য্যাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥

জায়ফল, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচ প্রত্যেক ১ তোলা, স্বর্ণ দুই আনা, মৃগনাভি দুই আনা, রসসিন্দুর ৪।০ তোলা। এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে (অনুপান—মাখন ও মিছরী, অথবা পানের রস প্রভৃতি)। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ পীড়ার শান্তি, বল, বীর্য্য ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়-মকরধ্বজ

পলং মৃদু স্বর্ণদলং রসেন্দ্রাৎ পলাষ্টকং ষোড়শ গন্ধকস্য। শোণৈঃ সুকার্পাসভবপ্রসূনৈঃ সর্ব্বং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকাদ্ভিঃ॥ তৎ কাচকুম্ভে নিহিতং সুগাঢ়ে মৃৎকর্পটীভির্দিবসত্রয়ঞ্চ। পচেৎ ক্রমাগ্নৌ সিকতাখ্যযন্ত্রে ততো রজঃ পল্লবরাগরম্যম্॥ সংগৃহ্য চৈতস্য পলং পলানি চত্বারি কর্পূররজস্তথৈব।* জাতীফলং সোষণমিন্দ্রপুষ্পং কস্তুরিকায়া ইহ শাণমেকম্॥ চন্দ্রোদয়োঽয়ং কথিতোঽস্য বল্লো ভুক্তোঽহিবল্লীদলমধ্যবর্ত্তী। মদোন্মাদানাং প্রমদাশতানাং গর্ব্বাধিকত্বং শ্লথয়ত্যকাণ্ডে॥ ঘৃতং ঘনীভূতমতীব দুগ্ধং মৃদূনি মাংসানি সমস্তকানি। মাষান্নপিষ্টানি ভবন্তি পথ্যান্যানন্দদায়ীন্যপরাণি চাত্র॥ বলীপলিতনাশনস্তনুভৃতাং বয়ঃস্তম্ভনঃ সমস্তগদখণ্ডনঃ প্রচুররোগপঞ্চাননঃ। গৃহেঽপি গৃহভূপতির্ভবতি যস্য চন্দ্রোদয়ঃ স পঞ্চশরদর্পিতো মৃগদৃশাং ভবেদ্বল্লভঃ॥

শোধিত সূক্ষ্ম স্বর্ণপত্র ১ পল, শোধিত পারদ ৮ পল, এই উভয় একত্র উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার সহিত গন্ধক ১৬ পল মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে এবং রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ও ঘৃতকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া মাড়িয়া শুষ্ক করিবে। পরে এই সমস্ত সমতল বোতলের মধ্যে স্থাপন করিয়া বোতলের মুখে একখণ্ড খড়ি চাপা দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়ির মধ্যে ঐ বোতল উর্দ্ধমুখে বসাইবে, বোতলের গলা পর্য্যন্ত বালুকাপূর্ণ থাকিবে। অনন্তর ক্রমাগত ৩ দিন জ্বাল দিবে, ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণবর্ণ যে সমস্ত ঔষধাংশ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ পল, কর্পূরচূর্ণ ৪ পল (পাঠান্তরে—কর্পূরচূর্ণ ১ পল) এবং জায়ফল, মরিচ, লবঙ্গ প্রত্যেক ৪ পল, মৃগনাভি অর্ধ তোলা, এই সমুদায় একত্র মাড়িয়া লইবে। ইহার মাত্রা—২ রতি, পানের সহিত সেবনীয়। পথ্য—ঘৃত, ঘনীভূত দুগ্ধ, মাংস ও পিষ্টক প্রভৃতি। ইহা মদোন্মত্ত প্রমদাগণের গর্ব্ব নিবারণ ও তাহাদের প্রিয়তা লাভের অমোঘ ঔষধ। ইহা সেবনে নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়।

অনঙ্গকুসুমাকর

নিরুত্থ ভস্ম সৌবর্ণং মুক্তা কস্তুরিকা তথা। তালসত্ত্বঞ্চ তৎ সর্ব্বং তোলকৈকং প্রকল্পয়েৎ॥ কন্যারসেন সংমর্দ্দ্য চতুর্গুঞ্জামিতা বটী। বটিকাং বটিকার্দ্ধং বা সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥ অনুপানাদিকং দদ্যাদ্ বুদ্ধ্বা

* সংগৃহ্য চৈতস্য পলঞ্চ সম্যক্ পলঞ্চ কর্পূররজস্তথৈবেতি পাঠান্তরম্।

দোষবলাবলম্। অযথাবীর্য্যপাতেন শুক্রমেহাদিভিস্তথা॥ ক্লীবত্বং ধ্বজভঙ্গঞ্চ রোগাংশ্চাশু তদুদ্ভবান্। নাশয়েদেব বিখ্যাতোঽনঙ্গকুসুমসংজ্ঞিতঃ॥

স্বর্ণ, মুক্তা, মৃগনাভি ও হরিতাল প্রত্যেক ১ তোলা, ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধবটী হইতে একবটী পর্যন্ত। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপান স্থির করিবে। ইহাতে অযথাশুক্রক্ষয়-হেতুক ধ্বজভঙ্গ ও তজ্জনিত অন্যান্য রোগসকল আশু নিবারিত হয়।

সিদ্ধসূত

মুক্তাফলং শুদ্ধসূতং সুবর্ণং রূপ্যমেব চ। যবক্ষারঞ্চ তৎ সর্ব্বং তোলকৈকং প্রকল্পয়েৎ॥ রক্তোৎপলপত্রতোয়ৈর্মর্দ্দয়েৎ পুত্তলীকৃতম্। মর্দ্দয়েচ্চ পুনর্দত্ত্বা গন্ধকং তদনন্তরম্॥ ক্ষিপ্ত্বা কাচঘটীমধ্যে সংনিরুধ্য ত্রিযামকম্। সিকতাখ্যে পচেচ্ছীতে সিদ্ধসূতন্তু ভক্ষয়েৎ॥ পঞ্চরক্তিপ্রমাণেন মুষলীশর্করান্বিতম্। শুক্রবৃদ্ধিং করোত্যেষ ধ্বজভঙ্গঞ্চ নাশয়েৎ॥ দুর্ব্বলং বপুরত্যর্থ বলযুক্তং করোত্যসৌ। মুদ্গগর্ভং ঘৃতং ক্ষীরং শালয়ঃ স্নিগ্ধমামিষম্। পারাবতস্য মাংসঞ্চ তিত্তিরিশ্চ সদা হিতঃ॥

মুক্তা, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, যবক্ষার প্রত্যেক ১ তোলা, এই সমুদায় একত্র করিয়া রক্তোৎপলের পত্রের রসে মাড়িয়া পশ্চাৎ উহার সহিত গন্ধক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িবে, পরে ইহাদিগকে একটি বোতলে পুরিয়া ৩ প্রহর পর্য্যন্ত বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া ৫ রতি পরিমাণে তালমূলীর রস ও চিনির সহিত সেবন করিবে। পথ্য—ঘৃত, মুদ্গ, শালিধান্য ও পারাবাতের মাংস প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে ধ্বজভঙ্গরোগ নষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত বলকারক।

কামদীপক

সিতং পুনর্নবামূলং শাল্মলী রসভাবিতম্। শাল্মলীসত্ত্বনির্য্যাসং দদ্যাৎ তত্র সমং সমম্॥ গন্ধকং সর্ব্বতুল্যঞ্চ ভক্ষয়েচ্ছাণমাত্রকম্। অনুপানং প্রকুর্ব্বীত ততঃ ক্ষীরং পলদ্বয়ম্॥ অয়ং চণ্ডালিনীযোগোঽগম্যাপ্যত্র হি গম্যতে। নিষেধান্নিধনং যাতি করণাৎ কামরূপধৃক্॥

শ্বেত পুনর্নবার মূলচূর্ণ ২ পল শিমুলমূলের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া তাহার সহিত মোচরস ২ পল ও গন্ধক ৪ পল মিশ্রিত করিয়া সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। এক পোয়া দুগ্ধের সহিত ৪ মাষা মাত্রায় সেব্য।

সিদ্ধশাল্মলী-কল্প

ভূকুষ্মাণ্ডং তালমূলী ধাত্রী চৈব পুনর্নবা। সমভাগং সমাহৃত্য ভাগার্দ্ধং গন্ধকং তথা। তদর্দ্ধং পারদং শুদ্ধং কজ্জলীকৃত্য নিক্ষিপেৎ। শ্বেতশাল্মলীতোয়েন সপ্তধা ভাবয়েৎ ততঃ॥ মাহিষেণ চ দুগ্ধেন তচ্চূর্ণং ভাবয়েৎ পুনঃ॥ শুষ্কং তচ্চূর্ণয়েদ্ যত্নাল্লেহয়েন্মধুসর্পিষা॥ অনেনাশীতিবর্ষোঽপি শতধা রমতে স্ত্রিয়া। ঊর্দ্ধলিঙ্গঃ সদা তিষ্ঠেৎ কামদেব ইব স্বয়ম্॥ জ্বরাদিরোগনির্ম্মুক্তঃ সংসারসুখমশ্নুতে। শাণমেকন্তু কর্ত্তব্যং দুগ্ধমত্রানুপানকম্॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও শ্বেত পুনর্নবা প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধক অর্দ্ধ ভাগ, পারদ গন্ধকের অর্দ্ধ ভাগ (পারা ও গন্ধকে কজ্জলী করিবে)। এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া শ্বেত শিমুলের মূলের রসে ও মাহিষদুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা—৪ মাষা। অনুপান—ঘৃত ও মধু। ঔষধসেবনান্তে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে অত্যন্ত কামবেগবৃদ্ধি এবং জ্বরাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চশর

রসৈঃ সমং শাল্মলিজৈশ্চ সূতং ত্রিঃসপ্তবারাণি বলিং বিমর্দ্দ্য। পৃথক্ তয়োঃ কজ্জলিকাং বিপক্বাং মৃতো রসঃ পঞ্চশরোঽয়মুক্তঃ॥ বল্লোঽহিবল্লীদলসংপ্রযুক্তো বীর্য্যাতিবৃদ্ধিং কুরুতেঽস্য নূনম্। মাংসান্নমদ্যং গুরুপায়সঞ্চ পয়ঃ পিবেন্মাহিষমত্র সিদ্ধম্॥

পারদ ও গন্ধক শিমূলমূলের রসে পৃথক্ পৃথক্ ২১ বার ভাবনা দিয়া কজ্জলী করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা—২ রতি, পানের সহিত সেব্য। পথ্য—মাংস, মদ্য, পায়স ও মাহিষদুগ্ধ প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অতিশয় বীর্য্যবৃদ্ধি হয়।

পুষ্পধন্বা

হরজভুভগলৌহঞ্চাভ্রকং বঙ্গচূর্ণং কনকবিজয়যষ্টী শাল্মলীনাগবল্লী। ঘৃতমধুসিতদুগ্ধং পুষ্পধন্বা রসেন্দ্রো রময়তি শতরামা দীর্ঘমায়ুর্বলঞ্চ॥

(কনকাদিক্বাথেন ভাবয়িত্বা ঘৃতাদিভিযোজয়েৎ।)

রসসিন্দূর, সীসা, লৌহ, অভ্র ও বঙ্গ এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া ধুতূরা, সিদ্ধি, যষ্টিমধু, শিমূলমূল ও পানের রসে ভাবনা দিয়া ঘৃত, মধু, চিনি ও দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনীয়। ইহাতে রতিশক্তি, আয়ুঃ ও বল বর্দ্ধিত হয়।

কামাগ্নিসন্দীপন

পলপরিমিতশুদ্ধং সূতকং গন্ধতুল্যং দরদকুনটিতুল্যং ভাবিতং শৃঙ্গবেরৈঃ। তদনু কনকবীজৈর্ভাবিতং সপ্তবারং তদনু সিতজয়ন্ত্যা ভৃঙ্গরাজৈশ্চ সর্ব্বম্॥ পুটিতমুপরি শুষ্কং কাচকূপ্যাস্তু ক্ষিপ্তং ষড়হমুপরিপাচ্যং বালুকাযন্ত্রকৈশ্চ॥ এলাজাতীসুচন্দ্রৈর্মৃগমদসহিতৈঃ সোষণৈঃ সাশ্বগন্ধৈস্তুল্যৈর্বল্লপ্রমাণং প্রতিদিনমশিতং প্রতিরুত্থায় শুদ্ধৈঃ। ওজঃপুষ্টিবিবর্দ্ধনোঽতি বলকৃৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দনঃ সর্ব্বাতঙ্কহরো রসায়নবরঃ কামাগ্নিসন্দীপনঃ॥

পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, মনছাল প্রত্যেক ১ পল, এই সমুদায় একত্র মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে আদা, ধুতূরাবীজ, শ্বেত জয়ন্তী ও ভৃঙ্গরাজের রসে ক্রমশঃ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া কাচকূপীর অভ্যন্তরস্থ করিবে এবং বালুকাযন্ত্রে ৬ দিন পাক করিয়া ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। পরে উহার সহিত সমান পরিমাণে এলাইচ, জায়ফল, কর্পূর, মৃগনাভি, মরিচ ও অশ্বগন্ধা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা—২ রতি। প্রাতঃকালে সেব্য। ইহা সেবন করিলে ওজঃ, পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি, বিবিধ রোগ নাশ এবং কামোদ্দীপন হয়।

চন্দনাদিতৈলম্

দ্রব্যাণি চন্দনাদেস্তু চন্দনং রক্তচন্দনম্। পত্তঙ্গমথ কালীয়াগুরুকৃষ্ণাগুরূণি চ॥ দেবদ্রুমঃ সসরলঃ পদ্মকং তুণিকোঽপি চ। কর্পূরো মৃগনাভিশ্চ লতাকস্তুরিকাপি চ॥ সিহ্লকঃ কুঙ্কুমং নব্যং জাতীফলকমত্র চ। জাতীপত্রং লবঙ্গঞ্চ সূক্ষ্মৈলা মহতী চ সা॥ কক্কোলফলকং ত্বক্ চ পত্রকং নাগকেশরম্। বালকঞ্চ তথোশীরং মাংসী দারুসিতাপি বা॥ মুরা কর্পূরকশ্চাপি শৈলেয়ং ভদ্রমুস্তকম্। রেণুকা চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ শ্রীবাসো গুগ্গুলুস্তথা॥ লাক্ষা নখশ্চ রালশ্চ ধাতকীকুসুমং তথা। গ্রন্থিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা তগরং সিক্থকং তথা॥ এতানি শাণমানানি কল্কীকৃত্য শনৈঃ পচেৎ। তৈলং প্রস্থমিতং সম্যগেতৎ পাত্রে শুভে ক্ষিপেৎ। অনেনাভ্যক্তগাত্রস্তু বৃদ্ধোঽশীতিসমোঽপি যঃ। শুভ্রো ভবতি শুক্রাঢ্যঃ স্ত্রীণামত্যন্তবল্লভঃ॥ বন্ধ্যাপি

লভতে গর্ভং ষণ্ডোঽপি পুরুষায়তে। অপুত্রঃ পুত্রমাপ্নোতি জীবেচ্চ শরদাং শতম্॥ চন্দনাদি মহাতৈলং রক্তপিত্তং ক্ষয়ং জ্বরম্। দাহপ্রস্বেদদৌর্গন্ধ্য-কুষ্ঠং কণ্ডুং বিনাশয়েৎ॥

তিলতৈল ৪ সের। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, বকমকাষ্ঠ, কালিয়াকাষ্ঠ, অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, তুঁদ, কর্পূর, মৃগনাভি, লতাকস্তুরী, শিলারস, কুঙ্কুম, নূতন জায়ফল, জাতীপত্র, লবঙ্গ, ছোট এলাইচ, বড় এলাইচ, কঙ্কোল, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বালা, বেণার মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, মুরামাংসী, শৈলজ, ভদ্রমুতা, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, সরল-নির্য্যাস, গুগ্‌গুলু, লাক্ষা, নখী, ধুনা, ধাইফুল, গেঁটেলা, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদুকা ও মোম প্রত্যেক ।।০ তোলা। যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বল বীর্য্যাদির বৃদ্ধি, কামোদ্দীপন, বন্ধ্যার গর্ভোৎপত্তি এবং ক্লীবেরও পুরুষত্ব হয়। ইহাতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও জ্বর প্রভৃতি রোগ নিরাকৃত হয়।

ভল্লাতকাদ্যতৈলম্

ভল্লাতকবৃহতীফলদাড়িমফলবল্কলসাধিতং কুরুতে। লিঙ্গং মর্দ্দনবিধিনা কটুতৈলং বাজিলিঙ্গাভম্॥

ভেলা, বৃহতীফল, দাড়িম্বফলের ত্বক্, ইহাদের কল্কে চতুর্গুণ জলসহ যথারীতি কটুতৈল পাক করিয়া লিঙ্গে মর্দ্দন করিলে অশ্বলিঙ্গসদৃশ লিঙ্গ হয়।

অশ্বগন্ধাতৈলম্

অশ্বগন্ধা বরী কুষ্ঠং মাংসী সিংহীফলান্বিতম্। চতুর্গুণেন দুগ্ধেন তিলতৈলং বিপাচয়েৎ। স্তনলিঙ্গকর্ণপালিবর্দ্ধনং ম্রক্ষণাদিদম্॥

অশ্বগন্ধা, শতমূলী, কুড়, জটামাংসী, বৃহতীফল ইহাদের কল্কে এবং চতুর্গুণ দুগ্ধে যথাবিহিত সুপক্ব তৈল মর্দ্দন করিলে লিঙ্গ, স্তন ও কর্ণপালি বিবর্দ্ধিত হয়।

কুষ্ঠৈলবালুকৈলামুস্তকধন্যাকমধুককৃতঃ কবলঃ। অপহরতি পূতিগন্ধং রসোনমদিরাদিজং গন্ধম্। ক্ষৌদ্রেণ বীজপূরত্বক্ লীঢ়াঽধোবাতগন্ধনুৎ॥

মুখের স্বাভাবিক দুর্গন্ধ এবং রসোন ও মদিরাদি পানজন্য দুর্গন্ধ নিবারণার্থ কুড়, এলবালুক, এলাইচ, মুতা, ধনে ও যষ্টিমধু ইহাদের কাথের কবল ধারণ করিবে। অধোবাতদুর্গন্ধ নিবারণার্থ টাবালেবুর ত্বক্ পেষণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

ফিরঙ্গরোগাধিকার

ফিরঙ্গসংজ্ঞকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ ভবেৎ। তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধিবিশারদৈঃ॥

ফিরঙ্গ দেশে এই রোগ বহুল পরিমাণে হয়, তজ্জন্য বৈদ্যগণ ইহাকে ফিরঙ্গরোগ বলিয়া থাকেন।

ফিরঙ্গরোগ-নিদানম্

গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনং ধ্রুবম্। ফিরঙ্গিণোঽঙ্গসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যা প্রসঙ্গতঃ॥

ব্যাধিরাগন্তুজো হ্যেষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ। ভবেৎ তল্লক্ষয়েৎ তেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরং॥

ফিরঙ্গ-রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গাত্রসংসর্গ কিংবা ফিরঙ্গিণীর সহবাস করিলে ফিরঙ্গ নামক এই গন্ধরোগ উৎপন্ন হয়। ইহা আগন্তুজ ব্যাধি। এই ব্যাধি উৎপন্ন হইলে দোষানুসারে ইহার যথোক্ত বাতজাদি লক্ষণ স্থির করিবে।

ফিরঙ্গস্ত্রিবিধো জ্ঞেয়ো বাহ্য আভ্যন্তরস্তথা। বহিরন্তর্ভবশ্চাপি তেষাং লিঙ্গানি চ ব্রুবে॥

ফিরঙ্গরোগ বাহ্য, আভ্যন্তর ও বহিরন্তর্ভব, এই তিন প্রকার হয়। ক্রমশঃ ইহাদের লক্ষণ লিখিত হইতেছে।

তত্র বাহ্যঃ ফিরঙ্গঃ স্যাদ্ বিস্ফোটসদৃশোঽল্পরুক্। স্ফুটিতো ব্রণবদ্বেদ্যঃ সুখসাধ্যোঽপি স স্মৃতঃ॥

সন্ধিষ্বাভ্যন্তরঃ স স্যাদামবাত ইব ব্যথাম্। শোথঞ্চ জনয়েদেষ কষ্টসাধ্যো বুধৈঃ স্মৃতঃ॥

তন্মধ্যে বাহ্য ফিরঙ্গ বিস্ফোটসদৃশ, অল্প বেদনাযুক্ত এবং স্ফুটিত হইলে ব্রণবৎ হয়। ইহা সুখসাধ্য। আভ্যন্তর ফিরঙ্গরোগে আমবাতের ন্যায় সন্ধিস্থানে বেদনা ও শোথ হয়। ইহা কষ্টসাধ্য। (বহিরন্তর্ভব ফিরঙ্গে বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয়বিধ ফিরঙ্গের লক্ষণসকল সংঘটিত হয়।)

অস্যোপদ্রবা

কার্শ্যং বলক্ষয়ো নাসা-ভঙ্গো বহ্নেশ্চ মন্দতা। অস্থিশোষোঽস্থিবক্রত্বং ফিরঙ্গোপদ্রবা অমী॥

কৃশতা, বলক্ষয়, নাসাভঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, অস্থিশোষ ও অস্থির বক্রতা, এইসকল ফিরঙ্গরোগের উপদ্রব।

অস্য সাধ্যত্বাদিলক্ষণম্

বহির্ভবো ভবেৎ সাধ্যো নবীনো নিরুপদ্রবঃ। আভ্যন্তরস্তু কষ্টেন সাধ্যঃ স্যাদয়মাময়ঃ॥ বহিরন্তর্ভবো জীর্ণঃ ক্ষীণস্যোপদ্রবৈর্যুতঃ। ব্যাপ্তো ব্যাধিরসাধ্যোঽয়মিত্যাহুর্মুনয়ঃ পুরা॥

বাহ্য, নূতন সঞ্জাত এবং উপদ্রবশূন্য ফিরঙ্গ সাধ্য। আভ্যন্তর ফিরঙ্গ কষ্টসাধ্য এবং ক্ষীণ ব্যক্তির বহিন্তরর্ভব ফিরঙ্গ, উপদ্রবযুক্ত সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত ও পুরাতন হইলে অসাধ্য হয়।

ফিরঙ্গরোগ-চিকিৎসা

ফিরঙ্গসংজ্ঞকং রোগং রসকর্পূরসংজ্ঞকঃ। অবশ্য নাশয়েদেতদূচুঃ পূর্ব্বচিকিৎসকাঃ॥ লিখ্যতে রসকর্পূর-প্রাশনে বিধিরুত্তমঃ। অনেন বিধিনা খাদেন্মুখে শোথং ন বিন্দতি॥

প্রাচীন চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে, রসকর্পূর ব্যবহার করিলে ফিরঙ্গ রোগ অবশ্য বিনষ্ট হয়। অতএব রসকর্পূর ব্যবহারের নিয়ম লিখিত হইতেছে, সেই নিয়মে রসকর্পূর ব্যবহার করিলে মুখে শোথ হয় না।

কর্পূররস

গোধূমচূর্ণং সন্নীয় বিদধ্যাৎ সূক্ষ্মকূপিকাম্। তন্মধ্যে নিক্ষিপেৎ সূতং চতুর্গুঞ্জামিতং ভিষক্॥ ততস্তু গুটিকাং কুর্য্যাদ্ যথা ন দৃশ্যতে বহিঃ। সূক্ষ্মচূর্ণৈর্লবঙ্গস্য তাং বটীমবধূলয়েৎ॥ দন্তস্পর্শো যথা ন স্যাৎ তথা তামম্ভসা গিলেৎ॥ তাম্বূলং ভক্ষয়েৎ পশ্চাচ্ছাকাম্ললবণাংস্ত্যজেৎ। শ্রমমাতপমধ্বানং বিশেষাৎ স্ত্রীনিষেবণম্॥

ময়দার একটি ছোট ঠুলি করিয়া তন্মধ্যে ১ রতি পরিমিত পারদ দিয়া মুখ এমনভাবে বন্ধ করিবে, যেন ভিতরের পারদ দেখা না যায় কিংবা উপরেও পারদ না থাকে। পরে তাহার উপরে লবঙ্গের গুঁড়া মাখাইয়া এরূপ সতর্কতার সহিত গিলিয়া খাইবে, যেন দাঁতে না লাগে। ইহা সেবনের পর তাম্বূল খাইবে। এই ঔষধ সেবনকালে শাক, অম্ল, লবণ, পরিশ্রম, রৌদ্র, পথপর্য্যটন এবং স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিবে।

সপ্তশালিবটী

পারদষ্টঙ্কমানঃ স্যাৎ খদিরষ্টঙ্কসম্মিতঃ। আকারকরভশ্চাপি গ্রাহ্যষ্টঙ্কদ্বয়োন্মিতঃ॥ টঙ্কত্রয়োন্মিতং ক্ষৌদ্রং খল্লে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ। সংমর্দ্দ্য তস্য সর্ব্বস্য কুর্য্যাৎ সপ্তবটীর্ভিষক্॥ স রোগী ভক্ষয়েৎ প্রাতরেকৈকামম্বুনা বটীম্। বর্জ্জয়েদম্ললবণং ফিরঙ্গস্তস্য নশ্যতি॥

পারদ অর্দ্ধতোলা, খদির অর্দ্ধতোলা, আকরকরা ১ তোলা ও মধু দেড় তোলা ; একত্র মাড়িয়া ৭টি বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রাতঃকালে জলের সহিত একটি করিয়া সেবন করিলে ফিরঙ্গ রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনকালে অম্ল ও লবণ বর্জ্জনীয়।

ধূমপ্রয়োগ

পারদঃ কর্ষমাত্রঃ স্যাৎ তাবানেব হি গন্ধকঃ তণ্ডুলাশ্চাক্ষমাত্রাঃ স্যুরেষাং কুর্য্যাৎ তু কজ্জলীম্॥ তস্যাঃ সপ্তবটীং কুর্য্যাৎ তাভির্ধূমং প্রযোজয়েৎ। দিনানি সপ্ত তেন স্যাৎ ফিরঙ্গান্তো ন সংশয়॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, কজ্জলী করিয়া বিড়ঙ্গচূর্ণ ২ তোলার সহিত একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে ৭টি বটী প্রস্তুত করিয়া এক একটি দ্বারা ধূম প্রয়োগ করিলে সাত দিনে নিশ্চয় ফিরঙ্গ রোগ নষ্ট হয়।

পীতপুষ্পবলাপত্র-রসৈষ্টঙ্কমিতং রসম্। হস্তাভ্যাং মর্দ্দয়েৎ তাবদ্ যাবৎ সূতো ন দৃশ্যতে॥ ততঃ সংস্বেদয়েদ্ধস্তাবেবং বাসরসপ্তকম্। ত্যজেল্লবণমম্লঞ্চ ফিরঙ্গস্তস্য নশ্যতি॥

পীত বেড়েলার পাতার রসসহ আধতোলা পরিমিত পারদ হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিবে; যখন **দেখিবে পারদ** আর হস্তে দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন হস্ত দ্বারা পাণিস্বেদ দিবে। লবণ ও অম্ল **পরিত্যাগ** করিয়া এইরূপ ৭ দিন করিলে ফিরঙ্গ রোগ নষ্ট হয়।

চূর্ণয়েন্নিম্বপত্রাণি পথ্যা নিম্বাষ্টমাংশিকা। ধাত্রী চ তাবতী রাত্রী নিম্বষোড়শভাগিকা॥ শাণমানমিদং চূর্ণমশ্নীয়াদম্ভসা সহ। ফিরঙ্গং নাশয়ত্যেব বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা॥

নিমপাতাচূর্ণ ৮ তোলা, হরীতকীচূর্ণ ১ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১ তোলা ও হরিদ্রাচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, এইসকল একত্র মিলিত করিয়া জলের সহিত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে বাহ্য ও আভ্যন্তর ফিরঙ্গ নষ্ট হয়।

তোপচিনিভবৎ চূর্ণং শাণমানং সমাক্ষিকম্। ফিরঙ্গব্যাধিনাশায় ভক্ষয়েল্লবণং ত্যজেৎ॥ লবণং যদি বা ত্যক্তুং ন শক্নোতি যদা জনঃ। সৈন্ধবং স হি ভুঞ্জীত মধুরং পরমং হিতম্॥

অর্দ্ধতোলা পরিমিত তোপচিনির চূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে ফিরঙ্গ বিনষ্ট হয়। ইহাতে লবণ পরিত্যাগ করিবে, নিতান্ত অশক্ত হইলে সৈন্ধব খাইবে।

পারদঃ কর্ষমাত্রঃ স্যাৎ তাবন্মাত্রং তু গন্ধকম্। তাবন্মাত্রস্তু খদিরস্তেষাং কুর্য্যাৎ তু কজ্জলীম্॥ রজনী কেশরত্রুট্যৌ জীরযুগ্মং যমানিকা। চন্দনদ্বিতয়ং কৃষ্ণা বাংশী মাংসী চ পত্রকম্॥ অর্দ্ধকর্ষমিতং সর্ব্বং চূর্ণয়িত্বা চ নিক্ষিপেৎ। তৎ সর্ব্বং মধুসর্পির্ভ্যাং দ্বিপলাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্॥ মর্দ্দয়েদথ তৎ খাদেদর্দ্ধকর্ষমিতং নরঃ। ব্রণঃ ফিরঙ্গরোগোত্থস্তস্যাবশ্যং বিনশ্যতি॥ অন্যোঽপি চিরজাতোঽপি প্রশাম্যতি মহাব্রণঃ। এতদ্ভক্ষয়তঃ শোথো মুখস্যান্তর্ন জায়তে। বর্জ্জয়েদত্র লবণমেকবিংশতিবাসরান্॥

পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, একত্র কজ্জলী করিয়া তাহতে খদির ২ তোলা এবং হরিদ্রা, নাগকেশর, ছোট এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, রক্তচন্দন, চন্দন, পিপুল, বংশলোচন, জটামাংসী ও তেজপাতা প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, মধু অর্দ্ধ পোয়া ও ঘৃত অর্দ্ধ পোয়া, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিবে। ইহাতে ফিরঙ্গ-রোগোত্থ সর্ব্বপ্রকার ব্রণ ও অন্যান্য চিরজ মহাব্রণও অবশ্যই বিনষ্ট হয়। ইহা ভক্ষণ করিলে মুখে শোথ হয় না। একুশ দিন লবণ পরিত্যাগ করিবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ফিরঙ্গরোগাধিকারঃ।

মস্তিষ্ক-স্নায়ুরোগাধিকার

অতিরুক্ষ সেবন, লঘু বা অল্প ভোজন, অতি মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, বিষম উপচার, ধাতুক্ষয়, চিন্তা এবং শোকাদি দ্বারা অতিকর্ষণ ইত্যাদি কারণে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসমূহ দুর্ব্বল হইয়া ইন্দ্রিয়শক্তির ও মানসিক শক্তির দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে, অতএব মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য নিবারণের কয়েকটি সিদ্ধফল যোগ লিখিত হইতেছে।

বিল্বাদিচূর্ণম্

বিল্বং মুস্তকমেলাঞ্চ চন্দনং রক্তচন্দনম্। যমানীমজমোদাঞ্চ ত্রিবৃতাং চিত্রকং বিড়ম্॥ অশ্বগন্ধাং বলাং কৃষ্ণাং তুগাক্ষীরীং শিলাজতু । সঞ্চূর্ণ্য পয়সা সার্দ্ধং প্রযুঞ্জ্যাৎ কাঞ্জিকেন বা॥ সেবনাদস্য মাস্তিষ্কা গদাঃ স্নায়বিকা অপি। পলায়ন্তে সুদূরং হি তার্ক্ষ্যত্রস্তা যথাহয়ঃ॥

বেলশুঁঠ, মুতা, এলাইচ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, যমানী, বনযমানী, তেউড়ী, চিতামুল, বিটলবণ, অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, পিপুল, বংশলোচন ও শিলাজতু, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় জল কিংবা কাঁজিসহ সেবন করিলে মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক রোগ সমস্ত দূরীভূত হয়।

অমৃতাদিমণ্ডুরম্

অমৃতা নিম্বভূনিম্বৌ বৃহতী বিশ্বভেষজম্। রজন্যৌ মধুকং মূর্ব্বা মঞ্জিষ্ঠা মদভঞ্জিনী॥ তোয়াধিবাসিনী তোয়পিপ্পলী তোয়ধিপ্রিয়ম্। এতানি সমভাগানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ। কিট্টাদষ্টগুণে মূত্রে পক্ত্বেমানি যথাবিধি। উড়ুম্বরপ্রমাণেন প্রযুঞ্জ্যান্মধুনা সহ॥ মস্তিষ্করোগানখিলান্ বাতপিত্তকফৈঃ কৃতান্। বিনিহন্যান্ন সন্দেহো মণ্ডুরমমৃতাদিকম্॥

শোধিত মণ্ডুর ২৮ তোলা, পাকার্থ গোমূত্র ২৮ পল। আসন্নপাকে—গুলঞ্চ, নিমছাল, চিরতা, বৃহতী, শুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী, পারুলছাল, কাঁচড়া দাম ও

লবঙ্গ, প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে। ইহাতে মস্তিষ্কজাত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়।

পঞ্চামৃত লৌহগুগ্গুলু

রসগন্ধকতারাভ্র মাক্ষিকাণাং পলং পলম্। লৌহস্য দ্বিপলঞ্চাপি গুগ্গুলোঃ পলসপ্তকম্॥ মর্দ্দয়েদায়সে পাত্রে দণ্ডেনাপ্যায়সেন চ। কটুতৈলসমাযোগাদ্ যামদ্বয়মতন্দ্রিতঃ॥ মাষমাত্রপ্রয়োগেণ গদা মস্তিষ্ক-সম্ভবাঃ। স্নায়ুজা বাতজাশ্চাপি বিনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ॥ যৎ পঞ্চামৃতলৌহাখ্যো গুগ্গুলুর্ন হরেদ্ গদম্। নাসৌ সঞ্জায়তে দেহে মনুজানাং কদাচন॥

পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, অভ্র ও স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেক ১ পল, লৌহ ২ পল এবং গুগ্গুলু ৭ পল, এই সমস্ত লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা কটুতৈলসহ দুই প্রহরকাল অনবরত মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে (জলের সহিত) সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মস্তিষ্কসম্ভূত ও স্নায়ুজাত বিবিধ রোগের ধ্বংস হয়।

ত্রিবৃতাদি-মোদকম্

ত্রিবৃতামমৃতাং দ্রাক্ষাং জাতীকোষফলেহভয়াম্। জীবন্তীং মধুকং শ্যামামনন্তামিন্দ্রবারুণীম্॥ অব্দমিন্দীবরং বহ্নিং মধুকং মাগধীং মুরাম্। চবিকাং চোরপুষ্পীঞ্চ চন্দ্রশূরঞ্চ চন্দ্রিকাম্॥ চূর্ণাণ্ডিদ্ভমানং বিজয়াং শুদ্ধাং বীজবিবর্জ্জিতাম্। সিতাং সর্ব্বদ্বিগুণিতাং নিকুম্ভেন্ধনবহ্নিনা॥ যথাশাস্ত্রং ভিষক পক্ত্বা মোদকং পরিকল্প্য চ। প্রযুঞ্জ্যাৎ পয়সোষ্ণেন সায়াহ্নে শাণমাত্রয়া॥ মাস্তিষ্কে দারুণে রোগে স্নায়ব্যে মারুতোদ্ভবে। পিত্তজে কফজে চাপি গ্রহণ্যাং বিকৃতেহনলে॥ ক্লীবতায়াং জ্বরে জীর্ণে দুষ্টে রজসি রেতসি। প্রযোজ্যং দেবদেবোক্তং মোদকং ত্রিবৃতাদিকম্॥

তেউড়ীমূলের ছাল, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা, জৈত্রী, জায়ফল, হরীতকী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রাখালশশার মূল, মুতা, নীলসুঁদির মূল, চিতামূল, মৌলছাল, পিপুল, মুরামাংসী, চৈ, চোরপুষ্পী, হালিম ও এলাইচ প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, বীজরহিত সিদ্ধিচূর্ণ সকলের চতুর্থাংশ এবং সমদ্বিগুণ চিনি। দন্তীকাষ্ঠের অগ্নিতে যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। সায়ংকালে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেব্য। ইহা সেবনে মস্তিষ্কজ ও স্নায়ুজাত রোগসমূহ নিরাকৃত হয়।

বৃহদ্ধাত্রীঘৃতম্

ধাত্রীফলস্য শাল্মল্যা বৃহত্যা বাসকস্য চ। শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ প্রস্থমানেন চাম্ভসা॥ কল্কৈঃ করিকণাকৃষ্ণা-কক্কোলককশেরুভিঃ। খলিনীখদিরাভ্যাঞ্চ খণ্ডিকেন চ খণ্ডিনা॥ গদাগদাভ্যাং গন্ধেন গোস্তন্যা গোপকন্যয়া। ঘনাঘনাঘনাভ্যাঞ্চ ঘনাঘনঘনস্বনৈঃ॥ পয়সা চ পয়স্বিন্যাঃ পক্ত্বা প্রস্থমিতং ঘৃতম্। প্রযুঞ্জ্যাৎ পয়সোষ্ণেন প্রাতরক্ষপ্রমাণতঃ॥ মাস্তিষ্কানখিলান্ ব্যাধীন্ স্নায়ুদোষসমুদ্ভবান্। রক্তপিত্তং ক্ষয়ং ক্লৈব্যং কাসশ্বাসানিলাময়ান্॥ উন্মাদঞ্চ ভ্রমং মূর্চ্ছাং ধাত্রীঘৃতমিদং মহৎ। সপ্তাহমভ্যবহৃতং নিরাকুর্য্যান্ন-সংশয়ঃ॥

গব্যঘৃত ৪ সের। আমলকী, শিমুলমূল, বৃহতী, বাসকছাল, শতমূলী ও ভুমিকুষ্মাণ্ড প্রত্যেকের রস ৪ সের, গব্যদুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ—গজপিপ্পলী, পিপুল, কক্কোল, কেশুর, তালমূলী, খদির-কাষ্ঠ, মটরকলাই, বনমুগ, পারুলছাল, কুড়, শজিনাছাল, দ্রাক্ষা, অনন্তমূল, কাকমাচী, মুতা, মাষাণী, দারুচিনি ও চাঁপানটের মূল; মিলিত ১ সের। যথাবিধি পাক করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণদুগ্ধের

সহিত ২ তোলা মাত্রায় সেব্য। এই ঘৃত সেবনে মস্তিষ্কজাত ও স্নায়ুজ বিবিধ রোগ এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, ক্লৈব্য ও কাসাদি নানা ব্যাধি নিবারিত হয়।

লক্ষ্মীবিলাস-তৈলম্

শতাবর্য্যা বিদার্য্যাশ্চ কদল্যা গোক্ষুরস্য চ। নারিকেলস্য ধাত্র্যাশ্চ কুষ্মাণ্ডস্যাম্বুনা পৃথক্॥ মস্তুনা কাঞ্জিকেনাপি লাক্ষায়াঃ সলিলেন চ। ছাগেন পয়সা কল্কৈঃ শটীচম্পকমুস্তকৈঃ॥ বলাবিল্বাশ্বগন্ধাভি-বৃহত্যা বাসকেন চ। চন্দনদ্বয়মঞ্জিষ্ঠা-শ্যামানন্তানিশাযুগৈঃ॥ মধুকেন মধুকেন পদ্মকোৎপলা-বালকৈঃ। যমান্যা চ প্রসারণ্যা গন্ধদ্রব্যৈস্তথাখিলৈঃ॥ একাদশ্যাং পূজয়িত্বা লক্ষ্মীনারায়ণৌ শুচিঃ॥ তৈলং তিলসমুদ্ভূতং পচেন্মৌনী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥ মস্তিকান্ স্নায়ুজান্ ঘোরান্ গদান্ মেহাংশ্চ বিংশতিম্। বাতব্যাধীনশেষাংশ্চ মূর্চ্ছোন্মাদাবপস্মৃতিম্॥ গ্রহণীং পাণ্ডুতাং শোথং ক্লীবতাং বাতশোণিতম্। মূঢ়গর্ভং রজোদোষং দোষং শুক্রগতং তথা॥ তৈলং লক্ষ্মীবিলাসাখ্যং নাশয়িত্বাশু বৈ বলম্। পুষ্টিং কান্তিং ধৃতিং মেধাং জনয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥

তিলতৈল ৪ সের। শতমুলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কদলী, গোক্ষুর ও আমলকী প্রত্যেকের রস ৪ সের, নারিকেল জল, কুমড়ার জল, দধির মাত, কাঁজি, লাক্ষার জল ও ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ৪ সের। কল্কদ্রব্য—শটী, চাঁপাফুল, মুতা, বেড়েলা, বেলছাল, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, বাসকছাল, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, মৌলফুল, পদ্মকাষ্ঠ, সুঁদিমূল, বালা, যমানী ও গন্ধভাদুলে মিলিত ১ সের। কল্কপাক শেষ হইলে গন্ধদ্রব্য পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুসম্ভূত বিবিধ পীড়া, বিংশতি প্রকার মেহ, বাতব্যাধি, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, অপস্মার, গ্রহণীরোগ, ক্লীবতা, বাতরক্ত, মূঢ়গর্ভ, রজোদোষ ও শুক্রদোষ প্রভৃতি নিরাকৃত হইয়া বল, পুষ্টি, কান্তি, ধৃতি ও মেধা বর্দ্ধিত হয়।

পথ্যাপথ্যবিধি

মস্তিষ্ক-স্নায়ুরোগাধিকারে পথ্য

তৈলাভ্যঙ্গ, অবগাহন, পুষ্টিকর দ্রব্য, মধুরদ্রব্য, অম্লদ্রব্য, ঘৃত, মাংস, কচ্ছপ, রোহিত ও মদ্গুর মৎস্য, পটোল, সজিনা, বেগুন, কুষ্মাণ্ড, দাড়িম, পক্ক আম্র, কদলী, লেবু, কিস্‌মিস্, খেজুর, ডাব, দুগ্ধ প্রভৃতি মস্তিষ্ক ও স্নায়ুরোগে হিতকর।

মস্তিষ্ক-স্নায়ুরোগাধিকারে অপথ্য

বিষমাশন, অধ্যশন, সমশন, রুক্ষক্রিয়া, কটু তিক্ত কষায় রসের অতিসেবন, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, চিন্তা, মৈথুন, উপবাস ও পরিশ্রম সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে মস্তিষ্ক-স্নায়ুরোগাধিকারঃ।

সমাপ্তমিদং পরার্দ্ধম্।

সম্পূর্ণোঽয়ং গ্রন্থঃ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী